শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

৫১শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৪০৫ } ৩য় সংখ্যা



আনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ
যুগ্ম-সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ

কার্য্যালয়

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ☎ ৫৫৫-৮৯৭৩
২৮, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা - ৭০০ ০০৪

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

—(❋)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি.এ.বি.টি. কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি.এ.
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ
শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, সেবারত্ন
শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরত্ন

—(❋)—

প্রচার-সম্পাদক
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

—(❋)—

কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, বিদ্যারত্ন

(ত্রিদণ্ডিস্বামী) শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য (মহারাজ)-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

[মাসিক]

একপঞ্চাশৎ-বর্ষ (১ম- ১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাঙ্গ ৫১২ বিষ্ণু হইতে ৫১৩ মাধব,
বঙ্গাব্দ ১৪০৫ ফাল্গুন হইতে ১৪০৬ মাঘ,
খৃষ্টাব্দ ১৯৯৯ মার্চ্চ হইতে ২০০০ ফেব্রুয়ারী।]

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য—

ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

সহ-সম্পাদক ও প্রকাশক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ., বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ
শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, সেবারত্ন
শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরত্ন

প্রচার-সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ—

শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, *বিদ্যারত্ন*

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের পক্ষে
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

একপঞ্চাশৎ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধাদির সূচীপত্র

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
অধিবাস-প্রসঙ্গ	২।৫৬
অম্বরীষ-কৃতং শ্রীশ্রীজগদীশ্বর-স্তোত্রম্—শ্রী	৫।১২১
অষ্টমীর ভিখারী [কবিতা]	১০।৩৭৬
উপাখ্যানে শিক্ষা	৫।১৮৫
ঋত্বিক-প্রণালী ও গুরু-পরম্পরা	৭।২৫৪
কলিপঞ্চক	১।১১
"কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ"	৩।৯৬
কুরুক্ষেত্র	৮।২৯৭
কৃপা-প্রার্থনা [কবিতা] শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে	১২।৪৫৬
গুরুদেবের অপ্রাকৃত দৈন্যবাক্য—মহত্ত্বজনক এবং মায়াবদ্ধ-শিষ্যের গুরুস্তুতি কপটতা, প্রতিষ্ঠামূলক ও আরোপসিদ্ধ—শ্রী	১।১৩
গুরু-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল [শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে শ্রীমাধবজীউ গৌড়ীয় মঠে প্রদত্ত]	১।২৮, ২।৬৯, ৩।১১৭
গুরু-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল [শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ, শিলিগুড়িতে প্রদত্ত]	৪।১৪৮, ৫।১৯৩, ৬।২৩৬, ৭।২৭৪, ৮।৩১১
গুরু-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল [শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে প্রদত্ত]	৯।৩৫৫, ১০।৩৯২
গুরু-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল [শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমাকালে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রদত্ত]	১১।৪৩৩, ১২।৪৫৭
গৌড়ীয়ের একপঞ্চাশৎ-বর্ষ—শ্রী	১।৩৩
চৈতন্যমহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-প্রসঙ্গ—শ্রী [বিজ্ঞাপন]	২।৪৩, ৪।১৩১
জগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৪।১৫৯
জীবের কৃত্য	১।২৬, ২।৬৬, ৩।১১০, ৫।১৮৯, ৬।২৩০, ৭।২৬৬, ৮।৩০১, ৯।৩৫০, ১০।৩৮৭, ১১।৪৩১, ১২।৪৫১
জীবন্মৃত কে?	৬।২১৬
দক্ষাদি দেবগণ-কৃতঃ শ্রীশ্রীহরি-স্তবঃ	১০।৩৬১, ১১।৪০১
দান ও দয়া	১০।৩৭৮

দেবগণ-কৃতং শ্রীশ্রীভগবৎস্তোত্র-চতুর্দ্দশকম্—শ্রী ৬।২০১
দৈন্য ও দাম্ভিকতা ৫।১৭৫
দ্বাদশ বৈষ্ণব (১) স্বয়ম্ভূ ১০।৩৮২, ১১।৪২৭
ধাম-পরিক্রমা—শ্রী [কবিতা] ১।৩১
ধ্রুব-কৃতঃ শ্রীশ্রীভগবৎ-স্তবঃ—শ্রী ১২।৪৪১
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী [বিবরণ] ২।৭৮
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র] ১২।৪৭৩
নাম-মাহাত্ম্য—শ্রী [কবিতা] ৩।১১৫
পাশ্চাত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম-প্রচার ২।৭৩, ৭।২৭০, ৮।৩০৬, ১২।৪৬৬
পিতার আদর্শ কিরূপ হওয়া প্রয়োজন? [শ্রীল কেশব গোস্বামী] ১।৭
পুণ্ডরীক-কৃতং শ্রীশ্রীদারুব্রহ্ম-ঘনশ্যাম-স্তোত্রম্—শ্রী ৩।৮১
পুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য ও কৃত্য—শ্রী ৩।১০৭
প্রশ্নোত্তর [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ২।৪৪, ৩।৮৪, ৪।১২৩,
৫।১৬৩, ৬।২০৪, ৭।২৪৪, ৮।২৮৪,
৯।৩২৪, ১০।৩৬৫, ১১।৪০৫, ১২।৪৪৫
প্রভুপাদের হরিকথামৃত—শ্রীল ২।৪৮, ৩।৮৭, ৪।১২৭,
৫।১৬৮, ৬।২০৮, ৭।২৪৭, ৮।২৮৭,
৯।৩২৮, ১০।৩৬৮, ১১।৪০৮, ১২।৪৪৭
প্রচার-প্রসঙ্গ ৪।১৫৪
প্রার্থনা [কবিতা] ৯।৩৪৮
প্রার্থনা [কবিতা] ১২।৪৬১
বন্দনা-গীতি [কবিতা] ৩।১০০
বিফল প্রয়াস [কবিতা] ৮।৩০৫
বিরহ-গীতি [কবিতা] ৬।২৩৪
বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী
মহারাজের তিরোভাব-তিথি-বাসরে ১০।৩৮৬
বিশেষ নিবেদন ১২।৪৬৫
বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে সাদর আহ্বান—শ্রী
[নিমন্ত্রণ-পত্র] ৫।১৯৯
বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র] ৮।৩১৯
বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ গৌড়ীয়ের বৈশিষ্ট্য [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ১।৫
ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র] ১০।৩৯৯, ১১।৪৪০
ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [বিবরণ] ১২।৪৬২

ব্রহ্ম-কৃতং শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকম্—শ্রী ৪।১২১
ব্রহ্মা-কৃতং শ্রীশ্রীগর্ভোদশায়ি-স্তবঃ—শ্রী ৭।২৪১, ৮।২৮১, ৯।৩২১
ভয় ১।১৬
ভক্ত, বিমুখ ও বিরোধীর সেবার ফল-পার্থক্য ৩।৯৩
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব—শ্রীমদ্ [নিমন্ত্রণ-পত্র] ৭।২৭৯
ভক্তিগীতি [কবিতা] শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে ১১।৪২৬
ভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ] ১১।৪৩৮
ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের তিরোধান—শ্রীমদ্ ১২।৪৭০
ভাগবত-মহিমা—শ্রী ১।২১, ২।৫৮
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি—ভক্তিপথের প্রধান অন্তরায় ১১।৪২২
ভ্রম-সংশোধন ৬।২১৫
মনের প্রতি উপদেশ [কবিতা] ৭।২৬৫
"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" ৯।৩৪৩
মহামন্ত্রের স্বরূপ [কবিতা] ৬।২৩৯
মার্কণ্ডেয়ঋষি-কৃতং বটপত্রশায়ি-শ্রীশ্রীগদাধর-স্তোত্রদশকম্—শ্রী ১।১
মায়া ৭।২৬০
মেঘালয় গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও শ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ] ৮।৩১৬
যমরাজ-কৃতং শ্রীশ্রীনীলমাধব-স্তোত্রম্—শ্রী ২।৪১
রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ ৬।২১৯
রাধা-প্রীতি—শ্রী ২।৬১, ৩।১০১, ৪।১৪১, ৫।১৮২
রাধার নিত্যতা—শ্রী ৬।২২৫, ৭।২৫৮
শ্রদ্ধা [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ১।৩
'শ্রাদ্ধ'-শব্দের তাৎপর্য্য ৮।২৯২, ৯।৩৩৬
সন্দর্ভ-সার ১।৮, ২।৫৩, ৩।৯০, ৪।১৩২, ৫।১৭০, ৭।২৫০, ৮।২৮৮, ৯।৩৩২, ১০।৩৭২, ১১।৪১৩
সাম্প্রদায়িক মতবাদের বিচার-বৈশিষ্ট্য ৬।২১২
সেব্য কে? ১১।৪১৬
স্বধামে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ ৪।১৫৬
হরিনাম-মাহাত্ম্য—শ্রী ৪।১৩৬
Statement about Shri Goudiya-Patrika ১।৪০

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার
আজীবন সদস্যগণের তালিকা (১৯৯৯)

১। শ্রীমতী বাণী চৌধুরী

C/O—শ্রীগৌরগোবিন্দ বস্ত্রালয়

থানা রোড, উকিলপাড়া, উত্তর দিনাজপুর—৭৩৩১৩৪

২। কুমারী সুলতা সিন্‌হা

'হরিধাম', ১৫/১, সীতানাথ বোস লেন,

পোঃ—সালকিয়া, হাওড়া।

৩। সম্পাদক—

শ্রীহরে কৃষ্ণ আশ্রম

গ্রাম—খাঁড়াপাড়া, পোঃ—খাড়ী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

৪। কুমারী মলিনা রায়

C/O—শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ

বিধানগড়, সন্তোষপুর, কলিকাতা—৬৬

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকগণকে জানানো হইতেছে যে, শ্রীপত্রিকার আজীবন সদস্য গ্রহণ করা হইতেছে। যাঁহারা আজীবন সদস্য হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা ১০০১ (এক হাজার এক) টাকা এককালীন অথবা এক বৎসরে চারিটী সমান কিস্তিতে দিয়া সদস্য হইতে পারেন। এ ব্যাপারে কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত যোগাযোগ করুন।

বিনীত নিবেদক—

কার্য্যাধ্যক্ষ,

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৫১শ বর্ষ | ১৩ বিষ্ণু, সঙ্কর্ষণ, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ
৩০ ফাল্গুন, সোমবার, ১৪০৫, ইং ১৫।৩।৯৯ | ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমার্কণ্ডেয়ঋষি-কৃতং বটপত্রশায়ি-শ্রীশ্রীগদাধর-স্তোত্রদশকম্

[স্কান্দে শ্রীবিষ্ণুখণ্ডে শ্রীপুরুষোত্তম-মাহাত্ম্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ে]

[বিবশো জল-বাতাভ্যাং তদা সুস্থো ব্যবস্থিতঃ।
হৃষ্টান্তরাত্মা স মুনিরারাৎ সাষ্টাঙ্গমানতঃ।
প্রসাদনায় দেবস্য স্তোত্রমেতদুদাহরৎ।।]

[ঋষি জল-বায়ুবেগে বিবশাঙ্গ হইয়াও তৎকালে স্বাস্থ্যলাভ করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়া শ্রীভগবানের সমীপে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও তাঁহার প্রসন্নতার নিমিত্ত স্তব করিলেন।—]

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ—

১৭। ত্বৎপাদপদ্মানুসরানুষঙ্গং, রুদ্রেন্দ্র-পদ্মাসন-সম্পদাঢ্যম্।
ত্বদ্ভক্তিহীনং পরিতঃ প্রতপ্তং, দীনং পরিত্রাহি কৃপাম্বুধে মাম্॥১॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়-ঋষি বলিলেন,—হে বিষ্ণো! আজ আমি আপনার পাদপদ্মের সান্নিধ্য লাভ করিয়া ব্রহ্মা, রুদ্র ও চন্দ্রের ন্যায় অসীম সম্পদের অধিকারী হইয়াছি। পরন্তু এতদিন

আমি আপনার ভজন না করিয়া বিবিধপ্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। হে দয়ার সাগর! এ সময়ে আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

১৮। ব্রহ্মাদিভির্যৎ পরিচর্য্যমাণং, পদাম্বুজ-দ্বন্দ্বমচিন্ত্যশক্তিঃ।
স্বশ্রেয়স-প্রাপ্তি-নিদান-তত্ত্বং, দীনং পরিত্রাহি কৃপাম্বুধে মাম্ ॥ ২ ॥

(হে ভগবন্!) আপনার পাদপদ্মের মহিমা অপার ও মুক্তিলাভের একমাত্র নিদান ; ব্রহ্মাদি দেবগণ সেইকারণে আপনার পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। হে কৃপানিধে! আমি ভজন-পূজনহীন অধম, আমাকে দয়া করিয়া রক্ষা করুন ॥ ২ ॥

১৯। যদঙ্গভূতং জগদণ্ডমেতদনেককোটি-প্রগুণং বিভাতি।
লীলাবিলাস-স্থিতি-সৃষ্টি-লীলং, তন্মাং সুদীনং পরিরক্ষ বিষ্ণো ॥৩॥

যাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে উৎপন্ন এই ব্রহ্মাণ্ড তদপেক্ষা বহুকোটিগুণ বিস্তৃত হইয়া প্রতিভাত হইতেছে, এই সংসার-লীলার সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যাঁহা হইতে হইতেছে, হে দেব! আপনি সেই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু ; দয়া করিয়া এই অধমকে পরিত্রাণ করুন ॥ ৩ ॥

২০। একং সুবর্ণঃ কটকাদিভেদৈর্নানা যথা বা নভসোদিতোঽর্ক।
আধার-বৈষম্য-জলেষু তাদৃগ্‌বিভাব্যসে নির্গুণ এক এব ॥ ৪ ॥

একমাত্র সুবর্ণ যেমন বলয়-হার প্রভৃতি রূপভেদে বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত হয়, একমাত্র দিবাকর যেমন জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানাবিধরূপে প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ আপনি নির্গুণ অদ্বয় ব্রহ্মরূপী হইয়াও বিভিন্ন আকার ধারণ করিতেছেন ॥ ৪ ॥

২১। অশেষ-সম্পূর্ণ-রুচি-প্রহীণো, পাদাব্জ-সঙ্কল্প-বিবর্জ্জিতোঽপি।
দীনানুকম্পানুগুণং বিভর্ষি, যুগে যুগে দেহমপারশক্তে ॥ ৫ ॥

হে অপার শক্তিশালিন্! আপনার কোনপ্রকার প্রাকৃত বাসনা বা সঙ্কল্প না থাকিলেও, দীনানুকম্পার নিমিত্ত প্রতিযুগে অপ্রাকৃত দেহ ধারণ করিতেছেন ॥ ৫ ॥

২২। ত্বৎপাদপদ্মং জগদীশ পূর্ব্বমসেব্যতানাত্মধিয়া ময়া যৎ।
তৎকর্ম্মণা দারুণ-পাকভাজং, দীনং পরিত্রাহি কৃপাম্বুধে মাম্ ॥ ৬ ॥

হে জগদীশ! না হয় আমি আত্মজ্ঞানে পূর্ব্বে আপনার পাদপদ্ম সেবা করি নাই। সেই কারণেই আমার এই দারুণ দুর্ব্বিপাক উপস্থিত। হে কৃপানিধে! দয়া করিয়া অধমকে পরিত্রাণ করুন ॥ ৬ ॥

২৩। অশেষলোক স্থিতি-সৃষ্টি-লীলাবিলাসি যত্তে ত্রিগুণং বিভাতি।
বপুর্মহাত্মন্মহদাদি-হেতুর্হেতোর্নমস্তে প্রকৃতেঃ পরস্য ॥ ৭ ॥

হে মহাত্মন্! আপনার ত্রিগুণাতীত শরীর নিখিল জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী, মহদাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বেরও হেতু ; আপনি প্রকৃতি হইতে অতীত সর্ব্বকারণ পরমাত্মা, আপনাকে নমস্কার ॥ ৭ ॥

২৪। সর্ব্বত্র গত্বা বৃহদপ্রমেয়ং, প্রবর্দ্ধমানং ত্বয়ি বৃংহিতঞ্চ।
তদ্ব্রহ্মরূপং পরিণামহেতুং, স্বাধ্যাত্ম-বিশ্বাত্মকমাশ্রয়ামি ॥ ৮ ॥

হে ভগবান্! আপনাতে সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত, অপ্রমেয়, ক্রমবর্দ্ধমান ব্রহ্মরূপ বিদ্যমান্ ; জগৎপ্রপঞ্চের হেতুভূত বিশ্বরূপী আপনার সেই সর্ব্বহেতুভূত দিব্যরূপের আশ্রয় গ্রহণ করি ॥ ৮ ॥

২৫। একার্ণবে মহাঘোরে নাবস্থাতুং প্রদেশভূঃ ।
অস্তি লক্ষ্মীপতে মেঘ-বারি-বাত-প্রকম্পনাৎ ॥ ৯ ॥

হে লক্ষ্মীপতে! আমি বাত-বৃষ্টিদ্বারা নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি, এই ভীষণ একার্ণবে বিন্দুমাত্রও থাকিবার স্থান পাইতেছি না ॥ ৯ ॥

২৬। ত্রাহি বিষ্ণো জগন্নাথ মগ্নং সংসার-সাগরে ।
মামুদ্ধরাস্মাদ্ গোবিন্দ কৃপাপাঙ্গ-বিলোকনাৎ ॥ ১০ ॥

হে বিষ্ণো! জগন্নাথ! আমি সংসার-সাগরে মগ্ন ; আমাকে রক্ষা করুন,—হে গোবিন্দ! কৃপাদৃষ্টিদ্বারা আমাকে এই সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করুন ॥ ১০ ॥

শ্রদ্ধা

অনন্তকাল হইতে অনন্ত জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া এ সংসারে ভ্রমণ করিতেছে। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস ; সেই দাস্য বিস্মৃত হইয়া ভোগবাঞ্ছাবশতঃই জীব মায়ার দাস। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিতেছেন,—

"জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ।।" (চৈঃ চঃ মঃ ২০। ১০৮, ১১৭)

মায়াবদ্ধ হইয়া এ সংসারে পড়িয়া জীব অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছে, সুখের আশায় মত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতেছে। কোন একটী বস্তু পাইলে বড় সুখ হইবে, কত কষ্ট করিয়া তাহা পাওয়া গেল ; কিন্তু ইহাতে ত' সুখ নাই, তবে বুঝি আর একটী বস্তু পাইলে সুখ হইবে। কিন্তু সুখ হইল না, আশা মিটিল না, প্রাণ জুড়াইল না। 'রিপুর' দাস হইয়া তার লাথি খাইয়াও ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিতেছে না, তাহাকে ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছে না,—তাহার দাসত্বে বুঝি কি একটু সুখ আছে, তাই জীব তার জন্য এত লালায়িত। ধনী ধনের গৌরবে দরিদ্রের দিকে ঘৃণায় চাহিতেছে না, বুদ্ধিমান্ মূর্খের কথা গ্রাহ্য করিতেছেন না। অবিদ্যারূপ বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া সেই অভিমানে কেহ বা ফুলিয়া দাঁড়াইতেছেন, কেহ বা তাহা না পাইয়া দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িতেছেন। চিন্ময় রাজ্যের দিব্যরত্ন জীব আজ সংসারের ধূলায় মলিন। যখন শ্রীভগবানে শ্রদ্ধারূপ নির্ম্মল বারিদ্বারা বিষয়াসক্তিরূপ ধূলা-কাদায় বিধৌত হইবে, তখনই রত্নের জ্যোতি—কৃষ্ণভক্তি আপনিই বাহির হইবে। তখনই চিন্ময় রত্ন চিন্ময় ধামে যাইবে। কিন্তু কোথায় সে শ্রদ্ধাবারি!

এই সংসারে অশেষ ক্লেশে ব্যথিত হইয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ইচ্ছায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই হউক, অথবা সাধুসঙ্গক্রমে সাধুর উপদেশ লাভ করিয়াই হউক, কিম্বা শাস্ত্রাদি আলোচনা করত তাহার যথার্থ অর্থ বিচার করিয়া, কিম্বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, যখন জীবের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়,—ঈশ্বর মহান্, সর্ব্বশক্তিমান্ ; জীব ক্ষুদ্র, শক্তিহীন ; ঈশ্বর স্বাধীন, জীব তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির অধীন ; ঈশ্বর প্রভু, জীব দীনহীন

দাস ; তখনই আনন্দময়কে পাইয়া সমস্ত যাতনা জুড়াইবার, অথবা সর্ব্বাশ্রয় হরির আশ্রিত হইবার ইচ্ছা জীবের স্বভাবতঃই উদয় হইয়া পড়ে এবং তাঁহাকে পাইবার চেষ্টাও অল্প অল্প হয়। **ইহাই শ্রদ্ধার প্রথম অবস্থা।**

জীবের স্বভাব বিকৃত হওয়ায় জীব জড়াভ্যস্ত হইয়াছে, সুতরাং সাধুসঙ্গ অভাবে বা কু-সঙ্গক্রমে এ শ্রদ্ধা একেবারে লুক্কায়িত হইতে পারে। সুতরাং ঐ সময় হইতে সাধুসঙ্গের প্রয়োজন। সাধুসঙ্গক্রমে এই শ্রদ্ধা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং শ্রদ্ধাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুলতাও বাড়িয়া উঠে। তখন কি-উপায়ে জীব শ্রীভগবানের চরণ পাইবেন, তাহারই অন্বেষণে যত্নবান্ হন। তখন তিনি প্রথমেই দেখিতে পান,—তিনি অনর্থের একান্ত বশীভূত ও তাঁহার স্বভাব সুপ্ত। তিনি তখন কোন বিগত-অনর্থ জাগ্রত-স্বভাব-সাধুর পদাশ্রয় করত একনিষ্ঠ হইয়া ভজন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। শ্রদ্ধার এই অবস্থার নামই দৃঢ় বা নির্গুণ উদ্দেশিনী শ্রদ্ধা। **ইহাই 'ভক্তিলতা বীজ'**। এই সময়ে শ্রদ্ধাবানের যেরূপ ভাব হয়, তাহা নিম্নলিখিত বাক্যে প্রকাশিত হইতেছে। যথা,—

'শ্রদ্ধা'-শব্দে—বিশ্বাস কহে সুদৃঢ়-নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়।।" (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৬২)

শ্রদ্ধাবান্ জীবের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়,—একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই জীবের স্বভাব, শ্রীকৃষ্ণসেবা ব্যতীত জীবের কর্ত্তব্য আর কিছুই নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলে জীবের সমস্ত কার্য্যই করা হইল। কিন্তু মায়াবদ্ধ হইয়া জীব বিকৃত-স্বভাব হইয়াছেন। সুতরাং স্বভাব-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত দেহযাত্রা সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করত কৃষ্ণানুশীলন করাই শ্রেয়ঃ। তাই তিনি ভক্তি-অনুকূল যাহা কিছু, তাহাই মাত্র স্বীকার করেন। ভক্তি-প্রতিকূল যাহা কিছু, তাহা জীবের কর্ত্তব্য নয় বলিয়া কদাচ গ্রহণ করেন না। শ্রদ্ধাবান্ জীবের কর্ম্মাধিকার নাই, কারণ নিষ্কাম কর্ম্মের ফল যে শ্রদ্ধা , তাহা হইতে উত্তম এই শ্রদ্ধা তাঁহার স্বভাবতঃই উদয় হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।। (ভাঃ ১১।২০।৯)

যতদিন কর্ম্মফলের প্রতি অনাসক্ত না হইবে, অথবা আমার বিষয় শ্রবণ-কীর্ত্তনে শ্রদ্ধাবান্ না হইবে, ততদিন কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্রদ্ধাবান্ জন আর কর্ম্মফলে আসক্ত নাই, কারণ তিনি একমাত্র কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। তাঁহার কর্ণে হরিকথা বড় ভাল লাগে—তিনি তাহাতে অনাসক্ত নহেন। তিনি "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য"—সমস্ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আশা-ভরসা ত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া, "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়-ক্রোধঃ"—দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, সুখে স্পৃহাহীন, অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ-বিমুক্ত হইয়া, "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং"-রূপ উত্তমা ভক্তি আচরণ করিতে সর্ব্বদা যত্নশীল। সুতরাং তিনি কর্ম্মযোগীর ধর্ম্ম-কর্ম্ম অতীত করিয়া, জ্ঞানযোগীর যুক্তি-বিচার অবহেলা করিয়া বিশুদ্ধ-ভক্তিযোগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পাইবার জন্য শ্রদ্ধাযোগে অবস্থিত। কারণ, "শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।"—একমাত্র শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই ভক্তি পাইবার যোগ্যপাত্র এবং একমাত্র "ভক্ত্যে ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপ"—ভক্তিদ্বারাই ভগবানের পূর্ণ-অনুভব হয় ; জ্ঞান ও যোগদ্বারা তাঁহার জ্যোতি-ব্রহ্ম ও তাঁহার এক অংশ—পরমাত্মার অনুভব হয়। সুতরাং শ্রদ্ধা জীবের বড় আদরের ধন। শ্রদ্ধাবান্ সাধক যতদিন সাধন-ভক্তিরাজ্যে অবস্থিতি করেন, এই শ্রদ্ধাই কৃষ্ণানুশীলনক্রমে অবস্থানুসারে নিষ্ঠা,

রুচি, আসক্তি আদি নাম ধারণ করেন। ক্রমে যখন ভাব উদয় হয়, তখনই এই শ্রদ্ধা নির্গুণ-শ্রদ্ধা, রাগ বা রতি-নাম প্রাপ্ত হয়, সেই রতিই প্রেম-মন্দিরে প্রবেশের দ্বার-স্বরূপ।

শ্রদ্ধাবান্ জীব একমাত্র কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। যদি সূক্ষ্মভাবেও তাঁহাদের মনে অন্য বাঞ্ছা থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের শ্রদ্ধা নির্গুণ-উদ্দেশিনী হয় নাই। সাধুসঙ্গক্রমে যতদিন তাঁহারা ঐ কামনা ত্যাগ না করিতে পারিবেন, ততদিন তাঁহাদের ভক্তিলাভের আশাও কম। শুদ্ধভক্তিই জীবের সম্পত্তি। সেই ভক্তি পাইতে হইলে প্রথমতঃ শ্রদ্ধার প্রয়োজন। শ্রদ্ধা ব্যতীত তাহা লাভ হয় না।

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ গৌড়ীয়ের বৈশিষ্ট্য

অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুগত-জনগণকে 'গৌড়ীয়' আখ্যা দেওয়া হয়। ভারতের উত্তরাংশসমূহকে 'গৌড়দেশ' বলা হয়। জড়দেশের অনুভূতি অনুসারে গৃহব্রতগণ গৌড়দেশকে পার্থিব ভূমিবিশেষ জ্ঞান করেন। কিন্তু অপার্থিব দর্শনে বৈকুণ্ঠের দ্রষ্টৃবর্গ গৌড়দেশকে চিন্ময় রাজ্য জানেন। সেই চিন্ময় রাজ্যের অধীশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার আশ্রিত জনগণের নিকট গৌড়ীয়েশ্বর-নামে পরিচিত। তদনুসারে গোলোকপতি 'গৌড়ীয়া-নাথ' অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও গৌড়ীয়গণের নিত্যারাধ্য। যাঁহারা গৌড়দেশকে প্রাকৃত দেশ বলিয়া জানেন, তাঁহাদের ধারণায় যাঁহারা গৌড়দেশবাসী তাঁহারা নিত্যজগতের—চিন্ময় জগতের—আনন্দময় জগতের অধিবাসী নহেন।

সচ্চিদানন্দ শ্রীগৌর-ভগবানের আশ্রিত সেবকগণ—সকলেই কার্ষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিত্য সেবক। সুতরাং তাঁহাদিগকে দেশবিশেষের অধিবাসী জ্ঞান করার পরিবর্ত্তে নিত্য চিদানন্দময় রাজ্যের অধিবাসী জানিতে হইবে। 'গৌড়ীয়' বলিতে কার্ষ্ণকে বুঝাইলেও অনেকেই জড়বিচারে গৌড়ীয়কে অচিদ্রাজ্যের অধিবাসী জানিয়া মৎসর-ভাবাপন্ন হন ; কিন্তু গৌড়ীয় চিরদিনই নির্ম্মৎসর। গৌড়ীয়ের বিনাশ নাই ; তিনি অমৃত, গৌড়ীয়ের অনভিজ্ঞতা নাই—তিনি সর্ব্বজ্ঞ ; গৌড়ীয়ের কোন দুঃখ নাই—তিনি প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধি গোপীভর্ত্তার নিত্যদাসগণের দাসানুদাস।

শ্রীগৌড়ীয়গণ নিত্য। তাঁহাদের নিত্যবন্ধু সাময়িকপত্ররূপে জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। আবির্ভাব-কাল হইতে গৌড়ীয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিতে উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবত শ্লোক-তাৎপর্য্যানুসারে আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ব্যস্ত আছেন। পুরূরবঃ-প্রসঙ্গে কথিত দুঃসঙ্গ-নিরূপণ, তাহার পরিত্যাগ এবং সৎসঙ্গ-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা-নির্দ্দেশে সাধুর নিত্য আনন্দময় চিন্ময় বাক্যসমূহ—অসতের জিহ্বা-ছেদনে খড়্গসদৃশ। তাঁহার প্রচারিত সেই বাক্যাবলী ভগবৎসেবা-বিমুখ জনগণের গোপনে সংরক্ষিত ভোগ বা ত্যাগ-চিত্তাময়-দেহের ছেদনকারী। গৌড়ীয়ের কৃত্য,—বদ্ধজীবগণের ভোগানন্দ বিধানকার্য্যে তিনি সর্ব্বদাই পরাঙ্মুখ। তাহাদের নিত্যমঙ্গলের জন্য—তাহাদের অগৌড়ীয় ভাবসমূহ যাহাতে সজীব না থাকে, তজ্জন্য তিনি ঘাতকের কার্য্য করেন। হরিবিমুখ জগতে ঘাতকের হননকার্য্য দোষাবহ, কিন্তু চিন্ময় বৈকুণ্ঠকথা-রূপ খড়্গ সর্ব্বদাই জীবের নিত্য উপকার বিধান করেন।

সাধুর হরিকথা-রূপ খড়্গ হরিসেবা-বিমুখ জনগণের গতিশীল কলেবরের পুষ্টিসাধন করা দূরে থাকুক, তাদৃশী প্রবৃত্তির শিরশ্ছেদনে সতত ব্যস্ত। ভূতাবিষ্ট জনগণের কলেবরে প্রবিষ্ট ভূতের ওঝার মন্ত্র যেরূপ ভূতের সর্ব্বনাশ করে, তদ্রূপ ভবব্যাধিগ্রস্ত জনগণের কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তিতে বিতৃষ্ণা-রূপ দেহ-সমূহের শিরোভাগ দ্বিখণ্ডিত করিয়া উহাদের সজীবতা নাশ করেন। জীব ভগবৎসেবোন্মুখ হইয়া ভোগ বা ত্যাগের কল্পনাকে পশ্চাতে রাখিয়া বৈকুণ্ঠ-জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন।

ভগবৎসেবা-বিমুখতাই অসাধুতা ; উহা ভোগ বা ত্যাগের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে এই পার্থিব ভূমিদ্বয়ের অবস্থান হইতে বদ্ধজীব উদ্ধারলাভ করিয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হন। **সাধুর সঙ্গ-প্রভাবেই বৈকুণ্ঠকথা শ্রবণে অধিকার হয়।** বৈকুণ্ঠ-কথায় কি-প্রকার লোকাতীত শক্তি নিহিত আছে, সাধুসঙ্গকারী ব্যক্তির নিকটেই তাহার পরিচয় আছে। সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতেই হরিকথা এবং হরির রূপ, হরির ঐশ্বর্য্য, হরির বীর্য্য, হরির যশঃ, হরির শোভা, হরির জ্ঞান, হরিমায়া-বিরাগ প্রভৃতির শ্রবণে অধিকার লাভ হয়।

ভগবান্ শ্রীহরিতেই সমগ্রতা আছে ; তাঁহাতে মায়াবদ্ধ জীবগণের খণ্ডিত বিচারের আরোপ বা অবকাশ নাই। সুতরাং শ্রবণ-মুখে শ্রীহরির ভগবত্তার ছয়টী আদর্শ জীবের লব্ধ হইলেই তাহাকে "হরি-প্রসঙ্গ" বলে। **শ্রবণের পরবর্ত্তি-ক্রিয়ায় জিহ্বার ও ওষ্ঠের সাহায্য** পাওয়া যায়। শ্রবণ হইতেই জানা যায় যে, আমাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন বর্ত্তমানকালে হরিসেবা-বিমুখ হইয়া আমাদের শুভ আকাঙ্ক্ষা করিবার পরিবর্ত্তে মৎসরধর্ম্মে কাম-ক্রোধাদির সেবা-সূত্রে অমাদের অনিষ্ট-সাধনে প্রবৃত্ত আছেন। কেহ বা মৎসরধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হরিকথা শ্রবণানন্তর আমাদের সহিত নিত্য সৌহার্দ্দ-স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করেন। আমাদের সহযোগিগণ শ্রুত হরিকথা একযোগেই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কীর্ত্তন করিলেই পরস্পরের হরিসেবা-চেষ্টার উদ্দীপন হইয়া থাকে এবং আমরাও পরমোৎসাহে, যাঁহারা শ্রবণ করেন নাই, তাঁহাদের প্রতি সর্ব্বোত্তম উপকাররূপ দয়ার অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হই। এই অনুষ্ঠানের দ্বারাই হৃদয় ও কর্ণ পুলকিত হয়।

হরিকথা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে চিত্ত হরি-রসের তারতম্যক্রমে উৎকর্ষ নির্দ্দেশ করে। তখন আর অন্য কথা ভাল লাগে না—সহযোগি-কর্ণকে আত্মা উত্তরোত্তর হরিকথা-শ্রবণকার্য্যেই নিযুক্ত করে। হৃদয়ের ভোগপিপাসার বা ত্যাগৌষধির সন্ধানে ব্যস্ত না হইয়া আমরা যখন হরিকথা শ্রবণে উৎকর্ণ হই, সেই সময় বৈকুণ্ঠ-বিক্রম আমাদের চিত্তাধারের ঔজ্জ্বল্য সাধন করে। এই সৎসঙ্গ-প্রভাবে কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে—কীর্ত্তন করিতে করিতে আমাদের পার্থিব ভোগ-বাসনা বা অপার্থিব ত্যাগ-বাসনায় বিজয়ী হইবার দুষ্পিপাসা বিদূরিত হয়। তখন ইতর কথায় অরুচি হওয়ায় নিরন্তর হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিবার আগ্রহ বৃদ্ধি হয়। যেকালে তৎপ্রতি আগ্রহ শিথিল হয়, সেইকালে কীর্ত্তন ব্যতীত অন্যপ্রকার সাধন-প্রণালীর দাস্য করিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু সাধুসঙ্গ-প্রভাবে হরিকীর্ত্তনে অনুমোদন লাভ করিলে আমাদের দুরভিলাষ বৃদ্ধি হইতে পারে না। তখন জড়কথায় অশ্রদ্ধা হওয়ায় ও তাহার ফল্গুতা উপলব্ধি করিয়া আমরা হরিসেবা-বিমুখ যাবতীয় কথায় অশ্রদ্ধা-স্থাপনে ব্যস্ত হই। **এই অশ্রদ্ধা বা অপ্রয়োজনীয়তা-জ্ঞানই আমাদের চরম মঙ্গ**

লপথে আস্থা-স্থাপনের বৃত্তিবিশেষ। ক্রমশঃ চক্রাকারে এইসকল বৃত্তি উৎক্রমগতিতে দোদুল্যমানরূপে পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ, কীর্ত্তনাত্মক-সঙ্গ, তৎপ্রভাবে ভগবৎসেবায় উন্মুখতা, ক্ষণ-ভঙ্গুর ভোগরাজ্যে ক্রমশঃ উদাসীনতা, ঔদাসীন্যে সর্ব্বতোভাবে অসাধুসঙ্গ-পরিহারেচ্ছা ও অসাধু অনুষ্ঠান হইতে নিত্যবিরতি, সঙ্গে সঙ্গে ভজনে অবিক্ষেপ-নৈরন্তর্য্য, তাহার পরেই ভজনে 'রুচি' এবং রুচি গাঢ়তর হইলেই আসক্তির পর হৃদ্‌গতভাবে সুষ্ঠু সমাস্থিতি,—উহারই অপর নাম 'রতি'। ভগবদ্রতির উদয়ে সমগ্র ঐশ্বর্য্যাদির আকর বস্তুতে লোভের উদয় হয়। সেই লোভাত্মিকা রতি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী সামগ্রীর মিলনে চিন্ময়-রসের উদয় করাইয়া জড়রসের নিবৃত্তি করায়। জড়রস-নিবৃত্তিই অনর্থ-নিবৃত্তি। উহার পরেই চিদ্রসপ্রবৃত্তি আমাদিগকে হরিসেবায় নিযুক্ত রাখে। এই ক্রমপদ্ধতি সাধন-ভক্তিরাজ্য অতিক্রম করিয়া ভাবসেবায় আত্মনিয়োগ করায়, ইহাই উৎক্রমদশার ক্রম। সাধুসঙ্গের অভাবে জড়জগৎ হইতে উৎক্রান্ত হইবার আর অন্য উপায় নাই। **ক্রমপদ্ধতিই অবলম্বনীয় ; উহা সাধুসঙ্গ হইতেই সম্ভব।** শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আশ্রিতগণ সাময়িকপত্র গৌড়ীয়ের মারফতেই সচ্চিদানন্দের সেবা করিয়া থাকেন।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

পিতার আদর্শ কিরূপ হওয়া প্রয়োজন ?

বর্ত্তমান সমাজে আহার, ব্যবহার, শিক্ষা ও আচারের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা চরম পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে। কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, যাঁহারা পিতা, শিক্ষক ও শাসকসজ্জায় সজ্জিত হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের মধ্যেই এই সকল অনাচার, দুরাচার, অসদাচার ও কদাচার বহুল পরিমাণে থাকায় স্ব-স্ব-দোষগোপন-মানসে আরও সকলে যাহাতে এই সকল অপকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া কলির সাহচর্য্যবিধানে অধিকতর যোগ্যতার্জ্জন করিতে পারে, সেইরূপ চেষ্টাই আজকাল 'জীবসেবা' বলিয়া কথিত হয়। ইহার একমাত্র প্রতিকার হইল, "Spare the rod and spoil the child" অর্থাৎ "সন্তানগণকে বেত্রাঘাত বা কঠোর শাসন না করিলে তাহারা নষ্ট ও অধঃপতিত হইবে"—এই নীতিবাক্য অবলম্বন করা বিশেষ প্রয়োজন। তজ্জন্য শিক্ষাবিভাগে যেরূপ "Guru Training"-র (গুরু-ট্রেনিং) ব্যবস্থা হইয়াছে, সেইপ্রকার গৃহস্থ সমাজেও সন্তানগণকে শিক্ষা দিবার জন্য "Father Training"-র (ফাদার-ট্রেনিং) বিশেষ আবশ্যকতা আছে। কারণ, আজকাল বহু ব্যক্তিকে পিতা হইতে দেখা যায়, কিন্তু সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য-পালনে যে আদর্শের প্রয়োজন, তাহার অত্যন্ত অভাব তাঁহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য 'পিতৃত্ব-শিক্ষার' বা কি-প্রকারে প্রকৃত পিতা হইতে পারা যায়, সেই শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। তজ্জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি "Spare the rod and spoil the child"। অনুপযুক্ত পিতৃগণ জগতের কোন মঙ্গলই সাধন করিতে পারেন না, উপরন্তু অমঙ্গলই আনয়ন করেন। আর সরকার পক্ষ হইতেই এই "Father Training" শিক্ষালয় খোলা প্রয়োজন ; যেহেতু পিতৃগণ সন্তানের Wholetime Guide (সর্ব্বক্ষণ পরিচালক)।

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

সন্দর্ভ-সার

শ্রীমধ্ব-রামানুজাদি প্রাচীন বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবত্তত্ত্ব-বিষয়ক যে-সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদ উক্ত গ্রন্থসকলের সার সঙ্কলন করিয়া একটী গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে কোথাও ক্রমানুসারে, কোথাও বা ক্রমভঙ্গে বা বিচ্ছিন্নভাবে যে-সমস্ত বিষয় লিখিত ছিল, শ্রীল জীব গোস্বামিপ্রভু উক্ত বিষয়সকল পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রমানুসারে কয়েকটী গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত-রহস্য বিস্তৃতভাবে জানাইবার বাসনায় তিনি যে গ্রন্থসকল প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা তত্ত্ব, পরমাত্ম, ভগবৎ, শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রীতি-সন্দর্ভ নামে পরিচিত। সন্দর্ভ-অর্থে রহস্য অর্থাৎ গোপনীয় বিষয়। শ্রীমদ্ভাগবতে যে-সকল গূঢ় রহস্য আছে তাহাই এই সকল গ্রন্থে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-বিচারে গ্রথিত হইয়াছে। এজন্য সমস্ত সন্দর্ভগুলির নাম ভাগবত-সন্দর্ভ বা ষট্‌সন্দর্ভ। তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রে তত্ত্বসন্দর্ভের আলোচনা হইতেছে,—

অতি বুদ্ধিমান ও ব্যবহারবিজ্ঞ হইলেও সকল মনুষ্যেরই বুদ্ধি ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা—দোষ-চতুষ্টয়ে দুষ্ট। **ভ্রম** অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান বা মিথ্যামতি। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান। ভ্রম দুইপ্রকার—বিপর্য্যাস ও সংশয়। দেহে আত্মবুদ্ধিই বিপর্য্যাস ; আর এটী পুরুষ না স্থাণু (শাখাপল্লবহীন বৃক্ষ)—এই বুদ্ধি সংশয়। পিত্ত, দূরত্ব, মোহ, ভয় ইত্যাদি কারণে ভ্রম হয়। পিত্তরোগাক্রান্ত রসনায় মধুর শর্করাদি তিক্ত বোধ হয়। দূরত্ব হেতু সূর্য্য-চন্দ্রকে ক্ষুদ্র থালার মত দেখা যায়। আত্মা অবিকারী, নিত্য বস্তু ; কিন্তু দেহকে আত্মা বিচার করিয়া মোহবশতঃ 'আমি স্থূল', 'আমি কৃশ' ইত্যাদি বিচার হয়। আর ভয়বশতঃ অন্ধকার রাত্রে রজ্জুকে সর্প বা শাখাপল্লবহীন বৃক্ষকে অপদেবতা বুদ্ধি হয়।

প্রমাদ—অন্যমনস্কতা। চিত্ত-চাঞ্চল্যহেতু কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ না হইলে তাহার উৎপত্তি। **বিপ্রলিপ্সা**—বঞ্চনা করিবার চেষ্টা। সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা লইয়া অন্যলোককে বঞ্চনা করিয়া নিজের সুখ-সুবিধা লাভের ইচ্ছা। **করণাপাটব**—ইন্দ্রিয়ের অপটুতা। মনোযোগ থাকা সত্ত্বেও বস্তুর উত্তমরূপ অনুভবের অভাব।

উপরিউক্ত দোষসকলের নিমিত্ত কোন নির্দ্দিষ্ট প্রমাণকে অবলম্বন না করিলে বাস্তব বস্তুর বিচার হওয়া সুকঠিন। যথার্থ জ্ঞানের নাম প্রমা, যাহাদ্বারা প্রমা জন্মায়, তাহাকে প্রমাণ বলে। আম্রফল দেখিয়া আম্রবিষয়ক যথার্থ জ্ঞান হয়, কিন্তু রজ্জুতে সর্পবোধ হইলে তাহা প্রমা নহে, ভ্রমজ্ঞান। প্রমাণ লইয়া দার্শনিক মতবাদীদের মধ্যে অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। চার্ব্বাকের মতে প্রত্যক্ষই প্রমাণ। বৌদ্ধমতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান। সাংখ্যমতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। ন্যায়দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। মীমাংসক প্রভাকর-মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ ও অর্থাপত্তি। পৌরাণিকগণ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপ্রমাণ ব্যতীত অনুপলব্ধি, সম্ভব ও ঐতিহ্য—এই আটটী প্রমাণ স্বীকার করেন। গ্রন্থকার সর্ব্বসম্বাদিনীতে দশটী প্রমাণ উল্লেখ করিয়া শব্দপ্রমাণকে একমাত্র যথার্থ প্রমাণরূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

প্রত্যক্ষ—চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়সকলদ্বারা যে জ্ঞান। ইন্দ্রিয়ের অপটুতা, চিত্তের অস্থিরত্ব, দৃশ্যের সূক্ষ্মতা প্রভৃতি দোষে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ভ্রমাদি দোষদুষ্ট হয়।

অনুমান—প্রথমে কোন বস্তু প্রত্যক্ষ হইলে পশ্চাতে অন্য বস্তুর জ্ঞান অনুমান। যেমন পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া তথায় অগ্নির অবস্থান-ধারণা। কিন্তু অনেক সময় বাষ্পকেও ধূম্রবৎ প্রতীতি হয় বলিয়া ইহাও দোষযুক্ত।

শব্দ—আপ্তবাক্যকে শব্দ বলে। আপ্ত বলিতে যথার্থ পুরুষ ভ্রমাদিদোষ-চতুষ্টয়-শূন্য ব্যক্তিকেই আপ্ত বলা হয়। কোন প্রমাণদ্বারা যাহা বাধাপ্রাপ্ত হয় না, তাহাকেই আপ্তবাক্য বলা হয়। অতএব ঈশ্বরপ্রোক্ত বাক্যই আপ্তবাক্য। কারণ মনুষ্যমাত্রেরই ভ্রমাদি-দোষ থাকা অনিবার্য্য।

বাক্য দুই প্রকার,—লৌকিক ও বৈদিক। লৌকিকের মধ্যে বিশ্বস্ত যথার্থ বক্তার বাক্যই প্রমাণ। তদ্ভিন্ন অন্যের বাক্য অপ্রমাণ। অনাদিহেতু স্বয়ংসিদ্ধ শব্দই প্রমাণরূপে গৃহীত। সেই শব্দই শাস্ত্র। তাহার নাম বেদ, তাহা অনাদিকাল হইতে প্রসিদ্ধ। বেদ শ্রীভগবানের অনাদিসিদ্ধ বাক্য। এজন্য উহার নাম অপৌরুষেয়। সকল মানবের জনকস্বরূপ শ্রীভগবান্ জীবকল্যাণ-নিমিত্ত যে-সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা ভ্রমাদি-দোষশূন্য অব্যভিচারী প্রমাণ বলিয়া সর্ব্বজনগ্রাহ্য।

আর্ষ—ঋষিগণ-কথিত বাক্য।

উপমান—কোন এক পদার্থের সাদৃশ্যে অপর বস্তুর পরিচয় প্রদান করা।

অর্থাপত্তি—অর্থসিদ্ধি হইতেছে না দেখিয়া অন্যরূপ অর্থ কল্পনা ; যথা—স্থূল দেবদত্ত দিবাভোজন করে না। ভোজন না করিলে স্থূলত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং দিবায় ভোজন না করিলে রাত্রিতে অবশ্যই ভোজন করে—ইহাই অর্থাপত্তি।

অভাব—পদার্থের অনুপলব্ধি-জন্য অভাব বোধ হয়।

সম্ভব—শতের মধ্যে এক বা দশ আছে, এই সম্ভাবনার নাম সম্ভব।

ঐতিহ্য—যাহার বক্তাকে জানা যায় না, কিন্তু পুরুষ-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে; যেমন—এই বৃক্ষে যক্ষ বাস করে।

চেষ্টা—হস্ত-পদাদির দ্বারা যে সঙ্কেত করা হয়।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণসকল জীবের বুদ্ধিবৃত্তি হইতেই নানারূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু জীবের বুদ্ধি ভ্রমাদি চারিটী দোষে দুষ্ট হওয়ায় ঐ সকল প্রমাণে ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। তজ্জন্য অচিন্ত্য লৌকিক বস্তুর জ্ঞান-বিষয়ে বেদই একমাত্র অব্যভিচারী প্রমাণ। লৌকিক প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান শ্রীভগবানের সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের সাধন হইতে পারে না। সংসারে আমরা যে-নিয়মে পরস্পর ব্যবহার বা কর্ম্মাদি করি—চেতন, অচেতনাদি পদার্থের নাম-গুণ-ক্রিয়াদি অবগত হইতে পারি—বেদই সেই সকল জ্ঞানের কারণ।

অলৌকিক জ্ঞানেরও পরিচয় বেদে পাওয়া যায়। তাহা তর্কের দ্বারা পাওয়া যায় না, একজন তার্কিকের মত অপর কোন তার্কিক যুক্তিদ্বারা নিরস্ত করিয়া দিতে পারে ; কিন্তু অলৌকিক অপ্রাকৃত পরমেশ্বরের সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাহা জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। এজন্য ব্রহ্মসূত্রে (২।১।১১) 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' সূত্রে এবং মহাভারতে 'অচিন্ত্যা খলু যে

ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ', 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' (ব্রঃ সূঃ ১।১।৩) এবং 'পিতৃ-দেব-মনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর। শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেঽর্থে সাধ্য-সাধনয়োরূপি।।' (ভাঃ ১১।২০।৪) শ্লোকে উহা দৃঢ়রূপে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

কলিকালে বেদের প্রচার অতি অল্প। তন্মধ্যে কোন বেদ বা বেদাংশ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আবার বেদার্থের গ্রাহকগণ কালবশে মন্দমেধা-বিশিষ্ট হওয়ায় দুর্গম-বিষয়ে ধারণাশক্তিত্ব হেতু বেদের দুষ্পারত্ব ও দুরধিগমত্ব অনুভূত হইয়াছে। অতএব বেদের অর্থনির্ণায়ক ইতিহাস-পুরাণাদি লইয়াই পরমার্থ বিচার করা কর্ত্তব্য। ইতিহাস, পুরাণ, বেদ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তাহা শাস্ত্র-প্রমাণে দৃষ্ট হয়—

"এবং বা অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্‌বেদো। যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্।।" (বৃহদারণ্যক ২।৪।১০)।

যাজ্ঞবল্ক্য নিজপত্নী মৈত্রেয়ীর নিকট বলিতেছেন,—অরে মৈত্রেয়ি! ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস ও পুরাণ—এ সকলই পূর্ব্বসিদ্ধ বিভু পরমেশ্বরের নিশ্বাসস্বরূপ অর্থাৎ নিশ্বাসবৎ অনায়াসে তাঁহা হইতে বহির্গত হইয়াছে।

"ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ" (মহাভারত আদি ১।২৬৭)। ইতিহাস ও পুরাণে বেদের অর্থ সম্যক্ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

"পুরা তপশ্চাচারোগ্রমমরাণাং পিতামহঃ।
আবির্ভূতাস্ততো বেদাঃ সষড়ঙ্গ-পদক্রমাঃ।।
তত পুরাণমখিলং সর্ব্বশাস্ত্রময়ং ধ্রুবম্।
নিত্যশব্দময়ং পুণ্যং শতকোটি-প্রবিস্তরম্।।
নির্গতং ব্রহ্মণো বক্ত্রাৎ তস্য ভেদান্নিবোধত।।" (স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ড)
"ইতিহাস-পুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ।
সর্ব্বেভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ সসৃজে সর্ব্বদর্শনঃ।।" (ভাঃ ৩।১২।৩৯)

স্কন্দপুরাণে কথিত আছে—পুরাকালে পিতামহ ব্রহ্মা উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই তপস্যার ফলে ষড়ঙ্গ পদক্রমের সহিত বেদ আবির্ভূত হন। তৎপরে তাঁহার মুখ হইতে নিত্য শব্দব্রহ্মময় শতকোটিশ্লোকে নিবদ্ধ সর্ব্বশাস্ত্রময় নিত্যপুরাণ আবির্ভূত হন। তাহার ভেদ—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শ্রীমদ্ভাগবত, নারদীয়, বারাহ, গরুড়, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, কূর্ম্ম, স্কন্দ, মৎস্য, ভবিষ্য, বামন, মার্কণ্ডেয়, শৈব ও অগ্নি।

সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর নিজ মুখসকল হইতে ইতিহাস ও পুরাণাত্মক পঞ্চম বেদ প্রকাশ করেন।

বেদের ছয়টী অঙ্গের নাম ষড়ঙ্গ,—

"শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষামিতি।
ছন্দশ্চেতি ষড়ঙ্গানি বেদানাং বৈদিকা বিদুঃ।।
ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ কথ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং নেত্রং নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে।।

শিক্ষা প্রাণন্তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।।"

অকারাদি বর্ণের উচ্চারণ-স্থলের বোধক—**শিক্ষা**। বেদবিহিত যাগাদি ক্রিয়ার উপদেশক—**কল্প**। সাধ্য-সাধন-কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-ক্রিয়া-সমাসাদির নিরূপক—**ব্যাকরণ**। শব্দের শব্দবোধের অতিরিক্ত কতিপয় শব্দের অর্থনির্ণায়ক—**নিরুক্ত**। অক্ষর ও মাত্রাসংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট পদ্যবিশেষ—**ছন্দ**। গ্রহগণনাদিরূপ গণনশাস্ত্র—**জ্যোতিষ**। বৈদিকগণ এই ছয়টীকে বেদাঙ্গ বলেন। বেদের পদ—ছন্দ, হস্ত—কল্প, নেত্র—জ্যোতিষ, শোত্র নিরুক্ত, প্রাণ—শিক্ষা এবং মুখ—ব্যাকরণ বলিয়া উক্ত। এই সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিলে ব্রহ্মলোকে নিবাস হয়।

ঋগ্বেদ এক বিংশতি শাখাত্মক—আয়ুর্ব্বেদ ইহার উপবেদ।
যজুর্ব্বেদ শতশাখাত্মক—ধনুর্ব্বেদ ইহার উপবেদ।
সামবেদ সহস্রশাখাত্মক—গান্ধর্ব্ববেদ ইহার উপবেদ।
অথর্ব্ববেদ নবশাখাত্মক—স্থাপত্যবেদ ইহার উপবেদ। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

কলিপঞ্চক

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রীয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ।।
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্।।
অমূনি পঞ্চ স্থানানি হ্যধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ।
ঔত্তরেয়েণ দত্তানি ন্যবসৎ তন্নিদেশকৃৎ।।
অর্থৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ।।

(শ্রীভাঃ ১।১৭।৩৮-৪১)

কলিরে নিগ্রহ কৈলে রাজা পরীক্ষিৎ।
শরণ লইল কলি হ'য়ে অতি ভীত।।
নিরূপায় দেখি' কলি করে নিবেদন।
আমা-যোগ্য স্থান এবে দেহ হে রাজন্।। ১।।
কলির প্রার্থনা নৃপ শুনিয়া তখন।
কলি লাগি' যোগ্য স্থান কৈল নির্ব্বাচন।।

দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা—এই চারিস্থান।
দিলেন নৃপতি তারে করিব ব্যাখ্যান।। ২।।
'দ্যূত'-শব্দে তাস -পাশা খেলাধূলা যত।
'পান'-মধ্যে ধূম্র-মদ্য আদি নির্দ্ধারিত।।
'স্ত্রী'-শব্দে বৈধাবৈধে অসংযতাসক্তি।
'সূনা'-শব্দে জীব-হিংসা—এই চারি স্থিতি।। ৩।।
পাইয়াও চারিস্থান সন্তুষ্ট না হ'য়ে।
পুনঃ যাচে রাজ-পদে কলি প্রণমিয়ে।।
তাহার অন্তর জানি' **'সুবর্ণ'** প্রদান।
করিয়া তাহার আশা করিলা পূরণ।। ৪।।
'কনকের' মধ্যে আছে **'মিথ্যা', 'অহঙ্কার'**।
'কাম' আর রজোমূলা **'হিংসা'**—এই চার।।
আর এক স্থান আছে শুন দিয়া মন।
'বৈরতা-সাধন' হয় কলির পঞ্চম।। ৫।।
অধর্ম্মের পিতা কলি লভিয়া আদেশ।
শিরে ধরি' পঞ্চস্থানে করিলা প্রবেশ।।
স্বচ্ছন্দে রাজ বিস্তার করে কলিরাজ।
মোহেতে ভুলিল সব পায় নাহি লাজ।। ৬।।
আপন কল্যাণ যদি চাহ মূঢ় মন।
ইহাদের সেবা তুমি না কর কখন।।
বিশেষতঃ ধার্ম্মিকাদি যত মহাজন।
কলির প্রশ্রয় নাহি দিবেন কখন।। ৭।।
শাস্ত্রের বচন শুনি' তবু মূঢ় জন।
সাধুবেশ ধরি' পঞ্চ সেবে অনুক্ষণ।।
অনাচার ছাড়ি' মন কর সদাচার।
তবে কৃষ্ণ ভজনেতে পাবে অধিকার।। ৮।।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ

শ্রীগুরুদেবের অপ্রাকৃত দৈন্যবাক্য—মহত্ত্বজনক এবং মায়াবদ্ধ-শিষ্যের গুরুস্তুতি কপটতা, প্রতিষ্ঠামূলক ও আরোপসিদ্ধ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরচিত 'শ্রীশিক্ষাষ্টকে' তৃতীয় শ্লোকে প্রকাশিত রহিয়াছে,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।

"যিনি আপনাকে তৃণাপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য ও অন্যকে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনের অধিকারী।"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ৫ম অধ্যায়ে) লিখিয়াছেন,—

"জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।।
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়।।
এমন নির্ঘৃণ্য মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ-ভিতরে।।

*　　*　　*　　*

মো-পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন।
মো-হেন অধমে দিলা শ্রীরূপ-চরণ।।
নিত্যানন্দ-দয়া মোরে তাঁরে দেখাইল।
শ্রীরাধা-মদনমোহনে প্রভু করি' দিল।।
মো-অধমে দিল শ্রীগোবিন্দ দরশন।
কহিবার কথা নহে অকথ্য-কথন।।

প্রবন্ধ-বিস্তার-ভয়ে এই অধ্যায়ের শেষ অংশটুকু পাঠকবর্গকে গ্রন্থ হইতে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

উল্লিখিত পয়ারগুলি হইতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যে কত মহৎ তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। এহেন বৈষ্ণব-শিরোমণি যেরূপ দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যে কি মহৎ, তাহাও বুদ্ধিমান্ ভক্তের বুঝিতে অসুবিধা হইবে না এবং এহেন অপ্রাকৃত বর্ণনা পাঠ বা কীর্ত্তন করিলে পাঠক বা কীর্ত্তনকারী কি নরকগামী হইবে? বরং শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর কৃপালাভ করত যে ভক্তিলাভ করিবে, তাহা বলাবাহুল্য।

পক্ষান্তরে শ্রীগুরুদেব শিষ্যের প্রতি যে আদেশ প্রদান করেন, অযোগ্য ও অধম শিষ্য তাহা পালন করিতে অক্ষম হইয়া গুরুদেবের প্রতি অনাদর ও অবজ্ঞা করিয়া থাকে। এমনকি, অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য করিয়া শ্রীগুরুদেবের মহত্ত্বে কালিমা লেপন করিতেও

দেখা যায়। এরূপ শিষ্য আবার মুখে গুরুদেবের প্রতি স্তবস্তুতি এবং তাঁহার জন্য কত না দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহার এরূপ আচরণ শ্রীগুরুদেব কি কপটতাপূর্ণ বলিয়া বুঝিতে পারেন না? শ্রীগুরুদেবের প্রতি এরূপ ভক্তিপ্রকাশ কতদূর নিষ্কপট তাহা সহজেই অনুমেয়।

অপ্রাকৃত কবি শ্রীগুরুদেবের রচনায় শুদ্ধভক্তি ও মঙ্গলজনক দৈন্য প্রকাশিত হয়। পরন্তু মায়াবদ্ধ ভক্তের গুরুভক্তি বা স্তবস্তুতি বাহ্যিক কপটতা ভিন্ন কিছু নহে। অপ্রাকৃত গুরুদেবের কাব্যে নিজকে দীন, অধম, অভাগা প্রভৃতি পদ ব্যবহৃত হইলেও তাহা অপ্রাকৃত দৈন্য এবং তাহা পাঠ ও কীর্ত্তন করিলে জীবের পরমমঙ্গল বা প্রেমভক্তি অবশ্যই লাভ হইবে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে উহা পাঠ বা কীর্ত্তন করিলে শিষ্যের অমঙ্গল হইবে—এরূপ বিচার সিদ্ধান্তসম্মত বলিয়া ভক্তগণ স্বীকার করেন না। নিম্নে উদ্ধৃত মহাজন ও গুরুবর্গের রচনায় ভূয়োভূয় 'অধম', 'দীন', 'অভাগা' প্রভৃতি অপ্রাকৃত দৈন্যবাক্য লিখিত হইয়াছে পরিদৃষ্ট হয়। এই বাক্যগুলি কি বর্জ্জনীয় না আদরণীয়? এইগুলির পাঠ পরিবর্ত্তন করিলে কি ভক্তিজনক কার্য্য হইবে? এরূপ কার্য্য করা মূর্খতাব্যঞ্জক হইবে বলিয়া মনে হয় না কি? পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত "শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ" পঞ্চম-সংস্করণে মহাজন ও গুরুবর্গের অপ্রাকৃত দৈন্যবাক্যগুলি উদ্ধৃত হইল।—

পৃষ্ঠা	দৈন্যবাক্য	মহাজন
১০০	**দীন** নরোত্তম কান্দে	নরোত্তম ঠাকুর
১০২	স্পর্শিয়া বৈষ্ণবদেহ **এ দুর্জ্জন ছার**	ভক্তিবিনোদ ঠাকুর
১০৫	কাঙ্গালের **সুকাঙ্গাল দুর্জ্জন** এ জন	ঐ
১১০	এ **দীন পামর** হইবে উদ্ধার	কৃষ্ণদাস
১১৫	দেবকীনন্দন বোলে মুই **অভাগিয়া**	দেবকীনন্দন
১৩১	**দীন হীন মূঢ়মতি**, রামানন্দ দাস অতি	রামানন্দ দাস
১৪৪	আমি ত' **দুর্জ্জন** অতি.....**এ পতিত ছার**	ভক্তিবিনোদ ঠাকুর
১৫১	**ধিক্ ধিক্ অভাগিয়া** কেন নাহি মরে	কৃষ্ণদাস
১৬১	**ধিক্ ধিক্** নরোত্তম দাস	নরোত্তম দাস
১৬৪, ১৬৫	ঐ	ঐ
১৭৬	ললিতা সখীর **অযোগ্যা** কিঙ্করী	ভক্তিবিনোদ
১৮৬	**মূঢ়ের** মঙ্গল তুমি অন্বেষিবে	ঐ
১৯০	মো-হেন **অধম** জনে	নরোত্তম দাস
১৯৩	কহে **দীন** নরোত্তম দাস	ঐ
১৯৪	**দীন** নরোত্তম করয়ে	ঐ
১৯৮	**দীন হীন** বিনোদের গতি	ভক্তিবিনোদ
২০০	**দীন** কৃষ্ণদাস কহে নাম-সঙ্কীর্ত্তন	কৃষ্ণদাস

২০০	আমি অতি **মন্দ**	ঐ
২৪২	রোয়ে ভক্তিবিনোদ **মতিহীন**	ভক্তিবিনোদ
২৪৬	আমি ত' **পতিত**	ঐ
২৫১	সকলের পদরজঃ যাচে **দীন** আজ	দয়িতদাস
২৫৬	এ ভক্তিবিনোদ **দীন হীন**	ভক্তিবিনোদ
২৮৪	কহে **দীন** প্রেমানন্দ	প্রেমানন্দ
৩০০, ৩০১	ঐ	ঐ
৩০৪	কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি ত' **অধম**	ভক্তিবিনোদ
৩১৪	ভক্তিবিনোদ অতি **দীন অকিঞ্চন**	ঐ
৩৩০	এ ভক্তিবিনোদ **দীন** সদা **শুদ্ধভক্তিহীন**	ঐ
৩৩২	এ ভক্তিবিনোদ **ছার**	ঐ
৩৪২	**ধিক্** মোর এ জীবনে	ঐ
৩৫৮	তোমার চরণে আজ এ **কাঙ্গাল ছার**	ঐ
৪০০	***অভাগা*** কেশব করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন	শ্রীকেশব গোস্বামী

মন্ত্রদানের অধিকার বা যোগ্যতা যথাযথ লাভ না করিয়া যাঁহারা শিষ্য করেন বা মন্ত্রদান করেন, তাঁহাদিগকে অসদ্‌গুরু বলা হয়। শাস্ত্রে সদ্‌গুরু এবং অসদ্‌গুরুর মধ্যে ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। শিবজী পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন,—

"গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকঃ।
দুর্ল্লভ সদ্‌গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ।।"

হে দেবি! শিষ্যের বিত্ত অর্থাৎ ধন অপহারক গুরু বহু আছেন, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপহারক অর্থাৎ জন্ম-মরণ-জরা-ব্যাধি-শোক-তাপ হইতে অব্যাহতি-প্রদাতা সদ্‌গুরু অতি দুর্ল্লভ।

যিনি শিষ্যের নিকট হইতে পরিচর্য্যা ও যশোলাভের বাসনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই গুরু-পদবাচ্য নহেন—ইহাও শাস্ত্রে বর্ণিত রহিয়াছে।

এ হেন অগুরু ব্যক্তিগণের দীক্ষিত শিষ্য যদি নিজ গুরুদেবকে সদ্‌গুরু, জগদ্‌গুরু, পরমহংসকুলচূড়ামণি, অষ্টোত্তরশতশ্রী, বিষ্ণুপাদ, প্রভুপাদ, অনঙ্গমঞ্জরী, গোস্বামী প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন বা মহিমান্বিত করেন, তাহা কি সত্য বা সঙ্গত হইবে? তাঁহাদিগকেও রূপ-সনাতনাদি গুরুদেবের সমতুল্য জ্ঞান করা কি অন্যায় ও অপরাধ হইবে না, তাহা বিচার্য্য বিষয়। পরন্তু অগুরুকে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ দেখিয়াও তাঁহাকে প্রকৃত গুরুর প্রাপ্য সম্মান প্রদান করা অন্যায় ও গর্হিত হইয়া থাকে। প্রকৃত গুরুর শিষ্য তাঁহার গুরুদেবকে যাহা বলিয়া থাকেন, অসদ্‌গুরুর শিষ্যও নিজ গুরুকে ঐরূপ সম্মান বা মহিমাসূচক বাক্য বলা অনুচিত, অন্যায়, অজ্ঞতা ও অপরাধ। এই বাক্যগুলি আরোপিত হইলেও তাহা সত্য বা সিদ্ধ হইতে পারে না—জানিতে হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

ভয়

বর্ত্তমানে বিশ্বের প্রায় সর্ব্বত্রই এক অকল্পনীয় ভীতির রাজত্ব পরিদৃষ্ট হইতেছে। ভয় আজ পশু-পক্ষী-বৃক্ষ-কৃমি-কীটাদি হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষকে পর্য্যন্ত ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়া একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলের হৃদয়ে ভয়ের ভাব একটা বিশেষ স্থান দখল করিয়া লইয়াছে। কেহ বা আততায়ীর শাণিত ছুরিকাঘাতে হত হইবার ভয়ে ভীত, কেহ বা সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্যে ভীত-সন্ত্রস্ত,কেহ বা বোমার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইবার ভয়ে শঙ্কিত-উদ্বিগ্ন। পাগলের ভয়, মাতালের ভয়, ভূত-প্রেতাদির ভয়, চুরির ভয়, দুর্ঘটনার ভয়, ধনাদিনাশের ভয়, মরণের ভয়, এক দেশ হইতে অন্য দেশের ভয়, এক দল হইতে অন্য দলের ভয়—এইপ্রকার কতরকম ভয়ের সহিত আমরা পরিচিত, তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক—এই তিনপ্রকার তাপই সকলপ্রকার ভয়ের উদ্ভবস্থল। ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধীভূত হইবার কথা চিন্তা করা মাত্রই মায়াবদ্ধ জীব ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া উঠে। ত্রিতাপজ্বালার অন্তর্গত রোগ, ব্যাধি, জরা, মরণের ভয় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসিতে পারে—"ভয়ের স্বরূপ কি?" তদুত্তরে বলা যায়,—"অনিষ্ট বা হানির জন্য আশঙ্কারই অপর নাম ভয়।" ধন, জন, জীবন—এই তিনটী প্রধানতঃ আশঙ্কার মূল। অর্থাভাব, পুত্র হারানো, ব্যাধি, লাঞ্ছনা, অপমান প্রভৃতি বিভিন্নপ্রকারের ভয় আমাদিগকে অক্টোপাশের ন্যায় ঘিরিয়া ধরিয়াছে। এইসকল ভয়ের হস্ত হইতে সহজে মুক্তিলাভ করিবার উপায় নাই। জীবের পক্ষে জীবনের আশঙ্কা অর্থাৎ প্রাণভয়ই হইল সর্ব্বপ্রধান ভয়। ইহজগতের কোনটীই সুখের বস্তু নয়। মিছরির সরবতে কাঁচের টুকরো মিশ্রিত থাকিলে যেমন সেটী দুঃখের কারণ হয়, তেমনই ইহ জগতের যে কোন সুখভোগে মৃত্যুর কণ্টক মিশ্রিত আছে বলিয়া সেটী সুখের না হইয়া দুঃখেরই কারণ হয়। ইহজগৎ কেবলমাত্র সুখের কল্পনাদ্বারা সৃষ্ট—প্রকৃত সুখদ্বারা নয়। মৃত্যু নিবারণ না হইলে সুখ হয় না। যাঁহার মৃত্যু নাই, তাঁহার আশ্রয় একান্ত প্রয়োজন। মৃত্যু একমাত্র গোবিন্দ হইতেই ভয় পায়—"গোবিন্দান্ মৃত্যুর্বিভেতি।" সেই অভয়পতি গোবিন্দকে ভুলিয়া অন্য বস্তুতে আসক্ত হইবার ফলে আজ জীবের এই মহাভীতি, মহাদুর্গতি। চারিদিকে কেবল কালের বিভীষিকা, প্রতিক্ষণে কারণে-অকারণে, স্বপ্নে-জাগরণে জীব কেবল ভয়ের কারণে শিহরিত। আত্মার হানি অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ প্রকাশ না হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক ও ভয়াবহ। গীতার (৬।৫) "নাত্মানমবসাদয়েৎ" এই বাক্যে শ্রীভগবান্ জীবকে এই বিষয়ে সাবধান হইতে আদেশ করিয়াছেন।

অজ্ঞানের ফলে ভয়ের উৎপত্তি এবং জ্ঞানালোকদ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। ভয় নিবৃত্তির জন্য পরমেশ্বরের সাধন-ভজন অবশ্যই কর্ত্তব্য। অদ্বয়জ্ঞানাভাবে স্বতন্ত্রতাই জীবকে প্রপঞ্চে আনয়ন করিয়া নানাপ্রকার হেয়, অনুপাদেয়, অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার বিশেষ প্রবেশ করাইয়া ভীতি উৎপাদন করে। অন্ধকারে রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, এই সর্পদংশনই ভয়ের কারণ। যখন রজ্জুতেই রজ্জুজ্ঞান হয়, তখনই সর্পভয় নিবৃত্তি হয়। কৃষ্ণবিস্মৃত জীবের স্বরূপবোধ নাই, তাই মায়ান্ধ হইয়া মায়িক দেহ-ইন্দ্রিয়াদিতে 'অহং' বোধ

করিতেছে। জীব যে কৃষ্ণের নিত্যদাস'—এই কথা ভুলিয়া গিয়া বৃথা সংসারে ভয়ে কষ্ট পাইয়া মরিতেছে। কুকুরের লেজ যেমন স্বীয় স্বাভাবিক বক্রত্ব পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ এই শরীর সকল-রোগের উদ্ভবস্থান জানিয়াও লোকসকল তুচ্ছ কামাগ্নিকে উপশম করত নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইতেছে না। দ্বিতীয়াভিনিবেশ অর্থাৎ উপাধিভূত দেহাদ্রিয়াদিতে অহঙ্কার ও তাহা হইতে যাবতীয় ভয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩৭) উল্লেখ রহিয়াছে,—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা।।

"যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতি বিমুখ হয়, সেই আত্মবিস্মৃত অভাজনই দুরত্যয়া মায়ার বশে এই দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে মহাভয়ের কালকবলে অনন্ত ক্লেশ ভোগ করে। আত্মতত্ত্ববিদ্ ভাগ্যবান্‌গণ শ্রীগুরুর চরণাশ্রয়ে একান্ত ভক্তিসহকারে ভগবানের ভজন করিয়া সমস্ত ভয় ও দুঃখের অতীত হন।" আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ করিলে ভয় আর স্পর্শ করিতে পারে না। ভাগবত-ধর্ম্ম অনুশীলনে আত্যন্তিক মঙ্গললাভ হয়। ইহজগতে সুখের বস্তুমাত্রেই কাঁটা আছে, তাই পুত্র-বিত্তকে আপন করিতে গিয়া সকলে কষ্ট পায়। পুত্র-বিত্ত ত' চলিয়া যায়, কিন্তু আঘাত দিয়া যায়। চিত্তের সে ক্ষত আর শুকায় না। ভয় সর্ব্বত্র এইপ্রকার, ভয়ের কোন জাতি নাই। ভয়ের অর্থ হারাইয়া যাওয়া, আত্যন্তিক মঙ্গল কখনই হারায় না।

ভগবৎসেবা ব্যতীত কর্ম্ম-জ্ঞানাদি নশ্বর চেষ্টাতে ভয় দূরীভূত হয় না

ভয়ের প্রতিকারের নিমিত্ত জড়বিদ্যা ও বুদ্ধির সাহায্যে যে-পথ, যে উপায় আজ অবলম্বন করা হইতেছে, তাহাই হিতে বিপরীত হইতেছে। জীব নিজকে বড় বুদ্ধিমান্ মনে করে, কিন্তু সে বুদ্ধিমান্ ত' নয়ই, বরং মূর্খ। যদি প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমান্ হইত, তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ের বস্তু মৃত্যুকে নিবারণের চেষ্টা করিত। মৃত্যুকে নিবারণ না করা পর্য্যন্ত জীবের নিস্তার নাই। ক্ষণভঙ্গুর বস্তু দিয়ে কখনও সুখভোগ হয় না। ভগবান্ ভিন্ন যে কোন জাগতিক বস্তু—যেমন বিদ্যা, ধন, গৃহ, আয়ু, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি কেবল সুখের কল্পনা। আব্রহ্মস্তম্ব যখন সুখ-কল্পনা হইতে নিবৃত্তিলাভ করে, তখনই তাহাদের ভয়ের হস্ত হইতে মুক্তলাভ হয়। সুখ-নামক বস্তুটী ভগবানের পাদপদ্ম ছাড়া অন্য কোথাও নাই। ভগবানকে বাদ দিয়া আমরা যে কোন বস্তুকে সুখ বলিয়া ধরিতে যাই না কেন, সুখ কোনকালে পাইবার সম্ভাবনা নাই। অনেকের ধারণা—মরণের পরে জীবের চিরশান্তি। কিন্তু কুকর্ম্ম-প্রভাবে জীবের এইরূপ অশান্তির সৃষ্টি হয় যে, পুনঃ পুনঃ নরক গমনের চেষ্টায় কর্ম্মফলে প্রচুর ক্লেশময় নরকে নির্য্যাতিত হয়। তীব্র মোহ-মদিরায় মত্ত মানব তাহার অভয় আশ্রয় ভুলিয়া গিয়াছে। কোথায় তাহার সত্য শ্রেয়ঃ, কোন্ পথ তাহার সেই শ্রেয়োলাভের সম্পূর্ণ অনুকূল, আর কে সে আপনি—এই বিষম ভুল হইতেই মানবগণ মহাভয়ের বিকটমূর্ত্তি অহর্নিশ দর্শন করিতে বাধ্য হইতেছে। নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারে সহস্র বিভীষিকা ঐ মৃত্যুভয়কে ভীষণতর করিয়া তড়িদ্‌বেগে সন্নিহিত করিতেছে।

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি পথে ভয় ও বিঘ্ন উভয়ই আছে। পথের পরিচয় না জানিয়া পথিক পথে অগ্রসর হইলে তাহার বিপদ অবশ্যম্ভাবী। 'পথে কয়েকটি খুন হইয়াছে'

—ইহা যদি কেহ শোনে তবে সে যেরূপ সেই পথে অগ্রসর হইতে সাহস করে না তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি প্রভৃতি খুনে পথের কথা অবগত হইয়া তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরম শান্তি লাভ করেন। সর্ব্বজ্ঞ কোন এক দরিদ্র ব্যক্তিকে তাহার গুপ্ত পিতৃধন পাইবার উপায় বলিয়াছিলেন। মাটির নীচে ধনের কলসী পোঁতা রহিয়াছে, কিন্তু দক্ষিণদিকে মাটি খুঁড়িলে ধনের কলসী পাওয়া ত' দূরের কথা, ভীমরুলের দংশনের জ্বালা অনিবার্য্য অর্থাৎ কর্ম্মমার্গ অবলম্বন করিলে নানারকম যন্ত্রণাভোগ অবশ্যম্ভাবী। কখনও স্বর্গে, কখনও নরকে—এইরূপেকর্ম্মফলে নানাগতি লাভ করিতে হয় এবং সেইটি হইল সকল দুঃখের আকর। পশ্চিমদিকে মাটি খুঁড়িলে এক যক্ষের সম্মুখে পড়িতে হইবে। সে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে, ধন কিছুতেই মিলিবে না। এই যক্ষস্থানীয় হইল যোগমার্গ অর্থাৎ যক্ষ যেমন ধন রক্ষা করে মাত্র, নিজেও ভোগ করিতে পারে না, অন্যকেও ভোগ করিতে দেয় না, তদ্রূপ যোগপন্থী নিজেও সুখভোগ করিতে পারে না, অপরকেও সুখভোগ হইতে সর্ব্বদাই বঞ্চিত করে। উত্তরে মাটি খুঁড়িলে 'আছে কৃষ্ণ-অজগরে। ধন নাহি পাবে খুঁড়িতে গিলিবে সবারে।' কৃষ্ণ-অজগর-স্থানীয় হইল জ্ঞানমার্গ। যাহাকে কৃষ্ণ-অজগরে গ্রাস করে তাহার আর বাঁচিয়া থাকিয়া সুখভোগ করিবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানমার্গ যাহাকে গ্রাস করিয়াছে, তাহার পক্ষে আর ভক্তিসুখ আস্বাদনের সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্য উপায় হইল,—

পূর্ব্বদিকে তাতে মাটি অল্প খুদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে। (চৈঃ চঃ)

পূর্ব্বদিকে প্রভাতে সূর্য্য উদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের তেজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ব জগৎকে প্রকাশ করে। এইরূপ বিশ্বাস সূর্য্য ভক্তিমার্গ রূপ পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া জগতের অন্ধকার নাশপূর্ব্বক জীবের নিকট সর্ব্বমঙ্গলময় বস্তু ভগবানকে প্রকাশ করে। সূর্য্যের উদয়ে পেচক প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণী যেমন অন্ধ হয়, তদ্রূপ ভক্তি-বিশ্বাস সূর্য্যের উদয়ে কতকগুলি বহির্ম্মুখ জীব অন্ধ হয়। যদি জীব ভক্তি-বিশ্বাস সূর্য্যের দ্বারা কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি মার্গের বিচারকে নিরোধ করিতে পারে, তাহা হইলে তিনি অতি সহজেই অকুতোভয় হইবার যোগ্যতা লাভ করেন। ভয়গ্রস্ত জীবকে নির্ভয় করাই প্রকৃত বিদ্যাবত্তা। ভাগবতধর্ম্ম-উপদেশ দানই প্রকৃত বিদ্যাবত্তার পরিচয়।

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-উপাসনাই একমাত্র নির্ভয়

জগতে সর্ব্বত্রই ত' ভয়, এখানে আমরা অভয়কে লাভ করিব কেমন করে? কণ্টক-শয্যায় শুইয়া যেমন তুলার গদির সুখ আশা করা যায় না, তেমনই ভয়ের রাজ্যে, মায়ার রাজ্যে থাকিয়া কিরূপে অভয়লাভ সম্ভবপর হইতে পারে? অভয় চাওয়া আমাদের জন্মগত অধিকার, যেহেতু আমরা অভয়ের অংশ। এই অভয়লাভ করিবার একটীমাত্র উপায়, অচ্যুতের পাদাম্বুজ উপাসনা। ভগবান্ গোবিন্দের পাদপদ্ম সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ বস্তু এবং মহাভয়ের অভয়দাতা। তাহা ত্যাগ করিয়া নিজেকে স্বজনাখ্য দস্যুতস্করের হস্তে সমর্পণ করিলে সারা জীবন ভয়ে মরিতে হইবে না কি? সকল দুঃখ, সকল ভ্রান্তি, সকল ভীতি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে হইলে ভগবানের অভয়পদে শরণ লওয়া একান্ত আবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতে (ভাঃ ১।১।১৪),—

"আপন্ন সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্" শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—"ভয়ঙ্কর সংসারে পতিত মানব বিবশ হইয়াও ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলে সংসার হইতে অচিরেই মুক্তিলাভ করেন, যেহেতু ভগবানের নামে যম ও যমদূতগণের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং মহাকালও ভীত হন।" এই প্রসঙ্গে নবযোগেন্দ্রের এর অন্যতম শ্রীকবি নিমি মহারাজকে (ভাঃ ১১।২।৩৩) বলিয়াছেন,—

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্ বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ।।

"হে রাজন, এই সংসারে দেহাদি অসৎ পদার্থে আত্মবুদ্ধি-নিবন্ধন নিরন্তর ত্রিতাপ সন্ত্রস্ত-চিত্ত মানবগণের পক্ষে ভগবান্ শ্রীহরির চরণকমলযুগলের আরাধনা হইতেই সর্ব্বতোভাবে ভয় দূরীভূত হইয়া থাকে।"

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণ-দেহ-সুহৃন্নিমিত্তং
শোক স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তারন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীতলোকঃ।। (ভাঃ ৩।৯।৬)

"যে-কাল পর্য্যন্ত লোক ভগবানের অভয় পাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করে, সেইকাল পর্য্যন্ত তাহার অর্থ, দেহ ও আত্মীয়স্বজন-কুটুম্বাদি বন্ধুবর্গ পাছে বিনষ্ট হয়, তজ্জন্য ভয়, উহার বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদিগকে প্রাপ্ত হইবার জন্য স্পৃহা, তদনন্তর তিরস্কার, তথাপি উহাদের জন্য বিপুল তৃষ্ণা, পুনরায় কোনপ্রকারে প্রাপ্ত হইলেই 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ দুঃখকারণ জড়াসক্তি বর্ত্তমান থাকে।" শ্রীভাগবতের (ভাঃ ৫।১৮।২০) "স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বয়ম্" শ্লোক ভগবান্‌কে সকলের পতি ও অভয়দাতারূপে উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"যিনি নিজে কিছুতেই ভীত হন না এবং ভয়াতুর ব্যক্তিকেও সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন, সেই ভগবানই একমাত্র সকলের পতি এবং ভগবান্ ব্যতীত আর কেহই পতি হইতে পারেন না। ভগবান্ যদি পতি নাই হইতেন, তাহা হইলে অন্য হইতে তাঁহার ভয় হইতে শাস্ত্রজ্ঞগণ ভগবানের পাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কোন শ্রেষ্ঠবস্তু আছে বলিয়া মনে করেন না।"

বিঘ্ন বা ভয় কৃষ্ণভক্তকে লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারে না, যেহেতু অভয়দাতা শ্রীকৃষ্ণই তাহার জীবনের সর্ব্বস্ব ধন।

ভক্তের সংসার হইতে কোন ভয় নাই। ভক্তিধনে যিনি ধনী, কৃষ্ণগত জীবন যাহার তাহার আবার ভয় কি? তাহার ভয় স্বতঃই অপসারিত হয়। যত ভয়, যত ভাবনা, যত দুঃখ তাহারই যেদৈবাহত জন আপনস্বরূপ ভুলিয়া তাহার জীবনের জীবন কৃষ্ণকে ভুলিয়া তদিতর বিষয়েই আসক্ত হইয়াছে। ভক্ত ভগবানের পাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কিছুকেই নিরাপদ মনে করেন না। তাই তিনি প্রার্থনা করেন,—

জানি হে কেশব,　　কি বল বৈভব,
ভবে সবে সাধ করে।
নহে নিরাপদ,　　ব্রহ্মারও সম্পদ্,

হয় ধ্বংস কাল করে।।

* * * *

অভয় কেবল, সেই সর্ব্বস্থল,
তব পদবল ধরি।
কিছু নাহি চাই, যাচি শুধু তাই,
রাখ পদে দাস করি।।

ভগবানের পাদপদ্মই ভক্তের নিকট ভবভীতি শূন্য বিশ্রামের স্থান। তাই ত' ভক্ত বলেন,—

অশোক-অভয়, অমৃত-আধার,
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া,
ছাড়িনু ভবের ভয়।।

শ্রীকৃষ্ণসেবা ব্যতীত ভক্তের নিকট স্বর্গ, নরক, মুক্তি সবই সমান। এই প্রসঙ্গে রুদ্র বলিয়াছেন,

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ।। (ভাঃ ৬।১৭।২৮)

"নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তিগণ কোথা হইতেও ভয়প্রাপ্ত হন না। তাঁহারা স্বর্গ, মুক্তি, নরককে সমানভাবে দর্শন করিয়া থাকেন।" ভক্ত প্রাকৃত বিষয়তৃষ্ণাতে মুগ্ধ নয়। কর্ম্মফলের নিমিত্ত ভক্তের জন্মমৃত্যুর কোন সম্ভাবনা নাই, যেহেতু ভক্ত ভগবানের ইচ্ছাতেই জগতে আগমন করেন এবং তাঁহার ইচ্ছাতেই জগৎ হইতে চলিয়া যান। ভক্ত অনুক্ষণ প্রভুর স্মরণে আবিষ্ট, তাই তাঁহার মনে কোন ভয় থাকিতে পারে না। হরি-সিংহ যাহার হৃদয়গুহায় সর্ব্বদা বর্ত্তমান—তাহার ত' কামাদি হস্তীর ভয় থাকিতে পারে না।

মহা তেজস্বী ব্রহ্মর্ষি দুর্ব্বাসার যোগবল-জাতা জ্বলদগ্নিরূপা অসিহস্তা 'কৃত্যা' যখন কালানলের ন্যায় মহাত্মা অম্বরীষের প্রতি ধাবিত হইল যখন সমগ্র পৃথিবী থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তখন সেই কৃষ্ণহৃদয় নরপতি কি করিলেন? "ন চাল পদান্নৃপঃ"। স্বীয় স্থান হইতে পদমাত্রও টলিলেন না। অটল অচল-শৃঙ্গের ন্যায় স্বস্থানেই স্থির রহিলেন। নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুরকে যবনেরা বাইশবাজারে বেত্রাঘাত করিতে আরম্ভ করিলে তিনি মহাবীরের ন্যায় দৃঢ়পদে স্থির থাকিয়া ভয়শূন্য কণ্ঠে বীরগর্ব্বে বলিয়াছিলেন,—

"খণ্ড খণ্ড হই যদি যায় দেহ প্রাণ।
তথাপি বদনে নাহি ছাড়ি হরিনাম।।"

ভক্তের ন্যায় ভগবানের অভয়চরণে একান্ত আত্মোৎসর্গ ও শরণাগতি ব্যতীত মায়ামুগ্ধ জীব ভয়াদি জনিত সন্তাপ হইতে কখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে না। দুর্ব্বল জীব সর্ব্ববলের উৎস শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিলেই ভয়ের হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

শ্রীভাগবত-মহিমা

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃন্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।। (ভাঃ ১১।১৩।৯৮)

শ্রীমদ্ভাগবত সংজ্ঞক বিশুদ্ধ পুরাণ বৈষ্ণবগণের পরম প্রিয় বস্তু। ইহাতে পরমহংস পুরুষগণ লভ্য এক অমল পরম জ্ঞান কীর্ত্তিত এবং জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তি সমন্বিত নৈষ্কর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে। মানব ভক্তিসহকারে ইহা শ্রবণ, পাঠ ও বিচার করিলে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।

একসময় নৈমিষারণ্য-ক্ষেত্রে শ্রীসূতমুনির নিকট শ্রীশৌনক ঋষি প্রণত হইয়া শ্রীভাগবত কথামৃত আস্বাদন করিবার মানসে বিনীতভাবে প্রশ্ন করিলেন,—"হে সূত! আপনি অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ করিতে সমর্থ। কিরূপে মায়ামোহ ত্যাগ করা যায় এবং ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অনুশীলন দ্বারা হৃদয়ে ভগবৎভাবের প্রকট হয়—আপনি কৃপাপূর্ব্বক বলুন। এই কলিযুগে সকলেই পাপাচরণে লিপ্ত হইয়া আসুরিক ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই অসুর ভাবপ্রাপ্ত ত্রিতাপগ্রস্ত মানবগণ কি সাধন করিলে শুদ্ধ হইতে পারিবে। এবং যাহা পরম কল্যাণস্বরূপ, পবিত্রকর ও যাহার দ্বারা ভগবানকে অনায়াসে পাওয়া যায়—তাহা কৃপাপূর্ব্বক বলুন। মনিমাণিক্য লাভ করিয়া জাগতিক সম্পদের অধিকারী হওয়া যায়। ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে স্বর্গের সুখ-সম্পদ লাভ করা যায়। কিন্তু পরম করুণাময় শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হইলে দুর্ল্লভ বৈকুণ্ঠধাম লাভ হইয়া থাকে।"

শৌনকের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীসূত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রসন্নচিত্তে বলিলেন,—"হে শৌনক! আপনি নিশ্চয়ই শ্রীভগবৎপ্রেম লাভ করিয়াছেন। সেইজন্য সংসার-ভয়নাশক, সর্ব্বশাস্ত্রসার, ভক্তিবর্দ্ধক, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সন্তুষ্টির কারণস্বরূপ সাধনের কথা বলিতেছি—শ্রবণ করুন।

কলিভয়নাশের জন্য জন্মযোগী শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই শ্রীমদ্ভাগবই কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধন আর নাই। শ্রীশুকদেব গোস্বামী ঋষিগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া মহারাজ পরীক্ষিতকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—এমন সময় দেবতাগণ অমৃত কলস লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই অমৃত গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীভাগবত কথামৃত-রূপ অমৃত প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ইহা দেবতাদিগের ছলনামাত্র। কারণ, এইপ্রকার অমৃতের বিনিময় হইলে ব্রহ্মশাপগ্রস্থ মহারাজ পরীক্ষিত দেবতাগণের অমৃত পান করিয়া জীবন লাভ করিবেন এবং দেবতাগণ শ্রীমদ্ভাগবত অমৃত লাভে কৃতার্থ হইবেন। কিন্তু শ্রীশুকদেব গোস্বামী দেবতাগণের আনিত অমৃত এবং শ্রীমদ্ভাগবত কথামৃতের আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিচার করিয়া দেবতাগণ যে প্রতারণা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন—তাহা বুঝিলেন এবং অভক্ত দেবতাগণকে শ্রীমদ্ভাগবত-অমৃত প্রদান করিলেন না। দেবতাগণ বিফল মনোরথ হইলেন। সুতরাং শ্রীভাগবত-কথামৃত দেবতাগণেরও দুর্ল্লভ।

শমীক মুনির পুত্র শৃঙ্গীর অভিশাপে পরীক্ষিত মহারাজকে তক্ষক দংশন অবশ্যই করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীশুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের ফলে তাঁহার দুর্ল্লভ ব্রহ্মালোক প্রাপ্তি হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা লোকপিতামহ ব্রহ্মা পর্য্যন্ত অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। অন্যান্য সাধন একদিকে এবং শ্রীমদ্ভাগবতকে অন্যদিকে ওজন করিলে সমস্ত সাধন লঘু হইয়া গেলে এবং শ্রীমদ্ভাগবত ভারী হইয়া গেল দেখিয়া সমস্ত ঋষিগণ বিস্মিত হইয়া গেলেন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রবণ করিলে বৈকুণ্ঠ ফললাভ অবশ্যই হইবে—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত-মহিমা নিম্নলিখিত শ্লোকেও বর্ণিত হইয়াছে,—

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমোনির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনি কৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।।" (ভাঃ ১।১।২)

এই পরম রমনীয় শ্রীমদ্ভাগবতে ফলাভিসন্ধি-লক্ষণ কপটধর্ম্মের প্রকৃষ্টরূপে নিরাস-পূর্ব্বক সর্ব্বভূতানুকম্পী রাগ-দ্বেষ-বিরহিত সাধুগণের অনুষ্ঠেয় কেবল ঈশ্বর-আরাধনা রূপ পরম ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। এবং ইহাতে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক-রূপ তাপত্রয়ের উন্মূলনকারী পরমসুখদ পরমার্থস্বরূপ বস্তুর বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্রীমদ্ভাগবত মহামুনি নারায়ণ-কর্ত্তৃক বিরচিত। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত সত্ত্বে শাস্ত্রান্তর বা তদুক্ত সাধনের প্রয়োজন কি?—অন্যান্য শাস্ত্রদ্বারা ঈশ্বরকে অচিরে অবরুদ্ধ করা যায় না। যদিও কথঞ্চিৎ করা যায়। তাহা অতি বিলম্বেই হইয়া থাকে। কিন্তু এই শাস্ত্র শ্রবণেচ্ছু পুণ্যশীল মানবগণের হৃদয়ে শ্রবণ কালেই ঈশ্বর অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন।

সনকাদি ঋষিগণ শ্রীনারদ গোস্বামীকে এই শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করিয়াছিলেন।

বিষয়বিরক্ত অমলচরিত্র শুদ্ধ অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট চারিজন ঋষি সাধুসঙ্গ-লাভের জন্য বদরিকাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারা দেবর্ষি নারদের দর্শন পান। কিন্তু তাঁহারা দেবর্ষি নারদকে খুব চিন্তাগ্রস্ত দেখিলেন। তাঁহারা উদ্‌গ্রীব হইয়া নারদকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নারদ তাঁহাদিগকে বলিলেন যে,—তিনি হরিদ্বার, কুরুক্ষেত্র, শ্রীরঙ্গ, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, পুষ্কর, প্রয়াগ, কাশী প্রভৃতি সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। তথাপি তাঁর চিত্তে শান্তি নাই ও সুখও নাই। তিনি চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন—এই কলিযুগ পাপপ্রধান। এখন হিংসা, দ্বেষ, অসত্য, পাপ প্রভৃতি পৃথিবীকে প্রবলভাবে গ্রাস করিয়াছে। সত্য, দয়া, দান, সদাচার, তপস্যা প্রভৃতি কিছুই নাই। মানুষ ভয়ানক স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছে। উদরপূর্ত্তির জন্য এবং কামনা-বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য ন্যায় পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্যায় পথে চলিতেছে। সত্যকে বাদ দিয়া সর্ব্বদা মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছে। নানাপ্রকার ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া কাতর হইয়া পড়িয়াছে। এ যুগে গৃহে গৃহে দেখা যাইতেছে—স্ত্রীলোকের প্রাধান্য। কলি—কলহ। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই, বন্ধু-বন্ধু সকলেই কলহে মত্ত। কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না। প্রায় সকলেই অসদুপায় অবলম্বন করিয়া

জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টা করিতেছে। নারদ এইপ্রকার কলির দোষসমূহ দর্শন করিতে করিতে সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছেন—হঠাৎ ভাগ্যক্রমে শ্রীব্রজধামে শ্রীরাসমণ্ডলে যমুনার তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেই যমুনার তীরে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন—ষোড়শবর্ষীয়া এক যুবতীর দুইদিকে দুইটী বৃদ্ধ অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। যুবতীটি কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধদুইটীর সেবা করিতেছেন। হঠাৎ যুবতীটি শুনিলেন,—কে যেন আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিতেছেন—"আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন। এই ব্রজধাম সকলের রক্ষক ও আশ্রয়স্থল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের স্থান। অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কৃপায় আপনার মঙ্গল হইবে।" আরও দেখিলেন—তাঁহার দশদিকে শরীর-রক্ষক এবং চতুর্দ্দিকে অনেক সুন্দরী রমণী তাঁহার সেবা করিতেছেন।

নারদ উৎসুক হইয়া যুবতীটির নিকটে গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া যুবতীটি ব্যাকুল হইয়া বলিলেন,—"প্রভো! বহু সৌভাগ্যের ফলে আমার সাধুদর্শন হইল আপনার ন্যায় বৈকুণ্ঠপ্রিয়-দর্শনে অবশ্যই আমার সন্তাপ বিদূরিত হইবে—সন্দেহ নাই। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমার দুঃখের অবসান কি-প্রকারে হয়, তাহা বলুন।"

তখন নারদ যুবতীটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার দুই পার্শ্বে বৃদ্ধ দুইটী কে এবং তাঁহার নিকট রমণীগণই বা কে এবং তাঁহার দুঃখের কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় যুবতীটি বলিলেন,—"আমার নাম ভক্তি। আমার দুই পার্শ্বে বৃদ্ধ দুইটী আমার পুত্র। ইহাদের নাম জ্ঞান ও বৈরাগ্য। কালপ্রভাবে ইহারা জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই রমণীগণ গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থ। দেবতাগণের সেবাতেও আমার সুখ বা মঙ্গল হইতেছে না। আমার জন্মস্থান দ্রাবিড়দেশে। কর্ণাটকে আমি বড় হইয়াছি। মহারাষ্ট্র হইয়া গুজরাটে আসিয়া আমি বৃদ্ধা হইয়া পড়ি। গুজরাটে পাষণ্ডগণ আমাকে এমন প্রহার করে যে আমার সর্ব্বাঙ্গ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এই বৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এখানে আসিয়া আমি পুনরায় ষোল বৎসর বয়স্কা যুবতীর রূপ পাইয়াছি। কিন্তু আমার এই পুত্রদুইটী অতি দুঃখে পরিশ্রান্ত হইয়া শুইয়া রহিয়াছে। আমি বৃদ্ধা ছিলাম, কিরূপে যুবতী হইলাম, আর আমার পুত্র দুইটী কেন বৃদ্ধ হইল—তজ্জন্য আমার দুঃখের শেষ নাই। সাধারণতঃ মাতা বৃদ্ধা হয়, পুত্র যুবক হয়—ইহাই জগতের স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার—আমার বিপরীত কেন হইল? ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য একস্থানে থাকিলাম। কিন্তু আমি ভক্তি যুবতী হইলাম, আর আমার পুত্রদ্বয় (জ্ঞান ও বৈরাগ্য) বৃদ্ধই রহিল—ইহার কারণ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আপনি সর্ব্বজ্ঞ সাধু। আপনার অজানা কিছুই নাই। ইহার কারণ কৃপাপূর্ব্বক আমাকে বলুন!"

নারদ ভক্তিদেবীকে বলিলেন,—শ্রীবৃন্দাবনধাম অপ্রাকৃত, ভক্তির রাজ্য। এখানে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কোন গ্রাহক নাই। তজ্জন্যই ইহাদিগকে জরা পরিত্যাগ করিতেছে না। কিন্তু এখানে কিঞ্চিন্মাত্র আত্মসুখ অনুভব হওয়ায় ইহারা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত।

আর এই ধামের সংযোগবশতঃ তুমি পুনরায় তরুণী হইয়াছ। বৃন্দাবনে ভক্তিদেবী নবনবায়মানরূপে অবস্থান করেন এবং আনন্দে স্বয়ং নৃত্য করেন।

নারদ ভক্তিদেবীকে দুঃখ করিতে নিষেধ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ স্মরণের দ্বারা সমস্ত দুঃখ নিবৃত্তি হইবে বলিলেন। ভগবান নিজ মুখে বলিয়াছেন—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।" সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজধাম ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। ব্রজে তাঁহার নিত্য অধিষ্ঠান। তিনি ভক্তরক্ষক। ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। ভক্তির ইচ্ছাতেই কৃষ্ণের সমূহ কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে মুক্তি লাভের উপায় ছিল—জ্ঞান ও বৈরাগ্য। কিন্তু কলিযুগে কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যাইবে।

কোনও সময় ভক্তিদেবী 'তাঁহার করণীয় কি?'—ভগবানের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ ভক্তিদেবীকে ভক্তদের পোষণ করিবার নির্দ্দেশ দিলেন। মুক্তিকে ভক্তির দাসী এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে তাঁহার পুত্ররূপে নিযুক্ত করিলেন। ভক্তিদেবীই ভক্তগণের একমাত্র পোষণকর্ত্রী। কলিযুগে ভক্তিই একমাত্র সার! কেবলমাত্র ভক্তিতেই ভগবান বশীভূত হইয়া থাকেন।

নারদের কৃপায় ভক্তিদেবীর দুঃখ দূর হইয়া গেল। ভক্তিদেবী তাঁহার দুইটী পুত্র জ্ঞান ও বৈরাগ্য যাঁহারা অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়াছিলেন—তাঁহাদিগকে সচেতন করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলে নারদ তাঁহাদের কানের নিকট চীৎকার করিয়া ডাকিলেন। কিন্তু তাঁহারা জাগ্রত হইলেন না। তখন তিনি বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহারা কোনরকম জাগ্রত হইলেন বটে, কিন্তু কোন কিছুই দেখিতে পাইলেন না এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাঁহারা এতই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে পুনরায় শুইয়া পড়িলেন। নারদ খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কি উপায়ে তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং বৃদ্ধত্ব দূর করা যায়, ঠিক করিতে পারিতেছেন না। সেই সময় এক আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন। আকাশবাণী তাঁহাকে সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবার জন্য এবং কি সৎকর্ম্ম করিতে হইবে, সাধুগণই তাহা বলিয়া দিবেন বলিলেন।

তখন নারদ জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে সেই যমুনাতীরে রাখিয়া চলিয়া গেলেন এবং সমস্ত তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে মুনি-ঋষিদিগের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাদিগের নিকট আকাশবাণীর কথা নিবেদন করিলেন। কিন্তু বেদ-বেদান্ত গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াও জ্ঞান-বৈরাগ্যের জাগরণ হয় নাই শুনিয়া তাঁহারাও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এইভাবে চিন্তাকুল হৃদয়ে ভ্রমণ করিতে করিতে নারদ শ্রীবদরিকাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং সেখানে কঠোর তপস্যা করিবার জন্য মনস্থ করিলেন। এমন সময় তিনি সেখানে সনকাদি মুনিগণের দর্শন পাইলেন। সনকাদি মুনিগণ দেখিতে পাঁচ বৎসরের বালকের মত। তাঁহার সর্ব্বদাই কৃষ্ণলীলামৃত ও কৃষ্ণকথামৃত পানে মত্ত। সর্ব্বদা হরিগুণগানে মত্ত থাকায় জরা তাঁহাদিগকে কোনপ্রকার বাধা দিতে পারে নাই। নারদ তাঁহাদিগের নিকট আকাশবাণী-কথিত "সৎকর্ম্ম" ও তাহার সাধন কি এবং ভক্তি,

জ্ঞান, বৈরাগ্যের কি-প্রকারে সুখ লাভ হইবে জিজ্ঞাসা করায় সনকাদি মুনিগণ তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন ও শ্রবণের কথা বলিলেন। একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের কীর্ত্তনেই জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দুঃখ চলিয়া যাইবে এবং ভক্তিদেবীর উল্লাস বর্দ্ধিত হইবে। যেমন সিংহের গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া ব্যাঘ্র ভয়ে পলাইয়া যায়— সেইপ্রকার শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া কলি দূরে পলায়ন করিবে। অর্থাৎ কলির সমস্ত দোষ দূরীভূত হইয়া যাইবে এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সহিত মিলিত হইয়া ভক্তিদেবী সর্ব্বত্র প্রেমরস বিতরণ দ্বারা জগতের সর্ব্বজীবের অমঙ্গল সমূলে বিদূরিত করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত বেদ ও উপনিষদের সার। শ্রীবেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণকে ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের স্থাপনের জন্য প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং সাধুসঙ্গে সাধুমুখ-বিগলিত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের দ্বারা জীবের সমূহ অমঙ্গল সমূলে বিদূরিত হইবে — সন্দেহ নাই। ইহাপেক্ষা সৎকর্ম্ম জগতে আর কিছুই নাই।

কুমারগণের নিকট নারদ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের বিধান ও কোথায় ভাগবত কথার অনুষ্ঠান করা যায় জিজ্ঞাসা করিলে কুমারগণ হরিদ্বারের নিকট আনন্দ-নামক গঙ্গাতটে ভাগবত পাঠের অনুষ্ঠান করিতে বলিলেন এবং ভক্তিদেবীর দুই পুত্র জ্ঞান ও বৈরাগ্য সেইস্থানে ভাগবত শ্রবণ করিলেই তাহাদের বৃদ্ধাবস্থা দূরীভূত হইবে এবং যৌবনত্ব প্রাপ্ত হইবেন, বলিলেন।

কুমারগণসহ নারদ যখন হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে আসিলেন, তখন সেখানে ভাগবত কথামৃত শ্রবণের জন্য ভৃগু, বশিষ্ট, চ্যবন, গৌতম, মেধাতিনি, দেবল যাজ্ঞবল্ক্য, পরশুরাম, বিশ্বামিত্র, মার্কণ্ডেয়, বেদব্যাস, পরাশর প্রভৃতি মুনিগণ উপস্থিত হইলেন। গঙ্গা, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি সমস্ত তীর্থ এবং দেবতা গন্ধর্ব্ব সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নারদ সনকাদি কুমারগণকে উচ্চাসনে বসাইলেন। সকলেই তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। সেইসময় চতুর্দ্দিকে জয় জয় শব্দ, নমঃ শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল। কুমারগণ বলিতে লাগিলেন—এই শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশটী স্কন্ধ এবং ইহাতে আঠার হাজার শ্লোক রহিয়াছে। ইহার শ্রবণে কোটী কোটী জন্মের পাপ, দুঃখ দারিদ্র্য সমূলে নষ্ট হইয়া যায়। সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ, শত বাজপেয় যজ্ঞের ফল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের ফলের ষোলভাগের একভাগও নয়। গঙ্গা, গয়া, কাশী, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থের ফলও ইহার নিকট অকিঞ্চিৎকর অর্থাৎ ভাগবত-শ্রবণের সমান হইতে পারে না।

সনকাদি মুনিগণ কীর্ত্তন করিতেছেন—এমন সময় ভক্তিদেবী তাঁহার দুই পুত্র জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সহিত "হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে"—ভগবানের ভুবন মঙ্গল নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আবির্ভূত হইলেন। ভক্তিদেবীকে কুমারগণ ভক্ত হৃদয়ে অবস্থান করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিলে—ভক্তিদেবী সেই মুহূর্ত্তে জ্ঞান-বৈরাগ্য পুত্রদ্বয়সহ বৈষ্ণবের হৃদয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

জীবের কৃত্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪৫৭ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে,—

"কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিতৃদিগের কভু নহে ঋণী।।" (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৩৬)

বৈধভক্ত-জীবনে প্রবেশ করলে অবশেষে রাগানুগাভক্তিতে শুদ্ধভক্ত-কৃপায় ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় ভাগ্যক্রমে প্রেমভক্তিতে জীবনের সম্পূর্ণতা লাভ হয়। ব্রজের কৃষ্ণকে বৈধভক্তির দ্বারা পাওয়া যায় না। একমাত্র রাগানুগাভক্তির দ্বারা কৃষ্ণের প্রিয় ব্রজবাসিগণের আনুগত্যে কৃষ্ণের সেবা লাভ হয়। এই ব্রজভজনের অভিযানে বহু বাধা উপস্থিত হয়। ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা, সিদ্ধি-প্রিয়তা, অসৎ-সংস্কারজনিত জাড্য ও অভিমান, পাণ্ডিত্যাভিমান, ভূত-হিংসা, কুটীনাটী প্রভৃতি বাধা আসুর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মিগণ উপেক্ষা করতে বা প্রতিহত করতে পারে না। দৈব-বর্ণাশ্রমীগণ ঐ সমস্ত বাধাকে অনায়াসেই প্রতিহত করে মায়ার ছলনায় না ভুলে গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে সাধনরাজ্যে ক্রমাগত "চরৈবেতি"—বাণী অনুসারে অগ্রসর হতে থাকেন। ব্রজবাসিগণের আনুগত্য ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে বর্ণাশ্রমের মধ্যে থেকে ভজন করলেও কৃষ্ণের সেবায় অধিকার পাওয়া যায় না। এজন্য শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—

"কৃষ্ণ ভজিবার যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয় দাস।।"

এক্ষণে প্রশ্ন জাগে,—কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য ব্রজবাসী ভক্তগণের আনুগত্য কেন প্রয়োজন? তদুত্তরে শাস্ত্র জানিয়েছেন,—

"নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমাতামিহ।।' (ভাঃ ১০।৯।২১)

অর্থাৎ—"যশোদানন্দন কৃষ্ণ ব্রজবাসী ভক্তগণের পক্ষেই সুলভ, জ্ঞানিগণের পক্ষে লভ্য নন।"

ব্রজবাসী ভক্তগণের মধ্যে রাগাত্মিকা ভক্তি বিদ্যমান ; সেই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগত ভক্তিই রাগানুগা। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র-প্রমাণ ;—

"বিরাজন্তীমভিব্যক্তাং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে।।" (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৫০)

রাগানুগা-মার্গে ভজনে কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হয়, তজ্জন্য জাতি-কুল-বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত' দূরের কথা, বেদধর্ম্মেরও প্রয়োজন নেই। ব্রজবাসীর আনুগত্য যাঁরা করেন, তাঁরা ব্রজভাবে ভগবৎ-লীলা-মাধুর্য্য লোভময়ী শ্রদ্ধাসহকারে রাগানুগা ভক্তিতে ভজন করে থাকেন। শাস্ত্র বলেছেন,—

"রাগময়ী ভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা' নাম।
তাহা শুনি' লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্।।

লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি।।"
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪৮-১৪৯)

"সেই গোপীভাবামৃতে যাঁর লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম ত্যজি' সে কৃষ্ণকে ভজয়।।
রাগানুগ-মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।।"
"গোপী-আনুগত্য বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে।।"
(চৈঃ চঃ মঃ ৮।২১৯-২২০, ২২৯)

ভক্তি বা প্রেম সাধনের মূল কথা ভক্তসঙ্গ। ভগবৎ-কৃপাশক্তি ও ভগবৎপ্রীতি যে-আধারে নিত্য বিরাজমান, তিনিই ভক্ততত্ত্ব। তাঁর সঙ্গ ও কৃপায় ভগবৎপ্রীতির অঙ্কুরোদ্‌গম হয়। ভগবান্ 'সদনুগ্রহ' ; তিনি শুদ্ধভক্তের দ্বারাই জীবকে কৃপা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—মহাভাগবত নারদ একদা দাসীপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বলেছেন,—তাঁর মা সাধুসেবায় নিযুক্ত থাকতেন, সেইসময় তিনিও মায়ের সঙ্গে সাধুদের সেবা করতেন। তিনি সাধুদের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ খেতেন। সাধুদের নিকটে বসে হরিকথা শুনতেন। এইভাবে সাধুদের সঙ্গপ্রভাবে তাঁর শ্রীভগবানে প্রীতির উদয় হয়। ভগবানের প্রতি প্রীতি যে এত সহজে উদয় হয়, তাহা শ্রীনারদের উক্তিতেই প্রমাণ পাওয়া যায়। এতদ্‌প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি স্মরণীয়,—

"কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান।।
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্ত শেষ—তিন সাধনের বল।।
এই তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়।।
তাতে বার বার কহি—শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন।।" (চৈঃ চঃ অঃ ১৬।৫৯-৬২)

বর্ণাশ্রমিগণ প্রায়ই অভিমানী, তাই তাঁহারা প্রকৃত সাধুকে দেখেও চিনতে পারে না। দীনচিত্ত নিরহঙ্কারী ব্যক্তিই সাধুর খোঁজ পায় ; যাঁরা গৃহ-বিত্ত, পুত্র-কলত্রাদি নিয়ে মেতে থাকেন বা যাঁরা জ্ঞানী, যোগী, তাঁরা ভক্তকে চিনতে পারেন না। যাঁরা সংসার হতে উদ্ধার পেতে চান, কিন্তু উদ্ধার হতে পারছেন না, নিজেরা অসহায় বোধ করছেন, তাঁদের কাছে সাধু ধরা দেন, তাঁরাও সাধুর সেবা দীনচিত্তে নিষ্কপটে করে থাকেন। তাঁরাই সাধুর কাছে সাধুর বাণী শ্রবণ করে আত্মমঙ্গলের সন্ধান পান। জাতি-কুলাদিতে অভিমানী, দাম্ভিক, অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামনার বশীভূত ব্যক্তিগণ অন্যাভিলাষিতা-বশে ঐহিক সুখলাভে প্রমত্ত থাকায় সাধুগণ তাঁদের কাছে ধরা দেন না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

ব্যাসপূজোপলক্ষে

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[শ্রীমাধবজীউ গৌড়ীয় মঠ, শেওড়াফুলি (হুগলী), তাং ১২।১২।১৯৯৮]

সর্ব্বাগ্রে অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভু আমাকে কৃপা করুন। অনন্তর পূজনীয় ত্রিদণ্ডিপাদগণ, পূজনীয় বৈষ্ণবগণ এবং সকল গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ—সকলের চরণে আমার অসংখ্য দণ্ডবৎ-প্রণতি।

আজ যে অনুষ্ঠান হচ্ছে, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন—শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব বা শ্রীগুরুপূজা। জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ, প্রিয় এবং বিশ্রম্ভ সেবক অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী। বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শেওড়াফুলিতে একটা শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র বা মঠ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পেয়েছেন। প্রধানতঃ সপরিবার মাননীয় শ্রীসুবলসখা দাসাধিকারী প্রভু ওরফে শ্রীসুবল জানা মহাশয়েরই বিশেষ প্রচেষ্টায় এবং স্থানীয় সুধী সজ্জনমণ্ডলীর বিশেষ আগ্রহে এখানে একটা সনাতন ধর্ম্ম প্রচার কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে। আমি এই সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নগণ্য সেবকরূপে আপনাদের সামনে আজ হাজির হয়েছি।

আজ কারও জন্মতিথি বা জন্মদিন। জগতের লোক তাঁর নিজের জন্মদিনে তাঁর অভিভাবক-অভিভাবিকাগণের শুভেচ্ছা-শুভাশীর্ব্বাদ নিয়ে সংসারে কোনরকমে চলতে চান। আমাদের বেলায়—পারমার্থিক যাঁরা, তাঁদের ক্ষেত্রে একটু নিয়মটা উল্টো এবং ব্যাপকরূপে। সেইকথাই আমরা এতক্ষণ শ্রবণ করেছি। আমাদের গৌড়ীয় গুরু-পরম্পরা কৃষ্ণ থেকে আরম্ভ হয়েছে। ভগবানকে বাদ দিয়ে নয়।

"শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্মা-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্।।"

—এই ধরণের গুরু-পরম্পরা কীর্ত্তন করা হয়। ভগবান্ সর্ব্বোপরি আছেন। তারপরে ব্রহ্মা, দেবর্ষি, নারদ ইত্যাদি রয়েছেন। বাদরায়ন (ব্যাসদেব) থেকে আরম্ভ করা হয়েছে। কেননা , **'ব্যাসপূজার নামান্তর গুরুপূজা' বা 'গুরুপূজার নামান্তর ব্যাসপূজা'**। ব্যাসদেব থেকে ধরা হল কেন? শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দেওয়া হচ্ছে কেন? ব্যাসদেব থেকে ব্যাসপূজা বলা হচ্ছে। ব্যাসপূজার মধ্যে কি কৃষ্ণপূজা হচ্ছে না?—হ্যাঁ, হচ্ছে। পূজা-পঞ্চকের অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম আছে। এখন প্রশ্ন—ব্যাসদেবের থেকে আমাদের গুরু-পরম্পরা ধরা হচ্ছে কেন? এর কি বৈশিষ্ট্য আছে? আমরা যদি বিচার করি তাহলে দেখব, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণ-শিরোমণি বলে স্বীকার করেছেন সব জায়গায়। শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলছেন,—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।

শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।।

শ্রীমদ্ভাগবতকে অমল প্রমাণ শিরোমণি বলে মেনে নেওয়া হচ্ছে। আমরা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অনুগত সম্প্রদায়, আবার আরও উপরে যদি যাই তাহলে দেখব, আমাদের পরিচয় হচ্ছে 'ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়'। তাহলে ব্রহ্মাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। মাধ্ব মানে মধ্বাচার্য্য।

চার আচার্য্যের বর্ণনা আছে শাস্ত্রে। চার বৈষ্ণব-আচার্য্য ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করবেন জগতে—ভবিষ্যদ্বাণী করা আছে শাস্ত্রে।

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।।"

এই কলিকালে চার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা আছে।—

"শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ।।"

চার বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এ জগতে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করবেন, ভবিষ্যদ্বাণী করা আছে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু মধ্বাচার্য্যকে মেনেছেন কেন? তত্ত্বসিদ্ধান্তের উপরে খুব বিশেষ জোর দিয়েছেন মধ্বাচার্য্য, সেইজন্য তিনি তাঁর সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছেন। আর ভগবান্ এবং জীব—এই দুই তত্ত্ব পৃথক্, সুতরাং জীবব্রহ্মৈকবাদ কখনই ঠিক কথা নয়, এটা বুঝাবার জন্যই তিনি মধ্বাচার্য্যকে মেনেছেন। চার বৈষ্ণব-সম্প্রদারে প্রচার্য্য-বিষয়ের মধ্যে, তত্ত্বসিদ্ধান্তের মধ্যেও যে অসম্পূর্ণতা আছে, সেই অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করে শ্রীমন্মহাপ্রভু 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' সিদ্ধান্ত প্রচার করেছেন।

আমি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নগণ্য সেবক হিসাবে বলতে চাচ্ছি, কারও জন্মতিথি বা দিন আজ। সেক্ষেত্রে সাধারণ বেলায় উপরওয়ালাদের শুভাশীষ-শুভেচ্ছা নিয়ে চলবার চেষ্টা হয়। আমিও আমার ঊর্দ্ধতন গুরুবর্গ থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত গুরুবর্গের অতিমর্ত্ত্য জীবনী এবং তাঁদের শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করেই আমার বক্তব্য রাখবার ইচ্ছা। কিন্তু সে সময় ত' নেই, তাহলে সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা দিতে হয়। সংক্ষেপ ব্যবস্থা নিতে গেলে দেখা যাচ্ছে, গুরুবর্গের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র, তাঁদের অপ্রাকৃত শিক্ষা ও উপদেশ-নির্দ্দেশ সেগুলো প্রাকৃত কিছু নয়। আমরা এ সংসারে জন্মগ্রহণ করার পর থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে শিক্ষা লাভ করছি, যে অভিজ্ঞান লাভ করছি, সব কিছু নশ্বর, ক্ষয়িষ্ণু, ধ্বংসশীল। এই জগতে কোনরকমে বেঁচে থাকবার মত কিছু জ্ঞানলাভ করছি। সংক্ষেপতঃ খাওয়া, পরা, থাকা। এর বাহিরে যে একটা জগৎ আছে, সে-বিষয়ে আমরা চিন্তা করতে অভ্যস্ত নই। কেন? ইহজগৎ যখন আছে, তখন পরজগৎও নিশ্চয়ই আছে পাশাপাশি, তদ্রূপ। পরজগতের কথা আমরা চিন্তা করতে শিখছি না কেন? আমরা কি এখানকার খাওয়া, থাকা, পরা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকব? এর থেকে আমাদের আর বিশেষ কিছু করণীয় নেই কি? এ প্রশ্ন শাস্ত্রে করা আছে। তার উত্তরও দেওয়া আছে।

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয় মোটামুটি "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"—

এই কথাগুলো বুঝাবার চেষ্টা করেছেন আমাদের। আমিও তদনুসারে বলি, আমরা কি শুধু এখানে খাওয়া, পরা, থাকা নিয়ে ব্যস্ত থাকব? আমাদের কি বিশেষ কোন কর্ত্তব্য, দায়িত্ব নেই? ভগবানের যে সৃষ্টিপ্রকরণ, তাতে আমরা দেখতে পাই ,ভগবান্ অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন—বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, লতা, পাখী, পশু, দৈত্য, দানব, মনুষ্যগোষ্ঠী সবই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এই মনুষ্যজন্মেই আত্মকল্যাণ-চিন্তা করা সম্ভব। অন্য কোন জন্মে সেটা হয় না। সাধন-ভজন করে আমরা যে ভগবানের পথ অনুসরণ করব, ভক্তিপথ অনুসরণ করব, সে সুযোগ-সুবিধা নেই। দেবতাগণ যদিও আমাদের Officer grade, তথাপি তাঁরা যদি ভগবানকে সত্য সত্য ভালবাসতে চান, তাহলে তাঁদেরও এই মনুষ্যগৃহে জন্মগ্রহণ করে সাধন-ভজন করে তবে অগ্রসর হতে হয়। এই কথাই ত' শাস্ত্রে লেখা আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মনুষ্যজন্ম দুর্ল্লভ জন্ম—"নরতনু ভজনের মূল।" এই জীবন ছাড়া সাধন-ভজন হয় না। সেইজন্য মনুষ্যজন্ম দুর্ল্লভ জন্ম। অন্য জন্মে সাধন-ভজন করা সম্ভব নয়। এই দুর্ল্লভ জন্ম পেয়ে আমরা যদি শুধুই খাওয়া, থাকা, পরা নিয়ে ব্যস্ত হলাম, তাহলে বৃথা সময় নষ্ট হয়ে গেল। তাই শাস্ত্রে সব জায়গায় বলছেন—তোমরা কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী হয়ো না। ওতে সবটাই বাধা। ওতে মালিকের কাছে পৌঁছান যায় না, যাবে না—সেই কথাই ত' গীতা-ভাগবতে সব জায়গায় লেখা আছে। তাহলে আমরা কি করব? কর্ম্মী চায়—এ সংসারে আমি কর্ম্ম করে ভাল থাকব, আমার সম্পর্কিত দু' চার জন ভাল থাকবে। জ্ঞানীর নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান-চিন্তা সূক্ষ্ম । কর্ম্মী স্থূলভোগী, জ্ঞানী সূক্ষ্মভোগী, যোগীও তাই। এ পথগুলো যদি আমাদের নিশ্চিন্তপথ না হয়, সুখকর পথ না হয়, তাহলে কোন্ পথ অবলম্বন করব আমরা? সব জায়গায় ত' দেখছি একই কথা।

"ন সাধয়তি মাং যোগো না সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তি-র্মমোর্জ্জিতা।।"

কৃষ্ণ নিজে বলছেন তাঁর প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে,—

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি।।"

তাহলে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যাদ্বারা হচ্ছে না কিছু, ভক্তিপথ অবশ্যই অবলম্বন করতেই হবে। সেই ভক্তিপথ কি করে অবলম্বন করা যাবে—সে-বিষয়ে যদি কোন প্রচেষ্টা না থাকে, সে-বিষয়ে যদি কোন আন্তরিকতা না থাকে, সে-বিষয়ে যদি নিষ্ঠা না থাকে, তাহলে কি করে আমরা পাব সেটা? শাস্ত্রে বলছেন,—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।" কর্ম্ম করতে করতে যতদিন পর্য্যন্ত না নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়, ততদিন কর্ম্ম করতে থাকব আমরা। "মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।" ভগবান্ দুঃখ করে বলছেন—বদ্ধজীব যতদিন আমার কথায় রুচিবিশিষ্ট না হবে, আমার উপদেশ-নির্দ্দেশ শ্রবণে যতদিন তার আগ্রহ না থাকবে, সে ততদিন এই কর্ম্মমার্গে বিচরণ করবে।

"কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু।।"

—এই ত' তার অবস্থা। এ অবস্থা ত' ভাল নয়। সেজন্য ভক্তিপথাশ্রয় তাকে

অবশ্যই করতে হবে। তিনি এ জগতে যতই জ্ঞানানুশীলন করুন, যোগানুশীলন করুন—সবটার উদ্দেশ্য যদি ভগবানের সেবা না হয়, সাধন-ভজন যদি না হয়, তাহলে বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র।

আমাদের যে বুদ্ধিবৃত্তি—Talent আছে, আমরা যে Intellectualism নিয়ে চলছি, এর সবটার পিছনে থাকবে ভক্তিবাদ। ভক্তিকে বাদ দিয়ে আমাদের এক পা-ও চলবার উপায় নেই। সেই কথাই বলছেন—'বিদ্যা ভাগবতাবধি'। আমরা যে জ্ঞান আহরণ করছি এ সংসারে, সবটাই নাস্তিক্য জ্ঞান। আজকাল এমনই অবস্থা হয়েছে আমাদের দেশের—যে দেশ গোটা পৃথিবীকে শিক্ষা দিচ্ছে, সেই দেশ এখন পরমুখাপেক্ষী হয়ে গেছে। পাশ্চাত্ত্যদেশ আমাদের কি দিচ্ছে? তারা যা বলছে ওটা ঠিক কথা ; আর শাস্ত্রের সমস্ত কথা মিথ্যা হয়ে গেল। ভগবান্ নিজমুখে যা বলেছেন—গীতা, ভাগবত—Direct speech সব মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে। পাশ্চাত্ত্যদেশ যা বলছে সেটাই আমরা মানব—এই ত' অবস্থা এখন! কিন্তু পাশ্চাত্ত্যদেশ কিছু ভাল কথাও ত' বলছে, সেগুলো ত' নিচ্ছি না আমরা। তাদের অন্ধ অনুকরণ করছি আমরা। ভালটা পাব কোথা থেকে আমরা? সব ভাল এবং তার Substance, Essence, Central Idea সবই ত' আছে শাস্ত্রে। আমরা ওটাকে বাদ দিয়ে চলবার চেষ্টা করছি কেন? আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এ জিনিসগুলোকে বাদ দিয়ে মনে করছি খুব সুখ-শান্তি লাভ করব আমরা। সুখ-শান্তি কাকে বলা হবে? শুধু খাওয়া, পরা, থাকা? তা ত' নয়। শাস্ত্রে বলছেন, কেবল এ সব মানবত্ব নয়, মনুষ্যত্ব নয়। মানুষ যারা, তাদের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্য নিয়েই মানবত্ব বা মনুষ্যত্ব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধাম-পরিক্রমা

আরাধ্য ভগবান্ ব্রজেশতনয় তাঁর ধাম বৃন্দাবন।
শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দর নদীয়ার প্রাণধন।।
নদীয়া-গোকুলে ভেদ কিছু নাই সেব চিৎ অপ্রাকৃত।
ভেদ যেবা বাসে সে বড় নির্ব্বোধ মায়ার দ্বারে বিক্রীত।।
বৃন্দাবনাভেদ নবদ্বীপ-ধাম যেবা জানে সে উত্তম।
গোস্বামি-শাস্ত্রেতে এই উপদেশ লঙ্ঘিবে মাত্র অধম।।
সংসার চৌদিকে চিরকাল সবে মরিতেছি গো ঘুরিয়া।
বিষয় বিষয় করে ছুটাছুটি জনম গেল বহিয়া।।
জড় পরিক্রমা চিরকাল কৈনু না হল বিবেকোদয়।
অপ্রাকৃততত্ত্বে রতি না জন্মিল সেবন করিনু ছয়।।
ছয়ের তাড়নে জর্জ্জরিত মোরা, তাদের সেবায় রতি।
লক্ষ লক্ষ জন্ম গেল যে কাটিয়া কি হবে মোর গতি।।

লজ্জা কিংবা দয়া কামাদি জানে, না অকার্য্য করায় নিত্য।
এত করে' তবু উপশম নাই, হা ধিক্! মো হেন ভৃত্য।।
তিলেকও মাত্র অবসর নাই, তাদের ফরমাস্ খাটি।
আমার ভাগ্যেতে শান্তি ত' হল না, সকল হইল মাটি।।
নাসার ছাঁদায় রজ্জু লাগাইয়া তৈলিক ঘুরায় গরু।
সেইমত মোরে ঘুরায় ছ'জনা, যেখানে সংসার-মরু।।
এদের পীড়নে প্রাণ ওষ্ঠাগত, তবু ত' সংজ্ঞা না হয়।
এদের দাসত্ব তবুও না ছাড়ি শুধু অধীনতাময়।।
স্বরাটের সেবা ভুলেছি বলিয়া স্বাধীনতা গেছি ভুলে।
চির পরাধীন কামাদির বশে, বদ্ধতা অবিদ্যামূলে।।
স্বরাট সর্ব্বজ্ঞ শ্রীচৈতন্যনিধি তাঁহার সেবায় রতি।
কেমনে পাইব স্বাধীন হইব লভিব উন্নত গতি।।
নদীয়ার চাঁদ আমাদের স্বরাট্ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ভাই।
তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম তাঁহার, তাহার সেবায় ধাই।।
শ্রীধামসেবায় গৌরসেবা হবে ঘুচিবে ছয় প্রকোপ।
ধাম-পরিক্রমা সেই ধামসেবা যাহাতে অবিদ্যা-লোপ।।
সরল হিয়ায় সাধু-আনুগত্যে পরিক্রমা যেবা করে।
শ্রীগৌরসুন্দর সেবা দেন তা'রে সে মায়া-সাগর তরে।।
বিষয়-চৌদিকে পরিক্রমা ছাড়ি সাধু-মহাজনসঙ্গে।
এস, ভাই সবে ধাম-পরিক্রমায় সংসার জিনিব রঙ্গে।।
অন্তর্দ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর গৌরজন্মস্থল।
কর্ণিকার কেন্দ্র অষ্টদিকে তার অষ্টদ্বীপ পদ্মদল।।
অন্তর, সীমন্ত, শ্রীগোদ্রুম, মধ্য গঙ্গাপূর্ব্বে দ্বীপ চার।
পশ্চিমে কুলিয়া, ঋতু, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুম, রুদ্র আর।।
এই নয় দ্বীপে নবদ্বীপ-ধাম গৌরাঙ্গ-লীলার ভূমি।
এস মায়াপুরে ভ্রমিবে সকল সাধুর চরণভূমি।।
মায়াজাল ছুটে গোরার চরণে হইবে আকুতি তবে।
শ্রীগৌরাঙ্গসেবন নিঃশ্রেয়স শুভ লভি ধন্য হবে ভবে।।
গাও, ভাই গাও, শুদ্ধ ভক্ত, জয় গাও ভাই সবে মিলে।
কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে ধাম-পরিক্রমা বহু ভাগ্যফলে মিলে।।
গৌড়ীয় মঠের ভক্তবৃন্দ মেলি জীবেতে করুণা-ভরে।
বদ্ধপরিকর সে সৌভাগ্য দিতে ধনী নির্ধন সবারে।।

শ্রীগৌর-সেবায় ভক্তগণ রত তাদের সেবার লাগি'।।
ধনীর দুয়ারে সাধু সমাগত আবশ্যক দ্রব্য মাগি।।
শুদ্ধভক্ত কার্য্যে সহায় হইয়া সুকৃতি অর্জ্জয়ে ধনী।
সেই দ্রব্য লয়ে অকিঞ্চন সাধু উদ্যুক্ত প্রসাদদানে।।
সে প্রসাদ লভি' ধাম-পরিক্রমা নিশ্চিন্তে সকলে করে।
আহার্য্য-আবাস সাধুসবে দেয়, দণ্ডবৎ সাধুবরে।।

শ্রীগৌড়ীয়ের একপঞ্চাশৎ-বর্ষ

শ্রীপত্রিকার নববর্ষে শ্রীগৌড়ীয়-পূর্বাচার্য্যবর্গের সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক অন্বয়-ব্যতিরেকমুখী উপদেশামৃত

শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজের উপদেশাবলী

১। জ্ঞান-কর্ম্মাদি অন্যাভিলাষশূন্যা কেবলা ভক্তিই আমাদের প্রাণ।

২। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশ্রম্ভ-সেবাদ্বারাই ভক্তি লাভ করা যায়।

৩। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাই গুরুসেবা।

৪। কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্ত্যঙ্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

৫। কীর্ত্তনের দ্বারাই ভক্তির অন্যান্য অঙ্গ সাধিত হয়।

৬। দুর্জ্জন-সঙ্গ ত্যাগই নির্জ্জন ভজন, অর্থাৎ সাধুসঙ্গই নির্জ্জনতা।

৭। সর্ব্বদা হরিকথা-প্রচারই হরিকীর্ত্তন।

৮। সর্ব্বদা হরিকথা বলা বা শ্রীহরির সেবাময় কথায় নিমগ্ন থাকাই মৌনাবস্থা।

৯। **নিরপরাধে নাম-ভজনই বা শ্রীনামের সংখ্যাত-অসংখ্যাত শুদ্ধ উচ্চ-কীর্ত্তনই লীলাস্মরণ।**

১০। শ্রীরূপানুগত্যে গৌর-ভজনই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভ ভজন, ইহাই শ্রেষ্ঠ।

১১। সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া হরিসেবা করিবে।

১২। কায়মনোবাক্যে কাহাকেও উদ্বেগ দিবে না।

১৩। সৎপথে অর্থোপার্জ্জনদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

১৪। শ্রীভগবান্ এক; বহু নহে, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

১৫। সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার সেবা করাই মনুষ্যজীবনের প্রধান কর্ত্তব্য; অন্য কার্য্য ইহার আনুষঙ্গিক।

১৬। যাহারা ভগবানের কোন আকার নাই বলে, তাহারা নাস্তিক। তাহাদের সঙ্গ কখনই করিবে না।

১৭। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমলাভই জীবের চরম প্রয়োজন।

১৮। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাময় বিপ্রলম্ভই বৈরাগ্য।

১৯। সত্য যদি অপ্রিয় হয় তা হইলেও বলিতে হইবে।

২০। " 'বাসুদেব' বলিলে আমরা 'নন্দতনুজ' শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝি ; তজ্জন্য বাসুদেবের আবির্ভাব, জন্ম নহে।

২১। বাসুদেবের নাড়ীচ্ছেদাদি জাতকর্ম্ম হয় নাই, কিন্তু কৃষ্ণ যশোমতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

২২। জন্ম ও আবির্ভাবের মাধুর্য্যময় পার্থক্য কেবলমাত্র শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবগণই অনুধাবন করিতে সমর্থ ; কার্ষ্ণগণের নিকট আমাদের শ্রীরূপানুগত্যই প্রার্থনীয়।"

২৩। "চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য শ্রীবিগ্রহ-দর্শন নহে। 'আমি বিগ্রহ দর্শন করিয়া সুখী হওয়া অপেক্ষা শ্রীবিগ্রহ আমাকে দেখিয়া সুখী হইলে' পরম মঙ্গল হয়। ভগবান্ প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন।"

২৪। "ঈশ্বরের আকার নাই, কোন রূপ নাই, কোন গুণ নাই, কোন শক্তি নাই, আছে কেবল অলীক কল্পনা ; এই অলীক কল্পনার মূলই বৌদ্ধের শূন্যবাদ বা বেদবিরুদ্ধ নাস্তিক্যবাদ। পরন্তু ঈশ্বরের নিত্য আকার বা স্বরূপ স্বীকার করাই আস্তিক্যবাদ, যাঁহারা এই 'নিত্যরূপের অস্বীকার করেন, তাঁহারাই নাস্তিক।"

২৫। "জড়াসক্তির প্রাবল্যই আমাদিগকে শ্রীজগন্নাথসেবায় বাধা প্রদান করে। জগদ্দর্শন-প্রাকৃত দর্শন থাকা পর্য্যন্ত আমাদের অপ্রাকৃত জগন্নাথ দর্শনে রুচি জন্মে না। সমগ্র জগৎকে জগন্নাথের সেবায় নিযুক্ত করাই রথযাত্রা উৎসবের তাৎপর্য্য।"

২৬। "গুরুর আজ্ঞা যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে পালন করেন, তাঁহারাই শিষ্য, যাহারা তাহা অস্বীকার করেন, তাহারা গুরুপরম্পরা-বিরোধী, পথভ্রষ্ট এবং গুরুদ্রুব।"

২৭। "শ্রীগুরুপাদপদ্ম মৃত নহেন, প্রকট-অপ্রকটে তাঁহার সমান অস্তিত্ব প্রমাণিত। তাঁহার আবির্ভাব-তিরোভাবে মিলন-মহোৎসব যুগপৎ সম্ভব।"

২৮। দীক্ষাগুরুর পূজা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায়— মন্ত্রদাতাগুরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যিনি দীক্ষাগুরুর সেবাশিক্ষা প্রদান করেন, তিনিই শিক্ষাগুরু। যিনি দীক্ষাগুরুর সেবাশিক্ষায় বিমুখ, তিনি শিক্ষাগুরু-পদবাচ্য নহেন। তিনি বৈষ্ণবই হইতে পারেন না ; কারণ তিনি দীক্ষাগুরুর মর্য্যাদা দিতে শিক্ষা করেন নাই।"

২৯। "বাংলা-সাহিত্য সংস্কৃত-সাহিত্যের একান্ত আনুগত্য করিয়া সমগ্র ভারতে সর্ব্বোত্তম ভাষারূপে আদৃত। দুঃখের বিষয়, বাংলা-ভাষাকেও সংস্কৃত-ভাষার আনুগত্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহার মূলে সংস্কৃত ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা ও ভারতীয় বেদ-উপনিষদ্ ও পুরাণাদির চিন্তাধারার প্রতি অবহেলাও বুঝিতে হইবে।"

৩০। "রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই ঋষিনীতি অবলম্বিত হইলেই সকল সমস্যার সমাধান হইবে। ঋষিনীতি অবলম্বন করিতে হইলে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থরাজি আলোচনা ও অধ্যয়ন করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে শিক্ষা-বিভাসের ঔদাসীন্য পরিহার করা প্রয়োজন।

৩১। "যে-কোন বস্তু বিষয়ক জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হইলে প্রথমতঃ শ্রুতি বা

শ্রবণের সাহায্যই আবশ্যক ; তজ্জন্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে শ্রবণের গ্রাহ্যবস্তু শব্দকেই মূল ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।"

৩২। "যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন না করিয়া কেবলমাত্র 'উর্জ্জাদর' করিয়া থাকেন, তাঁহারা চাতুর্ম্মাস্যের ভক্তিফল সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারেন না। ইহার দ্বারা চাতুর্ম্মাস্যের প্রতি অনাদরই প্রকাশ পায়।"

৩৩। "বদ্ধজীবের কোন শুদ্ধবৈষ্ণব-সঙ্ঘের আনুগত্যে থাকিয়াই ভজনের প্রয়োজন। গোষ্ঠানন্দী ও ভজনানন্দী কেহই নির্জ্জন-ভজন করেন না। বিবিক্তানন্দী গোষ্ঠানন্দীর শ্রীনাম-প্রেম-প্রচারের সহায়করূপে অনুকূলভাব পোষণ ও তাঁহার সহায়তা করিয়া থাকেন।"

৩৪। "প্রত্যেকের গৃহ এক একটী আশ্রম। তথায় ভগবদনুশীলনের জন্য আমরা অবস্থান করিব। কেবলমাত্র আহার-নিদ্রাদির জন্য যে-গৃহে বাস করা হয়, তাহা নরকের দ্বার-স্বরূপ। তামসিক দ্রব্যাদি আহারের দ্বারা জীবের চিত্ত অধিকতরভাবে ভগবদ্‌বৈমুখ্য লাভ করে, সুতরাং তাহা একান্ত বর্জ্জনীয়।"

৩৫। "আমরা সন্ন্যাসী—সমাজ-সংস্কার ধর্ম্ম-সংস্কারের আনুষঙ্গিক মনে করিয়া গ্রহণ করিয়াছি। শিক্ষিত সমাজকে তাঁহাদের অনধিগত ব্যাপারগুলি নিবেদন করিবার অধিকার আমাদের আছে। বাস্তব-সত্য প্রচার করিতে গেলে কাহারও কাহারও অন্তরে আঘাত লাগিতে পারে।"

৩৬। "শুদ্ধসত্ত্ব-হৃদয়ে অনর্থনির্ম্মুক্ত অবস্থায় শ্রীনামকীর্ত্তনমুখে রাসাদিক লীলাকথা শ্রবণের অধিকার আসে, নচেৎ শ্রীরাধা-গোবিন্দের অপ্রাকৃত-লীলাকে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার ব্যাপার মনে করিয়া ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় মাত্র। সিদ্ধদেহেই রসোদ্ভাবনা সম্ভব, জড়-বদ্ধদেহে শৃঙ্গাররস ভাবনা অসম্ভব ; ইতর-বিষয়ে বৈরাগ্যপ্রাপ্ত জাতরতি ব্যক্তিই সম্ভোগ-রসালোচনায় অধিকারী।"

৩৭। "যাহারা গুরুভোগী ও গুরুত্যাগী, তাহারা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে লক্ষকোটী যোজন দূরে অবস্থিত; শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম কপট ব্যক্তিগণকে চিরদিনই দ্রবিণাদিদ্বারা বঞ্চনা করিয়া থাকেন, পক্ষান্তরে শ্রীগুরু-সেবৈকনিষ্ঠ গুরুগতপ্রাণ সেবক যে কোনস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের মনোভীষ্ট সেবায় নিত্য অনুরক্তভাবে অবস্থান করেন।"

৩৮। "আমি পূর্ব্ব গোস্বামিগণকে চিনি না, জানি না ; আমি জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের বিচারধারাকেই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মানি। আমি শ্রীল প্রভুপাদের আলোকেই পূর্ব্ব গোস্বামিবর্গকে জানিবার, বুঝিবার চেষ্টা করিব ; তাঁহার ব্যাখ্যা বিবৃতিরই সর্ব্বাগ্রে শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইব। 'আচার্য্যের যেই মত সেই মত সার। অন্য আর মত যত যাউক ছারখার।।"—ইহাই আমার বিচার।"

৩৯। "আমরা আজকাল বহু ধার্ম্মিক পত্রিকাই দেখিতে পাই, তাঁহারা আচার্য্যকেশরী জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের আচরিত প্রচারিত বিধি-বিধান হইতে ক্রমশঃ ভিন্নপথে অগ্রসর হইতেছেন। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশাই ইহার মূল কারণ। নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে।"

শ্রীল প্রভুপাদের কতিপয় উপদেশামৃত

১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে লিখিত "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্'ই গৌড়ীয় মঠের একমাত্র উপাস্য।

২। বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভোগী, তদ্ব্যতীত সব তাঁর ভোগ্য।

৩। হরিভজনকারী ব্যতীত সকলেই নির্ব্বোধ ও আত্মঘাতী।

৪। সহ্য করিতে শেখা মঠবাসীর একটি প্রধান কার্য্য।

৫। শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ নিজ-শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া আকর-স্থানে সকল মহিমার আরোপ করেন।

৬। যাহারা পাঁচমিশালী ধর্ম্ম যাজন করে, তাহারা ভগবানের সেবা করিতে পারে না।

৭। সকলে মিলিয়া মিশিয়া এক তাৎপর্য্যপর হইয়া হরিসেবা করুন।

৮। যেখানে হরিকথা, সেখানেই তীর্থ।

৯। আমরা সৎকর্ম্মী, কুকর্ম্মী বা জ্ঞানী—অজ্ঞানী নহি, আমরা অকৈতব হরিজনের পাদত্রাণবাহী "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মন্ত্রে দীক্ষিত।

১০। পরস্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্মসংশোধন করিবেন, ইহাই আমার উপদেশ।

১১। মাথুর-বিরহ-কাতর ব্রজবাসিগণের সেবা করাই আমাদের পরম ধর্ম্ম।

১২। মহাভাগবত জানেন, সকলেই তাঁহার গুরু, তজ্জন্য মহাভাগবতই একমাত্র জগদ্‌গুরু।

১৩। যদি শ্রেয়ঃপথ চাই, তাহা হইলে অসংখ্য জনমত পরিত্যাগ করিয়াও শ্রৌতবাণীই শ্রবণ করিব।

১৪। শ্রেয়ঃ বস্তুই প্রেয়ঃ হওয়া উচিত।

১৫। শ্রীরূপানুগের কৈঙ্কর্য্য ব্যতীত অন্তরঙ্গ ভক্তের আর কোন লালসা নাই।

১৬। নির্গুণ বস্তুর সহিত সাক্ষাতের অন্য কোন রাস্তা নাই—একমাত্র কান ছাড়া।

১৭। যে মুহূর্ত্তে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা থাকবে না, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ করবে। প্রকৃত সাধুর হরিকথাই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা।

১৮। তোষামোদকারী গুরু বা প্রচারক নহে।

১৯। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা ভাল, তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নহে, কপটতা রহিত ব্যক্তিরই মঙ্গল হয়।

২০। সরলতার অপর নামই বৈষ্ণবতা, পরমহংস বৈষ্ণবের দাসগণ সরল ; তাই তাঁহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ।

২১। জীবের বিপরীত রুচিকে পরিবর্ত্তিত করাই সর্ব্বাপেক্ষা দয়াময়গণের একমাত্র কর্ত্তব্য। মহামায়ার দুর্গের মধ্য থেকে একটা লোককে যদি বাঁচাতে পার, তা' হ'লে অনন্তকোটি হাসপাতাল করা অপেক্ষা তাতে অনন্তগুণে পরোপকারের কাজ হবে।

২২। যাহাদের আত্মবিৎ-এর নিকট নিজেদের ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি সর্ব্বক্ষণ উদিত

হয় নাই, সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গ যতই প্রীতিপ্রদ হউক না কেন, উহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

২৩। কেবল আচার-রহিত প্রচার কর্ম্মাঙ্গের অন্তর্গত।

২৪। ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিলেই গৃহব্রতধর্ম্ম কম পড়ে।

২৫। কৃষ্ণেতর বিষয়-সংগ্রহই আমাদের মূল-ব্যাধি।

২৬। আমরা কিন্তু জাগতে কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর পিয়ন মাত্র।

২৭। আমরা জগতে বেশী দিন থাকিব না, হরি কীর্ত্তন করিতে করিতে আমাদের দেহপাত হইলেই এই দেহ ধারণের সার্থকতা।

২৮। শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীরূপের পাদপদ্মধূলিই আমাদের জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

২৯। ভগবদ্বিমুখ প্রপঞ্চ—যন্ত্রণাময় পরীক্ষার স্থল। সহিষ্ণুতা, দৈন্য ও পর-প্রশংসা প্রভৃতি এখানে হরিভজনের সহায়।

৩০। প্রত্যেক জন্মেই পিতামাতা পাওয়া যায়, কিন্তু সকল জন্মেই মঙ্গলের উপদেশ পাওয়া না যাইতেও পারে।

৩১। ভক্তের ক্রিয়া ও মিছা-ভক্তের দৌরাত্ম্য বাহিরে এক দেখা গেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে দুধ ও চুন গোলার ন্যায় উভয়ের মধ্যে "আশমান্ জমিন্ ফারাক্"।

৩২। যাহারা অসাধু বৃত্তিকে সাধু বৃত্তি বলিয়া ভ্রম করে, তাহারা কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিবার ন্যায় অসুবিধার মধ্যে পড়িবে।

৩৩। সত্য জানিবা-মাত্রই তাহাতে আমার নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া উচিত। আমাদের জীবনের সময় যার যতটুকু আছে, উহার এক মুহূর্ত্তও বিষয়-কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া হরিভজনে নিযুক্ত করা উচিত।

৩৪। অনেকে 'অনুকরণ' কার্য্যকে 'অনুসরণ' বলে ভ্রম করেন। দুটী কথা "অনুকরণ" ও "অনুসরণ"। যাত্রাদলের নারদ সাজা—"অনুকরণ" আর শ্রীনারদের প্রদর্শিত ভক্তিপথে গমন্ "অনুসরণ"।

৩৫। সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-নিরত ব্যক্তির নামই সাধু, সর্ব্বক্ষণ শ্রীভগবানের সেবার জন্য ব্যস্ত ব্যক্তিই সাধু, নিত্যকাল সর্ব্বক্ষণ যিনি সকল চেষ্টার মধ্যে কৃষ্ণের জন্য ব্যস্ত আছেন, সকল চেষ্টাই যাঁহার ভগবানের সেবার জন্য, তিনিই সাধু।

৩৬। স্বয়ং নারায়ণ যদি নিজেকে নিজে দিয়ে দেন, তা' হ'লেও তাঁর কিছু দেওয়া বাকী থাকে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণভাবেই ভগবান্‌কে দিয়া দিতে পারেন।

৩৭। হিংসা করবার জন্য "গুরুগিরি" কোরো না। নিজে বিষয়ে ডুবে যাবার জন্য 'গুরুগিরি' কোরো না। কিন্তু যদি তুমি আমার নিষ্কপট ভৃত্য হ'তে পার, আমার শক্তি লাভ ক'রে থাক তা' হ'লে তোমার ভয় নাই।

৩৮। মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না বললে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হবে না।

৩৯। ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

৪০। জীব নিজে শত শত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বা নিজের মনোমত ভজনের অভিনয় করিয়া নিজের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না।

৪১। শুষ্কজ্ঞান-পন্থিগণের নিকট নিরীশ্বর কপিল ও বশিষ্ঠ, দুর্ব্বাসা, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি কেবলাদ্বৈতবাদিগণ 'মহাজন' বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন, কিন্তু সেইসকল ধর্ম্মবক্তৃগণ ভগবদ্-ভক্তির মাহাত্ম্য জানেন না।

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশামৃত

১। জীবের সহিত ভগবানের যে সম্বন্ধ, ভগবানের সহিত জীবের ও জড়ের যে সম্বন্ধ এবং জড়ের সহিত ভগবান্ ও জীবের যে সম্বন্ধ—এই সম্বন্ধের নাম সম্বন্ধতত্ত্ব।

২। তিনিই সদ্‌গুরু, যিনি এই সম্বন্ধ-জ্ঞান শিষ্যকে ভাল করিয়া উপদেশ দিয়া প্রয়োজন-সাধনে অভিধেয় দেখাইয়া দেন। * * * দীক্ষা-গুরুই নাম-গুরু। মন্ত্রই নাম। **মন্ত্র হইতে নামকে পৃথক্ করিলে মন্ত্রত্ব থাকে না।**

৩। বেদ ও বেদান্ত আলোচনাপূর্ব্বক আচার্য্যগণ দুই প্রকার সিদ্ধান্ত করেন। দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র, দুর্ব্বাসা প্রভৃতি ঋষিগণের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কেবলাদ্বৈত-মত-প্রচার করেন তাহাই একপ্রকার সিদ্ধান্ত। নারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, মনু প্রভৃতি মহাত্মাগণের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া বৈষ্ণবাচার্যগণ শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব প্রচার করেন।

৪। "শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়ই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদাসদিগের গুরু-প্রণালী। শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী এই অনুসারেই দৃঢ় করিয়া স্বীয়কৃত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় গুরু-প্রণালীর ক্রম লিখিয়াছেন। বেদান্তসূত্র ভাষ্যকার শ্রীবিদ্যাভূষণও সেই প্রণালীকে স্থির রাখিয়াছেন। যাঁহারা এই প্রণালীকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণানুচরগণের প্রধান শত্রু।"

৫। "গৌরাঙ্গের যুগল দুই প্রকার—অর্চ্চনমার্গে এক প্রকার ও ভজনমার্গে অন্য প্রকার। অর্চ্চনমার্গে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত হন; ভজনমার্গে শ্রীগৌর-গদাধর।"

৬। " 'গোলোক', 'বৃন্দাবন' ও শ্বেতদ্বীপ—এই তিনটী পরব্যোমের অন্তঃপুর। **গোলোকে কৃষ্ণের স্বকীয়-লীলা, বৃন্দাবনে পারকীয়লীলা, শ্বেতদ্বীপে সেই লীলার পরিশিষ্ট।** গোলোক, বৃন্দাবন, শ্বেতদ্বীপে তত্ত্বভেদ নাই—শ্রীনবদ্বীপ বস্তুতঃ শ্বেতদ্বীপ হইয়াও বৃন্দাবন হইতে অভেদ।"

৭। কবে আমরা একত্রে শ্যাম-মঞ্জরীর চিন্ময়কুঞ্জে কৃষ্ণকীর্ত্তনে মগ্ন হইব? আমরা আঁচলের স্বর্ণ ছাড়িয়া স্বর্ণান্বেষণে দেশ-বিদেশে বেড়াই, ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য।

৮। জড়জগতে হরিনামের জন্ম নাই। চিৎকণস্বরূপ জীব শুদ্ধস্বরূপে অবস্থিত হইয়া তাঁহার চিন্ময় শরীরে হরিনাম-উচ্চারণের অধিকারী। জগতে মায়াবদ্ধ হইয়া জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা শুদ্ধনামের উচ্চারণ করিতে পারেন না, কিন্তু হ্লাদিনীকৃপায় স্ব-স্বরূপের যে সময়ে ক্রিয়া হয়, তখনই তাঁহার নামোদয় হয়। সেই নামোদয়ে মনোবৃত্তিতে শুদ্ধনাম কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া ভক্তের ভক্তিপূত জিহ্বায় নৃত্য করেন।

৯। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রকারেরাও ভগবদ্ভাবের উদয়কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত যে-সকল

উন্নতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আলোচনাপূর্ব্বক তারকব্রহ্মনামের যুগে যুগে ভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

১০। "নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ।
নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণ পরা গতিঃ।।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিজ্ঞান, ভাষা, মুক্তি ও চরমগতি—এই সমস্ত বিষয়ের আস্পদই শ্রীনারায়ণ। ঐশ্বর্য্যগত পরব্রহ্মের নামই শ্রীনারায়ণ। বৈকুণ্ঠ ও পার্ষদসকল যে বর্ণিত আছে, তাহাতে নারায়ণরূপ ভগবদ্ভাব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হয়। এই অবস্থায় শুদ্ধ শান্তের ও কিয়ৎপরিমাণে দাস্যের উদয় দেখা যায়।

১১। "রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন।।"

এইটী ত্রেতাযুগের তারকব্রহ্মনাম। ইহাতে যে-সকল নামের উল্লেখ আছে, তাহাতে ঐশ্বর্য্যগত নারায়ণের বিবিধ বিক্রমসকল সূচিত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ দাস্যরসপর ও কিয়ৎপরিমাণে সখ্যের আভাস দান করিতেছে।

১২। "হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।"

এইটী দ্বাপর যুগের তারক ব্রহ্মনাম। ইহাতে যে-সকল নামের উল্লেখ আছে, তাহাতে নিরাশ্রিত জনের আশ্রয়রূপ কৃষ্ণকে লক্ষ্য করা হয়। ইহাতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য—এই চারিটী রসের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়।

১৩। "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"

এইটী সর্ব্বাপেক্ষা মাধুর্য্যপর নাম-মন্ত্র বলিতে হইবে। ইহাতে প্রার্থনা নাই, মমতাযুক্ত সমস্ত রসের উদ্দীপকতাই ইহাতে দৃষ্ট হয়। ভগবানের কোনপ্রকার বিক্রম বা মুক্তিদাতৃত্বের পরিচয় নাই। কেবল আত্মা যে পরমাত্মকর্ত্তৃক কোন অনির্ব্বচনীয় প্রেম-সূত্রে আকৃষ্ট আছেন—ইহাই মাত্র ব্যক্ত আছেন। অতএব মাধুর্য্যরসপর জনগণের সম্বন্ধ এই নামটী একমাত্র মন্ত্রস্বরূপ হইয়াছে। ইহার অনুক্ষণ আলোচনাই একমাত্র উপাসনা। সারগ্রাহি-জনগণের ইজ্যা, ব্রত অধ্যয়ন ইত্যাদি সমস্ত পারমার্থিক অনুশীলনই এই নামের অনুগত। ইহাতে দেশকালপাত্রের বিচার নাই। ইহাতে গুরূপদেশ, পুরশ্চরণ ইত্যাদি কিছুরই অপেক্ষা নাই।

১৪। জীবের সিদ্ধদেহেতেই রসোদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য, কোনক্রমে এই জড়বদ্ধ দেহে তাহার সম্বন্ধ না জন্মে। * * ঈশ্বরবিষয়ে বৈরাগ্যপ্রাপ্ত জাতপ্রেম লোকেরাই রসাধিকারী।

১৫। রস সাধনাঙ্গ নয়, অতএব যদি কেহ বলেন, আইস তোমাকে রসসাধন শিক্ষা দি, সে কেবল তাহার ধূর্ত্ততা বা মূর্খতা মাত্র।

১৬। নাম-রূপ-গুণ-লীলার অপ্রাকৃতত্ব অর্থাৎ শুদ্ধ চিন্ময়-স্বরূপ যে-পর্য্যন্ত হৃদয়ে উদিত না হয়, সে-পর্য্যন্ত এই লীলা শ্রবণের অধিকার হয় না।

১৭। অপ্রাকৃত সিদ্ধ-দেহের যে স্বাভাবিকী কৃষ্ণলালসা তাহাই জীবের নিত্যা রতি। * * ভগবানের-সহিত জীবের নিত্যসম্বন্ধাবিষ্কারই রসোদয়। * * রসতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত। তাহাতে জড়দেহের-স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধ নাই, তাহাতে সমস্তই চিন্ময়।

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER

SHRI GOUDIYA-PATRIKA

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers
(Central) Rules 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P.O. Nabadwip (Nadia), W.B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every Bengali month, i.e. once in a month.
3. Printer's name—Tridandi Swami Bhakti Vedanta Acharyya Maharaj
   Nationality—Indian Goudiya-Vaishnaba
   Address—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O. Nabadwip (Nadia), W.B.
4. Publisher's Name —Do
   Nationality — Do
   Address — Do
5. Editor's Name—Tridandi Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Narayan Maharaj
   Nationality—Indian Goudiya-Vaishnaba
   Address—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O. Nabadwip (Nadia), W.B.
6. Name and address of individuals who own the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the total capital,— Tridandi Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharyya on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Swami Bhakti Vedanta Acharyya* hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd./ *Swami B.V. Acharyya*
Signature of Publisher

Dated 28.2.99

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫১শ বর্ষ | ১৪ মধুসূদন, অনিরুদ্ধ, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ
৩০ চৈত্র, বুধবার, ১৪০৫, ইং ১৪।৪।৯৯ | ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীযমরাজ-কৃতং শ্রীশ্রীনীলমাধব-স্তোত্রম্

[স্কান্দে শ্রীবিষ্ণুখণ্ডে শ্রীপুরুষোত্তম-মাহাত্ম্যে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ে—১৭-৩১]

[অত্যদ্ভুতং দ্বয়ং দৃষ্ট্বা যাবদ্ধ্যায়তি মাধবম্।
তাবৎ পিতৃপতিঃ স্বাধিকার-ভ্রংশ-সমাকুলঃ ॥
দীনানন্যে বিশ্বসন্ বৈ তত্র যাতস্তরান্বিতঃ।
নীলাদ্রৌ মাধবং দৃষ্ট্বা সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য চ।
তুষ্টাব স জগন্নাথং স্বাধিকার-দৃঢ়স্থিতৌ ॥]

[শ্রীব্রহ্মা অদ্ভুত ঘটনাদ্বয় দর্শন করিয়া যে-সময়ে শ্রীমাধবকে দর্শন করিতেছিলেন, সেই সময়ে দণ্ডধর স্বীয় অধিকার ধ্বংসের সংশয়ে ব্যাকুল ও ম্লান হইয়া দ্রুত নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সত্বর সেইস্থানে সমাগত হইলেন। অনন্তর নীলপর্ব্বতে শ্রীমাধবকে দর্শন ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক স্বকীয় অধিকার দৃঢ়ভাবে স্থিতির নিমিত্ত স্তব করিতে লাগিলেন,—]

শ্রীযম উবাচ,—

নমস্তে দেবদেবেশ সৃষ্টি-স্থিত্যন্ত-কারণ ।
ত্বয়ি প্রোতমিদং সর্ব্বং মণিগণা যথা ॥ ১ ॥

শ্রীযমরাজ কহিলেন,—হে দেবদেব পরমেশ্বর! আপনি সৃষ্টি-স্থিতি ও সংহারের কারণ। মণিসকল যেরূপ সূত্রে গ্রথিত থাকে, সেইরূপ এই সমুদয় জগৎ আপনাতে সংলগ্ন আছে ॥ ১ ॥

ত্বয়া ধৃতং ত্বয়া সৃষ্টং ত্বয়া চাপ্যায়িতং জগৎ ।
চন্দ্র-সূর্য্যাদি-রূপেণ নিত্যং ভাসয়তেঽখিলম্ ॥ ২ ॥

(হে মাধব!) আপনি এই জগৎকে ধারণ, সৃজন এবং আপ্যায়ন করিতেছেন। হে প্রভো! আপনি চন্দ্র-সূর্য্যাদিরূপে অখিল জগৎ প্রদীপ্ত করিতেছেন ॥ ২ ॥

বিশ্বেশ্বরং জগদ্‌যোনিং বিশ্বাবাসং জগদ্‌গুরুম্ ।
বিশ্বসাক্ষিণমাদ্যন্ত-বর্জ্জিতং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৩ ॥

(হে জগন্নাথ!) আপনি বিশ্বের ঈশ্বর এবং বিশ্বযোনি ; আপনি বিশ্বের আবাস ও সমগ্র জগতের গুরু ; আপনি বিশ্বের সাক্ষী ও উৎপত্তি-বিনাশ-বর্জ্জিত ; আমি আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

নমঃ পরমকারুণ্য-জলসম্ভূত-সিন্ধবে ।
পরাপর-পরাতীত-বিভবে বিশ্বসম্ভবে ॥ ৪ ॥

(হে শ্রীপুরুষোত্তম!) আপনি পরম করুণার সাগর ; আপনি পর, আপনিই অপর এবং পরাতীত বিভু এবং সমগ্র বিশ্বের সম্ভব বা উৎপত্তির কারণ ॥ ৪ ॥

ভবসন্তাপ নীহারভানবে দীনবন্ধবে ।
স্বমায়া-রচিতাশেষ-বিশেষ-গুণরজ্জবে ॥ ৫ ॥

(হে ভগবন্!) আপনি এই ভব-সন্তাপরূপ নীহার-নাশে সূর্য্যস্বরূপ; আপনি দীনজনের বন্ধু, আপনিই নিজমায়া-রচিত অশেষ বিশেষ গুণরূপ রজ্জুস্বরূপ হইয়াছেন ॥ ৫ ॥

নমঃ কমলকিঞ্জল্ক-পীত-নির্ম্মল-বাসসে ।
মহাহর-রিপুস্বন্ধ-ঘৃষ্টচক্রায় চক্রিণে ॥
দংষ্ট্রোদ্ধৃত-ক্ষিতিভৃতে ত্রয়ীমূর্ত্তিমতে নমঃ ।
নমো যজ্ঞবরাহায় চন্দ্র-সূর্য্যাগ্নি-চক্ষুষে ॥ ৬ ॥

যিনি কমলের কেশর-সদৃশ পীতবর্ণ নির্ম্মলবস্ত্র পরিধান করেন, যিনি চক্রধারী এবং যাঁহার ঐ চক্রদ্বারা মহাযুদ্ধে শত্রুগণের স্কন্ধদেশ ছিন্ন হয়, যিনি দংষ্ট্রাদ্বারা পৃথিবীকে উদ্ধারপূর্ব্বক পালন করেন, যিনি ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই বেদত্রয়রূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি যজ্ঞবরাহ-রূপধারী এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি যাঁহার চক্ষুঃস্বরূপ, আমি সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৬ ॥

নৃসিংহায় মহাদ্রংষ্ট্রমূর্ত্তি-দ্রাবিত-শত্রবে ।
যদপাঙ্গ-বিলাসৈক সৃষ্টি-স্থিত্যুপসংহতে ॥
উচ্চাবচাত্মকো হ্যেষ ভবঃ সম্ভবতে মুহুঃ ।
তমমুং নীলমেঘাভং নীলাশ্মমণি-বিগ্রহম্ ॥
নীলাচল-গুহাবাসং প্রণমামি কৃপানিধিম্ ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারিণং শুভকারিণম্ ।
প্রণতাশেষ-পাপৌঘ-দারিণং মুরবৈরিণম্ ॥ ৭ ॥

যিনি শ্রীনৃসিংহ-অবতার, যাঁহার ভীষণ দ্রংষ্ট্রাদ্বারা শত্রুগণ বিদ্রাবিত হয়, যাঁহার কটাক্ষপাতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হয় ও বিবিধ ভবসংসার পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়, সেই নীলমেঘ-সন্নিভ নীলকান্ত মণিময় নীলাচলের গুহাবাসী কৃপানিধি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী শুভকারী প্রণতজনের অশেষ পাপব্যূহ-বিনাশকারী শ্রীভগবান্ মুরবৈরিকে প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

নমস্তে কমলাপাঙ্গ-নিত্যসংস্কারি-চক্ষুষে ।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভোদ্ভাসি-মনোজ্ঞ-স্ফুটবক্ষসে ।
যৎপাদ-পঙ্কজদ্বন্দ্ব সংশ্রয়ৈশ্বর্য্য-ভাগিনী ॥
শ্রীঃ সর্ব্ব-সংশ্রিতানেক-পৃথগৈশ্বর্য্য-ভাগিনী ।
জগল্লক্ষণ-সম্পূর্ণাং লক্ষিতাং শুভলক্ষণৈঃ ।
লক্ষ্মীশোরসি নিত্যস্থাং লক্ষ্মীং তাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীমতী কমলার অপাঙ্গ-সংসর্গে যাঁহার নয়ন নিয়ত শোভিত, যাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস-চিহ্নিত, কৌস্তুভমণি-প্রদীপ্ত, যাঁহার পাদপদ্মদ্বয় আশ্রয় করিয়া লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্যশালিনী বলিয়া আশ্রিত ব্যক্তিসকলকে পৃথক্ পৃথক্ ঐশ্বর্য্য দান করিতে সমর্থা, যিনি জগল্লক্ষণে সম্পূর্ণ শুভলক্ষণান্বিতা, শ্রীনারায়ণের বক্ষঃস্থলে সতত অধিষ্ঠায়িনী সেই লক্ষ্মীকে আমি প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-প্রসঙ্গ

[শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-বিষয়ে বিভিন্ন অপপ্রচারের প্রতিবাদ
এবং
সৎসিদ্ধান্ত-স্থাপনমূলক প্রকাশন]
আগ্রহী ব্যক্তিগণ শীঘ্রই সংগ্রহ করুন।

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪৪৬ পৃষ্ঠার পর]

রাজনীতি

১। বর্ত্তমান রাজশাসন হরিভজনের অনুকূল নয় কি?

"আমাদের বর্ত্তমান অধীশ্বরী শ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বচ্ছন্দ শরীরে ও নিরুদ্বিগ্ন অন্তঃকরণে এই ভারতে রাজ্য করিতে থাকুন। তাঁহার শাসনবলে আমরা যেন নিরুদ্বেগে পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম আস্বাদন ও প্রচার করিতে থাকি।"

—'মঙ্গলাচরণ', সঃ তোঃ ৪।১

২। ইংরাজ ও এতদ্দেশীয়গণের মধ্যে সৌহার্দ্দ কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে?

"ইংরাজ বাঙ্গালীর পরস্পর সৌহার্দ্দই স্বাভাবিক। ইংরাজ মহাশয়গণ আর্য্যসন্তান এবং ভারতবাসিগণও আর্য্যসন্তান, অতএব ইংরাজ মহাশয়েরা এবং ভারতবাসিগণ সম্পর্কে পরস্পরের ভ্রাতা। স্বাভাবিক ভ্রাতৃস্নেহ কোথায় গেল? ইংরাজরা আমাদের শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন বলিয়া কি স্বাভাবিক বৃত্তি লুপ্ত হইবে? ভারতবাসিগণ সম্পর্কে—জ্যেষ্ঠ, ইংরাজেরা—কনিষ্ঠ। কনিষ্ঠ ভ্রাতা যখন কর্ম্মক্ষম হইয়া সংসারের ভার গ্রহণ করেন, তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বয়সে বৃদ্ধ, সুতরাং বলহীন হইয়া বিশেষ প্রীতিসহকারে কনিষ্ঠের অধীনতা স্বীকার করেন। ইহাতে দোষ কি? আমরাও যখন যৌবনাবস্থায় ছিলাম, তখন আমরা অন্যান্য জাতিসকলের উপর প্রভুতা করিয়াছি। এখন বার্দ্ধক্যবশতঃ অক্ষম, অতএব কনিষ্ঠ ভ্রাতার অধীনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব—ইহা অপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি আছে? কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সর্ব্বক্ষণ সেই পরমানন্দময় হরিচরণসুধা সেবন করিব,—ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্য কি আছে? সর্ব্বপ্রকার উৎপাত হইতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। আমাদের আর যুদ্ধ-বিগ্রহের নিরর্থক ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না ; আমরা গৃহে বসিয়া হরিনাম করিব। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সাংসারিক দুরূহ কার্য্য করিতে করিতে যদিও কোন সময়ে বিরক্ত হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করেন, আমরা জ্যেষ্ঠের ধর্ম্মানুসারে তাহা সহ্য করত কনিষ্ঠের প্রতি মিষ্টবাক্য ও শিষ্টাচরণের দ্বারা তাহার আনন্দবিধান করত ভক্তিভাজন হইব। কনিষ্ঠ ভ্রাতার ঐ সকল দুরূহ কার্য্যসম্বন্ধে অর্থাভাব হইলে সাধ্যমত অর্থ-সাহায্য করিতে ত্রুটী করিব না। একান্নবর্ত্তী শিষ্ট গৃহস্থদিগের মধ্যে কনিষ্ঠভ্রাতার প্রতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার যেরূপ স্নেহকার্য্য, তাহাই আমরা আচরণ করিব; কোন প্রকারেই বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করিব না। হে স্বদেশবাসি ভ্রাতৃগণ! আমি উপদেশ করিতেছি—তোমার এইরূপ আচরণ কর।"

—'আশীর্ব্বচন', সঃ তোঃ ২।৫

৩। দেশীয় ও বিদেশীয়গণের মধ্যে বিরোধ থাকিলে মনুষ্যজীবনে সুখশান্তির সম্ভাবনা আছে কি?

"বহুগুণভূষিত বলবীর্য্যশালী ইংরাজ মহাশয়দিগকে ও অস্মদ্দেশজাত ভ্রাতৃবর্গকে আমি বলিতেছি,—"ভাইসকল! বিরোধ পরিত্যাগ কর ; বিরোধে কিছুমাত্র সুখ নাই।

বিরোধ ত্যাগ করিলে আমার চিরপরিচিতা শান্তিদেবী তোমাদিগকে সুখ প্রদান করিবেন। সুখই সকলের অন্বেষণীয় ; শান্তিদেবীর আশ্রয়ে সুখলাভ কর। আদৌ মানববৃন্দ সকলেই সকলের ভ্রাতা। পরমপিতা পরমেশ্বর তোমাদের পরস্পর বিরোধে সন্তুষ্ট হন না। তোমারা সকলেই শরীরী। শরীর-সম্বন্ধী নানাবিধ অভাব, পীড়া ও দুর্ঘটনার দ্বারা আমরা সর্ব্বদাই জর্জ্জরিত। পরস্পর ভ্রাতৃভাবে থাকিলে কথঞ্চিৎ দুঃখ নাশ হইতে পারে। পরস্পরের সাহায্যে অভাবনিবৃত্তি ও একত্র পরিশ্রমে দৈব উৎপাত-সকলের অনেকটা প্রতিবিধান হয়। এমত অবস্থায় যদি পরস্পর বিরোধ করা যায়, তবে দুঃখনিবৃত্তির কিছুমাত্র আশা থাকে না ; সুখ এই নশ্বর জগৎকে একেবারে পরিত্যাগ করে। অতএব হে ভ্রাতৃবর্গ! তোমরা হিংসা, দ্বেষ ও মিথ্যা অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর প্রীতি কর।"

—'আশীর্ব্বচন', সঃ তোঃ ২।৫

৪। যুদ্ধাদি-বিরত হইয়াও ভারতবাসিগণের পূর্ব্বগৌরব রক্ষিত হইতে পারে কি?

"বার্দ্ধক্যক্রমে ভারতবাসিগণ যুদ্ধাদি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় অন্যান্য জাতির উপদেষ্টৃস্বরূপে সুখে অবস্থিতি করিতেন।

—চৈঃ শিঃ ২।৩

৫। ধর্ম্মশাস্ত্রে কিরূপ যুদ্ধ বিহিত হইয়াছে?

"রাজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যতপ্রকার অন্যায় যুদ্ধ হয়, সেই সমুদায়—অধর্ম্ম ও জগন্নাশজনক কার্য্যবিশেষ। নিতান্ত ন্যায়-যুদ্ধ ব্যতীত ধর্ম্মশাস্ত্রে অন্য যুদ্ধ বিহিত হয় নাই।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

সমাজনীতি

১। বর্ণাশ্রম-বিধি আদরণীয় কেন?

"উত্তমরূপে সমাজ রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষে আর্য্যগণের মধ্যে বর্ণবিভাগ ও আশ্রমবিভাগরূপ সামাজিক বিধি স্থাপিত হইয়াছে। সমাজ রক্ষিত হইলে সৎসঙ্গ ও সদালোচনাক্রমে পরমার্থের পুষ্টি হয়। এতন্নিবন্ধন বর্ণাশ্রম সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়, যেহেতু তদ্দ্বারা ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব এই সমস্ত অর্থগত ব্যবস্থারই একমাত্র মূল তাৎপর্য্য—'পরমার্থ', যাহার অন্যতম নাম—শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি।"

—কৃঃ সং ৫।৯

২। বদ্ধাবস্থায় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিলে কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে কি?

"যাঁহারা সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইলে জীবের প্রকৃতি লোপ পাইতে পারে না ; বরং তৎসাহায্যে অনেক অবকাশ ও সুবিধার সহিত ভগবৎ-প্রেমালোচনার কার্য্য হইতে পারে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই বৈষ্ণবের বদ্ধদশায় একমাত্র সমাজ।"

—'মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম—প্রথম প্রবন্ধ', সঃ তোঃ ২।৭

৩। বর্ণধর্ম্ম ব্যতীত কোনও সভ্যসমাজ চলিতে পারে কি?

"ইউরোপে যাহারা বণিক্‌স্বভাব, তাহারা বাণিজ্যই ভালবাসে এবং বাণিজ্যদ্বারা উন্নতি সাধন করিতেছে ; যাহারা ক্ষত্রস্বভাব, তাহারা 'মিলিটারী লাইন্' বা সৈনিকক্রিয়া অবলম্বন করে এবং যাহারা শূদ্রস্বভাব, তাহারা সামান্য সেবাকার্য্য ভালবাসে। বস্তুতঃ বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত না হইলে কোন সমাজই চলে না। বিবাহাদি ক্রিয়াতে বর্ণসম্মত উচ্চ নীচ অবস্থা ও স্বভাব পরীক্ষিত হয়। বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত হইয়া ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের সমাজ সংস্থাপিত হইলেও ঐ ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিকরূপে সম্পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয় নাই।"

—চৈঃ শিঃ ২।৩

৪। বর্ণবিধানের প্রকৃষ্ট উন্নতির পূর্ব্বে কিরূপ সমাজ-নীতি প্রচলিত থাকে?

"বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে জলযান-সকল যে-পর্য্যন্ত না প্রস্তুত হইয়াছিল, সে-পর্য্যন্ত অবৈজ্ঞানিক নৌকা প্রভৃতির দ্বারা জলযাত্রা-কার্য্য যেমত নির্ব্বাহিত হইত, সমাজও সেইরূপ, অর্থাৎ বর্ণবিধান প্রকৃষ্টরূপে যে দেশে যে-পর্য্যন্ত না চালিত হয়, সে-পর্য্যন্ত তাহার একটী অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থাই সেই দেশের সমাজকে চালাইতে থাকে। বর্ণবিধানের অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থাই ইউরোপে (সংক্ষেপতঃ ভারত ছাড়া সর্ব্বত্রই) সমাজের চালক হইয়া আছে।"

—চৈঃ শিঃ ২।৩

৫। বৈষ্ণব-সমাজ ও অবৈষ্ণব-সমাজে ভেদ কি?

"বৈষ্ণব-সমাজ ও ইতর-সমাজের ভেদ এই যে, বৈষ্ণব-সমাজের একমাত্র চরম উদ্দেশ্যই ভগবৎপ্রেম এবং ইতর-সমাজের উদ্দেশ্যই স্বার্থপর কাম। ইতর-সমাজে যাঁহারা অবস্থিত, তাঁহারা দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, নীতি, জড়ীয় বিজ্ঞান-আলোচনার দ্বারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারক বিষয়াবিষ্কার এবং জড়ীয় ক্লেশের ক্ষণিক নিবৃত্তিরূপ কার্য্যকেই জীবনের ও সমাজের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া জানেন। তন্মধ্যে কেহ-কেহ মরণান্তর সুখকে, কেহ-কেহ পারত্রিক-ভোগকে এবং কেহ-কেহ জীবের অস্তিত্বনাশরূপ নির্ব্বাণকে বহুমানন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবসমাজস্থিত জীবসকল দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, বিজ্ঞান, নীতি ও জড়দুঃখ-নিবৃত্তির দ্বারা ভগবৎপ্রীতির অনুশীলনের আনুকূল্য লাভ করেন। উভয় সমাজের আকৃতি—এক, কিন্তু প্রকৃতি—ভিন্ন।"

—'মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম', সঃ তোঃ ২।৭

৬। কি কি বিধান অবলম্বনে ভারতীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়?

"বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে পুনরায় স্বাস্থ্যলক্ষণে আনিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিধিকে পুনঃ প্রচলিত করিতে হয়, যথা—

(১) কেবল জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা হইবে না।

(২) বাল্যসঙ্গ ও জ্ঞান-সংগ্রহক্রমে যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই স্বভাব অনুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত।

(৩) বর্ণনির্ণয়কালে স্বভাব ও রুচির সহিত পিতা-মাতার বর্ণ সম্বন্ধে একটু বিচার করিয়া বর্ণ নির্ণয় করিতে হইবে।

(৪) পুরুষের উপযুক্ত বয়স হইলে অর্থাৎ পনের বৎসর বয়সের পর কুলপুরোহিত, ভূস্বামী, পিতা-মাতা ও গ্রামস্থ কতিপয় নিঃস্বার্থ বিদ্যাবান্ ব্যক্তি বসিয়া বর্ণ নির্ণয় করিবেন।

(৫) প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের কি বর্ণ হওয়া উচিত—এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে না। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ পিতৃবর্ণপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিয়াছে কি না?—এইরূপ প্রশ্ন উঠিবে।

(৬) যদি দেখা যায়, পিতৃবর্ণের যোগ্যতা হইয়াছে, তদনুরূপ সংস্কার করা যাইবে। যদি দেখা যায় যে, উচ্চবর্ণ লাভের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাহাতে তাহার সংস্কার হইবে। যদি দেখা যায় যে, পিতৃবর্ণের যে অধম বর্ণ উহার জন্যই উপযোগিতা হইয়াছে, তবে বালককে আরও দুই বৎসর সময় দেওয়া যাইবে।

(৭) দুই বৎসর পর পুনরায় পূর্ব্ববৎ বিচারপূর্ব্বক তাহার বর্ণ নিরূপণ করা হইবে।

(৮) প্রতি গ্রামে একটী সমাজ-সংরক্ষক-বিধান ভূস্বামী ও পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক প্রচলিত রাখিতে হইবে।

(৯) এই সমস্ত কার্য্য যাহাতে যথাবিধি প্রচলিত থাকে, তজ্জন্য সম্রাটের সাহায্য লইতে হইবে। সম্রাট্ই বাস্তবিক বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষক।

(১০) যাহার যে বর্ণ হইবে, তাহার তদনুরূপ বিবাহাদি-সংস্কার ও অন্যান্য অধিকার হইবে। তদ্ব্যতিক্রমকারীর প্রতি রাজদণ্ড বিধান করিতে হইবে।"

—'মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম', সঃ তোঃ ২।৭

৭। সমাজ কয় প্রকার? জীব কি কখনও সমাজশূন্য হইতে পারে?

"কেহ কেহ মনে করেন যে, সামাজিক লোককে 'বৈষ্ণব' বলা যায় না ; এরূপ সিদ্ধান্ত একটী ভ্রম। সমাজ বাস্তবিক তিন প্রকার অর্থাৎ বিষয়ি-সমাজ, মুমুক্ষু-সমাজ মুক্ত-সমাজ। **জীব কোন-সময়েই সমাজশূন্য হয় না,—জীবের স্বভাবই সামাজিক ; জড়মুক্ত হইলেও জীবের শুদ্ধ-ভক্ত-সমাজ অনিবার্য্য। অতএব জীব বনেই থাকুন, বা গৃহেই থাকুন, বা বৈকুণ্ঠে থাকুন, তিনি সর্ব্বদাই সামাজিক।** বৈষ্ণবজীব ও ইতরজীবের ভেদ এই যে, বৈষ্ণবজীবের বৈষ্ণব-সমাজ এবং ইতরজীবের ইতর-সমাজ। **এস্থলে এইমাত্র সিদ্ধান্ত হইল যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৈষ্ণব-সমাজে কোনপ্রকার ভেদ নাই।"**

—'মনুষসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম—প্রথম প্রবন্ধ', সঃ তোঃ ২।৭

৮। কিরূপ সমাজধর্ম্ম ভারতবর্ষের উপযোগী? সহসা সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হওয়া উচিত কি?

"দুই দিকেই বিপদ্। একদিকে কুসংস্কার-কীট আমাদের সমাজকে নিঃসার করিতেছে; চুপ করিয়া থাকিলে অমঙ্গল বই মঙ্গল নাই। আমাদের সমাজিক বল-বীর্য্য ও সৌভাগ্য—সকলই ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতেছে। যে আর্য্যবংশের প্রতাপে বহুকালাবধি বসুন্ধরা কম্পমানা ছিল, সেই আর্য্যসন্তানগণ এখন ম্লেচ্ছগণ অপেক্ষাও হীন হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে অধিকতর হীন হইতেছে। যাঁহার হৃদয় আছে, তিনি এইসকল আলোচনা করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। যাঁহার হৃদয় নাই, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করিতেছেন। অন্যদিকে দৃষ্টি করিলেও নানাবিধ বিপদ্ দেখা যায়। যদি বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া

আমরা নূতনরূপে সমাজ স্থাপন করি, তাহা হইলে আর আমাদের আর্য্যত্ব থাকে না, যেহেতু বৈজ্ঞানিক সমাজ তিরোহিত হয়। উদাহরণ-স্থলে দৃষ্ট হইবে যে, বৌদ্ধসমাজ, জৈনসমাজ, দেশীয় খৃষ্টানসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি বর্ণাশ্রমরহিত ব্যবস্থাসমূহ কখনই ভারতভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল না ; বৌদ্ধসমাজ ও জৈনসমাজ পর্ব্বতগুহার মধ্যে লুক্কায়িত হইল, দেশীয় খৃষ্টান সমাজ কেবল ম্লেচ্ছানুগত্যে বৃত হইল, ব্রাহ্মসমাজ কুটীরস্থ হইয়া পড়িল—তন্মধ্যে আর কাহারাও সামাজিক স্বাধীন জীবন নাই। কোথায় বা বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা, কোথায় বা নববিধান? কেহই কোন কাজে লাগিল না। কখনই এই বিজ্ঞানপীঠ ভারতে কোন কাজে লাগিবে না। যদি আমরা সহসা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সংস্কার আরম্ভ করি, তবে আরও হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে। সকলদিকে অন্ধকার দেখা যাইতেছে।"

—'মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম', সঃ তোঃ ২।৭

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

বিষ্ণুর কথা আলোচনা সম্পর্কে আমরা শ্রীকৃষ্ণেরই পারতম্য লক্ষ্য করি। তাহাতে রসেরই উৎকর্ষ বিবেচনীয় হয়।

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ।।" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

কৃষ্ণভক্ত অন্যভক্ত অপেক্ষা অন্তরঙ্গভাবে অতিশয় সেবাবুদ্ধিবিশিষ্ট। দণ্ডকারণ্যে ঋষিগণ নবদুর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্রের রূপ-দর্শনে প্রলুব্ধ ও কৌতূহলী হইয়া আলিঙ্গনার্থ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন,—ঋষিগণ পুরুষ ও তিনি একপত্নী-ব্রতধর। সুতরাং এইরূপ লীলায় তিনি তাঁহাদের আশ্লেষাকাঙ্ক্ষা-পূরণে অসমর্থ। তাঁহাদের তপস্যা পূর্ণ না হওয়ায় গোপীগর্ভে জন্মের যোগ্যতা লাভ হয় নাই। সাধারণের মতে সীতাপতিত্ব শ্রেষ্ঠ। অন্য ব্যক্তি সীতার ন্যায় রামচন্দ্রের উপাসনার যোগ্যতা পায় না। সুতরাং ঈশ্বরতত্ত্বকে এরূপে আবদ্ধ করিলে জড়জগতের সহিত বেশ মিল হয়। জড়জগতে কোন ব্যক্তি নৈতিক কার্য্য করিলে সর্ব্বতোমুখী প্রশংসার যোগ্য হয়। পাশ্চাত্ত্য জাতির মধ্যে এক স্ত্রী এক পুরুষের সহিত বিবাহিত হওয়াই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সুতরাং তাদৃশ জড়নৈতিক বিচারে রামচন্দ্রের আদর্শই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। তিনি বিষ্ণু হওয়ায় একপত্নীব্রত-লীলার ব্যতিক্রম করিতে পারেন না। অন্য কোন ব্যক্তি জগন্মাতা সীতার ন্যায় সেবা করিতে যোগ্য নয়। ইহাতে সাঙ্কর্য্য নাই। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বহুবল্লভ—দ্বারকালীলায় বহু মহিষীর ও বৃন্দাবনলীলায় বহু গোপীর ভর্ত্তা। স্বকীয়-বিচারে প্রাজাপত্য বিবাহের সর্ব্বোত্তমতা। কিন্তু গান্ধর্ব্বাগণের গান্ধর্ব্ববিবাহ। গান্ধর্ব্বিকা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাঙ্গীন সেবায় ব্যস্ত। সিদ্ধগণের মধ্যে অন্যের তাদৃশী সেবায় অধিকার নাই। শান্তাদি চারিপ্রকার রসের উপাসকগণ শুদ্ধভক্ত। মধুররসের উপাসক অভাবযুক্ত অবস্থা হইতে মুক্ত। বিষ্ণুবিচার

না করিয়া এ দেশের কথার বিচার করিতে গেলে বৈষ্ণববিচারে পাশ্চাত্ত্যপণ্ডিতগণের অবৈধ আক্রমণের ফলস্বরূপ নানাবিধ অসুবিধা পাইবেন। অধর্ম্মাশ্রয়ে অন্য পত্নীগণের দুষ্কার্য্য অত্যন্ত অমঙ্গলজনক। পারকীয় বিচার এই জগতে অসম্ভব। অত্যন্ত আকর্ষণফলে তাদৃশ দুর্ঘটনা বিরল নহে। রাবণাদির জগন্মাতার অপহরণে কতদূর বিফল প্রয়াস। কৃষ্ণ পরম পরমেশ্বর। রাবণের অনূঢ়া বা পরোঢ়া অপহরণের বিচার কৃষ্ণের প্রতি আরোপ করিলে নিরয় গমন হইবে। নারায়ণেরও ইচ্ছা হইল যে, গোপীর কৈঙ্কর্য্যে কৃষ্ণসেবা দেখিব। সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্রেরও ইচ্ছা হইল তিনি আশ্রয়-বিগ্রহের মাধুর্য্য আস্বাদনার্থ শ্রীনবদ্বীপে প্রাকট্য লাভ করিলেন। ব্রজগোপীগণ, নন্দ-যশোদা, শ্রীদাম-সুদাম, চিত্রক-বকুলাদি, কালিন্দীপুলিন, যামুনসৈকত প্রভৃতি প্রিয়বস্তুর আকর্ষণে তাঁহার দণ্ডবিধান হইয়াছিল—দ্বীপান্তরবাস।

অরিষ্টবধান্তে কৃষ্ণ যেমন কুণ্ডে স্নান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন তখন

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহ-শৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা।।"

(ভাঃ ১০।৩২।২২)

এই শ্লোকের বিচারে তাঁহার মাধুর্য্যের পরিবর্ত্তে ঔদার্য্য-প্রকোষ্ঠের বিচার গ্রহণীয় হইল। শ্রীল রায় রামানন্দের প্রথম দর্শনে কৃষ্ণপঞ্চালিকা হেমবর্ণে আবৃত দৃষ্ট হইয়াছিলেন।

"পহিলে দেখিলুঁ তোমার সন্ন্যাসি-স্বরূপ।
এবে তোমায় দেখি মুঞি শ্যামগোপরূপ।।
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চনপঞ্চালিকা।
তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা।।
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন।
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমলনয়ন।।"

রাধিকা প্রেমকান্তিদ্বারা কৃষ্ণের বর্ণ আবৃত করিলেন।

"হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ।।"

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সুষ্ঠসেবা—সর্ব্বাঙ্গীন সেবা গৌরসুন্দর সকল জীবের লভ্য করিয়াছেন। শ্রীরাধা যে-প্রকারে সেবা করেন, তাহা সেবকগণ পান নাই।

"কৃষ্ণসৌচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ সা রাধা।"

তাঁহার সেবা উদ্ধব, নন্দ-যশোদাদিরও পরম দুষ্প্রাপ্য ব্যাপার। চন্দ্রা, শৈব্যারও তাহাতে অধিকার নাই। কেবল বার্ষভানবীর অনুগতজনেরই অধিকার।

অসুর গো-শরীর ধারণ করিয়া আসিয়া অত্যাচার করিলে কৃষ্ণ তাহাকে বধ করেন। অসুরের গো-রূপ ধারণ ও শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বধ মানবনীতির সম্পূর্ণ ব্যভিচার। রজক কংসের বসন যেমন করিয়া কৃষ্ণ-বলরামকে ব্যবহার করিতে দিল না, সেজন্য রজকবধ। রজক স্মার্ত্তনীতিশাস্ত্রের পূর্ণাবতার। চাণূর ও মুষ্টিক কংসের দ্বারপাল, তাহাদের বধ বা রজকহত্যার অন্যায্যতা স্মার্ত্তবিচার। কংস অসুর, বিষ্ণুভক্ত সুর। কৃষ্ণের বঞ্চকগণ অসুর। স্মার্ত্তগণ অবৈষ্ণবের শিষ্যতাহেতু অসুরপর্য্যায়ে গণিত।

"কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যজুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়-সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী।।

কুণ্ডের মহিমা আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইলে শ্রীরাধার প্রিয়নর্ম্মসখী ললিতা-বিশাখাদির প্রিয়দাস্যে সেবাপ্রবৃত্তি লাভ ঘটিবে। তখন শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর ভাষায় তাঁহাদের বরদাস্যই অভিলষিত বিষয় হইবে। 'আমি সখী হইবার জন্য ব্যস্ত নহি, সেবিকা-বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাই। ললিতা আমার প্রভু হইয়া যেন শ্রীমতীর প্রীতিবিধান করিতেছেন, ইহা দেখিতে পাই। মঞ্জরী ভৃত্যা। কৃষ্ণের সেবায় আমি আনন্দ উপভোগ আকাঙ্ক্ষা করি না। শ্রীরাধাগোবিন্দ সর্ব্বক্ষণ আনন্দ লাভ করুন, তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ মিলিত থাকুন।'

১৯০৪।৫ সালে মাদ্রাজে গমনকালে তথায় কোন মায়াবাদী দুর্ম্মুখ নৈয়ায়িক বলিয়াছিল,—'কতকগুলি দাসদাসী একজনকে প্রভু সাজাইয়া কৃষ্ণলীলা কল্পনা করিয়াছে।' ভোগ্যবস্তুর ভৃত্য স্ত্রৈণ ব্যক্তি রাধাগোবিন্দের পাদসেবা বুঝিতে পারে নাই। অদ্বৈতবাদ পরিহার না করিলে শান্তরসেই স্থাপিত হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদীরা স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত ব্রহ্মাত্মতা লাভ করেন।

বদ্ধজীবের পারকীয় ভোগের উৎকণ্ঠা শ্রীকৃষ্ণ হইতে অসংযত ছায়াভাবেই আসিয়াছে। তাহাতে বিবর্ত্তবুদ্ধিক্রমে সর্ব্বনাশ বরণ অভিপ্রেত নহে। বৈষ্ণববিদ্বেষে মূর্খ মায়াবাদীদিগের আসুর স্বভাব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আসুরিক প্রবৃত্তিতে আনাত্ম-প্রতীতি থাকায় উহারা হরিভজনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারে না। কর্ম্মকাণ্ডিগণ তাহাদিগকেই বহুমানন করে। তাহারা মর্য্যাদাপথে নারায়ণের অর্চ্চনে চেষ্টাবিশিষ্ট, কিন্তু কৃষ্ণসেবা করিতে নারাজ। আমরা যদি চতুর্দ্দশ ভুবনের পরপারে বিরজা ও নারায়ণধাম পার হইয়া ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারি, তখন,—

"লোকে ব্যবয়ামিষমদ্যসেবা-নিত্যাস্তু জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা।।"

শ্লোকের মর্ম্ম বিচার করিয়া মর্কট-বৈরাগ্যে অশ্রদ্ধা-পরায়ণ হইতে শিখিব। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কেবল মনোধর্ম্মমাত্র।

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ।।"
"সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করিবার সুদৃঢ় উৎকণ্ঠা ও যোগ্যতা না হইলে কৃষ্ণভজন আরম্ভই হয় না।

পৈঁঠাগ্রমে রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ চলিয়া গেলে গোপীগণ সেবাবঞ্চিত হইয়া শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন দর্শনে—

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ।।"

এইরূপ বাক্যদ্বারা সর্ব্বোত্তমা গোপী বার্ষভানবীর সেবার পারতম্য বিচার করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ সখীস্থলীতে ভোগা দিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন।

চিন্ময়স্বরূপে গোপীর আনুগত্য ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। স্বরূপের অভিব্যক্তিতে বাৎসল্য, সখ্য, দাস্যাদি রসে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যায়। বিভিন্নাংশ সাধক জীবের পক্ষে বিকৃত রূপ ত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থিতির নামই মুক্তি।

"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।"

আজকাল শিষ্যব্রুবকে সিদ্ধপ্রণালীদানরূপ ব্যভিচারবিশেষ প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে সিদ্ধপ্রণালী দান কপটতা, মায়াবাদ, অহংগ্রহোপাসনা। তাহার ফলে কৃত্রিমভাবে এই জড় স্থূলশরীরকে গোপী সাজাইয়া বেশ অহংগ্রহোপাসনায় লোক ভুলাইয়া সর্ব্বনাশ করিতেছে। দিব্যজ্ঞানের অভাবে তাহাদের দুর্ব্বুদ্ধি চরমসীমায় উঠিয়াছে। সখীভেকীর দল নিতান্ত নির্ব্বোধ।

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।।
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়।।"

প্রাকৃত অনুভূতিযুক্ত দেহে কখনও হরিভজন হয় না। মন নিগ্রহ করিবার পর অনর্থ হইতে মুক্ত হইলে জীবের এইরূপ সেবায় অধিকার জন্মে। জড়দেহে ঢঙ্গসখীর বেশ ধারণ করিলেই সখী হইয়া যায় না। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ছলনায় প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায় দাসগোস্বামীর ঘাড়ে তাহাদের জড়ানুকরণস্পৃহা চালাইয়া দিয়া শ্রীরূপের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া অপরাধসঞ্চয়ে নারকী হইয়াছে।

"দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।"

বিবর্ত্তবুদ্ধিতে চালিত হইলেই ঘোর নরক পতন।

গৌরসুন্দরের ঔদার্য্যলীলার দয়ার স্বরূপবিশেষ সূক্ষ্মভাবে বিচার না করিতে পারিয়া হামবড়া, অহং ব্রহ্মাস্মি মতের মূর্ত্তপ্রতিরূপ মূর্খদল জগতে নানাবিধ ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত করিয়া থাকে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার ।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।।"

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি
র্যে প্রায়শোঽজিত-জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।।"

এরূপ বিচার ছাড়িলেই ত' সর্ব্বনাশ? ইহা ছাড়িয়া কি অধিকারে এরূপ ধর্ম্মের ব্যবসায় চলিতেছে? ধর্ম্ম ত' আচরণীয়। তাহার ব্যবসায় কেন? মন্ত্রজপে মনোধর্ম্মের নিরাস হয়। তাহাদের মন্ত্রপ্রাপ্তি হইল কোথায়? 'ফলেন কারণমনুমীয়তে।' মনোবৃত্তির দমন না হইলে বুঝিতে হইবে মন্ত্রপ্রাপ্তি ঘটে নাই। এরূপ লোককে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রশ্রয়

দিয়া নরকের পথ পরিষ্কৃত করা কেন? বরং ধর্ম্মাধিকরণে উহাদের যোগ্য দণ্ডপ্রদানই মুখ্য কর্ত্তব্য।

"লব্ধা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ।।"

চুরাশী লক্ষ যোনিভ্রমণে নিরন্তর ক্লেশ পাইয়া যে অতিদুর্ল্লভ ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্য জীবন লাভ ঘটিল, তাহাতে নিজের প্রকৃত মঙ্গল রাধাগোবিন্দের সেবাচেষ্টা বাদ দিয়া পুনর্ব্বার নানাযোনি ভ্রমণের চেষ্টায় বুদ্ধিমানের কাজ হইল কি? সর্ব্বতোভাবে রাধাগোবিন্দের সেবকের আনুগত্যে সেবালাভের চেষ্টা সকলেরই একমাত্র কর্ত্তব্য। বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান না করিয়া তিনলক্ষ হরিনাম গ্রহণে কেবল পিত্তবৃদ্ধিই ঘটে। এইরূপ—

"বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন।।"

গোলোকের ছায়াকে বাস্তববস্তুজ্ঞানে তাহাতে অত্যাসক্ত থাকিলে ভক্তির বিচার কোথায় থাকে? অভক্তিকে ভক্তি বলিয়া চালাইয়া আনুকরণিক বিচারপ্রণালী গ্রহণ করিলে কোন জন্মে কি সুবিধা হইবে?

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন।।
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ।।"

এই পাঁচের অল্প সঙ্গেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা আসে। তন্মধ্যে সাধুসঙ্গই প্রাথমিক এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—এই বিচার গ্রহণ করিতে হইবে। অসাধুকে সাধু কল্পনা করিয়া নিজের ভোগসুখের প্রবাহ চালাইতে হইবে না। "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তিমনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।।"

যিনি মনোধর্ম্ম—প্রাকৃত সহজিয়া-বিচার ছাড়াইতে পারিলেন না তাঁহাকে সাধু বলা যায় না। সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে সকল সুবিধা আসিয়া যায়। ভুক্তি-মুক্তিরও অভাব হয় না। বিশ্বম্ভর ভক্তদিগকে উপেক্ষা করেন না। তবে অকৈতব হইলে বিশেষ সুবিধা আসে ; নতুবা নিঃশ্রেয়স না হইয়া প্রেয়োলাভের অত্যাগ্রহ গ্রাস করিয়া ফেলে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজের পথ বিচার করুন।

সন্দর্ভ-সার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১১ পৃষ্ঠার পর]

ইতিহাস ও পুরাণের পঞ্চমবেদত্ব ও আবির্ভাবের কারণ বায়ুপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

ইতিহাস-পুরাণানাং বক্তারং সম্যগেব হি।
মাঞ্চেব প্রতিজগ্রাহ ভগবানীশ্বরঃ প্রভুঃ।।
এক আসীদ্‌যজুর্ব্বেদস্তং চতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়ৎ।
চাতুর্হোত্রমভূত্তস্মিংস্তেন যজ্ঞমকল্পয়ৎ।।
আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিস্তু ঋগ্‌ভির্হোত্রং তথৈব চ।
উদ্গাত্রং সামভিশ্চৈব ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ।।
আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভির্দ্বিজসত্তমাঃ।
পুরাণসংহিতাশ্চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ।।

বায়ুপুরাণে সূত শৌনকাদির নিকট বলিতেছেন,—ভগবান্ ঈশ্বর প্রভু বেদব্যাস আমাকে ইতিহাস-পুরাণের প্রধান বক্তা বলিয়া স্বীকার করেন। পূর্ব্বে একমাত্র যজুর্ব্বেদ ছিল, শ্রীবেদব্যাস সেই বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করেন, তদ্দ্বারা চতুর্হোত্র কর্ম্ম নিশ্চয় করিয়া যজ্ঞ-কল্পনা করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে যজুর্ব্বেদ বিভাগে অধ্বর্য্যু-কর্ম্ম, ঋগ্‌বেদবিভাগে হোতৃকর্ম্ম, সামবেদে উদ্‌গাতার কর্ম্ম ও অথর্ব্ববেদে ব্রহ্মকর্ম্ম কল্পিত হয়। তৎপরে পুরাণার্থ-বিশারদ বেদব্যাস আখ্যান-উপাখ্যান ও গাথা—এই কয়টীর সন্নিবেশে পুরাণ-ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অধ্বর্য্যুলক্ষণ বেদ হইতে কতকগুলি অংশ গ্রহণ করিয়া যজুঃ প্রভৃতি চারিভাগে বিভক্ত হইলে পর যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাও যজুর্ব্বেদ নামে অভিহিত হয়। তদ্দ্বারাই পুরাণ ও ইতিহাসের প্রকাশ হয়। এজন্যই ইতিহাস-পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলা হইয়াছে। মৎস্যপুরাণে ভগবদ্বাক্য,—

কালেনাগ্রহণং মত্বা পুরাণস্য দ্বিজোত্তমাঃ।
ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে।।

কালদোষে মানবগণের বিপুল পুরাণ অর্থ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকে না—এই বিবেচনায় আমি ব্যাসরূপে প্রকট হইয়া ঐ পুরাণাদিকে সংহরণ করি। এতদ্দ্বারা এই অর্থ বুঝা যায় যে, পুরাণসকল পূর্ব্বসিদ্ধ। লোকের অনায়াসে আয়ত্ত হইবার জন্য ভগবান্ উহা সংরক্ষণ (সংক্ষেপ) করেন।

চতুর্লক্ষপ্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা।
তদষ্টাদশধা কৃত্বা ভূর্লোকেঽস্মিন্ প্রভাষ্যতে।।
অদ্যাপ্যমর্ত্ত্যলোকে তু শতকোটি-প্রবিস্তরম্।
তদর্থেঽত্র চতুর্লক্ষঃ সংক্ষেপেণ নিবেশিতঃ।।

চারিলক্ষ পরিমিত যে শ্লোক তাহাকেই প্রতিদ্বাপরে অষ্টাদশভাগে বিভাগ করিয়া ভূর্লোকে প্রচার করা হয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই পুরাণ-সমষ্টি দেবলোকে শতকোটি শ্লোকে বিরাজ করিতেছে। তাহারই সারাংশ পৃথিবীতে অষ্টাদশ পুরাণরূপে প্রতিষ্ঠিত।

ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্‌গাতা—এই চারিজন যজ্ঞ-সম্পাদককে ঋত্বিক্ বলা হয়। প্রথমে কেবল এক বেদ হইতেই উক্ত চারিজনের কার্য্য সম্পাদন হইত। পরে চতুর্হোত্র কর্ম্মের সুবিধার জন্য ঋগ্বেদাধ্যায়ী অধ্বর্য্যুর বেদী নির্ম্মাণরূপ যজ্ঞশরীর সম্পাদনাত্মক কর্ম্ম **'আধ্বর্য্যব'**, যজুর্বেদাধ্যায়ী হোতার হোমাদি যজ্ঞালঙ্কাররূপ কর্ম্ম **'হোত্র'**, সামবেদাধ্যায়ী উদ্‌গাতার যজ্ঞের বৈগুণ্যাদি-নাশক শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ-কীর্ত্তনাদিরূপ **'উদ্‌গান'**-কর্ম্ম এবং অথর্ব্ববেদাধ্যায়ী ব্রহ্মার ত্রুটী সংশোধন ও পর্য্যবেক্ষণাদিরূপ কর্ম্ম **'ব্রহ্মত্ব'** পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে সন্নিবিষ্ট হয়। পরে চতুর্হোত্র কর্ম্মের দেশকালপাত্র নির্ব্বাচনে বিশেষ ব্যবস্থাদির জন্য ও অন্যান্য অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সাধারণে বিস্তার করিবার জন্য যজুর্বেদের অবশিষ্ট ইতিহাস ও পুরাণাত্মক একশতকোটি অংশের সারাংশ গ্রহণ করিয়া পঞ্চলক্ষ শ্লোকে ইতিহাস ও পুরাণ মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভাবিত করেন। তন্মধ্যে ইতিহাস মহাভারতে এক লক্ষ এবং পুরাণসকলে চারিলক্ষ শ্লোক। **'আখ্যান'** অর্থে পঞ্চলক্ষণাত্মক পুরাণ—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত। পরমেশ্বর হইতে আকাশাদি পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্রা, একাদশ ইন্দ্রিয়, মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টি **সর্গ**। ব্রহ্মাকর্ত্তৃক স্থাবর-জঙ্গম সৃষ্টি—**বিসর্গ**। ব্রহ্মসৃষ্ট রাজাদিগের বংশাবলী—**বংশ**। মনু ও মনুপুত্রগণের সচ্চরিত্র কীর্ত্তনের দ্বারা সদুপদেশ—**মন্বন্তর**। পূর্ব্বোক্ত রাজা ও তাহাদের বংশধরদের চরিত্র কীর্ত্তন—**বংশানুচরিত**। **উপাখ্যান**—পুরাবৃত্ত-শুক। পরীক্ষিৎ সংবাদাদি **গাথা**—ছন্দোবিশেষ। এই সকল লইয়া বেদব্যাস পুরাণ ও মহাভারত রচনা করেন।

পুরাণ প্রভৃতি বেদের ন্যায় অপৌরুষেয়, তবে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকাশ-সমালোচনায় ইহাই বোধ হয় যে, কালের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে কখনও কখনও পুরাণসকল প্রচ্ছন্ন থাকায় দেবর্ষি নারদের প্ররোচনায় বেদব্যাস-কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকাশাদির কথা শ্রুত হয়। জীব-ভিন্ন ঈশ্বর-কর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থই অপৌরুষেয়। আর জীব-কৃত গ্রন্থাদি ভ্রম-প্রমাদাদিপূর্ণ বলিয়া অগ্রাহ্য।

ভারত-ব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থঃ প্রদর্শিত।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ।।

বিষ্ণুপুরাণের এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, ভগবান্ বেদব্যাস মহাভারত প্রকাশছলে সমস্ত বেদের অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং পুরাণে নিখিল বেদ প্রতিষ্ঠিত, ইহাতে সন্দেহ নাই। পদ্মপুরাণে ব্যাস সম্বন্ধে উক্তি,—

দ্বৈপায়নেন যদ্বুদ্ধং ব্রহ্মাদ্যৈস্তন্ন বুধ্যতে।
সর্ব্ববুদ্ধং স বৈ বেদ তদ্বুদ্ধং নান্যগোচরঃ।।

দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব যাহা বুঝিয়াছিলেন, ব্রহ্মাদিদেবগণ তাহা বুঝেন নাই। সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় তিনি অবগত ছিলেন কিন্তু তাঁহার বিদিত বিষয় অপরে জানিতেন না। বেদকে বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া বেদব্যাস নাম।

বেদব্যাসের আবির্ভাবের কারণ—

নারায়ণাদ্বিনিষ্পন্নং জ্ঞানং কৃতযুগে স্থিতম্।
কিঞ্চিত্তদন্যথা জাতং ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽখিলম্।।

গৌতমস্য ঋষেঃ শাপাদ্ জ্ঞানে ত্বজ্ঞানতাং গতে।
সঙ্কীর্ণবুদ্ধয়ো দেবা ব্রহ্মরুদ্রপুরঃসরাঃ।।
শরণ্যং শরণং জগ্মুর্নারায়ণমনাময়ম্।।
তৈর্বিজ্ঞাপিত-কার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
উৎসন্নান্ ভগবান্ বেদনুজ্জহার হরিঃ স্বয়ম্।। (স্কান্দ)

নারায়ণ হইতে প্রকাশিত জ্ঞান সত্যযুগে সম্পূর্ণ ছিল। ত্রেতায় সেই জ্ঞানের কিছু অন্যথা হয়। তৎপরে দ্বাপরে গৌতম ঋষির শাপে জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত হওয়ায় লোকে স্বরূপ-উপলব্ধি-বিষয়ে অসমর্থ হইলে ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-দেবগণ শুভাশুভ-বিচার-বিমূঢ় হইয়া শরণাগতপালক নির্ব্বিকার শ্রীনারায়ণের শরণাপন্ন হন। দেবগণ শ্রীহরির নিকট ঐ বিষয় নিবেদন করিলে পুরুষোত্তম হরি পরাশরের ঔরসে সত্যবতী হইতে মহাযোগী ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া লুপ্তপ্রায় বেদসকল উদ্ধার করেন।

গৌতম ঋষির শাপের কারণ—

গৌতমের একটী বর ছিল, এজন্য তাঁহার রাশিকৃত ধান্য উৎপন্ন হইত। কোন সময় প্রবল দুর্ভিক্ষ হইলে তিনি ধান্যের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতেন। দুর্ভিক্ষাবসানে ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে গৌতম তাঁহাদিগকে যাইতে দিলেন না। ব্রাহ্মণগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া মায়াদ্বারা একটী গাভী নির্ম্মাণ করত গৌতমের যাতায়াতের পথে ঐ গাভী এমনভাবে রাখিয়া দেন যাহাতে গৌতমের অঙ্গস্পর্শে গাভীর মৃত্যু হইয়াছে—ইহা সাধারণের ধারণা হয়। ফলে তাহাই হইল। ব্রাহ্মণগণ গৌতমের গোহত্যা-বৃত্তান্ত প্রচার করিয়া প্রস্থান করিলেন। গৌতম গোহত্যা-প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যখন ব্রাহ্মণগণের কপটতা জানিতে পারিলেন তখন তিনি অভিসম্পাৎ করিলেন যে, জ্ঞান অজ্ঞানদ্বারা আবৃত হউক। এই অভিশাপের ফলে যাবতীয় জীবের জ্ঞান লোপ হইয়াছিল।

বেদবন্নিশ্চলং মন্যে পুরাণার্থং দ্বিজোত্তমাঃ।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ।।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং চালয়িষ্যতি।
ইতিহাস-পুরাণৈস্তু নিশ্চলোঽয়ং কৃতং পুরা।।
যন্নং দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ।
উভয়োর্যন্ন দৃষ্টং হি তৎপুরাণৈঃ প্রগীয়তে।।
যো বেদ চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজাঃ।
পুরাণং নৈব জানাতি ন চ স স্যাদ্বিচক্ষণঃ।। (স্কন্দপুরাণ)

হে দ্বিজোত্তমগণ! বেদের অর্থ যেমন অনাদিকাল হইতে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়া আসিতেছে, কেহই অন্যথা করেন না, তদ্রূপ পুরাণার্থকেও মনে করি। বেদর যাবতীয় বিষয় পুরাণে প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহাতে সন্দেহ নাই। অল্পশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি আমার অর্থ বিচার করিতে গিয়া অপসিদ্ধান্তদ্বারা আমাকে বিচলিত করিবে—বেদের এই

ভয় উপস্থিত হওয়ায় সৃষ্টির পূর্ব্বে শ্রীভগবান্-কর্ত্তৃক ইতিহাস-পুরাণদ্বারা বেদকে নিশ্চল করা হইয়াছে। বেদে যে বিষয় লক্ষিত হয় না তাহা মন্বাদি স্মৃতিতে দেখা যায়। আবার বেদ ও স্মৃতিতে যাহা পাওয়া যায় না তাহা পুরাণে উক্ত হইয়াছে জানা যায়। সুতরাং যিনি অঙ্গ-উপনিষদসহ বেদ জ্ঞাত আছেন কিন্তু পুরাণ অবগত নহেন, তাঁহাকে বিচক্ষণ বলা যাইতে পারে না। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

অধিবাস-প্রসঙ্গ

নদী নিম্নগামী, কখনও ঊর্দ্ধদিকে প্রবাহিত হয় না। গতিশীল কালও সেইরূপ সর্ব্বদা প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু কোন্ দিকে? তাহাও ঋষিবাক্যে পাওয়া যায়। তাঁহারা বলেন—'কালস্য কুটিলা গতি।' অর্থাৎ কাল কু-দিকে ধাবিত হয়। পরিবর্ত্তনধর্ম্ম হইলেও তাহা কু অর্থাৎ অমঙ্গলদিকেই পরিবর্ত্তনশীল। যুগপর্য্যায়ে কালেরই গতি প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাহতে প্রকাশ পায় পূর্ণতা হইতে ক্রমশঃ অবলুপ্তি। সত্যযুগে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম বর্ত্তমান ছিল। ত্রেতায় তিনপাদ, দ্বাপরে দুইপাদ এবং কলিতে মাত্র একপাদ ধর্ম্মের উল্লেখ ও প্রকাশ লক্ষ্য করা যাইতেছে। কলিকালের এই একপাদ ধর্ম্মও ক্রমশঃ লোপ পাইয়া ধ্বংসকে আবাহন করে। প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন—কলিকালের পর যখন সত্যযুগের আবির্ভাব হইতে থাকে তখন কালের গতি কু না হইয়া সু অবশ্যই হইয়া থাকে। সুতরাং 'কালস্য কুটিলা গতি' সত্য হইতে পারে না। এবিষয়ে বিশেষভাবে শাস্ত্রাদি আলোচিত হইলে ইহার প্রকৃত রহস্য অনুধাবন করা সম্ভবপর হয়। রহস্যটী এই যে—সত্যের আগমনকালে যে গতির ঊর্দ্ধমুখতা, তাহা কালজনিত নহে। তাহা ঈশ্বর বা ঈশ্বরশক্তির মাহাত্ম্য। এই যুগ পরিবর্ত্তনকালে ঈশ্বর বা তাঁহার শক্ত্যাবিষ্ট কোন শক্তিতত্ত্বের আবির্ভাবহেতু একটী অলৌকিক ঘটনাদ্বারা কাল ক্রিয়া অভিভূত হইয়া থাকে। শক্তিমানের শক্তির বিকাশ তখন প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। পরন্তু অন্তঃসলিলা প্রবাহদ্বারা তৎকালেও কালের গতি কুটিলই থাকে। ইহাই যুগপর্য্যায়ে অবতারের প্রভাব। ইহা স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র নিজমুখে প্রকাশ করিয়াছেন।—

শ্রীগীতায় চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগের ৭ম ও ৮ম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

যখন ধর্ম্মের অধঃপতন ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি স্বয়ং বা অংশ-কলাদিরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকি বা জন্মলীলা প্রকাশ করিয়া থাকি। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতগণের বিনাশের এবং ধর্ম্মের সম্যগ্‌রূপ স্থাপনের জন্য আমি এইরূপে যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। এইকালে শ্রীভগবান্ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে বদ্ধজীবের

ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকেন। তাঁহার লীলাদিও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে বদ্ধজীবের গোচরীভূত হয়। ইহা কালের উর্দ্ধগতি নহে, পরন্তু ভগবানের অচিন্ত্যশক্তির মাহাত্ম্য।

এই অবতারের লীলাদি দর্শন করত জীব মায়াভিনিবেশ পরিত্যাগ করত তাঁহার প্রতি ভাবযুক্ত হইয়া তাঁহার নিত্যলীলায় প্রবেশাধিকার পায়। তাঁহার এই জন্মাদি যে মায়িক নহে, পরন্তু অলৌকিক অর্থাৎ চিন্ময়, তাহাই স্পষ্টভাবে পরশ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।—"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেব" বাক্যে তাঁহাকে অপ্রাকৃত চিন্ময় বলা হইয়াছে।

পাদ্মকল্পে বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের দ্বাপরে ও কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যথাক্রমে মাধুর্য্য ও ঔদার্য্যস্বরূপে শ্রীবৃন্দাবনে ও শ্রীনবদ্বীপে লীলা বিস্তার করত স্বীয়ধামসহ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই প্রকটলীলার প্রভাব কালক্রমে ক্রমশঃ লুপ্তপ্রায় হওয়ায় স্বয়ং এবং তদীয় শক্তিতে সঞ্চারিত শক্তিদ্বারা তাহাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যথা—চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক—

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ।।

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।২৫৫)

কালগতিতে নিজভক্তিযোগকে বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া তাহা পুনরায় প্রকাশিত করিবার জন্য যে কৃষ্ণচৈতন্য-নামা পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে মদীয় চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হউক।

বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ।
সঞ্চার্য্য-রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ স প্রভুর্ব্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম্।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১)

সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মার হৃদয়ে যেরূপ প্রেরণা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ রূপগোস্বামীতে সমুৎসুক হইয়া নিজশক্তি সঞ্চারপূর্ব্বক কালগতিতে লুপ্ত বৃন্দাবনের রসকেলিবার্ত্তা শ্রীমন্মহাপ্রভু বিস্তার করিয়াছিলেন।

যে অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ধামসহ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগেরই কলিকালের প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু তদীয় গোলোকস্থ ঔদার্য্য প্রকোষ্ঠে নিত্য বিরাজিত ধামসহ এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই ধাম জড়েন্দ্রিয়ে যেরূপ দৃষ্ট হইতেছে তাহাই তাহার স্বরূপ নহে। এই ধাম চিন্ময় এবং ইহার প্রকৃত স্বরূপ চিন্ময় ইন্দ্রিয়দ্বারাই গ্রাহ্য হইয়া থাকেন। জীবের স্বরূপানুভূতি হইলে এই ধামকে প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারেন। বদ্ধাবস্থায় ইহার চিন্ময়ত্ব আরোপিত হইয়া থাকে। তথাপি আরোপসিদ্ধা হইলেও ইহা অবস্তুতে আরোপ হয় না। ইহা বস্তুতে আরোপ হয় বলিয়া ভজনোন্নতির অবস্থানুসারে ইহারও স্বরূপ অনুভূত হইয়া থাকে। শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মাহাত্ম্য প্রকাশমুখে ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন।—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্।।

যোগমায়া সমাবৃত ভগবানকে মায়িক জীব যেরূপ মায়িক বলিয়া ধারণা করে, তদ্রূপ ভগবানের এই ধামকেও মায়িকরূপে বিচার বা অনুভব করিয়া থাকে। কৃষ্ণলীলায়

ইহা বহুবার ব্যক্ত হইয়াছে। পূতনা কৃষ্ণকে বিষদ্বারা হত্যা করিতে, অঘাসুর ও বকাসুর গলাধঃকরণ করিয়া হত্যা করিতে, কালীয় তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চূর্ণ ও দংশন করিয়া মৃত্যু ঘটাইতে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল। কংস, জরাসন্ধ ও অন্যান্য আসুরিক চেষ্টাও এইরূপ ব্যর্থতা প্রকাশ করিয়াছে। পরন্তু ভক্তগণই তাঁহার চিন্ময় আনন্দময়স্বরূপ অনুভবকারী ও তাঁহার প্রিয়জন।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।।

সুতরাং এই ভক্তিপাত্র মহাপ্রভুর ভক্তগণের আনুগত্যে ও কৃপায় আমারা নিশ্চয়ই কোনদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ও তাঁহার ধামকে অনুভব করিতে সক্ষম হইব—এই বিশ্বাসে ভক্তপদাশ্রয় করত নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ এই শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা করিয়া সংসার-পরিক্রমা হইতে মুক্তিলাভ করিব এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তিসম্পত্তিতে অধিকারী হইতে আশান্বিত হইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিয়া সেবাধিকারী হইব। এই বাসনা লইয়া আমরা পরিক্রমায় অধিবাস-অঙ্গ পালন করিতেছি। সুতরাং মহাবদান্য শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু মহাবদান্যতা হেতু আমাদের শত শত অপরাধ মার্জ্জনা করত তাঁহার অনুগ্রহাধিকার প্রদান করুন—ইহাই সকাতর প্রার্থনা।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীভাগবত-মহিমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৫ পৃষ্ঠার পর]

দাক্ষিণাত্যে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে এক নগরে আত্মদেব নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম ধুন্ধুলী। ধুন্ধুলী খুব কলহপ্রিয়া ও ক্রূর স্বভাবের ছিলেন। তাঁহাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা খুবই ছিল। ধন-সম্পত্তি কোন বিষয়ের অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের কোন সন্তান ছিল না। তজ্জন্য তাঁহাদের মনে বিন্দুমাত্র শান্তি ছিল না। অনেক দান-ধ্যানাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও তাঁহাদের কোন সন্তানাদি না হওয়ায় মনের দুঃখে আত্মদেব গৃহত্যাগ করিয়া বনে চলিয়া গেলেন। তিনি পিপাসায় কাতর হইয়া এক সরোবরে জলপান করিলেন এবং জল পানান্তর এক বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন—এমন সময় এক সন্ন্যাসীকে যদৃচ্ছাক্রমে সেখানে আসিতে দেখিলেন। সন্ন্যাসীর দর্শনে তিনি তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ-দুঃখের কথা নিবেদন করিলেন। তিনি বলিলেন,—"প্রভো! আমি নিঃসন্তান, বড় দুঃখে কাল কাটাইতেছি। নিঃসন্তান ব্যক্তির মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আমি যখন পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে জল অর্পণ করি তখন আমি অপুত্রকবিধায় আমার পরে তাঁহারা আর জল পাইবেন না বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে থাকেন। তাঁহাদের দীর্ঘশ্বাসে সেই জল গরম হইয়া যায় এবং তাঁহাদিগকে সেই উত্তপ্ত জল পান করিতে হয়। দুঃখের কথা আর কি বলিব, আমার গৃহের গাভীটীও বন্ধ্যা। এমনকি গৃহের বাগানের ফুল, ফল সবই শুকাইয়া যায়। সজীব থাকে না—ইত্যাদি বলিতে বলিতে আত্মদেব অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন।

তাঁহার এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া সন্ন্যাসীর চিত্ত দ্রবীভূত হইল। তিনি আত্মস্থ হইয়া গণনা করিয়া দেখিলেন—ব্রাহ্মণের পুত্র-ভাগ্য নাই। এই জন্মে ত' হইবে না, এমনকি সাতজন্মেও তাঁহার কোন সন্তানাদি হইবে না। তিনি ব্রাহ্মণকে দুঃখ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু আত্মদের সাতজন্মেও তাঁহার কোন সন্তান হইবে না শুনিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং সন্ন্যাসীকে ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। নচেৎ তাঁহার সম্মুখেই তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। এই জীবন আর রাখিবেন না। তখন সন্ন্যাসী তাঁহাকে আত্মহত্যা করিতে নিষেধ করিলেন। সন্ন্যাসীঠাকুর তাঁহাকে একটী আম্রফল প্রদান করিলেন এবং আমটী তাঁহার পত্নীকে খাওয়াইলে পুত্র হইবে বলিয়া চলিয়া গেলেন।

আত্মদেব অতীব আনন্দ অন্তঃকরণে গৃহে ফিরিয়া স্ত্রী ধুন্ধুলীকে আম্রফলটী দিয়া আনুপূর্ব্বিক সমূহ ঘটনা বলিয়া কার্য্যব্যপদেশে অন্যত্র গমন করিলেন। ধুন্ধুলী কিন্তু সেই ফলটী খাইলেন না। তিনি চিন্তা করিলেন—"আমি ত' বেশ ভালই আছি। গর্ভাবস্থায় কত কষ্ট, উদর বড় হইয়া গিয়া কুৎসিত দেখাইবে। দুর্ব্বল হইা পড়িব। গৃহকর্ম্মাদি করা বড় কষ্টকর হইবে। আবার প্রসবকালীন যন্ত্রণা সহ্য করা অতীব কষ্টকর। তাহাপেক্ষা এখন বেশ আনন্দে আরামে ভালই আছি।"—এইসব চিন্তা করিয়া তিনি আর আমটী খাইলেন না। সেই সময় ধুন্ধুলীর ভগিনী তাঁহার বাড়ীতে আসিলে তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন। ভগ্নিটী তখন অন্তঃসত্তা ছিলেন। তিনি বলিলেন,—"দিদি! চিন্তা করিও না। আমার ত' সন্তান হইবে। আমরা ত' গরীব। সন্তান লালন-পালন করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। আমি তোমাকে আমার সন্তানটী দিয়া দিব। তোমার জামাইবাবুকে তুমি অর্থের লোভ দেখাইও, তাহা হইলে তিনি ইহাতে নিশ্চয়ই সম্মত হইবেন। তুমি কাপড়-চোপড় দিয়া উদরটি বড় রাখিবে এবং গর্ভবতী হইয়াছ বলিয়া ভাণ করিবে।" ভগিনীর কথানুযায়ী সমূহ ব্যবস্থা হইল এবং সন্ন্যাসী প্রদত্ত আম্রফলটী তাঁহার গৃহের গাভীটীকে খাওয়াইয়া দিলেন।

যথাসময়ে তাঁহার ভগিনীর পুত্র হইলে ধুন্ধুলীকে পুত্রটী দিয়া গেলেন। আত্মদেবকে বঞ্চনা করিয়া ধুন্ধুলী তাঁহার ভগিনী-পুত্রকে নিজ-পুত্ররূপে দেখাইলেন। আত্মদেব অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং ধুন্ধুলীর নামানুসারে পুত্রের নাম ধুন্ধুকারী রাখিলেন। ধুন্ধুলী স্বামীকে বলিলেন,—"আমার দুগ্ধ শুকাইয়া গিয়াছে, আমার শিশু পালনের জন্য আমার ভগ্নীকে রাখিব।" আত্মদেব সরল বিশ্বাসে তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন।

তিনমাস পরে তাঁহার গৃহের গাভীটীও একটী সুন্দর সন্তান প্রসব করিল। আশ্চর্য্যের ব্যাপার গাভীর সন্তানটী মনুষ্য-আকারের হইয়াছে ; কিন্তু তাহার কান দুইটী গরুর মত হইয়াছে। তজ্জন্য তাঁহার নাম রাখিলেন—গোকর্ণ।

ভগবদিচ্ছাক্রমে ধুন্ধুকারী মহা দুষ্টস্বভাবের হইল। সে অসদাচারী হইয়া চুরি, ডাকাতি করিতে লাগিল এবং বেশ্যাসক্ত হইয়া পিতার সমূহ সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলিল। পিতামাতাকে প্রহার করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া আত্মদেব অতি দুঃখে হাহাকার করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত—তখন গোকর্ণ তাঁহাকে অনেক হিতোপদেশ প্রদান করিলেন। বলিলেন,—"এই দুনিয়ায় সুখ বলিয়া কোন বস্তু নাই। অসার সংসারে কেহ

কাহারও নয়। 'কস্য বা পতি পুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণম্'—ইত্যাদি বুঝাইতে লাগিলেন এবং দুর্ল্লভ মনুষ্যজীবনে হরিভজনই একমাত্র কর্ত্তব্য ও সুখদায়ক বলিলেন। আত্মদেব গোকর্ণের হিতোপদেশ শ্রবণ করিয়া ৬০ বৎসর বয়সে হরিভজনোদ্দেশ্যে বনে গমন করিলেন এবং তিনি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছিলেন।

আত্মদেব গৃহ হইতে চলিয়া গেলে ধুন্ধুকারী তাহার মাকে অত্যন্ত প্রহার করিতে লাগিল। ধুন্ধুলী মনের দুঃখে কূপের মধ্যে পড়িয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। গোকর্ণ অসৎসঙ্গে বাস করা কখনও উচিত নয় ভাবিয়া ভগবদ্ভজনোদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিয়া তীর্থে চলিয়া গেলেন।

এদিকে ধুন্ধুকারী পাঁচটী বেশ্যাকে গৃহে লইয়া আসিল। বেশ্যাগণের চাহিদা আর পূরণ করিতে পারিতেছে না। অবশেষে সে চুরি, ডাকাতি করিয়া অর্থ, স্বর্ণালঙ্কারাদি আনিতে লাগিল। বেশ্যাগণ ভাবিল—যদি রাজপুরুষ এইসকল চুরি করা অলঙ্কারাদি পায় তাহা হইলে মহা বিপদ হইবে। এইপ্রকার চিন্তা করিয়া ধুন্ধুকারীকে ঘুমন্ত অবস্থায় বাঁধিয়া ফেলিল এবং সর্ব্বাঙ্গে জ্বলন্ত অঙ্গার ঢালিয়া দিল। ধুন্ধুকারী আগুনের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এইভাবে মৃত্যু হওয়ায় অসৎ কর্ম্মের ফলে সে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইল এবং বায়ুর রূপ প্রাপ্ত হইয়া অতিকষ্টে রোদন করিতে লাগিল।

গোকর্ণ তাঁহার দাদা ধুন্ধুকারীর এইপ্রকারে মৃত্যু হইয়াছে সংবাদ পাইয়া গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলেন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে নিজ জন্মস্থানে আসিয়া পৌঁছাইলেন। ধুন্ধুকারী গোকর্ণকে মেষ, হস্তী, মহিষ, অগ্নি প্রভৃতি নানাবিধরূপে দেখা দিল এবং কাঁদিতে লাগিল। সধু গোকর্ণ যখন জলের ছিটা দিলেন তখন সেই জলস্পর্শে ধুন্ধুকারীর পাপ নষ্ট হইয়া গেল ,বং আর্ত্তস্বরে বলিল,—"ভাই! আমি তোমার দাদা ধুন্ধুকারী। নিজ কর্ম্মদোষে আমি প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া মহাদুঃখে আছি। তুমি সাধু, দয়ালু, কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার কর।" গোকর্ণ চিন্তা করিলেন,—"আমি গয়াতীর্থে যথাবিধি ইহার শ্রাদ্ধ করিয়াছি। কিন্তু তাহাতেও ইহার উদ্ধার হইল না—ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। গ্রামের সকল লোক গোকর্ণকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে সূর্য্যদেবকে জিজ্ঞাসা করিতে বলায় গোকর্ণ সূর্য্যদেবের গতি রুদ্ধ করিলেন এবং ধুন্ধুকারীর মুক্তির উপায় কি—তাহা বলিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। সূর্য্যদেব তাঁহাকে সপ্তাহব্যপী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে বলিলেন এবং সপ্তাহকাল শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলে ধুন্ধুকারী নিশ্চয়ই উদ্ধার পাইবেন বলিলেন।

সূর্য্যদেবের উপদেশানুযায়ী গোকর্ণ তথায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ করিলেন। গোকর্ণের শ্রীমুখে ভাগবত পাঠ শ্রবণের জন্য অসংখ্য জনসমাগম হইল। প্রেতযোনিপ্রাপ্ত ধুন্ধুকারীও শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি একটী সপ্তগ্রন্থিযুক্ত বাঁশে ভর করিয়া বাঁশের ছিদ্রে বায়ুরূপে প্রবেশ করিলেন। প্রথম দিনে সন্ধ্যায় যখন গোকর্ণ পাঠ বন্ধ করিলেন তখন এক আশ্চর্য্য ব্যাপার হইল। সপ্তগ্রন্থিযুক্ত বাঁশের একটী গ্রন্থি প্রবল শব্দ করিয়া ফাটিয়া গেল। এইরূপে সাতদিনে দ্বাদশস্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত

পাঠ সমাপ্ত হইলে বাঁশটীর সমস্ত গ্রন্থি ফাটিয়া গেল এবং ধুন্ধুকারী প্রেতযোনি হইতে মুক্ত হইয়া দিব্যরূপ ধারণ করিয়া সাধু গোকর্ণকে প্রণাম করিলেন। সকলে দেখিলেন ভগবৎ পার্ষদগণসহ একটী বিমান আসিল এবং ধুন্ধুকারী সেই বিমানে উঠিয়া বসিলেন। তখন গোকর্ণ সেই পার্ষদগণকে বলিলেন—"কি ব্যাপার! আমার এত শ্রোতা ভাগবত পাঠ শুনিলেন, ইহাদের জন্য কেন বিমান আসিল না। কেবল ধুন্ধুকারীর জন্য বিমান আসিল কেন? তখন বিষ্ণুপার্ষদগণ বলিলেন,—"গোকর্ণ! ইঁহারা শ্রবণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বিশেষভাবে মনন করেন নাই। এই প্রেত ধুন্ধুকারী একাগ্রচিত্তে আর্ত্তিসহকারে আকুল হইয়া ভাগবত শ্রবণ করিয়াছেন এবং মনন করিয়াছেন। তজ্জন্যই তাঁহার জন্য বিমান আসিল।" এই বলিয়া তাঁহারা ধুন্ধকারীকে লইয়া চলিয়া গেলেন। ধুন্ধুকারীর উদ্ধার হইয়া গেল।

গোকর্ণ পুনরায় শ্রাবণমাসে সেইস্থানে সপ্তাহকাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিলেন। তখন সমস্ত শ্রোতাগণ এমনকি গ্রামের চণ্ডাল ও কুকুর পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া বিমানযোগে পরমভাগবত গোকর্ণসহ গোলোকে গমন করিয়াছিলেন।

মৃত্যুকালে ভাগবত শ্রবণ করিলে শ্রীভগবান্ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। তাঁহার বৈকুণ্ঠগতি লাভ হয়। ভাগবত-শ্রবণে জীবের সমস্ত দুঃখ-দুর্দ্দশা, দারিদ্র্য প্রভৃতি অনায়াসে চলিয়া যায়। তপস্যার দ্বারা, যোগের দ্বারা, সমাধির দ্বারা যে ফল লাভ করা যায় না—শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের দ্বারা অনায়াসে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা প্রত্যেকের একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাতে দিনের কোন নিয়ম নাই। সর্ব্বদাই শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। সমস্ত ধর্ম্ম হইতে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণই শ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে লাভ করা যায়।

—শ্রীহরিদাস দাস, ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীরাধা-প্রীতি

তপ্ত-কাঞ্চন গৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি!
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে।।

হে শ্রীমতি রাধারাণী! আপনি তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গী, বৃন্দাবনেশ্বরী, শ্রীবৃষভানুনন্দিনী, হরিপ্রিয়া, আপনাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি।

"সচ্চিদানন্দ, পূর্ণ, কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৬১)

শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, অর্থাৎ সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। সৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ চিৎবস্তু হইলেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের চিৎ-এর শক্তি হইল চিচ্ছক্তি, যাহা চৈতন্যময়ী শক্তি। এই চিচ্ছক্তির অভিব্যক্তি ঘটে তিনপ্রকারে—তিনটী বৃত্তির মাধ্যমে। এই তিনটী বৃত্তির নাম (১) হ্লাদিনী, (২) সন্ধিনী ও (৩) সম্বিৎ।

"আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ—যারে জ্ঞান করি' মানি।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৬২)

সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাংশে হ্লাদিনী। চিচ্ছক্তি যখন আনন্দের দিক্ দিয়া আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহাকে হ্লাদিনী শক্তি বলা হয়। চিচ্ছক্তির যখন সৎ-এর মধ্য দিয়া অভিব্যক্তি ঘটে, তখন তাহা সন্ধিনী শক্তিরূপে কথিত হয়। আবার চিচ্ছক্তি যখন চিদ্বৃত্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তখন তাহাকে সম্বিৎ শক্তি বলা হয়। চিচ্ছক্তির অভিব্যক্তি তিনপ্রকারে ঘটিলেও তিনটী বৃত্তির যে কোন একটী অন্য দুইটী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ নয়। যে কোন একটীর বিকাশ ঘটিলে অন্য দুইটীরও বিকাশ ঘটে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন লীলাবিলাসের মধ্য দিয়া আনন্দসম্ভোগের ইচ্ছা করিলেন তখনই তিনি তাঁহার হ্লাদিনী শক্তিকে প্রকাশ করিয়া মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিলেন। এই মূর্ত্তিমতী হইলেন শ্রীরাধা। রাধা হ্লাদিনীশক্তি প্রধানা। সেই কারণে হ্লাদিনীর মূর্ত্তরূপ হইলেন শ্রীরাধা। স্বীয় হ্লাদিনীশক্তিকে রাধারূপে প্রকাশ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ হ্লাদিনী-শক্তিহীন হইলেন না। কারণ অনন্ত হইতে অনন্ত বিয়োগ করিয়াও অনন্তই অবশিষ্ট থাকে। শ্রীরাধাকে মূর্ত্তিমতী করায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি হইল।

হ্লাদিনী শক্তির স্বভাব আনন্দদিৎসা ও আনন্দলিপ্সা। আনন্দদিৎসার সার্থকতায় আনন্দলিপ্সার সার্থকতা। 'দিৎসা'-শব্দের অর্থ দানের ইচ্ছা বা দানাভিলাষ। অপরকে আনন্দপ্রদান করিবার অভিলাষ হইল আনন্দদিৎসা। অপরকে আনন্দদান করিয়া নিজে আনন্দ লাভ করা হইল আনন্দলিপ্সা। শ্রীরাধা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ব্যাপৃতা। কৃষ্ণকে সবসময় সুখ প্রদান করাই তাঁহার সর্ব্ব প্রচেষ্টা। ইহাই শ্রীরাধার আনন্দদিৎসা। আবার কৃষ্ণকে সুখ প্রদান করাই তাঁহার সুখ। কৃষ্ণের সুখে তিনি সুখী। ইহাই শ্রীরাধার আনন্দলিপ্সা।

শ্রীরাধা স্বরূপতঃ হ্লাদিনী শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ। সুতরাং তিনি স্বরূপশক্তির প্রকাশ।

"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপশক্তি—'হ্লাদিনী' নাম যাঁহার।। (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৫৯)

এই প্রসঙ্গে ইহাই উল্লেখ থাকে যে, কেবলমাত্র শ্রীরাধাই স্বরূপশক্তির প্রকাশ তাহা নহে, শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজদেবিগণও স্বরূপশক্তির প্রাদুর্ভাব। "অথ বৃন্দাবনে তদীয়স্বরূপ-শক্তি প্রাদুর্ভাবাশ্চ শ্রীব্রজদেব্যঃ।"—শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১৮৬। রসপুষ্টি-সাধনে শ্রীরাধা আপনাকে বিস্তার করিয়া কায়ব্যূহরূপ সখীবৃন্দকে প্রকাশ করিয়াছেন।

"আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।
(শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ৩৭)

"আনন্দচিন্ময়রস-কর্ত্তৃক প্রতিভাবিতা, স্বীয় চিদ্রূপের অনুরূপা চতুঃষষ্টি কলাযুক্ত হ্লাদিনী-শক্তিকথা রাধা ও তৎকায়ব্যূহরূপা সখীবর্গের সহিত যে অখিলাত্মভূত গোবিন্দ নিত্য স্বীয় গোলোকধামে বাস করেন, সেই আদিপুরুষকে আমি ভজনা করি।"

উক্ত শ্লোকের টীকা প্রসঙ্গে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ 'কলাভিঃ'-শব্দের টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন—"হ্লাদিনীশক্তিবৃত্তিরূপাভিঃ।" অর্থাৎ গোপীগণও হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষ। তাঁহারাও হ্লাদিনী, কিন্তু শ্রীরাধাতেই হ্লাদিনীর পূর্ণতম প্রকাশ, যাহা অন্য গোপীতে নহে। এই কারণে হ্লাদিনীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপে শ্রীরাধাই অভিহিত, শ্রীরাধাই হ্লাদিনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

'রাধ্' ধাতুর সহিত 'আ' প্রত্যয় যোগ করিয়া 'রাধা' শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহা হইলে রাধা হইলেন তিনি যিনি আরাধনা করেন। আরাধনা কি? শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিবিধান নিমিত্ত সকল কার্য্যই আরাধনা। শ্রীরাধা কাহাকে আরাধনা করেন?

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।" (শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)

ব্রজের তনয় শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য বস্তু। এই শ্রীকৃষ্ণকেই আরাধনা করিয়া শ্রীরাধা নিজের নামকে সার্থকতায় পর্য্যবসিত করিয়াছেন। কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূরণরূপ কৃষ্ণারাধনহেতু শ্রীমতী রাধারাণী 'রাধা' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিতা।

"শ্রীশুকদেব শ্রীরাধার নাম করেন নাই, বলিয়াছেন—'কাচিৎ'। (ক=প্রেমসুখে, আ=সমন্তা, চিৎ=জ্ঞানং যস্যাঃ)। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম করিয়া যে অখণ্ড সুখ, তাহা যাঁহার অনুভবে আছে পরিপূর্ণরূপে তিনিই 'কাচিৎ'। এই প্রেমসুখ অনেকেই অনুভব করিতে পারেন বটে, কিন্তু প্রেমের পরিপূর্ণতা না থাকায় অনুভবেরও পূর্ণতা হয় না। পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রেমসুখ অনুভব হয় একমাত্র শ্রীরাধাতে, কারণ তিনি মাদনাখ্য মহাভাবময়ী। সুতরাং জগতে একমাত্র শ্রীরাধারই নাম 'কাচিৎ'।"—উদ্ধব সন্দেশ

দুই অক্ষর সমন্বিত 'রাধা' শব্দ। 'রাধা' শব্দের 'র' এর নীচের বিন্দু যদি অপসারণ করা হয়, তাহা হইলে 'রাধা' শব্দটী 'বাধা' শব্দে পরিণত হয়। 'রাধা কে? যিনি কোন বাধা মানেন না। যিনি সকলপ্রকার বাধা অতিক্রম করিতে পারেন তিনিই রাধা। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে শ্রীরাধা অনেকপ্রকার বাধার সম্মুখীন হইয়াছেন। কিন্তু কোন বাধাই কৃষ্ণমিলনে শ্রীরাধাকে বাধা দিতে পারে নাই অর্থাৎ শ্রীরাধা সমস্ত বাধা অপসারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে পারিয়াছেন। দুই একটী ঘটনা উল্লেখ করিলে ইহার বাস্তবতা প্রমাণিত হইবে।—

একদিন শ্রীকৃষ্ণ রাধার শয্যায় বংশী রাখিয়া যান। কুটিলা তাহা লক্ষ্য করেন এবং ভাবেন আজ আয়ানকে বাস্তব ঘটনার সাহায্যে প্রমাণ করিয়া দিবেন যে রাধা পরপুরুষ কৃষ্ণের সহিত মেলামেশা করেন। আয়ানকে ডাকিয়া আনিয়া বংশী দেখাইলেন। ইতিমধ্যে রাধারাণী অঘটন-ঘটন-পটিয়সী যোগমায়াকে ঘটনাটি বলেন। যোগমায়া আয়ানের গৃহে আসিলেন। আয়ান যোগমায়াকে বংশী দেখাইলেন এবং রাধাকে গালিগালাজ করিতে থাকেন। যোগমায়া আয়ানকে বলিলেন,—"তুমি জান কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রজে অসিবৃষ্টি হইয়াছিল, সেইরূপ আজ ব্রজে বংশীবৃষ্টি হইয়াছে।" আয়ান প্রত্যেকের ঘরে ঘুরিয়া দেখিলেন যে, জটিলা-কুটিলা প্রভৃতির শয্যায়ও বংশী পড়িয়া রহিয়াছে।

আর একদিন রাধা ও কৃষ্ণ বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। রাধা ও কৃষ্ণের ভ্রমণের দৃশ্য কুটিলা অবলোকন করেন। হরসিত মনে কুটিলা ভাবিলেন যে, আজ সুবর্ণ সুযোগ। এই সুযোগে আয়ানকে দেখাইয়া দিবেন যে রাধা ব্যভিচারী। কুটিলা আয়ানকে ডাকিয়া আনিয়া দেখাইলেন যে, রাধা কৃষ্ণের সহিত বনে ভ্রমণ করিতেছেন। দুইজনই রাধাকৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া রাধা তাহা দেখিতে পাইলেন এবং কৃষ্ণকে তাহা বলিলেন। এমতাবস্থায় কৃষ্ণ রাধাকে একটী কৌশল অবলম্বন করিতে বলিলেন। কৌশলটি

হইল আয়ান ও কুটিলা তাঁহাদের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলে রাধা কৃষ্ণের চরণে পুষ্পার্পণ করিতে থাকিবেন। আয়ান ও কুটিলা রাধাকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলে কৃষ্ণের নির্দ্দেশানুসারে রাধা কৃষ্ণের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে থাকেন। আয়ান দেখিলেন যে, রাধা মা কালীর চরণে পুষ্প নিবেদন করিতেছেন। ইহাতে আয়ান অত্যধিক তৃপ্তি লাভ করিলেন। কারণ আয়ান ছিলেন কালীভক্ত।

শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করেন, তেমনই শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধাকে আরাধনা করিয়া থাকেন। রাধা-কৃষ্ণের সম্পর্ক প্রেমের সম্পর্ক। প্রেমের সম্পর্ক এমনই যে, প্রেম নিবেদনে উভয় পক্ষেরই দায়িত্ব। তজ্জন্য উভয় প্রেমাস্পদই প্রেমবন্ধে আবদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রেমানুরাগে রঞ্জিত করিতে সর্ব্বদাই রত।

"রাধা-দামোদর-প্রেষ্ঠা রাধিকা বার্ষভানবী।
সমস্ত-বল্লবীবৃন্দ-ধম্মিলোত্তংস-মল্লিকা।।"

(শ্রীরাধিকায়া আনন্দচন্দ্রিকাখ্য-দশনাম-স্তোত্রম্ ১)

"রাধা অর্থাৎ যিনি শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্টপূরণকারিণী, যিনি দামোদর-প্রিয়তমা, রাধিকা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আরাধিকা অথবা শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার আরাধনা করেন ; বার্ষভানবী অর্থাৎ যিনি শ্রীবৃষভানু রাজার নন্দিনী, যিনি সমস্ত ব্রজরমণীগণের শিরোভূষণ মল্লিকা মালা-স্বরূপা।"—শ্রীগৌড়ীয়-স্তোত্র-রত্নমালা

শ্রীরাধাই কৃষ্ণ-প্রীতি-পরাকাষ্ঠা—

"মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৬৯)

ব্রজগোপীরাই গৌড়ীয় ভক্তের প্রেমাদর্শ। শ্রীরাধা তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বোত্তমা—তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাধিকা। হ্লাদিনীশক্তি স্বরূপিণী শ্রীরাধা। হ্লাদিনী-বৃত্তির সার 'প্রেম', প্রেমের সার 'ভাব', ভাবের পরাকাষ্ঠা 'মহাভাব'। বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা মহাভাব-স্বরূপা। সেই কারণে তিনি ঠাকুরাণী। তিনি সর্ব্বগুণের আকর। আবার কৃষ্ণকান্তাদিগের শিরোমণি।

"কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৮৭)

শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছা পূরণের দ্বারা যিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতিবিধান করেন, তিনি রাধিকা। শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ আরাধনা করেন বলিয়া তাঁহার অপর নাম 'রাধিকা'।

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ।।" (ভাঃ ১০।৩০।২৮)

গোপীগণের সৌভাগ্যজনিত গর্ব্ব ও অভিমান দর্শন করত শ্রীকৃষ্ণ সহসা অন্তর্হিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের গর্ব্ব ও অভিমান নিবারণার্থে। শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে বনে বনে বিচরণ করিতে করিতে পদচিহ্ন দর্শন করিয়াছিলেন। সেই পদচিহ্ন ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকিলে সম্মুখে বধুর (রাধার) পদচিহ্ন অবলোকন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যে রমণীকে নিভৃতে লইয়া গিয়াছেন, সেই ভাগ্যবতী রমণীর আরাধনায় তিনি আরাধিত এবং প্রীত।

"হে সহচরি! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে নিভৃতে লইয়া গেলেন, তিনিই ঈশ্বর হরিকে অবশ্যই অধিক আরাধনা করিয়াছেন। গূঢ় অর্থ এই যে, তিনি কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণি বলিয়া তাঁহার নাম 'রাধিকা' হইয়াছে।"—অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র আরাধ্য বস্তু হইলেও শ্রীমতী রাধারাণীর প্রতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রীতি অত্যধিক। "গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধারই অধিক পক্ষপাতী।"—শ্রীল প্রভুপাদ

এই পক্ষপাতিত্বের কারণ বিশ্লেষণে এই অধমের সামান্য প্রচেষ্টা। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশ, যাহা এই প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করি।—

"তুমি রাধিকার দাসী, রাধিকার অনুমতি ব্যতীত কৃষ্ণসেবা স্বতন্ত্রা হইয়া করিবে না। রাধাকৃষ্ণে সমান স্নেহ রাখিয়াও কৃষ্ণের দাস্য-প্রেম অপেক্ষা রাধিকার দাস্য-প্রেমে অধিকতর আগ্রহ করিবে। ইহারই নাম 'সেবা'। শ্রীরাধার অষ্টকালীন সেবাই তোমার সেবা।"

রাধা ছাড়া কৃষ্ণকে চিন্তা করা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কৃষ্ণে স্বরূপ, কৃষ্ণের শক্তি, কৃষ্ণের বাসনা, কৃষ্ণের প্রণয়, কৃষ্ণের প্রিয়ত্ব ইত্যাদি সবকিছুই শ্রীরাধাতে অবস্থিত। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত বর্ণনা করিয়াছেন,—"কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকেক ; কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা, রাধিকেকা ন চান্যা।" শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ভূমি কে?—একমাত্র রাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ভূমি। শ্রীকৃষ্ণের অনুপমগুণে গুণান্বিতা প্রিয়া কে?—একমাত্র শ্রীরাধিকা। কৃষ্ণের প্রণয়ভূমি অতুলনীয়া—অদ্বিতীয়া।

প্রেমই জগতের পরতত্ত্ব। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অভিমত ইহাই। সেই কারণে তাঁহারা বলেন যে, আনন্দের পরাকাষ্ঠা 'প্রেম'-পদবাচ্য। প্রেমিক-প্রেমিকার ভাব-বন্ধনের মধ্য দিয়া প্রেমের অভিব্যক্তি।

"যদ্ভাববন্ধনং যুনোঃ বুধাঃ প্রেমা নিগদ্যতে।" —শ্রীল রূপ গোস্বামী

এই ভাব-বন্ধন নিত্য বস্তু। ইহার কোন ক্ষয় নাই—কোন কারণেই ইহার ধ্বংস হয় না। সেই কারণে ভাব-বন্ধনের অপর নাম প্রেম। ভক্ত ভগবানের মধ্যে ভাব-বন্ধন স্থাপিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে শ্রীরাধার চরণাশ্রয় করিতে হয়। কারণ শ্রীরাধাতেই কৃষ্ণপ্রেম স্ফুরিত ও বিকশিত। সুতরাং কৃষ্ণের প্রতি প্রেমপ্রাপ্তিই যদি গৌড়ীয় বৈষ্ণবের একান্ত কাম্যবস্তু হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণপ্রেমের আকর শ্রীরাধার চরণাশ্রয় অবশ্যই প্রয়োজন।

"কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম-রত্নের আকর।
অনুপম-গুণগণ পূর্ণ কলেবর।।" (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৮০)

শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেমময়। তাঁহার সমস্ত সত্তাই কৃষ্ণপ্রেমে বিমণ্ডিত। তাঁহার স্বরূপই তাঁহার দেহ অর্থাৎ স্বরূপ ও দেহ অভিন্ন বস্তু এবং তাহা সম্পূর্ণ কৃষ্ণপ্রেমময়। (ক্রমশঃ)

—*শ্রীভবদ্বন্ধু সরকার*, বসিরহাট, ২৪পরগণা উত্তর.

জীবের কৃত্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৭ পৃষ্ঠার পর]

অন্যাভিলাষিতা, কর্ম্ম ও জ্ঞান—এই ত্রিবিধ ভোগময় পথে বর্ণাশ্রমিগণ ঘোরাফেরা করেন। তাঁদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে যে সুখ লাভ হয়, তাহাও ক্ষণস্থায়ী ও বিনশ্বর, শুদ্ধভক্তগণের ন্যায় তাঁরা নিত্য সুখ পান না। শ্রীহরিতোষণে প্রাকৃত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রযুক্ত হলেও তদ্দ্বারা প্রায়ই ভাগবত ধর্ম্মে রুচি উৎপন্ন হয় না। মহৎ-কৃপা বা সদ্‌গুরুদেবের কৃপা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় রুচি হয় না। শাস্ত্র বলেন,—"শ্রীমদ্‌গুরুকৃপয়া জীবস্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-রুচির্ভবতি।" (ভাঃ ৪।২৮।৩০ টীকা)। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গেয়েছেন,—

"কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি না হইল আমার।।
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল।।" (প্রার্থনা)

চিদ্বিলাসী ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন জীবাত্মার মৃগ্য বস্তু। ভগবানের সেবনধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নাম স্বরূপাবস্থান । বর্ণাশ্রমিগণ প্রবৃত্তিমার্গ ও নির্ব্বত্তিমার্গ—কোনটীর দ্বারাই ভগবানের সেবনধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন না। প্রবৃত্তিমার্গের বিষয়-ভোগ ও নিবৃত্তিমার্গের মুক্তি—কোনটীই ভগবানের সেবন-সম্বন্ধযুক্ত নয়। ভক্তই ভগবানের সেবা করেন, বিষয়ী ভগবানের সেবক হতে পারেন না, আবার বিষয় হতে মুক্ত হলেও নিত্যপ্রিয় ভগবানকে দেখতে পান না। এইরূপ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হতে যে ভুক্তি-মুক্তি লাভ হয়, তা অজ্ঞান হতে জাত। প্রাকৃত বর্ণাশ্রমধর্ম্মে স্থিত হয়ে প্রাকৃত ব্যক্তি ও বস্তুর সঙ্গক্রমে হরিসেবা করলেও তাহা কৃত্রিম হরিসেবা মাত্র ; তদ্দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায় না। সেবোন্মুখতা ব্যতীত হরিসেবা হতে পারে না। বর্ণাশ্রমীদের প্রাকৃত প্রতিবন্ধক থাকায় কৃষ্ণসুখলালসায় অপ্রাকৃত সেবোন্মুখ হতে পারে না। প্রাকৃত ব্যবধান থাকলে অপ্রাকৃতের উপলব্ধি হয় কি? প্রাকৃত বর্ণাশ্রমীদের শ্রবণ-কীর্ত্তনও প্রাকৃত। শাস্ত্র বলেছেন,—"সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন।" (চৈঃ চঃ মঃ ২৩।১০)। বর্ণাশ্রমীদের মধ্যে যেমন ভগবৎপ্রিয় সাধুসঙ্গের অভাব আছে, তেমনই আবার বর্ণাশ্রমিগণ বহু দেবদেবীর উপাসক। তাঁদের মধ্যে বুভুক্ষুগণ—মায়া-বিলাসী অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গী ভোগী, আর মুমুক্ষুগণ—মায়াবাদী অর্থাৎ নিজ কার্য্যের উদ্দেশ্যে জড়ভোগ-ত্যাগী ; এঁদের কেহই শ্রীকৃষ্ণ-চরণে সমর্পিতাত্মা শুদ্ধভক্ত নন। তাই তাঁদের শ্রবণ-কীর্ত্তন ভগবান্ শ্রবণ করেন না ও তিনি তাতে আনন্দলাভ করেন না। কারণ বর্ণাশ্রমীদের শ্রবণ-কীর্ত্তন শুধুমাত্র আচারহীন প্রচার হওয়ায় তাহা কর্ম্মাঙ্গের অন্তর্গত। তাঁদের প্রদত্ত দ্রব্যও ভগবান্ গ্রহণ করেন না ; কিন্তু শুদ্ধভক্তের প্রদত্ত দ্রব্য ভগবান্ সানন্দে প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন এবং এমন কি, ভক্তের দ্রব্য তিনি কেড়ে কেড়ে খান। ভগবানের ভক্তবশ্যতা তাঁর ভক্ত-প্রীতিরই নিদর্শন।—

"ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে।।" (চৈতন্যভাগবত)

শুদ্ধভক্তের অবস্থান চিদ্ভূমিকায়, আর বর্ণাশ্রমীদের অবস্থান প্রাকৃত ভূমিকায়। শুদ্ধভক্তগণ ভগবৎপ্রীত্যর্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগী, আর বর্ণাশ্রমিগণ ভোগী ও কোন কোন ক্ষেত্রে কৃচ্ছ্রত্যাগী বা ফল্গুবৈরাগী। শুদ্ধভক্ত ভগবৎ সেবানুশীলনে সর্ব্বদা মগ্ন থাকা ব্যতীত অন্য কিছুই কামনা করেন না ; কিন্তু বর্ণাশ্রমী কৃচ্ছ্রত্যাগী হলেও অন্তরে স্ব-সুখ-বাসনা পোষণ করেন ও তাঁদের কৃষ্ণোপাসনায় কৃষ্ণাসক্তি থাকে না, কেননা তাঁরা মহতের ও ভগবানের কৃপা-বঞ্চিত। বর্ণাশ্রমী প্রাকৃত সুখের অভাবে বা মনস্কামনা অপূর্ণ থাকলে বা নানা বিপদে পড়লে ভীত হয়ে পড়েন, কিন্তু শুদ্ধভক্ত কোন অবস্থাতেই কখনও ভীত হন না , কারণ তাঁরা স্বর্গ, মোক্ষ ও নরকে তুল্যার্থদর্শী। শুদ্ধভক্তই প্রকৃতপক্ষে 'তৃণাদপি সুনীচ', কিন্তু বর্ণাশ্রমী ভোক্তা, আত্মাভিমানী ও অহঙ্কারী হওয়ায় তাঁদের মধ্যে 'তৃণাদপি সুনীচতা' কোথায়? কোনও বর্ণাশ্রমী বা কোনও পঞ্চোপাসক কি সরল নিষ্কপট অন্তঃকরণে বলতে পারেন—তিনি কেবলমাত্র কৃষ্ণেরই সম্পত্তি, অন্য কারও নন? কোনও বর্ণাশ্রমী বা কোনও পঞ্চোপাসক আত্মনির্ভরতা, অহঙ্কার, সংশয়, লোভ, অন্যাভিলাষ প্রভৃতি দুর্ব্বাসনা পরিত্যাগ করে কি বলতে বলতে পারেন?—

"আমি ত' তোমার,　　তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে?" (শরণাগতি)

"নিজ-বল-চেষ্টা-প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া।।" (শরণাগতি)
"ভাল-মন্দ নাহি জানি সেবা মাত্র করি।
তোমার সংসারে আমি বিষয়-প্রহরী।।
তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয়-চালনা।
শ্রবণ-দর্শন-ঘ্রাণ-ভোজন-বাসনা।।" (শরণাগতি)
"আর যে সংসার মোর নাহি লাগে ভাল।
কাঁহা যাই কৃষ্ণ হেরি—এ চিন্তা বিশাল।।" (গীতাবলী)

শরণাগতির লক্ষণে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু 'আত্মনিক্ষেপ' করার পর 'কার্পণ্য' বা দীনতার কথা ব্যক্ত করেছেন। 'আত্মনিক্ষেপ' অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যতা পরিত্যাগের পর প্রাকৃত অভিমান থাকে না। তখন জীব কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের দাস বা কৃষ্ণের দাস হয়ে যান। আত্মনিক্ষেপের তীব্র আকাঙ্ক্ষা কি কখনও বর্ণাশ্রমীদের হৃদয়ে উদিত হতে পারে? আত্মনিক্ষেপের তীব্র আকাঙ্ক্ষাতেই অকিঞ্চনতার উদয়। বর্ণাশ্রমীদের বা পঞ্চোপাসকদের পক্ষে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে আসক্তি ও অসাধু-সঙ্গ পরিত্যাগ করে অকিঞ্চন হয়ে কৃষ্ণের শরণাগত হওয়া কি সম্ভব?

শরণাগত ভক্ত-সাধকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়,—

"মানস, দেহ, গেহ, যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে, নন্দকিশোর।।
সম্পদে-বিপদে, জীবনে-মরণে।
দায় মম গেলা তুয়া ও-পদ বরণে।।
মারবি রাখবি—যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্য দাস-প্রতি তুয়া অধিকারা।।" (শরণাগতি)

আমরা কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-জ্ঞানের বিপর্য্যয়বশতঃই স্ব-স্বরূপ ভুলে গিয়ে অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে বর্ণাশ্রমরূপ ঔপাধিক ধর্ম্মে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি। তৎফলে আমরা কর্ম্মমার্গে অধঃপাতিত হব। কিন্তু শাস্ত্র আমাদিগকে কর্ম্মমার্গে অধঃপাতিত হতে নিষেধ করে সাবধান-বাণী শুনিয়েছেন,—

"কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে।।" (চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৬৩)
"মুক্তি, কর্ম্ম—দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।" (চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৭১)

মহাভাগবত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গেয়েছেন,—

"কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়।।" (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

সাত্ত্বিকীগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানে, রাজসীগণ কর্ম্মকাণ্ডে ও তামসীগণ অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলে শ্রদ্ধা করে থাকেন। বর্ণাশ্রমিগণই সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী—এই তিন প্রকৃতির শ্রেণীভুক্ত এবং এজন্য মায়িক গুণবিশিষ্ট। বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত জ্ঞানী সন্ন্যাসী হলেও তাঁরা কৃষ্ণভক্তিহীন।

জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।। (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৯)
কেবল জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি বিনা।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান বিনা।। (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২১)

কর্ম্ম, জ্ঞান, ফল্গুবৈরাগ্যরূপ সন্ন্যাস—কোনটীই ভক্তির অঙ্গ নয়। ঐগুলির সাধনে শুদ্ধভক্তি লাভ হয় না। প্রাকৃত বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে ঐগুলিই সাধিত হয়ে থাকে। যে ধর্ম্মে সাধনভক্তি নেই, সেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না এবং আত্মাও সুপ্রসন্ন হয় না। অতএব, বর্ণাশ্রমিগণ বা পঞ্চোপাসকগণ যে প্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিত,—ইহাতে সন্দেহ কোথায়? তাঁরা মায়ার মধ্যে অবস্থান করে তথা মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পরিভ্রমণ করে মায়িক বস্তুগুলিকে ও মায়িক গুণগুলিকে শ্রেয়ঃ বলে মনে করেন। ঐরূপ মায়িকগুণে আকৃষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে মায়াকে পরিত্যাগ করা কি সম্ভব? কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ ভগবদিচ্ছায় বা ভগবদাজ্ঞায় কখনও মায়ার মধ্যে বিচরণ করলেও তাঁরা বা তাঁদের আত্ম সাক্ষাৎ চিদ্ধামে পরমানন্দে মগ্ন থাকেন ; মায়া তাঁদের কেশ স্পর্শ করতে পারে না এবং তাঁরা কখনও মায়ার দ্বারা প্রলোভিত বা আকৃষ্ট হন না। শাস্ত্র বলেছেন,—

"মায়াকে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু-গুরু-কৃপা বিনা নাহিক উপায়।।"
"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয়, সংসার যায় ক্ষয়।।" (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৪৯)

কৃষ্ণভক্তসঙ্গে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় কালাতিপাত করলে ধীরে ধীরে মায়ার

আকর্ষণ অতি সহজেই অপগত হয়। শুদ্ধভক্ত কুলধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, মুক্তি প্রভৃতিকে অতি তুচ্ছ বোধ করেন। উদাহরণ-স্বরূপে শ্রীল ভরত মহারাজের প্রসঙ্গ এস্থলে উত্থাপন করছি,—

"যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ।।" (ভাঃ ৫।১৪।৪৪)

অর্থাৎ—"দুস্ত্যাজ্য পুত্র, স্বজন, অর্থ, পত্নী এবং দেবতাদিগেরও প্রার্থনীয়া রাজ্যশ্রীকেও শ্রীভরত মহারাজ যে অভিলাষ করেন নি, তাহা তাঁর পক্ষে উচিতই হয়েছে। যেহেতু তাঁর ন্যায় কৃষ্ণসেবানুরক্তমনা সাধুদিগের পক্ষে যখন নির্ব্বাণমুক্তিও তুচ্ছ, তখন পার্থিব সুখের ত' কথাই নেই।" (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩১ পৃষ্ঠার পর]

মানুষকে বলা হয় Rational being। যদি আমরা Animality কে বাড়িয়ে তুলি তাহলে Rationality থাকে কোথায়? মানবের মানবত্ব কোথায় থাকে তাহলে? কেবলমাত্র শুধু আমরা খাওয়া, পরা, থাকা নিয়েই যদি থাকি, তাহলে মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি করা হচ্ছে? "মানুষ আকার, হইলে কি হয়, করহ ভূতের কাম।"—শাস্ত্রের কথা। সেটা পদকর্ত্তা এইভাবে রচনা করেছেন। আমাদের করণীয় কি? দায়িত্ব কি মনুষ্য-জীবনে?—একথা ত' শাস্ত্রে বুঝানো হয়েছে।

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ।।"
"কে তুমি কোথা ছিলে, কি করিতে হেথা এলে।
কিবা কাজ করে গেলে, পাবে কি সুখ জীবনে।।"

এ সব ত' প্রশ্ন, তত্ত্বজিজ্ঞাসা। এসব প্রশ্নের উত্তর শাস্ত্রে সুন্দরভাবে দেওয়া আছে। কিন্তু আমরা যদি সেটা ঠিক ঠিক আলোচনা না করি, অভ্যাসযোগের মধ্যে না রাখি, অনুশীলন না করি, তাহলে এসব তত্ত্বদর্শন জানব কি করে, বুঝব কি করে? শুধু ত' আমরা জেনে রেখেছি তিনটে জায়গা, অন্ততঃ শুনছি। তিনটে জায়গায় ত' যেতে পারছি না, একটা জায়গায় আছি আমরা—যার নাম ভূলোক। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ—এই তিনটে পর্য্যন্ত কোনরকমে আমরা খবর রাখি। কিন্তু এই তিনটে ত' ভাল কিছু নয়। ভূলোক, ভুবলোক এবং স্বর্লোক—ভোগিগণের স্থান। তারপরে আরও চারটে লোক আছে। ক্রমশঃ ক্রমশঃ উন্নত, উন্নততর অবস্থা বলা হয়েছে সেখানে।

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে যারা বাস করলেন, পরে যারা আবার সংসারে প্রবেশ করলেন,

তাদের জন্য একটা লোক। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য যারা পালন করছেন, তাদের জন্য একটা লোক। তারপর একটা লোক আছে বাণপ্রস্থীদের জন্য এবং একটা লোক আছে সন্ন্যাসীদের জন্য। এই সাতটাই জড় ব্রহ্মাণ্ড, এতে কোন ভাল কথা নেই। সূক্ষ্ম ব্যাপার কিছু আছে। জড়স্থূল ও জড়সূক্ষ্ম—এতেই সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য—এই সপ্ত ঊর্দ্ধলোক। অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল—এই সপ্ত অধঃলোক। এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড খুব ভাল জায়গা নয়। বদ্ধাবস্থা। শাস্ত্র বলছেন—জেলখানা। জেলখানাকে কি কেউ বলবেন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত স্থান? লোহার শিকল দিয়ে যদি কেউ আমাকে বাঁধে, তাহলে বদ্ধদশা ; রূপোর শিকল দিয়ে যদি কেউ আমাকে বাঁধে, তাহলে বদ্ধদশা ; আর স্বর্ণশৃঙ্খল দিয়ে যদি কেউ আমাকে বাঁধে, তাহলেও বদ্ধদশা। বুঝতে হবে এটা। ভাল অবস্থা আছে, খুব ঊর্দ্ধ অবস্থাও আছে সাধন-ভজনের ফল। সে শিক্ষা ত' আমাদের হয়নি। বাচ্চা বয়স থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি আমরা সে শিক্ষা শুধু এই খাওয়া, পরা, থাকা ; তার বেশী কিছু নয়। কোনরকমে এই সংসারে বেঁচে থাকা যায় কিভাবে—সেই শিক্ষাই পেয়েছি। বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা সব এই শিক্ষাই দিচ্ছে আমাদের। নীতি-আদর্শ শিক্ষা দিচ্ছে না তারা। কিন্তু নীতি-আদর্শকে বাদ দিয়ে কি মানুষ মনুষ্যত্ব পেতে পারে?

মানুষকে যে সৃষ্টি করলেন ভগবান্, তার ভিতরে Classification রয়েছে। নিরীশ্বর-নির্নৈতিক—নীতি মানে না, ঈশ্বরও মানে না একটা দল। তারপর বলছেন—নিরীশ্বর-নৈতিক—তারা জড়নীতি মানে, কিন্তু ভগবান্ মানে না। তারপর সেশ্বর-নৈতিক—নীতি-আদর্শ মানে, ভগবানকে মানে। চেতনতার ক্রমবিকাশ অনুসারে মানুষের মনুষ্যত্ব এসেছে। এই মানুষ সাধন-ভজন করতে পারে, অপ্রাকৃত-ভূমিকায় যেতে পারে সাধন-ভজনের দ্বারা।

সৃষ্টি যখন হল তখন ত' সব Nutral। Fail করলাম যারা আমরা, তারা এ সংসারে এসে পড়েছি। কর্ম্ম-কর্ম্মফল ভোগ করছি। আর রুচি পরীক্ষায় পাশ করা লোক যাঁরা (নিত্যমুক্ত), তাঁরা ত' সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে চলে গেছেন। আমরা হলাম নিত্যবদ্ধ। নিত্যবদ্ধ হলেও আমরা আবার সাধন-ভজনের দ্বারা সেই স্থান লাভ করতে পারি—একথা শাস্ত্রে বুঝানো আছে। গীতার মধ্যে ভগবান্ তাঁর প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করে বলছেন,—"অর্জ্জুন, এখানে কেন কষ্ট পাও তুমি, আমার ধামে চল, আমার কাছে চল। সেখানে গেলে এখানকার কোন কষ্ট তোমার থাকবে না।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো না পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।।

আমাদের সকলেরই বাড়ী ত' সেখানে ছিল। সেটা হারিয়েছি কেন? ভগবানকে ভুলে, রুচি পরীক্ষায় ফেল করে এ জগতে এসে পড়েছি। ফেল করেই থাকব কি চিরদিন? আমাকে পাশ করতে হবে না? উন্নতভাব আমাকে লাভ করতে হবে না? এখানে কি খুব ভাল আছি আমরা? যেখানে সুখ-শান্তির লেশমাত্র নেই, দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তিকেই যেখানে মানুষ বলছে সুখ-শান্তি, সেখানে থেকে আমরা কি খুব আনন্দে আছি ? বেশ ত' আছি মশায়, তবে কেন কেষ্ট, বিষ্টু এসব কথা? আশ্চর্য্য লাগে!

পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়।।
'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস'—এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে।।

কেন আমরা এই ভুলের মধ্যে চিরদিন থাকব? যদি সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট থেকে, শাস্ত্র থেকে, মুনি-ঋষিগণের বাক্য থেকে, গুরু-গোস্বামিগণের বাক্য থেকেই বুঝতে পারছি যে আমরা বিদেশে আছি, জেলখানায় আছি, তাহলে আমরা তা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করব না? কিন্তু বিষ্ণুমায়া, জড়মায়ার এমনই প্রভাব যে, জেলখানায় থাকতে ইচ্ছা সকলের। পুরানো কয়েদী Release হয়েছে জেলখানা থেকে, যেতে চাচ্ছে না। আরও যে-সব চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, বদমায়েস আছে তাদের ধরে কাঁদছে—'তোদের ছেড়ে যাব না, তোদের ছেড়ে যাব না।' আরে বেটা বেঁচে গেলি, আবার কান্না! যাবার সময় বলে যাচ্ছে—আমি আবার আসব। বাইরে গিয়ে আবার চুরি, ডাকাতি করে আবার জেলে ফিরে আসছে। এই ত' অবস্থা। সে ত' ভাল-মন্দ ঠিক বোঝে না। বদ্ধাবস্থাকেই সে মনে করছে খুব ভাল অবস্থা, সুখ-শান্তির অবস্থা। "দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়।"—একথা তারা বোঝে না।

ভগবান্ মানুষ করে যখন সৃষ্টি করেছেন আমাদের তখন তার পরিচয় দিতে হবে আমাদের। আমরা মানুষ, মানুষের মত বেঁচে থাকতে চাই। মানুষের মত কি করে বেঁচে থাকা যাবে? মানুষের মত কাজ করলে তবে ত'। পশুর মত কাজ যদি হয়, তাহলে ত' আর মনুষ্যোচিত কাজ হল না। সেইজন্যই ত' পদকর্ত্তা এই কথা বলেছেন,—"মানুষ আকার, হইলে কি হয়, করহ ভূতের কাম।" "ভারতভূমিতে, মানুষ জনম, আর কি এমন হবে?"—কেন পদকর্ত্তা একথা বললেন? ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছ তুমি, তুমি ভারতীয় হও অর্থাৎ নীতি-আদর্শপরায়ণ হও, সাধন-ভজন কর—একথাগুলো ভুলে গেলে হবে কেন? প্রাকৃত কবি তিনিও ত' বলছেন,—

"হেথা একদিন, বিরামবিহীন, মহা হুঙ্কার ধ্বনি।
হৃদয়তন্ত্রে, একের মন্ত্রে, উঠেছিল রণরণি।।"

তিনিও ত' স্বীকার করছেন এটা। যদ্যপি বাস্তবে স্বীকার করেননি ভগবানের ভগবত্তা, তাঁর লীলাবৈশিষ্ট্য মানতে পারেননি, কিন্তু আবার মেনে বসে আছেন। কোথায়?—

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে।"

তাহলে ত' ভগবানের শ্রীচরণ আছে—মেনে নিয়েছেন বিশ্বকবি। সেই চরণের তলে ধূলা থাকে, তা মেনে নিয়েছেন। সেই ধূলায় ধূসরিত হতে চাচ্ছেন কবি। সুতরাং Theory মেনে নিলেন। ভগবানকে মেনে নিতে হল, ভগবানের চরণ মেনে নিতে হল এবং সেই চরণে ধূলা থাকে, তাও মেনে নিতে হল। সব জিনিসটা এইভাবে বুঝতে হবে।

ব্রহ্মার জ্ঞান কম ছিল না। তাঁর নাম ত' লোকপিতামহ ব্রহ্মা। পূর্ণজ্ঞান আছে তাঁর। এহেন ব্রহ্মা দেখাচ্ছেন আমিও ভগবানের লীলা বুঝে উঠতে পারলাম না। ক্ষমা কর ঠাকুর, বড় অহঙ্কার ছিল আমার—আমি সব বুঝে নিয়েছি, সব বুঝে নেব।

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্তা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ।।

আমি পূর্ণ জ্ঞান নিয়েও তোমাকে জানতে পারলাম না। বুঝতে পারলাম না সেই অধোক্ষজ তত্ত্ব, অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব। যে ইন্দ্রিয় পেয়েছি আমরা তা Defective organ। তাও অহঙ্কারে মরছি আমরা। চোখ আছে, সবটা দেখতে পাই না। তার একটা Range আছে, তার বাইরে দেখতে পাই না। কান আছে, তার Rangeএর বাইরে শুনতে পাই না। এই ত' আমাদের দুরবস্থা, অথচ অহঙ্কার কি—সব জেনে নেব, সব বুঝে নেব, সব শিখে নেব। এ অহঙ্কার আসে কেন আমাদের?—মায়া, 'মীয়তে অনয়া ইতি মায়া'। Speculationএর ত' তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না। আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তির বাইরে বহু কিছু জিনিস আছে, সে-সম্বন্ধে আমাদের কোন বাস্তব ধারণা—Concrete idea নেই। তাহলে কেন আমরা অহঙ্কার করি? সেই কথাই শিখাচ্ছেন শাস্ত্রে। শাস্ত্র আমাদিগকে সেটা জানিয়েছেন, বুঝিয়েছেন।

শাস্ত্র মানে ভগবানের সাক্ষাৎ মুখের বাণী। আর কিছুকে শাস্ত্র বলে না। পরোক্ষবাণী হল শাস্ত্র। পরোক্ষবাণী কি? বেদ ভগবানের নিঃশ্বসিত বাণী, অপৌরুষেয় বাণী, Indirect speach।

পরোক্ষবাদো বেদোয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা।।

বাচ্চা শিশু আমরা, ভগবানের সন্তান আমরা, কিন্তু সেই চিন্তা কোথায়? শাস্ত্র যে বলছেন—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"—অমৃতের সন্তান আমরা, ভগবানের সন্তান আমরা। এই জগতের মাতাপিতারা ত' তাহলে বৃথা হয়ে যাবেন। তাঁরা ত' মাঝখানে আছেন। সর্ব্বোপরি Guardianএর সন্তান আমরা। 'সর্ব্বে ব্রহ্মজা ব্রাহ্মণা ভবন্তি।'—কথাগুলো ত' রয়েছে শাস্ত্রে, অস্বীকার করা যাবে? অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আমরা যদি সবই ভগবানের সন্তান তাহলে আবার কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ বৈশ্য, কেউ শূদ্র এসব হচ্ছে কেন? গোত্র জিজ্ঞাসা করলে আমরা সবাই বলি কোন ঋষির নাম। ঋষিগণ কে ছিলেন? ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোন কিছু কি ছিলেন? তাঁদের সন্তান হয়ে আমরা বিভিন্ন ধরণের হয়ে গেলাম কেন? এর ইতিহাস কি? শাস্ত্রে এর ইতিহাস বলা আছে। আমরা যথার্থভাবে সেই ধর্ম্ম পালন করতে পারিনি। Degraded–পদাবনতি। এখানে সেই কথা বলা আছে। 'সর্ব্বে ব্রহ্মজা ব্রাহ্মণা ভবন্তি'—হরিভজন করলে, সাধন-ভজন করলে সবাই উন্নীত হতে পারে—সেই কথা শাস্ত্রে লেখা আছে। কেন তা মানছি না আমরা? Universal truth কেন মানছি না? শাস্ত্র যে অধিকার দিয়ে রেখেছেন, সে অধিকার কেন মানছি না আমরা? যারা ভগবানের সেবা করবে, ঈশ্বরের উপাসনা করবে, তারা সবাই ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রের একথা কেন কানে যাচ্ছে না? গীতা, ভাগবতে একথা বুঝানো আছে। আলোচনার অভাব। আমাদের জন্য সব পড়ে আছে, কিন্তু আমরা ওগুলো আলোচনা করি না, অনুশীলন করি না। এগুলো জানতে হবে, বুঝতে হবে। এগুলো জানতে গেলে, বুঝতে গেলে একজন Mediator দরকার। সেই Mediator-এঁর নাম হল সদ্‌গুরু। তিনি জানিয়ে দিতে পারেন, বুঝিয়ে দিতে পারেন।

গুরুতত্ত্ব অখণ্ড তত্ত্ব। গুরু বহু রকমের। দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু, ভজনগুরু, বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু, চৈত্যগুরু, মহান্তগুরু। শিক্ষাগুরু বহু আছে। Category সব আছে। কিন্তু শিখতে হবে ত' আমাদের। বিভিন্ন ধরণের শিক্ষাগুলো ত' আমাদের নিতে হবে। আমরা যদি কিছুই না স্বীকার করি, তাহলে কোথা থেকে পাব? বাচ্চাবয়সে অ, আ, ক, খ শিখতে ত' গুরু লেগেছে। পরে ক্রমশঃ ক্রমশঃ কর, খল, ঘট হয়েছে। অস্বীকার করছি কেন? আমাদের থেকে যাঁরা কিছু বেশী জেনেছেন, শিখেছেন, বুঝেছেন, তাঁদের ত' মানতেই হয়, তাঁদের কাছ থেকেই ত' শিক্ষা নিতে হয়। আমরা এটা Ignore করছি কেন? এটা কি বুদ্ধিমত্তা? সব জিনিসটা কি আমরা ইন্দ্রিয়বৃত্তির দ্বারা যাচাই করে নিতে পারি? (ক্রমশঃ)

পাশ্চাত্ত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম-প্রচার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৬ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ বিদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে আসিয়া সিঙ্গাপুরে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ব্যাসপূজা এবং নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ব্যাসপূজা বিপুল সমারোহের সহিত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। সিঙ্গাপুরে প্রচারপার্টির ৩৫ জন সদস্য ছাড়াও মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে প্রায় ২৫০ জন ভক্ত উক্ত ব্যাসপূজা-মহোৎসবে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীল মহারাজ পরম গুরুদেবের বহুমুখী প্রতিভার কথা আলোচনা করেন। তিনি একাধারে শ্রীল জীব গোস্বামী ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর ন্যায় দার্শনিক এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ন্যায় রসিক বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার লিখিত মায়াবাদের জীবনী গ্রন্থ এবং শ্রীমঙ্গলারতি ইহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

কোন একসময় শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমাকালে শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের কতিপয় শিষ্য শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ, মথুরাতে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, শ্রীমদ্ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ প্রধান ছিলেন। শ্রীমদ্ হৃষীকেশ মহারাজ বিনীতভাবে তাঁহার সতীর্থগণের নিকট নিবেদন করেন যে,—বহুদিন হইতে আমার মনে একটী জিজ্ঞাস্য আছে, আমি তাহা সামঞ্জস্য করিতে পারিতেছি না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই,—

"জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা শক্তি' 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'।।"

জীব কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তটস্থাশক্তি হইতে প্রকাশিত হওয়ার জন্য জীবের স্বরূপও কি তটস্থ? যাহার যেমন সঙ্গ হইবে তাহার প্রতি সেইরূপ প্রভাব পড়িবে কি?

সকলের অনুরোধে প্রপূজ্যচরণ শ্রীধর মহারাজ বলিলেন,—জীব তটস্থাশক্তি হইতে প্রকটিত হইলেও তাহার স্বরূপ কিন্তু স্থির। স্বরূপ কখনও পরিবর্ত্তন হইবে না। অনেকে যুক্তি দেখান—ত্রিমল্ল ভট্ট, বেঙ্কট ভট্ট এবং প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রথমে লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবক ছিলেন, পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গপ্রভাবে তাঁহারা যুগলকিশোরের সেবায় নিযুক্ত হন। এই পূর্ব্বপক্ষের বিচার খণ্ডনে শ্রীল মহারাজ বলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর মিলনের পূর্ব্বপর্য্যন্ত উপযুক্ত সঙ্গাভাবে তাঁহাদের স্বরূপ উদিত হয় নাই, আচ্ছাদিত ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গপ্রভাবে তাহা প্রস্ফুটিত হইয়াছে মাত্র, পরিবর্ত্তিত হয় নাই। যদি তাহাই হইত তবে শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামীর সঙ্গপ্রভাবে নিজ কনিষ্ঠভ্রাতা অনুপমের স্বরূপ পরিবর্ত্তন হইল না কেন? সর্ব্বোপরি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গপ্রভাবে শ্রীমুরারি গুপ্তের স্বরূপ অপরিবর্ত্তিত রহিল কেন? অতএব জীবের স্বরূপ স্থির, নিত্য এবং অপরিবর্ত্তনশীল। তিনি নিজ মন্তব্য ব্যক্ত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন,—পূজ্যপাদ কেশব মহারাজ, এ বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত কি? পরমারাধ্য শ্রীল পরম গুরুদেব ধীর গম্ভীরভাবে বৈষ্ণবগণকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজের সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত ও শাস্ত্রসঙ্গত। যদি সঙ্গপ্রভাবে স্বরূপ পরিবর্ত্তন হইত তাহা হইলে একই গঙ্গাতীর, একই মালী, অনুকূল জলবায়ু প্রাপ্ত হইয়াও মালীদ্বারা রোপিত বিভিন্ন বীজ হইতে বিভিন্নপ্রকার গাছ ও ফল না হইয়া একইপ্রকার গাছ ও ফল হইত। একই স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টি সংযোগে ঝিনুকে মুক্তা, হাতীর মাথায় গজমুক্তা, সাপের মাথায় মণি, গরুতে গোরচনা, কলাগাছে কর্পূর, বাঁশে বংশলোচন কেন? সর্ব্বত্র সমবস্তু হইতেছে না বা হওয়া সম্ভব নয়। যাহার Potencyতে যাহা আছে, তাহাই হইবে, কখনও পরিবর্ত্তন হইবে না। তদ্রূপ জীবের স্বরূপও স্থির ও নিত্য, সঙ্গপ্রভাবে পরিবর্ত্তন হইবে না, স্বরূপের অধিকার অনুসারে উন্নত হইবে মাত্র।

এই সিদ্ধান্তের শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়া তিনি বলেন যে, একই গুরুর (জৈবধর্ম্মে) দুই শিষ্য ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার। একজনের হইল সখ্যরস, অন্যজনের মধুররস। সঙ্গপ্রভাব দুজনের উপর সমান কার্য্যকরী হইল না কেন? গুরু নারদ ঋষি তৎশিষ্য দক্ষপুত্রগণ, ধ্রুব মহারাজ (সকাম ভক্ত), প্রহ্লাদ মহারাজ (জ্ঞানীভক্ত), বাল্মিকী মুনি (রামভক্ত), ব্যাসদেব (শ্রীকৃষ্ণভক্ত)। সঙ্গপ্রভাবেই যদি স্বরূপ স্থির হইত তাহা হইলে শ্রীদেবর্ষির প্রভাবে বিভিন্ন ভক্তের উপর ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব পড়িত না। অতএব জীবের স্বরূপ স্থির, অপরিবর্ত্তনশীল, নিত্য।

জীব-স্বরূপের বিচার শ্রবণ করিয়া পূজ্যপাদ শ্রীহৃষীকেশ মহারাজ বলিলেন, এত সুন্দর সিদ্ধান্ত শুনিয়া আমার জীবন আজ সার্থক হইল। সভাস্থ সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন—'পূজ্যপাদ শ্রীকেশব মহারাজ কি জয়', 'পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীধর মহারাজ কি জয়'।

সিঙ্গাপুরে শ্রীব্যাসপূজাতে ইণ্ডিয়ান্ চেম্বার অব্ কমার্স-এর সভাপতি এবং সিঙ্গাপুর চেম্বার অব্ কমার্স-এর সহ-সভাপতি শ্রীদাউদয়াল দাসাধিকারী (গুপ্তা), মালয়েশিয়ার খ্যাতনামা সাংবাদিক আশালতা দেবী প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীগৌররাজ দাসাধিকারী শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়া শ্রীসমিতির বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের শ্রীব্যাসপূজা-তিথিতে তাঁহার বন্দনা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রীল মহারাজ বলেন,—

"নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি-নামিনে।।"

সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে 'নমঃ'-শব্দের তাৎপর্য্য জানিতে হইবে। ন = না, ম = জড়ীয় অহঙ্কার। জড়ীয় অহঙ্কারের মধ্যে জড় শরীরের প্রতি 'অহং মম ভাব' সর্ব্বপ্রধান। এই জড়ীয় অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে শ্রীল প্রভুপাদের শরণাগত হইতে হইবে। 'বিষ্ণুপাদায়'-শব্দের তাৎপর্য্য—(১) বিষ্ণুপাদ অর্থাৎ বিষ্ণুর ধাম। যিনি বিষ্ণুধামের সেবা করিতে সমর্থ। (২) বিষ্ণুপাদ অর্থাৎ বিষ্ণুর চরণ। যিনি বিষ্ণুর পাদপদ্মের সেবা প্রদান করিতে পারেন। (৩) বিষ্ণু যাহার মাধ্যমে বিচরণ করেন। কেননা 'বৈষ্ণব-হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।' প্রভুপাদের ন্যায় উত্তম অধিকারীর সমস্ত ক্রিয়াই কৃষ্ণপ্রীতিমূলা। বিষ্ণু কে? 'ব্যাপ্নোতি ইতি বিষ্ণু' অর্থাৎ যিনি সর্ব্বব্যাপী। সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্ব সর্ব্বব্যাপী, লীলাবতার, যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার, সমস্ত স্বাংশ এবং পরাবস্থরূপ। কাহার পাদপদ্মের সেবা প্রদান করিবার জন্য প্রভুপাদ জগতে আসিয়াছিলেন?—শ্রীকৃষ্ণের সেবা প্রদান করিবার জন্য। কোন্ কৃষ্ণ? কৃষ্ণের প্রণাম-মন্ত্রে দেখিতে পাই,—

"হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত! নমোহস্তু তে।।"

করুণাসিন্ধু কৃষ্ণের সেবা? দীনবন্ধু কৃষ্ণের? জগৎপতি কৃষ্ণের? না, না, না,। তবে গোপেশ কৃষ্ণের? না। গোপিকাকান্ত কৃষ্ণের? না, তাহাও নহে। তবে কোন্ কৃষ্ণের সেবা প্রদান করিবার জন্য প্রভুপাদ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? রাধাকান্ত কৃষ্ণের। শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী কি গোপিকা নন? তবে গোপিকাকান্ত অপেক্ষা রাধাকান্তের বৈশিষ্ট্য কোথায়? গোপিকাকান্ত বলিলে বিপক্ষদলের নায়িকা চন্দ্রাবলীরও কান্ত তিনি, কিন্তু রাধাকান্ত বলিলে স্বাধীনভর্তৃকা শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীরই কান্ত কৃষ্ণ। অতএব প্রভুপাদ রাধাকান্তের সেবাশিক্ষা প্রদান করিবার জন্যই আসিয়াছিলেন। শ্রীমতী রাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা প্রিয়তমা বা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠা। এইজন্য প্রণাম-মন্ত্রে 'কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায়' (কৃষ্ণপ্রেষ্ঠার সেবাসৌষ্ঠব জগতে প্রচারের জন্য) শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—প্রণাম-মন্ত্রে ত' 'বিষ্ণুপাদায়' শব্দ আছে। তাহলে কৃষ্ণ কি বিষ্ণু?—হ্যাঁ, বিষ্ণুতত্ত্বের চরম। প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়ে দেখিতে পাই—"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ।" শ্রীকৃষ্ণই বিষ্ণুতত্ত্বের চরম হওয়ার জন্য প্রণাম-মন্ত্রে 'বিষ্ণুপাদায়' শব্দের অবতারণা যুক্তিসঙ্গত ও শাস্ত্রসম্মত। এইরূপে শ্রীল মহারাজ সমস্ত প্রণাম-মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

১৩।১২।৯৮ তারিখ Choa Chu Kang Driveএ নামী অপেক্ষা নামের বৈশিষ্ট্য' এবং চিত্রকেতু মহারাজের উপাখ্যান, ১৪।১২।৯৮ তাং এ ভক্তির সংজ্ঞা—মর্য্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামলীলা হইতে উদাহরণ, ১৫।১২।৯৮ শ্রীরূপশিক্ষায় 'সেচনজল পাওয়া উপশাখা বাড়ি' যায়।' 'উপশাখা' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীল মহারাজ বলেন,—উপশাখা দুই প্রকার—আগাছা ও উপশাখা। সাধক মালী এক উপশাখাকে সমূলে উৎপাটন করিয়া এবং অন্য উপশাখাকে

কাটিয়া ছাঁটিয়া ভক্তিলতাকে রক্ষা করিবে। এইরূপ না করিলে মূলশাখা স্তব্ধ হইয়া যাইবে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে না। ১৬।১২।৯৮ শ্রীমন্মহাপ্রভুর গয়াগমন-প্রসঙ্গে সাধক-জীবনে গুরুদেবের আবশ্যকতা ও ভূমিকা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন।

১৭।১২।৯৮ তারিখে শ্রীল মহারাজ সিঙ্গাপুর হইতে ইন্দোনেশিয়া যাত্রা করেন। ১৭।১২।৯৮ হইতে ২১।১২।৯৮ পর্য্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার বালীতে প্রচারকালে শ্রীল মহারাজ মনঃশিক্ষা এবং উপদেশামৃতের কতিপয় শ্লোকের ব্যাখ্যা, গৌরনাগরীবাদ খণ্ডন, কর্ম্ম, অকর্ম্ম, বিকর্ম্মের ব্যাখ্যা, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ২০।১২।৯৮ তারিখে নির্ম্মীয়মান্ শ্রীঅনন্ত গৌড়ীয় মঠ দর্শন করেন। ২২।১২।৯৮ তাং এ অষ্ট্রেলিয়ার পার্থে গমন ও শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠে অবস্থান। ২২।১২।৯৮ হইতে ২৭।১২।৯৮ পর্য্যন্ত পার্থে অবস্থানকালে শ্রীজীব গোস্বামীর তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে তাঁহার জীবন-চরিত, শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন। শ্রীল জীবগোস্বামী একবার স্বীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীরূপ গোস্বামীর সেবা করিতেছিলেন। তখন শ্রীবল্লভাচার্য্য বৃন্দাবনে আগমন করেন এবং শ্রীরূপগোস্বামীর গ্রন্থ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু সংশোধনের প্রস্তাব দেন। তৃণাদপি সুনীচের মূর্ত্তিমান্ প্রতীক শ্রীল রূপ গোস্বামী তাহা স্বীকার করিয়া লইলেও শ্রীজীব গোস্বামী যমুনাঘাটে গিয়া শ্রীবল্লভাচার্য্যকে শাস্ত্রবিচারে পরাস্ত করেন। পরে শ্রীবল্লভাচার্য্য বালক জীব গোস্বামীর প্রশংসা করিলে শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীজীবের অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। শ্রীরূপ গোস্বামী বৃদ্ধ বল্লভাচার্য্যকে সম্মান করিতে চাহেন। কিন্তু বল্লভাচার্য্য ভাবেন শ্রীরূপ গোস্বামী বালক শ্রীজীব গোস্বামীর দ্বারা আমাকে অপমানিত করিয়াছেন। এইজন্য শ্রীরূপ গোস্বামী নিজ শিষ্যকে শাসন করিয়া প্রকৃতই বিচার করিয়াছেন। পরমারাধ্য গুরুদেবের লেখনীতে ভুল সংশোধন করিবার শ্রীবল্লভাচার্য্যের বাহাদুরিকে শ্রীজীবগোস্বামী শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা নিস্তব্ধ করিয়া সৎশিষ্যের কর্ত্তব্য করিয়াছেন। ২৪।১২।৯৮ তারিখ পর্য্যন্ত শ্রীল জীব গোস্বামীর সন্দর্ভের বিচার লইয়া বিশেষ আলোচনা হয়।

২৫।১২।৯৮ তারিখে যীশুখৃষ্টের জন্মদিন প্রসঙ্গে শ্রীল মহারাজ বলেন, যীশু নিজেকে খৃষ্ট অর্থাৎ ভগবানের সন্তান বলেন। এই 'খৃষ্ট' (Christ) শব্দ কোথা হইতে আসিল?—কৃষ্ণ-শব্দ হইতে। যীশু ভারতে আসিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। Krishna (সংস্কৃত), Krushna (ওড়িয়া), Krista (ল্যাটিন্), Christos (গ্রীস্), Christ (ইংরাজী)। বাইবেলে ভগবানের রূপ স্বীকার করা হইয়াছে। "God created man after his own image." বর্ত্তমান খৃষ্টান্‌গণ ভগবানের রূপ স্বীকার না করিয়া বাইবেলের অবমাননা করিতেছে। যদি তাহারা রূপ না মানেন তাহলে Churchএর রূপ দেওয়ার কি প্রয়োজন? মুক্ত আকাশের নীচে উপাসনা করিতে পারেন। যীশু বলিয়াছেন,—"Our father who are in heaven holloth be thy name (oh! father who are in heaven your name will be glorified) what is that name? ঐ নামই মহামন্ত্র। অতএব সকলেই প্রকারান্তরে শ্রীনামের মহিমা স্বীকার করিয়াছেন।

২৭।১২।৯৮ তারিখে শ্রীল মহারাজ সিড্‌নীতে নাম-মহিমা বর্ণন করেন। ২৮।১২।৯৮ Gold Coast হইয়া Murwilliumbah আগমন। ২৮।১২।৯৮—৪।১।৯৯ পর্য্যন্ত

তথায় অবস্থানকালে একদিন সদ্য প্রতিষ্ঠিত শ্রীগিরিরাজ গৌড়ীয় মঠে এবং শ্রীব্রজবল্লভ প্রভুর বাসভবনে ভক্তিতত্ত্বের বিচার ও মনঃশিক্ষা বিশেষরূপে আলোচনা করেন। ভজনকারীর গতি কোথায়—ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রীল মহারাজ পূর্ব্বাচার্য্যগণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন,—(১) বিধিমার্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনে **গোলোক** প্রাপ্তি। (২) মধুরভাবের প্রতি লোভ কিন্তু বিধিমার্গে ভজন করিলে শ্রীরাধা ও সত্যভামা ঐক্যবশতঃ **দ্বারকা** প্রাপ্তি। (৩) মধুর ভাবের প্রতি লোভ রাগমার্গে ভজন—**বৃন্দাবন** প্রাপ্তি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা ব্যতীত যুগলকিশোরের কৃপা সম্ভব নয়। দাস্যভাবে মহাপ্রভুর ভজন করিলে সিদ্ধাবস্থায় মহাপ্রভু যুগলকিশোররূপে দর্শন দিবেন।

২৯।১২।৯৮ তারিখে শ্রীপাদ শুভানন্দ ব্রহ্মচারী এবং শ্রীমাধব ব্রহ্মচারী শ্রীল মহারাজের সহিত ফিজীতে প্রচারে যোগদান করেন। ৪।১।৯৯ হইতে ৬।১।৯৯ পর্য্যন্ত Brisbane প্রচারে শ্রীনাম-মহিমা আলোচনাকালে বাল্মিকী, অগস্ত্য, হনুমান, প্রহ্লাদ মহারাজ ও হরিদাস ঠাকুরের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়।

৭।১।৯৯ তারিখে সদলবলে শ্রীল মহারাজ ফিজীতে প্রচারের প্রধান স্তম্ভ শ্রীকান্তিলাল পুঞ্জার বাসভবনে পৌঁছান। ফিজীতে থাকাকালীন শ্রীল মহারাজ Lautoka, Nadi, Suva, Nasuri, Labasa প্রভৃতি স্থানে শ্রীহরিকথা প্রচার করেন। ফিজীতে মনুষ্য জীবনে ভজনের প্রয়োজনীয়তা, বৈষ্ণবসেবার উৎকর্ষ, শ্রীনৃগ মহারাজের উপাখ্যান, শ্রীব্যাস-নারদ-সংবাদ, ধ্রুব মহারাজের উপাখ্যান, শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষা, ভরত মহারাজের চরিত্র ও রহূগণ রাজার প্রতি উপদেশ, পুরঞ্জন উপাখ্যান, ভবাটবী, শ্রীকৃষ্ণের প্রাকট্য ও জন্ম, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, দামবন্ধন-লীলার রহস্য ও শিক্ষা, সনাতন ধর্ম্ম, প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গ, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী ও শ্রীল বিশ্বনাথ ঠাকুরের জীবন-চরিত, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের জীবনচরিত ও শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন।

২৮।১।৯৯ হইতে ৩১।১।৯৯ পর্য্যন্ত মেলবোর্ণে প্রচারকালে ভজনের প্রারম্ভিক অবস্থায় কীর্ত্তন অপেক্ষা শ্রবণের প্রাধান্য, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জীবনচরিত ও শিক্ষা বিশেষভাবে আলোচিত হয়। ১।২।৯৯ তারিখে মেলবোর্ণ হইতে সিঙ্গাপুরে আগমন। সিঙ্গাপুরে শ্রীগৌররাজ দাসাধিকারীর বাসভবনে পরমগুরুদেবের ব্যাসপূজা ও তাঁহারই জীবনচরিত ও শিক্ষা হরিকথার আকর্ষণীয় বিষয় ছিল। ৪।২।৯৯ তারিখে সিঙ্গাপুর হইতে ফিলিপিন্ এর রাজধানী ম্যানিলাতে পৌঁছান। ম্যানিলাতে Orchid Garden Suites Hotel এ ৭।২।৯৯ পর্য্যন্ত অবস্থানকালে প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ব্যাসপূজা এবং তাঁহারই শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। ৮।২।৯৯ তারিখে ম্যানিলা হইতে Cebuতে আগমন। Cebuতে কোস্টাবেলা ট্রপিক্যাল্ বিচ্ হোটেলে অবস্থান। সমুদ্রতীরে অবস্থিত দ্বীপটী শ্রীজগন্নাথ পুরীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ৮।২।৯৯—১৭।২।৯৯ তারিখ পর্য্যন্ত অবস্থানকালে যোগ কাহাকে বলে, যোগ কত প্রকারের, তন্মধ্যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-কথিত ভক্তিযোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ভক্তিযোগীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ভক্তির শ্রেণীবিভাগ, সংজ্ঞা, উদাহরণসহ আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা, স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির ব্যাখ্যা, শ্রীরূপশিক্ষা এবং শ্রীসনাতন-শিক্ষা বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

১৮।২।৯৯ তারিখে শ্রীল মহারাজ ফিলিপিন্ হইতে সিঙ্গাপুরে আগমন করেন। সিঙ্গাপুরে দুইদিন অবস্থানকালে শ্রীব্রহ্মমোহন-লীলা-রহস্য এবং উদ্ধব-সন্দেশের প্রারম্ভিক অংশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। গত ২০।২।৯৯ তারিখে সিঙ্গাপুর হইতে কলিকাতার নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন।

—শ্রীনবীনকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, বিদ্যালঙ্কার

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

অর্থশাস্ত্রে Revive বা Revival point বলিয়া একটী কথা আছে। যাহার অর্থ —চরম অবনতিই হইল পুনরুন্নতির শুরু এবং উন্নতির চরম বিন্দুই অবনতির প্রথম সোপান। ইহাই নিয়ম। প্রদীপের আলো যেমন নিভিবার পূর্ব্বে একবার দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে ; মৃত্যুর পূর্ব্বে অসুস্থ রোগীকে যেমন সুস্থ বলিয়া বোধ হয়।

শুরুরও একটী শুরু আছে। বসন্তের শুরুতে গাছের সব পাতা ঝরিয়া যায়, একেবারে মৃতবৎ বোধ হয়! কিন্তু প্রথম পাতাটী যেদিন সবার অলক্ষে ঝরিয়া অনন্ত কালস্রোতে হারাইয়া যায়, সেদিন পাতাভরা গাছটীকে দেখিয়া কেহই কিন্তু পাতা ঝরার দিনগুলিকে মনে করিতে পারিবেন না। এই প্রথম ঝরা পাতাটী সমস্ত পাতা ঝরার প্রথম সঙ্কেত, প্রথম দূত! তাহার পরে সমস্ত পাতাগুলি অচিরেই ঝরিয়া পড়িবে—ইহাই নির্ম্মম সত্য।

আশাবাদীরা হয়ত' বলিবেন, তাহাতে কি? আবার নূতন পাতা গজাইবে, নূতন উদ্যম আসিবে! হ্যাঁ, ইহাও সত্য। কিন্তু যাহা যায়, তাহা আর ফিরিয়া আসে না। যে দিবস যায়, কোন মূল্যেই তাহা আর ফিরিবে না। যে স্রোত প্রবাহিত হইয়া যায়, তাহা কখনই আর পুনঃপ্রবাহিত হয় না। তবে যাহা পুনঃ দৃষ্ট হয় তাহা হয়ত' পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিভাত হয়, কিন্তু পূর্ব্বের সেই বস্তুটিই নহে। অনন্ত কালের করালগ্রাসে যাহা একবার কবলিত হয়, তাহা কোন মূল্যেই আর কখনও ফিরিয়া আসে না। ইহাই সর্ব্বতোভাবে নিষ্ঠুর সত্য এবং বড়ই বেদনাদায়ক ও হৃদয়বিদারক। তত্ত্বদর্শনে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি কালের এই অমোঘ পরিণতির শুরুর শুরুটি দর্শন করিয়া পূর্ব্ব হইতেই গম্ভীর হইয়া যান, তজ্জন্য তাঁহার স্বাভাবিক বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হয়।

সঙ্গীতশাস্ত্রে 'তেহাই' বলিয়া একটী শব্দ আছে। হঠাৎ যেন তাল কাটিয়া গেল, এরূপ বোধ হইতে না হইতেই, ঠিক সমের মাথায় আসিয়া সঠিক সময়ে একেবারে মোক্ষম চাঁটি। বিশেষ লয়কারী সঙ্গীতজ্ঞের এ কৌশল রসগ্রাহী মাত্রেরই বড় উপাদেয়। বিগত বৎসরে লিখিয়াছিলাম—সবই যেন কেমন বিশৃঙ্খল, খাপছাড়া, অনিশ্চয়তায় ভরা, কিন্তু এই অনিয়মও এক বৃহৎ নিয়ম-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ, এ জগৎ সংসারে সবই তাৎকালিক। এ বৎসর কিন্তু সবই সুশৃঙ্খল, যেন একেবারে সুকৌশলী লয়কারীর মোক্ষম তেহাই। তবুও যেন কোথায় একটা অদৃশ্য বিষণ্ণতার সুর সবকিছু ছাপাইয়া মাথা তুলিয়া, দলা পাকাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, না নূতন নীতির জোয়ারে চাপা পড়িতে চলিয়াছে, তাহা ঠিক বুঝা গেল না।

এই বৎসর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই সমিতির মূলকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীসমিতির সহ-সভাপতি, সাধারণ-সম্পাদক ও শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় পাশ্চাত্ত্য বিজয় করিয়া একেবারে যথাসময়ে শ্রীমঠে আসিয়া উপস্থিত হন।

গত ১১ই ফাল্গুন, ১৪০৫ (ইং ২৪।২।৯৯), বুধবার সন্ধ্যায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজানুকম্পিত সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে, সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় এবং শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের সহৃদয় উপস্থিতিতে বিপুল সংখ্যক সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, মঠবাসী ও গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত শ্রীমঠে শ্রীধাম-পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। পরিক্রমা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যোগ্যতানুযায়ী প্রায় সকলেই কিছু কিছু প্রয়োজনীয় সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১২ই ফাল্গুন (ইং ২৫।২।৯৯), বৃহস্পতিবার প্রত্যুষে শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির বিজয়বিগ্রহ সুসজ্জিত পাল্কীতে আরোহণ করাইয়া সুবিশাল পরিক্রমামণ্ডলী সঙ্কীর্ত্তনের সহিত শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হন এবং গঙ্গা অতিক্রম করত শ্রীগোদ্রুমকানন স্থানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপালাভের আশায় গমন করেন। তথায় শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অপ্রাকৃত জীবনচরিত মাহাত্ম্য ও তাঁহার অবদান-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তনান্তে তাঁহার কৃপাভিক্ষাপূর্ব্বক শ্রীহরিহরক্ষেত্র ও সুবর্ণবিহার পরিক্রমা করত সকলে শ্রীশ্রীনৃসিংহ-দেবের পাদপীঠ শ্রীনৃসিংহপল্লীতে উপস্থিত হন। অগণিত ধামবাসী ও পরিক্রমাকারী ভক্তগণ তথায় শ্রীনৃসিংহদেবের মহাপ্রসাদ সেবনান্তে হংসবাহন হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সন্ধ্যায় শ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ ও বৈষ্ণবগণ ধর্ম্মসভায় ধামতত্ত্ব, ধামপরিক্রমার উদ্দেশ্য ও বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে মাহাত্ম্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৩ই ফাল্গুন (ইং ২৬।২।৯৯), শুক্রবার আমলকী একাদশী-ব্রতোপবাসের দিন শ্রীকোলদ্বীপস্থ সমুদ্রগড়ে যথারীতি ভীমসেন ও সমুদ্রসেনের ভূমিকায় যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ গভীর তত্ত্বসিদ্ধান্তপূর্ণ কপট বাক্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এ বৎসর শ্রীল ভীমসেন মহারাজ শারীরিক অসুস্থতার জন্য শ্রীগোদ্রুমে বক্তৃতায় অনুপস্থিত ছিলেন। তজ্জন্য সকল ভক্ত এইদিন উদ্বিগ্ন ছিলেন। পরন্তু সমুদ্রগড়ে তিনি সুন্দর সরস বাগ্মিতার দ্বারা সকলের পরম আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

অতঃপর অপ্রাকৃত কবি শ্রীল জয়দেবের পদাঙ্কপূত চাঁপাহাটী পরিক্রমা করিয়া তথায় শ্রীগৌর-গদাধর বিগ্রহ দর্শনপূর্ব্বক যাত্রিগণ মধ্যাহ্নে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যায় শ্রীহরিবাসরে যথানিয়মে সঙ্কীর্ত্তন ও হরিকথা পরিবেশিত হয়।

১৪ই ফাল্গুন (ইং ২৭।২।৯৯), শনিবার শ্রীঋতুদ্বীপান্তর্গত শ্রীরাধাকুণ্ডতটে সহ-সভাপতি মহারাজ শ্রীরাধাকুণ্ড-মাহাত্ম্য সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর একাদশীর পারণ করত শ্রীজহ্নুদ্বীপান্তর্গত বিদ্যানগরে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের শ্রীপাট ও শ্রীজহ্নুমুনির অবলুপ্ত আশ্রম দর্শন করিয়া মামগাছিতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট পরিক্রমাপূর্ব্বক তথায় মনোরম আম্রকাননে পরিক্রমাকারী ভক্তগণের সহিত অসংখ্য স্থানীয় ভক্ত খেচরান্ন প্রসাদ সেবা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীমঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তাগণ সারগর্ভ বক্তব্য প্রকাশ করেন।

১৫ই ফাল্গুন (ইং ২৮।২।৯৯), রবিবার শ্রীকোলদ্বীপস্থ প্রৌঢ়ামায়াস্থান—পোড়ামাতলা, বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধিস্থান দর্শনপূর্ব্বক নিদয়ার ঘাটে উপস্থিত হইয়া 'সৎসম্প্রদায় ও অপসম্প্রদায়ের লক্ষণ-বিচার' শ্রবণান্তে গঙ্গাস্নান করা হয়। তৎপরে শ্রীরুদ্রদ্বীপ ও শ্রীযোগপীঠের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণাম করত শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়। সন্ধ্যায় যথারীতি ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৬ই ফাল্গুন (ইং ১।৩।৯৯), সোমবার আত্মনিবেদনাখ্য অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রথম মিলনস্থলী—শ্রীনন্দনাচার্য্য-ভবন, শ্রীসঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থলী, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌর-বিনোদ-বাণী-বিগ্রহ জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, বৈরাগ্য-বিগ্রহ শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির, কংসাংশে অবতীর্ণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাধন্য শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থলী পরিদর্শন, মাহাত্ম্য শ্রবণ ও সঙ্কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয় এবং পরিশেষে শ্রীভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের প্রাঙ্গনেই সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণান্তে বাৎসরিক পরিক্রমার সমাপন হয়।

১৭ই ফাল্গুন (ইং ২।৩।৯৯), মঙ্গলবার শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির শুভাবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ সমগ্র দিবস শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণে মগ্ন থাকেন। অপরদিকে নিষ্কপটে শুদ্ধভক্তিধারায় অনুপ্রাণিত হরিভজনেচ্ছু ভক্তগণ অধিকারানুযায়ী শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। গোধূলিলগ্নে শুভক্ষণে সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীশচীনন্দনের অভিষেক-ক্রিয়া, অর্চ্চন, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি আরম্ভ হয় এবং যথাকালে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়।

১৮ই ফাল্গুন (ইং ৩।৩।৯৯), বুধবার শ্রীগৌর-জয়ন্তীর পারণ ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব উপলক্ষে সাধারণের উদ্দেশ্যে শ্রীমঠের মহাপ্রসাদের ভাণ্ডার উন্মুক্ত ছিল। এই মহোৎসবে সর্ব্বসমেত লক্ষাধিক ব্যক্তি মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ধামবাসী ও গৃহস্থ সকল বৈষ্ণবের আন্তরিকতা এবং মহাবদান্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর অহৈতুকী করুণায় এই সুবিশাল সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞ প্রতি বর্ষে শ্রীবৃদ্ধিলাভ করত শুভাগমন করুক—ইহাই সকাতর প্রার্থনা।

—নিজস্ব সংবাদ

卐 স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। 卐

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।



নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

卐 অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥ 卐

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৫১শ বর্ষ } ১৫ ত্রিবিক্রম, ক্ষীরোদশায়ী, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ
৩১ বৈশাখ, শনিবার, ১৪০৬, ইং ১৫। ৪। ৯৯ { ৩য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীপুণ্ডরীক-কৃতং শ্রীশ্রীদারুব্রহ্ম-ঘনশ্যাম-স্তোত্রম্

[স্কান্দে বিষ্ণুখণ্ডে শ্রীপুরুষোত্তম-মাহাত্ম্যে পঞ্চমেঽধ্যায়ে—২০-৩৪]

[ত্রিঃ পরিক্রম্য দেবেশং কৃতাঞ্জলিপুটাবুভৌ।
সাষ্টাঙ্গপাত-প্রণতৌ তুষ্টুবাতে মুদান্বিতৌ।।]

[দিব্যলীলা-পরায়ণ শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তিনবার তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সহর্ষে প্রণিপাত-পুরঃসর স্তব করিলেন,—]

পুণ্ডরীক [বাচ,—

নমস্তে জগদাধার স্বর্গস্থিত্যন্তকারণ।
নারায়ণ নমস্তেঽস্তু পরমাত্মন্ পরায়ণ।। ১।।

পুণ্ডরীক কহিলেন,—হে নারায়ণ! আপনি জগতের আধার এবং জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের কারণ ; আপনি পরমাত্মা এবং সকলের একমাত্র আশ্রয়, আপনাকে নমস্কার।। ১।।

পরমার্থস্ত্বমেবৈকা ভবাপ্যয়-বিবর্জ্জিতঃ।
নিত্যানন্দ-স্বরূপং ত্বাং বিন্দন্তি ধ্যানচক্ষুষঃ।।
চিন্মাত্রং জগতামীশমধিষ্ঠানং পরাৎপরম্।
কথং নু মূঢ়হৃদয়াস্ত্বাং জানন্তি সুনির্ম্মলম্।। ২।।

হে ভগবন্! আপনিই অজ, অবিনশ্বর, একমাত্র পরম বস্তু। যোগিগণ ধ্যানদ্বারা আপনাকে নিত্যানন্দরূপে লাভ করিয়া থাকেন। হে বিষ্ণো! আপনি পরাৎপর চিন্ময় জগদীশ্বর ও সমগ্র জগতের আধার-স্বরূপ। মূঢ়বুদ্ধি মানবগণ কিরূপে আপনার সুনির্ম্মল-স্বরূপ অবগত হইবে? ২।।

কামার্থ-লিপ্সা-সম্প্রাপ্তচেতসোঽত্যন্ত-দুঃখিনঃ।
গতাগত-পথে শ্রান্তাঃ সুখভাজঃ কদাচন।।
অনুকম্পয় মাং নাথ সুদীনং শরণাগতম্।
মূঢ়ং দুষ্কৃতকর্ম্মণাং পতিতং ভবসাগরে।। ৩।।

হে পরমেশ্বর! যাহারা জড় কামনা-বাসনা ও অর্থ-লিপ্সায় ব্যাকুল, তাহারা সংসারে কেবল গতায়াত করিয়া শ্রান্ত হইয়া অসীম দুঃখ পায় ; আপনার সাক্ষাৎকার সুখলাভ তাহাদের ভাগ্যে দৈবাৎ কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। হে নাথ! আমিও একজন কামার্থলোভী দুষ্কর্ম্মা, সেইকারণে সংসার-সাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি ; আমি অতি দীন, আমার আর কেহ নাই, তাই আপনার শরণাপন্ন ; দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা করুন।। ৩।।

কোঽন্যস্ত্বৎ-সদৃশো বন্ধুর্ব্রহ্মাণ্ডে নাথ বর্ত্ততে।
স্বকর্ত্তব্যানপেক্ষো যো দীননাথ-দয়ালুকঃ।।
উচ্চাবচভ্রমা দুঃখং জলযন্ত্রঘটীমিব।
অজস্রমধিকর্ত্তারং পরিত্রাহি কৃপাম্বুধে।। ৪।।

হে নাথ! নিজকার্য্যে অবহেলা করিয়া দীন অনাথ ব্যক্তিদিগের উপর দয়া করেন, আপনি ভিন্ন এইরূপ দীনবন্ধু এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে আর কে আছেন? হে কৃপাসাগর আমি জলযন্ত্র ঘটের ন্যায় ঊর্দ্ধ-অধঃ ভ্রমণজনিত দুঃখ নিরন্তর ভোগ করিতেছি, আমাকে কৃপাপূর্ব্বক পরিত্রাণ করুন।। ৪।।

যোগ-ক্ষেমাভিসন্ধানা যে মূঢ়াস্ত্বামুপাসতে।
লীলা-বিমুক্তিদং তে বৈ ত্বন্মায়া-পরিমোহিতাঃ।।
নারায়ণেতি তন্নাম কীর্ত্তিতন্তু যদৃচ্ছয়া।
ত্বত্তোঽধিকং জগন্নাথ চতুর্ব্বর্গৈক-সাধনম্।। ৫।।

অবলীলাক্রমে মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করিতে সক্ষম—আপনার নিকট হইতে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের উপায় সংগ্রহ করিবার জন্য যে মূঢ়গণ আপনার উপাসনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই আপনার মায়ামোহিত ভ্রান্ত জীব। হে জগন্নাথ! আপনার 'নারায়ণ'—এই নামকীর্ত্তন আপনা অপেক্ষা সমধিক পরিমাণে চতুর্ব্বর্গ-সাধনে সক্ষম।। ৫।।

ত্বন্তু তৈস্তৈঃ পৃথগ্ যজ্ঞৈস্তাস্তাঃ সিদ্ধীঃ প্রযচ্ছসি।
ত্বমেকং শরণং নাথ পতিতানাং ভবার্ণবে।
জ্ঞাননৌকা-সমারূঢ়ঃ করুণা ক্ষেপণীকরঃ।
পরং পারং ভো নেতুং সংসারাব্ধের্ব্বিচেতনম্।। ৬।।

হে নাথ! আপনি পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞের পৃথক্ পৃথক্ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। আপনিই সংসার-সাগরে পতিত ব্যক্তিদিগের একমাত্র আশ্রয়। হে প্রভো! আপনি সংসার-সাগরে পতিত মুগ্ধ ব্যক্তিকে জ্ঞানরূপ নৌকায় আরোহণ করাইয়া করুণারূপ ক্ষেপণীদণ্ডের সাহায্যে পরপারে লইয়া যাইতে প্রস্তুত।। ৬।।

ত্বমেক ঈশিষে ভক্ত্যানন্যয়া পরিচিন্তিতঃ।
যেঽন্যে মুক্তিপ্রদা দেবাঃ শাস্ত্রেষু পরিনিষ্ঠিতাঃ।
দুঃখাব্ধি-কুম্ভযোনিং তে ত্বদ্ভক্তিং জনয়ন্তি বৈ।।
তন্মে প্রসীদ ভগবন্ পদপঙ্কজে তে,
ভক্তিং দৃঢ়াং বিতর নাথ ভবাব্ধিমুচ্চৈঃ।
ঘোরং সুদুস্তরমমুং হি যয়া তরেয়-
মষ্টাঙ্গযোগ-জনিত-শ্রম-বর্জ্জিতোঽপি।। ৭।।

হে প্রভো! একাগ্র ভক্তিসহকারে যিনি আপনার ধ্যান করেন, আপনি তাহাকে সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ করেন। শাস্ত্রে অন্যান্য যে-সকল দেবগণ মুক্তিপ্রদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ মুক্তি প্রদান করিতে পারেন না ; দুঃখ-সাগরে অগস্ত্যরূপিণী ভগবদ্ভক্তিই প্রাপ্তির বিষয় অর্থাৎ আপনাকে ভক্তি করিতে শিখিলেই জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। হে ভগবন্! আমার উপর প্রসন্ন হউন। হে নাথ! আমাকে আপনার পাদপদ্মে সুদৃঢ় ভক্তি দান করুন। আমি অষ্টাঙ্গ যোগ জানি না—তাহাতে অতি দুস্তর ভীষণ সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হই, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা করুন।। ৭।।

ধর্ম্মার্থ-কামনিচয়ৈঃ কুমতি-প্রগৃহ্যৈঃ
ক্ষুদ্রৈরমীভিরহিতাল্প-সুখৈর্ন কার্য্যম্।
আজ্ঞাপয়াঙ্ঘ্রি-নলিনদ্বয়-চিন্তনাদ্য-
সান্দ্রানুবর্দ্ধিত-সুখার্ণব-মজ্জনং মে।।
স্তুত্বেত্থং জগদীশস্য পাদপদ্মান্তিকে দ্বিজঃ।
পপাতি ত্রাহি কৃষ্ণেতি বদন্ বাষ্পাদ্রয়া গিরা।
তস্থৌ স পুনরুত্থায় কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্তুবন।। ৮।।

ধর্ম্ম-অর্থ-কাম—কুবুদ্ধিদিগের আদরণীয় ; আমি ঐ অহিতকর ক্ষুদ্র সামান্য সুখের প্রার্থী নহি। হে নাথ! আমাকে আজ্ঞা করুন—আমি যেন আপনার পাদপদ্ম চিন্তনরূপ শাস্ত্র-সুখসাগরে ডুবিয়া থাকিতে পারি। ব্রাহ্মণ এইরূপে জগদীশ্বরের স্তব করিয়া "হে কৃষ্ণ! মাং ত্রাহি" অশ্রুপূর্ণনেত্রে ইহা বলিতে বলিতে ভগবানের পাদপদ্মপ্রান্তে পতিত হইলেন। অনন্তর পুনরায় গাত্রোত্থান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন।। ৮।।

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৪৮ পৃষ্ঠার পর]

জীবের অধিকার

১। ভক্তের যোগ্যতা-লাভের মূলে কি?

"কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তকৃপা যোগ্যতা-কারণ।
জীবে দয়া সাধুসঙ্গে লভে ভক্তজন।।
জ্ঞানকর্ম্ম-যোগে সেই যোগ্যতা না হয়।
শ্রদ্ধাবলে সাধুসঙ্গে করে জড় জয়।।"

—নঃ ভাঃ তঃ ৫

২। জীবের ধামদর্শনের অধিকার কখন হয়?

"জড় জাল জীবেন্দ্রিয়ে ছাড়ে যেইক্ষণ।
জীবচক্ষুঃ করে ধাম-শোভা দরশন।।"

—নঃ ভাঃ তঃ ৬

৩। জড়েন্দ্রিয়গণ কি ধামসেবার যোগ্য?

"যোগ্যতা লভিয়া সব জীবেন্দ্রিয়গণ।
চিন্ময়-বিশেষ-সুধা করে আস্বাদন।।
অযোগ্য ইন্দ্রিয় তাহা আস্বাদিতে নারে।
ক্ষুদ্র জড় বলি' তারে নিন্দে বারে বারে।।"

—নঃ ভাঃ তঃ ৪

৪। অধিকার বিচার না করিয়া অপ্রাকৃত-লীলা-কীর্ত্তন কর্ত্তব্য কি?

"দুর্ভাগা না বুঝে রাসলীলা-তত্ত্বসার।
শূকর যেমন নাহি চিনে মুক্তা-হার।।
অধিকারহীন-জন-মঙ্গল চিন্তিয়া।
কীর্ত্তন করিনু শেষ, কাল বিচারিয়া।।"

—'রসকীর্ত্তন', কঃ কঃ

৫। ঈশ্বর-প্রসাদ-লাভে অধিকারী কে?

"বিদ্যা ও বুদ্ধিতে যে উন্নতি, তাহা পারমার্থিক উন্নতি নয়। পারমার্থিক উন্নতি কেবল উত্তরোত্তর শুদ্ধভাবদ্বারা অর্জ্জনীয়। কোন নির্ব্বোধ মূর্খও ঈশ্বরপ্রসাদ অধিক পরিমাণে লাভ করিতে পারে। কোন সর্ব্ববিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতও নাস্তিকতা অবলম্বনপূর্ব্বক পশুভাবান্বিত ও ঈশ্বরপ্রসাদবিহীন হইতে পারে। অতএব ঈশ্বর-প্রসাদ-লাভে জাতি, বিদ্যা, ধন, বল, রূপ ও জড়ীয়কার্য্য-নৈপুণ্য কিছুই কার্য্য করিতে পারে না। মহাপণ্ডিত ও মহাধনুর্দ্ধর (মহাধুরন্ধর) একদিকে মদগর্ব্বে ক্রমশঃ নরকের প্রতি ধাবমান হইতেছে, আর নিতান্ত মূর্খ ও বলবুদ্ধিহীন কোন পুরুষ অন্যদিকে পরমেশ্বরে ভক্তি করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হইতেছে।"

—শ্রীমঃ শিঃ, ৫ম পঃ

৬। অভক্তের পক্ষে ভক্তচরিত্র আলোচনীয় কি?

"যাঁহাদের ভক্তিতে অধিকার নাই, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি শুদ্ধভক্তদিগের চরিত্র আলোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। অন্ধের পুস্তক পাঠ ও বধিরের গান-শ্রবণের ন্যায় অভক্তগণের পক্ষে ভক্ত-চরিত্রের অনুশীলন বিফল।"

—'সমালোচনা', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৪

৭। কিরূপ ব্রাহ্মণের কিরূপ বেদে অধিকার?

"ব্যবহারিক ব্রাহ্মণদিগের কর্ম্মাদি প্রতিপাদক বেদেই অধিকার এবং পারমার্থিক ব্রাহ্মণদিগের তত্ত্ব-প্রতিপাদক বেদেই অধিকার।"

—জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

৮। পরমার্থচেষ্টা উদিত না হইলে জীবের কোন্ নীতি অবলম্বনীয়া?

"যে-পর্য্যন্ত জীবের পরমার্থ-চেষ্টা না হয়, সে-পর্য্যন্ত ত্রিবর্গ-চেষ্টা ব্যতীত ধর্ম্ম-জীবনের অন্য উপায় কি?"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

৯। স্ত্রীজাতির সাধারণতঃ কোন্ আশ্রমে অধিকার?

"স্ত্রীলোকের গৃহস্থাশ্রম ও স্থলবিশেষে বাণপ্রস্থ ব্যতীত অন্য কোন আশ্রম স্বীকর্ত্তব্য নয়। কোন অসাধারণ-শক্তিসম্পন্না স্ত্রী বিদ্যা, ধর্ম্ম ও সামর্থ্য লাভ করত যদি ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া সাফল্য লাভ করিয়া থাকেন বা লাভ করেন, তাহা সাধারণতঃ কোমলশ্রদ্ধ, কোমলশরীর, কোমলবুদ্ধি স্ত্রীজাতির পক্ষে বিধি নয়।"

—চৈঃ শিঃ ২।৪

১০। সাধক স্ত্রীপুরুষগণের ভজনস্থান সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা নিরাপদ?

"বাহ্য দেহগত স্ত্রী-পুরুষগণ সর্ব্বদাই পৃথক্ থাকিবেন। স্ত্রীলোকদিগের ভজনস্থান পৃথক্ থাকুক এবং পুরুষদিগের ভজনস্থান পৃথক্ থাকুক ; কেন না, একত্র হইলে রসতত্ত্বে প্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগের ক্রমশঃ জড়ীয় স্ত্রীপুরুষগত বৈরস্য আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন শাস্ত্রের অন্যার্থ করিয়া নিজের চরিত্রকে বাঁচাইবার চেষ্টায় উত্তম সাধুদিগের নিন্দা আসিয়া উপস্থিত হয়।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১০।৬

দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন

১। সহস্র-সাধনেও ফল-লাভ হয় না কেন?

"যাঁহার অসৎসঙ্গ আছে, তিনি সহস্র সাধন করিয়াও ফললাভ করিতে পারেন না।"

—"অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ', সঃ তোঃ ৪।৫

২। কপটিগণের চরিত্র কিরূপ? সাধুগণ স্ব-পর-মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের চরিত্র সর্ব্বসমক্ষে জ্ঞাপন করেন কি?

"বৈষ্ণবসঙ্গালাপ-বিমুখদিগের বিষ্ণুভক্তিদূষিত অন্তরঙ্গ ক্রিয়া বাহ্য ভূষণমাত্র ;

সৎসঙ্গ-স্পৃহা-রাহিত্য ও শ্রীহীনতাই লক্ষণ। এই লক্ষণদ্বারা কেবল বেশধারীকে পরীক্ষা করিতে হয়। লোকে মনে করে, এই সকল লোককে লইয়া বৈষ্ণবসেবা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা ভ্রম ; কেন না, ইহারা ব্যতীতও সদ্বৈষ্ণব আছেন, তাঁহাদের সহিত সঙ্গ ও তাঁহাদের সেবা করিবার যত্ন করিবেন। যাঁহারা চতুর গম্ভীর ও শুদ্ধভক্ত, তাঁহারা তাঁহাদের কপট প্রীতি হইতে কেবল উপরত হন, এরূপ নয় ; কিন্তু তাঁহাদের কপটতা জগতে বিদিত করিয়া শুদ্ধভক্তির স্থাপন করেন। সেইসকল কাপট্যতিরস্কারকারী শুদ্ধভক্তদিগের সহিত সঙ্গ করিয়া প্রেমারম্ভই কর্ত্তব্য। ইহাই বিদিতব্য।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

৩। কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ সর্ব্বতাভাবে বর্জ্জনীয় কেন?

"কর্ম্মবাদী পুরুষগণও ভক্ত নহেন ; অতএব তাঁহারাও অভক্ত। কৃষ্ণ-প্রসাদ-লাভের জন্য যদি কেহ কর্ম্ম করেন, তবে সেই কর্ম্মের নামই 'ভক্তি'। যে কর্ম্ম প্রাকৃত ফল বা বহির্ম্মুখ জ্ঞান দান করে, সেই কর্ম্মই ভগবদ্বিমুখ। কর্ম্মিগণ কৃষ্ণ-প্রসাদ অনুসন্ধান করেন না ; যদিও কৃষ্ণকে সম্মান করেন, তথাপি তাঁহাদের মূল তাৎপর্য্যই যাহাতে কোনপ্রকার প্রাকৃত সুখ-লাভ হয়। যোগিগণ কোনস্থলে জ্ঞানের ফল কৈবল্য-মোক্ষ এবং কোনস্থলে কর্ম্মের ফল বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। তাহাতে তাঁহাদিগকে অভক্তই বলা যায়। বহুদেবপূজকগণের অনন্য-শরণাপত্তি না থাকায় তাহাদিগকেও অভক্ত বলা যায়। যাঁহারা কেবল শুষ্ক ন্যায়াদি-বিচারে আসক্ত, তাঁহারাও ভগবদ্বহির্ম্মুখ। যাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, ভগবান্ একটী কাল্পনিক তত্ত্বমাত্র, তাঁহাদের ত' কথাই নাই, যাঁহারা বিষয়ে আসক্ত হইয়া ভগবানকে মনে করিতে অবসর পান না, তাঁহারাও অভক্তমধ্যে গণ্য। এইসকল অভক্তদিগের সংসর্গ করিলে অতি অল্পকালের মধ্যে বুদ্ধি নাশ হয় এবং তাঁহাদের সমান প্রবৃত্তি আসিয়া হৃদয়ে আসন গ্রহণ করে। যদি কাহারও শুদ্ধভক্তি পাইতে বাসনা থাকে, তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত অভক্ত-সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

৪। দাম্ভিক জ্ঞানী কি কৃষ্ণভক্তি স্বীকার করেন?

"জ্ঞানবাদী পুরুষ কখনই ভগবানের অনুগত নন। তিনি মনে করেন,—'আমি জ্ঞানবলে ভগবানের সমান হইব। জ্ঞানই সর্ব্বোত্তম বস্তু ; জ্ঞানকে যে লাভ করে, তাহাকে আর ভগবান্ অধীন রাখিতে পারেন না। জ্ঞানবলেই ভগবানের ব্রহ্মতা এবং জ্ঞানবলে আমিও ব্রহ্ম হইব।' অতএব জ্ঞানবাদীর সমস্ত চেষ্টাই—ভগবান্ হইতে স্বাধীন হওয়া। জ্ঞানে যে সাযুজ্য মুক্তি হয়, তাহাতে আর জীবের উপর ভগবানের বিক্রম থাকে না ;—এই ত' ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের চেষ্টা। আত্মজ্ঞানী ও প্রাকৃত জ্ঞানিগণই ভগবানের কৃপা অপেক্ষা করেন না ; তাঁহারা জ্ঞানের ও যুক্তির বলে সমুদায় লাভ করিতে চেষ্টা করেন ; ঈশ-প্রসাদের জন্য বিশেষ যত্ন করেন না। সুতরাং জ্ঞানিমাত্রই অভক্ত। যদিও কোন জ্ঞানী সাধনকালে ভক্তিকে স্বীকার করেন, তিনি সিদ্ধিকালে ভক্তিকে বিসর্জ্জন দেন।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

৫। কিরূপ গুরু পরিত্যাজ্য?

"গুরুবরণ-কালে গুরুকে শব্দোক্ত তত্ত্বে ও পরতত্ত্বে পারঙ্গত দেখিয়া পরীক্ষা করা হয় ; সেরূপ গুরু অবশ্য সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বোপদেশে সমর্থ। দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য বটে, কিন্তু দুইটী কারণে তিনিও পরিত্যাজ্য হইতে পারেন ; একটী কারণ এই যে, শিষ্য যখন গুরুবরণ করিয়াছিলেন, তখন যদি তত্ত্বজ্ঞ ও বৈষ্ণবগুরু পরীক্ষা করিয়া না থাকেন, তাহা হইলে কার্য্যকালে সেই গুরুর দ্বারা কোন কার্য্য হয় না বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার বহুতর শাস্ত্রপ্রমাণ আছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, গুরুবরণ-সময়ে গুরুদেব বৈষ্ণব ও তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু সঙ্গদোষে পরে মায়াবাদী বা বৈষ্ণবদ্বেষী হইতে পারেন,—এরূপ গুরুকে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।"

—জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

৬। দুষ্টগুরু কি বর্জ্জনীয় নহে?

"যিনি নিজে রাগমার্গ অবগত নহেন, অথচ উপদেশ করেন, অথবা রাগমার্গ অবগত হইয়াও শিষ্যের অধিকার বিচার না করিয়া কোন উপদেশ করেন, তিনি দুষ্ট-গুরু, তাঁহাকে অবশ্যই বর্জ্জন করিবে।"

—কৃঃ সং ৮।১৪

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভু চারিপ্রকার রস ভক্তভাবে আস্বাদন করিয়াছেন। রসের বিষয়-বিগ্রহ হইয়াও দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস আস্বাদন করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য—এই তিন রস এবং অদ্বৈত প্রভু দাস্য ও সখ্যরস আস্বাদন করিলেন। ইঁহারা প্রভু হইয়াও যুগপৎ চারি, তিন ও দুইপ্রকার রতি ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক আস্বাদন করিলেন। ভক্তির দ্বৈবিধা—মধুর-রতিতে শ্রীগদাধরাদি। শুদ্ধভক্ত—শ্রীবাসাদি। শ্রীনিত্যানন্দগণে দ্বাদশগোপালের সখ্যভাব, শ্রীঅদ্বৈতগণে দাস্য-মিশ্র-সখ্য ও শ্রীবাসাদির গণে দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য-ভাব বিরাজিত। শ্রীগদাধরাদির গণে দুইপ্রকার শক্তি-বিচার—ব্রজাঙ্গনাকিঙ্করী ও পুরদেবাকিঙ্করী, যথা বক্রেশ্বর ও জগদানন্দ প্রভৃতি। মধুররতিতে ঐশ্বর্য্য-বিচারে জগদানন্দাদির ভক্তি। তাঁহার গৌরব-বিচারযুক্ত মধুর-রতি। রুক্মিণী সত্যভামার বিচার গ্রহণ করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর লীলা ঔদার্য্য-প্রধান ভক্তভাবের লীলা। শ্রীল দামোদরস্বরূপ-বিরচিত শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।

চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।।
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।।"

এই দুই শ্লোকের বিচার সূক্ষ্মভাবে বিচারণীয়। রস-বিচারে ভক্তের বিচারভেদ। বলদেব ও গোপীর প্রেমভক্তির বৈশিষ্ট্য অনুধাবনীয়। ভক্তভেদ-নিরূপণে এইগুলির আলোচনা ব্যতীত রসাভাস-দোষের উৎপত্তি। সমস্ত রসের উৎকর্ষ একমাত্র কৃষ্ণেই আছে,—

"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ।।"

রসবিচার ব্যতীত প্রয়োজনতত্ত্বের রসোদয় সম্ভবপর নহে। দ্বারাবতীস্থ রসসমূহ, মাথুর-রস ও গোষ্ঠ বা বৃন্দাবনের রাসক্রীড়ার রস পৃথগ্‌ভাবাপন্ন। যামুন ও গোবর্দ্ধন-রস-বিচারে ভেদ আছে। যমুনাকূলে রাস নিশীথে ও গোবর্দ্ধনে রাস মাধ্যাহ্নিক বিহার। মাধ্যাহ্নিক-রাসে দক্ষিণভাব। কৃষ্ণদাস্য বাম্যভাবযুক্ত নহে। সকল গোপীর প্রতি সমজাতীয়-ভাবে রাসে প্রমত্ততা। এজন্য রাধিকা রাসে যোগদান করেন নাই। শ্রীরাধার রাসস্থলী শ্রীরাধাকুণ্ড। শ্রীকৃষ্ণ পৈঠাগ্রামে গোপীদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্য চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। গোপীরা অনুসন্ধান করিতে করিতে আসিয়া নারায়ণ ভাবিয়া নমস্কারপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। কিন্তু রাধিকা আগমনপূর্ব্বক ঐ অবস্থা দেখিয়া হাস্য করিলে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্বাহুতা রক্ষা করিতে পারিলেন না। রাধানুগতা ভক্তগণ মর্য্যাদাপথে সেবাভিলাষী নহেন। শ্রীরাধার কায়ব্যূহসকল এখানে ছিলেন না। চন্দ্রাবলী, শৈব্যা প্রভৃতি রাধার কায়ব্যূহ হইলেও তদীয় রসপুষ্টির জন্য তাঁহারা প্রতিকূলভাবাপন্ন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রজমণ্ডল-দর্শনলীলায় রূপ-সনাতনকে অরিষ্টবধের এই স্থান প্রদর্শন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতা, পূর্ণতরতা ও পূর্ণতমতা-ভেদে লীলাভেদ আছে। তিনি দ্বারকালীলায় পূর্ণ, মাথুরলীলায় পূর্ণতর এবং বৃন্দাবনলীলায় পূর্ণতম। ঐশ্বর্য্যমিশ্রতার তারতম্যে অন্তরঙ্গ ভক্তগণের ভাব বাধাপ্রাপ্ত হয়। রসটী অধিকভাবে ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত হইলে প্রীতির প্রাচুর্য্য থাকে না। "ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত।" রসোৎকর্ষ-বিচার শ্রীমদ্ভাগবতে ও তদনুগত গোস্বামিগ্রন্থ ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব প্রভৃতিতে বিশেষভাবে রহিয়াছে। ঐগুলি সুষ্ঠু আলোচিত না হইলে, শ্রৌতপারম্পর্য্যে বিচারিত না হইলে লীলারস-বিচারের বৈশিষ্ট্য অবগত হওয়া যায় না। বিদগ্ধমাধবে আছে,—'গোপীগণ নিজদেহ ত্যাগ করিয়া মহিষীর দেহলাভ করিয়াছিলেন।' রসবিচারে বিশেষ নৈপুণ্য না হইলে এই সমস্ত গ্রন্থের বিষয় আলোচ্য হয় না। বিষ্ণুরস, কৃষ্ণরস, ভক্তগণের তারতম্য, ভাগবত ও গোস্বামিগণের বিচার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে লক্ষ্য করি। উজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থে মধুররতির বিস্তৃত আলোচনা বিচারিত হইয়াছে। এই বিচারে জড়াভিনিবেশযুক্ত মানবের প্রবেশাধিকার

নাই। ইহা কেবল জীবন্মুক্তগণেরই আলোচ্য। বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদে ধীরে ধীরে অনর্থগুলির হাত হইতে মুক্তি পাইলে সাধক দিব্য দেহলাভের সহিত ঐগুলি আলোচনার অধিকার লাভ করেন।

"নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া।।"

ব্রহ্মা বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইবার পর নিজের ভ্রান্তি লক্ষ্য করিয়া স্তুতি করিয়া বলিতেছেন,—হে কৃষ্ণ তুমি পুরুষাবতার তিনজন অপেক্ষাও অধিক ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। যখন তুমি দেহিমাত্রের আত্মা অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয়বস্তু, তখন তুমি আমার জনক নারায়ণ নহ কি? তুমিই জীবগণের আশ্রয় বলিয়া তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী। সমষ্টির অন্তর্য্যামী হওয়ায় দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী। পরমাত্ম হইতে উদ্ভূত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাদিরও আশ্রয়হেতু যে প্রসিদ্ধ প্রথম পুরুষাবতার কারণাব্ধিশায়ী, তিনিও তোমার অংশমাত্র। এই তোমার অংশস্বরূপ তিনটী পুরুষাবতার কেহই মায়াধীন নহেন। তাঁহারা মায়াধীশ, মায়াতীত ও পরমসত্য। এই তিনের অংশী পরব্যোমস্থ নারায়ণও তোমার প্রকাশভেদ। অতএব তুমিই আমার পিতা।

কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী সকলেই মহাবিষ্ণুতত্ত্ব নারায়ণ হইতে উদ্ভূত। এই নারায়ণ কৃষ্ণের প্রকাশমূর্ত্তি। সাত্বততন্ত্রে পুরুষাবতারত্রয়ের পরিচয়ে উল্লিখিত আছে,—

"বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে।।"

প্রকৃতির অন্তর্য্যামী সঙ্কর্ষণ আদ্য পুরষাবতার। চতুর্ম্মুখের অন্তর্য্যামী প্রদ্যুম্নরূপ দ্বিতীয় পুরুষ ও সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী অনিরুদ্ধরূপ তৃতীয় পুরুষাবতার। এই সমূহের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে সংসার হইতে মুক্তি হয়। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কারণার্ণবশায়ীর উপাদানকারণ। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীজীবগোস্বামীর বিচারপ্রণালী যেস্থানে শ্রীরূপের সহিত ভেদলাভ করিয়াছে, তাহার সমাধান করিয়াছেন কিন্তু রসবিচারের বিভেদজাল সংরক্ষণ করেন নাই। কিন্তু আম্নায়-পারম্পর্য্যে আগত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তি সুষ্ঠুভাবে শুদ্ধভাবে আলোচিত না হইলে শুদ্ধাভক্তি জানা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক ব্যাখ্যার মতভেদ শ্রীচৈতন্যদেব মীমাংসিত করিয়াছেন। শ্রীল জীবগোস্বামী শ্রীরূপের বিচারের অনুকূলে সংগ্রহ করিয়া সন্দর্ভগ্রন্থ লিখিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী ষড়্গোস্বামীর কোন মত উল্লঙ্ঘন করেন নাই। মধ্যসময়ে জীবগোস্বামীকে গর্হণ করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-বিচার উৎপত্তি লাভ করিয়াছিল। রূপ-কবিরাজ তাঁহাদের মধ্যে একজন। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, উদাসীন ও গৃহস্থ বৈষ্ণবে ভেদ প্রভৃতি স্মার্ত্তবিচারক্রমে তাহারই ব্যাপকতার ফলরূপে উপস্থিত হয়। ঠাকুর বৃন্দাবনের সময়ে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্বীয় মত প্রচার করেন। এইসকল দৌরাত্ম্য বিশুদ্ধমতে প্রবিষ্ট হইয়া সাত্বত-বৈষ্ণবধর্ম্মের মহাগ্লানি আনয়ন করিয়াছে। এই সমুদয় সাম্প্রদায়িক দৌরাত্ম্য নিরাকরণ ভজনের একটী প্রধান অঙ্গ।

শুদ্ধভক্তির বিচার যাহাতে বিপন্ন হইতে না পারে, তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা আবশ্যক। কতকগুলি মহাজনের শিষ্যব্রুবের দ্বারা অনেক ক্ষতি হইয়াছে। আউল-বাউলাদি অপসম্প্রদায়গুলি তাহারই প্রমাণস্বরূপে আজ পর্য্যন্ত জগতের বিশেষ অনিষ্টসাধন করিতেছে। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ভক্তমাত্রেরই ঐ সকল বিরুদ্ধবিচার খণ্ডিত করাই ভজনের প্রধান অঙ্গ।

—দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ ১০ম বর্ষ, ২১৩ সংখ্যা

সন্দর্ভ-সার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৬ পৃষ্ঠার পর]

পুরাণে নানাবিধ দেবতার মহিমা ও উপাসনাবিধি দেখিয়া তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পুরাণের তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারেন না। তজ্জন্য উপাস্য-সম্বন্ধেও সন্দেহ হয়। এজন্য মৎস্যপুরাণে পুরাণাদির ভেদ বর্ণিত আছে,—

পঞ্চাঙ্গঞ্চ পুরাণং স্যাদাখ্যানমিতরং স্মৃতম্।
সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ।।
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ।।
তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ।
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যা পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে।।

পুরাণ প্রতিসর্গাদিভেদে পঞ্চলক্ষণান্বিত এবং তদতিরিক্ত আখ্যান নামক লক্ষণাক্রান্ত। তাহা আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভেদে তিনপ্রকার। সাত্ত্বিক পুরাণে শ্রীহরির মহিমাই অধিক বর্ণিত, রাজসিকে ব্রহ্মার মহিমাধিক্য এবং তামসিক পুরাণে অগ্নি-শিবাদির মাহাত্ম্য অধিকরূপে বলা হইয়াছে, আর সঙ্কীর্ণ শাস্ত্রে (সত্ত্বরজস্তমোময় বিবিধ শাস্ত্রে) সরস্বতী ও পিতৃলোকের মহিমা কীর্ত্তিত।

সাত্ত্বিক পুরাণ—শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, নারদপুরাণ, গরুড়পুরাণ ও বরাহপুরাণ।

রাজসিক পুরাণ—ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ভবিষ্য, বামন ও মার্কণ্ডেয়।

তামসিক পুরাণ—স্কন্দ, অগ্নি, শিব, মৎস্য, কৌর্ম্ম ও লিঙ্গপুরাণ।

গুণগণ-মধ্যে যেমন সাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ পুরাণ-মধ্যেও সাত্ত্বিক পুরাণ শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

আধুনিক মতবাদীদের মতে পুরাণসকলের ভাষা অতি সরল, সুতরাং ঐ সকল আধুনিক লোকের রচিত, প্রাচীন নহে। কিন্তু পুরাণ-শব্দের অর্থ পুরাতন কিম্বা বেদের কিয়দংশ পূরণ করে বলিয়া 'পুরাণ' নাম। যেমন—'পূরণাৎ পুরাণম্। বেদস্যার্থপূরণেন পুরাণং কথ্যতে বুধৈঃ। ন হি অপরিপূর্ণস্য কনকবলয়স্য ত্রপুণা পূরণং যুজ্যেত।' অপরিপূর্ণ কনক-বলয়ের বাকী অংশ পূর্ণ করিতে হইলে তাহা সীসাদ্বারা পূরণ করা যায় না, সোণার আবশ্যক ;

তদ্রূপ যাহা বেদের অর্থ পূরণ করে, তাহা বেদ ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না। পুরাণের সরল ভাষার কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

অন্যান্য পুরাণ পঞ্চলক্ষণবিশিষ্ট, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত দশলক্ষণবিশিষ্ট হওয়ায় উহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দশটী লক্ষণ যথা,—

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ।।

১। স্বর্গ—পঞ্চভূতাদির উৎপত্তি

২। বিসর্গ—ব্রহ্মা হইতে চরাচর সৃষ্টি

৩। স্থিতি—ভগবানের বিজয়, ব্রহ্মা-শিব হইতে উৎকর্ষ

৪। পোষণ—ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ

৫। উতি—কর্ম্ম-বাসনা

৬। মন্বন্তর—সাত্ত্বিক জীবগণের আচরণীয় কর্ম্ম

৭। ঈশকথা—শ্রীহরির অবতার-কথা ও ভাগবতদিগের কথা

৮। নিরোধ—শ্রীহরির যোগনিদ্রা

৯। মুক্তি—স্থূল-সূক্ষ্ম-উপাধি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ জীব-স্বরূপে অবস্থান

১০। আশ্রয়—যাহা হইতে সৃষ্টি-প্রলয়াদি হয় ও বিশ্ব প্রকাশিত হয় সেই প্রসিদ্ধ পরমাত্মা।

ভগবান্ বেদব্যাস নিখিল পুরাণ-ইতিহাস প্রকাশ ও ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়া যখন চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন নাই, তখন তৎকারণ জানিবার নিমিত্ত দেবর্ষি নারদকে প্রশ্ন করেন এবং তাঁহার উপদেশানুসারে সমাধিস্থ হইয়া ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতকে পাইয়া তাহা জগতে প্রচার করিলেন। তিনি সমাধিতে দেখিয়াছিলেন যে, জীবগণ মায়াবাধ্য হইয়া সংসারে ত্রিতাপাদি দুঃখে পীড়িত হইতেছে, আর একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তিলাভ করিয়া মায়া হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবে।

শ্রীমদ্ভাগবত-সম্বন্ধে উক্তি,—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ।।
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভাগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদ-সংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।। (গরুড় পুরাণ)

ব্রহ্মসূত্র সূক্ষ্মাকারে বেদব্যাসের মনে আবির্ভূত হইবার পর সূত্রাকারে গ্রথিত হন। তৎপশ্চাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার বিস্তার হয়। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য বলা হইয়াছে। আবার ইহাতে মহাভারতের অর্থ নির্ণীত হইয়াছে।

ভারতং সর্ব্ববেদাশ্চ তুলামারোপিতঃ পুরা।
দেবৈব্রহ্মাদিভিঃ সর্ব্বৈ ঋষিভিশ্চ সমন্বিতৈঃ।।

বাসস্যৈবাজ্ঞয়া তত্র ত্বতিরিচ্যত ভারতম্।
মহত্ত্বাদ্ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে।।

মহাভারতকে সর্ব্বশাস্ত্রের নির্ণয়-স্বরূপ বলা হইয়াছে। কোন সময়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ঋষিগণ একত্রিত হইয়া বেদব্যাসের আজ্ঞায় মহাভারত ও সমস্ত বেদকে তুলাদণ্ডে স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন মহাভারতের ভার অধিক হওয়ায় মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্বহেতু মহাভারত নাম হইয়াছে। মহাভারতে গ্রাম্যকথা প্রসঙ্গে যে-সকল কথা বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার তাৎপর্য্য প্রকাশিত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অন্তর্দ্ধান-লীলা কেবল ঐতিহাসিক বিচারে মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সাধারণের মনে কৃষ্ণচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানকে সত্য বলিয়াই ধারণা হয়। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অন্তর্দ্ধান-প্রসঙ্গে উক্ত তাৎপর্য্যকে বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়া ভগবানের অজত্ব ও অব্যয়ত্ব স্থাপন করা হইয়াছে। গ্রাম্যকথা অর্থে মুষিক, বিড়াল, গৃধ্র প্রভৃতির দৃষ্টান্তযুক্ত উপাখ্যান।

শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ। বেদ ভগবৎপর, বেদমাতা গায়ত্রীও ভগবৎপরা। শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীর অর্থ-বিস্তৃতিরূপে বর্ণনা করায় ইহা ভগবৎপর গায়ত্রীর ভাষ্যরূপে উক্ত। মৎস্যপুরাণে ভাগবত সম্বন্ধে উক্তি—

যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ।
অষ্টাদশসহস্রাণি পুরাণং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্।।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধসম্মিতঃ।
গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ।।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে ও অন্তিম শ্লোকে গায়ত্রীর তাৎপর্য্য প্রকাশিত। গায়ত্রীর ভর্গ-শব্দে জ্যোতিঃ-অর্থ বুঝায়। অনেকে সবিতুঃ-পদে সূর্য্যকে বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে নিরস্ত হইয়াছে,—

তজ্জ্যোতি পরমং ব্রহ্ম ভর্গস্তেজো যতঃ স্মৃতঃ।
তজ্জ্যোতির্ভগবান্ বিষ্ণুর্জগজ্জন্মাদিকারণম্।।
শিবং কেচিৎ পঠন্তিস্ম শক্তিরূপং বদন্তি চ।।
অগ্ন্যাদিরূপী বিষ্ণুর্হি বেদাদৌ ব্রহ্ম গীয়তে।। (অগ্নিপুরাণ)

ভর্গ অর্থে জ্যোতিঃ, তাহা জগজ্জন্মাদিকারণ বিষ্ণুর তেজ। কেহ কেহ তাঁহাকে শিব, কেহ শক্তি, কেহ বা সূর্য্য অথবা অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু বেদাদিতে পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুকেই একমাত্র জ্যোতিঃ-শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে। গায়ত্রীতে সবিতুঃ-পদে সূর্য্যকে বুঝায় না, কিন্তু সূর্য্যের অন্তর্য্যামী জগজ্জন্মাদিহেতু বিষ্ণুই বোদ্ধব্য। সবিতুঃ-অর্থে প্রসবিতুঃ অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদির হেতু।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রশংসা বহুশাস্ত্রে কীর্ত্তিত। স্কান্দে,—

শতশোঽথ সহস্রৈশ্চ কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ।
ন যস্য তিষ্ঠতি গেহে শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।।
কথং স বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ঃ শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
গৃহে ন তিষ্ঠতে যস্য স বিপ্রঃ শ্বপচাধমঃ।।

যত্র যত্র ভবেদ্ বিপ্র! শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
তত্র তত্র হরির্যাতি ত্রিদশৈঃ সহ নারদ!!

শত সহস্র অন্য শাস্ত্র সংগ্রহের কি প্রয়োজন? কলিযুগে যাহার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র নাই, তিনি ব্রাহ্মণ হইলেও শ্বপচাধম। কলিতে যেখানে যেখানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়া থাকে শ্রীহরি দেহগণসহ তথায় তথায় গমন করিয়া থাকেন।

গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধ-সম্মিতঃ।
হয়গ্রীব-ব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্রবধস্তথা।
গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ।।
(অগ্নিপুরাণ ও মৎস্যপুরাণ)

অম্বরীষ-শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু।
পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদিচ্ছসি ভবক্ষয়ম্।। (পাদ্মে)
শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা পঠতে হরিসন্নিধৌ।
জাগরে তৎপদং যাতি কুলবৃন্দ-সমন্বিতঃ।। (প্রহ্লাদসংহিতা)

শ্রীমদ্ভাগবতের পরিচয়—অষ্টাদশসহস্র শ্লোকযুক্ত দ্বাদশস্কন্ধবিশিষ্ট এবং যাহাতে হয়গ্রীব-ব্রহ্মবিদ্যা ও বৃত্রবধ আছে। আর গায়ত্রীদ্বারা আরম্ভ সেই ভাগবত শ্রবণ কর। দধিচীমুনি অশ্বশির হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় দধিচী মুনির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভের নিমিত্ত গমন করেন। দধিচী তাঁহাদিগকে সময়ান্তরে আসিবার কথা বলেন। ঐ কথা শুনিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলে ইন্দ্র আসিয়া দধিচীকে বলেন—ইহারা জাতিতে বৈদ্য। সুতরাং ইহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিবেন না। যদি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন তবে আপনার শিরচ্ছেদন হইবে। পরে অশ্বিনীকুমারদ্বয় আসিয়া ইন্দ্রের অসদ্ব্যবহারের কথা জানিয়া বলিলেন,—মুনিবর! আপনি ভয় করিবেন না, আমরা যোগবলে আপনার মস্তক ছেদন করিয়া অশ্বমুণ্ড লাগাইয়া দিতেছি। ঐ মুখে আমাদিগকে উপদেশ করুন। পরে ইন্দ্র আসিয়া আপনার অশ্বমুণ্ড ছেদন করিলে আমরা আবার আপনার পূর্ব্ব মুণ্ড লাগাইয়া দিব। দধিচীও তাহাই করিয়াছিলেন। **(ক্রমশঃ)**

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

ভক্ত, বিমুখ ও বিরোধীর সেবার ফল-পার্থক্য

মনুষ্যেতর প্রাণী অপেক্ষা মানবের সেবা শ্রেষ্ঠ—ইহা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু মানবের মধ্যে কোন্ মানবের সেবা শ্রেষ্ঠ তাহা লইয়া নানাপ্রকার বিভ্রান্তি। আজকাল অনেকেরই ধারণা দুঃস্থ, দরিদ্র, রোগগ্রস্ত যাহারা তাহাদের সেবা করাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ সেবা। তজ্জন্য অনেক ধর্ম্মমতে দুঃস্থ ও দরিদ্রসেবাকেই ভগবানের সেবা বলিয়া বিচার করা হইয়া থাকে। এরূপ সেবা যাঁহারা করেন তাঁহাদিগকে আদর্শ ও মহাপুরুষ বলিয়া অনেকেই বর্ণন করিয়া থাকেন। এমনকি, রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারাও এইপ্রকার বলিলে মিথ্যা হয় না। তজ্জন্য ধনী ও দরিদ্র উভয়ের পার্থক্য বিলুপ্ত করিয়া সাম্যবাদ প্রকাশ পাইয়াছে। সকলেই যখন ভগবানের সন্তান তখন এরূপ পার্থক্য অন্যায় এবং ইহার বিলোপসাধন

করাই মঙ্গলজনক, মহত্ত্বঞ্জক ও সঙ্গত—এরূপ ধারণা বর্ত্তমানকালে অনেকের মধ্যে লক্ষিত হয়। এরূপ কার্য্যে যাহারা ব্রতী তাহারা আদর্শস্থানীয় ও প্রশংসার পাত্র হইতেছেন। অনাথ শিশুদের লালন-পালন ও তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ-চেষ্টা ইহার অন্তর্গত বিচার।

এ বিষয়ে সত্য ও মঙ্গলজনক যাহা তাহাই আদরণীয় হওয়া উচিত। অদূরদর্শিতার ফলে সত্যের বা মঙ্গলের বিরুদ্ধে অভিযান কখনই মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে না। গীতাবাক্যে জগতের স্রষ্টা এবং নিয়ামক কেহ নাই তাহা বলা হয় নাই। স্ত্রী ও পুরুষের কামসংযোগ হইতে ইহার উৎপত্তি ব্যতীত অন্য কোন ঈশ্বর বা নিয়ন্তা বলিয়া কেহ নাই—এরূপ বিচার সত্য নহে। 'অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্' বাক্যে তাহা প্রকাশ পায়। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—'পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।', 'মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্। সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।।' ইহাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ।।"

মহত্তত্ত্বপ্রসবকারিণী মায়া তাহার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের দ্বারা জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু ভগবান্ ঈক্ষণকার্য্য দ্বারা তাহাতে গর্ভ সঞ্চার করিয়াছেন—এই হেতু তিনি পিতা। এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি। তাহার প্রসূত জীবগণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণান্বিত হইয়া বিভিন্ন বিচারযুক্ত ও বিভিন্ন অবস্থা লাভ করে। এই ত্রিগুণের দ্বারা পরিচালিত জীবগণের তজ্জন্য তিনপ্রকার গতি বলা হইয়াছে।

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ।। (গীতা ১৪।১৮)

সকল মানবের গুণসংসর্গ একপ্রকার না হওয়ায়, তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য হয়। পরন্তু নিজ নিজ গুণসংসর্গে সকলের বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচারধারা ভিন্ন হয় বলিয়া তাহারা উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট পদবাচ্য। তাহাদের সঙ্গ বা সেবার ফলও সেইজন্য পৃথক্ হইয়া থাকে।

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে।।

ইহা হইতে বুঝা যায়, সাধু বা ভক্তের সেবাদ্বারা প্রেমভক্তি লাভ করা যায়, আর স্ত্রীসঙ্গীর সেবাদ্বারা নরকগামী হইতে হয়। স্ত্রীসঙ্গীর এবং ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির সেবার দ্বারা কখনই প্রেমভক্তি বা ভগবানকে লাভ করা যায় না।

বিমুখ ও বিরোধীর সেবায় ভগবানের সন্তোষ হইয়া থাকে—এরূপ দৃষ্টান্ত কোথাও পাওয়া যায় না। তাহারাও ভগবানের সন্তান হইলেও সুসন্তানের প্রতি ভগবানের যেরূপ স্নেহ ও মমতা কুসন্তানের প্রতি কখনই সেরূপ মমতা থাকে না। সাধুগণ ভগবানের হৃদয় এবং ভগবান্ও সাধুগণের হৃদয়সদৃশ প্রিয়। সাধু, বিমুখ ও বিরোধীসকলে ভগবানের সন্তান হইলেও সাধুসেবায় ভগবানের আনন্দ বা প্রীতি ; পরন্তু বিমুখ ও বিরোধীর প্রতি তাহার ক্লেশ প্রদান ও প্রাণনাশ করার স্বভাব প্রকাশিত দেখা যায়।

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী অপেক্ষা ভক্তই তাঁহার প্রিয়—ইহাই ভগবান্ নিজমুখে গীতায় প্রকাশ করিয়াছেন।—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন।।
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।।

অম্বরীষ ও দুর্ব্বাসা যোগীর মধ্যে ভগবান্ অম্বরীষকে প্রিয়তর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অম্বরীষকে তাঁহার প্রাণস্বরূপ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। দুর্ব্বাসার ন্যায় শক্তিমান্ যোগীও তাঁহার প্রীতিভাজন হয় নাই। এমন কি, অম্বরীষের প্রতি দ্রোহিতার জন্য সুদর্শন চক্রদ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করিতেও দ্বিধা করেন নাই। নিজপুত্রকেও বিদ্রোহীজ্ঞানে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আর সাধারণ মনুষ্য, বিমুখ ও বিদ্রোহী হইলে তাহাদের সেবা করিলে তাঁহার সন্তোষ বা সেবা কি-প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে?

আরও বিচার্য্য বিষয়—পূর্ণ ও অতি ক্ষুদ্র অংশের সেবা কখনও সমান হইতে পারে না। জীব বা মনুষ্য ভগবানের বিভিন্নাংশ অর্থাৎ সাক্ষাৎ অংশ নহে ; পরন্তু তাঁহার জীব বা তটস্থা শক্তির ক্ষুদ্র অংশ। এই চিৎকণ জীব তটস্থ ধর্ম্মযুক্ত বলিয়া মায়ার বশযোগ্য; পূর্ণ বা ঈশ্বর মায়ার অধীন বা বশীভূত হন না। "মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।" অর্থাৎ ঈশ্বর মায়ার প্রভু, মায়া ঈশ্বরের দাসী। কিন্তু জীব ঈশ্বর নহেন, ঈশ্বরের তটস্থাশক্তির ক্ষুদ্র অংশ ও মায়ার দ্বারা বশীভূত হইয়া থাকে। এই প্রকার ক্ষুদ্র বিভিন্নাংশের সেবাকে কখনই পূর্ণের সেবা বলা সঙ্গত ও সত্য নহে। সুতরাং জীব ঈশ্বরের প্রতি বিমুখ হইলে ভোগবুদ্ধিগ্রস্ত হইয়া ঈশ্বর-ভোগ্য বস্তুকে ভোগে লাগাইতে চেষ্টিত হইলে মায়াকর্ত্তৃক শৃঙ্খলিত হইয়া কারাগারস্বরূপ সংসার-দশা ভোগ করে এবং নানাভাবে দুঃখ, ক্লেশ ও দরিদ্রতাদ্বারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। এ হেন ঈশ্বরের চরণে অপরাধীর সেবাকে কখনই মঙ্গলজনক ভগবানের বা ঈশ্বরের সেবা বলিয়া বিচার করা অন্যায় ও মিথ্যা। এবং এরূপ কার্য্যের ফলস্বরূপে কখনই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না বলিয়া ভগবানের উক্তি পরিদৃষ্ট হয়।—

"যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্।।" (গীতা ৯।২৫)

ইহাতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, দেবগণ, পিতৃগণ ও ভূতগণের সেবা করিলে ভগবানকে লাভ করা যায় না, এতদ্বারা দেবগণ, পিতৃগণ ও ভূতগণের সহিত যুক্ত হওয়া যায়। ভগবানকে সেবাদ্বারাই ভগবানকে লাভ করা সম্ভব—ইহাই সর্ব্বশেষ বাক্যদ্বারা স্পষ্টীকৃত। জীবের বা মনুষ্যের সেবা করিলে ফলস্বরূপে জীব বা মনুষ্যের সহিত যুক্ত হইতে হইবে ও ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়া যায় না। একমাত্র ভগবানের সেবাদ্বারাই ভগবৎ প্রাপ্তি সম্ভব হইয়া থাকে। দরিদ্র ব্যক্তির সেবাদ্বারা ভগবান্ বা নারায়ণ প্রাপ্তি ঘটে—এরূপ বিচার মিথ্যা বা অসত্য।

আরও বিবেচ্য এই যে,—যেরূপ গুণযুক্ত বস্তুর সঙ্গ বা সেবা করা হয়, তদ্দ্বারা সেইরূপ গুণ লাভ করা যায়। চোরের সঙ্গে চুরিবিদ্যায় দক্ষ হওয়া সম্ভব ; সাধু হওয়া

সম্ভব নহে। সাধু হইতে ইচ্ছা করিলে সাধুর সঙ্গ বা সেবা করা আবশ্যক। এই সাধুসঙ্গ ব্যতীত অসাধুর বা বিমুখজনের সঙ্গ ও সেবাদ্বারা কখনই ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে না—ইহাই সত্য এবং সৎসিদ্ধান্ত জানিতে হইবে এবং 'যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্' বাক্যে উপদিষ্ট। ভগবৎ-প্রাপ্তি বিষয়ে আরও একটী বিচার শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইল—"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" অর্থাৎ আমার পূজা হইতে আমার ভক্তের পূজা বড় ; বেদে ভাগবতে প্রভু ইহা কৈলেন দঢ়। ভগবান্ নিজপূজা অপেক্ষা তাঁহার প্রিয়ভক্তের সেবায় অধিকতর প্রীত হইয়া থাকেন। পরন্তু ভক্ত ব্যতীত বিমুখ ও বিরোধীকে ভক্ত বলা মিথ্যা হইবে—ইহা বিশেষভাবে বিচার্য্য।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

"কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ"

কথায় বলে,—"আগে আপন সামাল কর, শেষে গিয়া পরকে ধর" অর্থাৎ আগে আপনাকে নিরাপদ করিয়া পরে অন্যকে নিরাপদ করিবার চেষ্টা করিবে। "Physician ! heal thyself." নিষ্কপটভাবে হরিভজন না করিলে অপর ত' দূরের কথা, নিজেরই মঙ্গললাভের কোন সম্ভাবনা নাই। যাহারা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বরণ করেন নাই, তাহারা কোনদিনই অপরকে রক্ষা করিতে পারে না। গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য ব্যতীত আত্মসংশোধনের অন্য কোন উপায় থাকিতে পারে না।। 'আত্মসংশোধন'ই ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। "Self preservation is the first law of nature" অর্থাৎ "চাচা আপন প্রাণ বাঁচা"। কপট ও দুষ্ট ব্যক্তিগণের স্বভাব এই যে তাহারা নিজেদের অসংখ্য দোষ গোপন করিবার জন্য অপরের দোষানুসন্ধানে অনুক্ষণ ব্যস্ত থাকে। এ যেন "The pot calls the kettle black" অর্থাৎ "আনারস বলে কাঁঠাল ভাই, তুমি বড় খসখসে"র ন্যায় ব্যাপার। "চালুনি বলে ধুচুনি ভায়া তুমি বড় ফুটো"। এমন কি, সেই আত্মবঞ্চিত ব্যক্তিগণ বিশ্বপ্রেমিক তথা বিশ্বহিতার্থীর অভিনয় করিয়া নিজেদের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার পিপাসাকে গুরু-বৈষ্ণবগণের সম্বন্ধে আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়া নিজেদের আস্পর্দ্ধা প্রকাশ করে। লাল চশমা পরিহিত ব্যক্তি যেমন সমস্ত পৃথিবীকে লাল বলিয়া দর্শন করে, তেমনই জগতের ভোগী ও কামুক-সম্প্রদায় জীবের রক্ষক গুরু-বৈষ্ণবগণকে কামুক ও জড়প্রতিষ্ঠাকামী বলিয়া মনে করে। "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ" শ্লোকের উল্টাস্রোতে চলমান্ ব্যক্তিদিগের কোনকালেই মঙ্গল হইতে পারে না। এতৎপ্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার উপদেশাবলীর মধ্যে বলিয়াছেন,—"কতকগুলি লোক বিশ্বপ্রেমিকের অভিনয় করিয়া নিজেদের মঙ্গলচিন্তা অপেক্ষা পরের মঙ্গলচিন্তার জন্যই অধিক আগ্রহ প্রকাশ করে। ইহাতে তাহারা নিজেদের ছিদ্র না দেখিয়া পরের ছিদ্র, এমন কি, গুরু-বৈষ্ণবের ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে করিতে বিশ্বপ্রেমিকের নামে বিশ্বনিন্দক, গুরুবৈষ্ণবনিন্দক ও শাস্ত্রনিন্দক হইয়া পড়ে। যাহারা কেবল লোকের নিকট সত্যকথা প্রচার করিবার জন্য অধিক ব্যস্ত, কিন্তু নিজেরা সত্যকথা

শ্রবণ করিবার জন্য সেইরূপ চেষ্টান্বিত নহে, তাহারা কখনও আত্মমঙ্গল লাভ করিতে পারে না। আগে হরিভজন কর, নিজে আচার কর, নিজেকে মায়ার কবল হইতে রক্ষা কর, তারপর পরের জন্য ভাবিও।"

লোভী, ভোগী, কামুকসকল আপনাকে ভোগে উন্মত্ত করাইয়া 'সমগ্র দৃশ্যজগৎ আমার ভোগ্য'—এই বিচারবশে আর কিছুই দেখে না। ভগবদ্বৈমুখ্যময় ভোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাহারা জগতে ভোগ্যদর্শন-ফলে আপনাকে 'কামিনী' ও ভগবানকে 'কামদেব' জ্ঞান করে না। নিজের দইয়ের প্রয়োজনে 'ওই পাতে দই দাও' বলিবার ন্যায় তাহারা নিজেদের জড়ভোগ ও প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য 'গুরু-বৈষ্ণবগণ ভোগী ও প্রতিষ্ঠাকামী'—এইরূপ বলিয়া থাকে। যেরূপ 'ঠাকুর ঘরে কে?' প্রশ্নের উত্তরে যাহারা 'আমি কলা খাই নি'—এইরূপ বলিয়া থাকে, তাহারা যে সত্য সত্যই কলা খাইতেছেন, ইহা প্রকাশ হইয়া পড়ে, সেইরূপ 'তুমি কে?' প্রশ্নের জবাবে যাহারা 'আমি ত' ভোগী ও প্রতিষ্ঠাকামী নই' বলিয়া থাকে, তাহাদের ভোগ ও প্রতিষ্ঠার মুখোসও সর্ব্বসমক্ষে খসিয়া পড়িতে বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না। "গাছেরও খাব, তলারও কুড়াব" নীতি অবলম্বনে 'ইহ ও পর' উভয় জগৎ হইতে মজা লুটিতে চাহিয়া অনেকে নিজেদের 'বিভ্রান্ত পথিক' সম্বোধন করিয়াও তর্কপন্থা অর্থাৎ আরোহপন্থাকে আশ্রয়পূর্ব্বক সত্য অনুসন্ধান ও অনুশীলনে ব্রতী হয়—ইহা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়। ইহজগতে কেহ কাহারও ভাল করিতে পারে, আবার কেহ কাহারও মন্দ করিতে পারে। কিন্তু মন্দ কার্য্য করিয়াও যে হরি-গুরু-বৈষ্ণব ও জনগণের নিকট হইতে পুরস্কারের আশা করে, তাহার ন্যায় মূর্খ আর জগতে কেহ নাই। আম্নায়পথে—শ্রৌতপথে—বেদপথে যে সত্য আগত হয় তাহা পরিবর্ত্তনীয় নয়। সেই অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের—শব্দের প্রদাতাকে আমরা 'গুরুপাদপদ্ম' বলিয়া থাকি। গুরুদ্রোহীর তর্কনিষ্ঠ হৃদয়ে যে সত্যের বিচার-প্রণালী, তাহাতে গুর্ব্ববজ্ঞা, শাস্ত্রবজ্ঞা থাকে।

গুরু-বৈষ্ণবগণই মঠ-মন্দিরের শান্তির রক্ষক ও জীবের চরম কল্যাণলাভের পথ-প্রদর্শক। একই সময়ে ২৪ জন বা ততোধিক সদ্‌গুরু থাকিতে পারেন, ইহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। সদ্‌গুরুদিগের বিচারধারার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিতে পারে না। অথচ সেই সদ্‌গুরুগণ গুরুবাদে আক্রান্ত হইয়া মঠ-মিশনের শান্তি ভঙ্গ করিতেছেন—এইরূপ কষ্টকল্পনার অর্থ কি? মঠ-মিশনে যদি শান্তি না পাওয়া যায়, তবে কি তাহা বিষয়ে জর্জ্জরিত মায়ার সংসারে পাওয়া যাইবে? সদ্‌গুরুগণের সমালোচনা করিলে পারমার্থিক জীবনের যবনিকাপাতের কি কোন আশঙ্কা নাই? 'খড়জাঠিয়া বেটার' ন্যায় গুরু-বৈষ্ণবগণের মস্তকে পাদুকা প্রহারপূর্ব্বক আবার তাঁহাদের পাদত্রাণ বহন করিয়া মস্তক ভূষিত করিবার আকাঙ্ক্ষা হাস্যাস্পদ নহে কি? গুরুর উপর প্রভুত্ব কি-প্রকারে আমাদের লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার কবল হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে?

প্রাকৃত দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত বস্তুকেও প্রাকৃত জ্ঞান করিয়া থাকে। তাঁহাদের দৃষ্টিতে বর্ত্তমানে যাঁহারা গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহারা শিষ্যের প্রতি অন্ধস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া মঠ-মিশনের অশেষ ক্ষতিসাধন করিতেছেন। এ যেন সন্তানের প্রতি "মায়ের

চেয়ে মাসীর দরদ বেশী''র ব্যাপার। গুরুদেব কেবলমাত্র স্ব-শিষ্যের কল্যাণচিন্তা করেন না, তিনি জগতের প্রতিটি জীবের মঙ্গলচিন্তায় অনুক্ষণ ব্যস্ত, তবে কি করিয়া তিনি অন্ধস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া মঠ-মিশনে অশান্তি আনয়ন করিতে পারেন? কোন শিষ্য ভজনপথ হইতে চ্যুত হইয়া পড়িলে গুরুদেব মর্ম্মস্থলে কতটা যে আঘাত পান, তাহা অপরে কি বুঝিবে? করুণাঘনবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব যদি স্বার্থান্বেষী হন, তবে তিনি কেন পতিত একটা জীবকে উদ্ধার করিবার মানসে এই পৃথিবীতে আসিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন? এতৎপ্রসঙ্গে প্রবাদবাক্যে পাওয়া যায়,—

বিদ্বানেব হি জানাতি বিদ্যার্জ্জনপরিশ্রমম্।
ন হি বন্ধ্যা বিজানীয়াৎ গুর্ব্বীং প্রসববেদনাম্।।

"বিদ্বান ব্যক্তিই বিদ্যা উপার্জ্জনের পরিশ্রম কিরূপ কষ্টকর তাহা জানেন, মূর্খ যে সে ইহা জানে না ; বন্ধ্যা নারী কখনও সন্তানপ্রসবের বেদনা কিরূপ ভয়ঙ্কর তাহা অনুভব করিতে পারে না।" আবার 'হাঁড়ির ভাত একটা টিপেই সবার খবর মেলে'—এই প্রবাদবাক্যানুসারে কোন মঠের কোন শিষ্যের অসদাচরণ দর্শন করিয়া ঐ মঠের 'গুরু ও শিষ্যগণ' সবাই অসদাচারী বলিবার যৌক্তিকতা কোথায়? ভাল চাউলের মধ্যে অনেক ভাঙ্গা বা খুদ্ চাউল বর্ত্তমান। ভাঙ্গা চাউলটিকে টিপিয়া ভাত রান্না হইয়াছে মনে করিয়া আধসিদ্ধ ভাত খাইতে গেলে পেট খারাপ হইবার সম্ভাবনা। মঠ-মিশনে দুই-একজন আচরণ খারাপ করিতে পারে, তাহা দেখিয়া প্রকৃত গুরু-বৈষ্ণবগণকে তাঁহাদের সমপর্য্যায়ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে অনন্তকালের জন্য আমাদের ভবসমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে হইবে—ইহাতে কোন দ্বিরুক্তি নাই।

কেহ কেহ বলেন—"শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পরে নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অনেকে গুরুর আসন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন এবং স্ব-স্ব আখড়া খুলিয়া তুলিলেন।" গুরু-বৈষ্ণবগণের চরণে অপরাধবশতঃ জীবের যে দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয়, এই উক্তি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মূর্খ ব্যক্তি কখনও দুধ ও চূণগোলা জলের মধ্যে কোন পার্থক্য নিরূপণ করিতে পারে না। দুখ যেরূপ চূণগোলা জল নহে, তদ্রূপ মঠ যে কখনও আখড়া হইতে পারে না—ইহা তত্ত্বজ্ঞব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিমূলক নেড়া-নেড়ীর ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের কারখানা খোলার থেকেই 'আখড়ার' উৎপত্তি। নিত্য শান্তির পথপ্রদর্শক সাধু-সজ্জনগণের বসতিস্থান হইতেছে 'মঠ', তাহা ভোগীর ভোগের ইন্ধন যোগাইবার জন্য নির্ম্মিত হয় না। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তাঁহার অনুগামিগণ (শিষ্য-প্রশিষ্য) বিভিন্ন মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া সারা বিশ্বে মহাপ্রভুর বাণী প্রচারপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট পূরণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহাতে কি তাঁহারা অন্যায় করিয়াছিলেন বা করিতেছেন? গুরু-বৈষ্ণবগণের সহিত চালাকি করিতে গেলে অবশ্যই গলায় দড়ি পরিতে হইবে। কূয়োর ব্যাঙ যদ্রূপ কূয়োকেই সমুদ্র অপেক্ষা বড় মনে করিয়া গর্ব্বপ্রকাশ করে, তদ্রূপ প্রাকৃতজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি অপ্রাকৃত গুরু-বৈষ্ণবগণের অপেক্ষা নিজকে অধিক জ্ঞানসম্পন্ন জাহির করিতে গিয়া নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার প্রতিচ্ছবিকেই অধিক পরিস্ফুট করে। "সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দর্ভ"-এর ন্যায় অপসিদ্ধান্তগুলিকে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত

বলিয়া চালাইতে গেলে মায়াপিশাচী আমাদিগকে চিরকালের জন্য ভবকূপে নিক্ষেপ করিবে।

কেবলমাত্র অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ 'ভোগ' পর্য্যায়ভুক্ত নহে, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিমূলক কর্ম্ম ব্যতীত আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিমূলক অন্যান্য সমস্ত 'শুভাশুভ' কর্ম্মও 'ভোগ'। প্রকৃত গৃহস্থকে 'ভোগী' মনে করা অনুচিত ও বাতুলতা। প্রকৃত গৃহস্থ কৃষ্ণের সংসারে অবস্থান করেন বলিয়া 'ভোগবাদ' তাহাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না। বৈষ্ণব-ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার জৈবধর্ম্ম-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"ভক্তগণ যখন গৃহস্থ থাকেন, তখন বিষয়ীদিগের ন্যায় বিষয়ে কেবল ইন্দ্রিয়-তর্পণ অন্বেষণ করেন না। তাঁহার ধর্ম্মপত্নী কৃষ্ণদাসী, পুত্রকন্যাসকল কৃষ্ণের পরিচারক ও পরিচারিকা।" একই গুরুর নিকট হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া কোন শিষ্য কোন শিষ্যাকে বিবাহ করিয়া প্রকৃত গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলে কোন দোষাবহ হয় না। কারণ এইক্ষেত্রে শিষ্য কৃষ্ণদাসরূপে এবং শিষ্যা কৃষ্ণদাসীরূপে ভগবৎসেবায় নিজেদের আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণও কৃষ্ণদাস ও কৃষ্ণদাসীরূপে ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু শিষ্যের শিষ্যার প্রতি এবং শিষ্যার শিষ্যের প্রতি ভোগবুদ্ধি আসিলে চরম সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। এ বিষয়ে সাধক-সাধিকার বিশেষ সতর্ক থাকা একান্ত প্রয়োজন।

গুরু-বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণধনে ধনী। তাঁহাদের আনুগত্যে জীব শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত নিম্নোক্ত নির্ব্বেদসূচক বাক্য স্মরণপূর্ব্বক অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিলে জড়ভোগের অসারতা উপলব্ধি হইবে।—

জ্ঞানের গরিমাবলে,　　ভক্তিরূপ সুসম্বলে,
উপেক্ষিনু স্বার্থ পাশরিয়া।
দুষ্ট জড়াশ্রিত জ্ঞান,　　এবে হ'লে অন্তর্দ্ধান,
কর্ম্মভোগে আমাকে রাখিয়া।।
এবে যদি সাধুজনে,　　কৃপা করি' এ দুর্জ্জনে,
দেন ভক্তিসমুদ্রের বিন্দু।
তা' হইলে অনায়াসে,　　মুক্ত হ'য়ে তব পাশে,
পার হই এ সংসার-সিন্ধু।।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

বন্দনা-গীতি

জয় জয় গৌরহরি পতিতপাবন।
অগতির গতি প্রভু ভক্তজন প্রাণ।।
জয় নবদ্বীপ জয় জয় মায়াপুর।
অবতীর্ণ হৈলা হরি ছাড়ি' ব্রজপুর।।
শ্রীশচী জননী জয় জয় জগন্নাথ।
জয় বিশ্বরূপ জয় ভুবনবিখ্যাত।।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ ব্রজের বলরাম।
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সর্ব্বগুণধাম।।
জয় গদাধর জয় গৌরাঙ্গ-শকতি।
শ্রীবাসাদি জয় জয় যে দিলা ভকতি।।
জয় জয় রূপ গোসাঞি জয় সনাতন।
রঘুনাথদাস জয় গৌরগতপ্রাণ।।
জয় শ্রীগোপালভট্ট পরমপণ্ডিত।
মহাপ্রভুর পারিষদ ভট্ট রঘুনাথ।।
জয় নামাচার্য্য জয় ঠাকুর হরিদাস।
নামের মহিমা প্রভু করিলা প্রকাশ।।
জগন্নাথদাস জয় বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম।
শ্রীভক্তিবিনোদ জয় গোস্বামী সপ্তম।।
জয় জয় পরমহংস শ্রীগৌরকিশোর।
(জয়) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুবর।।
জয় জয় গুরুদেব অধমতারণ।
কৃপা কর কৃষ্ণপ্রিয় বৈষ্ণব-প্রধান।।
জয় জয় গৌর-অনুচর বৈষ্ণবগণ।
উদ্ধারহ মোরে প্রভু লইনু শরণ।।
ভব ভয়ে ভীত সদা পাইয়া তরাস।
বন্দনা গাহিল দীন অধম হরিদাস।।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীরাধা-প্রীতি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৫ পৃষ্ঠার পর]

"প্রেমের 'স্বরূপ-দেহ'—প্রেমের ভাবিত।
কৃষ্ণের 'প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠ' জগতে বিদিত।।" (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৬১)

শ্রীরাধা প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি—প্রেমের প্রতিমা। তাঁহার প্রেমের স্বরূপ যাহা তাহাই তাঁহার দেহ। তাঁহার দেহ—প্রেমবিভাবিত অর্থাৎ প্রেমই তাঁহার দেহ নির্ম্মাণের উপাদান। তিনি কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমা প্রিয়া। এই কারণে 'প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠ'রূপে শ্রীরাধা জগতে সুবিদিতা। পাঞ্চভৌতিক দেহ-দেহী ভোগের কারণ ; কিন্তু রাধারাণীর দেহ-দেহী ভোগের কারণ নয়—সেবার কারণ।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন,—"বৃন্দাবনধামের উপস্থিতিতে ত্রিলোকের স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল) মধ্যে পৃথিবী ধন্যা। তন্মধ্যে গোপীগণ ধন্যা, কারণ গোপীকা সকলের মধ্যে আমার প্রিয়তমা রাধা-নাম্নী গোপী বর্ত্তমানা।"

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার একান্ত তন্ময়তা। এই তন্ময়তার স্বরূপ কেমন?

"কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৮৫)

প্রাচুর্য্য বুঝাইতে কৃষ্ণ-শব্দের উত্তর 'ময়ট' প্রত্যয়যোগে 'কৃষ্ণময়ী' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রাচুর্য্য কাহার? প্রাচুর্য্য শ্রীকৃষ্ণের। কেমন প্রাচুর্য্য? দৃষ্ট বা অনুভূত সকল বস্তুতেই কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি। শ্রীরাধিকার ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্বত্রই কৃষ্ণ। যাহা তাঁহার অনুভূত বস্তু তাহা কৃষ্ণ, যাহা তাঁহার দৃষ্ট বস্তু তাহাও কৃষ্ণ। যাহা অন্তরে অনুভব করেন তাহা চিত্তচোর কৃষ্ণ—তাহা কৃষ্ণসঙ্গসুখের স্মৃতি। আবার যাহা কিছু দেখেন, তাহা কৃষ্ণস্মৃতি-উদ্দীপক বস্তু। অন্তরের ও বাহিরের সকল কিছুতেই কৃষ্ণময় অনুভব করেন বা দেখেন বলিয়া শ্রীরাধা কৃষ্ণময়ী।

'কৃষ্ণময়ী' পদটীর আর একটী অর্থ খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। স্বরূপ অর্থে 'কৃষ্ণ' শব্দের উত্তর 'ময়ট' প্রত্যয়যোগে 'কৃষ্ণময়ী' শব্দটী উৎপন্ন হইয়াছে।

"কিম্বা, প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৮৬)

'কৃষ্ণময়ী'-শব্দের অর্থ কৃষ্ণ-স্বরূপা। শক্তি—শ্রীরাধা, শক্তিমান্—শ্রীকৃষ্ণ। শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্না। অভেদবশতঃ শ্রীরাধার স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ হইতে অভিন্ন। কৃষ্ণ প্রেমময় ও রসময়। ইহাই কৃষ্ণের স্বরূপ। তদ্রূপ রাধা প্রেমময়ী ও রসময়ী। ইহাই রাধার স্বরূপ। সুতরাং শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন বলিয়া শ্রীরাধা কৃষ্ণ-স্বরূপা অর্থাৎ কৃষ্ণময়ী।

প্রেম চিদ্বস্তু। ইহা শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তি। এই শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিতে হ্লাদিনী শক্তি ও সম্বিদংশ প্রধান। "ভক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর।" (শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত)—ইহার বাস্তব রূপায়ণে সমস্ত মলিনতা বিদূরিত হইয়া ভক্তের চিত্ত যখন শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তি লাভ করে, তখনই হ্লাদিনী-

শক্তি-স্বরূপা শ্রীরাধিকার কৃপা লাভ সম্ভব। হ্লাদিনীর সার বস্তু হইল প্রেম। শ্রীরাধিকা এই প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত তাঁহার একমাত্র কার্য্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা। কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবাবৃত্তি লাভ করাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের একমাত্র উদ্দেশ্য। আর সেই উদ্দেশ্যসাধনে শ্রীরাধিকার কৃপা একান্ত প্রয়োজন। কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণি শ্রীরাধার কৃপা লাভ করিতে পারিলে অপ্রাকৃত চিন্ময়দেহ লাভ সম্ভব এবং তখনই সবকিছু কৃষ্ণময় হইয়া উঠিবে।

তিনি Transparent গুরু (শ্রীল প্রভুপাদ ব্যবহৃত)—যিনি স্বরূপশক্তির পূর্ণ বিকশিত রূপ এবং হ্লাদিনী-কৃপাপুষ্ট। এমন গুরুর নিকট হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ দীক্ষাকালে যে মন্ত্র গ্রহণ করেন, তাহাতে দুইটী শক্তি বর্ত্তমান। (১) সম্বিৎ শক্তি ও (২) হ্লাদিনী শক্তি। এই দুইটী শক্তি বীজমন্ত্রের অর্থের মধ্যে নিহিত। মন্ত্রার্থের একটী অংশে সম্বিৎ শক্তির প্রকাশ এবং অন্য অংশে হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ। সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয় এবং সংসারতারণ ঘটে সম্বিৎ শক্তির প্রভাবে ; আর হ্লাদিনী শক্তির প্রভাবে কৃষ্ণসেবা লাভ হয়। শ্রীগুরুদেব যে মন্ত্র দিলেন তাহাকে ভজনরাজ্যে সার্থক করিয়া তুলিবার নিমিত্ত সকল গৌড়ীয় ভক্তকে হ্লাদিনী-কৃপাপুষ্ট হইতেই হইবে। আর এই কারণেই গৌড়ীয় ভক্তজন হ্লাদিনীশক্তিস্বরূপা শ্রীরাধার প্রতি পক্ষপাতী।

"শ্রীবার্ষভানবীদেবীর প্রিয় নিজজনগণ সকলেই গুরুপাদপদ্ম। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আমরা অনুকূলার কৃষ্ণ অর্থাৎ রাধার কৃষ্ণের উপাসক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণের অপেক্ষা রাধারই অধিক পক্ষপাতী। শ্রীগুরুদেব শ্রীরাধার অভিন্ন মূর্ত্তি।"—শ্রীল প্রভুপাদ (শ্রীউপদেশামৃত)

সকলপ্রকার ভক্তভাবের মধ্যে গোপীভাব শ্রেষ্ঠ। গোপীভাবে একমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন পূজিত হইয়া থাকেন। কিন্তু গোপীজন-শিরোমণি শ্রীমতী রাধিকার ভাব সর্ব্বোত্তমা। হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপিণী শ্রীরাধার কায়ব্যূহ রচনাকারী এবং নিত্যলীলাপরিকর সখীগণের মঞ্জরীরূপা দাসীত্বে গুরুশক্তির আবির্ভাব। এই গুরুদেবই হইলেন ভবনদী পারের একমাত্র কাণ্ডারী—যে কাণ্ডারীর চরণে ভক্তি, শ্রদ্ধা, আনুগত্য সব কিছুই নিবেদন করিতে হয়।

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।।" (চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৯২)

শ্রীগুরুদেবের চরণে অত্মোৎসর্গ করিবার উদ্দেশ্য হইল শ্রীরাধার চরণে আত্মোৎসর্গ করা। কারণ শ্রীগুরুদেব শ্রীরাধার অভিন্ন মূর্ত্তি। অবশ্য শ্রীগুরুদেব ও শ্রীরাধার অভিন্নতাবোধ ভক্তের থাকা একান্ত প্রয়োজন। আবার মঞ্জরীরূপা দাসীত্বে গুরুশক্তির আবির্ভাব। এই গুরুশক্তির নিকটে নতশিরে গুরুকৃপা প্রার্থনা করিতে হয়। যখন গুরুকৃপাপুষ্ট ভক্ত শ্রীরাধার কায়ব্যূহ রচনাকারী এবং নিত্যলীলাপরিকর সখীগণের কৃপালাভে সমর্থ হন তখন রাধারাণী ভক্তের মস্তকে কৃপা বর্ষণ করেন।

"ব্রজগোপীর আনুগত্য না করায় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যময়ী সেবা নারায়ণের প্রিয়তমা শ্রীলক্ষ্মীদেবীও পান নাই, এই কথা শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরঙ্গমে শ্রীবেঙ্কটভট্টের নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন।" ('শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্টপূরণ যজ্ঞ', গৌড়ীয় ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা)

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"—ব্রজাঙ্গনাগণ এই মন্ত্রের মূর্ত্তিমতী

বিগ্রহ। তাঁহারা ব্রজেন্দ্রনন্দনকে সর্ব্বাগ্রে ভালবাসিয়াছেন এবং তাঁহাকে পাইয়াছেন। এই প্রাপ্তিতে ব্রজগোপীদের সর্ব্বস্ব ত্যাগ ঘটিয়াছে। তাঁহাদের ত্যাগ স্বতঃ। কৃষ্ণাভিলাষ ব্যতীত অন্যাভিলাষ নাই। "গভীর অনুরাগের আবেগে যে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি ও কৃষ্ণ ভিন্ন আন তৃষ্ণা ত্যাগ—ইহাই পরম পুরুষার্থ এবং সর্ব্বসাধ্য শিরোমণি।"—উদ্ধব সন্দেশ

এই কারণে ব্রজগোপীর আনুগত্য প্রয়োজন। ব্রজগোপীর আনুগত্য ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যময়ী সেবা লাভ করা কখনই সম্ভব নয়। আর এই ব্রজগোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, যে-কারণে শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা বলা হয়।

সকল সৌন্দর্য্য বা বিলাসের আধার শ্রীরাধিকা, তিনি শ্রীকৃষ্ণের একান্ত তন্ময়, সকল ভক্ত ও ভক্তির আনুকূল্য করিয়া থাকেন বলিয়া তিনি পোষিকা, প্রেম ও ভক্তির মূল আকর, আবার তিনি কৃষ্ণাকর্ষিণী বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। এই সকল কারণে শ্রীরাধা সর্ব্বপূজ্যা।

"অতএব সর্ব্বপূজ্যা, পরম-দেবতা।
সর্ব্বপালিকা, সর্ব্ব-জগতের মাতা।।" (চৈঃ চঃ মঃ ৪।৮৯)

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ অভিন্ন।

"রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র-পরমাণ।।"
"রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৯৬, ৯৮)

শ্রীরাধা সর্ব্বপূজ্যা। কারণ—

প্রথমতঃ—রাধা—শক্তি আর কৃষ্ণ—শক্তিমান্। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে অভেদ বর্ত্তমান। লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত পূর্ণশক্তি শ্রীরাধা-বিগ্রহা ও পূর্ণশক্তিমান্—শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহরূপে প্রকটিত হয়েন। কিন্তু স্বরূপতঃ অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপূজ্য। সুতরাং শ্রীরাধাও সর্ব্বপূজ্যা। কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্না।

দ্বিতীয়তঃ—ব্রজাঙ্গনাগণ কৃষ্ণের প্রতি প্রেম নিবেদন করেন। প্রেম-নিবেদনে তাঁহাদের কোন প্রয়োজন সিদ্ধির অভিসন্ধি নাই, নাই কোন স্বসুখ-বাঞ্ছা। কিন্তু প্রেম নিবেদনের ক্ষেত্রে রাধারাণীর প্রেমের উৎকর্ষতা, প্রেমের গাঢ়তা, প্রেমের মহিমা ও প্রেমের মাধুর্য্য অত্যধিক। এই কারণে রাধারাণী অত্যধিক প্রেমবতী বলিয়া পরিচিতা। আর অত্যধিক প্রেমবতী বলিয়া তিনি সর্ব্বপূজ্যা।

তৃতীয়তঃ—শ্রীকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সহায়কারিণী কৃষ্ণবল্লভা শ্রীরাধা। এই কারণে রাধারাণী সকলের পূজ্যা।

চতুর্থতঃ—কৃষ্ণপ্রেম লাভ করাই একমাত্র ও পরম পুরুষার্থ। একনিষ্ঠ কৃষ্ণসেবাদ্বারাই পরম পুরুষার্থ লাভ করা যায়। অনন্যসাধারণ মাধুর্য্যময়ী সেবার পরমোৎকর্ষতা প্রকাশ একমাত্র শ্রীরাধারাণীর সেবায়। সেবার পরাকাষ্ঠা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। সেই কারণে কৃষ্ণসেবা প্রাপ্তির নিমিত্ত কৃষ্ণসেবার সর্ব্বোত্তম অধিকারিণী শ্রীরাধার কৃপা অপরিহার্য্য। তাই তিনি সর্ব্বপূজ্যা।

এই প্রসঙ্গে শ্রীউদ্ধবের একটী উক্তি উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণপ্রেমধনের সার নির্য্যাস দিয়াই আপনাদের (ব্রজগোপীগণের) সত্তা গড়া। তাই আপনারা 'লোকপূজিত', আপানাদের এই প্রেমকে সকলে পূজা করে ; কিন্তু সহসা কেহ লাভ করিতে পারে না।"

ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব মহারাজ দশমাসকাল ব্রজে বাস করিবার পর মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে ব্রজবাসিগণের নিকট হইতে বিদায় প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

"অথ গোপীরনুজ্ঞাপ্য যশোদাং নন্দমেব চ।
গোপানামন্ত্র্য দাশার্হো যাস্যন্নারুরুহে রথম্।।" (ভাঃ ১০।৪৭।৬৪)

উদ্ধব মহারাজ সর্ব্বাগ্রে গোপীগণের, তৎপরে যশোদার, তৎপরে নন্দ মহারাজের নিকট গমনানুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং গোপগণের আমন্ত্রণপূর্ব্বক গমনের উদ্দেশ্যে রথে আরোহণ করিলেন।

"'ব্রজাঙ্গনাগণের মধ্যে শ্রীরাধিকার প্রেমই গরীয়ান্। সর্ব্বাগ্রে উদ্ধব শ্রীরাধিকার নিকট বিদায়ানুমতি প্রার্থনা করিতেছেন।"—উদ্ধব সন্দেশ

বিদায়গ্রহণের ক্রমটী পর্য্যালোচনা করিলে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, উদ্ধব ব্রজবাসীদের ব্রজপ্রেমের উৎকর্ষের তারতম্য অনুসারে পর পর বিদায় প্রার্থনা করিয়াছেন।

ঐশ্বর্য্যে বিভূষিতা পট্টমহিষীগণের সান্নিধ্যে শ্রীউদ্ধব অনেককাল বাস করিয়াছেন। কিন্তু কোনদিন ব্রজপ্রেম কেমন তাহা জানিতে পারেন নাই। সর্ব্বশাস্ত্রে পারঙ্গম হইয়াও গোপীগণের রসাস্বাদন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ব্রজপ্রেমের প্রথম পরিচয় পাইলেন গোপীগণের বিরহকাতরোক্তিতে। বিশেষ করিয়া বেদনাক্লিষ্টা শ্রীরাধিকার উক্তিতে তিনি অনুভব করিলেন ব্রজপ্রেম কতখানি মহিমান্বিত, তিনি অনুভব করিলেন ব্রজপ্রেম কতখানি মাধুর্য্যমণ্ডিত, তিনি বুঝিতে পারিলেন ব্রজপ্রেম অন্তরের গভীরে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণ-বিরহে মনকে কতখানি উদ্বেলিত করিতে পারে।

শ্রীউদ্ধব মহারাজ যাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা হইল মাধুর্য্যময়ী ব্রজপ্রেমের আকর শ্রীরাধিকা। শ্রীরাধার প্রেমই গরীয়ান্—শ্রীরাধাতে ব্রজপ্রেমের সর্ব্বাপেক্ষা বাস্তব রূপায়ণ—শ্রীরাধার প্রেম অধিক মাত্রায় অনুরাগে রঞ্জিত—প্রেমরসের গাঢ়ত্ব তাঁহার প্রেমেই বেশী। এই চিন্তাধারা উদ্ধবের মনকে অনুরঞ্জন করিয়াছে।

ইহার উপলব্ধিতে "আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।"—এই আদর্শে আদর্শায়িত হইয়া গৌড়ীয় ভক্তজন গোপী-শিরোমণি শ্রীরাধার চরণাশ্রয় করিয়া ব্রজপ্রেমের জন্য লালায়িত।

ভক্তশিরোমণি উদ্ধব ঐশ্বর্য্য-ভূমির অধিবাসী। কিন্তু দশমাস ব্রজে বাস করিয়া বিরহসন্তপ্তা গোপীগণের বিশেষ করিয়া শ্রীরাধার শুদ্ধ মাধুর্য্য-প্রেম উপলব্ধি করিয়া ইহাই অনুধাবন করিয়াছেন যে, ব্রজবাসীর মধ্যে শ্রীরাধাই সর্ব্বত্তমা। তাই শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন,—" হে কৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধিকে! আপনার শ্রীচরণ-সমীপে বাস করা আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ মনে করি।" (উদ্ধব-সন্দেশ)। ঐশ্বর্য্যভূমির অধিবাসী ও সর্ব্বশাস্ত্রপারঙ্গম হইয়াও যদি উদ্ধব মহারাজ ব্রজপ্রেমের মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারেন, তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের উপাসক হইয়াও মাধুর্য্যাবগাহী প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধিকার প্রতি পক্ষপাতী হইবেন না কেন?

অনেক কারণে উদ্ধব মহারাজ ভক্তশ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। ভক্তশ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ হইবার মূলে যত কারণ থাক না কেন একটী কারণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই কারণটী হইল—তিনি পরজন্মে ব্রজের তৃণগুল্ম হইয়া গোপীপদরেণু অঙ্গে ধারণ করিয়া জীবন কৃতকৃতার্থ করিতে বাসনা করিয়াছেন। আকুল আর্ত্তিভরে কলুষবিমুক্ত দৈন্যে এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাসনার অভিব্যক্তিতে তিনি ভক্তজনের প্রণম্য।

"তং শ্রীমদুদ্ধবং বন্দে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠবরোঽপি যঃ।
গোপীপদাব্জধূলিস্পৃক্ তৃণজন্মোঽপ্যযাচত।।" (উদ্ধব-সন্দেশ-ধৃত)

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠগণের মধ্যে যিনি সর্ব্ববরেণ্য, সেই শ্রীমদুদ্ধবকে বন্দনা করি। কারণ তিনি তৃণগুল্ম-জন্ম লাভ করিয়াও গোপীপদধূলি ধারণে অভিলাষ করিয়াছেন।

শ্রীরাধার আরাধনা মধুরভাবের আরাধনা। রাধারাণী কৃষ্ণকে মধুর রস আস্বাদন করাইয়া থাকেন। মধুর রসে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ রসের সমাহার। শ্রীরাধার আরাধনা মধুরভাবের হইলেও পঞ্চবিধ রসের আরাধনা তাহাতে বর্ত্তমান। তজ্জন্য শ্রীরাধার আরাধনা হইতে শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চবিধ রস পান করেন। রাধার পঞ্চরস কৃষ্ণের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে সুখ প্রদান করে। আনন্দরসের উদ্বেলিত ধারায় এই কার্য্য সমাধানে শ্রীরাধা নিজকে কৃষ্ণের দাসী মনে করেন। কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে রাধা বলিতেছেন,—

"হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্।।" (ভাঃ ১০।৩০।৩৯)

"হে নাথ, রমণ, প্রেষ্ঠ, মহাভুজ তুমি কোথায় আছ, হে সখে, এই কৃপণা দাসীকে তোমার সান্নিধ্য প্রদর্শন কর।"

এমন দাসীর দাসী হওয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাসনা। কারণ এমন দাসীর আরাধনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা। আর এমন দাসীর চরণাশ্রয় করিতে পারিলে নিত্যলীলায় প্রবেশ সম্ভব এবং নিত্যলীলায় রাধারাণীর দাসী হইয়া নিত্যলীলায় অংশ গ্রহণও সম্ভব।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

"রাধাপদ বিনা কভু কৃষ্ণ নাহি মিলে।
রাধার দাসীর কৃষ্ণ সর্ব্ববেদে বলে।।"

আবার—

"রাধিকার দাসী যদি হোয় অভিমান।
শীঘ্রই মিলই তব গোকুল-কান।।"

গোস্বামিগণও মধুর-রসাশ্রিত দাস্যভাবের ভজন করিয়াছেন শ্রীরাধার চরণাম্বুজে।

"নিরবধি সবিশাখা শাখিযূথ-প্রসূনৈঃ
স্রজমিহ রচয়ন্তী বৈজয়ন্তীং বনান্তে।
অঘবিজয়-বরোরঃপ্রেয়সী শ্রেয়সী সা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু।।"

(শ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামি-কৃত শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্)

"এই বনমধ্যে যিনি নিরন্তর বিশাখার সহিত নানা বৃক্ষের বিবিধ পুষ্পদ্বারা বৈজয়ন্তী-মালা রচনা করিতেছেন, যিনি শ্রেয়সী অর্থাৎ মঙ্গলস্বরূপ, অতএব অঘবিজেতা শ্রীকৃষ্ণের

উৎকৃষ্ট বক্ষঃস্থলে পরমপ্রেয়সীরূপা হইয়াছেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজ-দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন।"—শ্রীগৌড়ীয়-স্তোত্র-রত্নমালা

"ত্বামসৌ যাচতে নত্বা বিলুঠন্ যমুনাতটে।
কাকুর্ভিব্যাকুল-স্বান্তো জনো বৃন্দাবনেশ্বরি।।
কৃতাগস্কেঽপ্যযোগ্যেঽপি জনেঽস্মিন্ কুমতাবপি।
দাস্যদান-প্রদানস্য লবমপ্যুপপাদয়।।

(শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-কৃতা প্রার্থনা-পদ্ধতিঃ)

"হে শ্রীমতি! আমি ব্যাকুল হৃদয়ে যমুনাকূলে লুণ্ঠিত কলেবর হইয়া তোমাকে প্রণামপূর্ব্বক কাকুবাক্যে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি অপরাধী, দুষ্টমতি ও অযোগ্য হইলেও আমাকে তোমার দাসত্ব কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া কৃতার্থ কর।"

—শ্রীগৌড়ীয়-স্তোত্র-রত্নমালা

"রাস-লাস্য-গীত-নর্ম্ম-সৎকলালি-পণ্ডিতা
প্রেম-রম্য-রূপ-বেশ-সদ্‌গুণালি-মণ্ডিতা।
বিশ্ব-নব্য-গোপ-যোষিদালিতোঽপি যাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা।।

(শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি-কৃতম্ শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্)

"যিনি রাসক্রীড়ায় নৃত্য, গীত ও পরিহাসাদি অত্যুৎকৃষ্ট রসকলা-সমূহে পরম পণ্ডিত, যিনি প্রেমমণ্ডিত মনোহর-রূপ ও বেশ এবং বিবিধ সদ্‌গুণাবলীদ্বারা বিভূষিত, তথা যিনি বিশ্ববন্দিতা নবীন যৌবন-সম্পন্না গোপ-ললনাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ-পাদপদ্মের দাস্য দান করুন।"—শ্রীগৌড়ীয়-স্তোত্র-রত্নমালা

তিনজন গোস্বামীর রাধাপ্রীতির কথা উল্লেখ করিলাম। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, তাঁহারা কি রাধারাণীর পাদপদ্ম লাভ করিতে পারেন নাই? তাঁহারা কি রাধারাণীর কৃপা লাভ করিতে পারেন নাই? এই সকল কথা মানিয়া লইবার কথা নয়। যাঁহারা শ্রীগৌরহরির পার্ষদ তাঁহারা *রাধারাণীর পাদপদ্ম লাভ করিতে পারেন নাই বা রাধারাণীর কৃপা হইতে বঞ্চিত—এমন* কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। গৌরসুন্দরই শ্রীকৃষ্ণ। সন্ন্যাসকালীন নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। গৌরবর্ণ তাঁহার রূপ, মহাবদান্যতা তাঁহার গুণ এবং কৃষ্ণপ্রেমদান তাঁহার কার্য্য। আবার স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দরই শ্রীরাধারাণী।

"স্বীকৃত্য রাধিকাভাবকান্তি পূর্ব্বসুদুষ্করে।
অন্তর্বহিরসাম্ভোধিঃ শ্রীনন্দনন্দনোঽপি সন্।।" (গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা ২৬)

"রসসাগর শ্রীনন্দনন্দন পূর্ব্বে সুদুষ্কর রাধিকার ভাবকান্তি অন্তরে ও বাহ্যে স্বীকার করিয়াছেন।"

কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া রাধাভাব অঙ্গীকার করিয়া মিলিত তনুরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন—রাধারাণীর প্রেম-মহিমার রসাস্বাদনের নিমিত্ত। তাহা ছাড়া কৃষ্ণলীলায় বৃন্দাবনে যাঁহারা মধুর-রসাশ্রিত সেবাপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই গোস্বামিরূপে গৌরলীলাতে অবতীর্ণ হইয়া সেই সেবার পরিচর্য্যা করিয়াছেন।

"দাস শ্রীরঘুনাথস্য পূর্ব্বাখ্যা রসমঞ্জরী।
অমুং কেচিৎ প্রভাষন্তে শ্রীমতীং রতিমঞ্জরীম্।
ভানুমত্যাখ্যয়া কেচিদাহুস্তং নামভেদতঃ।।"

(গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা ১৮৬)

ব্রজলীলায় শ্রীরঘুনাথদাসের পূর্ব্বনাম রসমঞ্জরী। কেহ কেহ তাঁহারে রতিমঞ্জরী বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন। কেহ কেহ নামভেদেও তাঁহাকে ভানুমতী বলিয়াও ব্যাখ্যা করেন।

বৃষভানুনন্দিনীর প্রতি আনুগত্যের স্বরূপ কেমন, তাহা গোস্বামিগণের উপদেশ হইতে লাভ করা সম্ভব। প্রেমভজনে 'সখীত্ব' অপেক্ষা 'দাসীত্ব' শ্রেষ্ঠ। প্রয়োজন-তত্ত্বাচার্য্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী বিপ্রলম্ভপ্রেম-ভজনে শ্রীরাধার সখী না হইয়া দাসী হইবার অভিলাষ করিয়াছেন।

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নামোঽস্তু নামোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্।। (বিলাপকুসুমাঞ্জলি ১৬)

"হে দেবি! তোমার পাদপদ্মে শ্রেষ্ঠ (একান্ত) দাস্যমাত্র ব্যতীত আমি নিশ্চিত কোন কালেই অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না। (যদি বল আমার সখীত্ব গ্রহণ কর, তাহাতে বলি—) তোমার সখীত্বে আমার নমস্কার থাকুক, নমস্কার থাকুক। (আমার কথা এই), তোমার দাসীত্বে আমার অনুরাগ হউক, অনুরাগ হউক। ইহা সত্য অর্থাৎ ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতেছি।" (ক্রমশঃ)

—শ্রীভবদ্বন্ধু সরকার

শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য ও কৃত্য

বৈদিক আর্য্যশাস্ত্রকে শাস্ত্রকারগণ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) স্মার্ত্ত ও (২) পরমার্থ। যাঁহার যেরূপ রুচি, তিনি সেইরূপ ভাবেই শাস্ত্রের আদর করেন। পরমার্থ শাস্ত্রে রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি কখনও স্মার্ত্তশাস্ত্রের সমাদর করিবেন না। তদ্রূপ স্মার্ত্তগণও তাঁহাদের রুচির বিরোধী পরমার্থশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইবেন না। বিধাতার ইহাই বিধান। মানবের নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে কর্ম্মাধিকার ও ভক্ত্যাধিকার হয়। সেইহেতু কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তি স্মার্ত্তপথকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করেন। যখন কর্ম্মাধিকার অতিক্রম করিয়া ভক্তিপথে বা অধিকারে প্রবেশ করেন, তখন তিনি পারমার্থিক শাস্ত্রকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করেন।

স্মার্ত্তশাস্ত্রে কর্ম্মপর বিচার প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বিধি-বিধানে বিশেষ নিষ্ঠা প্রদর্শন করিবার জন্য পরমার্থশাস্ত্রের প্রতি স্মার্ত্তশাস্ত্র অনেকস্থলে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকার-নিষ্ঠা ব্যতীত জীবের মঙ্গল হয় না। সেই অধিকার-নিষ্ঠাকে অগ্রাধিকার জ্ঞান-হেতু, শাস্ত্র এক হইলেও লোকের নিকট দুই প্রকারের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এতন্নিবন্ধন শাস্ত্র স্মার্ত্ত ও পরমার্থভেদে দ্বিবিধ।

শ্রীপুরুষোত্তম মাসে শ্রীপুরুষোত্তম ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করাই জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃত্য। পুরুষোত্তম মাসকেই স্মার্ত্তগণ মলমাস, অধিমাস বা সৎকর্ম্মহীন মাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের বিচারে অধিমাসে বা মলমাসে কোন সৎকর্ম্ম নাই। বৎসরের দ্বাদশ মাসেই সৎকর্ম্ম করিবার বিধান দিয়াছেন। সেইহেতু অধিমাস কর্ম্মহীন মাস হইয়া গেল। চান্দ্রমাস ও সৌরমাসের মিল রাখিবার জন্য ৩২ মাসে একটী করিয়া মাস বাদ দিতে হয়। সেই মাসটীর নাম অধিমাস। অর্থাৎ এক মহাযুগে অধিমাস ১৫৯৩৩৩৬ ও রবিমাস ৫১৮৪০০০০। অতএব রবিমাণে মাসাদি ৩২।১৬।৪ অন্তর একটী একটী অধিমাস হয় (শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে)। স্মার্ত্তগণ এই অধিমাসকেই মলমাস বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই অধিমাসকে 'চোর', 'মলিন মাস' ইত্যাদি আখ্যা দিয়া ঘৃণিত বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন।

অথচ পরমার্থ শাস্ত্রে এই অধিমাসকেই হরিভজনের উপযোগী ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাস বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, জীবনের কোন অংশই বৃথা যাপন করা উচিত নয়। মহাজনগণ বলেন,—

জীবন অনিত্য জানহ সার, তাহে নানাবিধ বিপদ ভার।
নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি, থাকহ আপন কাজে।।

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৯।২৯) বলেন,—

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ।।

অর্থাৎ "অনেক জন্মের পর এই মানব জন্ম লাভ হইয়াছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ। এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। অতএব ধীর ব্যক্তি যে-পর্য্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয়, তৎকালমধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরম কল্যাণ লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন।"

পরমার্থশাস্ত্রের বিচার—প্রতি তৃতীয় বৎসরে যে অধিমাস আসে, তাহাও হরিভজনের উপযোগী মাস। কারণ এই অধিমাস কোন একসময় নিজের আধিপত্যহীনতা ও অপমান বিচার করিয়া বহুকষ্টে বৈকুণ্ঠে গমন করত শ্রীনারায়ণকে নিজ দুঃখের কথা জানাইলেন। বৈকুণ্ঠপতি কৃপাপূর্ব্বক অধিমাসকে সঙ্গে লইয়া গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অধিমাস বা মলমাসের আর্ত্তি শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—

অহমেতৈর্যথা লোকে প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
তথায়মপি লোকেষু প্রথিতঃ **পুরুষোত্তমঃ**।।
অস্মৈ সমর্পিতাঃ সর্ব্বে যে গুণময়ি সংস্থিতাঃ।
মৎসাদৃশ্যমুপাসম্য মাসানামধিপো ভবেৎ।।
জগৎপূজ্যো জগদ্বন্দ্যো মাসোঽয়ং তু ভবিষ্যতি।
সর্ব্বে মাসাঃ সকামাশ্চ নিষ্কামোঽয়ং ময়া কৃত।।

★ ★ ★ ★

পুরুষোত্তম-ভক্তানাং নাপরাধঃ কদাচন।।

★　　★　　★　　★

যেনাহমর্চ্চিতো ভক্ত্যা মাসেঽস্মিন্ পুরুষোত্তমে।
ধন-পুত্র-সুখং ভুংক্ত্বা পশ্চাদ্গোলোকবাসভাক্।।

(শ্রীনারদপুরাণ ৩১ অঃ)

অর্থাৎ "হে রমাপতি! আমি যেরূপ এই জগতে পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত, এই অধিমাসও লোকে পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত হইবে। আমাতে যে-সমস্ত গুণ আছে সেই সমস্তই এই অধিমাসে অর্পিত হইল। আমার সদৃশ হইয়া এই অধিমাস অন্যসকল মাসের অধিপতি হইল। এই মাস জগৎপূজ্য ও জগদ্বন্দ্য। অন্য সকল মাস সকাম। এই মাসটী নিষ্কাম। এই পুরুষোত্তম মাসের ভক্তগণের কখনও অপরাধ হইবে না। এই পুরুষোত্তম মাসে যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চন করেন, তিনি ধন-পুত্রাদি-সুখ ভোগ করিয়া অবশেষে গোলোকবাসী হন।"

শ্রীপুরুষোত্তম মাস-মাহাত্ম্য সম্পর্কে বহু পৌরাণিক আখ্যান কথিত হইয়াছে। কোন একসময়ে দুর্ব্বাসা ঋষি মেধা ঋষির কন্যাকে পুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইয়াছিলেন। তিনি মাহাত্ম্য শুনিয়াও ঐ মাসকে অবহেলা করেন। ফলে সেই জন্মে তিনি বহু কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। পরজন্মে দ্রৌপদী হইয়া পঞ্চপতির অধীনতা স্বীকার করেন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত পালন করিয়া সমস্ত বনবাস-দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

শ্রীপুরুষোত্তম মাসে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা-পূজাই প্রধান কৃত্য। স্নানবিধি আশ্রয় করিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে।

বাল্মিকী মুনি বলিলেন,—

পুরুষোত্তম-মাসস্য দৈবতং পুরুষোত্তমঃ।
তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া পুরুষোত্তমম্।।

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম মাসের অধিদেবতা। অতএব সেই মাসে প্রতিদিন ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ব্বক পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে।

আগচ্ছ দেব দেবেশ শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম।
রাধয়া সহিতাশ্চ গৃহাণ পূজনং মম।।

আচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট 'কার্ত্তিক-মাস-ব্রত-পালন' নিয়মানুসারে 'পুরুষোত্তম-ব্রত পালন' করার বিধি। ব্রতপালনকারী ভক্তগণ শ্রীভগবৎ-প্রসাদ সেবা ও শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা সমস্ত মাস যাপন করিয়া থাকেন।

সূত গোস্বামী বলিলেন,—এই পুরুষোত্তম মাসে বৃথা কাব্যালঙ্কারাদি অসৎশাস্ত্র আলোচনা করিবে না। পরশয্যায় শয়ন এবং অনিত্য বিষয়ালাপ করিবে না। পরনিন্দা বাক্যালাপ করিবে না। পরান্নভোজন ও পরকার্য্য করিবে না। সর্ব্বপ্রকার যত্নের সহিত পুরুষোত্তমের সেবা করিবে। এই পুরুষোত্তম-সেবা সকল সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বার্থ ফলদায়ক।

গোবর্দ্ধনধরং বন্দে গোপালং গোপরূপিনম্।
গোকুলোৎসবমীশানং গোবিন্দং গোপিকাপ্রিয়ম্।।

ধ্যায়েন্নবঘনশ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরম্।
লসৎ পীত-পট্টং রম্যং সরাধং পুরুষোত্তমম্।।
দেব দেব নমস্তুভ্যং পুরাণ-পুরুষোত্তমম্।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিত হরে।।
বন্দে নবঘন-শ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরম্।
পীতাম্বরধরং দেবং সরাধং পুরুষোত্তমম্।।

এইরূপভাবে ধ্যান, অর্ঘ্য ও নমস্কারদ্বারা শ্রীপুরুষোত্তম কৃষ্ণের আরাধনা করিবে, ইহাই শাস্ত্রোক্ত বাণী।

ভগবান্ ব্রজনাথ শ্রীকৃষ্ণ এই মাসের অধিপতি। সুতরাং অধিমাস ভক্তমাত্রেরই প্রিয় মাস।

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

জীবের কৃত্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৯ পৃষ্ঠার পর)

শুদ্ধভক্তগণ স্বরূপের ধর্ম্ম বা কৃষ্ণদাসত্ব ধর্ম্মে সর্ব্বদা উদ্বুদ্ধ থাকায় তাঁদের অন্তঃকরণকে মায়া কলুষিত করতে পারে না। কারণ তাঁদের অন্তঃকরণ নিষ্কলুষ ও নিষ্কাম হওয়ায় সেই অন্তঃকরণে ভগবান্ কৃষ্ণ বিরাজ করেন। যেস্থানে ভগবান্ কৃষ্ণ বিরাজ করেন, সেইস্থানে কি ত্রিগুণময়ী মায়া প্রবেশ করতে পারে? শাস্ত্র বলেছেন,—

কৃষ্ণ—সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ, তাহাঁ নাহি মায়ার অধিকার।। (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৩১)

নিষ্কাম শুদ্ধভক্তগণের হৃদয় ত' গোবিন্দের বিশ্রামালয়। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায়,—

তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন,—মম বৈষ্ণব-পরাণ।। (প্রার্থনা)

বর্ণাশ্রমীদের হৃদয়ে অহঙ্কার, অভিমান, লোভ, দম্ভ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি মায়িক অপগুণগুলি থাকায় সেই পাপ ও অপরাধরূপ আবর্জ্জনাপূর্ণ হৃদয়ে নিরুপাধিক সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ গোবিন্দ অবস্থান করতে ইচ্ছা করেন না ও অবস্থান করেন না। কারণ, তাঁদের হৃদয় গোবিন্দের অবস্থানের যোগ্য স্থান নয়। কোন সম্মানিত উচ্চ পদমর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে তাঁর বসার যোগ্য স্থান ব্যতীত নিম্নমানের আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থানে কি বসানো যায়? শালগ্রাম মন্দিরেই অবস্থান করেন, তাঁকে কোন ভক্ত-পূজক অপবিত্র স্থানে রাখেন না। পবিত্র হৃদয়-মন্দিরেই ভগবানের অধিষ্ঠান হয়। অসৎতৃষ্ণা, দুর্ব্বাসনা, দুঃসঙ্গ, মৎসরতা, অপরাধ—এগুলি হৃদয়-মন্দিরের পবিত্রতা ও নির্ম্মলতা নষ্ট করে। এতৎ প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর প্রিয়ভক্ত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে সার্ব্বভৌম-জামাতা অমোঘ বিপ্রের উদ্ধার-লীলায় বলেছেন,—

"সহজ নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয়।
মাৎসর্য্য-চণ্ডাল কেনে ইহাঁ বসাইলে।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে।।
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে তোমার কলুষ হৈল ক্ষয়।
কল্মষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণনাম লয়।।
উঠহ, অমোঘ, তুমি লও কৃষ্ণনাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্।।
শুনি' 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি' অমোঘ উঠিলা।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হৈয়া নাচিতে লাগিলা।।
কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, স্বরভঙ্গ।
প্রভু হাসে দেখি' তা'র প্রেমের তরঙ্গ।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৭৪-১৭৯)

শুদ্ধভক্তই ভগবানের প্রীতিপাত্র, ভক্ত ব্যতীত অন্য কেহই তাঁর প্রীতির পাত্র নন। সত্ত্বগুণী ব্রাহ্মণ অনাসক্ত ও বিষয়-বাসনা-বিহীন হয়ে থাকেন, কিন্তু এই কলিকালে রজস্তমোগুণহীন কেবলমাত্র সত্ত্বগুণী ব্রাহ্মণ দেখা যায় না। সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ, তাই সেস্থানে ভগবানের প্রকাশ হতে পারে। যেহেতু ব্রাহ্মণ ব্রহ্মের উপাসক, সেইহেতু ব্রাহ্মণ-হৃদয়ে ভগবানের অসম্যক্ প্রকাশ ব্রহ্মপ্রতীতি হতে পারে, কিন্তু অদ্বয়-জ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ ভগবৎ-প্রতীতি হয় না। ভগবৎ-প্রতীতি কখন হবে? যখন সেই ব্রাহ্মণ শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে ভক্ত-কৃপায় ও ভগবানের কৃপায় ভক্তি লাভ করবেন। ভক্তগণ শুদ্ধসত্ত্ব, তাই তাঁহারা ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অপরাধী অমোঘ-বিপ্র সার্ব্বভৌম-সম্পর্কে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্নেহের পাত্র হয়েছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি,—

প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি' তার গাত্র।
সার্ব্বভৌম-সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র।।
সার্ব্বভৌম-গৃহে দাস-দাসী যে কুকুর।
সেহো মোর প্রিয়, অন্য জন বহু দূর।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।২৮৩-২৮৪)

সুতরাং শুদ্ধভক্তের কৈঙ্কর্য্য ব্যতীত ভগবানের স্নেহের পাত্র হওয়া সম্ভব নয়। কুলাভিমান, বর্ণাশ্রমাভিমান প্রভৃতি জড়স্বভাব জীবের চিৎস্বভাবকে আচ্ছাদন করায় ঐগুলি জীবের উপাধি। উপাধি কাকে বলে? যখন এক বস্তুর স্বভাবকে অন্য কোন বস্তু এসে আচ্ছাদন করে, তখন ঐ আচ্ছাদনকে সেই বস্তুর উপাধি বলা হয়। যেমন কোন স্বচ্ছ দর্পণ ময়লার দ্বারা আচ্ছাদিত হলে সেই ময়লাই দর্পণের উপাধি। এককথায় মায়াভিনিবেশই জীবের উপাধি। তাই সহজেই প্রতীয়মান হয়, বদ্ধদশায় প্রাকৃত কুলধর্ম্ম ও প্রাকৃত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম জীবের উপাধিভূত ধর্ম্ম,—উহা অণুচৈতন্য জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম নয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের 'জৈবধর্ম্ম'-গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"জাতির গৌরব, কেবল রৌরব, বিদ্যা সে অবিদ্যা কলা।।"

মহাজন-গীতিতে পাওয়া যায়,—

জাতি-কুল-অভিমানে হারাইলাম নিধি।
হেন অবতারে মো বঞ্চিত কৈল বিধি।।

কুলাভিমান ও বর্ণাশ্রমাভিমানের প্রবল স্রোত হৃদয়ে প্রবাহিত হলে জীবের ভগবৎসেবন-বৃত্তি সুপ্তাবস্থায় থেকে যায়। বর্ণাশ্রমিগণ জাগতিক দুঃখমোচনার্থে ও মায়িক সুখভোগ-কামনায় কৃষ্ণসেবা করায় কৃষ্ণকে তাঁদের নিজ নিজ কার্য্য সিদ্ধি বা উদ্দেশ্য-সিদ্ধির যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু নিখিল জীবসমূহের একমাত্র নিয়ামক ও পালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি কারও যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হতে পারেন? জন্ম-মরণরূপ জড়যন্ত্রণা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি যাঁর ইচ্ছাধীন, যাঁর ইচ্ছায় সকলপ্রকার দুঃখ-যন্ত্রণার অনায়াসেই নিমেষে অবসান হয়, তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর না করে আমরা নিজ নিজ ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্য তাঁকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করলে তিনি কি বিরক্ত হন না? তাতে তিনি কি আনন্দিত হন বা সুখ পান? তাঁর নিত্য ঐকান্তিক শরণাগত দাস-সূত্রে তাঁর স্বার্থ চরিতার্থ করা বা তাঁকে আনন্দপ্রদান করাই ত' আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা যদি সেই কর্ত্তব্য পালন না করে কেবলমাত্র নিজ নিজ সুখবাঞ্ছা পূরণার্থ তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তবে তাহা কি তাঁর নিকট জোর করে কিছু আদায়ের চেষ্টা হয় না? যে কার্য্য ভগবানের ইচ্ছাধীন, সেই কার্য্যকে যদি আমাদের ইচ্ছার অনুকূলে করার চেষ্টায় তাঁর সেবা-পূজা করি, তবে তাতে কি তাঁর প্রতি আমাদের আনুকূল্য ভাব প্রকাশ পায়? ভগবানের অনুগত জনই তাঁর ইচ্ছার অনুকূলে কার্য্য করে। যাঁরা তাঁর অনুগত নন, তাঁরা দাম্ভিক। দাম্ভিকদের মধ্যে ভগবানকে যন্ত্রে পরিণত করার বা তাঁবেদারে পরিণত করার প্রয়াস দৃষ্ট হয়। ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল না হয়ে আমরা কি তাঁর নিত্য আশ্রিত ঐকান্তিক দাসরূপে পরিচয় দিতে পারি? "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"—এই বাণী তখন কি আমাদের মুখে শোভা পায়? ধিক্ আমরা, ধিক্ প্রাকৃত অদৈব বর্ণাশ্রমিগণ—যাঁরা ভগবৎ-সুখানুসন্ধানের প্রবৃত্তি ভুলে নিজ নিজ সুখের আশায় ভগবৎসেবার ছল করে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই দিয়ে থাকি।

যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মে ভগবানের সহিত সম্বন্ধজ্ঞানের নিতান্ত অভাব থাকে, ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ—আনুকূল্যভাবের সহিত শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণদ্বারা চিত্ত বিশোধিত হয় না এবং ভগবানেতে স্বার্থবোধ না হয়ে স্ব-সুখে স্বার্থবোধ প্রকাশ পায়, সেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা ভগবদ্দর্শনের যোগ্যতা লাভ হয় কি? বর্ণাশ্রমিগণ অনেকেই স্মার্ত্ত ও তান্ত্রিক। তথাকথিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মায়া-রচিত হওয়ায় তদনুষ্ঠানে মায়িক বস্তুই লাভ হয়, ভগবান্ লাভ হয় না। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যবধানরহিত হলে ভগবানের সাক্ষাৎ সেবার অধিকার লাভ হয়। ভগবান্ স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে বলির সর্ব্বস্ব গ্রহণ ও শুক্রাচার্য্যের কর্ম্মকাণ্ড ধ্বংসের মাধ্যমে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অসারতা ও আত্মধর্ম্ম বা ভাগবত ধর্ম্মের উৎকর্ষতা প্রকাশ করেছেন। কিভাবে কৃষ্ণসেবা করলে কৃষ্ণ তুষ্ট হন এবং তিনি ভক্তের বশীভূত হয়ে পড়েন—তাহা বর্ণাশ্রমিগণের অবিদিত ; তাহা একমাত্র আত্মধর্ম্মী ভাগবতগণই অবগত আছেন।

আত্মধর্ম্ম তথা ভাগবত ধর্ম্ম বা ভক্তিধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, এতদ্ব্যতীত কুলধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, যোগধর্ম্ম প্রভৃতি কোন ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। কারণ অন্য কোন ধর্ম্ম

ভগবানকে বশীভূত করতে পারে না। প্রসঙ্গতঃ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ১।২।৬ শ্লোকটী প্রণিধানযোগ্য,—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।।

অর্থাৎ—"যাহা হতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদি লক্ষণা ফলাভিসন্ধান-রহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিক নিরপেক্ষ ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হয়ে আত্মা সুষ্ঠুভাবে প্রসন্নতা লাভ করে।" উক্ত শ্লোকের প্রথমেই 'স বৈ' কথাটীতে একটী মাত্র ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ এবং সেই ধর্ম্মই ভক্তিধর্ম্ম—ইহা জগদ্‌গুরু শ্রীল ব্যাসদেবই ঘোষণা করেছেন। অতএব যার যে ধর্ম্ম তাহাই শ্রেষ্ঠ—এ কথাটী অশাস্ত্রীয় ও অবান্তর। আবার ঐ শ্লোকেই কথিত হয়েছে,—'যতো ভক্তিঃ অধোক্ষজে"—যে ধর্ম্মের দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবে প্রেমভক্তি লাভ হয়। এক্ষণে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ভক্তিধর্ম্ম বা ভাগবত ধর্ম্ম ব্যতীত বর্ণাশ্রমাদি কোন ধর্ম্মের দ্বারা ভগবানে প্রেমভক্তি লাভ হয় না ও আত্মা সুপ্রসন্ন হয় না। ভক্তিধর্ম্ম ব্যতীত বর্ণাশ্রমাদি কোন ঔপাধিক ধর্ম্মই যে শ্রেষ্ঠ নয়, তাহা প্রতিপন্ন হয়।

জগদ্বাসীকে ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য ভগবান্ গৌরহরি ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্ত-শক্তি ও শুদ্ধভক্ত—এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন এবং তাঁর শিক্ষাধারায় সমগ্র জগতে ভক্তিধর্ম্ম বিস্তারিত হয়। এ জগতে তিনি অবতার-লীলা প্রকাশ না করলে কে জানত ভক্তিধর্ম্মের মাধুর্য্য ও ভক্তের মহিমা! রূপানুগ প্রেমিক ভক্তের সঙ্গ ও কৃপায় ভগবানে ভক্তির অঙ্কুরোদ্‌গম হয়। ভক্তি দুই প্রকার—বিধিভক্তি ও রাগভক্তি। বিধিভক্তির দ্বারা ব্রজপ্রেম লাভ হয় না, উহা একমাত্র রাগভক্তির দ্বারাই লভ্য। ব্রজধামে নন্দনন্দন কৃষ্ণচন্দ্রের অসমোর্দ্ধ লীলামাধুর্য্য গৌড়ীয় গুরুবর্গের সম্পত্তি। গৌড়ীয় গুরুবর্গ ব্যতীত অন্য কেহ সেই দুর্ল্লভ সম্পত্তির অধিকারী হতে পারেন না। শ্রীগৌরভক্তগণ সদ্য যে নিগূঢ় প্রেম লাভ করেন, কোটি কোটি প্রসিদ্ধ কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী গুরুসেবক বা কোটি কোটি শ্রুতি-স্মৃতি-পাঠকের তাহা অসম্ভব। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ-কৃত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্'-গ্রন্থে কথিত হয়,—

উপাসতাং বা গুরুবর্য্যকোটীরধীয়তাং বা শ্রুতিশাস্ত্রকোটীঃ।
চৈতন্যকারুণ্যকটাক্ষভাজাং সদ্যঃ পরং স্যাদ্ধি রহস্যলাভঃ।।
(চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ২৫ শ্লোক)

অর্থাৎ—"(গৌরপাদপদ্ম-অনাশ্রিত) কোটিসংখ্যক শ্রেষ্ঠ গুরুর আশ্রয় গ্রহণই করুক অর্থাৎ তাঁদের নিকট যতই কিছু না ভগবদ্-ভজনমার্গ শিক্ষা করুক, অথবা (আগম-নিগমাদি) কোটি কোটি শ্রুতিশাস্ত্রই অধ্যয়ন করুক (তাহাতে নিগূঢ়-প্রেম লাভের সম্ভাবনা নেই) কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাকটাক্ষলব্ধ ব্যক্তিগণের নিশ্চয়ই সদ্য (সেই) নিগূঢ় প্রেম প্রাপ্তি হয়ে থাকে।"

রাগানুগামার্গে বিপ্রলম্ভ রসাস্বাদনের অধিকারী একমাত্র রূপানুগ ভক্তবৃন্দ। রূপানুগ-ধারা ব্যতীত অন্যত্র বিপ্রলম্ভ রসাস্বাদনের অধিকারী থাকা সম্ভব নয়। গৌড়ীয় ভক্তগণ সকলেই রূপানুগ। শ্রীরূপমঞ্জরীর ন্যায় ভক্তি-রস-কূপ আর কে আছেন? ব্রজগোপীগণ

বিপ্রলম্ভভাবেই নন্দনন্দন কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-লীলা আস্বাদন করেছিলেন। ভগবান্ কৃষ্ণ স্বয়ং বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ গৌরহরিরূপে অবতীর্ণ ; হয়ে দুর্ল্লভ বিপ্রলম্ভ-ভজনের কথা ব্যক্ত করেছেন। তাই শ্রীগৌড়ীয়-গুরুবর্গ ব্যতীত রাগভক্তির কথা তথা বিপ্রলম্ভ-রসের কথা আর কে জানেন? বর্ণাশ্রমিগণ এবম্বিধ ভক্তিতত্ত্বের কথা কল্পনা করতে পারেন না। রতি উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত বিধিভক্তিতে অবস্থান হয়। কারণ, বৈধীভক্তিতে শাস্ত্র ও তদনুকূল যুক্তির অপেক্ষা থাকে। ব্রজবাসীদের ভাব-মাধুর্য্য শ্রবণে লুব্ধ হয়ে শাস্ত্রযুক্তি উপেক্ষা করে কৃষ্ণভজন করার আকাঙ্ক্ষা রাগানুগ ভক্তের হৃদয়ে উদিত হয়। বৈধী ভক্তের হৃদয়ে ঐরূপ লোভের উৎপত্তি হয় না। রাগানুগ ভক্ত তদীয় গুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জেনে তাঁর ভক্তিমাধুর্য্যে লুব্ধ হয়ে তাঁর অনুগত ঐকান্তিক সেবকরূপে তাঁর পশ্চাতে থেকে অন্তর্মনা হয়ে নিরন্তর নিজাভীষ্টসেবায় রত থাকেন। রাগানুগভক্তিতে রতি দৃঢ় হলে প্রেমের উদয় হয়। রতিই প্রৌঢ়াবস্থায় মহাভাবদশা। ভাবাপন-দশায় জড়দেহের অভিমান বিদূরিত হয়ে সিদ্ধদেহের অভিমান হয়। সেই সময়ের অবস্থা বর্ণনা করে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন,—

সেইকালে নিজ সিদ্ধদেহ-অভিমান।
পরাজিয়া জড়দেহ হ'বে অধিষ্ঠান।।
তখন স্বরূপে ব্রজবাস ক্ষণে ক্ষণ।
ভাবাপনে স্ব-স্বরূপে হেরি ব্রজবন।।
আপনে স্বরূপসিদ্ধি লভে ভাগ্যবান্।
লিঙ্গভঙ্গে বস্তুসিদ্ধি সম্পত্তি বিধান।।
হইয়া সাধনসিদ্ধা নিত্যসিদ্ধা সহ।
সমতা লভিয়া কৃষ্ণ সেবে অহরহঃ।। (হঃ চিঃ)

রূপানুগ শুদ্ধভক্তগণের ন্যায় এবম্প্রকার সৌভাগ্য লাভ করা বর্ণাশ্রমী ভক্তগণের সাধ্যাতীত। কৃষ্ণদাসাভিমানী রূপানুগ শুদ্ধভক্তগণ কখনও কুলাভিমানী ও বর্ণাশ্রমাভিমানীদের উপাধিভূত ধর্ম্মের অন্তর্গত নন ও তাতে বিজড়িত হন না। গৌড়ীয় গুরুবর্গের নিকট শিক্ষা-দীক্ষা না নিয়ে বর্ণাভিমানী বৈষ্ণব-গুরু বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব-গুরুর নিকট শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করলে তদ্দ্বারা রাগাত্মিকা ভক্তির সহিত ব্রজবাস লাভ হয় না। তাই গৌড়ীয় গুরুদেবের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণের জন্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ আহ্বান জানিয়েছেন,—

যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভূবি সরাগং প্রতিজনু-
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্ণা নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ।। (মনঃশিক্ষা ৩)

অর্থাৎ—"যদি রাগাত্মিকা ভক্তির সহিত ব্রজবাস-লালসা কর এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পরিচর্য্যা আশা কর, তবে হে মন! তুমি জন্মে জন্মে শ্রীস্বরূপ গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপাপাত্রদিগকে নিত্য স্মরণ ও প্রণাম কর।" (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীনাম-মাহাত্ম্য

নিশান্তে দিবস আসে, শীতান্তে বসন্ত আসে,
কালচক্র ঘুরিছে নিয়ত।
সেই কাল-চক্রে প'ড়ে, জীব বিশ্ব চরাচরে,
দেহ ত্যজি' যেতেছে সতত।।
কত শত শত মরে, সংখ্যা তার কেবা করে,
বারিধিতে জলবিন্দু সম।
কিন্তু নামাশ্রিত যেই, মরিয়া না মরে সেই,
তার পাশে যেতে নারে যম।।
অজামিল উপাখ্যান, করে ইহা সুপ্রমাণ,
নামাভাসে হয় সদ্‌গতি।
পূর্ব্বকৃত পাপরাশি, হ'য়ে যায় ভস্মরাশি,
লাভ হয় কৃষ্ণপদে রতি।।
ঠাকুর শ্রীহরিদাস, শ্রীনামে যাঁ'র উল্লাস,
নামাচার্য্য বলি' যাঁ'র খ্যাতি।
বাইশ বাজারে তাঁ'র, শ্রীঅঙ্গে করি' প্রহার,
নারে কাজি করিবারে ক্ষতি।।
রামচন্দ্র খাঁ-প্রেরিত, দুষ্টা নারী নিঘৃণিত,
ফাঁদ পাতে ধর্ম্ম নাশিবারে।
নিজেই সে ফাঁদে পড়ে, অনুতাপে পুড়ে মরে,
হরিদাস উদ্ধারে তাহারে।।
অম্বরীষ মহারাজ, সসাগরা পৃথ্বীমাঝ,
নামের মাহাত্ম্য দেখাইল।
যাঁ'রে অপমান ক'রে, দুর্ব্বাসা মুনিবরে,
ক্ষমা মাগি' প্রাণ বাঁচাইল।।
ব্রহ্মা, শিব নিরন্তর, যে নামেতে তৎপর,
নারদাদি দেবঋষিবর।
শ্রীবাস পণ্ডিত আর, শ্রীঅদ্বৈত অবতার,
নিত্যানন্দ আর গদাধর।।

সত্যযুগে ধ্যানফল, ত্রেতাতে যজ্ঞের ফল,
দ্বাপরে অর্চ্চনে ফল যাহা।
কলিকালে নামবলে, অতিমাত্র অবহেলে,
লভে জীব ধরাধামে তাহা।।
সুমধুর সেই নাম, যাহা নাশে জড়কাম,
মঙ্গলের মঙ্গল হয় যাতে।
নিগমবল্লীর ফল, যাহা দেয় চিদ্‌বল,
যার শক্তি না পারি বর্ণিতে।।
সঙ্কেত বা পরিহাসে, ভোজনে বা উপবাসে,
হাঁটিতে শুইতে কিম্বা আর।
উচ্চারিত হ'লে পরে, অনায়াসে জীবে তারে,
নাম-তত্ত্ব অনন্ত অপার।।
পাপনাশ যাতে হয়, অনর্থাদি হয় ক্ষয়,
ভক্তিধন যাতে লাভ হয়।
কৃষ্ণপদে হয় প্রেম, যাহা জম্বুনদ হেম,
যাহা হ'তে শ্রেষ্ঠ কিছু নয়।।
হেন নাম-চিন্তামণি, সর্ব্ববেদ-শিরোমণি,
নামী সনে যার ভেদ নাই।
ধ্যান, পূজা, তপ ত্যজি', সে নাম-রসেতে মজি',
কৃষ্ণপ্রেম যাহা হ'তে পাই।।
চিত্তমল যাতে কাটে, ভববন্ধু যায় ছুটে,
ত্রিতাপের জ্বালা দূরে যায়।
পরা-বিদ্যা লভি' যাতে, শ্রেয়ঃধন মিলে হাতে,
জীবগণ পরানন্দ পায়।।
মুক্তকুল-পূজনীয়, সাধুগণ-সেবনীয়,
ওগো নাম কৃপা করি' দাসে।
স্থান দেও তব পায়ে, যার সুশীতল ছায়ে,
পাপ-তাপ যাইবে নিঃশেষে।।

—শ্রীসহজানন্দ দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭৩ পৃষ্ঠার পর]

ইন্দ্রিয়বৃত্তি যাদের নির্ভরতা, তাদের আধ্যক্ষিক বলে, আরোহবাদী বলে। অবরোহবাদী বলে না। Logic যেমন Detective, Intactive, এইরকম ধারণা। বিচারের ক্ষেত্রে পরমার্থের মধ্যেও এসব বিষয়গুলো আছে। অস্বীকার করা যাবে না। যারা পরমার্থে প্রবেশ করছেন, তাদের কথা বুঝতে পারা যায় না। এখানে এতক্ষণ ধরে স্বামিজীরা ভক্তির কথা বললেন, সাধন-ভজনের কথা বললেন, কতটুকু বুঝলাম আমরা? বুঝা যাচ্ছে না ত', কারণ আমরা পরিভাষা জানি না। আমরা যদি দর্শনশাস্ত্র পড়েছি তবে ত' দার্শনিক পরিভাষা বুঝতে পারব। দর্শনশাস্ত্র ত' পড়া হয়নি, তাহলে কি করে ধরব? যিনি যে বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে চান, তাঁকে সেই বিষয়ে ত' ভালভাবে পড়তে হবে। তা ত' হচ্ছে না। পরমার্থক্ষেত্রে যে অনুশীলন তা পৃথক্ জিনিস। সেখানে জানতে গেলে কৈফিয়ৎ তলবের কোন কথা নেই।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।

তত্ত্বদর্শী সদ্‌গুরু তিনি দেখবেন একে উপদেশ দেওয়া যাবে কিনা, এ উপদেশ শুনবে কিনা, উপদেশ মানবে কি না। সেই বুঝে উপদেশ দেওয়া হবে তাকে। সে Gradeএ তাকে উপদেশ দেওয়া হবে। সবটা সকলকে বললে হবে না। গণ্ডগোল ত' এখানে হয়ে গেছে। সব জিনিসটা আমাদের বুঝতে হবে, সবটাই শুনতে হবে, বিচার-বিবেচনা করতে হবে। ভগবান্ বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা দিয়েছেন আমাদের।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।।

এটা বললে হবে না। মাথা ঠাণ্ডা করে বুঝতে হবে। কেন আমি ঝগড়া, বিবাদ, বিসম্বাদে প্রবিষ্ট হচ্ছি? কেন আমি ঈর্ষা, হিংসা, মাৎসর্য্যে প্রবেশ করছি? কেন আমি দর্প, দম্ভ, অভিমান, অহঙ্কারে প্রবেশ করছি? এসব শিক্ষাগুলো রয়েছে আমাদের জন্য।

পরমার্থ-শিক্ষা, আত্মকল্যাণ ত' বহু দূরের কথা। সাধারণ জগতের Discipline মানতে চাচ্ছি না আমরা আজকাল। পরমার্থ মানে ভগবান্, পরমার্থ মানে ভক্ত, পরমার্থ মানে ভক্তিমহাদেবী। জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা—ত্রিপুটী বিনাশ করে বসে আছি আমরা। ওসব কিছু দরকার নেই, সব সমান। সবই এক করে দিতে চাচ্ছি। ভালকে খারাপ করব, না খারাপকে ভাল করব? Promotionটা কাকে কিভাবে প্রদান করব? সাম্যবাদ, সাম্যবাদ নিয়ে ঠেলাঠেলি হচ্ছে বাজারে। সাম্যবাদ কেউ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ঠিক ঠিক? ***একমাত্র আত্মধর্ম্মে সাম্যবাদ, অন্য কোন ধর্ম্মে সাম্যবাদ আসে না।*** এ সব কথাগুলো ত' শাস্ত্রের কথা। এই কথাগুলো রাজনীতি ধার করছে কেন?

Equality, Liberty, Fraternity—সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী শাস্ত্রের কথা, রাজনীতির কথা নয়। শাস্ত্রের কথা আবার ধার করার দরকার কি? রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য

তিনি স্মৃতি একখানা আলাদা করে করেছেন। কয়েক শত বৎসর হয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষ ত' চলছে সাত্বত-স্মৃতি অনুসারে। কিন্তু তিনি ত' তাঁর বাহাদুরি বজায় রাখতে পারেন নি। যেখানে তিনি Positive side পান নি, সেখানে একরকম করেছেন, আবার যেখানে Negative খুঁজে পান নি, সেখানে শাস্ত্রের Positive side নিতে হয়েছে প্রমাণরূপে। তাহলে তাঁর কি বাহাদুরি রইল? সব জিনিসের মধ্যে এইরকম বিচার রয়েছে। তত্ত্বদর্শন হল যেটা কখনও উল্টেপাল্টে যায় না, চিরদিনই একই অবস্থায় থাকে। তার কোন পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধন হয় না। তাকেই বলে তত্ত্বদর্শন, তত্ত্বসিদ্ধান্ত—চিরকাল যা একইভাবে থাকে।

ভারতরাষ্ট্রে বাস করি আমরা, ভারতের সংবিধান মানি। কেন মানি? আমার নিজের জন্য, আমি নিজে কিছু আইনের সুবিধা পাব সেজন্য মানি।। শাস্ত্র হচ্ছে পারমার্থিক সংবিধান—Spiritual costitution। যদি প্রশ্ন করা হয়, এটা কেন মানব? যদি আমি না মানি, তাহলে আমাকে কেউ মানুষ বলে মানবে না। এইজন্য মানতে বাধ্য আছি। সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে পরমার্থ জগতে, পরমার্থ ক্ষেত্রে। আমরা যদি আলোচনা করি, ধীর-স্থিরভাবে সাধন-ভজন করি, তাহলে যতরকম ধরণের ভুল—Common error আছে আমাদের জীবনে, সব সংশোধন হয়ে যাবে। উন্নত জীবন আমরা যাপন করতে পারব। এতে আমাদের জগতে খাওয়া, পরা, থাকার কোন অসুবিধা হবে না। আমরা নীতি-আদর্শ মেনে নিয়েই জগতে বসবাস করব। কেবল খাওয়া, থাকা, পরা নয়।

"God ! give us our daily bread." সকলের জন্য সমান ব্যবস্থা নেই কি? আছে ত', কিন্তু আমি বুঝি না, মাথায় ঢোকে না, সেইজন্য Special ভাবে আমার কিছু চাহিদা আছে। সবরকম ধরণের চাহিদা থাকতে পারে, যদি আমি ভক্তিবৃত্তি নিয়ে চলি কোনটায় অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি আমি ভক্তিবৃত্তিকে বাদ দিয়ে সংসারে চলতে চাই, তাহলে মনুষ্যত্ব বলে সেখানে প্রমাণ কিছু হয় না। আমি মানুষ তা প্রমাণ করা যায় না। স্বয়ং ভগবান্ নিজেও বলছেন,—

সত্যং ব্রবীমি মনুজাঃ স্বয়মূর্দ্ধবাহু-
র্যো যো মুকুন্দ নরসিংহ জনার্দ্দনেতি।
জীবো জপত্যনুদিনং মরণে রণে বা
পাষাণ-কাষ্ঠসদৃশায় দদাত্যভীষ্টম্।।

ভগবান্ Proclamation দিচ্ছেন, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্, তাঁর উপরে কথা বলার কারও কোন শক্তি নেই। তাঁর নাম ভগবান্। আর জীবের ভগবানের অধীনে স্বাধীনতা। পরতন্ত্র স্বতন্ত্র সে। তার আবার এত অহঙ্কার কিসের? স্বাধীনতা, স্বাধীনতা করে আমরা দৌড়াদৌড়ি করছি। স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু আমার মনে আছে যে বৎসর স্বাধীনতা হয়েছে, আমার গুরুদেব সেই বৎসর দেওঘরে একটা কবিতা লিখেছেন,—

স্বাধীন ভারত আজি,
শতকোটি কণ্ঠে ওঠে জয়হিন্দ ধ্বনি,

আনন্দে প্রমত্ত সবে স্বরূপ ভুলিয়া।
কিন্তু হায়! কোথা স্বাধীনতা?
হয়েছে কি জীব মুক্ত ভবকারা হতে?
খসে কি পড়েছে জীবের মায়ার শৃঙ্খল?"

তত্ত্বদর্শন। আপনারা এ সব জিনিস নিয়ে আলোচনা করবেন। শুধু কেবল খাওয়া, পরা, থাকার মধ্যে আবদ্ধ থাকবেন না। আমাদের অনুরোধ—এ সব বিষয়ে আপনারা আলোচনা করুন, জানুন, শিখুন, বুঝুন। সব পড়ে আছে শাস্ত্রে। আমাদের খাটতে হচ্ছে না বেশী। কেন? শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করে রেখেছেন আমাদের উপরওয়ালারা। সুতরাং আমদের নিতে খুব কষ্ট হবে না। দেখুন না, চলে যাচ্ছে ত' জীবনের পর জীবন, Positive sideএ লাভ কি হচ্ছে? ক্ষয়িষ্ণু, ধ্বংসশীল বস্তু। সাধন-ভজন করে দেখুন।

সংসারে যে দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়ে রেখেছেন ভগবান্, এর জন্য রাগ করবেন না আপনারা ভগবানের উপর। এটাও আমাদের মঙ্গলেরই জন্য। কেন? সেই ভগবান্ মঙ্গলময়। তিনি আমাদের মঙ্গল চান। কিন্তু পরীক্ষা আছে, সে পরীক্ষা আমাদের দিতেই হবে। পরীক্ষা না দিয়ে কোন উপায় নেই, পরীক্ষায় বসতেই হবে। ভাল করে পড়তেও হবে, পাশও করতে হবে। Unfair means (অসদুপায়) নিলে হবে না। পরীক্ষা দিতে হবে, পাশ করতে হবে। সব জিনিসটা চাই—সাধন-ভজন দরকার।

ভগবানের কাছে চাইলে সব জিনিস পাওয়া যায় না, পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হয়। পরীক্ষাই দেব না আমরা ; আবার পাশ-ফেলের কথা কি আছে ? পরীক্ষার আগে ছেলে-মেয়েরা কি করে? ঠাকুরের উপর খুব ভক্তি বেশী হয়। তখন ঠাকুরের পূজার ফুল পকেটে নিয়ে যায়। ভগবান্ পাশ করিয়ে দেবেন। আমি সারা বছর পড়ব না, ডাংপেটা করে ঘুরে বেড়াব, আর পরীক্ষা-বৈতরণী পার হওয়ার জন্য তখন ঠাকুরের প্রতি খুব ভক্তি বাড়ে। তা ত' নয়। ঠিকমত পড়তে হবে, ঠিকমত শিখতে হবে, ঠিকমত Practice করতে হবে, পরীক্ষায় বসতে হবে, পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষা কে নিচ্ছেন? সবথেকে উপরওয়ালা ভগবান্। তিনি সব পারেন। "কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুম্ ইতি ঈশ্বরঃ।" তাঁর সব ক্ষমতা আছে। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ তিনি কৃপা করেন সকলকে। আমরা বুঝে উঠতে পারি না। তিনি আমাদের দয়া করেন, স্নেহ-মমতা করেন। তিনি শাসনও করেন, কিন্তু সেই শাসন স্নেহ-শাসন। আমরা বুঝে উঠতে পারি না। এইজন্য বোধ হয় ভগবান্ দুঃখ-কষ্ট দিয়েছেন। হতভাগা আমরা, আমাদের নিয়ে খুব মুস্কিলে পড়েছেন তিনি। কিন্তু চিন্তা-ভাবনা তাঁর আছে আমাদের জন্য। আমাদের জন্য কাঁদেন তিনি। ভগবানকে কি বলা হয়?—ভক্তভক্তিমান্। আর ভক্তকে কি বলা হয়?—ভগবদ্ভক্তিমান্। ভগবান্ ভক্তকে ভক্তি করেন।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করছেন শিবঠাকুরকে—কার আরাধনা করব? শিবঠাকুর উত্তর দিয়েছেন,—"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।" কেন, অন্য আরাধনা পরম বলে দিতে পারতেন। কেন বললেন না? শিবঠাকুর বিষ্ণুর আরাধনা করতে বললেন কেন? কৃষ্ণের আরাধনা করতে বললেন কেন? অন্যের আরাধনা করতে বলতে পারতেন

ত' তিনি। তিনি ত' উপরওয়ালা Guardian। তথাপি পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করছেন—এর থেকে আর কিছু বড় আছে কি না?—হ্যাঁ, "তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।।" সেই ভগবানের সেবা যিনি বা যাঁরা শিক্ষা দেন, তাঁদের সেবা করা আরও বড়। মাধ্যম—Proper medium এই গুরু-বৈষ্ণব। সেই কথাই বলা আছে।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করছেন শিবঠাকুরকে প্রথম প্রশ্নে,—'তুমি-আমি এলাম কোথা থেকে? তদুত্তরে শিবঠাকুর বললেন,—

তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরি।
কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ।।

সেই ভগবান্ থেকে তুমি আমি এসেছি।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।।

উত্তরটা দিয়ে দিলেন কে?—ব্রহ্মাজী। কার আরাধনা করব?—দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল এটাই।

তৃতীয় প্রশ্ন—কোন্ নাম জপ করব? নাম জপ করার আমরা সব বড় বড় ব্যবস্থাদাতা! শাস্ত্রে রয়েছে, বেদে-উপনিষদে রয়েছে ব্যবস্থাটা।—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

এটা শুনতে বাংলা মনে হয়, কিন্তু তা নয়—এটা সংস্কৃত। সব সম্বোধনের পদ। কি বললেন শিবঠাকুর পার্ব্বতীকে?—

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে।।

হে বরাননে শিবানী! তুমি সহস্র বিষ্ণুনাম কর। শিবানী বললেন, ওতে ত' অনেক সময় লাগে। তবে রাম নাম কর। শিবানী 'রাম, রাম, রাম' বলতে লাগলেন। এর চেয়েও সংক্ষেপ ব্যবস্থা আছে।

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্তা তু যৎফলম্।
একবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি।।

সহস্র বিষ্ণুনামের সমান এক রাম নাম। তিন রাম নামের সমান এক কৃষ্ণনাম। সুতরাং দেবি! তুমি কৃষ্ণনাম কর। শিবানী তখন 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' বলতে লাগলেন। এরকম বললে হবে না। ওর Process, procedure আছে। তাহলে কিরকম বলতে হবে?

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

সবটার মধ্যে ত' আইন-কানুন আছে। Process, procedure না মানলে হবে? সবই ত' রয়েছে, মানতে হবে আমাদের।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

卐 স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। 卐
卐 ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ। নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥ 卐



卐 অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥ 卐

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৫১শ বর্ষ | ১৭ ত্রিবিক্রম, প্রদ্যুম্ন, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ
৩১ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৪০৬, ইং ১৫।৬।৯৯ | ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্ম-কৃতং শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকম্

[স্কান্দে শ্রীবিষ্ণুখণ্ডে শ্রীপুরুষোত্তম-মাহাত্ম্যে প্রথমোঽধ্যায়ে—১৮-২৫]

[এবং চিন্তয়মানস্য মতিরাসীৎ প্রজাপতেঃ।
মুক্ত্যেককারণং বিষ্ণুং স্তোষ্যেঽহং পরমেশ্বরম্॥]

[এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে প্রজাবৎসল প্রজাপতির মনে উদয় হইল যে, মুক্তির একমাত্র কারণ—পরাৎপর পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকেই স্তব করি।]

শ্রীব্রহ্মোবাচ,—

নমস্তে জগদাধার শঙ্খ-চক্র-গদাধর।
যন্নাভি-পঙ্কাজাদেব জাতোঽহং বিশ্বসৃষ্টিকৃৎ॥ ১॥

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—হে শঙ্খ-চক্র-গদাধারিন্! আপনি জগতের আধার; আমি এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও স্বয়ং আপনার নাভিপদ্ম হইতে জন্মলাভ করিয়াছি। আমি আপনাকে নমস্কার করি॥ ১॥

পরমাত্ম-স্বরূপন্তে ত্বং বেৎসি বৈ জগন্ময়।
যন্মায়য়া জগৎ সর্ব্বং নির্ম্মিতং মহতাদিকম্।। ২।।

হে জগদাত্মন্! আপনার পরমাত্ম-স্বরূপ আপনিই জানেন। আপনারই মায়াতে এই নিখিল মহদাদি জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে।। ২।।

যন্নিশ্বাস-সমুদ্ভূতং শব্দব্রহ্ম ত্রিধাভবৎ।
উপজীব্য তদেবাহমসৃজং ভুবনানি বৈ।। ৩।।

হে ভগবন্! আপনার নিশ্বাস-বায়ু হইতে সমুত্থিত শব্দরূপ ব্রহ্ম (ওঁ) এইরূপে ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছে। আমি তাহাই আশ্রয় করিয়া এইসকল ভুবন সৃজন করিয়াছি ।। ৩।।

ত্বত্তো নান্যৎ স্থূল-সূক্ষ্ম-দীর্ঘ-হ্রস্বাদি কিঞ্চন।
বিকার-ভেদৈর্ভগবন্ ত্বমেবেদং চরাচরম্।। ৪।।

হে ভগবন্! আপনা হইতে স্থূল বা সূক্ষ্ম, দীর্ঘ অথবা হ্রস্ব কিছুই পৃথক্ নয়। যেমন সুবর্ণ বিকার প্রাপ্ত হইলে বলয় প্রভৃতি অলঙ্কার জন্মে, সেইরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়-বিভাগে অবস্থান্তরভেদে আপনি এই সমুদয় চরাচর-স্বরূপ হইয়াছেন।। ৪।।

কটকাদি যথা স্বর্ণং গুণত্রয়-বিভাগশঃ।
স্রষ্টা সৃজ্যং ত্বমেবাত্র পোষ্টা-পোষ্যং জগৎপ্রভো।। ৫।।

হে জগৎপ্রভো! আপনিই সৃষ্টিকর্ত্তা, আপনিই আবার সৃষ্টবস্তু হন, আপনি পালনকর্ত্তা এবং আপনিই আবার পালনীয় হন।। ৫।।

আধারো ধ্রিয়মানঞ্চ ধর্ত্তা ত্বং পরমেশ্বর।
তৎপ্রেরিত মতিং সর্ব্বশ্চরতে চ শুভাশুভম্।। ৬।।

হে ভগবন্! আপনিই আধার, আপনিই আধেয় এবং আপনই ধারণকর্ত্তা। সকল জীবগণই আপনা-কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া শুভ বা অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে ও বিহিত কর্ম্মফলানুরূপ অবস্থা লাভ করে।। ৬।।

ততঃ প্রাপ্নোতি সদৃশীং তয়ৈব বিহিতাং গতিম্।
জগতোঽস্য গতির্ভর্ত্তা সাক্ষী ত্বং পরমেশ্বর।। ৭।।

হে পরমেশ্বর! আপনিই জগতের গতি, আপনিই ভরণকর্ত্তা এবং আপনিই ইহার সাক্ষী।। ৭।।

চরাচর-গুরো সর্ব্ব-বীজভূত কৃপাময়।
প্রসীদাদ্য জগন্নাথ নিত্যং ত্বচ্ছরণস্য মে।। ৮।।

হে কৃপাময়! আপনি এই চরাচর জগতের গুরু ও সকল জীবেরই বীজ-স্বরূপ। হে জগন্নাথ! আমি নিয়ত আপনার শরণাগত ; আপনি অদ্য আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।। ৮।।

[*শ্রীজৈমিনিরুবাচ,—*

এবং সংস্তূয়মানস্তু ব্রহ্মণা গরুড়ধ্বজঃ।
নীলজীমুত-সঙ্কাশঃ শঙ্খ-চক্রাদি-চিহ্নিতঃ।।

পতগেন্দ্র-সমারূঢ়ঃ স্ফুরদ্বদন-পঙ্কজঃ।
আবিরাসীদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠা বিবক্ষু স্ফুরিতাধরঃ।।]

[মহর্ষি জৈমিনি কহিলেন,—হে মুনিগণ! সেই নীলজলধরকান্তি-সদৃশ শঙ্খ-চক্রাদি-চিহ্নিত দীপ্তিবিশিষ্ট পঙ্কজানন গরুড়ারোহী গরুড়ধ্বজ ভগবান্ এইপ্রকারে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া তাঁহাকে কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে বিস্ফুরিতাধর হইয়া আবির্ভূত হইলেন।]

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৮৭ পৃষ্ঠার পর]

ভক্ত্যানুকূল্য

১। ভক্তির অনুকূল বিষয়ের প্রতি শুদ্ধভক্তের সঙ্কল্প কি?

"তুয়া ভক্তি-অনুকূল যে যে কার্য্য হয়।
পরম যতনে তাহা করিব নিশ্চয়।।
ভক্তি-অনুকূল যত বিষয় সংসারে।
করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে।।"—শঃ

২। ভজনের সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল কি?

"শুদ্ধ ভকত-　　চরণ-রেণু,
ভজন-অনুকূল।
ভকত-সেবা,　　পরম সিদ্ধি,
প্রেম-লতিকার মূল।।"—শঃ

৩। ভজনানুকূল বস্তুতে শুদ্ধ-ভাগবতের কিরূপ দর্শন হয়?

"যে দিন গৃহে,　　ভজন দেখি,
গৃহেতে গোলোক ভায়।
চরণ-সীধু,　　দেখিয়া গঙ্গা,
সুখ না সীমা পায়।।"—শঃ

৪। ভজনের অনুকূল ও প্রতিকূল আশ্রমের বিচার কিরূপ?

"নামাশ্রিত ভক্ত গৃহে থাকুন বা বনে যান, তাহাতে কোন বিচার নাই; কেন না, গৃহ **নামানুশীলনের অনুকূল** হইলে ভিক্ষাশ্রম অপেক্ষা ভাল, আবার **নামানুশীলনের প্রতিকূল** হইলে গৃহত্যাগই বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য।"

—'নামবলে পাপবুদ্ধি', হঃ চিঃ

৫। নামভজনকারীর আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য-বিচার কিরূপ?

"নামভজনকারী ব্যক্তি নামের যাহা অনুকূল, তাহা ব্যতীত আর কিছুই করিবেন না। নামাপরাধ অর্থাৎ নামের যাহা প্রতিকূল, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও প্রতিপালক,—এই অনন্যভাব আশ্রয় করিবেন।"

—কৃষ্ণদাস্য, সঃ তোঃ ১১।৬

৬। ভগবন্নিবেদিত তুলসী-চন্দনাদি ধারণ ভক্তির অনুকূল কেন?

"তুলস্যাদির আঘ্রাণের দ্বারা লাম্পট্য-বৃত্তির উত্তেজকরূপ অপর তীব্র গন্ধাদি পরিত্যক্ত হয়। গন্ধ-দ্রব্যের লাম্পট্যে জগতে অনেক বিপদ্ ঘটে। কর্ম্মসাধনরূপ দেহকে গন্ধদ্রব্যের দ্বারা প্রলেপিত করত মূঢ়গণ স্ত্রীলাম্পট্য, আলস্য প্রভৃতি অনেক অনর্থের উদয় করে। ঐ বৃত্তিকে দমন করণার্থ সরল গন্ধযুক্ত তুলসী-চন্দনকে নিবেদন করিয়া ধারণ করিলে প্রত্যাহার ও পরানুশীলন, উভয়ই হইতে পারে।"

—তঃ সূঃ, ৩৫ সূঃ

৭। বিষয়সমূহকে অনুকূল করিবার কৌশল কি?

"বিষয়-সকলই যে জীবের বিরোধী তাহা নয়। বিষয়ে যে রাগ-দ্বেষ, তাহাই জীবের পরম শত্রু। অতএব বিষয় স্বীকার করিবার সময় রাগ-দ্বেষকে বশীভূত করিবে; তাহা হইলে সমস্ত বিষয় স্বীকার করিয়াও তুমি বিষয়ে আবদ্ধ হইবে না।"

—গীঃ রঃ, রঃ ভাঃ, ৩।৩৪

৮। তত্ত্ববিচার ভক্তির দৃঢ়তা সাধনের অনুকূল কেন? তত্ত্ববিচারে উদাসীন ব্যক্তিগণের স্বরূপ কি হইতে পারে?

"ভক্তদিগের পক্ষে শুষ্কজ্ঞান, ফল্গুবৈরাগ্য ও বন্ধ্যা-তর্কের পরিত্যাগ যেরূপ আবশ্যক, **তত্ত্ববিচার ও তৎপদার্থে বিমল অনুরাগ অর্পণ করাও সেইরূপ আবশ্যক জানিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা রাগ-বাহুল্যপ্রযুক্ত তত্ত্ববিচারে অনাদর করেন,** তাঁহাদিগকে নিতান্ত-মুক্ত অথবা নিতান্ত-বদ্ধ বলিয়া জানিতে হইবে।"

—তঃ সূঃ, ৪ সূঃ

৯। গৃহস্থভক্তের ভক্তির অনুকূল সংসার কিরূপ হয়? কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবিধানে পিতৃলোককে পিণ্ডাদিদান কি ভক্তির অনুকূল,—না প্রতিকূল?

"শ্রাদ্ধদিবস উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবাপূর্ব্বক সেই প্রসাদপিণ্ড পিতৃলোককে দান করা এবং ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ভোজন করান হইলেই গৃহস্থ ভক্তের ভক্তির অনুকূল সংসার হয়। সমস্ত **স্মার্ত্তক্রিয়াতে ভক্তিপর্ব্ব মিশ্রিত করিলেই কর্ম্মের কর্ম্মত্ব গেল।**"

—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

১০। শরণাগত ভক্ত কি কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধাদি করেন? তাঁহার পক্ষে কি বিধি ভক্তির অনুকূল?

"শরণাগত ভক্তের পক্ষে পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধ নাই। ভগবৎপূজা করিয়া পিতৃলোককে প্রসাদ অর্পণপূর্ব্বক স্বগণের সহিত প্রসাদ সেবন করাই তাঁহাদের পক্ষে বিধি।"

—জৈঃ ধঃ, ১০ম অঃ

১১। বৈষ্ণব-গৃহস্থের পক্ষে কি অসবর্ণ বিবাহাদি বা চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবহার ত্যাগই ভক্তির অনুকূল?

"গৃহস্থ বৈষ্ণব যদি আর্য্য হন, অর্থাৎ চাতুর্ব্বর্ণ্য হন, তবে বিবাহক্রিয়া তাঁহার স্ববর্ণের মধ্যে করাই উচিত; কেন না, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য চাতুর্ব্বর্ণ্যধর্ম্ম নৈমিত্তিক হইলেও

তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। চাতুর্ব্বর্ণ্য-ব্যবহার-ত্যাগের দ্বারাই যে বৈষ্ণব হওয়া যায়, এরূপ নয়। বৈষ্ণবের পক্ষে যাহা ভক্তির অনুকূল হয়, তাহাই কর্ত্তব্য।"

—জৈঃ ধঃ, ৬ষ্ঠ অঃ

১২। গৃহত্যাগী ও গৃহস্থের ভক্ত্যনুকূল সদ্বৃত্তি কি?

"গৃহত্যাগী ব্যক্তির মাধুকরী ভিক্ষা এবং গৃহস্থ ভক্তের স্ব-বর্ণাশ্রম-বিধি-সম্মত বৃত্তি,—ইহাই সদ্বৃত্তি।"

—পীঃ বৃঃ ৩

১৩। সাত্ত্বিক আহার কি হরিভজনের অনুকূল? কেবল সাত্ত্বিক আহারে ফলোদয় হয় না কেন?

"আদৌ সাত্ত্বিক আহারদ্বারা সত্ত্ব শুদ্ধ হয়। 'সত্ত্ব'-শব্দে শরীর ও মনকে বুঝিতে হইবে। সত্ত্ব শুদ্ধ হইলেও যদি ব্যবহারসকল সাত্ত্বিক না হয়, তবে শুদ্ধসত্ত্বও ক্রমশঃ অপদস্থ হয়। 'ব্যবহার'-শব্দদ্বারা আহার ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত আচারকে বুঝিতে হইবে। স্ত্রীসঙ্গ-পরিত্যাগ, সত্য, সরলতা ও অহিংসা প্রভৃতি এবং যম ও নিয়ম-গত সমুদায়ই 'ব্যবহার'-শব্দের অন্তর্গত। আহার ও ব্যবহার সাত্ত্বিক হইলেও মানব যে-পর্য্যন্ত নিয়মিত আধ্যাত্মিক অনুশীলন না করে, সে-পর্য্যন্ত মানব-প্রকৃতির সম্যক্ উন্নতি কিরূপে হয়? যদি কেহ সাত্ত্বিক উন্নতির ফল দেখিতে চান, তবে মাসার্ধিক সাত্ত্বিক আহার, সাত্ত্বিক ব্যবহার ও সাত্ত্বিক অনুশীলন করিয়া দেখুন, অবশ্যই ফল লাভ করিবেন। কোন অংশে ত্রুটী হইলে অবশ্যই ফলের ব্যাঘাত হইবে; ব্যবহার ও অনুশীলন করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে প্রথমেই সাত্ত্বিক আহারের প্রয়োজন।"

—'মৎস্য-মাংস-ভোজন', সঃ তোঃ ২।৮

১৪। ভক্তের বর্ণাশ্রমলক্ষণ কর্ম্ম কিরূপে ভক্তির অনুকূল হয়?

"জীবনযাত্রা সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিবার অভিপ্রায়ে যে-কোন ভক্ত বর্ণাশ্রম-লক্ষণ-কর্ম্ম স্বীকার করেন, তাহা ভক্তির অনুকূল বলিয়া 'ভক্তি'তে পরিগণিত হয়। সে-সকল কর্ম্ম আর কর্ম্ম বলিয়া উক্ত হয় না। ইহার মধ্যে স্বনিষ্ঠ ভক্তগণ কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে ভক্তির অনুগত করেন। পরিনিষ্ঠিত ভক্তগণ কেবল লোক-সংগ্রহের জন্য ভক্তির অবিরোধে কর্ম্ম আচরণ করেন। নিরপেক্ষ ভক্তগণ লোকাপেক্ষা ত্যাগ করিয়া ভক্ত্যনুকূল ক্রিয়া স্বীকার করেন।"

—'প্রয়াস', সঃ তোঃ ১০।৯

১৫। গীতায় কিরূপ কর্ম্মের প্ররোচনা আছে?

"কর্ম্মের নামই জীবনযাত্রা। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের কর্ম্মসম্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবান্ স্থির করিয়াছেন যে, যে-কর্ম্ম—ভক্তির অনুকূল, তাহা করিবে এবং যে কর্ম্ম—ভক্তির প্রতিকূল, তাহা ত্যাগ করিবে।"

—চৈঃ শিঃ, ২।২

১৬। ভক্ত ও কর্ম্মীর কর্ম্মাচরণের মধ্যে পার্থক্য কি?

"তুমি বিজ্ঞান, শিল্প, কারু ও নীতি যতদূর উন্নতি করিতে পার, কর; তাহাতে

আমাদের কিছুমাত্র বিরোধ নাই, বরং তদ্দ্বারা ভক্তির অনুশীলনের অনেক সুবিধাই হইবে। আমরা বৈরাগী নই, আমরা অনুরাগী। আমরা এইমাত্র বলি যে, সমস্ত কর্ম্মই ভগবৎসাম্মুখ্য স্বীকার করুক। **কর্ম্মসকলের অবান্তর ফল যে, স্বার্থসুখ, তাহার দ্বারা কর্ম্মসকল চালিত না হউক।** ভগবদ্ভক্তির উন্নতির উদ্দেশ্যেই কর্ম্মসকল কৃত হউক। কার্য্য সম্বন্ধে তোমার ও আমার জীবনে কিছুমাত্র ভেদ নাই। ভেদ এই যে, **তুমি কর্ত্তব্যবুদ্ধিদ্বারা কার্য্য করিবে, আমি ভগবদ্দাস্যভাব মিশ্রিত করিয়া কার্য্য করিব।** কোনসময়ে বিরক্তিক্রমে আমার কর্ম্মচেষ্টা খর্ব্ব হয়। তাহাও কোন অবস্থায় তোমার কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম-লাভের সদৃশ। **তুমি নিরর্থক বিশ্রাম লাভ করিবে, আমি ভগবদ্ভক্তিক্রমে কর্ম্ম হইতে অবসর লইব।** জগৎ—**তোমার পক্ষে কর্ম্মক্ষেত্র, আমার পক্ষে ভক্তিসাধন-ক্ষেত্র।** তোমার অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মকে আমি বহির্ম্মুখ বলিয়া জানি ; যেহেতু তুমি কর্ম্মের জন্যই কর্ম্ম করিয়া থাক, ভগবানের জন্য কর্ম্ম কর না। তোমার নাম—সেশ্বরনৈতিক বা কর্ম্মী, কিন্তু আমার নাম—ভক্ত।"

—চৈঃ শিঃ ৮ উপসংহার

১৭। ক্ষমা শ্লাঘ্যা কেন?

"ক্ষমা—ভক্তির অনুকূল।"

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।৯১

১৮। ভক্ত্যনুকূল বিশ্বাস কি?

"ভগবানই বৈষ্ণবের একমাত্র রক্ষক—এই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য।"

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।৯৩

১৯। দারিদ্র্য ভক্তের নিকট হরিসেবা ও দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের পক্ষে অনুকূল কেন?

"দরিদ্রতাকে দুঃখ মনে করা উচিত নয়। ভগবান্ কহিয়াছেন যে, যাহাকে আমি অনুগ্রহ করি, তাহার ধন আমি ক্রমে-ক্রমে হরণ করি ; কেন না, তাহা হইলে তাহার কপট বান্ধবগণ তাহাকে দুঃখদুঃখিত মনে করিয়া ত্যাগ করিবে ; তাহার অসৎসঙ্গ ঘুচিয়া যাইবে।"

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।৯৯

২০। হরিব্রতাদির অনুষ্ঠান কি হয়?

"জয়ন্তীব্রত, একাদশী ও ঊর্জ্জার পালনাদি-অনুষ্ঠানে ভক্তি বৃদ্ধি হয়।"

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।৭৪

২১। 'উৎসাহ' কি?

"আদরের সহিত অনুশীলনই 'উৎসাহ'।"

—পীঃ পঃ বৃঃ ৩

২২। উৎসাহ ভজনের অনুকূল কেন?

"যদি ভজন-প্রারম্ভে উৎসাহ থাকে এবং ঐ উৎসাহ শীতল না হইয়া পড়ে, তবে আর কখনও নাম-ভজনে উদাসীনতা, আলস্য বা বিক্ষেপ আসিতে পারে না। সুতরাং **উৎসাহই সকল ভজনের সহায়।** ভজন-ক্রিয়া উৎসাহময়ী হইলে অতি-অল্প দিনে অনিষ্ঠিতা-ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইয়া নিষ্ঠা-অবস্থাকে লাভ করে।"

—'উৎসাহ', সঃ তোঃ ১১।১

২৩। উৎসাহহীন শ্রদ্ধা কি কার্য্যকরী?

" 'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস বটে, কিন্তু উৎসাহহীন শ্রদ্ধার জীবন। উৎসাহই শ্রদ্ধার কোনপ্রকার ক্রিয়া হয় না। অনেকেই মনে করেন, তাঁহারা ঈশ্বরে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে উৎসাহ না থাকায় শ্রদ্ধার কার্য্য পান না।"

—'উৎসাহ', সঃ তোঃ ১১।১

২৪। বদ্ধজীবের উন্নতির উপায় কি?

"সাধুও মহাজনের কৃপা এবং কৃষ্ণ-কৃপা-জনিত জন্ম-জন্মান্তরের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি-লাভের দ্বারা বদ্ধজীবের মঙ্গলোদয় হয়।"

—'নিশ্চয়', সঃ তোঃ ১১।৪

২৫। বিষয়কথা কি ভক্তির আনুকূল্য করিতে পারে?

"জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণ অনাবশ্যক কথা বলিবেন না। যদি অনাবশ্যক কথা বলিতে হয়, তবে অবশ্য-অবশ্য মৌনব্রত অবলম্বন করিবেন। হরিকথা ব্যতীত সকল কথাই অনাবশ্যক। তবে হরিভক্তি-বিষয়ের অনুকূলরূপে যে বিষয়-কথা হয়, তাহাও অনাবশ্যক নহে।"

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

ভক্তিপর্য্যায়ের অনুকূল-প্রতিকূল-বিচার বিশেষ আবশ্যক। "আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য-বিবর্জ্জনম্।" ইহাই ভক্তিপথে শরণাগতির প্রথম সোপান। অনুকূল-গ্রহণ ও প্রতিকূলত্যাগ করিতেই হইবে। সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ শুদ্ধ আত্মার একমাত্র কার্য্য। মলিন আত্মা সেবার প্রতিকূল বিষয় গ্রহণ করেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকরত্নগুলির উদ্দেশ্যবিভাগ অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায় ১৪শ কিরণমধ্যে ভক্তির বাধক বিষয়গুলি গ্রথিত করিয়াছেন। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ পত্নীগণের উত্তমগতি জানিয়া নিজদিগের শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিহীনতা লক্ষ্য করিয়া আপনাদিগকে ধিক্কার দিতেছেন,—

"ধিগ্ জন্মনস্ত্রিবৃদ্‌যত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্‌বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে।"

আমরা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণবস্তুতে ভক্তিশূন্য ; সুতরাং আমাদের শৌক্র, সাবিত্র্য, দৈক্ষ্য জন্মে, ব্রতে, বহুদর্শিতায়, কুলমর্য্যাদায় ও ক্রিয়ানৈপুণ্যে ধিক্। আমরা অধোক্ষজে বিমুখ, অক্ষজে—ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে অত্যাসক্ত হইয়া আছি। ইন্দ্রিয়গুলি অচেতন-গ্রহণে রত হইতেছে। সচেতন ও অচেতন-বিচারে আমরা প্রত্যক্ষবাদে ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা করি। ইহাই বিশ্বদর্শন। পরোক্ষ—প্রবল চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট মনোধর্ম্মযুক্ত ব্যক্তিগণ বিশ্বকে যেরূপ দর্শন করিয়া থেন তাঁহাদের দ্বারা আমরা যে-প্রকার লাভবান্ হই। অনুবীক্ষণদ্বারা

কোন ক্ষুদ্রতম বস্তুকে যদি আমরা তদ্বিষয়ে অনেক জ্ঞানলাভে সমর্থ হই—ইহাই প্রত্যক্ষবাদ। আমাদের ভোগ ও দেবতার ভোগে পার্থক্য আছে। দেবতার আরাধনাদ্বারা পরোক্ষবাদী জ্ঞানলাভ করিতে পারে। পরোক্ষবাদ ফলাকাঙ্ক্ষা। "পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।" বদ্ধজীবের স্বার্থ চতুর্দ্দশ ভুবনমধ্যে পুষ্ট হয়। কিন্তু ভক্তিপথিকগণের কোন অভাবই এখানে পূর্ণ হয় না। পরোক্ষবাদে ইন্দ্রিয়-তর্পণই লাভ। ভোক্তার ভোগ্যদ্রব্য সুষ্ঠুভাবে গ্রহণের যোগ্যতা পায় পরোক্ষবাদের আশ্রয়ে। পাণিনি-ব্যাকরণ বলেন,—পরোক্ষে লিট্। অন্যের ইন্দ্রিয়দ্বারা লক্ষিত বস্তু বহু পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। তাহা কেবল কর্ণদ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হয়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের অতিরিক্ত অপরোক্ষ। তাহা জ্ঞাত বা জ্ঞেয়বস্তুর বিপরীত। জড়বস্তুর বোধরাহিত্য অপরোক্ষ। পরোক্ষবাদীর নিকট হইতে আমরা স্বর্গাদি সুখের বিবরণ পাই। তাহাতে কালধর্ম্মবশে পরিবর্ত্তনশীলতা আছে। এজন্য অপরোক্ষের ধারণা। তাহার অতীত সেবাধর্ম্ম অধোক্ষজ।

পৃথিবীতে সেবার ছলনা বণিগ্‌ধর্ম্ম। আমরা অল্পত্যাগে উত্তম বস্তু পাইব, এইরূপ বিচার করি। অপরোক্ষানুভূতিতে নির্ব্বিশেষ ভাব। শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা অপরোক্ষভাব স্থাপিত হয়। বৈষ্ণবসেবা শ্রুতিসাহায্যেই প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষবাদের নিরাসপূর্ব্বক অধোক্ষজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অনুভবকারী, অনুভূতি ও অনুভবনীয় তিন বস্তুর বিচারে ইহাদের চিৎসবিশেষত্বই অধোক্ষজবাদের আলোচনীয়।

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।।
ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।।
ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।।
যথা নদ্যঃ স্যন্দমানা সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।।

এই বিচারগুলির দ্বারা জড়সবিশেষপরতা নিরস্ত হইয়াছে,—

"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সন্তি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব।।"

জড়নির্ব্বিষশেষের নিরাস হইলেও চিৎসবিশেষের অবিদ্যমানতা প্রতিপাদিত হয় নাই। ঐসকল আরও সহস্র শ্রুতিবাক্য ভগবত্তত্ত্বের চিৎসবিশেষত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন।

অপরোক্ষবিচারে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা একীভূত হয়। 'কেন কং বিজানীয়াৎ।' জড়-নির্ব্বিশষ হইলেও কে কাহাকে জানিবে? এই অবস্থানের উপরিভাগে যে ভগবৎ-সেবানন্দ আছে তাহা অপরোক্ষবাদীর গোচরীভূত হয় না।

"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।।"

—ইহাই ভাগবতের বিচার। জীব স্বরূপতঃ নিত্যপদার্থ। নিত্য ছাড়িয়া অনিত্যের দিকে—ক্ষণভঙ্গুরতার দিকে ধাবমান হওয়া মুক্তি নহে। চেতনের কথায় পূর্ণজ্ঞান, নিরবচ্ছিন্ন

আনন্দ। চেতনের কথা ব্যতীত জগতে মানবজীবন ধারণ করিবার আবশ্যকতা নাই। সচ্চিদানন্দ বস্তুর গ্রহণ ব্যতীত আমরা সত্ত্বরজস্তমোগুণের অধীন থাকিব। আমাদের চেষ্টা গুণজাত অর্থাৎ গৌণ হইবে। সমস্ত শ্রুতিই নির্ব্বিশেষ ও চিৎসবিশেষ বলিয়াছেন।

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।।"

শ্বেতাশ্বতরশ্রুতির এই বচনের বিচারে জড়বিশেষ নিরাস করিয়া চিৎসবিশেষের কিরূপে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা আবশ্যক।

"তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

তাঁহার জ্যোতিঃ আসিলে আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা মায়াশক্তির হাত হইতে মুক্তি ঘটিবে। শ্রুতি মানবের উপকার করিতে মাতৃরূপে আবির্ভূতা। প্রতিবাক্যে তিনি ভগবদ্ভজনের উপদেশ দিতেছেন। ভগবানেরই ভোগ্য সমস্ত বস্তু। পার্থিব-বস্তু অপ্রাকৃত-বস্তুর ছায়ামাত্র। ছায়াতে অভিনিবেশ বুদ্ধিমানের লক্ষণ নহে। তাই বলিয়া সমস্ত ত্যাগ করিয়া নির্ব্বিশেষ গতিও বাঞ্ছনীয় নয়। তাহার পরবর্ত্তী বিষয়ের পাইবার যত্ন চাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিচার,—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।।

সমস্তই হরির বস্তু, তাহাই ত্যাগ করিয়া ফল্গুবৈরাগ্য, মর্কটবৈরাগ্য করিলে কোন-কালে মুক্তি বা স্বরূপসিদ্ধি মিলিবে না।

ব্রহ্মাণ্ডে অমঙ্গল ব্যতীত কিছুই নাই। অভক্ত-সম্প্রদায় কেবল অমঙ্গলই বরণ করিতেছেন। ভগবদ্ভক্তই একমাত্র চতুর। তাঁহারা অধোক্ষজের সেবা বরণ করেন, অপরোক্ষ লইয়া ব্যস্ত হন না।

"অপাণি-পাদো জবনো গ্রহীতা" ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ বিকৃত করিয়া অপরোক্ষ বা নির্ব্বিশেষ বিচার গৃহীত হয়, কিন্তু উহাই অধোক্ষজবিচারে নিত্য চিৎসবিশেষ প্রমাণিত করিতেছে। হরির জন্য সর্ব্বতোমুখী সর্ব্বকালীন চেষ্টা করিলে আমাদের "ধিগ্ জন্মনঃ" ইত্যাদি শ্লোকের আক্ষেপের বিষয় থাকিবে না। পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার এষণা থামিয়া যাইবে ও সমস্ত এষণারই সার্থকতা অবিলম্বে ঘটিবে। অধোক্ষজ—"অধঃকৃতম্ অক্ষজম্ ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন।" যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে ধিক্কার করিয়া তদূর্দ্ধে বর্ত্তমান। তিনিই আত্মক্রীড়, আত্মরতি ও ক্রিয়াবান্। এই সমস্ত বিচারের অভাবে লোকে কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, ধর্ম্মবীর ইত্যাদি সাজিয়া কেবল নশ্বর স্থূল পদার্থের সেবায় নিযুক্ত আছে। তাঁর প্রীতির কার্য্য বাদ দিয়া নিজের পৃথক্ কার্য্যের অস্তিত্বের সংরক্ষণ করিতে ব্যস্ত হয়। অপরোক্ষের উন্নতার্দ্ধে সবিশেষ শ্রুতিবাক্য আলোচিত হইয়াছে। "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" তাঁহারই অঙ্গকান্তিদ্বারাই সমস্তই প্রকাশিত।

নিগ্রহপীড়িত জীব এই জগৎকে আবাসযোগ্য নহে বিবেচনা করেন। জড়ের বিশেষ ধর্ম্মে অবরতা, হেয়তা প্রভৃতি দেখিয়া ত্যাগ করিতে যান ; তাহা নিতান্ত অবিবেচনার

কর্ম্ম নহে। তবে সৎসঙ্গে বৈকুণ্ঠের বৈশিষ্ট্যকে ত্যাগ করিতে হইবে না। তাহাতে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা হইয়া যাইবে।

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।"

বিষ্ণুবস্তুকে কলঙ্কিত করিলে অন্য দেবতার মূর্ত্তি তাহার সামনে উপস্থিত হয়। তাঁহারা আমাদের ভোগবর্দ্ধন করেন। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষলাভের জন্য অন্য দেবগুলির উপাসনা। কিন্তু বিষ্ণু নিজে সমস্ত গ্রহণ করেন। তাঁহার ভক্ত মোক্ষাদিসুলভ হইলেও, প্রদান করিতে চাহিলেও গ্রহণ করিতে চাহেন না। সেবাই তাঁহার প্রাণধারণের উপায়।

"দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।।"

অপরোক্ষ-বিচারে নির্ব্বিশেষরহিত করিয়া সবিশেষ-বিচারে প্রতিষ্ঠিত যে ভগবান্ তাহার সহিত অধোক্ষজ ভগবানের পার্থক্য রহিয়াছে। তদীয় বিগ্রহ জড়ময় নহে। তিনি চিদ্বিগ্রহ, কাঠের বা মাটীর পুতুল নহে, প্রত্যুত চেতন—মনুষ্যের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত চিদ্বিগ্রহ। লোকে ব্যাসকে ভ্রান্ত ধারণা করিবে বলিয়া শঙ্করাচার্য্য তাঁহার সম্মানরক্ষার জন্য বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। তিনি ব্যাসকে গুরু বলিয়া সম্মান করেন, এইজন্য তাঁহার রক্ষাকৌশলে মায়াবাদের কল্পনা। কিন্তু তিনিও আচার্য্য। ভগবদাদেশে অসুরবুদ্ধি-মোহন করিয়া আসুরসর্গই উত্তরোত্তর প্রচলিত রাখিতে প্রেরিত।

"অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।।"

প্রকৃত বিচার ত' ব্যাস স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবত-মধ্যে সংরক্ষিত করিয়াছেন। তাহাই ত' অধোক্ষজ বস্তুর বিচার। অধোক্ষজ বস্তু সমস্ত জীবের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের আদর্শ হইতে সর্ব্বদাই পৃথক্ থাকেন।

লক্ষ্মীপতিতীর্থ হাড়োওঝার নিকট নিত্যানন্দকে ভিক্ষা চাহিলে তিনি কাতর হইয়াছিলেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত পরদুঃখদুঃখী। তিনি ভাবেন, জগৎ বৈষ্ণব হউক। বৈষ্ণবের বিচার,—

জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক-ভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ।।

আপাতঃদর্শনে মাতা-পিতাকে দুঃখ দিয়াও তিনি সকল জীবের সংসাররোগ ঘুচাইতে নিত্যানন্দকে ভিক্ষায় লইয়া গেলেন। বৈষ্ণবের বিচার—যাঁহার প্রদত্ত তিনি সরিয়ে নিলেন, আমাদের শোক কেন? ভগবান্ সর্ব্বদা সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন। অধোক্ষজবস্তু পরদুঃখদুঃখী। অধোক্ষজ স্বচরণামৃত দিতে সর্ব্বদা উন্মুখ।

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্।।"
"অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেই কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ।।
কৃষ্ণ কহে আমা ভজে মাগে বিষয়সুখ।
অমৃত ছাড়ি', বিষ মাগে এত বড় মূর্খ।।

আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব।।"

জীব অধোক্ষজে বিমুখ হইলে অক্ষজজ্ঞানে নির্ব্বিশেষ নিঃশক্তিক ব্রহ্মবিচারে আত্মঘাত লাভ করিয়া থাকে। অতএব এস্থানে চেতনের বৃত্তি অনুসন্ধানে সর্ব্বদা দরকার। "জীব জাগ, জীব জাগ" বিচার অনবরত মনে জাগরূক রাখিতে হইবে। কৃষ্ণেঃ স্বৈরিণী হইলে মঙ্গল, জগতের স্বৈরিণী হইয়া (যাহা জগতে শতলোকই হইয়াছেন)—কি লাভ? অধোক্ষজ পদার্থ নিজের সুখময় সৌন্দর্য্য দেখাইতে প্রস্তুত।

"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।।"

অর্জ্জুনের কাছে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণের গান খানিকক্ষণ শুনিলেই নিজের নিরবচ্ছিন্ন সুখ আসে। ইহাই অধোক্ষজ বিচার। জড়জগতের অসৎ, অচিৎ ও নিরানন্দের আবাহনে ব্রাহ্মণ, মুচি, কুলীন, মলিন বিচার। নৃসিংহদেব বাৎসল্যরসের, বামন সখ্যরসের ও বুদ্ধ শান্তরসের বিচার দেখাইয়াছিলেন। গয়া কীকট দেশ, কীটবহুল প্রদেশ। তথায় বুদ্ধের সমাধিলাভ ও প্রচার। আমাদের দশা হইয়াছে, অধোক্ষজ-সেবাবিমুখতাদ্বারা সংসারে বিষয়রসের আস্বাদন-লাভের প্রত্যাশা। কিন্তু কৃষ্ণলীলায় দ্বাদশরস পূর্ণরূপে বিরাজমান থাকায় তাহার আলোচনাফলে সচ্চিদানন্দবস্তুর আস্বাদন পাইব।

"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।"

মনুষ্যজ্ঞানের অধীন বস্তুকে ভগবান্ ভাবিলে পৌত্তলিকতা আসিয়া নারকী করিবে।

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।।"
"যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা।।"

সুতরাং সর্ব্ববেদান্তের ভাষা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণদ্বারা আমাদের কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি আসিবে। তাহাতে অনর্থের উপশম হইলেই মনুষ্যজীবনের পরমপ্রাপ্য পঞ্চমপুরুষার্থ লাভ হইবে।

—দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, ১০ম বর্ষ, ২১৪ সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-প্রসঙ্গ

[শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-বিষয়ে বিভিন্ন অপপ্রচারের প্রতিবাদ
এবং
সৎসিদ্ধান্ত-স্থাপনমূলক প্রকাশন]
আগ্রহী ব্যক্তিগণ শীঘ্রই সংগ্রহ করুন।

সন্দর্ভ-সার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯৩ পৃষ্ঠার পর]

শুকপ্রোক্তং—এই বিশেষণ দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ এবং দ্বাদশস্কন্ধের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের কতকাংশ হইতে শেষ পর্য্যন্ত শুকদেব-কথিত অংশ নহে। কারণ ১২শ স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে 'জগাম ভিক্ষুভিঃ সাকং নরদেবেন পূজিতঃ'—এই শ্লোকে পরীক্ষিতের নিকট পূজিত হইয়া ভিক্ষুগণের সঙ্গে শুকদেবের গমনের কথা আছে। উহাতে আবার কতকগুলি সূত-শৌনকাদির উক্তিও আছে। তবে শুকপ্রোক্ত বলিতে কি অংশবিশেষ মাত্র বুঝাইবে? এই আশঙ্কা নিরাস করিতে শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—'অনাগতাখ্যানেনৈবাস্য শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিঃ' অর্থাৎ যে বৃত্তান্ত উপস্থিত হয় নাই সেই ভবিষ্যৎ বিষয় লইয়াই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবৃত্তি। সুতরাং গায়ত্রীর অর্থদ্যোতক ১ম স্কন্ধের ১ম শ্লোক হইতে 'বিষ্ণুরাতমমুমুচৎ' ইতি অন্ত্য শ্লোক পর্য্যন্তই শ্রীশুকদেব পরীক্ষিত মহারাজকে বলিয়াছিলেন। পুরাণ প্রকাশকালে বেদব্যাস সর্ব্বাংশ প্রকাশ না করিয়া অভিধেয়াংশ মাত্র সংক্ষেপে প্রকাশ করেন। পরে ভারত প্রকাশের পর ঐগুলির দ্বারা সজ্জিত করিয়া পূর্ণ-শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন এবং শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন—ইহা স্বীকার না করিলে অন্যান্য শাস্ত্রসহ বিরোধ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম শ্লোকে গায়ত্রীর ভাষ্য আছে, আর দ্বাদশস্কন্ধবিশিষ্ট ভাগবত পাঠ বা শ্রবণের মাহাত্ম্য অগ্নি ও মৎস্য পুরাণাদি বিভিন্ন শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এজন্য ১ম স্কন্ধ হইতে ১২শ স্কন্ধ শেষ পর্য্যন্তই পরীক্ষিৎকে শুকদেব শ্রবণ করাইয়াছিলেন—ইহাই স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমবিকাশ এইরূপ পাওয়া যায়—শ্রীমদ্বেদব্যাস যেকালে নিখিল জীবের মঙ্গলকামনায় সমাধিস্থ হন তখন সমস্ত বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য পরমার্থের সংক্ষেপ-সংগ্রাহক একটী পদ্য তাঁহার মনে আবির্ভূত হয়। তাহা গায়ত্রীর সমান অর্থযুক্ত। তাহা হইতে সূত্ররূপে কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিতরূপে, তৎপশ্চাৎ দৃষ্টান্ত, যুক্তি, অবতারণা, ইতিহাস ভাগ, গায়ত্রীর তাৎপর্য্য ও উপসংহার প্রভৃতিসহ সুবিস্তৃত শ্রীমদ্ভাগবত জগতে আবির্ভূত করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত বিচারদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত যে বোপদেব-রচিত বলিয়া কেহ কেহ উক্তি করেন, তাহাও নিরস্ত হইল।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রাচীন ঋষিগণ এবং আধুনিক লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্বদ্বর্গেরও আদরণীয় বস্তু। এই ভাগবতের হনুমদ্ভাষ্য, বাসনাভাষ্য, বিদ্বৎকামধেনু, তত্ত্বদীপিকা, ভাবার্থদীপিকা, পরমহংসপ্রিয়াদি বহু ব্যাখ্যা এবং মুক্তাফল, হরিলীলা, মুক্তাবলী প্রভৃতি বহু নিবন্ধগ্রন্থ প্রসিদ্ধ মহানুভবগণ-কর্ত্তৃক রচিত ও প্রচারিত হইয়া ভাগবতের সার্ব্বজনীন সমাদরের কথা কীর্ত্তন করিতেছে।

যদি বলেন আচার্য্য শঙ্কর গীতা, উপনিষদাদির টীকা রচনা করিয়াছেন, কিন্তু ভাগবতের টীকা করিলেন না কেন? তদুত্তর,—শিবের অবতার শঙ্করাচার্য্য মোক্ষধর্ম্মের

প্রচারার্থ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং নিজ-প্রচারিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ভক্তিসুখের উৎকর্ষ বর্ণন করিতে কুণ্ঠিত হন ; পাছে ভগবান্ কুপিত হন বলিয়া ভগবানের নিজ-তত্ত্ব গোপন করার জন্যই শঙ্করের প্রতি আদেশ ছিল। তথাপি নিজকৃত গোবিন্দাষ্টকে ব্রজেশ্বরীর বিশ্বরূপ দর্শন-জন্য বিস্ময় এবং গোপীগণের বস্ত্রহরণ-লীলাগুলিকে তটস্থভাবে বর্ণন করিয়া ভগবৎলীলাকে মানসে স্পর্শ করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করের আবির্ভাবের হেতু কালক্রমে তান্ত্রিক বীরাচার প্রভৃতি তামসিক ধর্ম্মে জগৎ উন্মত্ত হইয়া স্ত্রী, মদ্য, পশু-হিংসাত্মক ক্রিয়াতে বিশেষ তৎপর হইয়াছিল। তখন বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়া "অহিংসা হি পরমো ধর্ম্মঃ" প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণ বৈদিক ধর্ম্মের পরিপন্থী হইয়া দেবদেবীপূজা বা বৈদিক-ক্রিয়ার বিলোপসাধনে প্রবৃত্ত হন। তখন শ্রীভগবান্ শঙ্করকে অবৈদিকভাব নষ্ট করিয়া বৈদিক ভাবের সঞ্চার এবং ভগবানের সবিশেষ রূপ গোপন করার জন্য ইঙ্গিত করেন।

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয়ঃ যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।।

ভগবানকে গোপন করার আরও একটী উদ্দেশ্য ছিল। কোন সময়ে সায়ম্ভুব-মন্বন্তরে নমুচি প্রভৃতি কতিপয় অসুর অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। তাহারা বিষ্ণুভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া বিশেষ বলশালী হইয়াছিল। সুতরাং দেবগণ তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া শ্রীভগবানের শরণাগত হন। তিনি তখন মহাদেবকে বলেন,—ইহারা আমার ভক্তি যাজন করে বলিয়া আমার অবধ্য ; সুতরাং তুমি সুর-দ্বেষী অসুরগণের মোহনার্থ এরূপ শাস্ত্র প্রচার কর—যাহাতে ইহারা মুগ্ধ হইয়া বিষ্ণুভক্তি পরিত্যাগ করে। তোমার সহায়তার নিমিত্ত কণাদ, গৌতম, কপিল, দুর্ব্বাসা, মৃকণ্ডু, বৃহস্পতি, ভার্গব, জমদগ্নি প্রভৃতিকেও প্রদান করিতেছি। তুমি ইহাদিগকে নিজশক্তিতে আবিষ্ট করিয়া তামসিক শাস্ত্র প্রচার কর। নৃ-কপাল ভস্মাস্থি-ধারণাদিরূপ পাশুপত-শাস্ত্রের দ্বারা আমার ভক্তিকে গোপন কর, তাহা হইলে ঐ অসুরের দল ভ্রান্ত ও পতিত হইয়া পড়িবে। শ্রীভগবানের আজ্ঞায় মহাদেব জগতে আসিয়া মায়াবাদরূপ অসৎশাস্ত্রের প্রচারদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যস্থাপন এবং ব্রহ্মের নির্গুণরূপ প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ; ৯৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

উক্ত অধ্যায়ে পুরাণাদিরও ভেদ বর্ণিত হইয়াছে,—

মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈব চ।
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি **তামসানি** নিবোধ মে।।
বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে।
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ।।
ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং **রাজসানি** নিবোধ মে।।
সাত্ত্বিকা মোক্ষদাঃ প্রোক্তাঃ রাজসাঃ স্বর্গদাঃ শুভাঃ।
তথৈব তামসা দেবি নিরয়প্রাপ্তি-হেতবঃ।।

তথৈব স্মৃতয়ঃ প্রোক্তা ঋষিভিস্ত্রিগুণান্বিতাঃ।
সাত্ত্বিকা রাজসাশ্চৈব তামসা শুভদর্শনে।।
বাশিষ্ঠঞ্চৈব হারীতং ব্যাসং পরাশরং তথা।
ভারদ্বাজং কাশ্যপঞ্চ সাত্ত্বিকা মুক্তিদাঃ শুভাঃ।।
যাজ্ঞবল্ক্যং তথাত্রেয়ং তৈত্তিরং দাক্ষমেব চ।
কাত্যায়নং বৈষ্ণবঞ্চ রাজসাঃ স্বর্গদাঃ শুভাঃ।
গৌতমং বার্হস্পত্যঞ্চ সম্বর্ত্তঞ্চ যমং স্মৃতম্।
শাঙ্খং চৌশনসং দেবি তামসা নিরয়প্রদাঃ।।
কিমত্র বহুনোক্তেন পুরাণেষু স্মৃতিষ্বপি।
তামসা নরকায়ৈব **বর্জ্জয়েত্তান্বিচক্ষণঃ**।।

সাত্ত্বিক পুরাণ—বিষ্ণু, নারদ, গরুড়, বরাহ, পদ্ম ও ভাগবত।
রাজসিক পুরাণ—ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন ও ভবিষ্য।
তামসিক পুরাণ—মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শৈব, স্কন্দ ও অগ্নি।
সাত্ত্বিক স্মৃতি—বশিষ্ঠ, হারীত, ব্যাস, পরাশর, ভরদ্বাজ ও কশ্যপ।
রাজস স্মৃতি—যাজ্ঞবল্ক্য, আত্রেয়, তৈত্তির, দাক্ষ, কাত্যায়ন ও বৈষ্ণব।
তামস স্মৃতি—গৌতম, বার্হস্পত্য, সাম্বর্ত্ত, যম, শঙ্খ ও ঔশনস।

সাত্ত্বিক শাস্ত্র মোক্ষদান করে। রাজস শাস্ত্র স্বর্গ প্রদান করে এবং তামসিক শাস্ত্র নরকে লইয়া যায়। এজন্য তামসিক শাস্ত্র সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য।

শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের অপৌরুষেয় ব্যাখ্য, তাহাতে শঙ্করের কোন ব্যাখ্যা না থাকার কারণ—তিনি প্রভুর অনুজ্ঞাক্রমে উপনিষদাদির ভাষ্যে ব্যাসের অসম্মত বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিলেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ভগবানের অভিন্ন মূর্ত্তি বলিয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের মধ্যে অদ্বৈতবাদ প্রবেশ করাইতে সাহসী হন নাই।

ভগবানের নিজতত্ত্ব গোপন করাইবার কারণ এই যে, বৌদ্ধগণ বৈদিক কর্ম্মের বিরোধী ছিল ; ঈশ্বর স্বীকারও করিত না। তাদৃশ শূন্যবাদীদের মধ্যে শ্রীভগবানের মূর্ত্তির কথা স্থাপন না করিয়া প্রথমতঃ বেদের আশ্রয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন করা প্রয়োজন-বিবেচনায় শঙ্করকে দিয়া বেদের সত্যতা স্থাপন করাইয়া পরবর্ত্তিকালে শ্রীরামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের দ্বারা এবং পরিশেষে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়া শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম স্থাপন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীশুকদেব গোস্বামী-কর্ত্তৃক রাজা পরীক্ষিতের সভায় সর্ব্বপ্রথম কীর্ত্তিত হন। তাহার হেতু—মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে সপ্তাহকালমধ্যে পৃথিবী ত্যাগ করিতে হইবে জানিয়া তিনি ইহাই স্থির করিয়াছিলেন যে, ঐ ব্রহ্ম-শাপটী তাঁহার নিকট বৈরাগ্য-মূলরূপে আগত, এজন্য তৎক্ষণাৎ সংসার ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীর আশ্রয় করেন। ভগবদ্ভক্ত-প্রধান পাণ্ডবের বংশধর কিরূপে অন্তিমকাল অতিবাহিত করেন, নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট ভগবৎ-প্রসঙ্গ হইবে, এই ধারণামূলে—যে-সকল ঋষি তীর্থ-পর্য্যটন-ছলে তীর্থসকলকে পবিত্র করিয়া থাকেন, তাদৃশ ঋষিমুখ্য অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান, অরিষ্ট.

নেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, মেধাতিথি, দেবল, ভরদ্বাজ, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, দেবর্ষি নারদাদি এবং আরও অনেক দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি প্রভৃতি তথায় সমবেত হন। রাজর্ষি পরীক্ষিৎ ঐ সকল মহাত্মাগণকে যথাযথ সম্মান ও আসন প্রদান করিয়া তাঁহাদের নিকট এই প্রশ্ন করেন যে, তাঁহার ন্যায় আসন্ন মৃত্যু ব্যক্তির পারলৌকিক কৃত্য কি? তখন তথায় ব্যাসপুত্র শুকদেব যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হন। তাঁহার দর্শনে সমস্ত ঋষি নিজ নিজ আসন হইতে উত্থিত হইয়া শুকদেবকে অভ্যর্থনা করত তাঁহাকেই বক্তার আসন প্রদান করেন। যদিও সেই সভায় শুকদেবের গুরু ও পরমগুরু শ্রীব্যাস ও নারদ উপস্থিত ছিলেন তথাপি তাঁহারাও শুকদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত ভাগবত শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

হেমাদ্রিকার মুক্তাফল নামক গ্রন্থে ভাগবত সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

বেদাঃ পুরাণং কাব্যঞ্চ প্রভুর্মিত্রং প্রিয়েব চ।
বোধয়ন্তীতি হি প্রাহুস্ত্রিবৃহদ্ভাগবতং পুনঃ।।

প্রভু নিজ অমাত্য-ভৃত্যাদির প্রতি যাহা আজ্ঞা করেন, তাহারা দোষ-গুণ বিচার না করিয়া অবনত-মস্তকে তাহা পালন করে, তেমনই ধার্ম্মিক মনুষ্য কোন যুক্তি-প্রমাণাদির অপেক্ষা না করিয়া সুদৃঢ় বিশ্বাসে বেদের উপদিষ্ট কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করেন। জগতে মিত্র বন্ধুর হিতোপদেষ্টা এবং আবশ্যকস্থলে নানারূপ যুক্তি-প্রমাণাদিরও অবতারণা করে, তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ জীবকে সর্ব্বদা হিতোপদেশ প্রদান করেন।

পত্নী পতির হিতকামনায় সর্ব্বদা চেষ্টান্বিত এবং মধুর আলাপে পতির আনন্দবর্দ্ধন করে। তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায় শব্দালঙ্কারাদি সরস বাক্যসকল পাঠকের চিত্তে আনন্দ জন্মাইয়া থাকেন। অতএব বেদ, পুরাণ ও কাব্যের যাহা গুণ, সে-সকলই ভাগবতে পাওয়া যায়।

অনন্তশক্তি ভগবানের প্রয়োজনবোধে লীলা ও ধর্ম্মাদির সঙ্কোচ বা বিস্তার হয়। কোন কল্পে একই লীলা, কোন কল্পে তাহার কিছু সঙ্কোচ বা বিস্তার হয়। তাহাতে কালবিশেষে প্রকাশ বা সঙ্কোচ বিস্তারহেতু অনিত্যতা-দোষ আসে না। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের তদ্রূপ জানিতে হইবে। ব্রহ্মা যেকালে শ্রীভগবানের নাভিকমল হইতে উদ্ভূত হন, তখন ভগবান্ ব্রহ্মাকে যে শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করেন, তাহাই অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে প্রকাশিত। পরবর্ত্তিকালে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে ঐ অংশেরই বিস্তাররূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং নিজপুত্র শুকদেবকে তাহাই অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

শৌনকাদি শ্রীসূতের নিকট প্রশ্নের উত্তরে ভাগবত সম্বন্ধে ইহাই জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যখন অন্তর্দ্ধান করেন তখন তাঁহার স্থানে ঐ পুরাণ-সূর্য্যের উদয় হয়। রাত্রিকালে সূর্য্যের অভাবে জীবগণের চক্ষু ঘন অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পায় না, কিন্তু সূর্য্যোদয়ে সমস্ত অন্ধকার নাশ করিয়া চক্ষু ও বস্তুর প্রকাশ হয়; তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবত উদিত হইয়া কলিহত অজ্ঞান জীবের অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া জ্ঞানচক্ষুর প্রকাশ করেন ও তদ্দ্বারা বাস্তব বস্তু শ্রীভগবানের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

শ্রীহরিনাম-মাহাত্ম্য

যুধিষ্ঠির মহারাজ পিতামহ ভীষ্মের নিকট ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পাপিগণ কিরূপে অধর্ম্মের ফল ভোগ করেন এবং ধর্ম্মাত্মাগণ কিরূপে ধর্ম্মের ফল ভোগ করেন তাহা কৃপাপূর্ব্বক বলুন। গঙ্গাপুত্র তখন তাঁহার নিকট প্রসন্ন হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন—পাপ-পুণ্যের ফল যমরাজ দিয়া থাকেন। যমরাজপুরী ষোলশত যোজন বিস্তৃত। দান-যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা পুণ্যবান্‌গণ সেখানে গমন করিয়া তত্তৎ শুভকর্ম্মের ফল লাভ করেন। যমরাজ দেখিতে খুব সুন্দর। তাঁহার নবঘনশ্যাম অঙ্গ। চিত্রগুপ্ত যমরাজার করণিক। যমরাজ চিত্রগুপ্তকে পাপ-পুণ্যের বিচার করিয়া সমূহ লিপিবদ্ধ করিবার নির্দ্দেশ দিলেন। যাঁহারা একাগ্রচিত্তে ভক্তিভাবে ভগবানের পূজা করেন, তাঁহাদের জন্য বৈকুণ্ঠ হইতে দিব্যরথ আসেন এবং সেই দিব্যরথে চড়িয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন। যে যেমন কর্ম্ম করে সে সেইরকমই ফল লাভ করিয়া থাকে।

সংসারের হর্ত্তাকর্ত্তা হইতেছেন ভগবান্ শ্রীহরি। শ্রীহরিনামে পাপীর সমস্ত পাপ দূরীভূত হইয়া যায়। শ্রীহরির নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, অর্চ্চন, বন্দন, পাদসেবন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন—এই নয়প্রকার ভক্তির মধ্যে নাম-সঙ্কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু জগতের লোক হরিভজন না করিয়া পরহিংসা করে, পরের দ্রব্য চুরি করে, অহঙ্কার করে, অতিথি-সৎকারে পরাঙ্মুখ হয়, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং নানাবিধ পাপাচরণে লিপ্ত হইয়া পড়ে। যমদূতগণ এইরূপ পাপীকে প্রহার করিতে করিতে নরক ভোগ করায়। তখন তাহারা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিতে থাকে। এইভাবে তাহারা পাপভোগ করিতে থাকে।

পাপিগণের এইপ্রকার দুরবস্থা দেখিয়া করুণ-হৃদয় শ্রীনারদ গোস্বামী খুব ব্যথিত হইলেন। তিনি সত্যলোকে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া তাঁহার বন্দনা করিলেন। ব্রহ্মা নারদের বন্দনায় খুবই সন্তুষ্ট হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেবলোকে কি কোনরকম বিপর্য্যয় আসিয়াছে? অসুরগণ কি দেবলোক হরণ করিয়াছে? তিনি নারদের আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করায় নারদ বলিলেন,—"আমি হরিনামের মহিমা জানিতে পারি নাই। আপনি তত্ত্ববেত্তা। শ্রীনামের মহিমা আপনি ছাড়া আর কাহার নিকটই বা শুনিব। সেইজন্য আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট নামের মহিমা বর্ণন করিয়া কৃতার্থ করুন।"

ব্রহ্মা হাসিয়া কহিলেন,—"নারদ! জগতের আত্মা শ্রীহরির নাম নিরূপণ করিবার সাধ্য আমার নাই। আমি শ্রীহরির নাম-মাহাত্ম্য কিছুই জানি না। তবে শঙ্কর কিছু কিছু জানিতে পারেন। তুমি যদি নাম-মহিমা জানিতে চাও তবে তাঁহার নিকট যাও।"

ব্রহ্মার কথায় নারদ অতিশয় আনন্দিত অন্তঃকরণে শিবের নিকট গিয়া দণ্ডবৎ-প্রণামপূর্ব্বক স্তুতি করিলেন এবং তাঁহাকে নাম-মাহাত্ম্য উপদেশ দিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। শিবঠাকুর বলিলেন,—"হরিনাম-মাহাত্ম্য আমি কি করিয়া বলিব? সমুদ্রের ঢেউ, পৃথিবীর ধূলিকণা, আকাশের নক্ষত্র হয়ত' কেহ গণনা করিতে পারে, কিন্তু হরিনাম-

মাহাত্ম্য কাহারও জানিবার যোগ্যতা নাই। তুমি ত্রিদশের পতি প্রভুর নিকটে যাও।" দেবর্ষি নারদ শিবের উপদেশানুসারে বৈকুণ্ঠে গেলেন। তথায় তিনি শ্রীভগবানকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে স্তব করিতে লাগিলেন—"ত্রিদশ-ঈশ্বর জগন্নাথ জয়যুক্ত হউন। হে প্রভো! আপনার অপার মহিমা কে-ই বা বর্ণন করিতে সক্ষম। আপনি শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমনকারী, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের মালিক। আপনি মৎস্য, কূর্ম্মরূপে অবতার গ্রহণ করিয়া বেদ উদ্ধার ও পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন। নৃসিংহ-অবতারে হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া ভক্ত রক্ষা করিয়াছেন। বামনরূপ ধারণ করিয়া বলিকে স্বীয় অভয়পাদপদ্মে আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন। দাশরথি রাম-অবতারে অসুর নিধন করিয়া জগৎ রক্ষা করিয়াছেন। হে মুকুন্দ! হে মুরারি! হে মাধব! হে মধুসূদন! আপনিই একমাত্র সংসারের পালক ও রক্ষক।" নারদের এইপ্রকার স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ হৃষ্টচিত্তে নারদকে বলিলেন,—"নারদ! আমি সর্ব্বব্যাপক। সর্ব্বভূতে আমার প্রকাশ, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে আমি নির্ল্লিপ্ত। তথাপি ভক্ত আমার জীবন। আমি ভক্তের অধীন। ভক্তবাঞ্ছা-পূরণের জন্য আমি সর্ব্বদাই ব্যস্ত। বল, তুমি কেন আসিয়াছ? তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে আমি তোমাকে তাহাই দিতে প্রস্তুত।" নারদ করযোড়ে বলিলেন,—"হে জগন্নাথ! আমি আপনার অযোগ্য কিঙ্কর। বর দিয়া আপনি আমাকে ভুলাইতে পারিবেন না। আমি কোন বর চাই না। যদি বর দিতে চাহেন, তবে এই বর দান করুন—যেন আমি সবসময় আপনার গুণগান করিতে করিতে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করি, এবং একটী প্রার্থনা করিতেছি—আপনার দুর্ল্লভ নামের মহিমা আমাকে কৃপাপূর্ব্বক বলুন।"

শ্রীভগবান্ মৃদু হাসিয়া নারদকে সংযমনীপুরীতে যমরাজের নিকটে যাইতে বলিলেন এবং যমরাজই নামের মহিমা কীর্ত্তন করিতে সমর্থ বলিলেন। নারদ তৎক্ষণাৎ যমরাজের ভবনে গমন করিলেন। যমরাজ তাঁহার কিঙ্করগণ-কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন। তিনি চতুর্ভুজ, দিব্যমূর্ত্তি, শ্যামকলেবর, পীতবাস পরিহিত। শিরে স্বর্ণমুকুট শোভিত যমরাজকে দর্শন করিয়া নারদ বিগলিত হইলেন এবং প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার বহু স্তুতি করিলেন। যমরাজ নারদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় নারদ তাঁহার নিকট কৃষ্ণ নামের মহিমা শ্রবণ করিবার মানসে আসিয়াছেন জানাইলে—যমরাজ তাঁহাকে যমপুরীর পশ্চিমে যাইতে বলিলেন। সেখানে তিনি নামের মহিমা পাইবেন এবং তাঁহার মনের ভ্রান্তি দূরীভূত হইবে বলিলেন।

নারদ দ্রুতগতিতে যমপুরীর পশ্চিমদিকে গিয়া দেখিলেন—সেখানে পাপিগণ ভীষণভাবে তাড়িত হইতেছে। সারি সারি কৃমিহ্রদ, ভয়ঙ্কর অসিপত্র-মহাবন, আবার কোথাও উষ্ণজল-বৃষ্টি, কোথাও কাঁটার বন, কোথাও অস্ত্রবৃষ্টি, বিষ্ঠাকুণ্ড প্রভৃতিস্থানে কোটি কোটি পাপী নিপতিত হইয়াছে এবং যমদূতগণ-কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতেছে।

করুণহৃদয় মুনিবর পাপিগণের এতাদৃশ কষ্ট দেখিয়া খুবই ব্যথিত হইলেন এবং গোবিন্দ, মাধব, দামোদর, হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সেই নামধ্বনি পাপিগণের কর্ণে প্রবেশ করিল। পরমভাগবত শ্রীনারদ গোস্বামীর শ্রীমুখে শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিবামাত্র

তাহাদের সকলের সমূহ পাপ সঙ্গে সঙ্গেই দূরীভূত হইয়া গেল। তাহারা প্রেত-শরীর পরিত্যাগ করিয়া দিব্যকায় হইল এবং দিব্যবিমানে চড়িয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপ হরিনামের অপার মহিমা দেখিয়া নারদ বিস্মিত হইলেন এবং "কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব"—নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বস্থানে গমন করিলেন।

সুতরাং—

"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।।"

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীঅজামিল-উপাখ্যানে শ্রীহরিনাম-মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েকটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধার করিতেছি,—

"স্তেন সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে।।
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যহরণম্ বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ।। (ভাঃ ৬।২।৯-১০)

স্বর্ণস্তেয়ী অর্থাৎ স্বর্ণ প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্য অপহরণকারী, মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘাতী, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রীহত্যাকারী, গোহত্যাকারী, পিতৃহত্যাকারী, রাজহত্যাকারী এবং অন্যান্য যে-সকল মহাপাতকী আছে—শ্রীবিষ্ণুর নাম উচ্চারণই তাহাদের শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। কারণ, যে ব্যক্তি ঐ নাম উচ্চারণ করে, তাহার সম্বন্ধে ভগবান্ বিষ্ণুর—"এই ব্যক্তি আমার নিজজন, ইহাকে সর্ব্বতোভাবে আমার রক্ষা করা কর্ত্তব্য"—এইরূপ মতি হইয়া থাকে।

"সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘরহরং বিদুঃ।।" (ভাঃ ৬।২।১৪)

'সাঙ্কেত্যম্' অর্থাৎ পুত্রাদি বা অন্য বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াই হউক, 'পারিহাস্যম্' অর্থাৎ কাহাকেও উপহাস করিবার ছলেই হউক, 'স্তোভম্' অর্থাৎ গীতালাপ পূরণের জন্যই হউক, 'হেলনম্' অর্থাৎ অশ্রদ্ধার সহিতই হউক—বৈকুণ্ঠবস্তু ভগবানের নাম গ্রহণ করিলেই অশেষ পাপ বিনষ্ট হয়—ইহা শাস্ত্রতত্ত্ববিৎ মহাজনগণ জ্ঞাত আছেন।

"পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সন্দষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্ নার্হতি যাতনাঃ।।" (ভাঃ ৬।২।১৫)

উচ্চগৃহ হইতে পতিত, পথে যাইতে যাইতে স্খলিত, ভগ্নগাত্র, সর্পাদিদ্বারা দষ্ট, জ্বরাদি রোগে পীড়িত অথবা দণ্ডাদিদ্বারা আহত হইয়া অবশেও যে ব্যক্তি 'হরি'—এই শব্দটী উচ্চারণ করেন, তাঁহাকে কখনও নরকযাতনা ভোগ করিতে হয় না।

"অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোকনাম যৎ।
সঙ্কীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ।।" (ভাঃ ৬।২।১৮)

অগ্নি যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করে, সেইরূপ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করিলে তাহা ঐ নাম উচ্চারণকারীর পাপসমূহ ভস্মাসৎ করিয়া ফেলে।

"ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্।।" (ভাঃ ৬।২।৪৯)

মৃত্যুযন্ত্রণায় ম্রিয়মাণ হইয়া পুত্রের আহ্বান উপলক্ষেও যে হরিনাম গ্রহণ করিয়া অজামিলের মত অতি পাতকীও ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইলেন, সেই হরিনাম নিরপরাধে শ্রদ্ধার সহিত সতত কীর্ত্তন করিলে যে জীব তদ্ধাম প্রাপ্ত হইবে—তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাহাই স্থির সিদ্ধান্ত।

নৃসিংহপুরাণে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"দ্রংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হা রামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্।।"

কোন ম্লেচ্ছ কোন দংষ্ট্রী বরাহকর্ত্তৃক দন্তাঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঘৃণাপূর্ব্বক 'হা রাম', 'হা রাম' এই শব্দ বলিয়াও মরণসময়ে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। "হারাম"-শব্দে 'হা রাম' এই সাঙ্কেতিক "রাম"-শব্দ থাকায় সেই ম্লেচ্ছ নাম-সঙ্কেতে (নামাভাস বলে) উদ্ধার পাইয়া গেল। অতএব শ্রদ্ধা করিয়া 'রাম'-নাম লইলে যে কি হয়, তাহা বলা যায় না।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন,—

"তং নির্ব্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধা-রজ্যন্মতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিম্।
প্রোদ্দন্নন্তঃ করণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্।।"

(ভঃ রঃ সিঃ ২।১।১০৩)

হে গুণনিধি, তুমি পরম-পাবন উত্তমঃশ্লোক-মৌলি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধামূলক মতির সহিত অতিশয় শীঘ্র সরলভাবে ভজন কর ; কেননা, তাঁহার নামরূপ সূর্য্যের আভাসও অন্তঃকরণে উদিত হইলে মহাপাতকরূপ অন্ধকাররাশিকে বিনষ্ট করে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন,—

নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্বপাপক্ষয়।
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়।। (চৈঃ চঃ অঃ ৩।৬১)

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর চাঁদপুরে হিরণ্যগোবর্দ্ধনের সভায় নামতত্ত্বের বিচারে বলিয়াছিলেন,—

কেহ বলে,—নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহ বলে,—নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়।।
হরিদাস কহেন,—নামের এই দুই ফল নয়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়।।
আনুসঙ্গিক ফল নামের—'মুক্তি', 'পাপনাশ'।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ।।

(চৈঃ চঃ অঃ ৩।১৭৬, ১৭৭,১৭৯)

"অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকল-লোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম।।"

(পদ্যাবলীতে ধৃত শ্রীলক্ষ্মীধর-স্বামি-কৃত 'নামকৌমুদী'-শ্লোক)

সূর্য্য যেরূপ উদিত হইয়া তিমিরসমূহ নাশ করেন, তদ্রূপ যে হরিনাম একবার উদিত হইলে সকল লোকের পাপ নাশ করেন, সেই জগন্মঙ্গল হরিনাম জয়যুক্ত হউন।

"হরিদাস কহেন,—যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভ তমের হয় ক্ষয়।।
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আদি পরকাশ।।
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ-আদির ক্ষয়।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়।।
'মুক্তি' তুচ্ছ-ফল হয় নামাভাস হৈতে।
যে মুক্তি ভক্ত না লয়, সে কৃষ্ণ চাহে দিতে।।"

(চৈঃ চঃ অঃ ৩।১৮২-২৮৫)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"
প্রভু বলে,—"কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ', গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ।।
ইহা হৈতে সর্ব্ব-সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল' ইথে বিধি নাহি আর।।
কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে।।
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি'।
নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি।।"

পরিশেষে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক কীর্ত্তন করিয়া উপসংহার করিতেছি,—

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।। (ভাঃ ১২।৩।৫২)

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতাযুগে তদীয় যজ্ঞ এবং দ্বাপের তদীয় অর্চ্চননিবন্ধন যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে একমাত্র শ্রীহরির নাম কীর্ত্তনদ্বারাই তৎসমস্ত ফল লাভ হইয়া থাকে।

"নামসঙ্কীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্।।" (ভাঃ ১২।১৩।২৩)

যাঁহার নাম-সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বপাপবিনাশন এবং নমস্কার সর্ব্বদুঃখহর, সেই পরমপুরুষ শ্রীহরিকে প্রণাম করিতেছি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীরাধা-প্রীতি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৭ পৃষ্ঠার পর]

"শ্রীরূপমঞ্জরী খ্যাতা যাসীদ্বৃন্দাবনে পুরা।
সাদ্য রূপখ্য-গোস্বামী ভূত্বা প্রকটতামিয়াৎ।।"

(গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা ১৮০)

পূর্ব্বকালে ব্রজলীলায় যিনি রূপমঞ্জরী নামে খ্যাত ছিলেন, তিনি অধুনা শ্রীরূপ গোস্বামী নামে প্রকটিত হইয়াছেন।

"ত্বামসৌ যাচতে নত্বা বিলুঠন্ যমুনাতটে।
কাকুর্ভিব্যাকুল-স্বান্তো জনো বৃন্দাবনেশ্বরি।।
কৃতাগস্কেঽপ্যযোগ্যেঽপি জনেঽস্মিন্ কুমতাবপি।
দাস্যদান-প্রদানস্য লবমপ্যুপপাদয়।।

(শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-কৃতা প্রার্থনা-পদ্ধতিঃ)

"হে শ্রীমতি! আমি ব্যাকুল হৃদয়ে যমুনাকূলে লুণ্ঠিত কলেবর হইয়া তোমাকে প্রণামপূর্ব্বক কাকুবাক্যে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি অপরাধী, দুষ্টমতি ও অযোগ্য হইলেও আমাকে তোমার দাসত্ব কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া কৃতার্থ কর।"

—শ্রীগৌড়ীয়-স্তোত্র-রত্নমালা

শ্রীরাধিকার অতি আপনজন শ্রীল রূপগোস্বামী। তিনি 'সখী' অভিমান না করিয়া অভিমান করিলেন—আমি 'রূপমঞ্জরী'। "ত্বদ্ভৃত্যভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্যভৃত্য-ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ।" ইহা আত্মমঙ্গলের পথ—এই শিক্ষা দিলেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীনিত্যানন্দের স্তবে বলিয়াছেন,—

জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ।। (চৈঃ চঃ আঃ ৫।২০৪)

এই স্তব হইতে ইহা খুবই স্পষ্ট যে, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রাপ্তিতে প্রেমামৃত পান করিয়াছেন।

তিনজন গোস্বামীর সেবাপরায়ণতার কথা সামান্য উল্লেখ করিলাম। ইহা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, তাঁহারা নিত্য সেবা মধুরতায় আবিষ্ট। যাঁহারা মাধুর্য্য-মর্য্যাদায় উন্নীত বা নিত্য অবস্থান করেন তাঁহাদের মাধুর্য্যময়ী সেবার স্বরূপ এমনই ঐতিহ্যবাহী যে, সেবা যতই করা যাউক না কেন, সে সেবার পরিসমাপ্তি নাই, বরং সেবার মানসিকতা পর পর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরিসমাপ্তি যদি ঘটিত তাহা হইলে ভক্তের সেবার আর প্রয়োজন থাকিত না, কিন্তু বাস্তবে তাহা হয় না। জলপানে পিপাসা নিবারিত হয়। এমন এক সময় আসে যখন পরম তৃপ্তি লাভ হয়। তখন একবিন্দু জলপান করিবার ইচ্ছা হয় না। কিন্তু প্রেমরসপানে কখনও পিপাসা নিবারিত হয় না, পরন্তু উত্তরোত্তর পিপাসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রেমরস যতই পান করা হউক না কেন মনে হয় কিছুই পান করা হয় নাই। ভক্তপ্রাণে অতৃপ্তির উদগ্র বেদনার উদ্বেলিত রূপ পরিলক্ষিত হয়। সেবা-মধুরতায় প্রেমরস পানের আকাঙ্ক্ষা অনুক্ষণ জাগরিত।

আপনজনের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব হইলে বা প্রত্যাশিত বস্তু প্রাপ্তি না ঘটিলে আমরা উৎকণ্ঠা বোধ করি। আপনজনের প্রত্যাবর্ত্তনে বা কাম্যবস্তু প্রাপ্তিতে এই উৎকণ্ঠার নিরসন ঘটে। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা শ্রীভগবানের জন্য উদ্বিগ্ন হই না—প্রকাশ করিও না কোন উৎকণ্ঠা। তাঁহার পাদপদ্মলাভের জন্য কোন লালসা নাই, নাই বেদনাবোধ, যেহেতু শ্রীভগবানকে আমরা আপন করিয়া লইতে পারি নাই। কিন্তু যাঁহারা ভক্তিমার্গের অধিবাসী তাঁহারা সেবাপরায়ণ মানসিকতায় সর্ব্বদাই চঞ্চলতা বোধ করেন। তাঁহাদের উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি নাই। উপাস্যের সুখবিধানে ভজন-স্পৃহায় তাঁহারা সর্ব্বদাই নিমগ্ন। ভজন করিয়াও ভজন করা হইল না, ভজনে পূর্ণ তৃপ্তি হইল না—এমন ভাব তাঁহারা প্রতিক্ষণে অনুভব করেন। অপূর্ণতাই রহিয়া গেল—যাহার জন্য উৎকণ্ঠা। মাধুর্য্যময়ী সেবামৃত আস্বাদন করিয়াও অস্বাদনের লোভ হ্রাস হয় না, বরং বৃদ্ধি পায়।

এ মাধুর্য্যামৃত সদা যেই পান করে।
তৃষ্ণাশান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে।। (চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৪৯)

"সেব্যের দর্শনে সেবকের সেবোৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করে।" (শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা)। ইহাই প্রেম-ভজনের এক অদ্ভুত স্বভাব। ইহাই ভজন-রহস্য।

দৈন্য ভক্তিরাজ্যের পাথেয়। দৈন্যসহকারে আত্মনিবেদনই বিধি। গোস্বামিগণ শ্রীরাধিকার পাদপদ্মে মধুর-রসাশ্রিত দাস্যে নিজেদেরকে অভিষিক্ত করিবার বাঞ্ছায় দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভক্তির কৃপাতেই অকপট দৈন্যের উদয় হয়। ভক্তির কৃপা যতই ভক্তের শিরে বর্ষিত হয়, ভক্ত ততই নিজকে ছোট মনে করিয়া দৈন্য প্রকাশ করেন।

'সর্ব্বোত্তম' আপনাকে 'হীন' করি' মানে।
'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন'—দৃঢ় করি' মানে।। (চৈঃ চঃ মঃ ২৩।২৫)

গোস্বামিগণ যথার্থই ভক্তির অধিকারী, তাঁহারা 'আমি অপরাধী, দুষ্টমতি, অযোগ্য, নীচ, হীন' প্রভৃতি শব্দনিচয়ের মাধ্যমে কাকুভরে শ্রীরাধার চরণে দৈন্য নিবেদন করিয়াছেন। গোস্বামিগণ ভক্তিরাজ্যের অধিবাসী। তাই তাঁহারা স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহাই স্বাভাবিক। কারণ শুদ্ধাভক্তির প্রভাবে তাঁহাদের অন্তর্লোক পরিশুদ্ধতায় বিমণ্ডিত। তাঁহারা জাতরতির ভক্ত। তাই তাঁহাদের চিত্তে 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাব সম্যক্‌রূপে উদিত হওয়ায় তাঁহারা নিজদিগকে অধম, নীচ, হীন, ভক্তিহীন বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু যাঁহারা ভজনের প্রাথমিক স্তরে অবস্থান করিতেছেন, নিষ্কপট দৈন্য প্রকাশ করা তাঁহাদের অবশ্যই কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে অবৈষ্ণবতাই প্রকাশ পাইবে এবং ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করা কোনকালেই সম্ভব হইবে না। অহমিকাকে নির্ম্মূল করিবার সর্ব্বাপেক্ষা শাণিত অস্ত্র হইল দৈন্য।

তাহা হইলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে, উপাস্যকে পাইবার নিমিত্ত দৈন্য ও ভক্তি উভয়ই প্রয়োজন। দৈন্য ও ভক্তি স্তরভেদে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক।

শ্রীরাধার অনুশীলন করিতে হইলে তাঁহার নিজজনের পরিচয় ও তাঁহাদের প্রেমময়ী সেবা-প্রণালীর কথা বিশেষভাবে জানিতে হইবে। কারণ, তাঁহাদের প্রদর্শিত পথই একমাত্র পথ, যে পথ অনুসরণ করিলে এবং শ্রীরাধার গম্ভীর চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন ভক্তগণকে যথার্থভাবে

আদর করিলে রাধাপ্রাপ্তি ঘটে। গোস্বামিগণ শ্রীরাধার অতি আপনজন। তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষার আলোকে অন্তর্জগৎ আলোকিত করিয়া, তাঁহাদের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণপূর্ব্বক তাঁহাদেরই আনুগত্যে রাধা-ভজন করাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের একান্ত শ্রেয়ঃ।

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ"-এর অমৃত প্রেমের বন্যায় যে রাধাকুণ্ড প্লাবিত, যে রাধাকুণ্ড ভ্রমর-গুঞ্জন রম্য, যে রাধাকুণ্ড মধুর রসোদ্দীপক, যে রাধাকুণ্ড শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-রসের ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রীতি-রসের উদ্দীপন-বিভাব—সে রাধাকুণ্ডের প্রতি যে কোন শুদ্ধবৈষ্ণবের আকর্ষণ থাকিবেই।

"কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়-সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী।।" (উপদেশামৃত ১০)

সৎকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি অপেক্ষা জ্ঞানশালী ব্যক্তিগণ শ্রীভগবানের প্রিয়। জ্ঞানশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করেন তাঁহারা ভক্তিসেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন এবং অন্যান্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। আবার কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্ত ব্যক্তি উপরিউক্ত জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের তুলনায় অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। আবার কৃষ্ণগতপ্রাণা সেই ব্রজরমণীগণ তাঁহাদের সকলের ঊর্দ্ধে। কিন্তু গোপীজনশিরোমণি শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়বস্তুর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। সুতরাং রাধারাণীর সরোবর শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদক বস্তু। শ্রীরাধার প্রেম অতুলনীয় ও অদ্বিতীয়। সেই কারণে এমন কোন্ শুদ্ধভক্ত আছেন, যিনি অপ্রাকৃত ভাবময় ভজনস্থলী শ্রীরাধাকুণ্ডে স্থান গ্রহণ করিয়া 'অষ্টকালীয়' ভজনের দ্বারা রাধাগোবিন্দের সেবা করিতে চাহেন না? যাঁহারা শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভজন করেন, তাঁহারা কৃতী অর্থাৎ সৌভাগ্যবান্। এই কারণে স্মরণনিষ্ঠ কোমলশ্রদ্ধ গৌড়ীয় সাধকগণ শ্রীরাধার চরণে প্রীতি নিবেদন করিবার ইচ্ছায় শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে ভজনে আগ্রহী।

চক্ষুর পলক ফেলিবার জন্য কৃষ্ণের অদর্শন ঘটে। সূক্ষ্মকালের প্রয়োজন হয় পলক ফেলিতে। ব্রজগোপীগণ সূক্ষ্মকালের জন্য কৃষ্ণকে দর্শন করিতে না পারার বেদনাবোধ করেন। নিরন্তর কৃষ্ণদর্শনের জন্য তাঁহাদের উৎকণ্ঠার শেষ নাই। কি উদগ্র উৎকণ্ঠা! কিন্তু নিরন্তর কৃষ্ণদর্শনের অন্তরায় হইল নেত্রদ্বয়ের পলক। ক্ষণার্দ্ধ সময়ের জন্য কৃষ্ণ অদর্শন তাঁহাদের নিকট একেবারেই অসহনীয়। ক্ষণকালের কৃষ্ণ অদর্শন তাঁহাদিগকে মর্ম্মান্তিক পীড়া প্রদান করে। কৃষ্ণ-অদর্শনজনিত বেদনায় তাঁহাদের অন্তর বিদীর্ণ। রাধারাণীর অন্তর সর্ব্বাপেক্ষা বেদনা-ক্লিষ্ট। তজ্জন্য তাঁহারা নেত্রপক্ষের সৃজনকারী বিধাতাকে শাপ দিতেও কুণ্ঠিত বোধ করেন নাই।

"গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্।।"
(ভাঃ ১০।৮২।৩৯)

গোপীগণ চিরবাঞ্ছিত শ্রীকৃষ্ণকে সন্নিকটে পাইয়া তদ্দর্শনে নেত্রপক্ষসকল নিরন্তর দর্শনের ব্যাঘাত সৃষ্টি করায় তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। অনন্তর নেত্রযুগলের পথে শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করিয়া তাঁহারা যথেষ্ট আলিঙ্গনপূর্ব্বক পরমভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহা যোগিগণের পক্ষে একান্তই দুর্ল্লভ।

গৌড়ীয় ভক্তজন শ্যামসিন্ধুরসে অবগাহন করিবার অভিলাষ করিয়া থাকেন। এই অভিলাষকে চরিতার্থ করিবার একটী মাত্র উপায়। সেই উপায়ের দিগ্‌দর্শন আমরা শ্রীস্বসঙ্কল্প-প্রকাশ-স্তোত্রে দেখিতে পাই।

"অনারাধ্য রাধা-পদাম্ভোজরেণু মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপাদাঙ্কাম্।
অসম্ভাষ্য তদ্ভাব-গম্ভীরচিত্তান্ কুতঃ শ্যামসিন্ধো রসস্যাবগাহঃ।।"

শ্রীরাধা-পদাম্ভোজরেণু আরাধনা না করিলে, শ্রীরাধার পদাঙ্কিত শ্রীবৃন্দাবনকে আশ্রয় না করিলে, তাঁহার গম্ভীর-চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন ভক্তগণকে সম্ভাষণ না করিলে শ্যামসিন্ধুরসে অবগাহন কি সম্ভব হইতে পারে? শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

"যে ধরিল রাধাপদ পরম যতনে।
সে পাইল কৃষ্ণপদ অমূল্য রতনে।।"

গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীরাধার প্রতি অধিক আকৃষ্ট, তাহার কারণ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এখানে সুস্পষ্টরূপে দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন। কৃষ্ণপদ সন্দেহাতীতভাবে অমূল্যরত্ন। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের এই অমূল্যরত্ন প্রাপ্তিই গৌড়ীয় ভজনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রণালী আছে। সেই প্রণালী হইল পরম যতনে শ্রীরাধার চরণযুগল ধারণ করা। শ্রীরাধার কৃপাপুষ্ট হইতে পারিলেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রেম মিলিবে। একমাত্র প্রেমবতী শ্রীরাধাই কৃষ্ণপ্রেম দিতে সমর্থা। তাই শ্রীরাধার অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন।

কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। কিন্তু রাধা-ভজন ব্যতীত কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তি একেবারেই অসম্ভব। রাধাকে বাদ দিয়া কৃষ্ণ ভজন হয় না। এই ব্যাপারে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।—

"রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণভজন তব অকারণ গেলা।।"

প্রেমের ঘনীভূত রূপই বিরহ। ইহাই বেদনার উৎস, ইহা সুতীব্র সুখময় জ্বালা। বিপ্রলম্ভপ্রেম-সেবায় শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবগণ রাধা-বিরহে বেদনাক্লিষ্ট। এমতাবস্থায় তাঁহারা প্রাণ ধারণ ও ব্রজবাসের প্রয়োজনীয়তা হারাইয়া ফেলেন, এমন কি, কৃষ্ণকেও চাহেন না।

"আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজে ন চ বরোরু বকারিণাপি।।" (বিলাপকুসুমাঞ্জলি ১০২)

"হে বরোরু! আমি অমৃতসিন্ধু পাইবার উৎকট আশায় সম্প্রতি অতিশয় কষ্টে নিশ্চিত কালযাপন করিয়াছি। এখন যদি তুমি আমাকে কৃপা না কর, তবে আমার প্রাণ, ব্রজবাস, এমন কি, শ্রীকৃষ্ণেই বা কি প্রয়োজন?"

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বশীভূত। শ্রীরাধার প্রেমরজ্জুতে শ্রীকৃষ্ণ আবদ্ধ। স্বরাট হইয়াও ভক্তপ্রেমাধীন। অপ্রাকৃত মধুর রসের আশ্রয়-বিগ্রহগণের নিত্যপ্রাকট্য হ্লাদিনীবৃত্তি হইতে। শ্রীকৃষ্ণ হ্লাদিনী-শক্তিস্বরূপিণী ও ব্রজের প্রেমশিরোমণি শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। রাধাপ্রেমের সামর্থ্যতা ও গাঢ়ত্ব কতখানি তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"আমি নিজেই আনন্দময় বস্তু, আমি পূর্ণতম আনন্দ, আমি পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ। আমার আনন্দ চিন্ময় অর্থাৎ চিৎস্বরূপ। ইহা নিত্য, ইহা শাশ্বত, ইহা অনাবিল। সর্ব্বোপরি ইহা স্বপ্রকাশ অর্থাৎ নিজকে নিজে অনুভব করাইতে সমর্থ। সুতরাং আনন্দ আস্বাদনে চাঞ্চল্য বোধ করা আমার পক্ষে স্বাভাবিক নয়।

আবার আমি পূর্ণতত্ত্ব। আমার কোন অভাব নাই। সুতরাং অভাব যখন নাই তখন অভাব-পূরণ হেতু চাঞ্চল্য প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমি পূর্ণানন্দময়, চিন্ময় ও পূর্ণতত্ত্ব হইয়াও রাধাপ্রেমের এমনই মহিমা যে, তাহার প্রভাবে আমি উন্মত্ততা প্রকাশ করিতে বাধ্য হই। রাধাপ্রেমে এক অচিন্ত্যনীয়া শক্তি বর্ত্তমান, যে শক্তিপ্রভাবে আমি সর্ব্বদাই বিহ্বল হইয়া পড়ি।"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার বলবতী প্রেমকে নৃত্যশিক্ষার গুরুতুল্য মনে করিয়াছেন।

"রাধিকা প্রেমগুরু, আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৪।১২৪)

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—"রাধাপ্রেমের অচিন্ত্যশক্তি আমাকে সর্ব্বদাই নৃত্য করাইতেছে। রাধার প্রেম আমার নৃত্য শিক্ষার গুরু—আমি শিষ্য। আমাকে উদ্ভট নৃত্যে সর্ব্বদাই নাচায়।"

রাধাপ্রেমের প্রভাব বুদ্ধির অগম্য। বৈচিত্রী রাধাপ্রেম শ্রীকৃষ্ণের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, কেবলমাত্র শ্রীরাধিকার প্রেম নৃত্যশিক্ষার গুরু নয়, তরুলতায় স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তা শ্রীরাধার মূর্ত্তিও শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যশিক্ষার গুরু। শ্রীরাধার প্রেমাঞ্জনে অনুরঞ্জিত শ্রীকৃষ্ণ রাধাকুণ্ডের সন্নিকটে তরুলতায় রাধার প্রেমাঞ্জন-নেত্রে শ্রীরাধার মূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন। সেই মূর্ত্তিও তাঁহাকে নৃত্য শিক্ষা দিতেছেন।

"কস্মাদ্বৃন্দে প্রিয়সখি হরেঃ পাদমূলাৎ কুতোঽসৌ
কুণ্ডারণ্যে কিমিহ কুরুতে নৃত্যশিক্ষাং গুরু কঃ।
ত্বং ত্বন্মূর্ত্তিঃ প্রতিতরুলতাং দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ।।"

(গোবিন্দলীলামৃত ৮ম সঃ, ৭৭)

শ্রীরাধা—হে প্রিয়সখি বৃন্দে! তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?
বৃন্দা—শ্রীকৃষ্ণের পাদমূল হইতে আসিয়াছি।
শ্রীরাধা—শ্রীকৃষ্ণ কোথায় অবস্থান করিতেছেন?
বৃন্দা—শ্রীরাধাকুণ্ডের সন্নিকটে বনে।
শ্রীরাধা—সেইস্থানে তিনি কি করিতেছেন?
বৃন্দা—তিনি সেই স্থানে নৃত্যশিক্ষায় রত।
শ্রীরাধা—কে তাঁহার নৃত্যশিক্ষার গুরু?

বৃন্দা—দিগ্বিদিকে সকল তরুলতায় স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তা তোমারই মূর্ত্তি শৈলুষীর (বাজিকরের) ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে নাচাইয়া চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রেমসেবা লাভ করিয়া রাধাপ্রেমকে আস্বাদন করিয়াছেন। কিন্তু তবুও তিনি অনুক্ষণ রাধাপ্রেমের আস্বাদনের জন্য চঞ্চলতা বোধ করেন। ইহার কারণ কি?

"সেই প্রেমার রাধিকা পরম 'আশ্রয়'।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল 'বিষয়'।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৩২)

তিনি প্রেমের 'আশ্রয়' যিনি প্রেম করেন। যাঁহাকে প্রেম নিবেদন করা হয়, তিনি প্রেমের 'বিষয়'। শ্রীরাধা রাধার প্রেমের 'আশ্রয়'। এই প্রেম কৃষ্ণে নিবেদিত। সেই কারণে শ্রীকৃষ্ণ 'বিষয়'। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—"শ্রীরাধিকার প্রেমের যে সুখ আমি আস্বাদন করি তাহা বিজাতীয় সুখ। কিন্তু আশ্রয়ে যে আহ্লাদ বা সুখ বর্ত্তমান, সে সুখের আস্বাদন বিষয়জাতীয় সুখের আস্বাদন অপেক্ষা কোটিগুণে অধিক। বিষয়রূপে রাধাপ্রেম আস্বাদন করিয়াও কিছু অনাস্বাদিত বস্তু রহিয়া গেল। সেই অনাস্বাদ্য বস্তুকে আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের একান্ত বাঞ্ছা,—

"কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৩৫)

সেই প্রেমের আশ্রয় হইয়া প্রেমানন্দের অনুভূতি লাভ করা, যে অনুভূতি শ্রীরাধা প্রেমের আশ্রয়রূপে লাভ করেন—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছা।

সেই বাঞ্ছাপূরণের নিমিত্ত কলিযুগে গৌরহরির আবির্ভাব। প্রেমের 'আশ্রয়' রাধিকার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া রাধাকৃষ্ণের মিলিততনুরূপে শ্রীধাম নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।।"
(শ্রীস্বরূপগোস্বামীর কড়চা)

"শ্রীগৌরহরি—শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু হইয়া শ্রীরাধিকার প্রণয়-মহিমা কি-প্রকার, শ্রীরাধাকর্ত্তৃক আস্বাদিত অসমোর্দ্ধ কৃষ্ণমাধুর্য্য কি-প্রকার এবং তাঁহার মনে স্বসুখবাঞ্ছা বিন্দুমাত্রায় না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণকে সেবাদ্বারা আনন্দিত করিয়া তাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষাও যে অধিক সুখোদয় হয়, তাহাই বা কিরূপ?—এই তিনটী বিষয়ও আস্বাদন করিয়াছেন।" (শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রমণ গোস্বামী মহারাজ)

শ্রীগৌরসুন্দর একাধারে রাধাপ্রেমের আশ্রয়-বিগ্রহ, আবার রাধাপ্রেমের বিষয়-বিগ্রহ। আশ্রয়-বিগ্রহ ও বিষয়-বিগ্রহের মিলিত তনু শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। এই মিলিততনু অচিন্ত্যনীয়। আশ্রয়-বিগ্রহরূপে রাধাপ্রেমের মধুরিমা আস্বাদন করিয়া কলিপাবন মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ব্রজপ্রেম বিতরণ করিলেন। কৃষ্ণ-বিষয়ে যিনি চৈতন্য প্রদান করেন তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। কৃষ্ণ-বিষয়ে কি চৈতন্য প্রদান করিলেন?

"যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৩।২৬)

কলিযুগের যুগধর্ম্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তন। এই যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করা শ্রীকৃষ্ণের যুগাবতার দ্বারা সম্ভব, কিন্তু ঐশ্বর্য্যগন্ধশূন্য ও স্বসুখ-বাসনা-শূন্য শুদ্ধ মাধুর্য্যময় ব্রজপ্রেম কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণই দান করিতে পারেন।

ব্রজপ্রেম কেমন, ব্রজপ্রেমের মধুরিমা কেমন, ব্রজপ্রেম কেমনভাবে স্বসুখবাসনাশূন্য হইয়া কেবলমাত্র কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময় হইয়া উঠে তাহা জানেন ব্রজগোপীরা। সর্ব্বাপেক্ষা ও সর্ব্বোত্তমভাবে জানেন কৃষ্ণ-প্রেয়সী ও কান্তাশিরোমণি শ্রীরাধা। তাই শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া অর্থাৎ রাধা-আশ্রয়ে ব্রজপ্রেম আস্বাদন করিয়া কলিক্লিষ্ট জীবকে প্রেমদান করিলেন শ্রীধাম নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া।

"সেই ধামে শ্রীচৈতন্য, মানবে করিতে ধন্য,
সন্ন্যাসী-রূপেতে ভগবান্।
কলিতে যে যুগধর্ম্ম, বুঝাইতে তার মর্ম্ম,
কাশীমিশ্র-ঘরে অধিষ্ঠান।।
নিজ ভক্তবৃন্দ ল'য়ে, নিজে কল্পতরু হ'য়ে,
কৃষ্ণপ্রেম দেন সর্ব্বজনে।
নানামতে ভক্তমুখে, ভক্তিকথা শুনি' সুখে,
জীব-শিক্ষা দেন সুযতনে।।" (হরিনাম-চিন্তামণি)

কলিযুগে উদ্ধারের একমাত্র পথ হইল অহরহ হরিনাম করা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্যে হরিনাম ব্যতীত আর কোন পথ নাই।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।। (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

হরির নাম, হরির নাম, কেবল হরিরই নাম। কলিযুগে অন্য গতি নাই, নাই, নাই। কলিহত জীবকে উদ্ধারকল্পে পতিতপাবন শ্রীগৌরহরি হরিনাম-মহামন্ত্র বিলাইলেন।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।" (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৭৬)

যিনি সব পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র হরিনাম ভজন করেন, তিনিই যথার্থ মহাজন।

"সব ছাড়ি' হরিনাম যে করে ভজন।
জয় জয় ভাগ্যবান্ সেই মহাজন।।" (হরিনাম-চিন্তামণি)

হরিনাম মহামন্ত্রে রাধাকৃষ্ণের যুগল-ভজন। যুগলমূর্ত্তি দর্শনে ব্রজগোপীগণ সর্ব্বাপেক্ষা তৃপ্তি লাভ করেন। সেই কারণে তাঁহারা সর্ব্বদাই রাধাকৃষ্ণের মিলনসাধনে উৎকণ্ঠিতা। সুতরাং যুগল-ভজন গৌড়ীয় ভজন। এই কারণে সকল গৌড়ীয় মঠে রাধা ও কৃষ্ণ এবং রাধাকৃষ্ণের মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের বিগ্রহ পূজিত হন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীভবদ্বন্ধু সরকার

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ, শিলিগুড়ি (দার্জিলিং), তাং—৪।১।১৯৯৭]

সর্ব্বাগ্রে পরমারাধ্যতম জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-চরণে অনন্তকোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন করি। তদনন্তর পূজনীয় ত্রিদণ্ডিপাদগণ, বৈষ্ণববৃন্দ, সুধী সজ্জনমণ্ডলী, মাতৃমণ্ডলী-চরণে আমার অসংখ্য দণ্ডবৎ-প্রণতি। আজ আমাদের আলাচ্য বিষয় "*শ্রীগুরু-পরম্পরা ও সম্প্রদায়-প্রণালী*"।

অনেকেই এ সব তত্ত্বদর্শন নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। বিষয়টী খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং দার্শনিক বিচার। তথাপি সংক্ষিপ্তভাবে আমাকে দিগ্‌দর্শন করতে হবে। গুরু, সম্প্রদায় এবং গুরু-পরম্পরা প্রথমেই আলোচ্য বিষয়। গুরু-পরম্পরা যাকে আমরা মনে করি, শাস্ত্রে যে গুরু-পরম্পরার কথা বলা আছে, সেটা বিভিন্ন ধরণের। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গুরু-প্রণালী। আমাদের আলোচ্য বিষয় ব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়ের গুরু-প্রণালী।

সেখানে আমরা দেখতে পাই, গুরুতত্ত্বে বিষয়-বিগ্রহ ও আশ্রয়-বিগ্রহ দুইয়েরই অবস্থান। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ থেকে গুরু-পরম্পরা বা গুরু-প্রণালী এল আশ্রয়-বিগ্রহগণকে নিয়ে। সুতরাং গুরু-প্রণালী ঠিক একদিকের কথা নয়। বিষয় ও আশ্রয়—এই দুই তত্ত্ব নিয়ে গুরু-পরম্পরা। শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে পারমার্থিক গুরু-তত্ত্ব এবং গুরু-প্রণালী কিরূপ। সাধারণভাবে সহজিয়া-সম্প্রদায়ে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ে যে গুরু-প্রণালী বিচার করা হয়, তার মধ্যে জাগতিক বিচারেরই বহুমানন আমরা লক্ষ্য করি। শিষ্য-পরম্পরা এবং সন্তান-পরম্পরা একটা বিচার। আর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের যে গুরুপরম্পরা, সেখানে দেখা যায় ভাগবত-গুরুপরম্পরা বলে একটা কথা লেখা আছে। সহজেই প্রশ্ন আসে—গুরু-পরম্পরা এবং ভাগবত-গুরুপরম্পরার মধ্যে পার্থক্য কি বা বৈশিষ্ট্য কি? সেখানে আমরা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুবর্গের যে ব্যাখ্যা পেয়েছি তাতে বলা হয় ভাগবত-গুরুপরম্পরা বলতে অমুকের শিষ্য অমুক, অমুকের শিষ্য অমুক ঠিক এমন জিনিসটা নয়। এমন যদি বিচার দেখাতে হয় তাহলে হাজার হাজার গুরু রয়েছেন আমাদের। সেইজন্য সেখানে বেছে বেছে গুরু-তত্ত্বের মধ্যে যাঁদের আনা হয়েছে তাঁরা ঠিক একই লাইনের লোক, একই চিন্তাবিশিষ্ট। তাঁরা সবাই স্বজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ—সেই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ভাগবত-গুরুপরম্পরার মধ্যে।

বহু প্রাচীন মতবাদ বৌদ্ধ মতবাদ—বুদ্ধের শূন্যবাদ। তারপরে আমরা দেখছি সেই শূন্যবাদ খণ্ডন করেছেন শঙ্করাচার্য্য। তিনি বুদ্ধেরই শূন্যবাদের উপরে ব্রহ্মবাদ স্থাপন করেছেন। কিন্তু সেই ব্রহ্মবাদ নিরাকার, নির্ব্বিশেষ। শুধু নামটা বদলানো হয়েছে, তত্ত্বতঃ শূন্যবাদেরই নামান্তর এই ব্রহ্মবাদ। কেন তিনি করলেন এটা? শঙ্করাচার্য্য যিনি, তাঁর পরিচয় আমরা পাচ্ছি "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণস্তথা।" যিনি শঙ্করাচার্য্যরূপে এসেছেন জগতে মায়াবাদ প্রচার করতে তিনি নিজের ইচ্ছায় আসেন নি। ভগবদাদেশে এসেছেন। তিনি নির্ব্বিশেষবাদ, মায়াবাদ বা ব্রহ্মবাদ প্রচার করেছেন। তত্ত্ববস্তু তিনি স্বয়ং শিব, ভক্ত- তত্ত্ব, বৈষ্ণব-তত্ত্ব, বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব—এই কথাই আমরা পাচ্ছি। বিষয়-বিগ্রহ

শ্রীকৃষ্ণের পরে দেওয়া হচ্ছে ব্রহ্মা, তারপরে দেওয়া হয়েছে নারদঋষি, তারপরেই দেওয়া হয়েছে বাদরায়ণ ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে।

"শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্।।"

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়। এটাই আমাদের সম্প্রদায়ের পরিচয়। ব্রহ্মাকে পেলাম, মধ্বাচার্য্যের কথা এল তারপরে। কেন মধ্বাচার্য্যের কথা এল? আস্তিক্যবাদের পূর্ণদর্শন প্রচার করেছেন তিনি। শঙ্করের ব্রহ্মবাদ খণ্ডন করেছেন বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গ। সেখানকার হিসাবে আমরা দেখছি, সম্প্রদায়-প্রণালীর মধ্যে এই সম্প্রদায়ের অনুগত যদি কেউ নন, তাহলে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা সব কিছুই বিফল। পদ্মপুরাণ জিনিষটা ব্যাখ্যা করেছেন,—

"সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।"

সৎসম্প্রদায়বিহীন যে মন্ত্র সেটা বিফল হয়। কেন বিফল হয়? তার Line টা ঠিক নেই। সেইজন্য বিফলতার কথা আসছে এখানে। তজ্জন্য ভগবানের কি ব্যবস্থা?

"অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।।"

'ভবিষ্যন্তি' ক্রিয়াপদটা, বচনটা এবং কালটা নির্ণয় করেছেন ভবিষ্যন্তি—হবে। শাস্ত্রে এমন বহু কথা বলা আছে। কোথাও কোন ঘটনা ঘটে গেছে, সেখানেও ভবিষ্যতি-শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, আবার কোথাও ব্যবহার হয়েছে লৃট্—ঐতিহাসিক বর্ত্তমান কাল। সমস্ত শাস্ত্রের ভিতরে এমন ব্যবহার আছে। নিত্য বর্ত্তমান কাল যেমন, তেমনই ঐতিহাসিক যে বর্ত্তমান সেটাও। চিরদিন পূর্ব্বে ছিল, বর্ত্তমানে আছে এবং পরেও থাকবে—এমন কথাটা বুঝাবার জন্য এগুলো ব্যবহার হয়েছে 'ভবিষ্যন্তি'। কিন্তু যে-সব আচার্য্যগণের আবির্ভাব হয়েছে—যাঁরা সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম রক্ষা করবেন, তাঁদের কথা ত' শাস্ত্রেই লেখা আছে। কোন মানুষ কিছু কল্পনা করে এগুলো লেখেন নি। ভগবদাদেশ, ভগবানের বাণী, সেই হিসাবে গুরুবর্গ তাঁরা আত্মপ্রকাশ করছেন ভবদিচ্ছাক্রমে। সেখানে দেখা যাচ্ছে "অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।।"

আমরা এই কলিকালে চার সৎসম্প্রদায় লক্ষ্য করছি।

"শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ।।"

এই চার আচার্য্য এসেছেন। এঁরা কম-বেশী সকলেই মায়াবাদ, নির্ব্বিশেষবাদ, ব্রহ্মবাদ খণ্ডন করেছেন।

শিবঠাকুর পরমবৈষ্ণব, তাঁর পরে আদেশ হয়েছিল—নিরীশ্বরবাদী, শূন্যবাদী, বহুীশ্বরবাদী, জীবব্রহ্মৈকবাদীরা আমার ভক্তগণকে কষ্ট দিচ্ছে উল্টোপাল্টা কথা বলে, তুমি এদের মোহিত কর। ভগবানের আদেশ, কিন্তু শিবঠাকুর স্বয়ং বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। তিনি ভগবানের বিরুদ্ধে কিরূপে কথা বলবেন? অনেক কান্নাকাটি। ভগবান্ বললেন—ওসব কথা চলবে না, আমার নির্দ্দেশ তোমাকে পালন করতেই হবে। এ সম্বন্ধে তুমিই উপযুক্ত ব্যক্তি। অনেক কান্নাকাটি করলেও ভগবান্ শোনেন নি তাঁর কথা। তুমি জীবগণকে মোহিত কর, বেদবাক্যে কষ্টকল্পনা করে উল্টোপাল্টা কথা বলে দাও। এতে আমার ভক্ত

যারা তারা কখনই এর মধ্যে পড়ে যাবে না। কিন্তু যারা পড়ে যাবে এই ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে তার সব নাস্তিক, অসুর। ভগবানের আদেশ। সেই আদেশই প্রতিপালন করেছেন শিবঠাকুর। মোহমুদ্‌গরের মধ্যে তিনি লিখছেন জীব কি করে মোহিত হচ্ছে সেই ইতিহাস। আবার তার সঙ্গে ভগবানকে রেখেছেন তাঁর স্মৃতিপথে, ভুলে যান নি তিনি।

"ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।।" এটা তাঁকে শেষকালে গাইতে হল কেন? তিনি ত' সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্দাস। সেই কথাই ত' তিনি জগতে প্রচার করেছেন। কিন্তু ভগবানের বিরুদ্ধে এসব কথাগুলো বলতে হচ্ছে অসুরগণকে প্রলোভিত করবার জন্য, নাস্তিকগণকে প্রলোভিত করবার জন্য। কিন্তু আত্মশুদ্ধির জন্য শেষকালে গোবিন্দের নাম নিচ্ছেন। এটা তাঁর বৈষ্ণবতার পরাকাষ্ঠা। সেই তত্ত্বদর্শন দিয়ে তিনি জগৎকে, বদ্ধজীবগণকে, মায়াবাদিগণকে, শূন্যবাদিগণকে, নির্ব্বিশেষবাদিগণকে মোহিত করছেন। ঐ বিচার নিয়ে যারা চলছেন তারা সবাই নাস্তিক এবং আসুরিক-বৃত্তিবিশিষ্ট। ভগবানের একান্ত ভক্তগণ ঐরূপ ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে কখনও পতিত হন না। এইকথা দেখাচ্ছেন "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।" শিবঠাকুর শিবানীকে বলছেন,—আমি মায়াবাদরূপ অসৎশাস্ত্র মিথ্যাকথা প্রণয়ন করব—যেটা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ মানে 'Old wine in new bottle.' সেইকথাই বুঝানো হল এখানে।

"ময়ৈব বিহিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা।।"

আমি এখানে ব্রাহ্মণকুলে এসে জন্মগ্রহণ করব, আর এই সকল উল্টোপাল্টা কথা প্রচার করব। আমার প্রভু ভগবান্ যে-সকল কথা বলেছেন, আমি সেই কাজগুলো করব। তিনি করছেন কাজগুলো, সে সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের উক্তিগুলো আছে। নারদপঞ্চরাত্রের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, সেখানে শিবঠাকুর বলে যাচ্ছেন আমি ভগবদাদেশে এই কাজগুলো করব।—

"স্বাগমৈঃ কল্পিতস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।।"

আগম, বেদান্ত ইত্যাদি সব উল্টোপাল্টা ব্যাখ্যা দিয়ে দাও। যারা বঞ্চিত হতে চায় সেই নাস্তিক এবং অসুরগণকে আমার থেকে বিমুখ কর—ভগবানের আদেশ। আমার থেকে এমন করে দূরে তাদের সরিয়ে দাও, তারা যেন জগতের সৃষ্টিবৃদ্ধির কাজে লেগে পড়ে। আমার ভক্তগণকে যেন কোনরূপ কষ্ট না দেয়। সেই শিবঠাকুর আবার বলছেন, আমার পরে এইসব আজ্ঞা ত' হয়েছে,—

"অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ।
প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু।।"

আমাকে একেবারে গোপন করে দাও, তাহলে আমার ভক্তগণ সুরক্ষিত হবে।

মায়াবাদ, নির্ব্বিশেষবাদ হল অবৈদিক ধর্ম্ম। যারা এটাকে আজকাল বৈদিক মতবাদ বলে চালাতে চাচ্ছেন, তারা ভ্রান্ত। এটা অবৈদিক মতবাদ। বৈদিক মতবাদ হলে তার ত' কোন সমালোচনা হয় না। সে-সম্বন্ধেও শাস্ত্রে অনেক প্রমাণ রয়েছে। সেখানে বলছেন,—"মায়াবাদমবৈদিকম্"। মায়াবাদ হল অবৈদিক মতবাদ। যারা ঐ মতবাদ গ্রহণ করবেন,

তারা সব ভগবান্ থেকে বহুদূরে সরে যাবেন। ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ করবার কোন উপায় তাদের নেই। যারা ভগবৎস্বরূপকে অস্বীকার করেন, তাঁর নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করেন, তারা ত' বঞ্চিত, ভগবান্ থেকে বহুদূরে অবস্থিত।

এই যে চার সৎসম্প্রদায়ের আচার্য্য চারজন এঁদের সম্বন্ধে বলা হল,—

"রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসন।।"

'শ্রী' অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী তিনি রামানুজকে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক-আচার্য্য বলে মেনে নিলেন। 'মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ'—চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা তিনি মধ্বাচার্য্যকে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক-আচার্য্য বলে মেনে নিলেন। 'শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো'—শিবঠাকুর তিনি তাঁর সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্য বলে মেনে নিলেন বিষ্ণুস্বামীকে। 'নিম্বাদিত্য চতুঃসন'—চতুঃসন অর্থাৎ সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার এঁরা মেনে নিলেন নিম্বাদিত্যকে তাঁদের সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক-আচার্য্যরূপে। এঁরা সবাই শূন্যবাদ, মায়াবাদ, নির্ব্বিশেষবাদ প্রভৃতি যত নাস্তিক্যবাদ আছে তার খণ্ডন করে গেছেন। সুতরাং তত্ত্বদর্শনটা এঁরা প্রকাশ করেছেন। ভগবানের স্বরূপ, বিষয়, আশ্রয়—এসব তত্ত্বদর্শন তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছেন। সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন—এই ত্রিবিধ তত্ত্ব তাঁরা আপন করেছেন। বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গের প্রতি এই নির্দ্দেশ ছিল।

এখানে আমরা দেখতে পাই—মূল মালিককে বাদ দিয়ে কিছু নয়। তাঁর স্বরূপকে অস্বীকার করে আমাদের কোন অস্তিত্ব আসছে না, আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। নাস্তিক, আসুরিক বিচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তারা কখনএ ভগবানের সৎস্বরূপ স্বীকার করে না, এটাই তাদের দুর্দ্দৈব। আস্তিক্যবাদী ঋষিগণ, এই চার আচার্য্যগণ ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের কাছে জানিয়েছেন। ভগবান্ নিত্য, তাঁর সেবক নিত্য, তাঁর সেবা নিত্য—এই কথাই জানিয়েছেন। মায়াবাদী, নির্ব্বিশেষবাদীদের মতে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা—এই ত্রিপুটী বিনাশের কথা আছে, অর্থাৎ সবাই ব্রহ্ম। তাদের বিচার—'সোঽহম্'—আমি সেই ভগবান্। 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—আমি ব্রহ্ম। জীব কি করে ব্রহ্ম হবে? এসব তত্ত্বদর্শন নাস্তিক্যবাদ খণ্ডন করেছেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য একটা জায়গায় বলছেন, তাঁকে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীকার করলেন। ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে বিশেষ করে মধ্বাচার্য্যকে শ্রীমন্মহাপ্রভু কেন মানলেন? তিন আচার্য্য ত' আছেন—বিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, নিম্বাদিত্যের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। এই সকল তত্ত্বদর্শনের যতটুকু নেওয়ার প্রয়োজন ততটুকু নিয়েছেন মহাপ্রভু, কিন্তু মধ্বাচার্য্যকে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্য বলে কেন মেনে নিয়েছেন তিনি? উপাস্য-উপাসক তত্ত্বের সম্বন্ধ বিচার নিত্যত্ব। সেই জিনিসটা স্বীকার করেছেন মহাপ্রভু। সেটা দেখে তিনি খুশী হয়েছেন। বাস্তব তত্ত্বদর্শন মানতে গেলে যেটা মানতে হবে সেটা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু খুঁজে পেয়েছেন ব্রহ্ম-সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মধ্যে। এই জিনিসটা খুব পরিষ্কারভাবে কেউ বুঝাতে পারেন নি। ভগবত্তত্ত্ব এবং জীবতত্ত্বের মধ্যে যে ভেদ এবং অভেদ—শুদ্ধাদ্বৈতবাদ। দ্বৈতবাদের মধ্যে নাস্তিকতা নেই, কিন্তু শুদ্ধাদ্বৈতবাদ হল

মধ্বাচার্য্যের। মহাপ্রভু খুব খুশী হয়েছেন। যেটুকু অসম্পূর্ণতা ছিল সেটুকু পূর্ণ করে তিনি অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। মধ্বাচার্য্যকে মেনে নেওয়ার প্রধান কারণ এই তত্ত্ববস্তুর স্বীকৃতি।

মধ্বাচার্য্য বলছেন,—হে জীব, তুমি কেন ব্রহ্ম হতে চাও? তুমি চিরদিন জীব আছ, জীবই থাকবে। তুমি ব্রহ্ম হতে চাচ্ছ কেন? উদাহরণ দিয়ে বললেন,—

"যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গা স্তথা বয়ং ব্রহ্মণি ভূরি জীবাঃ।
ভবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদব্ধি স্ত্বং ব্রহ্ম কস্মাদ্ভবিতাসি জীব।।"

জিনিসটা বুঝাচ্ছেন। ভগবান্ হলেন অঙ্গী, আর অঙ্গ হচ্ছেন জীবাত্মা। সমুদ্রে যেমন অনেক ঢেউ আছে, ঢেউগুলো যদি বলে আমরা সমুদ্র, তা হবে না ঠিক কথা ; কিন্তু যদি সমুদ্র বলে তরঙ্গ আমার, তাহলে কথাটা ঠিক। এসব উদাহরণ দিয়ে তিনি ব্রহ্মবাদীদের মতবাদ খণ্ডন করেছেন। সেই তত্ত্বদর্শনটা খুব ভাল করে বুঝিয়েছেন। দুই তত্ত্ব সত্য, ভগবানের সঙ্গে মিল আছে, আবার অমিলও আছে। মিল আছে কোথায়?—ভগবান্ সচ্চিদানন্দ বস্তু, জীবাত্মাও সচ্চিদানন্দ বস্তু। এখানে মিল আছে। পার্থক্য কোথায় আছে? শ্রীভগবান্ পূর্ণচৈতন্য, জীবাত্মা অণুচৈতন্য। অংশ ও পূর্ণ—এখানে ভেদ আছে। এখানে ভেদও নিত্য, আবার অভেদও নিত্য—দুটোই বিচার করেছেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এইজন্য ব্রহ্ম-সম্প্রদায়কে স্বীকার করেছেন। আমাদের পরিচয় কি? আমরা কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত?—ব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত।

গুরু-পরম্পরা সম্বন্ধে যে কথাগুলো আমরা বিচার করছি সে-সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহু জায়গায় একথাগুলো লেখা আছে। পরম্পরা-বিষয়ে আমরা সেটাই অনুশীলন করছি। প্রাকৃত জগতে সহজিয়াগণ যে গুরু-প্রণালী বলেন, সেটার মধ্যে ফাঁক আছে অনেক, তত্ত্বদর্শনের মধ্যে ভেদ আছে, অসম্পূর্ণতা আছে। তত্ত্বদর্শন কাকে বলব? তত্ত্বজ্ঞান কাকে বলব?—

"স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।"

ব্রহ্মাজী তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে বললেন ব্রহ্মবিদ্যা। সেই ব্রহ্মবিদ্যা আসছে কোথা থেকে? গুরুপরম্পরা থেকে।

"আম্নায়ঃ শ্রুতয়ঃ সাক্ষাদ্ব্রহ্মবিদ্যেতি বিশ্রুতাঃ।
গুরুপরম্পরাপ্রাপ্তা বিশ্বকর্ত্তুর্হি ব্রহ্মণঃ।।"

গুরুপরম্পরা থেকে আগত। 'আম্নায়' কাকে বলি? গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত যে বেদসংজ্ঞিতা বাণী, তাকে বলি আম্নায়। এইভাবে শাস্ত্রে প্রচারিত হয়েছে গুরু-প্রণালী, গুরু-পরম্পরা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যখন আমরা আলোচনা করি তখন দেখতে পাই এই গুরুপ্রণালীর কথাও সেখানে আংশিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলছেন,—

"ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ।।"

এই যে ভক্তিযোগের কথা, সনাতন ধর্ম্মের কথা কোথা থেকে পাওয়া গেল? "ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।" কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন,—হে অর্জ্জুন!

এটা কোথা থেকে এসেছে শোন। 'বিবস্বান্ মনবে প্রাহ'—বিবস্বান্ অর্থাৎ সূর্য্যদেব তিনি এটা সায়ম্ভুব মনুকে বলেছেন। মনু ইক্ষ্বাকু রাজাকে বলেছেন। এইভাবে এই সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব জগতে প্রচারিত হয়েছে। শাস্ত্রে বহু জায়গায় এই সকল কথা লেখা আছে, কোথাও সংক্ষিপ্তভাবে, কোথাও বিস্তারিতভাবে।

অর্জ্জুন ভগবানের সখা। তত্ত্ববেত্তা তিনি। কিন্তু তিনি যখন বলে বসলেন তুমি (কৃষ্ণ) একথা বলছ কি করে? আমি কি করে মানব? তুমি ত' সেদিন এসেছ, আর বিবস্বান্ সূর্য্যদেব কতকাল ধরে আছেন। একথা তুমি কি করে বলছ? আমি কি করে বিশ্বাস করব? তখনই প্রশ্নের উত্তরটা এসেছে,—

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।।"

কৃষ্ণ বলছেন,—অর্জুন! তুমি ও আমি বহুবার এসেছি এ জগতে। জীবের কর্ম্মফল খণ্ডাতে আমি এসেছি এবং তুমিও এসেছ ; কিন্তু তোমার সব মনে নেই, আমার সব মনে আছে। সুতরাং এই যে গুরুপরম্পরা, গুরু-প্রণালী এটা বাস্তব। একে অস্বীকার করবার উপায় নেই। শাস্ত্রে যে তত্ত্বদর্শন, তত্ত্বসিদ্ধান্ত আছে তা এই গুরুপরম্পরাক্রমে এই জগতে প্রচারিত এবং প্রতিষ্ঠিত। শুনবার যারা তারা ঠিক শুনবেন। আর চিরদিন যারা অস্বীকার করে এসেছেন, যাদের Positive sideএ জমার ঘর খুব কম, তারা এটাকে মানতে পারবেন না। আমাদের জমার ঘর কিছু দরকার। যার জমার ঘর যত বেশী নিশ্চয়ই তার ভগবদ্ভক্তের কথায় তত বিশ্বাস হবে। যার জমার ঘর খুব কম তিনি ওটাকে মেনে নিতে পারবেন না, বিশ্বাস করতে পারবেন না।

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।।"

ভগবান্ বলছেন,—আমার কথায় যতদিন বদ্ধজীবগণের রতি-মতি না হয়, বিশ্বাস না হয়, ততদিন তারা এই সংসারে কর্ম্মমার্গেই বিচরণ করবে। তারা ভক্তির কথা বুঝবে না। এটা ভগবানের মুখোক্তি। শুধু মুখোক্তি নয়, খেদোক্তি! তিনি যেন এই হতভাগাদের বুঝিয়ে কিছু করতে পারছেন না, তাই এমন কথা ভাগবতে বলেছেন। সবটাই ত' তত্ত্বদর্শনের বিষয়।

সম্প্রদায় সম্প্রদায় বলে, সাম্প্রদায়িক সাম্প্রদায়িক বলে আজ দুনিয়ার সব লোক চিৎকার করছে। সম্প্রদায়-শব্দটা শুনলে তাদের গায়ে জ্বালা হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক সাম্প্রদায়িক কথাটা তারা মোটেই শুনতে চাচ্ছেন না, খুব খারাপ জিনিস বলে! কিন্তু যারা এটাকে অস্বীকার করছেন, তারা কিন্তু এক একজন বড় বড় সাম্প্রদায়িক। সম্প্রদায় মানে দল। যত রাজনৈতিক দল—Groupআছে, যত সমাজনৈতিক দল—Group আছে এরা সব ত' এক একটা দলভুক্ত। সুতরাং অসাম্প্রদায়িক কে? জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়, কোন্ জন অসাম্প্রদায়িক? যত Party আছে সব এক একটা সম্প্রদায়, এক একটা Group। তত্ত্বদর্শন নিয়ে ত' আলোচনা করতে হবে। (ক্রমশঃ)

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত-নারায়ণ মহারাজ তাঁহার সপ্তমবার বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে দিল্লী এবং মুম্বাই মহানগরীতে বিপুলভাবে প্রচার করিয়াছেন। দিল্লী প্রচারের কিয়দংশ ভারতীয় দূরদর্শনের মাধ্যমে গত ৬।৪।৯৯ তারিখে প্রাতঃ ৫-৩০ মিনিটে সম্প্রচারিত হয়। দিল্লী মহানগরীতে প্রচারে সাহায্য এবং সুব্যবস্থার জন্য শ্রীরামচন্দ্র দাস, শ্রীবৃন্দাবন দাস, শ্রীবিনোদবিহারী দাসাধিকারী, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীপ্রাণবল্লভ দাসাধিকারী এবং দূরদর্শনে সম্প্রচারের জন্য শ্রীমতী অর্চ্চনা মালহোত্রা সমিতির বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

মুম্বাই মহানগরীতে বিগত ৪।৪।৯৯ হইতে ৯।৪।৯৯ তারিখ পর্য্যন্ত বিপুলভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম প্রচার হইয়াছে। মুম্বাই মহানগরীর প্রায় সর্ব্বত্রই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ব্যানার, পোষ্টার এরূপভাবে লাগানো হইয়াছিল যে, সমগ্র মহানগরী যেন শ্রীবেদান্ত সমিতিময় হইয়া উঠিয়াছিল। ছয়দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠান ধূড়মল বাজাজ হলেই অনুষ্ঠিত হয়। ৪।৪।৯৯ তারিখে মুম্বাই কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীনন্দু সাটম এবং স্থানীয় বিধায়ক শ্রীমাধব রাও মারাঠে শ্রীল মহারাজজীকে স্বাগত অভিনন্দন জানান। ৫।৪।৯৯ তারিখে শ্রীল মহারাজজীকে স্বাগত অভিনন্দন জানান শ্রীভাগবত চন্দ্র মীনা (সংযুক্ত আয়ুক্ত আয়কর), শ্রীমনোজ মোটওয়ানী (বিত্ত নিয়ন্ত্রক ইণ্ডস্ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক), বিখ্যাত সমাজসেবী শ্রীমতী ভারতী মোটওয়ানী এবং মিঃ আর. কে. টেণ্ডন (নৌ বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ক্যাপ্টেন)। ৬।৪।৯৯ তারিখের অভিনন্দনকারিগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন মুম্বাই কর্পোরেশনের Assistant mayor শ্রীগোপাল শেট্টী, শ্রীরমেশ মোরেকর (উপাধ্যক্ষ, ভারতীয় জনতা পার্টী, মুম্বাই শাখা) এবং স্বনামধন্য সার্জেন শ্রীকমলেশ খণ্ডেলওয়াল সমাজ। ৮।৪।৯৯ মুম্বাইস্থিত Rotary Club এ সাংবাদিক সম্মেলন হয়।

দিল্লী-মুম্বাই প্রচার এবং সাংবাদিক সম্মেলনের সার সঙ্কলনপূর্ব্বক নিম্নে প্রকাশ করিলাম।—

জগতে ভগবৎসৃষ্ট যতপ্রকার প্রাণী আছে সকলেই সুখ চায় ; কেহই দুঃখ চায় না। কিন্তু সুখ লাভের প্রকৃত উপায় অবলম্বন না করায় সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই ভোগ করে। কখনও কখনও সুখের যে আভাস দেখা যায় তাহা দুঃখেরই নামান্তরকে সুখ বলিয়া বিচার করে। বর্ত্তমানে বিশ্ববাসী সুখলাভ করিবার জন্য জড়বিজ্ঞানের এত উন্নতিসাধন করিয়াছেন যাহা বাস্তবিকপক্ষেই অনস্বীকার্য্য। Transportation, Communication, Medical Science প্রভৃতিতে বিভিন্ন ধরণের যে চরম উন্নতি সাধারণের পক্ষে তা কল্পনাতীত, কিন্তু তত্ত্বদর্শন আলোচনা করিলে দেখা যায় ইহা বাস্তব উন্নতি নহে।

Transportation এর মাধ্যমে আমরা জল, স্থল ও বায়ুপথেও দীর্ঘপথ স্বল্প সময়ে অতিক্রম করিতে সমর্থ হই। অত্যন্ত স্বল্পসময়েই বিশ্বের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে পারি। বিনা Wireএ Eather এর মাধ্যমে আমরা আমাদের বার্ত্তা বিনিময় করিতে পারি, এমন কি, উভয়ে উভয়ের চিত্র দর্শনে করিতে পারি। কিন্তু জড়বিজ্ঞানে পারদর্শী বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের অজ্ঞতাপূর্ণ অভিমানবশতঃ অনেকেই চিদ্‌বিজ্ঞানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাইতে সমর্থ হন না। তাঁহাদের একবার বিবেচনা করা উচিত, একটী বোতাম (Switch) টিপিবার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত্তের

মধ্যে সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে—একথা সত্য ; কিন্তু একটী বোতাম (Switch) টিপিবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলের দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা, মৃত্যুভয় সমস্ত কিছু দূরীভূত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখ এবং শান্তিতে বসবাস করিতে পারেন, এর জন্য জড়বিজ্ঞানীগণ কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন কি?

মর্য্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের সময় শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত সঙ্কোচন-বিকোচনযুক্ত পুষ্পক বিমান, লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলাতে নভচারী রথের উল্লেখ দেখা যায়। ভারতীয় ঋষিগণের ভজনপদ্ধতিকে পরিত্যাগ করিয়া অপৌরুষেয় বেদবাণীকে উপেক্ষা করত পারমার্থিক উন্নতিকে অবহেলাপূর্ব্বক কখনই শরীর ও মনকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃত সুখ ও শান্তিলাভে সমর্থ হইতে পারে না।

পাশ্চাত্ত্যদেশে জড়বিজ্ঞানের যে উন্নতি তাহা ভারতীয় বেদ-বেদান্ত, মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ, উপনিষদ্, সংহিতাদির মূল সূত্রের মাধ্যমেই সাধিত হইয়াছে। ইহার নিদর্শন সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। বর্ত্তমানে বৈদিকশাস্ত্র এবং দেবভাষার (সংস্কৃত) অবমাননা, অবহেলা হেতু চরম দুর্গতি ভোগ করিতে হইতেছে। পাশ্চাত্ত্যবাসিগণ বর্ত্তমানে দেবভাষা (সংস্কৃত ভাষা) সম্মানপূর্ব্বক অঙ্গীকার করত পঠন-পাঠন-অনুশীলনাদির মাধ্যমে ভৌতিক উন্নতির শিখরে পৌঁছাইলেও ভারতের প্রাচীন সাংস্কৃতিক উন্নতির কাছে অত্যন্ত নগণ্য।

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের সময় সকল মুনিঋষিগণ আধুনিক বিমানের প্রচলন না থাকা সত্ত্বেও যে-সকল বিমান কিংবা রথে আরোহণ করিয়া তাঁহারা সম্মিলিত হইয়াছিলেন, সেইসকল বিমানের কথা অধুনা বৈজ্ঞানিকগণ একবার চিন্তা করিতে পারিবেন কি? কশ্যপ ঋষি কাস্পিয়ন সাগর হইতে, মঙ্গল ঋষি মঙ্গোলিয়া হইতে, এমন কি নারদ সর্ব্বত্রই তাঁহাদের নিজস্ব বিমানে চড়িয়া পরিভ্রমণ করিতেন, যাহা অনুকরণপূর্ব্বক হেলিকপ্টার তৈয়ারী হইয়াছে। কিটিহকে Wright brothers ভ্রাতৃদ্বয় যখন বিমান আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহার মূলেও ভারতীয় বৈদিক শাস্ত্রের সূত্রই ছিল তাঁহাদের মূল উপাদান।

জাপান, জার্ম্মাণ, আমেরিকা প্রভৃতি বিশ্বের সমস্ত উন্নত দেশগুলির উন্নতির মূল উৎস ভারতবর্ষ। আজ পারমার্থিক উন্নতির জন্য ও বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ভারতবর্ষরূপী পুণ্যতীর্থের ধূলিকণা মস্তকে ধারণ করিবার জন্য এবং ভারতীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পদরজে অভিষিক্ত হইবার জন্য সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ছুটিয়া আসিতেছেন।

Rotary Club এ জনৈক সাংবাদিক শ্রীল মহারাজজীকে জিজ্ঞাসা করেন—স্বামীজি, মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি?

শ্রীল মহারাজ—"শ্রুতিসিদ্ধান্ত ইহ হ্যায় উরুগারি ভজিয়ে রাম সব কাজ বিসারি।" এ কথাটী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আগেই বলিয়া রাখিয়াছেন,—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

সাংবাদিক—স্বামিজী, আপনারা ত' ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসিয়াছেন, ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র যদি সর্ব্বধর্ম্মই ছাড়িতে বলিলেন, তাহা হইলে থাকিল কি?

শ্রীল মহারাজ—শ্রীকৃষ্ণ শরীরধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম, লৌকিকধর্ম্ম প্রভৃতি অনিত্য ধর্ম্মাদি ছাড়িতে বলিয়াছেন, কিন্তু নিত্যধর্ম্ম, সনাতন ধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, ভাগবত ধর্ম্ম ছাড়িতে বলেন নাই, পরন্তু পালন করিতে বলিয়াছেন—'মামেকং শরণং ব্রজ'-শব্দের মাধ্যমে তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছেন।

সাংবাদিক—সনাতন ধর্ম্ম পালন করিবার উপায় কি?

শ্রীল মহারাজ—এর উত্তর ত' প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতে দিয়াছেন—

"গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন চ।
সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ।।'

অর্থাৎ সদ্‌গুরুর চরণ আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে গুরুসেবা, গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণ, বৈষ্ণব এবং গুরুদেবের নির্দ্দেশে ভগবদারাধনা।

শ্রীল মহারাজের প্রচার-সঙ্গীরূপে ছিলেন শ্রীকমলাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীরসানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশুভানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপুণ্ডরীক ব্রহ্মচারী, শ্রীবক্রেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীধীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীদ্বিজকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ব্রহ্মচারীবৃন্দ। মুম্বাই প্রচারে যাবতীয় ব্যবস্থাপনার জন্য শ্রীবদ্রীপ্রসাদ খণ্ডেলওয়াল এবং পরিবার, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার আগরওয়াল এবং পরিবার, শ্রীজানকীপ্রসাদ মাহেশ্বরী এবং পরিবার তথা মুম্বইবাসী সকল ভক্তগণই শ্রীসমিতির বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

—শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, বিদ্যালঙ্কার

স্বধামে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ১৭ই বৈশাখ, ১৪০৬; ইং ১লা মে, ১৯৯৯, শনিবার কৃষ্ণ-প্রতিপদ-তিথিতে রাত্রি ৮-৪০ মিনেটে পরম পূজ্যপাদ ***ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ*** কলিকাতায় স্বজ্ঞানে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে চিরতরে আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছেন। এই সময়ে শ্রীসমিতির বিশিষ্ট প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ তাঁহার প্রচারপার্টীসহ পাণিহাটীতে ছিলেন। সংবাদ পাইয়া তিনিও সদলবলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। পরে লরীযোগে তাঁহার দেহ নবদ্বীপে শ্রীসমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহার মহাপ্রয়াণের সংবাদ পাইয়া তৎগুণমুগ্ধ শ্রীধাম মায়াপুর ও নবদ্বীপ হইতে বিভিন্ন মঠের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীবৃন্দ ও স্থানীয় গৃহস্থ পুরুষ ও মহিলা বৈষ্ণবগণ এবং সজ্জনবৃন্দ প্রায় একশত শ্রদ্ধালু ব্যক্তি শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে শেষ শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। অতঃপর শ্রীসমিতির গঙ্গাতীরস্থ শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রমে বৈষ্ণব-সাত্বত-স্মৃতি-অনুসারে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

পূজ্যপাদ হরিজন মহারাজের পূর্ব্বাশ্রম ছিল—মেদিনীপুর জেলার খেজুরী থানান্তর্গত বাঁশগোড়া গ্রামে। তিনি ১৩২৭ বঙ্গাব্দে কার্ত্তিক মাসে শ্রীনকুল চন্দ্র মান্না দাস এর পুত্ররূপে প্রথম সূর্য্যালোক দর্শন করেন। তাঁহার মাতার নাম ছিল শ্রীমতী প্রমীলা মান্না দাস। তিনি তাঁহার পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। তিনি ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে যোগদান করেন। ত্যক্তাশ্রমে শ্রীনামদীক্ষার পর তিনি "শ্রীপ্রবুদ্ধকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী" নামে অভিহিত হন।

১৮ই ফাল্গুন, ১৩৬৭ ; ইং ১লা মার্চ্চ ১৯৬১, বৃহস্পতিবার শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমাকালে শ্রীগৌরপূর্ণিমা-দিবসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে তিনি ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-বেষাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেষান্তে তিনি "*ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ*" নামে পরিচিত হন।

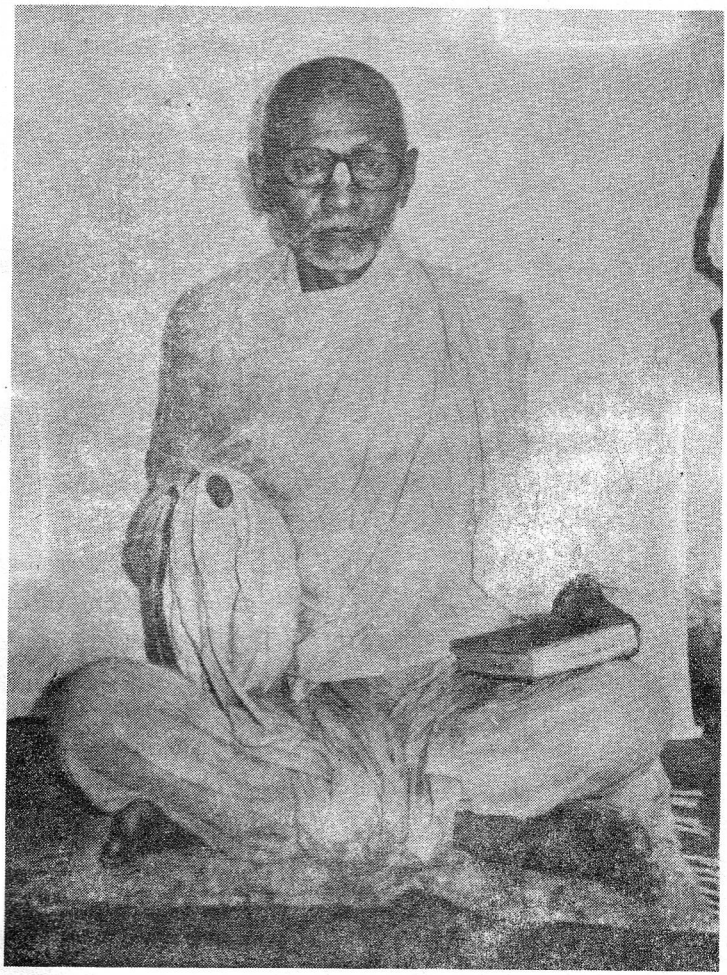

শ্রীল মহারাজ শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্ট পূরণে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন। তাঁহার স্বভাবসুলভ দৈন্য, অমায়িকতা, উদারতা, সেবাপরায়ণতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতা এবং সর্ব্বোপরি হরিনামে নিষ্ঠা সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

শ্রীসমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণকার্য্য পরিচালনা

এবং শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ, মথুরার মঠবাড়ী অধিগ্রহণ-ব্যাপারে তাঁহার অবদান অনস্বীকার্য্য। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমাকালে যাত্রিগণের যানবাহন, বাসস্থান ও প্রসাদাদির সুব্যবস্থা করিতেন তিনি। তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের সকল দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়াই ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচারকার্য্যে ও পরিক্রমাকালে নিশ্চিন্ত থাকিতেন এই ভাবিয়া যে, তাঁহার শ্রীপ্রবুদ্ধকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী নবদ্বীপে রহিয়াছেন। উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলান্তর্গত কোরণ্টে শ্রীসমিতির শাখামঠ 'শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচার কেন্দ্র' স্থাপিত হইলে পর পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ তথাকার পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তথায় শ্রীমন্দির, নাট্যমন্দির ও সেবকখণ্ড প্রভৃতির নির্ম্মাণকার্য্যেও তিনি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীসমিতির মুখপত্র "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"তে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ ও কবিতাদি মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইত। সেইসকল প্রবন্ধাদি ও কবিতার মধ্যে পারমার্থিক জগতে তাঁহার উচ্চকোটি চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। অপ্রকটের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি শ্রীসমিতির পরিচালন-কমিটির সহ-সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। "পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিনু সকল সেবা-সুখ পেয়ে মনে"—মহাজনগণের এই বাণীর সার্থকতা তাঁহার জীবনে চরিতার্থ হইত।

বিগত ১৯৯৬ সালে তিনি হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহাকে কলিকাতাস্থ শ্রীসমিতির প্রচারকেন্দ্র শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠে চিকিৎসার জন্য লইয়া আসা হয়। তদবধি তাঁহার চিকিৎসাকার্য্যে শ্রীবনমালী দাসাধিকারী প্রভু (কলিকাতা) ও শ্রীপশুপতি দাস (চুঁচুড়া, হুগলী) মহাশয়ের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া।

গত ১০ই মে শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠে এবং ১৩ই মে, ত্রয়োদশী-তিথিতে পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী প্রভুর পরিচালনায় তাঁহার বিরহ-মহোৎসবে শ্রীধাম নবদ্বীপ ও মায়াপুরের সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই ঐ বিরহসভাতে তাঁহার বৈষ্ণবোচিত গুণাবলীসমূহ বর্ণন করিতে করিতে বিরহকাতর হইয়াছিলেন। শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ বৈদ্যবাটীস্থ শ্রীমাধবজীউ গৌড়ীয় মঠ হইতে এবং সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ লণ্ডনের বার্মিংহাম হইতে শ্রীল হরিজন মহারাজের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের বিরহ-স্মৃতি জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী এবং সজ্জনবৃন্দ প্রায় পঞ্চশতাধিক শ্রদ্ধালুজনগণকে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীজীউর নানাপ্রকার সুস্বাদু মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ সেবা-সন্দর্শন হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইলাম। শ্রীরাধাবিনোদবিহারীজী ইতিমধ্যেই তাঁহাকে সক্রোড়ে আকর্ষণ করিলেন। আমরা তাঁহার পাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছি, তিনি শ্রীকৃষ্ণসন্নিধান হইতে আমাদের প্রতি প্রচুর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন—যাহাতে আমরা তাঁহার জীবন্ত জ্বলন্ত সেবার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারি।

—জনৈক বিরহী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা

ও

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-

মহোৎসবে আহ্বান

(পুরীধামের প্রথানুসারে)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
☎৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, পিন্-৭৪১৩০২
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৬ (ইং ৩০।৫।৯৯)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** নিঃসৃতধারায় সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উক্ত মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে আগামী ২৮শে আষাঢ়, ১৪০৬ (ইং ১৩।৭।৯৯) মঙ্গলবার হইতে ৫ই শ্রাবণ, ১৪০৬ (ইং ২২।৭।৯৯) বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দশম দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের বিশেষ সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট্ মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন সেবাপঞ্জী প্রদত্ত হইল।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

সেবাপঞ্জী

১। ২৮শে আষাঢ় (ইং ১৩।৭।৯৯), মঙ্গলবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় নগর-সঙ্কীর্ত্তনমুখে গুণ্ডিচাবাড়ী গমন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠান্তে গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন এবং মঠে প্রত্যাবর্ত্তন। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে পাঠ, কীর্ত্তন, আরতি ও বক্তৃতা।

২। ২৯শে আষাঢ় (ইং ১৪।৭।৯৯), বুধবার—শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ; অপরাহ্ণ ৫টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তনযোগে শোভাযাত্রাসহ রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে সন্ধ্যায় আরাত্রিক, সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।

৩। ৩০শে আষাঢ় (ইং ১৫।৭।৯৯), বৃহস্পতিবার হইতে ৩২শে আষাঢ় (ইং ১৭।৭।৯৯), শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।

৪। ১লা শ্রাবণ (ইং ১৮।৭।৯৯), রবিবার—হেরাপঞ্চমী-দিবসে শ্রীলক্ষ্মীবিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে মধ্যাহ্ন ১২টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও নগর-সঙ্কীর্ত্তন। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যায় আরাত্রিক, তদনন্তর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

৫। ২ রা শ্রাবণ (ইং ১৯।৭।৯৯), সোমবার হইতে ৪ঠা শ্রাবণ (ইং ২১।৭।৯৯), বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে বক্তৃতা।

৬। ৫ই শ্রাবণ (ইং ২২।৭।৯৯), বৃহস্পতিবার—অপরাহ্ণ ৩টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা। পরে শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, আরতি, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সাধারণ-মহোৎসব।

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে উক্ত সমিতির "সভাপতি-আচার্য্য" অথবা "সাধারণ-সম্পাদক"-এর নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

❖ "*শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট*" এর অনুকূলে প্রদত্ত যাবতীয় দান আয়কর-মুক্ত।

ॐ স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। ॐ

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ। নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

ॐ অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥ ॐ

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৫১শ বর্ষ } ১৯ বামন, ক্ষীরোদশায়ী, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ
৩২ আষাঢ়, শনিবার, ১৪০৬, ইং ১৭। ৭। ৯৯ { ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীঅম্বরীষ-কৃতং শ্রীশ্রীজগদীশ্বর-স্তোত্রম্‌

[স্কান্দে বিষ্ণুখণ্ডে শ্রীপুরুষোত্তম-মাহাত্ম্যে পঞ্চমেঽধ্যায়ে—৩৫-৪৮]

শ্রীঅম্বরীষ উবাচ,—

প্রসীদ দেব-সর্ব্বাত্মন্নসংখ্যেয়-শিরোভুজ।
অসংখ্য-ঘ্রাণ-নয়ন-পাণি-পাদ নমোঽস্তু তে।। ১।।

হে সর্ব্বান্তরূপী জগন্নাথদেব! আপনার অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য বাহু; আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনার অসংখ্য নাসিকা, অসংখ্য নেত্র, অসংখ্য হস্ত, অসংখ্য চরণ, আপনাকে নমস্কার করি।। ১।।

ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বতীতোঽসি নিষ্প্রপঞ্চ-প্রপঞ্চকঃ।
চতুর্ব্বিধ-জগদ্ধাম বিশ্বমূর্ত্তে নমোঽস্তু তে।। ২।।

হে বিশ্বমূর্ত্তে! আপনি ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বের অতীত; আপনি প্রপঞ্চ-সম্পর্কশূন্য হইলেও জগৎ-প্রপঞ্চকারী; আপনি চতুর্ব্বিধ জগতের আধার, আপনাকে নমস্কার।। ২।।

একপাদস্ত্রিপাদশ্চ তীর্থপাদোঽন্তরিক্ষপাৎ।
যস্য পাদোদ্ভবা গঙ্গাপুনাতি ভুবনত্রয়ম্।
ব্রহ্মহত্যাদি-পাপানাং শোধনং যস্য নাম বৈ।
কীর্ত্তিতং সর্ব্বশুভদং নমস্তস্মৈ শুভাত্মনে।। ৩।।

হে প্রভো! আপনি একপদ, আপনি ত্রিপদ, আপনি তীর্থপদ ; অন্তরীক্ষ আপনার পদ। আপনার পাদপদ্মসম্ভূতা গঙ্গাদেবী ত্রিভুবনকে পবিত্র করিতেছেন। যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বিদূরিত হয়,—সকলপ্রকার শুভ লাভ করা যায়, আপনি সেই শুভময় জগদীশ্বর, আপনাকে নমস্কার।। ৩।।

দেব তন্নাম-কীর্ত্ত্যাপি জায়ন্তে সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ।
কৌতুকাত্ত্বাং হি মৃগ্যন্তি বিদ্বংসো বুদ্ধিশালিনঃ।।
নাথ ত্বৎপাদ-সলিলং সংশ্রয়াত্তাপ-হারকম্।
তাপত্রয়াভিভূতস্য ভক্তিং মেঽত্র দৃঢ়াং কুরু।। ৪।।

হে দেব! আপনার শ্রীনাম-কীর্ত্তনে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ হয় বলিয়া বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতগ আপনাকে অন্বেষণ করিয়া থাকেন। হে নাথ! আপনার পাদোদক ত্রিতাপনাশক। প্রভো! আমি সেই ত্রিতাপক্লিষ্ট—অধম ; আপনার পাদপদ্ম আমাকে সুদৃঢ় ভক্তিদান করুন।। ৪।।

অনন্য-স্বামিনো মেঽদ্য নাস্ত্যন্যৎ প্রার্থনীয়কম্।
প্রণিপত্য জগন্নাথ ত্বাং প্রযাচে সহস্রধা।।
সমস্ত-পুরুষার্থস্য বীজং ত্বৎপাদপঙ্কজে।
যাবৎ প্রাণান্ ধারয়ামি তাবদ্ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে।। ৫।।

হে জগন্নাথ! আপনিই আমার একমাত্র স্বামী। আমি আপনার পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বারম্বার প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনার উপর যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্য প্রার্থনা আমার নাই। আপনার পাদপদ্মে সমস্ত পুরুষার্থের বীজ বিদ্যমান্। অতএব যতদিন আমি জীবিত থাকিব, ততদিন আপনার ঐ পাদপদ্মে আমার যেন সুদৃঢ়া ভক্তি বর্ত্তমান থাকে।। ৫।।

সৃষ্টিং বিনির্ম্মমে চেমাং যয়া ভক্ত্যা পিতামহঃ।
সংহরত্যখিলং রুদ্রো লক্ষ্মীশ্চৈশ্বর্য্য-দায়িনী।।
দীনানুকম্পিংস্ত্বাং ভক্তিং প্রার্থয়ে নান্যমানসঃ।
অনাদ্যবিদ্যা-পঙ্কেঽস্মিন্ সুদৃঢ়ে দুস্তরে ভৃশম্।। ৬।।

যে ভক্তিবলে পিতামহ জগৎ সৃজন, রুদ্রদেব নিখিল লোকসংহার এবং লক্ষ্মী-দেবী ঐশ্বর্য্যদানে সমর্থ হইয়াছেন, হে দীনদয়ালো! আমি আপনার নিকটে সেই ভক্তি

প্রার্থনা করিতেছি। আমি এই অতি দুস্তর অনাদি অবিদ্যাপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছি।। ৬।।

নিমগ্নস্য জগন্নাথ নিরালম্বং প্রণশ্যতঃ।
মহামহিম্নস্তদ্-ভক্তের্নান্যদস্তি পরায়ণম্।।
শ্রুতি-স্মৃত্যাদি-সম্ভিন্ন-মার্গাঃ সম্মোহ-হেতবঃ।
ত্বদ্ভক্তিমপহায়ৈতে ন প্রবর্ত্তিতুমীশ্বরাঃ।। ৭।।

হে জগন্নাথ! আমি সংসার নিমগ্ন ও আশ্রয়হীন হইয়া মরণোন্মুখ হইতে বসিয়াছি। মহামাহাত্ম্যময়ী আপনার ভক্তিই এক্ষণে আমার নিস্তারের উপায়, তদ্ভিন্ন অন্য উপায় দেখি না। শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপায়সকল—আপনার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিলাভ করিতে না পারিলে কোন ফলই প্রদান করিতে পারে না, পরন্তু মোহমুগ্ধ করিয়া থাকে।। ৭।।

অনন্যশরণং স্বামিন্ননুকম্পয় মাং বিভো।
ইতি স্তবন্ জগন্নাথ পাদপদ্মান্তিকে মুদা।।
পপাত দণ্ডবদ্ভূমৌ প্রসীদেতি বদন্ মুহুঃ।
অতস্তে দেবতাঃ সর্ব্বে স্তুত্বা সম্পূজ্য কেশবম্।
তল্লীলাপাঙ্গসন্তুষ্টাঃ প্রয়াতাস্ত্রিদিবং পুনঃ।। ৮।।

হে বিভো! হে স্বামিন্! আমার আর কেহই রক্ষক নাই, আপনিই আমার একমাত্র রক্ষক ; আমার উপর দয়া করুন। এইরূপ স্তব করিতে করিতে অম্বরীষ শ্রীজগন্নাথের পাদপদ্মের নিকট পরমানন্দে দণ্ডবৎ-পতিত হইলেন এবং বারম্বার "প্রসীদ, প্রসীদ" বলিতে লাগিলেন। তৎপরে অন্যান্য দেবগণ সকলেই শ্রীজগন্নাথের স্তব ও পূজা করিয়া তাঁহার করুণা-কটাক্ষলাভে পরিতুষ্ট হইয়া ত্রিদিবে গমন করিলেন।। ৮।।

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৭ পৃষ্ঠার পর]

২৬। ধৈর্য্য কাহাকে বলে? ষড়্বেগকে কি ভজনের অনুকূল করা যায়?

"ছয়প্রকার বেগ দমন করার নামই 'ধৈর্য্য'। শরীর থাকিতে ঐ সকল প্রবৃত্তি একেবারে নির্ম্মূল হয় না, কিন্তু যথাযোগ্য বিষয়ে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিলে তাহারা আর দোষজনক হয় না।"

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

২৭। কিরূপ ধৈর্য্য হরিভজনের অনুকূল?

"সাধন-সময়ে যে কাল-বিলম্ব হয়, তাহাতে অধৈর্য্য হইয়া কোন কোন ব্যক্তি পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন। অতএব ফলের আশা করিয়াও যে ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তি ধৈর্য্য

অবলম্বন করেন, তাঁহারই ফলপ্রাপ্তি হয়। **কৃষ্ণ আমাকে অদ্য বা একশত বৎসরে বা কোন জন্মে অবশ্য কৃপা করিবেন ; আমি দৃঢ়তাপূর্ব্বক তাঁহার চরণ আশ্রয় করিব, কখনই ছাড়ির না।** এইপ্রকার ধৈর্য্য ভক্তসাধকদিগের পক্ষে নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।"

—"ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

২৮। কিরূপ আহার ভজনের অনুকূল?

"যাহা অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহাতেই উদর ভরণ করা উচিত। সাত্ত্বিক দ্রব্য কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া তাঁহার প্রসাদ সেবন করিলে জিহ্বার পরিতোষের সহিত কৃষ্ণালোচনা হইয়া থাকে।"

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

২৯। ব্যবহার ও পরমার্থ কিরূপে ভজনানুকূল হয়?

"ব্যবহারিক ও পারমার্থিক যত প্রকার চেষ্টা আছে, সে-সকল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে করাই মঙ্গলজনক।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৩০। যথাযোগ্য বিষয়-স্বীকার ভজনানুকূল কেন?

"জীবনের সমস্ত-ব্যবহারে ভক্তিসাধনের প্রয়োজন-মত অর্থ স্বীকার করিবে। অধিক আশা করিলে ভক্তি লোপ হইবে ; আবার আবশ্যক-মত স্বীকার না করিলে ভক্তিসাধনে ন্যূনতা হইবে।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৩১। হরিভজনের অনুকূল সংসার বা কৃষ্ণসংসার কিরূপ?

"কৃষ্ণ-সংসার-পত্তনের জন্যই বিবাহ ; কৃষ্ণসেবক বৃদ্ধি করিবার জন্য সন্তান-চেষ্টা; কৃষ্ণদাসদিগের তৃপ্তির জন্য পিতৃশ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া ; কৃষ্ণের জীবসকলের তর্পণের জন্য ভোজন-মহোৎসব। এইপ্রকার সমস্ত কর্ম্মকেই কৃষ্ণসেবার অনুকূল করিবে। তাহা হইলে আর বহির্ম্মুখ কর্ম্মকাণ্ডে পড়িতে হইবে না। 'দেহ-গেহ সকলই কৃষ্ণের'—এই বোধে দেহরক্ষা, গেহরক্ষা ও সমাজ রক্ষা করিবে—ইহার নামই কৃষ্ণ-সংসার।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৩২। সাধুসঙ্গ ও বৈষ্ণব-ব্রতাদি পালনের প্রয়োজনীয়তা কি?

"সংস্কারাসক্তি পরিত্যাগ করিবার জন্য **সাধুসঙ্গের** নিতান্ত প্রয়োজন। দ্রব্যাসক্তি দূরীকরণের জন্য তাঁহাদের পক্ষে **বৈষ্ণব-ব্রত-সমুদায়** পালন করা আবশ্যক। এইসকল কার্য্য হেলা-ফেলা করিয়া করা কর্ত্তব্য নয়। পরন্তু **বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত আদরপূর্ব্বক করা আবশ্যক। আদরপূর্ব্বক না করিলে কুটীনাটীরূপ কপটতা আসিয়া কার্য্য-সমুদায় নিষ্ফল করিয়া দেয়। এই বিষয়ে যাঁহাদের আদর নাই, তাঁহাদের পক্ষে অনেক জন্ম শ্রবণ করিয়াও হরিভক্তি সুদুর্ল্লভ হইয়া পড়েন।"**

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

৩৩। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত ভক্তির অনুকূল কেন?

"দিবসত্রয় সঙ্গ রোধ করিতে করিতে একমাসব্যাপী ও চতুর্ম্মাসব্যাপী ব্রতের দ্বারা ক্রমশঃ সঙ্গকে নির্ম্মূল করিয়া সেই সেই দ্রব্য ব্যবহার হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইতে হইবে।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

৩৪। কিরূপ বিচারে গৃহে বাস ও গৃহত্যাগ করা কর্ত্তব্য?

"ভক্তের পক্ষে গৃহ যদি ভজনানুকূল হয়, তবে তাঁহার গৃহ ত্যাগ করা উচিত নয়; বৈরাগ্যের সহিত গৃহস্থ থাকাই তাঁহার কর্ত্তব্য। তবে গৃহ যখন ভজনের প্রতিকূল হয়, তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে। সেই সময় যে গৃহে বিরাগ হয়, তাহা ভক্তিজনিত বলিয়া সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য হয়। এই বিচারক্রমেই শ্রীবাস পণ্ডিত গৃহত্যাগ করিলেন না। এই বিচারক্রমেই শ্রীস্বরূপদামোদর সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন না। যত নিষ্কপট ভক্ত এই বিচারের দ্বারা গৃহে বা বনে অবস্থিতি করিয়াছেন। এই বিচারক্রমে যাহার গৃহত্যাগ হইল, তিনি গৃহত্যাগী নিষ্কপট ভক্ত।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

৩৫। গৃহস্থ-বৈষ্ণব কি উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিবেন?

"গৃহস্থ-বৈষ্ণব স্বধর্ম্ম-অনুসারে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিবেন; কোন পাপের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিবেন না।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

৩৬। সদ্বৃত্তি-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি কাহার অনুসরণ করিবেন?

"সদ্বৃত্তি কি, ইহা জানিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুগত জনের আচার দ্রষ্টব্য।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

৩৭। বিষয়-বন্ধন কিরূপে ক্ষয় হয়?

"কৃষ্ণভক্তির অনুকূল যাহা হয়, তাহাই মাত্র অঙ্গীকার করিলে ভক্তির অনুশীলন হইবে এবং ক্রমশঃ বিষয়বন্ধন ক্ষয় হইয়া পড়িবে।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

৩৮। চক্ষুর্দ্দ্বারা ভগবদনুশীলন কিরূপে হয়?

"চক্ষুকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, বৈষ্ণবদর্শন, ভগবল্লীলাস্থানের বিবিধ শোভাদর্শন এবং লীলাপ্রতিকৃতি ইত্যাদি দর্শন-ব্রতই একমাত্র উপায়। যাহা কিছু চক্ষুর বিষয়ভূত হয়, তাহাতে ভগবৎসম্বন্ধ দর্শন করাই মূল প্রয়োজন।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

৩৯। কর্ণদ্বারা কিরূপে ভক্তির অনুশীলন হয়?

"কর্ণকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে হরিকথা, ভক্তকথা ও হরিসম্বন্ধিনী বিষয়কথার শ্রবণব্রতই একমাত্র উপায়।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

৪০। নাসিকাকে কিভাবে ভক্তির অনুকূল করা যায়?

"ঘ্রাণকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণার্পিত তুলসী, পুষ্পচন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্যাদির ঘ্রাণ-গ্রহণ-ব্রতই একমাত্র উপায়। যে কিছু গন্ধ গ্রহণ করিতে হয়, তাহা কৃষ্ণসম্বন্ধের সহিত গ্রহণ করা উচিত।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

৪১। জিহ্বাকে ভক্তির অনুকূল করা যায় কিরূপে?

"রসনাকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদ ও ভক্তপ্রসাদ-সেবনব্রতই একমাত্র উপায়। প্রসাদ-সেবার সময় ভোগসুখ মনে হয় না, কেবল জীবন-নাথ শ্রীকৃষ্ণের ভোজনসুখই মনে পড়ে। প্রসাদ-সেবায় স্বীয় ভোগসুখ মনে করিলে আর আনুকূল্যভাব থাকে না।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

৪২। শরীরকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে তদ্দ্বারা কি করা উচিত?

"হস্তপদাদি-শরীরকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে তত্তৎ শরীরদ্বারা ভগবৎসেবা ও বৈষ্ণবসেবাই একমাত্র উপায়।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

৪৩। পারমার্থিক নাম ও উপাধি কি ভক্তির অনুকূল নহে?

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলার সময়ে "রত্নবাহু", "কবিকর্ণপূর", "প্রেমনিধি" প্রভৃতি পারমার্থিক নাম দেখা যায়। পরবর্ত্তী ভক্তগণও "ভাগবতভূষণ", "গীতাভূষণ" প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন।"

—'পঞ্চসংস্কার', সঃ তোঃ ৪।১

৪৪। ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে মহাজনের চিত্তের কিরূপ অবস্থা হয়?

"ভজনের অনুকূল বিষয়ে মহানুভবের চিত্রটি পুষ্পের ন্যায় কোমল ; ভজনানুকূল বিষয়, দ্রব্য, কাল, পাত্র ও দেশ লক্ষ্য করিলে মহানুভবের চিত্ত আর্দ্র হয়। ভজনের প্রতিকূল বিষয়, দ্রব্য, কাল, পাত্র ও দেশ লক্ষ্য করিলে মহানুভবের চিত্ত বজ্রের ন্যায় কঠিন হয় ; সে সমুদায় তিনি কিছুতেই স্বীকার করেন না।"

—'বৈষ্ণবস্বভাব', সঃ তোঃ ৪।১১

৪৫। কথা, গীত, কাব্যাদি কিরূপে ভক্তির অনুকূল হয়?

"ব্যবহারিক কথালাপ, গীত ও কাব্যাদি কৃষ্ণসম্বন্ধযুক্ত করিতে পারিলে আনুকূল্যের সিদ্ধি হয়।"

—"শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

৪৬। হরিভজনের উপদেশকালে পরচর্চ্চা কি ভক্তির প্রতিকূল?

"গুরু যখন শিষ্যকে বিষয়-প্রবোধনের জন্য উপদেশ করেন, তখন কাজে কাজেই একটু পরচর্চ্চা না করিলে উপদেশ স্ফুট হয় না। পূর্ব্ব মহাজনগণ যেরূপ পরচর্চ্চা করিয়াছেন, তখন তাহাতে গুণ বই দোষ নাই।"

—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

৪৭। হরিভক্তিসাধক প্রজল্প কি অনিষ্টকর?

"সমস্ত মহাজন হরিভক্তিসাধক প্রজল্পকে আদর করিয়াছেন।"

—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

৪৮। কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যে পরালোচনা দোষাবহ নহে?

"সদুদ্দেশ্যের সহিত যে পরদোষের আলোচনা, তাহা শাস্ত্রে নিন্দিত হয় নাই। সদুদ্দেশ্য তিনপ্রকার। যে-ব্যক্তির পাপ লইয়া আলোচনা করা যায়, তাহাতে যদি তাহার কল্যাণ উদ্দিষ্ট হয়, তবে সেই আলোচনাটি শুভ ; জগতের মঙ্গলসাধনের জন্য যদি পাপীর পাপালোচনা করা যায়, তবে তাহা শুভকার্য্যের মধ্যে গণিত এবং নিজের মঙ্গল সাধনের জন্য যদি সেই আলোচনা হয়, তাহাও গুণ বই দোষ নয়।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা', সঃ তোঃ ৫।৫

৪৯। কর্ম্মকে কিরূপভাবে অনুষ্ঠান করিলে ভক্তিযোগ হয়?

"কর্ম্ম ব্যতীত যখন দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, তখন জীবনরক্ষক কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই কর্ম্ম যদি বহির্ম্মুখভাবে করা যায়, তবে মনুষ্যত্ব পরিত্যক্ত হয় এবং পশুত্বের উদয় হয়। অতএব শারীর কর্ম্মসকলকে ভগবদ্ভক্তির অনুকূল করিয়া লইতে পারিলে ভক্তিযোগ হয়।"

—'অত্যাহার', সঃ তোঃ ১০।৯

৫০। বিষয়কে কিরূপভাবে গ্রহণ করিলে অত্যাহার হয় না?

"বিষয়-ভোগ' বলিয়া বিষয়কে গ্রহণ করিলে অত্যাহার হইবে। কিন্তু 'ভগবৎপ্রসাদ' বলিয়া যথা-প্রয়োজন ভক্তির অনুকূলরূপে যে বিষয় গ্রহণ করা যাইবে, তাহা অত্যাহার নয়।"

—'অত্যাহার', সঃ তোঃ ১০।৯

৫১। কৃষ্ণাশ্রিত ব্যক্তি কিরূপ জীবন যাপন করিবেন?

"এ দেহের ক্রিয়া,　　অভ্যাসে করিব,
জীবন যাপন লাগি'।
শ্রীকৃষ্ণভজনে,　　অনুকূল যাহা,
তাহে হব অনুরাগী।"

—'প্রার্থনা' (লালসাময়ী) ৬ কঃ কঃ

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগা।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ।।

সকলের বন্দনীয় সেই দেবতা নিত্য সবিশেষ। তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ মাত্র বিচার করিলে মহাপ্রভু তদুত্তরে বলছেন,—

তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহি, চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি।।

তাঁহার চিচ্ছক্তি না মানিয়া শুধু অচিচ্ছক্তি মানিলে তিনি নির্ব্বিশেষ মাত্র হইয়া পড়েন। কেবল নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ স্বীকার করিলে বস্তুর পূর্ণতা স্বীকৃত হয় না,—অর্দ্ধস্বরূপ মাত্র মানা হয়।

শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ প্রভৃতি নবধা ভক্তি সেই পূর্ণবস্তু লাভের উপায় বা অভিধেয়। সাধনভক্তি হইতে পর্য্যায়ক্রমে প্রেমভক্তির উদয় হয়। যথা,—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা-রুচিস্ততঃ।।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।।"

সাধনভক্তিতে আটপ্রকার ক্রম আছে। আমরা বর্ত্তমানে প্রয়োজন-নির্ণয়ে অসমর্থ। অতএব অনর্থযুক্ত বা অপ্রয়োজনে নিমগ্ন আছি। অনর্থনিবৃত্তি ব্যতীত প্রয়োজনের অভিজ্ঞান হয় না। সেই অনর্থোপশমের উপায় শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"অনর্থোপশমং সাক্ষাৎ ভক্তিযোগমধোক্ষজে।" আমাদের 'অক্ষ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞেয় ও অগ্রাহ্য বলিয়া শ্রীভগবান্ "অধোক্ষজ" বস্তু। সেই "অধোক্ষজ" ভগবানের সেবাদ্বারা অনর্থনিবৃত্তি, তাহার ফলে অর্থলাভ বা প্রয়োজন-সিদ্ধি। প্রকৃত প্রয়োজন-নির্ণয়ের অভাবে কৃষ্ণেতর নির্ব্বিশেষস্বরূপে আগ্রহ ও শ্রদ্ধা। কিন্তু সবিশেষ কৃষ্ণবস্তুর কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণে প্রকৃত মঙ্গল ও প্রয়োজন লভ্য হয়। বাস্তবমঙ্গল লাভের জন্য সাধনভক্তির ক্রমজ্ঞান থাকা আবশ্যক এবং সেই ক্রম অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

সাধনভক্তির আদিতে—শ্রদ্ধা। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের প্রতি এবং কৃষ্ণভক্তের মুখনিঃসৃত কৃষ্ণকথার প্রতি শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধার উদয়ের জন্য সাধুসঙ্গের প্রয়োজন। কৃষ্ণপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ-লাভের জন্য যত্ন কর্ত্তব্য। কিন্তু অন্যান্য বস্তুতে—কৃষ্ণেতর বস্তুতে শ্রদ্ধা থাকাকালে কৃষ্ণপ্রাপ্তি-বিষয়ে শ্রদ্ধার উদয় হয় না। কৃষ্ণকীর্ত্তনে যোগ্য জন এবং কৃষ্ণকীর্ত্তন-শ্রবণে যোগ্য কর্ণ—এই দুইটীর মিলন দরকার। সাধনভক্তি-পর্য্যায়ে ক্রমনির্ণয়ে দেখিতে পাই—শব্দের আশ্রয়-গ্রহণের প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হওয়ার নামই—শ্রদ্ধা। এইরূপ আগ্রহ থাকা

দরকার। এই শ্রদ্ধার অর্থ এইরূপ—আমি ইহাতে অর্থাৎ এই শব্দের আশ্রয়-গ্রহণে কখনও বিপথগামী হ'ব না, নিশ্চয়ই সুপথে যা'ব—এরূপ বিশ্বাস। এই বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা হওয়া চাই—সাধুর ও শাস্ত্রের কথায়। সাধুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্য—উভয়ই তুল্য, উভয়ই এক। দুইয়ের উপদেশ ও আদেশ—ভগবৎসেবা কর, ইতরসেবায় প্রবৃত্ত হ'য়ে সেবা গ্রহণের চেষ্টা কর না, ভোগের চেষ্টা কর না। ইহাই সাধু ও শাস্ত্রের কথা। কিন্তু আমরা পোড়া-কপালবশতঃ কৃষ্ণসেবার নামে কৃষ্ণেতর সেবায় মত্ত হ'য়ে আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করি মাত্র। কপটতা লইয়া যদি সাধুর নিকট গেলাম, যদি সাধুর কথায় মনোযোগাভাব হ'ল, তবে সাধুর কথা শ্রবণ হ'ল না। আমার মনের রুচির মত কথা হ'ল না ব'লে সাধুর কথায় মনোযোগ ও শ্রদ্ধা হ'ল না। তা' হ'লে আমি বঞ্চিত হ'য়ে গেলাম। কিন্তু সাধুর মঙ্গলময়ী বাণীতে রুচি হওয়া দরকার। সাধুর কথায় রুচি বা শ্রদ্ধা হ'লে, কিরূপে কৃষ্ণভজন ক'রতে হ'বে—এইটী সাধু অর্থাৎ সদ্‌গুরুর নিকট শুন্‌তে হ'বে। অমঙ্গলের কথা পরিত্যক্ত হ'লে, সাধনে বল লাভ হ'লে সেবাবিচার প্রবল হয়, ভোগে অনাসক্তি—ভোগত্যাগ বৃদ্ধি পায়। অন্যথা কৃষ্ণসেবা না কর্‌লে ভোগী হ'য়ে যাব, অথবা সেবা-সম্পাদন ও সেবা-গ্রহণে জড়তা উপস্থিত হ'বে। কৃষ্ণসেবা কর্‌তে হলে চেষ্টাযুক্ত হ'তে হ'বে। ইহাই ভক্তি।

আমি নিজে সাধুর আশ্রয় কর্‌ব, সাধুর কথা শুন্‌ব—এইরূপ যত্ন ও বিচার থাকা দরকার। কিন্তু সাধুর সজ্জায় উপস্থিত অসাধুর কথায় শ্রদ্ধা বা আগ্রহ যেন না হয়, এবং প্রকৃত সাধুর কথায়ও যেন উদাসীন না থাকি।

প্রকৃত সাধুর অভাবে যাকে তাকে 'সাধু' মানা কোন কাজের কথা নহে। ঐরূপ সাধুমানা যেন পচা দোকানের পচা জিনিষ খরিদ করা। মূলে আলস্যই ইহার হেতু। সাধু অনুসন্ধানের ও সাধুর জ্ঞানের জন্য চেষ্টা না করা—আলস্য বই আর কিছুই নয়। কিন্তু প্রকৃত সাধুর সঙ্গলাভার্থ যত্ন অবশ্য কর্ত্তব্য। সেইরূপ সাধুর সঙ্গপ্রাপ্তির জন্য ভগবানের নিকট কাতর নিবেদন কর্‌তে হ'বে। অন্তরের ব্যাকুলতা ও অকপটতা থাক্‌লে তাঁর কৃপায় সাধুসঙ্গের সুযোগ ঘটে। সুতরাং সমস্তই আমাদের কপালের উপর নির্ভর।

প্রকৃত সাধুর কথার তাৎপর্য্য—ভজনরে সুযোগ ক'রে দেওয়া। সাধু ভগবৎসেবী, তাঁহার আদর্শ জীবন, তাঁহার সকল চেষ্টাই—সেবা। তিনি অধোক্ষজ বস্তুর সেবার প্রকার প্রদর্শন করেন। সেই অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠবস্তু—সেব্য, আমাদের ভোগ্য নহেন—ইহাই সাধু আচরণে ও প্রচারে শিক্ষা দেন।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।।

ভগবানকে লাভ কর্‌বার জন্য, আয়ত্ত কর্‌বার জন্য আমাদের স্বাতন্ত্র্য—তাঁর উপর প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা—জ্ঞানচেষ্টা পরিত্যাগ কর্‌তে হ'বে। জ্ঞানপ্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক

সাধুর কথা শ্রবণকারী ও তদনুসারে সেবাকারী ব্যক্তি ভগবানকে লাভ করে। ভোগবিচার-পরায়ণগণের সঙ্গে ভগবানের দেখা কোনকালে হ'বে না। তিনি কেবল ভক্তজনেরই সেব্য ও দর্শনীয়। কারণ, তিনি অধোক্ষজ, কৃপাপ্রার্থী শরণাগত সেবকের নিকট তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। যে কোন ব্যক্তিকে নামমাত্র গুরু করিয়া নিজে বড় হওয়ার চেষ্টাকারী ব্যক্তি ভগবানকে পায় না।

বাস্তববস্তুর সেবকই সাধু ও গুরু, বাস্তব-প্রয়োজন-জ্ঞানহীন ব্যক্তি অসাধু ও অগুরু। সাধু নিত্য অধোক্ষজপরায়ণ হইয়া নিজেও অধোক্ষজ ; অধোক্ষজ ব্যতীত অপর কেহ সাধু নহে। অপর ব্যক্তিগণ "গোখর"। কারণ তাহাদের জড়দেহে আত্মবুদ্ধি, তাহাদের আধোক্ষজ-দর্শন নাই।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদি ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।।

বাস্তব সাধুর সঙ্গ করা চাই। পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া সঙ্গ করা চাই। নিজের জন্য আংশিক রক্ষা করিলে সাধুসঙ্গ হয় না। ইন্দ্রিয়াদিকে প্রলুব্ধ ক'রে আমাদিগকে ভোগী সাজাইবার জন্য নানা বিষয় আছে। বিষয়সকল আমাদের ভোগের জন্য, সকল ইন্দ্রিয় আমাদের নিজ সুখবিধানের জন্য, ভগবানের সুখবিধানের জন্য নহে—এরূপ বিচার অভক্ত ভোগী ও ত্যাগী গুরুর (?), সাধুসঙ্গে ঐরূপ বিচার লভ্য হয় না। জগতের সমস্ত বিষয় ও আমাদের সকল ইন্দ্রিয় একমাত্র ভগবানেরই সেবা ও সুখবিধানের জন্য—প্রকৃত সাধুসঙ্গে এই বিচারই লভ্য। সাধুসঙ্গ ব্যতীত সেবার বিপুল চেষ্টা কখনও হয় না।

সন্দর্ভ-সার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৫ পৃষ্ঠার পর]

এইরূপে যখন শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিত্ব স্থাপিত হইল, তখন পরমমঙ্গলময় ভগবান্ ও তাঁহার সাধন-নির্ণয়ার্থ শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার অবিরোধে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য—ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

শ্রীসূত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে ভাগবতবক্তা শুকদেবের প্রণাম-মন্ত্রে ইহা জানাইতেছেন,—ব্রহ্মানন্দে যাঁহার চিত্ত পরিতৃপ্ত এবং তন্নিমিত্ত বিষয়-বাসনাতেও যাঁহার কোন আসক্তি ছিল না, যিনি শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর-লীলাতে আকৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ চিত্তের ধৈর্য্য নাশ করত করুণাবশে পরমার্থপ্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার করিয়াছেন, সেই নিখিল পাপরাশি-বিনাশক ব্যাসপুত্র শুকদেবকে নমস্কার। এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, তিনি ব্রহ্মানন্দ হইতেও বহুগুণে অধিক আনন্দ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পাইয়াছিলেন।

শ্রীশুকদেবকে আকর্ষণের হেতু এইপ্রকার,—

কতকগুলি কাঠুরিয়া বনে যাইতেছিলেন। ব্যাসদেব তাহাদিগকে বলিলেন যে, তোমরা বনে বনে শুকপাখী ধরিয়া বেড়াও। আমি তোমাদিগকে একটী মন্ত্র শিখাইয়া দিতেছি,

তাহা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে থাকিলে অনেক শুকপাখী ধরিতে পারিবে। কাঠুরিয়াগণ সেই শ্লোক শুনিয়া বনে বনে তাহা পাঠ করিতে থাকিল। শ্রীশুকদেব ঐ মন্ত্র শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সেই মন্ত্র তাহারা কোথা হইতে পাইল? তাহারা ব্যাসদেবের নাম করিলে শুকদেব নিজ পিতার নিকট আসিয়া সমস্ত অবগত হইয়া তাঁহার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিলেন। শ্রীভগবানের তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা ত্যাগপূর্ব্বক ভাগবত-চর্চ্চায় অধিক আনন্দ-আস্বাদন-প্রাপ্তি এবং আত্মসুখ-সাধন অপেক্ষা বহু জীবের কল্যাণ-সাধনকেই তিনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব নির্ম্মল অন্তঃকরণে সমাধিস্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার অপাশ্রিতা বহিরঙ্গাশক্তি মায়া এবং মায়াদ্বারা মোহিত জীবগণকে দেখিয়াছিলেন। জীব মায়াদ্বারা বিমোহিত হইয়া দেহে আত্মবুদ্ধি করত অনর্থকে অর্থজ্ঞানে সুখ-দুঃখাদি অনুভব করে এবং তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় শ্রীভগবানে ভক্তি। এইসকল তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া অজ্ঞ জীবসকলের জন্য বিদ্বান্ বেদব্যাস এই সাত্বতসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করেন—যাহা শ্রবণ করিলে জীবের শোক-মোহ-ভয়নাশিনী ভক্তির উদয় হইবে। তৎপরে উহা নিজপুত্রকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। এই কথা শ্রবণের পর, শৌনক সূতের নিকট প্রশ্ন করেন যে, শুকদেব নিবৃত্তি-মার্গনিষ্ঠ এবং ব্রহ্মানন্দে নিষ্ঠাযুক্ত বলিয়া অন্য সকল বিষয়ে নিস্পৃহ। সুতরাং তিনি আত্মারাম হইয়াও কিরূপে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলেন? তদুত্তরে সূতের উক্তি,—যাঁহারা দেহাভিমান গ্রন্থিশূন্য হইয়া নিরপেক্ষ হইয়াছেন, তাঁহারাও বিচিত্র লীলাপরায়ণ ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বমনোহারী গুণ। তাঁহার অসাধারণ রূপ-গুণ-লীলা-মাধুর্য্য ব্রহ্মানন্দ হইতেও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আকৃষ্ট হওয়া বিচিত্র নহে। শ্রীশুকদেব কাষ্ঠাহারী ব্যক্তিগণের মুখে দু'একটী ভাগবতীয় শ্লোক শ্রবণেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সেজন্য বিস্তৃত ভাগবত অধ্যয়নে তাঁহার চিত্তবৃত্তি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়ায় আত্মারামত্ব ত্যাগ করিয়া ভাগবত-কীর্ত্তনকেই পরম শ্রেয়ঃ বিচার করিয়াছিলেন।

জীবের মোহন-সম্বন্ধে মায়ার কর্ত্তৃত্ব এবং ভগবানের তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য উপরিউক্ত বিচারে জানা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত ২য় স্কন্ধে ব্রহ্মার বাক্যেও পাওয়া যায়,—যে মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জাবোধ করেন, অবোধ জীব সেই মায়াকর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া নিজদেহে আমি ও স্ত্রী-পুত্রাদিতে আমার বুদ্ধি করিয়া থাকে। জীব-মোহন-কার্য্য ভগবানের রুচিকর নহে জানিয়াই মায়া ভগবানের সম্মুখে যাইতে লজ্জাবোধ করেন, কিন্তু ভগবানের প্রতি বিমুখতা মায়া সহ্য করিতে না পারিয়াই জীবের স্বরূপের অস্ফূর্ত্তি এবং ত্রিতাপাদি দুঃখ প্রদানদ্বারা ভগবচ্চরণে উন্মুখ করার চেষ্টা করেন। এজন্য ভগবান্ তদ্বিষয়ে উদাসীন।

যদি আশঙ্কা হয়,—মায়া নির্দ্দয়ভাবে জীবকে সংসারচক্রে পেষণ করেন, শ্রীভগবান্ তাহা উপেক্ষা করেন কেন? তদুত্তর,—শ্রীভগবান্ অনাদিকাল হইতেই প্রপঞ্চ-সৃষ্টিতে নিযুক্তা কর্ত্তব্যনিষ্ঠা মায়ার প্রতি যে অধিকার দিয়াছেন তাহা সঙ্কোচ করিতে ইচ্ছা করেন

না অর্থাৎ তিনি যদি নিজেই জীবের মোহ নাশ করেন তবে মায়ার কৃত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করায় তাহার সম্মান নষ্ট হয়, এজন্য তিনি বিরত থাকেন। কিন্তু মায়া হইতে অব্যাহতি লাভের নিমিত্ত জীবকে নানাপ্রকার উপদেশ করিতেছেন। যেমন গীতায়,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।। (গীতা ৭।১৪)

আমার ত্রিগুণময়ী অলৌকিক শক্তিসম্পন্না মায়া দুরতিক্রমা। কিন্তু আমার শরণাগত হইলেই তাহাকে অতিক্রম করা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।। (ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইলে আমার লীলাপ্রকাশক, হৃদয় ও কর্ণের আনন্দদায়িনী কথা হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণাদিদ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্তির পর আমাতে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি জন্মিয়া থাকে।

ভগবান্ শ্রীব্যাসরূপে প্রকটিত হইয়া আচার্য্যের ন্যায় উপদেশ দিতেছেন, তদ্দ্বারাই জীবের মায়িক ভয় দূর করিয়া নিজ পাদপদ্মে আকর্ষণ চেষ্টা জানা যায়।

জীবমোহন-কার্য্য ভগবানের অভিপ্রেত না হইলে তিনি মায়াকে প্রপঞ্চ-সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন কেন? এরূপ প্রশ্ন হইলে তদুত্তর,—মায়াকে প্রপঞ্চে সৃষ্টি করিতে নিযুক্ত করিবার হেতু—বহির্ম্মুখ জীবকে মায়াদ্বারা তচ্চরণে উন্মুখ করাইয়া নিজ প্রেমরস আস্বাদন করাইবার অভিপ্রায়ে। অপার করুণাময় ভগবান্ প্রাচীন কর্ম্মবশে অনাদিকাল হইতে শ্রীহরিবিমুখ জীবকে মায়ার তাড়না হইতে উদ্ধারের জন্য কখনও স্বমুখে, কোথাও বা নিজ প্রিয়জনগণের দ্বারা উপদেশ প্রদান করাইয়া নিজ পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিতে যত্নবান্।

উপরিউক্ত বিচারে ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, ঈশ্বর নিয়ন্তা এবং জীব নিয়ম্য, জীব ও ঈশ্বরে স্বরূপগত বৈলক্ষণ্য বর্ত্তমান।

অদ্বৈতবাদীর মতে—এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের মায়াদ্বারা পরিচ্ছেদ হওয়ায় ঈশ্বর ও জীব এই দুইটী বিভাগ হইয়াছে। তন্মধ্যে মায়ার বিদ্যাবৃত্তি-পরিচ্ছিন্ন ঈশ্বর এবং অবিদ্যা-বৃত্তি পরিচ্ছিন্নই জীব। দৃষ্টান্ত—মহাকাশ নিত্য বর্ত্তমান, কিন্তু একটা ঘটের দ্বারা তাহার কিয়দংশ আবৃত হইয়া ঘটাকাশ হইয়াছে। ইহার নাম পরিচ্ছিন্নবাদ। আবার জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য যেমন জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া আধারের বিভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হন, তদ্রূপ অজ আত্মাও বিবিধ ক্ষেত্রে বিবিধরূপে প্রতীত হন। জলস্থ প্রতিবিম্ব জলের কম্পনাদি ধর্ম্ম লাভ করে বলিয়া সবিকার, আর আকাশস্থ সূর্য্যে উহা সম্ভব হয় না বলিয়া নির্ব্বিকার ; ঈশ্বর ও জীব সম্বন্ধে তাদৃশ বিচার জানিতে হইবে।

উপরিউক্ত বাদকে গ্রহণ করা যায় না—যেহেতু বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড দেখা যায়, তাহাতে বৃহৎ অবস্থার হানি হয়, কিন্তু বাস্তব বস্তুতে তাদৃশ জড়ত্ব সম্ভাবনা না থাকায় অচ্ছেদ্য অখণ্ড ব্রহ্মকে খণ্ড খণ্ড করা যায় না। তাহা স্বীকার করিলে

জীব-ঈশ্বরের অনাদিত্ব না থাকিয়া আদি কালধর্ম্ম আসিয়া পড়ে। অচ্ছিন্ন উপাধিযুক্ত ব্রহ্মের এক একটী প্রদেশই ঈশ্বর ও জীব, ইহাও বলা যায় না। কারণ উপাধিযুক্ত ব্রহ্মের প্রদেশ-বিশেষের ভেদ হওয়ায় অনুক্ষণ উপহিতত্ব ও অনুপহিতত্ব দোষ আসিয়া পড়ে। ব্রহ্মের সর্ব্বাংশই উপহিত হইয়া জীব হয়, ইহা বলিলে অনুপহিত ব্রহ্মের অস্তিত্ব থাকে না। যদি বলা যায়—ইহার অধিষ্ঠান ব্রহ্ম নহেন, উপাধিই উক্ত জীব-ঈশ্বর ভাবে বর্ত্তমান। তাহারও দোষ এই যে,—শুদ্ধ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান স্বীকার না করিলে মুক্ত অবস্থাতেও জীব ও ঈশ্বরের পৃথক্ ভাব থাকিবেই। আর পরিচ্ছিন্ন বা প্রতিবিম্বিত অবস্থা আদি-দ্রব্যেই সম্ভব। নির্ব্বিকার ব্রহ্মের পরিচ্ছেদাদি স্বীকারে পরিণামহেতু সবিকারত্ব আসিয়া পড়ে। ইহাদ্বারা সর্ব্বব্যাপক চিন্ময় বস্তুর প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। যখন জল-দর্পণাদিতেও তাঁহার বিম্বরূপে নিয়ত অবস্থান আছে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া, তখন তাহাতেই আবার প্রতিবিম্ব কিরূপে সম্ভব? প্রতিবিম্বের আধারে বিম্ব থাকিলে তাহার প্রতিবিম্ব সম্ভব হয় না।

যদি বলা যায় যে,—ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব-বিষয়ে অবাস্তব সম্বন্ধ স্বীকার করায় আপত্তি কি? তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই,—মূলাবিদ্যাকৃত বিলক্ষণ ব্রহ্মের অবাস্তব সম্বন্ধ গ্রহণ করিয়া বিম্বত্ব ও অদৃষ্টবিশেষের অধীন অবাস্তব সম্বন্ধ বিশেষই প্রতিবিম্বের নিয়ামক, ইহাই কি স্বীকার করা হইবে? এই আশঙ্কা নিরস্ত হইতেছে,—যে বস্তু দৃশ্য নহে, তাহার জল-দর্পণাদিতে প্রতিবিম্ব চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কিরূপে হইবে? চন্দ্র-সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষ করিলে দেখা যায়, জলে চক্ষুর সংযোগ হওয়া মাত্র অর্থাৎ দৃষ্টিপাত হওয়া মাত্র চক্ষু আকাশস্থ জ্যোতিপদার্থ চন্দ্র বা সূর্য্যকে দেখিতে পায়, কিন্তু ব্রহ্মবস্তু অদৃশ্য হেতু চক্ষুর প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব। চক্ষুর অসদ্বস্তু গ্রহণ করারই শক্তি আছে। নিরাকার ব্রহ্ম দর্শন কিরূপে সম্ভব হইবে? লিঙ্গদেহও অদৃশ্য। সুতরাং লিঙ্গদেহে বর্ত্তমান ব্রহ্মের দর্শন চক্ষুদ্বারা হয় না। চক্ষু ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয়ের দর্শন-যোগ্যতা নাই। রূপাদিধর্ম্মবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন সাবয়ব চন্দ্র-সূর্য্যাদির দূরবর্ত্তী নদী-সরোবরাদিতে প্রতিবিম্ব পড়ে, কিন্তু তাহার বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সর্ব্বপ্রকারেই অসম্ভব। আকাশ অবয়বশূন্য, আকাশেরও প্রতিবিম্ব হয় না, আকাশস্থ সাকার জ্যোতিষ্ক পদার্থ গ্রহ-নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য্যাদিরই প্রতিবিম্ব হয়। আকাশের প্রতিবিম্ব হইলে বায়ু, দিক্, কালাদিরও প্রতিবিম্ব স্বীকার করিতে হয়। অতএব নিরাকার নিরুপাধি সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ববাদ অসম্ভব। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" মন্ত্রে জীব ও ব্রহ্মসম্বন্ধে বলিতেছেন,—পরমাত্মা ও জীবাত্মা একই দেহে বিরাজমান, কিন্তু জীব মায়াবদ্ধ এবং ব্রহ্ম মায়াতীত। সুতরাং উহা জীব হইতে স্বতন্ত্র। শ্রীমধ্বাচার্য্য পাদ্ম-বচন উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—

চেতনস্তু দ্বিধা প্রোক্তো জীব আত্মেতি চ প্রভো।
জীবা ব্রহ্মাদয়ঃ প্রোক্তা আত্মৈকস্তু জনার্দ্দনঃ।।

জীব ও আত্মা (পরমাত্মা) উভয়ই চেতন পদার্থ। ব্রহ্মাদি সকলই জীব ; কিন্তু আত্মা একমাত্র জনার্দ্দন। তিনি ব্যতীত অন্যত্র আত্মশব্দ সোপচার অর্থাৎ চেতনের সাদৃশ্যে লাক্ষণিক। কিন্তু 'আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাৎ আত্মা হি পরমো হরিঃ" অর্থাৎ বিস্তৃতত্বহেতু ও

পরিমাতৃত্বহেতু বা সর্ব্বপ্রসবত্বহেতু হরিই আত্মাশব্দবাচ্য। জীব-ঈশ্বরের ভেদভাব সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি,—

সন্ন্যাসী—চিৎকণ, জীব—কিরণকণ সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম।।
জীব-ঈশ্বরতত্ত্ব কভু নহে সম।
জলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ।।
যেই মূঢ় কহে, জীব—ঈশ্বরের সম।
সেই ত' পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৮।১১২-১১৩, ১১৫)

যদি উপাধির বাস্তবতা স্বীকার করা যায়, তথাপি তৎ পদার্থ পরমেশ্বর এবং 'ত্বম্' পদার্থ জীবের ঐক্য গ্রহণ মাত্রেই বাস্তব পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্বের ত্যাগ হয় না। অর্থাৎ পরিচ্ছেদাদির কারণ উপাধি-সম্বন্ধ বাস্তব হইলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেও তাহার নাশ হয় না। যদি ঐ উপাধি-সম্বন্ধ বাস্তব না হইয়া ব্রহ্মে আরোপিত হইত, তবে তাহার নাশের সম্ভাবনা করা হইত। 'তত্ত্বমসি' এই শ্রুতিতে যে 'তৎ'-পদটী আছে, তাহার তটস্থ লক্ষণ স্বীকার করিয়া জীব ব্রহ্মের ঐক্য হইতেছে, কিন্তু 'তৎ'পদে 'তস্য ত্বং অসি' অর্থাৎ তুমি (জীব) তাঁহার (অংশ) হইতেছ। বেদাদি সকল শাস্ত্রেরই মত—জীবের স্থূল-সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলেই মুক্তি। তাহা পরমেশ্বর সাক্ষাৎকারেই সম্ভব। অতএব পরমেশ্বর সাক্ষাৎকারের কথা স্বীকার করিয়াও ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ নির্ধর্ম্মক ইত্যাদি উক্তি বাদ মাত্র।

উপাধির অবিদ্যামূলকত্ব হইলে অর্থাৎ 'রজ্জুতে সর্প বুদ্ধির' ন্যায় মিথ্যা হইলে ব্রহ্মের উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ও প্রতিবিম্বিত হওয়াও মিথ্যা হইয়া পড়ে। যে রীতি স্বরূপকে পাইতেছে না অর্থাৎ স্বরূপের সহিত যাহার সম্বন্ধ নাই তাদৃশ প্রতিবিম্ব ও পরিচ্ছেদবাদ প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

অদ্বৈতবাদ-গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদের মতে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই। যে ভেদ দেখা যায়, উহা উপাধিপ্রসূত। উপাধিই প্রতিবিম্ব ও পরিচ্ছিন্নবাদের ভিত্তি। যে-সময় উপাধি জ্ঞানদ্বারা নষ্ট হয়, তখন আর ভেদ থাকে না, কিন্তু ঐ উপাধির বাস্তবতা ও অবাস্তবতা উভয় পক্ষেই দোষ দেখান হইল।

স্বপ্নের সহিত ব্রহ্মে পরিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত কেহ কেহ দিয়া থাকেন। স্বপ্নে যেমন নানা দেহ দেখা যায়, কিন্তু তাহা মিথ্যা। তাহা হইলে মিথ্যা দৃষ্টান্তের দ্বারা সত্য বস্তুর পরিচ্ছেদও মিথ্যাই হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সর্ব্বাংশে সাম্য না থাকিলেও আংশিক সমতা থাকা আবশ্যক। কিন্তু অদ্বৈতবাদী যখন তাহা স্বীকার করেন না, তখন তাঁহাদের দৃষ্টান্তগুলি অসঙ্গতই হইয়া পড়ে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

দৈন্য ও দাম্ভিকতা

দৈন্য ব্যতীত কখনও বৈষ্ণবতা প্রকাশিত হইতে পারে না, কারণ দৈন্যই বৈষ্ণবের ভূষণ। কপট দৈন্য আর ভক্তি অধিষ্ঠানের জন্য আবশ্যক দৈন্য একবস্তু নহে। কপট দৈন্যেরই নাম দাম্ভিকতা। দাম্ভিকের অন্তরে দৈন্য আশ্রয় গ্রহণ করে না। দৈন্য ও নিষ্কিঞ্চনতা পৃথক্ বস্তু নহে। ভগবৎসেবায় মন সম্যক্‌রূপে নিয়োজিত করিতে হইলে হৃদয়ে দৈন্য থাকা একান্ত আবশ্যক। ভোগ-প্রবৃত্তি আমাদের চিত্তে দৈন্যের অন্তরায়। ভোগপ্রবৃত্তি হইতে মুক্ত হইলেই প্রকৃত দৈন্যের উদয় হয়। "দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্। পণ্ডিত কুলীন ধনীর বড় অভিমান।।" এস্থলে বাহিরের দৈন্য অর্থাৎ সংসারে অর্থোপার্জ্জনের অক্ষমতা বা অযোগ্যতা দৈন্য সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয় নাই। অর্থ থাকুক বা না থাকুক, কুলীন বংশে জাত অথবা জড়বিদ্যায় পারদর্শী হই বা না হই, আমাদের হৃদয়ে ভক্তি অধিষ্ঠানমূলক নিষ্কপট দৈন্য থাকিলে অবশ্যই পরম করুণাময় ভগবানের কৃপাবারি আমাদের উপর বর্ষিত হইবে।

ইহ জগতে 'আমার' 'আমার' রবকারী ব্যক্তির চিত্তে দৈন্য স্থান পায় না, যাহা পরিদৃষ্ট হয় তাহা কপটতা মাত্র। অন্তরে ও বাহিরে ভেদ থাকিবার নাম 'কপটতা'। প্রকৃতপ্রস্তাবে কাপট্যসিদ্ধি ও প্রকৃত দৈন্য এক নহে। কপট সাধুর জড়সম্মান প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় যে দৈন্য তাহা অত্যন্ত অমঙ্গলজনক। লোকের নিকট হইতে জড়প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়ার জন্য "হায়! হায়! আমার ত' হরিভজন হইল না, আপনি আমাকে কৃপা করুন" প্রভৃতি দৈন্যসূচক বাক্যের প্রয়োগ বাহ্য অভিনয় মাত্র। তথায় প্রকৃত দৈন্যের কোন স্পর্শ নাই। "কুমীরের কান্না" যেরূপ প্রকৃত কান্না নহে, তদ্রূপ 'প্রাকৃত দৈন্য' প্রকৃতপক্ষে দৈন্য নহে, তাহা জড় অহঙ্কারবিশেষ মাত্র। এ জগতে দেখা যায় যে, নির্ব্বিশেষবাদী অন্তরে নিজ ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য-গৌরব স্ফীতি প্রভৃতি আচ্ছাদন করিয়া বাহিরে লোক দেখাইয়া দরিদ্রের উচ্ছিষ্ট গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠাশা লাভের যত্ন করেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে 'দৈন্য' বলিয়া যে লোভনীয় পদবী আছে, তাহার সম্মান তিনি লাভ করিতে পারেন না। নির্ব্বিশেষবাদকে প্রশ্রয় দিতে গিয়া যে সাম্য-প্রথা প্রদর্শন করা হয়, তাহাতে কেবল আত্মম্ভরিতা সমৃদ্ধ হয় ; তাহা কখনই 'দৈন্যমুখে অকিঞ্চনতা' বলিয়া গণ্য হয় না।

জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবা—এই তিনটী মহাপ্রভুর শিক্ষা। প্রকৃত দৈন্যের অর্থ সত্য সত্য কীর্ত্তনে অধিকার অর্থাৎ নামে রুচি—শ্রীনামের সেবক অভিমান। গুরু-বৈষ্ণব সেবাই নামে রুচির দ্বার-স্বরূপ, গুরু-বৈষ্ণবের বিরোধিতা দাম্ভিকতা মাত্র। প্রকৃত দীন ঐহিক সম্মানের জন্য লালায়িত না হইয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবায় অহর্নিশ নিজকে নিযুক্ত রাখেন। তাঁহার বিন্দুমাত্র সময় জড়জগতের কোন স্বীয় ভোগপর বা দেহাত্মবুদ্ধিতে কিংবা আত্মীয়স্বজন-ভোগপর কার্য্যে ব্যয়িত হয় না। তিনি শ্রীনামোচ্চারণ ও সেবাপর আচরণদ্বারা নিরন্তর হরিকীর্ত্তনে মগ্ন থাকেন। জীবে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান জানিয়া জীবকে তিনি কেবলমাত্র সম্মান দিতে পারেন, কারণ তাঁহার চিত্ত যথার্থ দীনতা প্রাপ্ত। বহু ঐশ্বর্য্যদ্বারা

বেষ্টিত থাকিলেও, আভিজাত্য সর্ব্বোচ্চ ও পাণ্ডিত্য অদ্বিতীয় হইলেও হরিকীর্ত্তনকারী প্রকৃত দীন, ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত। তিনি বহুগুণে গুণী হইয়াও প্রতিষ্ঠা-পিশাচীর হস্তমুক্ত, যথার্থ অমানী হৃদয়।

ভক্তি নিরপেক্ষা, ভক্তি নিজেই সৌন্দর্য্য ও অলঙ্কার—অন্য কোন সদ্‌গুণকে তিনি অপেক্ষা করেন না। 'দৈন্য' ভক্তিরই অন্তর্গত একটী গুণ। স্বীয় অযোগ্যতার উপলব্ধিরূপ দৈন্যের উৎপত্তি হইলেই যতই অসুবিধা থাকুক না কেন, আমাদের ভগবদ্‌ভক্তের অনুগমনের প্রবল স্পৃহার জন্ম হইয়া থাকে। "আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদধূলি—আমি হরি-গুরু-বৈষ্ণবের দাস, অকিঞ্চন—আমার কিছুই নাই, হরি-গুরু-বৈষ্ণবই আমর সর্ব্বস্ব"—এস্থলে যাহাই ভক্তি, তাহাই দৈন্য। সর্ব্বদা হৃদয়ে দৈন্য থাকা চাই। দৈন্য সবল হইলে অবশ্যই কৃষ্ণকৃপা হয়। প্রকৃত দৈন্যের সমাগমে স্ত্রীলাম্পট্য, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশাদি ক্ষণমধ্যেই বিনষ্ট হয়, ক্রমশঃ অন্বয় অনুশীলনের বিশেষ উন্নতি হয়।

"আমি চিন্ময় জীব, নিজ কর্ম্মদোষে সংসারে নানা ক্লেশ ভোগ করিতেছি। আমি দণ্ডপ্রাপ্তির উপযুক্ত পাত্র। কৃপাময় কৃষ্ণের দাস হইয়া তাঁহার চরণাশ্রয়-বিস্মৃতিবশতঃই আমার কর্ম্মচক্রে প্রবেশ ও এত ক্লেশ। আমার ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে? আমি সর্ব্বাপেক্ষা হীন, দীন, অকিঞ্চন।"—এই অপ্রাকৃত অভিমানই তৃণাদপি সুনীচতা। মহাজনগণ জীবের মঙ্গলের জন্য যে-সকল দৈন্যসূচক অর্থাৎ শরণাগতির কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উল্লেখ করিলাম।—

"কর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই, কৃষ্ণ ভক্তি নাই।
তবে বল কিরূপে ও শ্রীচরণ পাই।।
ভরসা আমার মাত্র—করুণা তোমার।
অহৈতুকী সে করুণা বেদের বিচার।।"
"গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব-নিকটে।
দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে।।
কাঁদিয় কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম।।"
"সকল বৈষ্ণব গোসাঞি দয়া কর মোরে।
দন্তে তৃণ ধরি' কহে এ দীন পামরে।।
শ্রীগুরু-চরণ আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পাদপদ্ম পাওয়াইয়া মোরে কর ধন্য।।
তোমা' সবার করুণা বিনা ইহা প্রাপ্তি নয়।
বিশেষে অযোগ্য মুঞি কহিল নিশ্চয়।।"

গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর নিকট দৈন্য—দাম্ভিকতা ভিন্ন কিছু নহে

গুরু-বৈষ্ণবে বিশ্বাস না হইলে যথার্থ দৈন্যের উদয় হয় না। গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী অর্থাৎ নামাপরাধীর সঙ্গ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ আনয়ন করাকে 'দৈন্য' বলে না। যেখানে

বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের বিদ্বেষ ঘোষিত হয়, সেখানে "আজ্ঞে হ্যা, আপনি যা বলেছেন ঠিক বলেছেন"—এই ভাবের দৈন্যোক্তিই ঐ বিদ্বেষের পোষকতা করিয়া আমাদিগকে উপেক্ষার পাত্র করিয়া তুলে। অবৈষ্ণবের নিকট দৈন্য নয়, বৈষ্ণবের নিকট দৈন্যপ্রকাশ বা কৃপাভিক্ষা। যাহার তাহার নিকট দৈন্য করিতে নাই—ইহা মহাজনোপদেশ। গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী পাষণ্ডের নিকট—কংস, জরাসন্ধ, রাবণের নিকট কিংবা ঢঙ্গ বিপ্রের নিকট দীনতা প্রদর্শন বৈষ্ণবসেবা বা তৃণাদপি সুনীচতা নহে, তাহাদ্বারা কখনও কীর্ত্তনে অধিকার বা নামে রুচি হয় না। উহার দ্বারা জীবের প্রতি হিংসা করা হয়। যাহারা "আমার পিছনে লাগিয়া ওর মৃত্যু হইয়াছে, সেও মারা যাইবে। আমার পিছনে যে লাগিবে তাহার রক্ষা নাই। আমার দ্বারাই এই কাজটী সম্পন্ন হইয়াছে, অন্য কেহ করিতে পারিত না" প্রভৃতি দুর্ব্বিনীত বাক্যে নিজেদের আত্মম্ভরিতা বা হামবড় ভাবকে প্রকাশ করিতে গিয়া গুরু-বৈষ্ণবের কৃতিত্বকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করেন, তাহাদের হৃদয়ে অপ্রাকৃত দৈন্য ঠাঁই পাইতে পারে না। গুরু-বৈষ্ণবের অপরোক্ষ বিদ্বেষের ফলেই আত্মম্ভরিতা ভাবের প্রকাশ হইয়া থাকে।

গুরু-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত দৈন্য জগৎকে অবহিত করান প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য

গুরু-বৈষ্ণব সর্ব্বোত্তম হইয়াও নিজকে তৃণ অপেক্ষা হীন মনে করেন। বাস্তবিকপক্ষে তিনি অধম বা নীচ নহেন, পরন্তু ভগবানের অত্যন্ত আদরের বস্তু। গুরু-বৈষ্ণব সকলেরই পূজনীয় ও সম্মানার্হ। অস্মদীয় পরম গুরুদেব জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ, জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণ বিভিন্ন কীর্ত্তনের মধ্যে 'অভাগা', 'দীন', 'হীন', 'কাঙ্গাল', 'দুঃখী' প্রভৃতি দৈন্যমূলক শব্দ প্রয়োগের দ্বারা নিজেদের অপ্রাকৃত দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন। অপ্রাকৃত দৈন্য অর্জ্জন করিতে হইলে অবশ্যই আমাদিগকে মহাজনগণের পথ অনুসরণ করিতে হইবে। মহাজনগণের অপ্রাকৃত দৈন্যের কথা জগতের লোককে জানাইলে তাহারাও কপট দৈন্য-রাক্ষসীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে চেষ্টা করিবে।

গুরু-বৈষ্ণবকে অসম্মান অর্থাৎ ছোট করা হইবে মনে করিয়া অনেকে কীর্ত্তনকালে মহাজনগণের দৈন্যসূচক শব্দগুলি উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন অথবা উচ্চারণই করেন না। মহাজন-কৃত দৈন্যসূচক শব্দ বাদ দিয়া তাঁহারা নিজ-কৃত 'প্রভু' শব্দ প্রয়োগ করিয়া অত্যন্ত গর্ব্ববোধ করেন। দৈন্য ভক্তিরই একটী অঙ্গ বলিয়া এস্থলে 'প্রভু'-শব্দ প্রয়োগ করিয়া ভক্তির অঙ্গহানি করা হইল না কি? "গুরুর উপর "গুরুগিরি" বা "গোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাওয়া" কোন বুদ্ধিমানের কাজ কি? মহাজনগণ গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রীতির নিমিত্ত কীর্ত্তনের মধ্যে 'অভাগা', 'দীনাদি' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তাঁহারা আমাদিগকে ঐ দৈন্যসূচক শব্দ উচ্চারণ করিবার অধিকার দিয়াছেন। যেমন অর্চ্চনকালে অর্চ্চনকারী "গুরুদেব তিনি স্বয়ং অর্চ্চন করিতেছেন, আমি কেবল তাঁহার সহায়ক মাত্র"—এই ভাব

লইয়া অর্চ্চন করেন, তদ্রূপ কীর্ত্তনকারী চিন্তা করেন, "মহাজনগণই প্রকৃত কীর্ত্তনের অধিকারী। তাই কীর্ত্তনকালে কোন শব্দের পরিবর্ত্তন না করিয়া আমার চিত্তে প্রকৃত দৈন্য আনয়ন করিবার জন্য আমি কেবল মহাজন-কৃত প্রতিটি শব্দ আদরের সহিত উচ্চারণ করিয়া যাইব।" ইহাতে দাম্ভিকতার কোন স্পর্শই থাকিতে পারে না। প্রথমে মহাজন-কৃত দৈন্যসূচক পদগুলি কীর্ত্তন করিয়া পরে "তাঁহাদের আনুগত্যে আমি কীর্ত্তন করিতেছি"—এই ভাব লইয়া "শ্রীকেশবের দাস", "শ্রীনরোত্তমের দাস" প্রভৃতি পদ কীর্ত্তন করিলে কোন দোষাবহ হয় না। 'অভাগা', 'দীনাদি' শব্দ উচ্চারণ করিয়া যদি গুরু-বৈষ্ণব তথা মহাজনকে অপমান বা অসম্মান করা হয়, তবে ত' শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলীর 'দাম্ভিক' শব্দ উচ্চারণ করিতে গিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিতে হয়। কারণ 'দাম্ভিক' শব্দ উচ্চারণে যে প্রভুপাদকে দাম্ভিক বলা হইয়া যাইবে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"গুরু-বৈষ্ণবের আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া যদি আমাকে দাম্ভিকের উপাধি লইতে হয়, রাজী আছি। পশু হইতে বা অনন্তকালের জন্য নরকে যাইতে হয়, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। গুরুপাদপদ্মের কৃপাবলে বহির্ম্মুখ চিন্তাস্রোতকে মুষ্ট্যাঘাতে দুরীভূত করিব, আমি এত বড় দাম্ভিক।" গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি প্রভুপাদের একনিষ্ঠতার জ্বলন্ত উদাহরণস্বরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ প্রভুপাদের এই বাক্যকে বহুমানন করিয়া থাকেন। 'দাম্ভিক' শব্দ প্রয়োগে প্রভুপাদের অপ্রাকৃত দৈন্যের কোন হানি হয় নাই, বরং উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

কেহ কেহ প্রশ্ন তুলিতে পারেন,—"মহাভাগবত গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ যেহেতু তাঁহার দেহকে অপ্রকটকালে নবদ্বীপের রাস্তা দিয়া টানিতে বলিয়াছিলেন; অতএব যাঁহারা অপ্রকটের পর তাঁহার দেহকে টানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দোষ কোথায়? কারণ তাঁহারা ত' বাবাজী মহারাজের বাক্যানুসারে হেন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।" বাবাজীর অপ্রকটের পর কতিপয় ব্যক্তিও পরামর্শ দিয়াছিলেন,—"বাবাজী মহারাজ প্রকটকালে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেহ যেন শ্রীধাম নবদ্বীপের রাস্তা দিয়া টানিতে টানিতে ধামের রজে অভিষিক্ত করা হয়। বাবাজী মহারাজের এই আদেশ পালিত হওয়া উচিত।"

বাস্তবিকপক্ষে বাবাজী মহারাজের এই বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধির বোধাভাব হইতেই আমাদের চিত্তে এই সিদ্ধান্তবিরোধী ও অশুভজনক প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে। ইহার যে সুষ্ঠু মীমাংসা রহিয়াছে, তাহা আমরা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখি না। বাবাজী মহারাজের দেহ অপ্রাকৃত। তাঁহার দেহ রাস্তা দিয়া টানিবার যোগ্য কিছুতেই নহে। তাঁহার বাক্যানুসারে যাঁহারা দেহ টানিতেন তাঁহারা মহা অপরাধ সঞ্চয় করিয়া অবশ্যই ঘোরতম নরকে প্রবেশ করিতেন। এক্ষেত্রে বাবাজী মহারাজের দেহ রাস্তা দিয়া না টানিলেই তাঁহার বাক্যের প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন করা হয়, বাক্য লঙ্ঘন ত' দূরের কথা।

মহাজনগণের দৈন্যসূচক 'অভাগা', 'দীনাদি' শব্দ উচ্চারণকালে কীর্ত্তনকারী যেরূপ মহাজনগণকে দীন-হীন অভাগা চিন্তা করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করেন না, তদ্রূপ বাবাজী

মহারাজের অকপট দৈন্যের কীর্ত্তনকারী বাবাজী মহারাজের দেহ রাস্তা দিয়া টানিবার যোগ্য মনে করিয়া নরকের দ্বার পরিষ্কার করেন না। বাবাজী মহারাজ অপ্রাকৃত দৈন্যের মাধ্যমে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ তথা অপরাধিজনের কপট দৈন্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। তাঁর অকপট দৈন্যের কথা কীর্ত্তন করা—প্রত্যেক আত্মকল্যাণার্থী জনেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীল প্রভুপাদ স্বীয় গুরু গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের দৈন্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমার শ্রীগুরুদেব, যাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র নিজের মস্তকে ধারণ করিলে কৃতার্থ মনে করেন, তিনি বহির্ম্মুখ লোকের দাম্ভিকতা বিনাশের জন্য দৈন্যভরে যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, আমরা মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অপরাধী হইয়াও উহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে বিমুখ হইব না। শ্রীগৌরসুন্দর ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণের পর ঠাকুরের চিদানন্দ দেহ কোলে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, কত গৌরবে বিভূষিত করিয়াছিলেন। সুতরাং আমরাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া বাবাজী মহারাজের চিদানন্দ দেহ মস্তকে ধারণ করিব।"

গুরু-বৈষ্ণবের হৃদয়ে দাম্ভিকতার কোন স্থান নাই

গুরু-বৈষ্ণবগণ ভগবানের প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করেন না। তাঁহাদের মনে ভগবদ্‌প্রীতিমূলক কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন ইতর কর্ম্মের অভিলাষ উদিত হইতে পারে না। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিমূলক কর্ম্ম সর্ব্বদাই ইতর কর্ম্মের পর্য্যায়ভুক্ত। ভগবদৈকনিষ্ঠতার প্রদর্শনকল্পে তাঁহারা জীবের প্রতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা অবনত মস্তকে মানিয়া লইলে জগজ্জীবের কল্যাণই সাধিত হয়। গুরু-বৈষ্ণবের হৃদয়ে অপ্রাকৃত দৈন্য ব্যতীত কখনও দাম্ভিকতা রাক্ষসী বাসা বাঁধিতে পারে না। ভগবান্ রামচন্দ্রের বিদ্বেষী রাবণের সোনার লঙ্কা দহন করিয়া রামভক্ত হনুমান গর্হিত কাজ করিয়াছিলেন বলিয়া বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হইলেও, প্রকৃতপক্ষে হনুমানজী "তৃণাদপি সুনীচের" প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কারণ লঙ্কা দহন করিয়া তিনি রামচন্দ্রের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন।

অনেকে বলেন, "যেখানে শ্রীরূপ-সনাতন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে জয়-পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন, সেখানে শ্রীজীব গোস্বামী পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া অবৈষ্ণবোচিত কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বৈষ্ণবোচিত দৈন্যের অভাব ছিল।" পাষণ্ডগণের মুখেই এই কথাগুলি শোভা পায়। জীব গোস্বামীর ব্যবহারে মধ্যে যে কত সুষ্ঠু বিচার রহিয়াছে তাহা অনুধাবন না করিয়া 'আমি বিচারক' এই দাম্ভিকতা প্রকাশ করিলে ভয়ানক নরককে আবাহন করা হয়। বস্তুতঃ শ্রীজীব গোস্বামী জানিতেন, শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামীকে তর্কে পরাজিত করা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সাধ্য নহে। পণ্ডিতের সহিত তর্ক করিয়া বৃথা সময় নষ্ট হইবার ভয়ে তাঁহারা পণ্ডিতকে জয়-পত্র লিখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই পণ্ডিত 'রূপ-সনাতনকে পরাজিত করিয়াছি'—এই অভিমানবশতঃ যত্র তত্র তাঁহাদের নিন্দা করিয়া বেড়াইবে, আর কোন্ শিষ্য তাহা শুনিয়া সহ্য করিবে? তাই শ্রীজীব গোস্বামী গুরুদেবের মর্য্যাদা রক্ষণকল্পে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের অহঙ্কার চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া বৈষ্ণবোচিত দৈন্যের পরিচয় দিয়াছিলেন—ইহাতে কোন মতান্তর থাকিতে পারে না।

পরম কারুণিক ভগবান্ ও বৈষ্ণবগণ জীবগণকে দণ্ডপ্রদান করিয়া তাঁহাদের মঙ্গলবিধান করেন। তাঁহাদের দণ্ডবিধানকে 'দাম্ভিকতা' বলিলে জীবের মহা সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে কৌরবগণের দুঃশীলতা দর্শনে ও অবাচ্যবাক্য শ্রবণে বলদেবের উক্তি,—

"নূনং নানামদোন্নদ্ধাঃ শান্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ।
তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা।। (ভাঃ ১০।৬৮।৩১)

"যে-সকল অসাধু রূপ-ধন-জন-কুল-বিদ্যা-তপোমদে স্ফীত হইয়া শান্তি ইচ্ছা না করে, দুর্দ্দমনীয় পশুগণের প্রতি লগুড় প্রয়োগের ন্যায় শিক্ষানীতির পরিবর্ত্তে পশুনীতি অবলম্বনে দণ্ডবিধানদ্বারাই অসংযম প্রকৃষ্টরূপে শান্ত হয়।" গুরুনিত্যানন্দৈকনিষ্ঠ মহাজন লোচনদাস ঠাকুর তাঁহার পদাবলীতে গাহিয়াছেন,—

"লোচন বলে মোর নিতাই যেবা নাহি মানে।
অনল ভেজাই তার মাঝ-মুখখানে।।"
"হেন অবতারে যা'র রতি না জন্মিল।
লোচন বলে সেই পাপী এল আর গেল।।"

শ্রীচৈতন্যভাগবতের স্থানে স্থানে (চৈঃ ভাঃ আঃ ৯।২২৫, ১৭।১৫৮, মধ্য ১১।৬৩, ১৮।২২৩, ২৩।৫২২, অন্ত্য ৬।১৩৭) গুরুনিত্যানন্দগতপ্রাণ ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে।।

যাহাতে কেহ অপ্রাকৃত 'দীন' শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরকে 'দাম্ভিকের' উপাধি দিতে না পারে, তাই শ্রীল প্রভুপাদ উপরোক্ত পয়ারের বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—"যদি কোন পাষণ্ডী নারকী অন্ধতামিস্র মহারৌরব নরকে মহাক্লেশ-যন্ত্রণাভোগকে অতি উপাদেয়জ্ঞানে তাহা লাভ করিবার নিমিত্ত আমার শ্রীগুরুদেবের নিন্দা করে, তাহা হইলে সে যত বড়ই উচ্চস্থান অধিকার করুন না কেন, তাদৃশ স্থান, কাল ও পাত্রের প্রাকৃত মর্য্যাদারক্ষণ বিষয়েও উদাসীন থাকিয়া আমি তাহার দুর্ব্বুদ্ধির আধার মস্তকে পদাঘাত করিব।"

"প্রকৃত শিষ্যের সদ্‌গুরু-পাদপদ্মে এইপ্রকার প্রকৃত নির্ম্মল সর্ব্বোত্তম ভক্তির কোনপ্রকার ন্যূনতা উপলব্ধ হইলে কাহাকেও বিঘসাশী 'শিষ্য' শব্দে অভিহিত করা যাইবে না। পাপপরায়ণ নারকিগণ এই কথা বুঝিতে না পারিয়া গুরুভক্তির পরিবর্ত্তে গুরুদ্রোহাচরণ-পূর্ব্বক নিজের অমঙ্গল সাধন করে। যথার্থ শিষ্যের শাস্ত্রবিহিত শিষ্টাচার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য যে মহাকল্যাণময়ী কথা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য সমগ্র শুদ্ধবৈষ্ণব জগৎ ঠাকুর বৃন্দাবনদাসকে গুরুপাদপদ্মাশ্রিত বৈষ্ণবসমাজের গুরুদেব বলিয়া জানেন। ঘৃণিত কপটতা বা পাপাচার মূলে যাহাদের এই শ্রুতি বিচারের প্রতি কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহাদের জন্ম-জন্মান্তরেও গৌর-কৃষ্ণভক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপালাভপূর্ব্বক ঠাকুর বৃন্দাবন তাঁহারই স্থলাভিষিক্ত হইয়া

জগতে আচার্য্য গুরুর কার্য্য করিয়াছেন। ভারবাহী অনভিজ্ঞ বিদ্ধভক্তগণ কপট দৈন্যের মূর্ত্ত অবতার নারকী প্রাকৃত সহজিয়াকে আদর্শ গুরুজ্ঞানে ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীচরণে অপরাধী হইয়া পড়ে। চৈতন্য-নিত্যানন্দাশ্রিত কোন শুদ্ধভক্তই ঠাকুর বৃন্দাবনের বিরোধী অসৎ সম্প্রদায়ের কোনপ্রকার সঙ্গ করেন না। অতীব দুষ্কৃতি বা দুর্ভাগ্যবশে কোনপ্রকারে যাহার তাদৃশ অসৎসঙ্গ লাভ ঘটে, তাহার কুরুচিগ্রস্ত মন বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচরণ হইতে বিচ্যুত হওয়ায় তাদৃশ অসতের দুঃসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কোন যোগ্যতা নাই। প্রভু বৃন্দাবনদাসের অমন্দোদয় দয়া বুঝিতে দাম্ভিক-সমাজের এখনও কোটি কোটি জন্ম অবশিষ্ট আছে ; সুতরাং তাহাদের অপরাধের ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা নিজেদের শিরোদেশে শুদ্ধ বৈষ্ণবের অমন্দোদয় নির্ম্মল পদাঘাত গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য সুযোগ কখনও লাভ করিতে পারিবে না, শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিষ্কপট দয়ালাভের সদিচ্ছাও অনভিজ্ঞ প্রকৃত পাপী, পুণ্যকর্ম্মী বা জ্ঞানীর নিকট সুদুর্ল্লভ বস্তু। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধী জীবগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম জন্মান্তরে এমন কোন সুকৃতি লাভ করেন নাই অথবা তাহাদের সহস্র পূর্ব্বপুরুষ এমন কোন সুকৃতিপুঞ্জ সঞ্চয় করেন নাই যে, ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের নির্ম্মল নিঃশ্রেয়স পরমার্থ শিবদ পদাঘাত লাভ করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে। যে মুহূর্ত্তে পাপিগণের স্বরূপের শিরোদেশে শুদ্ধ বৈষ্ণবের পদধূলি পতিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহাদের যাবতীয় সাংসারিক কৈতব কল্মষ-কিল্বিষ রাশি অপগত হইয়া ভক্তিসম্পত্তির অধিকারী হইবেন।"

অতএব গুরু-বৈষ্ণবকে নিজজন জানিয়া তাঁহাদের আনুগত্যে শ্রীহরিভজনের পথে অগ্রসর হইলে আমরা 'দাম্ভিকতার' হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া অপ্রাকৃত দৈন্য অর্জ্জন করিব—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বস্তুতঃ সকলি তব, জীব কেহ নয়।
'অহং'-'মম'-ভ্রমে ভ্রমি' ভোগে শোক-ভয়।।
'অহং'-'মম' অভিমান এই মাত্র ধন।
বদ্ধজীব নিজ-বলি' জানে মনে মন।।
সেই অভিমানে আমি সংসারে পড়িয়া।
হাবুডুবু খাই ভবসিন্ধু সাঁতারিয়া।।
তোমার অভয়পদে লইয়া শরণ।
আজি আমি করিলাম আত্মনিবেদন।।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

শ্রীরাধা-প্রীতি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৭ পৃষ্ঠার পর]

মহামন্ত্র ষোলনাম। অষ্ট 'হরে', চারি 'কৃষ্ণ', এবং চারি 'রাম'। 'হরে'—শ্রীরাধা। রাধানামের এমনই মাহাত্ম্য যে, রাধানামে কৃষ্ণ-মন আকৃষ্ট হয়।

"হরে—হে হরে শ্রীরাধে নামে কৃষ্ণমন হর।
তব নাম শুনি' তুষ্ট শ্রীকৃষ্ণসুন্দর।
একবার মাত্র জপিলেই রাধানাম।
আকৃষ্ট হয়েন সুখে সুখময় শ্যাম।।" (প্রেমসম্পুট ২৭-২৮)

কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত নামাশ্রিত ভজন-প্রণালীই ভজনের একমাত্র পদ্ধতি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় হইতে মহাজনগণ এই ভজন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ভক্তিপথের পথিক হইয়াছেন। যথার্থ ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণ অনুকূলার প্রতি পক্ষপাতী হইয়া যুগল ভজনে আগ্রহী। কারণ গৌরাবতারে হ্লাদিনী শক্তির মাহাত্ম্য প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। হরিভক্তিবিলাসে শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী উভয়েই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, শ্রীহরিনাম শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—একমাত্র ঐকান্তিক ভজন, যাহার কোন বিকল্প নাই। সুতরাং শ্রীরাধার প্রতি পক্ষপাতী হওয়া ব্যতীত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের গত্যন্তর নাই।

রাধা-প্রীতির স্বরূপ কেমন? ব্রজগোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ প্রীতির সম্বন্ধ। বিশেষ করিয়া শ্রীরাধার প্রতি প্রগাঢ় প্রীতির সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ আবদ্ধ। এ সম্বন্ধ ঐশ্বর্য্যশূন্য—এ সম্বন্ধ মাধুর্য্যের সম্বন্ধ। এই কারণে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজপতি বা ব্রজবল্লভ নামে আখ্যায়িত। ব্রজের ভাব মাধুর্য্যভাব। সেই দিক হইতে ব্রজভূমি মাধুর্য্যভূমি। ব্রজবল্লভ মাধুর্য্যময়, ব্রজবিনোদিনী শ্রীরাধিকা মাধুর্য্যময়ী। শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতি করিয়াই মাধুর্য্যময়ী শ্রীরাধার সুখ, বিনিময়ে তিনি কখনও প্রীতি কামনা করেন না। তাই ব্রজবিলাসিনী শ্রীরাধার প্রীতি অহৈতুকী, অবিনশ্বর ও অনাবিল। হৈতুকী প্রীতি বিনাশ্য। স্বার্থসিদ্ধি হইলে হৈতুকী প্রীতি নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু রাধা-প্রীতি হেতুহীন, কৈতবহীন। ইহা স্বতঃপ্রকাশিত—সে-কারণে অবিনাশী। বিপ্রলম্ভ রসময়তায় এই প্রীতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট চমৎকারিতা। আর এই বিপ্রলম্ভরসে সিক্ত হইতে চাহিলে রাধারাণীর চরণাশ্রয় একান্ত প্রয়োজন।

দশমাস ব্রজে বাস করিয়া শ্রীউদ্ধব মহারাজ ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ব্রজগোপীগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা প্রণম্য।

"এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্ত-কথারসস্য।।" (ভাঃ ১০।৪৭।৫৮)

"আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা—তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৬৫)

ব্রজরামাগণের শুদ্ধ প্রেমসেবায় বিন্দুমাত্র 'আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা' নাই। তাঁহারা শুদ্ধ প্রেমের আধার। তাঁহারা স্ব-সুখ তৎপর নন। তাই 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা'ই তাঁহাদের একমাত্র ইচ্ছা। গোপিকাশিরোমণি, প্রেমিকাশিরোভূষণ শ্রীরাধার প্রেমসেবা কিরূপ? কিরূপ তাঁহার কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময় প্রেম?

"না গণি আপন-দুঃখ,　　সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ—আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ,　　তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য্য।।"

(চৈঃ চঃ অঃ ২০।৫২)

রাধারাণী নিজের দুঃখের কথা চিন্তা করেন না। তিনি কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখই কামনা করেন। কৃষ্ণের সুখেই তিনি সুখী। তাঁহার দেহ, মন, প্রাণ সমস্তই কৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত। কেমন করিয়া কৃষ্ণকে সুখী করা যায়—ইহাই তাঁহার সর্ব্বক্ষণ প্রচেষ্টা। কৃষ্ণকে সুখ প্রদান করিতে পারিলেই তিনি সুখী। রাধারাণীকে দুঃখ দিয়া যদি কৃষ্ণ তৃপ্তি লাভ করেন, তবে তিনি সে দুঃখ আনন্দের সহিত বরণ করিয়া মহাসুখ লাভ করেন। রাধারাণীকে কৃষ্ণ প্রদত্ত দুঃখ যদি কৃষ্ণের সুখের হেতু হয় তবে সে দুঃখ রাধারাণীর মনে দুঃখের উদ্রেক না করিয়া পরম সুখ প্রদান করে।

কৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত দুঃখ বরণ করা—ইহাই রাধাপ্রদত্ত শিক্ষা ও গৌড়ীয় ভজনের পরম বাঞ্ছা।

'রাধা'-শব্দে দুইটী অক্ষর—'রা' আর 'ধা' বর্ত্তমান। এই দুইটী অক্ষরের স্থান যদি পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হয় তবে 'ধারা'-শব্দটী নিষ্পন্ন হয়। কিসের ধারা?—অশ্রুধারা। কাহার অশ্রুধারা?—শ্রীরাধার অশ্রুধারা। কিসের নিমিত্ত এই অশ্রুধারা?—কৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধার অশ্রুধারা। 'ধারা'-শব্দের অর্থ অবিরল বারিক্ষরণ বা নিঃসরণ। তাহা হইলে কৃষ্ণবিরহে যিনি অবিরল অশ্রুপাত করেন তিনি 'রাধা'।

বিরহসন্তপ্তা শ্রীরাধার অঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিকভাবের বিকাশ ঘটিল। রূঢ়ভাব মহাভাবের একটী বিশেষ অবস্থা। এই মহাভাবের আধার শ্রীরাধা। অধিরূঢ় মহাভাবগুলি প্রস্ফুটিত হইল কৃষ্ণ-বিরহিত শ্রীরাধার অঙ্গে। বিরহবিধুরা শ্রীরাধা নয়নের ধারায় ধারায় অভিষিক্ত। বিচ্ছেদক্লিষ্টা শ্রীরাধা ভাবের গভীরতায় তন্ময়। এই ভাবের প্রকাশে কোন ভাষা নাই। কেবলমাত্র অশ্রুপাতে ইহার অভিব্যক্তি। প্রাকৃত কবি গাহিয়াছেন,—

"আমি* শুধাই ব্রজের ঘরে ঘরে
আমার কৃষ্ণ কোথায় বল?
কেন কেউ কহে না কথা
দেখি সবার চোখে জল।।"

এই 'চোখের জল' প্রয়োজন। আরাধ্যবস্তু শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে হইলে কৃষ্ণ-বিরহ প্রতিক্ষণে অনুভব করিয়া নিষ্কপটে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

---

* আমি = রাধা

সুতরাং কবে সেইদিন আসিবে, সেইদিন শুদ্ধ প্রীতিরসের আকরভূমি শ্রীরাধিকার দাস্যাভিমানে চিত্ত-বিধৌতকারী অশ্রুপাতে বলিতে পারিব,—

"অভিমানং পরিত্যজ্য প্রাকৃতবপুরাদিষু।
শ্রীকৃষ্ণকৃপয়া গোপীদেহে ব্রজে রসাম্যহম্।।
রাধিকানুচরী ভূত্বা পারকীয় রসে সদা।
রাধাকৃষ্ণবিলাসেষু পরিচর্য্যাং করোম্যহম্।।" (গোস্বামিবাক্য)

আমি প্রাকৃত দেহাভিমান পরিত্যাগ করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকৃপায় গোপীদেহ ধারণ করিয়া ব্রজে বাস করি। শ্রীরাধিকার অনুচরী হইয়া রাধাকৃষ্ণবিলাসে সর্ব্বদাই পারকীয়রসে পরিচর্য্যা করি।

"রসো বৈ সঃ" কৃষ্ণের সকল রসের আধার শ্রীরাধা। কৃষ্ণ রসময়। এই রসসাগরে ডুব দিতে হইলে শ্রীরাধার দাসী হইয়া ডুব দিতে হইবে। সেই কারণে শ্রীরাধিকার সেবা পূর্ণতম সেবা। সকল আরাধনার ঊর্দ্ধে শ্রীরাধার আরাধনা। সকল আরাধনার সারাৎসার শ্রীরাধাপদদাস্যে। ইহাই ভাগবতধর্ম্ম, ইহাই জৈবধর্ম্ম, ইহাই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রাধাপ্রেমে পাগল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজে যখন শ্রীরাধার প্রেমরসাস্বাদনের জন্য আত্মহারা হইয়া এবং শ্রীরাধাগোবিন্দ মিলিত তনু ধারণ করিয়া শ্রীগৌরহরিরূপে কলিযুগে শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন এমন কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণব আছেন—যাঁহার এই রসপানে বিন্দুমাত্র লোভ না হয়?

হে রাধে!

"রসো বৈ সঃ" কৃষ্ণের রসের আধার।
রস পানে তৃষা দিয়ে কর উদ্ধার।
ভবনদী পাড়ি দিতে দাও দাস্য-তরী।
অবনত শিরে সদা পদ সেবা করি।।
অভাজনে কৃপা কর কৃপাময়ী তুমি।
সদাই রত থাকি পদ সেবায় আমি।।
ভবতারণকে তুমি করহ তারণ।
তোমার প্রসাদে নিত্য করিব পারণ।।

—**শ্রীভবদ্বন্ধু সরকার** (শ্রীভবতারণ দাসাধিকারী)

উপাখ্যানে শিক্ষা

অযোধ্যায় ভদ্রশীল নামে মহদ্‌গুণসম্পন্ন সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ এক ঋষি ছিলেন। তিনি যজন, যাজন, বেদ অধ্যয়ন প্রভৃতি করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। তিনি ধনুর্ধ্বজ নামক এক চণ্ডাল-পুত্রকে গোধন রক্ষার জন্য রাখিয়াছিলেন। ধনুর্ধ্বজ পূর্ব্বজন্মে অবন্তী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। ভ্রাতৃশাপে সে চণ্ডালকুলে জন্মগ্রহণ করে।

ইক্ষ্বাকু বংশের গুরু ছিলেন শান্তি। তাঁহার সুবন্তী ও অবন্তী নামে দুইটী পুত্র ছিল। সুবন্তী খুবই ধর্ম্মশীল ছিলেন, কিন্তু অবন্তী মহাপাপাচারী দুরাত্মা ছিল। সে নিজধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চুরি, হিংসা, পরদার হরণ প্রভৃতি অন্যায় কার্য্যে সর্ব্বদা লিপ্ত ছিল। সে বেশ্যাসক্ত হইয়া পিতার সঞ্চিত ধন নষ্ট করিয়া ফেলিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুবন্তী তাহাকে অনেক বুঝাইলেন এবং পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য বলিলেন। কিন্তু পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন সুবন্তী দাদার কথায় কর্ণপাত করিল না। তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিবার জন্য সুবন্তী তাহাকে অভিশাপ দিলেন যে—তাহার চণ্ডালগৃহে জন্ম হইবে এবং তৎপরে যমদূত হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে সাধুর সংস্পর্শে পুনরায় মুক্তি লাভ করিবেন বলিলেন। অবন্তী দণ্ডকারণ্যে অনাহারে অনিদ্রায় দেহত্যাগ করিয়াছিল। জ্যেষ্ঠভ্রাতার অভিশাপে সেই অবন্তীই চণ্ডাল গৃহে জন্মগ্রহণ করিল। তাহার নাম হইল ধনুর্ধ্বজ। সেই ধনুর্ধ্বজ ভদ্রশীলের গৃহে রাখাল হইয়াছিল।

সে খুব যত্নসহকারে গোধন চরাইত। ভদ্রশীল তাহার কার্য্যে খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। হঠাৎ ধনুর্ধ্বজের সর্পদংশনে মৃত্যু হইল। ভদ্রশীল তাহার মৃত্যুতে খুব ব্যথিত হইলেন। একদিন ধনুর্ধ্বজ যমরাজের আজ্ঞায় সুশীল নামে এক বৈশ্যকে আনিতে গিয়াছিল। পথিমধ্যে ভদ্রশীলের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে দেখিয়া ভদ্রশীল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ধনুর্ধ্বজ! তোমার ত' মৃত্যু হইয়াছিল, তুমি কোথায় বা ছিলে? মৃত্যুর পরেও তুমি কি করিয়া আসিলে। তোমার সেই হস্ত, সেই পদ, সেই শরীর একইরকম রহিয়াছে! ইহা ত' অত্যন্ত আশ্চর্য্যের ব্যাপার!" ধনুর্ধ্বজ ভদ্রশীলকে প্রণাম করিয়া বলিল,—"আমি সেই শ্বপচনন্দন ধনুর্ধ্বজ। আপনি আমাকে গোধনরক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আমায় লালনপালন করিয়াছেন। যম যন্ত্রণার কথা আর কি বলিব। যমরাজের মুখে সেই সকল কথা শুনিয়া বড় শঙ্কা হইয়াছিল।" ভদ্রশীল যমের কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে ধনুর্ধ্বজ কিরূপে জীবের মাতৃগর্ভে জন্ম হয়, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম আচরণের দ্বারা কর্ম্মভোগ করিয়া দেহত্যাগ হয়, তাহা বলিতে লাগিল।

পিতার ঔরসে মাতৃগর্ভে জীবের জন্ম হয়। পঞ্চরাত্রি গতে বুদ্বুদ প্রমাণ, একপক্ষ পরে বদরী সমান হয়। জননী জঠরে দিনে দিনে বাড়িতে থাকে। মাসের অন্তরে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ হয়। তখন হস্ত-পদ উদ্‌গম হয় না। মাংসপিণ্ডের সমান থাকে। দ্বিতীয় মাসে মস্তক, তৃতীয় মাসে হস্ত-পদ হয়। চতুর্থ মাসে কেশ-লোমের উৎপত্তি হয়। পঞ্চম মাসে ক্রমে ক্রমে বাড়িতে থাকে। ষষ্ঠ মাসে মাতৃ উদরে ভ্রমণ করিতে থাকে। চতুর্দ্দিকে ঘোর

অগ্নি দেহকে সন্তপ্ত করে। সপ্তম মাসে নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করিতে থাকে। তাহার মধ্যে মধ্যে চৈতন্য ফিরিয়া আসে। অষ্টম মাসে তাহার দিব্যজ্ঞান জন্মে। তখন তাহার জন্ম জন্মান্তরের পাপের কথা স্মরণ হয় এবং "কেন না ভজিনু কৃষ্ণ সংসারের সার" বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে হরিনাম করিতে থাকে। ভগবান্ শ্রীহরির পাদপদ্মে প্রার্থনা করিয়া বলে,—"প্রভো! উদ্ধার কর। জন্মগ্রহণ করিয়া আমি তোমার ভজন করিব।" কিন্তু দশমাস পরে যখন সে ভূমিষ্ট হয় তখন মহামায়া তাহার জ্ঞান হরণ করিয়া লইয়া থাকেন। জ্ঞান হত হইবামাত্র সে ক্রন্দন করিতে থাকে। বিধি-নির্দ্দেশে আয়ু নির্দ্দিষ্ট হয়। অধর্ম্মের দ্বারা আয়ু ক্ষয় হয়। অধর্ম্মের ফলে কেহ বাল্যকালে মরে, যৌবনেও মরে, আবার কাহারও বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যু হয়। মৃত্যুর হাত এড়াইবার কাহারও উপায় নাই। চুরি, হিংসা, মিথ্যাকথন ইত্যাদির দ্বারা পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পালন করে। কিন্তু যমরাজ ধর্ম্ম-অধর্ম্ম আচরণানুযায়ী অর্থাৎ প্রত্যেকের কর্ম্মানুসারেই ফল দান করেন। কর্ম্মানুসারে কীট-পতঙ্গাদি চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে ফলভোগ করিয়া থাকে।

তখন ভদ্রশীল ধনুর্ধ্বজকে যমপুরী দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিলে ধনুর্ধ্বজ তাঁহাকে যমের বিষমপুরী দর্শন করিতে হইলে তাঁহার পিতৃ-পিতামহ ঋণসহ সকল প্রকারের ঋণ শোধ করিতে বলিল। কারণ ঋণগ্রস্থ মানবের অশেষ দুর্গতি হইয়া থাকে। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ সমূহ ঋণ পরিশোধ করিয়া অঋণী হইবেন কথা দিলেন। "আপনি নিঋণী হইলে দুয়ারে খিল দিয়া গৃহমধ্যে খাটের উপর শয়ন করিবেন। আপনার স্ত্রী-পুত্রাদিকে তিনদিন দ্বার খুলিতে নিষেধ করিবেন"—এই বলিয়া যমদূত ধনুর্ধ্বজ অন্তর্হিত হইল। ভদ্রশীল গৃহে ফিরিয়া পিতৃ-পিতামহের ঋণসহ নিজকৃত সমূহ ঋণ পরিশোধ করিলেন এবং স্ত্রী-পুত্রাদি সকলকে বলিলেন,—"আমি গৃহে কপাট দিয়া শয়ন করিব। তোমরা তিনদিন কপাট খুলিও না। যদি খোল, তবে আমার মৃত্যু হইয়া যাইবে।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ নিদ্রাভিভূত হইলেন। এদিকে ভদ্রশীলকে কথা দিয়া ধনুর্ধ্বজ সুশীল বৈশ্যকে যমসদনে লইয়া গেল।

সুশীল কীর্ত্তিমন্ত নামে এক বৈশ্যের পুত্র ছিলেন। কুলে, শীলে, ধনে, মানে তিনি খুব যশস্বী ছিলেন। তিনি পুষ্করিণী, কূপ খনন ইত্যাদি বহু পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছিলেন। তিনি দানবীর ছিলেন। একসময় দানকালে তিনি একজন ব্রাহ্মণের দিকে ক্রোধভরে কটাক্ষ নয়নে চাহিয়াছিলেন। ধনমত্ততায় ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রোধিতভাবে দৃষ্টিপাত করায় ব্রাহ্মণ তাঁহার কোন দান গ্রহণ করিলেন না এবং এই পাপে তাহার অপমৃত্যু হইবে বলিয়া অভিশাপ দিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। বৈশ্যনন্দন সুশীল ইহাতে অতীব বিষণ্ণচিত্ত হইয়া কাল কাটাইতেছিলেন। একদিন নিত্যকৃত্যহেতু সন্ধ্যার সময় তিনি রেবা নদীর কূলে যাইতেছেন—এমন সময় দৈবযোগে একটী বৃষ তাঁহাকে আক্রমণ করিল এবং শিং দিয়া চিরিয়া মারিয়া ফেলিল। এইভাবে তাঁহার অপমৃত্যু হইল। যমদূত আসিয়া তাঁহাকে যমের নিকট লইয়া গেল। যমরাজ তাঁহাকে বলিলেন,—"তোমার ন্যায় পুণ্যবান্ সংসারে কেহই নাই। তুমি বহু দান করিয়াছ। পুষ্করিণী খনন, কূপ খনন প্রভৃতি বহু পুণ্যকর্ম্ম

করিয়াছ। দেবঋণ, পিতৃঋণ হইতে মুক্তি পাইয়াছ। নানা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়াছ। কিন্তু তোমার হৃদয়ে পাপ রহিয়াছে। তুমি দান করিবার কালে ব্রাহ্মণের দিকে ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলে। সুতরাং তোমার পাপ-পুণ্য উভয়ই রহিয়াছে। তুমি আগে কোন্‌টার ফল ভোগ করিতে চাহ। পাপের, না পুণ্যের? বৈশ্য বলিল,—"যদি পাপ অল্প থাকে তবে প্রথমেই তাহা খণ্ডন করিতে চাই।" তখন যমরাজ এক হ্রদে তাহাকে কুম্ভীররূপে থাকিতে নির্দ্দেশ দিলেন। দেবলঋষির সঙ্গে যখন তাহার সাক্ষাৎ হইবে তখন তাহার পাপ খণ্ডন হইবে বলিলেন।

ইহা শুনিয়া বৈশ্য সুশীল সেই হ্রদের মধ্যে পড়িল এবং কুম্ভীররূপে সেই 'রাম হ্রদ' নামক পুণ্যতীর্থে বহুদিন অবস্থান করিল। নরনারী, পশুপক্ষী হ্রদের জল স্পর্শমাত্রই তাহাদের ভক্ষণ করিতে লাগিল। সেই ভয়ঙ্কর কুম্ভীর দর্শন করিয়া আর কেহই হ্রদে আসিল না। একদা দেবল নামে এক ঋষি হ্রদে স্নান করিয়া আহ্নিক করিতেছেন, এমন সময় সেই কুম্ভীর তাঁহার চরণ ধরিল। তাঁহার শ্রীচরণস্পর্শমাত্রই সুশীল বৈশ্য কুম্ভীর যোনি হইতে মুক্ত হইয়া দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিল এবং উদ্ধার পাইল।

যমদূত ধনুর্ধ্বজ তাহার প্রতিশ্রুতিমত ভদ্রশীল দ্বিজকে যমপুরীতে লইয়া গেল। যমের দক্ষিণদুয়ারে গিয়া ভদ্রশীল বিস্মিত হইয়া গেলেন। সেখানে শত পুরীষের হ্রদ। অসংখ্য পাপীকে দূতগণ লোহার বাড়ী দিয়া প্রহার করিতেছে। তাহারা আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। সেখানে সর্ব্বদা উত্তপ্ত তৈলবৃষ্টি হইতেছে। কোনও স্থানে কৃমি হ্রদ, কোথাও ক্ষারজল বৃষ্টি, কোথাও অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে। ভয়ঙ্কর বজ্রকীট পাপীদের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতেছে। যমদূতগণ পাপীদের হাতে-পায়ে বাঁধিয়া প্রহার করিতেছে। এইরূপে পাপীদের কাতর ক্রন্দন শুনিয়া ও অসহ্য যন্ত্রণা দেখিয়া তিনি খুবই বিস্মিত হইলেন এবং যমরাজের দর্শনমানসে দ্বার পার হইয়া গেলেন।

সেই সময় তাঁহার এক ডোমনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সেই ডোমনী পূর্ব্বজন্মে কেশিনী নাম্নী এক রমণী ছিল। ভদ্রশীল হাটে তাহার নিকট দশগণ্ডা মূল্যের একটী কুলা লইয়া পাঁচ গণ্ডা দিয়াছিলেন। বাকী পাঁচ গণ্ডা ধার ছিল। উহা পরে দিবেন বলিয়া ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ঐ ধার তাঁহার শোধ করা হয় নাই। সেই ডোমনী মৃত্যুর পর যমদ্বারে ছিল। ভদ্রশীল বিপ্রকে সেখানে দেখিয়া ডোমনী ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ধরিল এবং বলিল,—"আজ যদি আমার প্রাপ্য পাঁচ গণ্ডা কড়ি না দাও, তাহা হইলে তোমার প্রাণ কাড়িয়া লইব।" ভদ্রশীল মহা ফাঁফরে পড়িলেন। তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন এবং গৃহ হইতে তাহার প্রাপ্য পাঁচ গণ্ডা কড়ি আনিয়া দিবেন বলিলেন। কিন্তু ডোমনী ছাড়িবার পাত্রী নয়। সে কড়ি না দিলে তাহার প্রাণ হরণ করিয়া লইবে বলিল। ইহা দেখিয়া যমদূত ধনুর্ধ্বজ রাগান্বিত হইয়া ব্রাহ্মণকে বলিল,—"আপনাকে ত' আমি সমূহ ঋণ পরিশোধ করিবার কথা বলিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার এখনও ঋণ আছে। এখন ত' মহাবিপদ হইল। আমারই ত' ব্রহ্মহত্যার পাপ লাগিয়া যাইবে।" ধনুর্ধ্বজ ডোমনীকে ব্রাহ্মণ বধ করিতে নিষেধ করিল এবং ভদ্রশীলকে ছাড়িয়া দিতে বলিল। ডোমনী হাসিয়া

বলিল—ভদ্রশীল যদি নিজের বক্ষঃস্থল হইতে কুলার পরিমাণ চামড়া কাটিয়া দেন অথবা তাঁহার নিকট ধার আছে এমন কোন ব্যক্তিকে তাহার নিকট আনিতে পারেন, তাহা হইলে সে ছাড়িয়া দিবে। ভদ্রশীল যমপুরীতে এমন ব্যক্তি কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া অনাথের নাথ বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে আর্ত্তস্বরে ডাকিতে লাগিলেন,—"হে পতিতপাবন জগন্নাথ, দামোদর, জগদীশ, ভক্তবৎসল হরি! আমি মহাবিপদে পড়িয়াছি। আমাকে উদ্ধার করুন।" এইভাবে হাতজোড় করিয়া ভগবানের স্তুতি ও নামকীর্ত্তন করিলে ভক্তরক্ষক বৈকুণ্ঠনাথ সেই স্থানে ভদ্রশীলকে দর্শন দিলেন। ভগবানের দর্শন পাইয়া ভদ্রশীল অশোক-অভয়-অমৃত-আধারস্বরূপ পাদপদ্মে দণ্ডবৎ হইয়া পতিত হইলেন এবং তাঁহার আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। ভক্তাধীন ভগবান্ হৃষীকেশ বিপ্রের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে ভদ্রশীল এইমাত্র বর চাহিলেন,—"হে প্রভো! আমি আর কিছু চাই না, জন্মে জন্ম যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার অচলা ভক্তি থাকে। আমি নিজ কর্ম্মগুণদোষে যে যে জন্ম পাই না কেন তোমার পাদপদ্মে যেন অহৈতুকী ভক্তি লাভ করি। একটী প্রার্থনা প্রভো—এই যমদূত ধনুর্দ্ধর্জকে কৃপা করিয়া উদ্ধার করিয়া দিন এবং এই মহাপাপিনী কেশিনী ডোমনীর নিকট আমি ঋণী। ইহা হইতে আমাকে রক্ষা করুন।"

ইহা শুনিয়া ভক্তরক্ষক ভগবান্ শ্রীহরি ভক্তরক্ষার্থে ডোমনীর ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য ভদ্রশীলের রূপ ধারণ করিলেন এবং ধনুর্দ্ধর্জসহ ডোমনী কেশিনীর নিকট গিয়া বলিলেন—"আমি সমস্ত যমপুরী ঘুরিয়া দেখিলাম ; কিন্তু আমার নিকট ঋণগ্রস্থ একজনকেও পাইলাম না। আমি তোমাকে আমার নিজের বুকের চামড়া কাটিয়া দিতেছি, গ্রহণ কর।" এই বলিয়া ভগবান্ তাঁহার বক্ষঃস্থলের চর্ম্ম কাটিয়া কেশিনীকে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। কেশিনী ইহা দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইল এবং অনুতপ্ত হইয়া করজোড়ে ভগবানের স্তুতি করিতে লাগিল।

"কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে ডাকে একবার।
মায়াবদ্ধ সংসার হৈতে কৃষ্ণ তারে করেন পার।।"

ডোমনীর স্তুতিতে ভগবানের করুণা হইল। ডোমনী কেশিনী ও ধনুর্দ্ধর্জের জন্য সঙ্গে সঙ্গে শূন্য হইতে বিমান আসিল। তাহারা রথে আরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিল।

এদিকে পূর্ব্বেই ধনুর্দ্ধর্জ ভদ্রশীলকে তাঁহার গৃহে রাখিয়া আসিয়াছিল। তিনদিন পরে ভদ্রশীলের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যখন বাহিরে গেলেন তখন একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলেন। তাঁহার গৃহের অনতিদূরে একটী অর্জ্জুন বৃক্ষের ছাল—ঠিক একটী কুলার পরিমাণ কাটা রহিয়াছে। ভদ্রশীল ভগবানের অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া "হে গোবিন্দ রাখ শরণ" বলিতে বলিতে অশ্রুনয়নে বুক ভাসাইতে লাগিলেন এবং তিনি অবশিষ্ট জীবন হরিভজনে কাটাইয়া পরম গতি লাভ করিলেন।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

জীবের কৃত্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৪ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ—শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল ও প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতাপূর্ণ

শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদান্তসূত্রের কেবলাদ্বৈতবাদ-বিচারপর মায়াবাদ-ভাষ্য রচনা করেন। তাঁর কেবলাদ্বৈতবাদের নামান্তর বিবর্ত্তবাদ বা মায়াবাদ বা নির্ব্বিশেষবাদ। কলিযুগে একসময় অধর্ম্ম প্রবলাকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকলে মনুষ্যগণ বেদকে বিকৃত করে পশুবলি প্রচলন করে মাংসাশী হয়ে উঠেছিল। সেই সময় ভগবদিচ্ছায় বুদ্ধদেব ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে ভগবানের প্রকৃত তত্ত্ব ও রহস্য গোপন করে বেদ ও ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন, বৈদিক কর্ম্মের বিরোধিতা করেন এবং মনুষ্যগণের মধ্যে অহিংসা-নীতি প্রচলন করেন। তিনি জগতে মিথ্যাত্ব, আত্মার অনস্তিত্ব, ভগবানের অনিত্যত্ব প্রভৃতি শূন্যবাদ প্রচার করেন এবং দুঃখস্কন্ধ-নিরোধের নাম নির্ব্বাণ বলে ঘোষণা করেন। বুদ্ধের মতে নির্ব্বাণরূপ শূন্যতায় সমস্ত দুঃখের অবসান হয়। তদনন্তর শ্রীভগবানের আদেশে শ্রীশিবজীর অবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্য আনুমানিক ৬০৮ শকে আবির্ভূত হয়ে মনুষ্যগণের মধ্যে বৈদিক ধর্ম্মের কথা প্রচার করে বৌদ্ধমত পরিত্যাগ করতে উপদেশ করেন। তিনি বেদের আশ্রয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বে আস্থা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে বেদের সত্যতা নিদ্ধারণপূর্ব্বক বেদ-বাক্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তবে শ্রীশঙ্করের মায়াবাদ-দর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হলে ও তাহা প্রকৃতপক্ষে বেদবিরোধী মতবাদ বা বেদের বিকৃতরূপ। তিনি ভগবানের অপ্রাকৃত বাস্তব স্বরূপ মানেন নাই। তিনি বৈদিক দেবতাগণের কল্পিত মূর্ত্তিপূজার প্রবর্ত্তন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের অপৌরুষের ব্যাখ্যা গ্রন্থ এবং শ্রীভগবানের অভিন্নমূর্ত্তিবিধায় শ্রীশঙ্করাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের অদ্বৈতপর ভাষ্য রচনা করতে সাহসী হন নাই। তিনি বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে যে মতবাদ প্রপঞ্চিত করেছেন, সেই কেবলাদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ বেদব্যাসের অসম্মত মতবাদ।

বেদব্যাসকৃত বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্রে ৫৫৫ টী সূত্র আছে। প্রত্যেক সূত্রের দুই প্রকার অর্থ করা যায়,—একটী মুখ্যার্থ, অপরটী গৌণার্থ। মুখ্য বৃত্তি অবলম্বন করে যে অর্থ করা যায়, তাহাই মুখ্যার্থ বা প্রকৃত তত্ত্ব। আর গৌণ বৃত্তি অবলম্বন করে যে অর্থ করা যায়, তাহাই গৌণার্থ। কোন শব্দ উচ্চারণ করার সাথে সাথে যে অর্থ প্রকাশিত হয়, তাহাই শব্দের মুখ্যার্থ। কিন্তু কোন কোন স্থলে মুখ্যার্থের সঙ্গতি না হলে গৌণবৃত্তি অবলম্বন করে অর্থ প্রকাশ করতে হয়। যেমন,—'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' বলতে 'গঙ্গানদীর মধ্যে ঘোষের বাড়ী'—এরূপ অর্থ প্রকাশ করতে হয়। এস্থলে গঙ্গা-শব্দে গঙ্গাতীর' অর্থ সূচিত হয়। কিন্তু যেস্থলে মুখ্যবৃত্তি অবলম্বন করে প্রকৃত অর্থ জানা যায়, সেস্থলে গৌণবৃত্তি অবলম্বন করে অর্থ প্রকাশ করা অনাবশ্যক। কারণ মুখ্যবৃত্তিকে আচ্ছাদন করে গৌণবৃত্তি অবলম্বন করে অর্থ প্রকাশ করলে সেই অর্থকে কাল্পনিক অর্থ বলা হয়। বেদান্ত সূত্র

ঈশ্বরের বচন। ভগবান্ নারায়ণ বেদব্যাসরূপে উহা রচনা করেছেন। সেইহেতু ঈশ্বরের বাক্যে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব—এই দোষচতুষ্টয় থাকতে পারে না। ভ্রম অর্থাৎ সত্যে অসত্য ও অসত্যে সত্য ভ্রম যেমন শুক্তিতে রজত ও রজতে শুক্তি বা সর্পে রজ্জু ও রজ্জুতে সর্পবুদ্ধিরূপ ভ্রান্তি ; প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানতা বা অমনোযোগিতা দোষ, যেমন ধান শুনতে কান শুনে বসা বা কোন কথার অর্থ অন্যপ্রকার ধারণা করা ; বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ বঞ্চনেচ্ছা—সত্যবস্তুকে না জেনে তাহা জেনেছি বলে প্রতিষ্ঠা-লাভেচ্ছায় লোকবঞ্চনা করা এবং করণাপাটব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অপটুতা—চক্ষুর দূরদর্শন বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু দর্শন-রাহিত্যরূপ জ্ঞানের বিপর্য্যয় অথবা কামলা রোগীর বিপরীত দর্শন—এই দোষচতুষ্টয় ভগবদ্বাক্যে বা আর্ষবিজ্ঞবাক্যে থাকে না। তথাপি শ্রীশঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের নির্দ্দোষ বাক্যগুলির মুখ্যার্থ আচ্ছাদন করে গৌণবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক যে ভাষ্য রচনা করেছেন, তাহা অসুরমোহনপর কার্য্য মাত্র। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বলেছেন,—

"উপনিষৎ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যবৃত্ত্যে সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব।।
গৌণবৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য।
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব্বকার্য্য।" (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১০৮-১০৯)

পদ্মপুরাণে পার্ব্বতীদেবীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশিবজী বলেছেন,—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা।।

(পঃ পুঃ উত্তরখণ্ড ৪৩ অঃ ৬ শ্লোক)

"হে দেবি! মায়াবাদ অত্যন্ত অসৎশাস্ত্র—বৌদ্ধমত, বৈদিকবাক্যের আবরণে প্রচ্ছন্নভাবে আর্য্যদিগের ধর্ম্মে প্রবেশ করেছে ; কলিকালে আমি ব্রাহ্মণমূর্ত্তিতে এই মায়াবাদ প্রচার করব।" শ্রীশিবজী পরম বৈষ্ণব ; তিনি শুদ্ধভক্তিমার্গ প্রচার করে জীবের পরম মঙ্গলসাধন না করে জীবকে ভক্তিপথ হতে বিচ্যুত করে সর্ব্ববেদ-বিরুদ্ধ অসৎশাস্ত্র মায়াবাদ প্রচার করলেন কেন? শাস্ত্র-প্রমাণে জানা যায় যে, শিবঠাকুর ভগবদাজ্ঞা পালন করতে কৃতসঙ্কল্প হয়ে মায়াবাদ প্রচার করেছিলেন ; পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ৪২ অঃ ১০৯-১১০ এবং নারদ-পঞ্চরাত্রে ৪।২।২৯-৩০ শ্লোকে কথিত হয়,—

"ত্বমারাধ্য তথা শম্ভো গ্রহিষ্যামি বরং সদা।
দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু।।
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।।"

অর্থাৎ—"বিষ্ণু বললেন,—হে শম্ভো! স্বয়ং ভগবান্ হয়েও আমি যে-প্রকারে অসুর-মোহনার্থ অন্যান্য দেবতাগণকে আরাধনা করেছি, তদ্রূপ তোমাকেও আরাধনা করে সর্ব্বদা বর গ্রহণ করব। তুমি কলিযুগে মনুষ্যাদি জীবের মধ্যে অংশরূপে অবতীর্ণ হয়ে কল্পিতমতে আগমাদি শাস্ত্রদ্বারা মনুষ্যকুলকে আমা হতে বিমুখ করে আমাকে গোপন কর। তদ্দ্বারা আমার লীলাপুষ্টির জন্য জগতের বহির্ম্মুখ-সৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে থাকবে।"

বারাহে উক্ত হয়েছে,—

"এষ মোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্ মোহয়িষ্যতি।
ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহ-শাস্ত্রাণি কারয়।।
অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ।
প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু।।"

"যাহা জনগণকে মোহিত করবে, আমি সেইরূপ মোহ সৃষ্টি করেছি। হে মহাবাহো রুদ্র! তুমিও মোহশাস্ত্র প্রণয়ন কর। হে মহাভুজ! অতথ্যকে তথ্য এবং তথ্যকে অতথ্যরূপে প্রকাশ কর ; তোমার নিজস্বরূপ যে আত্মবিধ্বংসী-রুদ্ররূপ তাহা প্রকাশ কর ; আর আমার নিত্য ভগবৎ-স্বরূপকে আবৃত কর।

শ্রীহরির এবম্বিধ আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে তাঁর একান্ত অনুগত দাস শ্রীশিবজী তখন শ্রীহরির আজ্ঞা যথাযথ পালনার্থে শ্রীশঙ্করাচার্য্য নামে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে শ্রীহরিকে গোপন করে অসুরমোহনপর বহু শাস্ত্র রচনা করলেন। তাঁর অসুরমোহনপর ভাষ্য শ্রবণে জীবের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী জেনেও তিনি ভগবদাজ্ঞা নির্ব্বিচারে পালন করলেন। ইহাতে শিবজীর কোন দোষ ত' নাই, বরং শ্রীহরির অনুগত অনুচররূপে তাঁর মহিমাই বিঘোষিত হয়। শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের চরণে অপরাধ না'করে তাঁর প্রচারিত মায়াবাদ যে শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল ও প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতায় কলুষিত, তারই দিগ্‌দর্শন হেতু এই প্রবন্ধের অবতারণা।

তাঁর মায়াবাদ ভাষ্যপর মায়িক যুক্তিজালে অসুরগণ বদ্ধ হয়ে ও মোহিত হয়ে পড়ল; কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ বৈদিক শুদ্ধভক্তির উপাদেয়তা ও অবৈদিক মায়াবাদের হেয়তা উপলব্ধি করে শুদ্ধভক্তিমার্গে দৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট হয়ে শ্রীহরিসেবায় ঐকান্তিকভাবে আত্মনিয়োগ করল। জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ মায়াবাদের পরিচয় দিতে গিয়া তাঁর 'মায়াবাদের জীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন,—"মায়াবাদের অপর নাম বিবর্ত্তবাদ। বেদে যে বিবর্ত্তবাদের উদাহরণ দেখা যায়, তাহা অদ্বৈতবাদিগণের প্রচারিত বিবর্ত্তবাদ হতে সম্পূর্ণ পৃথক্। 'দেহে আত্মবুদ্ধিই' প্রকৃত বিবর্ত্ত। ব্রহ্মেতে জগৎভ্রমকে প্রকৃত বৈদিকগণ বিবর্ত্ত বলেন না। কিন্তু ইহাই বর্ত্তমান আচার্য্য শঙ্করের বিবর্ত্তবাদ বা মায়াবাদ নামেই পরিচিত।"

'বিবর্ত্ত'-শব্দের সুবৈজ্ঞানিক অর্থ—"অতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধি বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ" অর্থাৎ যে বস্তু যাহা নয়, তাকে সেই বস্তু বলে প্রতীতি করার নাম বিবর্ত্ত। শাস্ত্রকারগণ মায়াবদ্ধ জীবের বৈরাগ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে মায়িক দেহে আত্মবুদ্ধিস্থলেই বিবর্ত্ত শব্দের ব্যবহার করে বিবর্ত্তভ্রমকে ত্যাগ করার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। জীব চিৎকণ বস্তু বা আত্মা। জীবাত্মা কর্ম্মফল অনুসারে জড় স্থূল ও লিঙ্গদেহে আবদ্ধ হয়ে তত্ত্বভ্রমে কর্ত্তৃত্বাভিমানবশতঃ স্থূল ও লিঙ্গদেহকে আমি মনে করে যে পরিচয় জ্ঞাপন করে, তাহা আত্মার প্রকৃত পরিচয় নয়; দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ উক্ত পরিচয়ই বেদসম্মত বিবর্ত্তের উদাহরণ। দেহকে আত্মা বা জীব মনে করা বিবর্ত্ত বা ভ্রান্তি। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বাণী,—"দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।" (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১২৩)

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বিবর্ত্তবাদ রজ্জুতে সর্পভ্রম ও শুক্তিতে রজতভ্রম—এই দৃষ্টান্তের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে স্থাপিত হয়েছে। তিনি ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রমকে বিবর্ত্তবাদ বলে জানিয়েছেন। তাঁর মতে রজ্জুতে যেরূপ সর্পভ্রম হয়, শুক্তিতে (ঝিনুকে) যেরূপ রজত (রৌপ্য) ভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম হয়ে থাকে। রজ্জুতে সর্পভ্রমে আমরা ভীত হয়ে থাকি, শুক্তিতে রজতভ্রমে আমরা প্রলোভিত হয়ে থাকি ; কিন্তু সে-সমস্ত আশা ভরসা সবই নিরাশায় পর্য্যবসিত হয়, সুতরাং তাহা সমস্তই ভ্রান্তি ব্যতীত কিছুই নয়। তদনুরূপ এই জগতে আমরা যে ভীতি বা দুঃখ, প্রলোভন, সুখ বা আনন্দ—যা কিছু পেয়ে থাকি, তা সবই ভ্রান্তি মাত্র। যে বস্তুতে ভ্রম হয়, সেই বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হলে সেই ভ্রম আর থাকে না। রজ্জুকে রজ্জু বলে জানতে পারলে সর্পভয় থাকে না ; আবার শুক্তিকে শুক্তি বলে চিনতে পারলে রজতভ্রম সহজেই বিদূরিত হয়। অতএব ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলে জানতে পারলে জগদ্‌ভ্রম থাকে না। তখন উপলব্ধি হয় যে, ব্রহ্ম ব্যতীত কোথাও কিছু নাই। এবম্বিধ মতবাদের নামই শঙ্করাচার্য্যের বিবর্ত্তবাদ বা মায়াবাদ।

শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক, নিষ্ক্রিয়, অসীম, নির্ব্বিকার—এইরূপ বর্ণনা করেছেন। কোন বস্তুর পরিচয় পেতে গেলে বস্তু, বস্তুর শক্তি ও শক্তির পরিণাম সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান থাকা আবশ্যক। অগ্নি বললে অগ্নির দাহিকাশক্তি ও দাহিকাশক্তির কার্য্য বুঝায়। ব্রহ্ম বললে ব্রহ্মের শক্তি ও শক্তির পরিণাম অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ—"বৃহত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্ম" অর্থাৎ সেই বস্তুটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলে তার নাম ব্রহ্ম। ব্রহ্মের বৃহৎ হওয়ার শক্তি আছে বলেই ত' তিনি ব্রহ্ম। অতিশয় ক্ষুদ্র বস্তু বললে সেই ক্ষুদ্র বস্তুর আকার অবশ্যই আছে—ইহা স্বীকার করতে হয়। ক্ষুদ্র-শব্দের বিপরীত শব্দ বৃহৎ। অতি ক্ষুদ্র বস্তু আকার থাকলে অতি বৃহৎ বস্তুরও আকার আছে ও থাকবে—ইহা স্বাভাবিক। ব্রহ্ম অতি বৃহৎ বস্তু হলেও তিনি নিরাকার নন, তিনি সাকার। 'ব্রহ্ম' শব্দের আরও অর্থ করা যায়, যেমন—"বৃংহতি বৃংহয়তি চ ইতি ব্রহ্ম। বৃংহতি—যিনি বড় হয়েন, তিনি ব্রহ্ম এবং বৃংহয়তি—যিনি ইচ্ছামাত্রে অন্যকেও বড় করেন, তিনি ব্রহ্ম। যিনি অন্যকে বড় করেন, তাঁর নিশ্চয়ই বড় করার শক্তি আছে। ব্রহ্ম অপরকে বড় করায় তাঁর ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশীলতা ও ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করা যায় না। এমতাবস্থায় 'ব্রহ্ম'-শব্দের আক্ষরিক অর্থে ব্রহ্ম নিরাকার, নিঃশক্তিক ও নিষ্ক্রিয় নন বলে আমরা জানতে পারি ; আবার 'ব্রহ্ম' যেহেতু আকারবান্, শক্তিমান্ ও ক্রিয়াবান্, সেইহেতু ব্রহ্ম নিত্যচেতন। শ্রুতিবাক্যে তিনি যে পরমনিত্য ও মূল চেতন, তাহা ব্যক্ত হয়েছে ;—

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।"

(কঠ ৫।১৩ ও শ্বেঃ উঃ ৬।১৩)

"যাবতীয় নিত্যবস্তুর মধ্যে তিনি পরম নিত্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নিত্যবস্তু এবং সমস্ত চেতন বস্তুর মধ্যে তিনি চৈতন্যদাতা মূল চেতন। তিনি এক হয়েও সকলের কামনা পূরণ করেন।" অতএব ব্রহ্ম নিত্য বা সৎ এবং তিনি মূলচেতন বা পূর্ণ চিদ্‌বস্তু। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৩ পৃষ্ঠার পর]

অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিটা কে? তিনি কোথা থেকে এলেন? তিনি কি ভুইফোঁড়, না আকাশ থেকে টিপ্ করে পড়লেন? দল করতে হবে, কিন্তু সে দলের একটা মহিমা-মাহাত্ম্য থাকা দরকার, সে দলের একটা পূর্ব্ব ইতিহাস থাকা দরকার তারা কি কি ভাল কাজ করছেন। সব থেকে ভাল কাজ, সব থেকে ন্যায়-নীতি-আদর্শের মূল্যায়নকারী যারা তারা ত' সকলেরই ভাল চাইবেন। বিশ্বের কল্যাণ চাইবেন, তিনি নিজের কল্যাণও চাইবেন—সেই ইতিহাস কোথায়?

Christianityর মধ্যে আমরা একটা শব্দ পাই—Sectarian thought। এই Sectarian thought কথাটা নিয়ে অনেকের মধ্যেই খুব আলোচনা। Sectarian thought বলতে গেলে যা বুঝায়, সেটা জগতে যে নাস্তিক্যদল তাদেরই লক্ষ্য করে। স্বয়ং ভগবানের যে সৎগুরুপরম্পরা তা তারা বুঝতে পারেন নি। তারা অন্যায়কারী অসৎ গুরুপরম্পরা নিয়ে সমালোচনা করছেন। ভালর বিচার তারা কখনই শেখেন নি, জানেন নি, শোনেন নি। সেইজন্য তাদের উষ্মা। সম্প্রদায় আর সাম্প্রদায়িক-শব্দ নিয়ে বর্ত্তমানে খুব মুখরোচক সমালোচনা। তারা সবকিছু করবেন, শুধু ধর্ম্মযাজন করবেন না—এটাই হল তাদের প্রতিজ্ঞা। যে ধর্ম্ম সকলকে রক্ষা করছে ঝগড়া, বিবাদ, বিসম্বাদ থেকে, সেইটাই মানা হবে না, আর সব মানা হবে। বর্ত্তমান নাস্তিক্য দুনিয়ার এই হল দুর্দ্দশা, এই হল তাদের চিন্তা। সনাতন আর্য্যঋষিগণ এমন ধরণের কথাগুলো কখনও মেনে নিতে পারেন নি।

নীতি-আদর্শের মূল্যায়নকারী যারা, তারাই সৎসম্প্রদায়ভুক্ত। জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর—বহু আগে যিনি British Government এর D.M. ছিলেন, তিনি যে-সব তথ্য, তত্ত্বদর্শন লিখেছেন, সেখানে লিখেছেন সৎসাম্প্রদায়িকতা আর্য্যঋষিগণের গৌরব। সৎসাম্প্রদায়িকতা কি সেখানে? বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি যত কিছু মূল গ্রন্থ (Original text) আছে, এই সব তত্ত্বদর্শনের মূল্যায়নকারী যারা তারা হলেন সৎসম্প্রদায়ভুক্ত। এটা গৌরবের বস্তু, গৌরবের বিষয়। আমি নীতি-আদর্শ মানি না, আমি কারও কথা শুনি না, আমার কথা কি চলবে সমাজে? আমি কাকেও মানব না—পিতা-মাতাকে মানব না, মুনি-ঋষিগণকে মানব না, ধর্ম্ম মানব না (সবই না মানার কথা), কিন্তু সেই ব্যক্তি আবার নিজে বলছেন, আমাকে মান—এ কেমন ধরণের কথা! আমি যদি কখনও কাকেও মেনেছি, মানি, তাহলে এই কথাটা আছে। কিন্তু আমি কাকেও মানি না, আমি ন্যায়-নীতি-আদর্শের কোনটাই মানি না, অথচ বলছি আমাকে মান। এটা কি জাতীয় কথা? এসব নিয়ে শাস্ত্রে সমালোচনা আছে, সুন্দর বিচার দেওয়া আছে।

নাস্তিক বলছে, আমাকে মান, আমি যা বলি শোন। একজন নামকরা Dramatist

তিনি বললেন, আমি যা করি তুমি তা কর না, আমি যা বলি তা তুমি শোন। এসব চলবে বাজারে? বর্ত্তমান যুক্তিবাদী সমাজে চলবে একথা? 'Don't follow me, but follow my words.' যিনি বলেছেন এটা তা চলেনি বাজারে। বর্ত্তমান দুনিয়ার আজ এই হল বক্তব্য। আমি কিছু পালন করব না, আমি কোন কষ্ট স্বীকার করব না, আমি যা বলছি তা শোন, চলবে না এটা, বাজারে চলে না এটা। বাজারে আমার কথা চালাতে গেলে আগে নীতিগুলি মেনে নিতে হয়, তবে কিছু বললে কাজ হবে।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কথা সেজন্য বিচারের মধ্যে এসেছে—

আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।।

কথাটা কি? First practice yourself, then preach. বর্ত্তমান নাস্তিক্য দুনিয়ায় বহুভাবে জনগণকে বিব্রত করছেন তারা, বিপথে চালিত করছেন তারা। শাস্ত্রের Theoryতে ভুল নেই, ভুল আছে আমাদের বুঝাবুঝিতে। তত্ত্বদর্শনটা এমন।

সদ্‌গুরু-পরম্পরা মানে হচ্ছে যাঁরা জগতে শান্তি স্থাপন করতে চান, বাস্তব সত্য কথা তাঁরা লোককে জানিয়ে দিতে চান। "সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।" সত্য কথা বলবে, প্রিয় কথা বলবে, কিন্তু সত্য যদি অপ্রিয় হয়, তাহলে বলবে না—সাধারণ নীতিজগতের কথা এটা। কিন্তু পরমার্থ জগৎ স্বীকার করেনি এটাকে। কেন? সত্য যদি অপ্রিয়ও হয়, তাহলেও সেটা জানিয়ে দিতে হবে। তা নাহলে তার একেবারে শেষ। তাকে সাবধান করে দেওয়া হবে, সে যেন ঐ জাতীয় ভুল না করে। যদি আমি না বলি, জেনে-শুনেও যদি অপরের কল্যাণচিন্তা করে আমি বাস্তবসত্য না বলি, তাহলে আমার অকল্যাণ, বিশ্ববাসীর—জগদ্বাসীর অকল্যাণ। শাস্ত্রের Theory এটা। সত্যকথা যদি আমি না বলি, তাহলে সত্যের অপলাপ হয়। কোন ব্যক্তি বললেন, পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে ঘৃণা কর না। ব্যাখ্যাটা কি হবে? পাপীকে বাদ দিয়ে পাপকে ঘৃণা করা কি হয়? যিনি পাপ করেন, অন্যায় আচরণ করেন, তারই ত' সাজা হয়। পাপটা কি এমন জিনিস যে গাছের ডালে ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়, তাকে সাজা দেওয়া হবে? অন্যায়ের জন্য অন্যায়কারীকে সাজা দেওয়া হয়। কথাগুলো দার্শনিক বিচারের মধ্যে আসা চাই, তত্ত্বদর্শনের মধ্যে আসা চাই। উল্টোপাল্টা কতকগুলো মেয়েলি কথা বললে হবে না। সবটার সেখানে বিচার আছে। আমি কাকেও মানি না, আমাকে সবাই মানুক—হবে না এটা।

বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণম্।
এতৎ প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কস্তস্য কুর্য্যাদ্ বচনং প্রমাণম্।।

বেদ প্রমাণ, স্মৃতিশাস্ত্র প্রমাণ, ধর্ম্মার্থযুক্ত যে বাক্য—তত্ত্বসিদ্ধান্ত সেটা প্রমাণ। 'এতৎ প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণম্'—এই প্রমাণ যদি কেউ প্রমাণ বলে না মানে 'কস্তস্য কুর্য্যাদ্বচনং প্রমাণম্'—তার কথা কে মানবে, তার কথা কে শুনবে? যিনি সবটাকে অস্বীকার করে যাচ্ছেন, শুধু নিজের বাহাদুরির বেলায় বলে আমার কথা মান, হবে না ওটা। কারও কথা তাকে মানতেই হবে। কারও কথা মানে পরমসত্যকে মানতে হবে—বাস্তব সত্যকে মানতে হবে। ভগবানই সেই বাস্তব সত্য।

যারা অতাত্ত্বিক ব্যক্তি, তত্ত্বদর্শন জানেন না, তারা বৃথা তর্ক করেন। বৃথা তর্কের ত' কোন মূল্য নেই। যমরাজ নচিকেতাকে বলছেন—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।" তুমি বৃথা তর্ক কর না। সত্যই যদি সেটা শুষ্ক তর্ক হয়, তাহলে সেখানে ত' কোন ফল দেখা যাবে না। সেখানে নচিকেতা বলেছেন,—আমি আপনার কাছে তর্ক করছি না। আমি জানি আপনি আমার উপরওয়ালা, আমি জানি আপনি আমার গুরু, আমি জানি আপনি আমার পিতা। এই Discipline টা আমি জানি। আমি শুধু তত্ত্বসিদ্ধান্ত জানতে চাই, বুঝতে চাই। আমি কেন তর্ক করব আপনার সঙ্গে? যমরাজ খুশী হয়েছেন, তাঁকে তত্ত্ববিজ্ঞান বলেছেন, তত্ত্বদর্শন বলেছেন। যমরাজের নাম শুনলে আমাদের ভয় হয়। কিন্তু ভয় হওয়ার কোন কারণ নেই, কেন না যিনি এত বড় শাসক তিনি কিন্তু নামকরা বৈষ্ণব, ভক্ত। আমরা যে তালিকা পেয়েছি তার ভিতরে যমরাজও আছেন।—

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্।।

এই 'বয়ম্'-শব্দে যমরাজ নিজেকে লক্ষ্য করছেন। তিনি ত' পরম বৈষ্ণব, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি। তিনি অন্যায়কারীকে সাজা দেন, আর নীতি-আদর্শ মেনে যাঁরা চলেন, তাঁদের পুরস্কৃত করেন—এটাই ত' নিয়ম। আমরা তা ভুলে যাচ্ছি কেন?

সৎসম্প্রদায় যারা তাদের সবটা ভাল আছে। যারা অসৎসম্প্রদায় তাদের কিছু ভাল ভাগবতে এই বিচার দেখাচ্ছেন।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।।

যার ভক্তি আছে, শ্রদ্ধা আছে, ভগবানে বিশ্বাস আছে, তার সব আছে। তিনি সমস্ত গুণে গুণান্বিত—একথা বলছেন ভাগবত। "হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা"—ভগবান্ শ্রীহরিতে যার ভক্তি নেই, শ্রদ্ধা নেই, নির্ভরতা নেই, বিশ্বাস নেই, তার আবার কি সদ্‌গুরু থাকতে পারে? "মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ"—অসৎ মনোরথে সে পরিচালিত। যে নিজের কল্যাণই করতে পারছে না, সে অপরের কি কল্যাণ করবে? সব তত্ত্বদর্শনগুলো ত' রয়েছে এইভাবে। আমরা এগুলোকে অস্বীকার করতে পারি কি? যুক্তিবাদী দুনিয়া, তারা ত' যুক্তি নিয়েই চলে। কৈফিয়ৎ দিতে হবে সেখানে। সুতরাং সৎসম্প্রদায় কথাটা আছে, তার পাশাপাশি অসৎসম্প্রদায়ও আছে। সেই Groupingগুলো কি? চোরেদের একটা দল আছে। তারা সবসময় মনে করে যে, আমাদের শাস্তা যারা আছেন, এদের যদি আমরা শাসন করতে পারি, দাবিয়ে দিতে পারি, তাহলে আমাদের চুরি, ডাকাতি খুব ভাল করে চলবে। ওটা কি কোন ভাল কথা? আমার গুরুদেব একটা কথা বলতেন, দেখ, চোরেদের একটা দল আছে, সাধুদেরও একটা দল আছে। কোনটাকে আমি মানব, আর কোনটাকে আমি মানব না? আমি Discipline মানব, নীতি-আদর্শ মানব? না, সবগুলো জলাঞ্জলি দিয়ে দেব? সমস্ত দুনিয়া যদি Anti social elementএ ভরে যায়, তাহলে সাধু কি করবেন? তাঁর প্রতিজ্ঞা নিয়ে তিনি বসে থাকবেন। কথাটা হল এই।

"বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে।
একা আমি পড়ে রব কর্ত্তব্য সাধিতে।।"

এই প্রতিজ্ঞা প্রত্যেকেরই দরকার। এ প্রতিজ্ঞা না থাকলে জগতে আমরা কখনও আমাদের অস্তিত্ব সংরক্ষণ করতে পারি না। চোর মনে করে আমি চুরি করে, ডাকাতি করে, গুণ্ডামি-বদমায়েসি করে আমার জীবিকা নির্ব্বাহ করে আমি বাঁচব। সাধু মনে করেন আমি ওটাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করে নীতি-আদর্শ নিয়েই চলব। সুতরাং সৎসম্প্রদায় ও অসৎসম্প্রদায়ের মধ্যে বহু পার্থক্য রয়েছে।

সম্প্রদায়-প্রণালীটা কি? সম্প্রদায়—সৎশিক্ষা। সেটাকে যারা মেনে নিচ্ছেন তারা Positive sideএ Disciplineএর মধ্যে আছে। আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব গোস্বামিবর্গ এসব কথা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য যে শ্রীমদ্ আনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্য মধ্বমুনি তাঁকে শ্রীজীব গোস্বামী বলছেন, ইনি বৃদ্ধ বৈষ্ণব। বৃদ্ধ বৈষ্ণব বলে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করছেন। যাঁরা সমস্ত শাস্ত্রে, তত্ত্বসিদ্ধান্তে পারঙ্গত, যাঁদের বহু বহু তত্ত্বসিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থ রয়েছে, যার অর্থবোধ করতে পারছেন না সাধারণ মানুষ আজ, তারাও দৈন্য করে তার উপরওয়ালার যে শিক্ষা সে শিক্ষাকে বহুমানন করছেন। সেই শিক্ষা নিয়ে চলবার চেষ্টা করছেন। জগতে যাঁরা চিন্তাশীল মনীষী বসে আছেন, বিদ্বজ্জন বসে আছেন, বাস্তবক্ষেত্রে তাঁরা সবই ত' আমার পরমোপাস্য। যদি আমরা কিছু লেখাপড়া শিখি, জ্ঞানার্জ্জন করি, তার ফলশ্রুতিটা কি? তার ফলশ্রুতি হচ্ছে—আমার উপরওয়ালারা যাঁরা আছেন, তাঁদের মেনে নেওয়া। তাঁদের শিক্ষা, তাঁদের নির্দ্দেশ আমাকে সম্পূর্ণরূপে মেনে নেওয়া—এই ভাব না থাকলে আমি ত' সেই লাইনে থাকতে পারি না।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত একজন তিনি দিগ্বিজয় করেছেন সমগ্র ভারতবর্ষ। শুধু বাকী আছে নবদ্বীপ। নবদ্বীপকে সে সময় Oxford of Bengal বলা হত। এখানে যদি তিনি জয়লাভ করতে পারেন, তাহলে তিনি তাঁর 'দিগ্বিজয়ী' উপাধিটা পেয়ে যান। এসেছেন নবদ্বীপে বিচার করতে। গঙ্গাতীরে বসেছিলেন নিমাই পণ্ডিত, বিচারপ্রার্থী হয়েছেন তিনি। সেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁকে বললেন, আমারা ত' গঙ্গাতীরে বসে আছি, তা আপনি একটু গঙ্গার মহিমা বর্ণন করুন। তিনি অনর্গলভাবে নিজে শ্লোক রচনা করে শতশ্লোকে গঙ্গার মহিমা বর্ণন করলেন। তার মধ্য থেকে একটা শ্লোক Quote করে তাঁকে ব্যাখ্যা করতে বললেন মহাপ্রভু।

"মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা।।"

আপনি এই শ্লোকটা ব্যাখ্যা করুন। অবাক হয়ে গেলেন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। একজন ব্যাকরণের পণ্ডিতের কাছে আজ আমি পরাস্ত হচ্ছি! কিন্তু নিমাই পণ্ডিত বললেন, রাত অনেক হয়েছে, আপনি আজ বাসায় গিয়ে বিশ্রাম করুন, আমাদের আলোচনা আবার কাল

হবে। যাঁর কাছে পরাজিত হচ্ছেন তিনি হলেন সরস্বতী-পতি। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তা জানেন না। না খেয়ে-দেয়ে তিনি শুয়ে পড়েছেন। দেবী সরস্বতী তাঁর কাছে এসে বলছেন, তুমি সব জয়লাভ করে নবদ্বীপে এসে পরাস্ত হচ্ছ, এইজন্য তোমার খুব মন খারাপ হয়েছে বুঝতে পারছি। তা জান কি, তুমি কার কাছে পরাজিত হয়েছ? আমার স্বামীর কাছে, আমার উপরওয়ালার কাছে। সেখানে আমি তোমার মুখে বসে কিছু বলতে পারিনি। সুতরাং তুমি পরাস্ত হয়েছ। তুমি কাল সকালে যাও তাঁর কাছে, গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা কর এবং তাঁর কাছে উপদেশ লাভ কর। পরে দেখা যাচ্ছে কি? তিনি এসেছেন, মহাপ্রভু উপদেশ করছেন,—

'দিগ্বিজয় করিব'—বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে, সেই বিদ্যা 'সত্য' কহে।।
মন দিয়া বুঝ, দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে।।
এতেকে মহান্ত সব সর্ব্ব পরিহরি'।
করেন ঈশ্বর-সেবা দৃঢ়-চিত্ত করি'।।
এতেকে ছাড়িয়া, বিপ্র, সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণচরণ গিয়া ভজহ সকাল।।
যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবৎ সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয়।।
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয়।।
মহা উপদেশ এই কহিলুঁ তোমারে।
'সবে বিষ্ণুভক্তি সত্য অনন্ত-সংসারে।।'

লেখাপড়া, বিদ্যাশিক্ষার এই ত' মহিমা। আমরা আজ লেখাপড়া শিখে, বিদ্যালাভ করে নাস্তিক হয়ে যাচ্ছি কেন? ভগবানকে অস্বীকার করা যেন আজকাল খুব একটা বাহাদুরির বিষয় হয়ে পড়েছে। ভগবান্ বলে কিছু নেই। কিছুই যদি নেই তবে তুমি কে? মা-বাপকেও আজ অস্বীকার করা হচ্ছে। তুমি কোথা থেকে এলে? আকাশ থেকে টিপ্ করে পড়লে? কেউ যখন কিছুই নেই, তখন তোমার কথা কে শুনবে? নাস্তিক্য জগৎ আজ এইরূপ হয়ে পড়েছে। লেখাপড়া জানা লোক তারা এক ধরণের নাস্তিক ; আর লেখাপড়া কম জানা লোক তারা আর এক ধরণের নাস্তিক। নাস্তিক দুই প্রকার। এর ভিতরে আর বাছা চলবে না, এর থেকে চুনাও করে আর ভাল কিছু বেছে বের করা যাবে না। নাস্তিক চিরদিনই নাস্তিক থাকবে। তাকে আস্তিক্য-পর্য্যায়ে কখনও উন্নীত করা যাবে না। ভগবান্ও তাদের স্বীকৃতি দেন নি। তাই গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, নাস্তিকগণের তালিকা দিতে গিয়ে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন,—অর্জ্জুন, এতক্ষণ আস্তিকগণের কথা, ভগবদ্ভক্তগণের কথা বললাম। এখন শোন নাস্তিকগণের কথা।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্।।

'অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে' কে? ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যাত্ববাদ নিয়ে যারা চলছেন, সেই নির্ব্বিশেষবাদী, শূন্যবাদিগণের কথা বলছেন। শাস্ত্র বলছেন,—ব্রহ্ম যদি সত্য হয় তাহলে জগৎও সত্য। কেননা জগৎ ত' চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। ধ্বংসশীল, ক্ষয়িষ্ণু বলতে পার, কিন্তু অসত্য বলছ কেন?। এরা এক নাস্তিক। 'জগদাহুরনীশ্বরম্'—জগতের মালিক কেউ নেই। মালিককে অস্বীকার করলে ত' ভাল। দুষ্টু ছেলেমেয়েরা মনে করে সবসময় মা-বাপকে লুকিয়ে-চুরিয়ে নিজের খেয়ালখুশীমত চলব। হবে না ওটা। এটা নাস্তিকতা, নীতি-আদর্শের পরিপন্থী। 'অপরস্পরসম্ভূতম্'—Atom Molicules Theory এনে ফেলেছে এখানে। কণাদের বৈশেষিক দর্শন—অণু-পরমাণুর সংঘাতে সৃষ্টি হয়েছে এই জগতের। সুতরাং মানবার দরকার নেই। জগতের মালিক কেউ নেই, অণু-পরমাণুর সংঘাতে সব হয়েছে। সবশেষে বলছেন, 'কিমন্যৎ কামহৈতুকম্'—শেষকালে বলছেন জগতের মালিক ভগবান্ আমাদের জন্য কিছু করেন নি, তিনি যা কিছু করেছেন সব কিছু তাঁর নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য। এই ত' নাস্তিকগণের বিচার আজ। তারা সদ্ভাব নিতে চায় না, তত্ত্ববস্তুকে স্বীকার করতে চায় না। শুধু খারাপটাকে নিয়ে Deal করছে। এটা ত' সৎসমালোচনা নয়। Comperative studyকেই সৎসমালোচনা বলা হবে। ভাল-মন্দ দুটো পাশাপাশি রেখে বিচার করতে হবে। এ বিচার আজ কেন মানুষের মধ্যে নেই। সবাই নাস্তিক বনে যাচ্ছে কেন? কারণটা কি? আজ রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে আমরা যে সব জিনিষ দেখছি, পড়ছি, শুনছি অবাক লাগে। এর মূলে কি? এর মূলে অন্য কিছু নয়, বিদেশী শিক্ষার কুপ্রভাব। Godless education, নীতি-আদর্শ-বিবর্জ্জিত যে শিক্ষা সেই শিক্ষারই প্রভাব আমরা দেখছি জগতে। আমরা ভাল কিছু চাই না। আমরা খারাপটাকে Pick up করছি, ভালটাকে নিতে চাই না। এই ত' দুর্দ্দশা আমাদের, দুর্দ্দৈব আমাদের।

ঋষিগণ যে চিন্তাধারা দিয়ে গেলেন আমাদের সেগুলোকে সব অস্বীকার করতে পারলে খুব বাহাদুরি। আমাদের নাম হয়েছে মানব। কেন হল? মনুর সন্তান আমরা সেজন্য আমাদের নাম হয়েছে মানব। কিন্তু মহর্ষি মনু আমাদের যে-সব শিক্ষা দিয়ে গেলেন, ভাল শিক্ষা আমরা একটাও খুঁজে পাচ্ছি না, তার ভিতরে দোষ-ত্রুটী অনুসন্ধান করছি। কি রকম?—"মণিময় মন্দিরমধ্যে পিপীলিকা পশ্যতি ছিদ্রম্।" এই হয়েছে আমাদের দুর্দ্দশা। স্বায়ম্ভুব মনু তিনি জীবকল্যাণের জন্য, সমাজের কল্যাণের জন্য বিধি-ব্যবস্থা সব দিয়ে গেলেন। সেগুলো ভাল লাগছে না। আমরা এতই বেপরোয়া—Adament, Arrogant, ওগুলোকে পরিত্যাগ করতে চাচ্ছি। এটা কি বাহাদুরি? (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

ও

শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে সাদর আহ্বান

☎২৩৬৯১

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
☎৪০০৬৮

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ
পোঃ—তুরা, পিন্ - ৭৯৪০০১
জেলা—ওয়েষ্ট গারো হিলস্ (মেঘালয়)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শুভাশীর্ব্বাদে ও সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে আগামী ১৭ই ভাদ্র, ১৪০৬ (ইং ৩।৯।৯৯), শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী-মহোৎসব এবং নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌর-রাধাবিনোদবিহারীজীউ-এর শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

এতদুপলক্ষে শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, অভিষেক, বৈষ্ণব-হোম, শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, ভোগরাগ, ধর্ম্মসভা ও নগর-সঙ্কীর্ত্তনাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠিত হইবে এবং পরদিবস শ্রীনন্দোৎসব-দিবসে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—

৩২শে আষাঢ়, ১৪০৬

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সেবকবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে জানিতে বা আনুকূল্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজের** নিকট উপরিউক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

শ্রীজন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান-সূচী

১৬ই ভাদ্র (ইং ২।৯।৯৯), বৃহস্পতিবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

পূর্ব্বাহ্ণে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন।

অপরাহ্ণ—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত নগর-সঙ্কীর্ত্তন।

গোধূলিলগ্নে—সন্ধ্যারতি ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।

রাত্রে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও অধিবাস-কীর্ত্তন।

১৭ই ভাদ্র (ইং ৩।৯।৯৯), শুক্রবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

সকাল—৭টা হইতে শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণব-হোমাদি অন্তে সম্পূর্ণ দিবস শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা-প্রসঙ্গ পারায়ণ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিক ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।

রাত্রি—৮টা হইতে ধর্ম্মসভা, রামমঙ্গল ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন।

১৮ই ভাদ্র (ইং ৪।৯।৯৯), শনিবার—

শ্রীনন্দোৎসব—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

পূর্ব্বাহ্ণে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিক ও কীর্ত্তনান্তে ধর্ম্মসভা, পরে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন ও রামমঙ্গল।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে অনুষ্ঠান-সূচী পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য।

---

* **"শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট"**-এর অনুকূলে প্রদত্ত যাবতীয় দান (৮০জি ধারা) আয়কর-মুক্ত।

卐 স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। 卐

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।



নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

卐 অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥ 卐

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৫১শ বর্ষ } ২০ শ্রীধর, প্রদ্যুম্ন, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ
৩১ শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৪০৬, ইং ১৭।৮।৯৯ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীদেবগণ-কৃতং শ্রীশ্রীভগবৎস্তোত্র-চতুর্দ্দশকম্

[শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চমেঽধ্যায়ে—৩৮-৫১]

শ্রীদেবাঃ উচুঃ,—

নমাম তে দেবং পদারবিন্দং প্রপন্ন-তাপোপশমাতপত্রম্।
যন্মূলকেতা যতয়োঽঞ্জসোরু-সংসার-দুঃখং বহিরুৎক্ষিপন্তি ।। ১।।

(শ্রীবিষ্ণুর অংশাংশ দেবতাবৃন্দ সৃষ্ট হইলে পর পরস্পর সম্বন্ধ-অভাবহেতু তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ড রচনায় অশক্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক পরমেশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন,—)

দেবতাগণ বলিলেন,—হে পরমদেব! শরণাগত জনগণের তাপশান্তির ছত্রস্বরূপ ভবদীয় পাদপদ্মে আমরা প্রণত হই। ঐ পাদপদ্মের তলদেশাশ্রয়কারী যতিসকল সংসার-দুঃখকে দূর হইতেই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।। ১।।

ধাতর্যদস্মিন্ ভব ঈশ জীবাস্তাপত্রয়েণাভিহতা ন শর্ম্ম।
আত্মন্ লভন্তে ভগবংস্তবাঙ্ঘ্রচ্ছায়াং সবিদ্যামত আশ্রয়েম।। ২।।

হে ঈশ! যেহেতু এই সংসারে জীবগণ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক এই ত্রিতাপে আক্রান্ত হইয়া কোনপ্রকারেই শান্তি লাভ করিতে পারে না, অতএব, হে ভগবন্! বিদ্যার সহিত বর্ত্তমান ভবদীয় পাদপদ্ম-ছায়াকেই আশ্রয় করি।। ২।।

মার্গন্তি যৎ তে মুখপদ্ম-নীড়ৈশ্ছন্দঃ-সুপর্ণৈর্ঋষয়ো বিবিক্তে।
যস্যাঘমর্ষোদসরিদ্বরায়াঃ পদং পদং তীর্থপদঃ প্রপন্নাঃ।। ৩।।

(হে ভগবন্!) ঋষিগণ আসক্তিশূন্য অন্তঃকরণে আপনার মুখপদ্মরূপ কুলায়স্থিত বেদরূপ পক্ষিদ্বারা যে পরমপদ অন্বেষণ করিয়া থাকেন এবং নিখিল পাপনাশিনী সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গা যে পাদপদ্ম হইতে বিনির্গতা, সেই গঙ্গার অনুসেবাতৎপর হইয়াও ভক্তগণ তীর্থপদ আপনার সেই শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিয়া থাকেন।। ৩।।

যচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রুতবত্যা চ ভক্ত্যা সংমৃজ্যমানে হৃদয়েঽবধায়।
জ্ঞানেন বৈরাগ্যবলেন ধীরা ব্রজেম তত্তেঽঙ্ঘ্রি-সরোজ-পীঠম্ ।।৪।।

হে ভগবন্! বিষয়াভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণও শ্রদ্ধা ও শ্রবণপূর্ব্বিকা-ভক্তির দ্বারা সম্মার্জ্জিত-হৃদয়ে আপনার যে পাদপদ্ম উপলব্ধি করেন, বৈরাগ্য-বলে সেই পাদপদ্মের মাধুর্য্যাস্বাদনরূপ জ্ঞানের দ্বারা তত্ত্ববিৎ হইয়া থাকেন, আমরা সেই পাদপদ্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করি।। ৪।।

বিশ্বস্য জন্ম-স্থিতি-সংযমার্থে কৃতাবতারস্য পদাম্বুজং তে।
ব্রজেম সর্ব্বে শরণং যদীশ স্মৃতিং প্রযচ্ছত্যভয়ং স্ব-পুংসাম্।। ৫।।

হে ঈশ! এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য অবতারগ্রহণকারী আপনার পাদপদ্মে আমরা সকলে শরণাগত হই ; সেই পাদপদ্মাশ্রিত পুরুষগণকে স্মৃতি ও অভয় প্রদান করিয়া থাকেন।। ৫।।

যৎ সানুবন্ধেঽসতি দেহ-গেহে মমাহমিত্যূঢ়-দুরাগ্রহাণাম্।
পুংসাং সুদূরং বসতোঽপি পুর্য্যাং ভজেম তত্তে ভগবন্ পদাব্জম্।।৬।।

হে ভগবন্! পুত্র-কলত্রাদি উপকরণের সহিত তুচ্ছ দেহ-গেহাদিতে যাহাদের "আমি ও আমার" এই দুরাগ্রহ প্রবল, সেইসকল পুরুষদিগের দেহপুরে আপনি অন্তর্যামি-রূপে অবস্থান করিলেও যে পাদপদ্ম তাহাদের দুষ্প্রাপ্য, আমরা সেই পাদপদ্মকে ভজনা করি।। ৬।।

তান্ বৈ হ্যসদ্বৃত্তিভিরক্ষিভির্যে পরাহৃতান্তর্মনসঃ পরেশ।
অথো ন পশ্যন্ত্যুরুগায় নূনং যে তে পদন্যাস-বিলাস-লক্ষ্যাঃ।। ৭।।

হে বিপুলকীর্ত্তে পরমেশ্বর! বহির্ম্মুখ (অক্ষজ) ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা যাহাদের অন্তঃকরণ (ভগবান্ হইতে) দূরে অপহৃত, তাহারা নিশ্চয়ই আপনার লীলাকথা-বিলাস-স্মরণ-কীর্ত্তনাদি সম্পত্তিদ্বারা পরমকৃতার্থ ভক্তগণকে দেখিতে পায় না।। ৭।।

পানেন তে দেব কথা-সুধায়াঃ প্রবৃদ্ধভক্ত্যা বিশদাশয়া যে।
বৈরাগ্য-সারং প্রতিলভ্য বোধং যথাঞ্জসান্বীয়ুরকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্।। ৮।।

হে দেব! আপনার কথামৃত-পানে প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত ভক্তিদ্বারা প্রোজ্ঝিতকৈতব-জনগণ বৈরাগ্যসার জ্ঞানলাভ করিয়া শীঘ্র বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন।। ৮।।

তথাপরে চাত্ম-সমাধিযোগবলেন জিত্বা প্রকৃতিং বলিষ্ঠাম্।
ত্বামেব ধীরাঃ পুরুষং বিশন্তি তেষাং শ্রমঃ স্যান্ন তু সেবয়া।। ৯।।

আবার মোক্ষমাত্রকামী অপর ধীরব্যক্তিগণ মনঃস্থৈর্য্যরূপ উপায়বলে (জ্ঞানযোগে) বলিষ্ঠা প্রকৃতি জয় করিয়া সেই পুরুষেই সাযুজ্য লাভের চেষ্টা করে। তাহাতে তাহাদের বহু শ্রম লাভ হয়, কিন্তু ভবদীয় সেবার দ্বারা শ্রম হয় না। (সদা সেবা-পরমানন্দ অনুভবহেতু ভক্ত সেবকের আনুসঙ্গিকভাবে মোক্ষও লব্ধ হয়)।। ৯।।

তত্তে বয়ং লোক-সিসৃক্ষয়াদ্য ত্বয়ানুসৃষ্টাস্ত্রিভিরাত্মভিঃ স্ম।
সর্ব্বে বিযুক্তাঃ স্ব-বিহার-তন্ত্রং ন শক্নুমস্তৎ-প্রতিহর্ত্তবে তে।। ১০।।

অতএব হে আদিদেব! লোক-সৃষ্টির বাসনায় আপনি সত্ত্বাদি ত্রিবিধ স্বভাবদ্বারা আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা সকলেই আপনার অধীন হইয়াও, পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাবহেতু বিযুক্ত হইয়া নিজ নিজ ক্রীড়োপকরণ ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া, আপনাকে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইতেছি না।। ১০।।

যাবদ্বলিং তেঽজ হরাম কালে যথা বয়ঞ্চান্নমদাম যত্র।
যথোভয়েষাং ত ইমে হি লোকা বলিং হরন্তোঽন্নমদন্ত্যনূহাঃ।।১১।।

হে অজ! আমরা তত্তদবসরে আপনাকে যে-প্রকারে সমস্ত ভোগ্য সমর্পণ করিতে পারি এবং যেরূপে আমরা অন্ন ভোজন করিতে পারি, আর যে-স্থানে অবস্থিত হইয়া এইসকল জীব নির্ব্বিঘ্নে আপনার এবং আমাদিগের ভোগ্যবস্তু আহরণপূর্ব্বক অন্ন ভক্ষণ করিতে পারে, আমাদিগকে তদ্রূপ শক্তি প্রদান করুন।। ১১।।

ত্বং ন সুরাণামসি সান্বয়ানাং কূটস্থ আদ্যঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
ত্বং দেব শক্ত্যাং গুণ-কর্ম্ম-যোনৌ রেতস্ত্বজায়াং কবিমাদধেঽজঃ।।১২।।

হে দেব! কারণসহিত কার্য্যস্বরূপ দেবতাদিগের আপনিই আদ্য কারণ; আপনিই অবিক্রিয়, পুরাতন ও সকলের অধিষ্ঠাতা। আপনি প্রাকৃত জন্মরহিত ; সত্ত্বাদি গুণ ও জন্মাদির কারণ-ভূত আদ্যাশক্তিতে আপনিই মহত্তত্ত্বরূপ বীর্য্য আধান করিয়াছেন।। ১২।।

কর্ম্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্য তে দুর্গাশ্রয়োঽথারি-ভয়াৎ পলায়নম্।
কালাত্মনো যৎ প্রমদা-যুতাশ্রমঃ স্বাত্মন্ রতেঃ খিদ্যতি ধীর্বিদামিহ ।।১৩।।

হে প্রভো! (আপনার বিরোধভঞ্জিকা অচিন্ত্যশক্তিবলে) আপনি নিস্পৃহ হইয়াও যে কর্ম্ম করেন, প্রাকৃত-জন্মকর্ম্মরহিত হইয়াও যে জন্ম স্বীকার করেন, স্বয়ং কালস্বরূপ হইয়াও যে শত্রুভয়ে পলায়ন ও দুর্গাশ্রয় করেন এবং আত্মরতি হইয়াও যে বহুস্ত্রী-পরিবৃত হইয়া গৃহাশ্রম স্বীকার করেন—এইসকল বিষয়ে সমাধান করিতে গিয়া বিদ্বজ্জনগণেরও বুদ্ধি সংশয়াপন্ন হয়।। ১৩।।

ততো বয়ং মৎপ্রমুখা যদর্থে বভুবিমাত্মন্ করবাম কিং তে।
ত্বং নঃ স্বচক্ষুঃ পরিদেহি শক্ত্যা দেব ক্রিয়ার্থে যদনুগ্রহাণাম্।। ১৪।।

অতএব হে পরমাত্মন্! মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি যে কার্য্যের জন্য আমরা উদ্ভূত হইয়াছি, আমরা আপনার কি করিব, আজ্ঞা প্রদান করুন। হে দেব! আপনার অনুগ্রহপুষ্ট আমাদিগকে আপনার অভিলষিত কার্য্য সম্পাদনের জন্য শক্তিসহ ভবদীয় জ্ঞান প্রদান করুন।। ১৪।।

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৬৭ পৃষ্ঠার পর]

পঞ্চসংস্কার

১। তাপ-সংস্কারের সার্থকতা কি?

"লব্ধতাপ জীব গুরুদেবের পরীক্ষা-সময়ে অধিকতর তাপ প্রাপ্ত হয়। তাপ পূর্ণ হইলে গুরুদেব তাঁহাকে বিষ্ণুচক্রাদির তাপদ্বারা অঙ্কিত করেন এবং শরীর থাকা পর্য্যন্ত সেই অঙ্ক ধারণ করিবার বিধান করেন।"

—'পঞ্চসংস্কার', সঃ তোঃ ২।১

২। যাগ বা পূজাবিধির উদ্দেশ্য কি?

"দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, মনন, বিবেচন ও ক্রিয়া—এই সমুদায় কার্য্যদ্বারা পরমার্থ অনুশীলন করিবার জন্য যে দেবপূজাপদ্ধতি বিহিত হইয়াছে, তাহারই নাম—যাগ। শালগ্রামপূজায় ঐ সমস্ত ব্যাপার পরমার্থকার্য্যে যোজিত হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহসেবা-পদ্ধতিই—'বৈষ্ণব-যাগ'। সংসারে বর্ত্তমান থাকিতেই হইবে, অথচ সমস্ত কার্য্য না করিলে দেহযাত্রার নির্ব্বাহ হইবে না ; অতএব ভক্তিপূর্ব্বক সমস্ত কার্য্য অর্চ্চনবিধিদ্বারা ভগবানে অর্পণ করিয়া সমস্ত জীবন যাপন করাই মন্ত্রোপদিষ্ট জীবের কর্ত্তব্য কার্য্য। এই যাগবিধি উপদেশ করিয়া করুণাময় গুরুদেব শিষ্যকে সংসার-সমুদ্র হইতে সম্যগ্ উদ্ধার করেন।"

—'পঞ্চসংস্কার', সঃ তোঃ ২।১

৩। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-ধারণের আবশ্যকতা কি?

"ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের অন্য নাম—ঊর্দ্ধগতি। তপ্ত হইয়া জীব সংসার হইতে উচিত বৈরাগ্য স্বীকার করেন, কিন্তু যে-পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র গ্রহণ না করেন, সে পর্য্যন্ত তাপের ফল হয় না। এত ক্লেশ, এত বৈরাগ্য! এত স্বসুখত্যাগ! এত রিপুনির্য্যাতন! এ সমুদায় কেবল পণ্ডশ্রম হয়—যদি তাহার পর কোন উচ্চগতি না স্বীকার করা যায়। হরিমন্দির অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ বা হরিপাদপদ্ম অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করার নামই জীবের ঊর্দ্ধগতি। তাহা আত্মায়, মনে ও দেহে প্রকাশিত হইয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র হয়। সংসারে বিরক্ত হইয়া পরমেশ্বরে

অনুরক্ত হওয়ার নামই 'তাপ ও পুণ্ড্র'। বদ্ধজীবের এই অলঙ্কার দুইটী অত্যন্ত আবশ্যক। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-শূন্য শরীর—শবতুল্য ; উহা দৃষ্ট হইলে অনুতাপদ্বারা স্নাত হওয়া কর্ত্তব্য। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-শূন্য মন কেবলমাত্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বিচরণ করে, ক্ষুদ্র বিষয়ে আসক্তি করে এবং ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র-বিষয়ের আলোচনা করে। হে তপ্তজীব! বিলম্ব না করিয়া শরীরে, মনে ও আত্মাতে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করত পরম বৈষ্ণবধামের অভিমুখী হও। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রশূন্য আত্মার স্বরূপ বিলুপ্ত হইয়া থাকে ; অতএব ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ কর।"

—'পঞ্চসংস্কার', সঃ তোঃ ২।১

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভু দীক্ষাগ্রহণ-লীলার দ্বারা কি শিক্ষা দিয়াছেন?

"শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ি-পরিব্রাজকচূড়ামণি-শ্রীমদীশ্বরপুরীসকাশাদ্ দীক্ষাগ্রহণেন জীবানাং সাধুগুরুপদাশ্রয়রূপং কর্ত্তব্যং শিক্ষয়ামাস।"

—শ্রীশিঃ, সঃ তোঃ ৮

৫। দীক্ষাগ্রহণ-বিধি সাধারণ সাধকের পক্ষে পরিত্যাজ্য কি?

"জড়ভরতাদি কতিপয় লোকের দীক্ষাপ্রসঙ্গ নাই বলিয়া দীক্ষা ত্যাগ করা বিষয়ী লোকের পক্ষে কর্ত্তব্য নয়। দীক্ষা জীবের পক্ষে প্রত্যেক জন্মেই নিত্যবিধি। কোন সিদ্ধ ব্যক্তির জীবনে যদি দীক্ষা দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে উদাহরণস্থল করা উচিত নয়। কোন বিশেষ অবস্থায় যাঁহার পক্ষে যাহা ঘটনীয় হয়, তাহার দ্বারা সাধারণ বিধির হানি হয় না। ধ্রুব-মহাশয় এই পার্থিব-শরীরেই ধ্রুবলোকে গমন করেন ; তাহা দেখিয়া সকলেই কি সেই পন্থার আশায় কালক্ষেপ করিবেন? জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া চিদ্দেহে জীব বৈকুণ্ঠে গমন করেন,—ইহাই সাধারণ বিধি। সাধারণ বিধিই সাধারণের অবলম্বনীয়। অচিন্ত্যশক্তি-বিশিষ্ট ভগবান্ যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তখন তাহাই হয়। তাই বলিয়া আমাদের সাধারণ বিধি লঙ্ঘন করা কখনও উচিত হয় না।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৬১। শ্রীগুরুদেব কখন শিষ্যকে ভক্তিসূচক নাম প্রদান করেন?

"যে-সময়ে শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে দীক্ষা প্রদান করেন, সেই সময়েই তিনি কৃপা করিয়া তাঁহাকে একটী হরিভক্তি-সম্বন্ধসূচক নাম দিয়া থাকেন।"

—'পঞ্চসংস্কার', সঃ তোঃ ২।১

দৈববর্ণাশ্রম

১। বৈষ্ণবকে বর্ণাশ্রমবিধির গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা বিধেয় কি?

"শ্রীবৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবেতরের পার্থক্য নাই জানিয়া মধ্যে মধ্যে অনেকে শ্রীবৈষ্ণবকে তাঁহার বর্ণ জিজ্ঞাসা করেন এবং সামাজিকগণের ন্যায় তাঁহাকে চারি আশ্রমের একটীর মধ্যে প্রোথিত করিবার চেষ্টা করেন—এই চেষ্টা নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত ও সামাজিক চেষ্টা-বিশেষ।"

—'শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম', সঃ তোঃ ১১।১০

২। অবৈধ বর্ণাশ্রম-বিধানই কি ভারতীয় আর্য্যজাতির পতনের কারণ নহে?

"আহা! সর্ব্বজাতির শাসনকর্ত্তা ও গুরু যে ভারতীয় আর্য্যজাতি, তাহার বর্ত্তমান দুরবস্থা যে কেবল জাতির বার্দ্ধক্য হইতে ঘটিয়াছে, এমত নয়; কিন্তু অবৈধ বর্ণবিধানক্রমেই উৎপন্ন হইয়াছে, বলিতে হইবে। যিনি সর্ব্বজীবের ও সর্ব্ববিধির নিয়ন্তা ও সর্ব্ব অমঙ্গল হইতে মঙ্গল-সংস্থাপনে সমর্থ, সেই একমাত্র পরমেশ্বরের ইচ্ছা হইলেই কোন শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষ পুনরায় যথার্থ বর্ণধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন।"

—চৈঃ শিঃ ২।৩

৩। কাহাদের শাসনে সমাজনিষ্ঠ বিধির চরমোন্নতি হইয়াছিল?

"ঋষিদিগের হস্তে সমাজ-নিষ্ঠ-বিধির চরম উন্নতি হইয়াছিল,—ইহা সমস্ত সহৃদয় ও বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণই স্বীকার করিবেন।"

—চৈঃ শিঃ ২।১

৪। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিনাশ করা উচিত কি?

"বর্ণধর্ম্মই সামাজিক মানবের জীবনস্বরূপ। বর্ণাশ্রম দূর হইলে মানবের বৈজ্ঞানিক সমাজ বিনষ্ট হইবে এবং মানব 'পুনর্মূষিকো ভব'—এই পুরাতন অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারী ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় অবৈধ জীবনের সুবিধা লাভ করিবে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিনাশ করা কোন দেশহিতৈষী ব্যক্তির অভিপ্রেত নয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, তাহা দূর করাই কর্ত্তব্য।"

—'মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, প্রথম প্রবন্ধ', সঃ তোঃ ২।৭

৫। কি কি গুণরহিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণপদবাচ্য নহে?

"শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, অচ্যুতভক্তি ও সত্য যে ব্যক্তিতে নাই, তাঁহাকে 'ব্রাহ্মণ' বলা যায় না।"

—'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব', সঃ তোঃ ৪।৬

৬। প্রেমারুরুক্ষু ব্যক্তি কিরূপ আশ্রম স্বীকার করেন?

"গৃহস্থাশ্রমই হউক বা বাণপ্রস্থাশ্রমই হউক বা সন্ন্যাসই হউক, যে আশ্রমকে তৎকালে প্রেমারুরুক্ষু প্রেমসাধনের অনুকূল বলিয়া জানিবেন, সেই আশ্রমে বসিয়াই তিনি ভজন করিবেন এবং যে আশ্রমকে প্রতিকূল দেখিবেন, তাহাকে তিনি তৎকালে ত্যাগ করিবেন।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৪

৭। ক্ষেত্রসন্ন্যাস বা বানপ্রস্থ কাহাকে বলে?

"যাঁহারা স্বীয় স্বীয় পূর্ব্ব বাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোন বিশেষ তীর্থে অর্থাৎ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বা নবদ্বীপধামে অথবা মথুরাদি-মণ্ডলে একক বা সপরিবারে পরমার্থ বুদ্ধির সহিত বাস করেন, তাঁহাদের আশ্রমকে 'ক্ষেত্রসন্ন্যাস' বলে। এ আশ্রম কলিকালের উপযুক্ত বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, ম ১৬।১৩০

৮। গৃহস্থ হইয়া সন্ন্যাসর বেষ গ্রহণ করা উচিত কি? ঐরূপ আশ্রম-সাঙ্কর্য্যের ফল কি?

"গৃহস্থ-বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অনেকেই মস্তক মুণ্ডন ও কৌপীন ধারণ করিয়া স্বগৃহে বাবাজী হইয়া থাকেন। ইহা অপেক্ষা আর অনর্থ কি আছে? তাঁহাদের এরূপ আশ্রম-সাঙ্কর্য্যের প্রয়োজন কি? যদি বিরক্তি হইয়া থাকে, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে নিঃসঙ্গ ভেক গ্রহণ করুন। যদি বিরক্তি না হইয়া থাকে, তবে এরূপ লিঙ্গ-গ্রহণের দ্বারা কি লাভ হইবে?—কেবল বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে লোকের নিকট কলঙ্কিত করাই হইতেছে। অবশ্য পরলোকে ইহার ফলভোগ করিবেন।"

—'ভেকধারণ', সঃ তোঃ ২।৭

৯। জাতিভেদ স্বীকার না করিলেই কি পরমার্থ হয়?

"যখন দেখা যাইতেছে যে, জাতি কেবল সাংসারিক তারতম্য, তখন জাতিবিচারে যে দোষ ব্রাহ্মেরা দেখাইয়া থাকেন, সে কেবল বৈদেশিক ভ্রম মাত্র।"

—প্রেঃ প্রঃ, ৭ম প্রঃ

১০। ভারতে কখন হইতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিপর্য্যয় আরম্ভ হয়?

"বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্ম অনেকদিন বিশুদ্ধরূপে চলিয়া আসিলে কালক্রমে ক্ষত্রস্বভাব জমদগ্নি ও তৎপুত্র পরশুরামকে অবৈধরূপে ব্রাহ্মণমধ্যে পরিগণিত করায়, স্বভাববিরুদ্ধ ধর্ম্মানুসারে তাঁহারা স্বার্থবশতঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শান্তিভঙ্গ করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা তদুভয়বর্ণ-মধ্যে যে কলহ-বীজ উপ্ত হয়, তাহার ফলস্বরূপ জন্মগত বর্ণ-ব্যবস্থা ক্রমেই বদ্ধমূল হইতে লাগিল। কালে মন্বাদিশাস্ত্রে ঐ অস্বাভাবিক বিধি গুপ্তভাবে প্রবিষ্ট হইলে, উচ্চবর্ণ-প্রাপ্তির আশারহিত হইয়া ক্ষত্রিয়গণ বৌদ্ধধর্ম্ম সৃষ্টি করত ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বনাশের উপায় উদ্ভাবিত করিল। যে ক্রিয়া যখন উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিক্রিয়াও তদ্রূপ ফলবতী হইয়া উঠে। এতন্নিবন্ধন জন্মগত বর্ণবিধান আরও দৃঢ় হইয়া পড়িল।"

—চৈঃ শিঃ ২।৩

১১। ভারতে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের উৎপত্তির কারণ কি?

"ব্রহ্মস্বভাববিহীন নামমাত্র ব্রাহ্মণেরা স্বার্থপর ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়া অন্যান্য বর্ণকে বঞ্চনা করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রস্বভাববিহীন ক্ষত্রিয়-সকল যুদ্ধে অপারক হইয়া রাজ্যচ্যুত হইতে লাগিল, অবশেষে অকিঞ্চিৎকর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল। বণিক্‌স্বভাববিহীন বৈশ্যগণ জৈনাদি ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল এবং ভারতের বিপুল বাণিজ্য খর্ব্ব হইয়া পড়িল। শূদ্রস্বভাববিহীন শূদ্রসকল স্বভাববিহিত কার্য্যে অধিকার না পাইয়া দস্যুপ্রায় হইয়া পড়িল। তাহাতে বেদাদি শাস্ত্র-চর্চ্চা ক্রমশঃ রহিত হইল; ম্লেচ্ছদেশের ভূপালগণ ভারতকে আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লইল।"

—চৈঃ শিঃ ২।৩

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

কাবেরীর নিকটে শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গদেবের সেবায় তিনজন ট্রাস্টি আছেন। জাগতিক ব্যাপারে ইঁহারা প্রত্যেকেই বিচক্ষণ যোগ্য বিষয়ী ব্যাক্তি। শ্রীরঙ্গদেবের সেবাবিধানের সকল ভার ইঁহাদের হাতে। কিন্তু তাঁহাদের হাতে যে সেবাবিধান তাহা 'অধোক্ষজ'-সেবা নহে। শ্রীরঙ্গদেবে তাঁহাদের অধোক্ষজ-দর্শন ও অধোক্ষজ-সেবাবুদ্ধি নাই। সুতরাং তাঁহাদেব সেবাচেষ্টাতে অধোক্ষজ-সেবার কোন আদর্শ নাই। তাঁহাদের সেবাচেষ্টার উদ্দেশ্য নিজ অধ্যক্ষতা—প্রভুত্ব মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ বা বিগ্রহের জন্য সেবাচেষ্টা থাকিলেও কৃষ্ণভক্তের জন্য কোন সেবাচেষ্টা নাই। ইঁহাদের শ্রীমন্দির-সেবায় অধ্যক্ষতা মাত্র লক্ষ্য, তাহাতে নানা উৎপাত-সৃষ্টি। ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির জন্য, লোকবৃলবৃদ্ধির জন্য ইঁহারা চেষ্টাপরায়ণ—ইঁহাদের মধ্যে ভক্তি বা প্রকৃত সেবাবুদ্ধি নাই।

ক্ষীরচোরা গোপীনাথের উপাখ্যানে ইহার বিপরীত আদর্শ ও শিক্ষা দেখিতে পাই। ভগবান্ শ্রীগোপীনাথ ভক্ত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর জন্য ভোগের ক্ষীর একখানি লুকাইয়া রাখিয়া নিজ সেবককে আদেশ করিয়া ঐ ক্ষীর শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীকে দেওয়াইলেন। গোপীনাথ-সেবক পূজারী ভক্ত শ্রীমাধবেন্দ্রের সেবায় উৎকণ্ঠা ও চেষ্টা দেখাইলেন। ইহাই অধোক্ষজ-সেবার আদর্শ।

এই অধোক্ষজসেবাই অনর্থনাশের পরম উপায়। "অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে।" অধোক্ষজ-ভক্তির সাধনক্রমে পূর্ব্বার্দ্ধে—শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া ও অনর্থনিবৃত্তি। সাধনক্রমের পরার্দ্ধে অনর্থনিবৃত্তির পরে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব। তখন ভাবোদয়ে প্রয়োজনজ্ঞান লাভ। বিশ্বের মূলকারণ সর্ব্বকারণকারণ কৃষ্ণের সেবা বাদ দিয়া জগতের সেবার বিচারটা ভোগবিচার। উহা ভুল। ত্যাগের বিচারও ভুল। ভোগ ও ত্যাগে বিষয় ছুটে না,—অনর্থনিবৃত্তি হয় না।

রহূগৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ গৃহাদ্ বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্।।

সূর্য্যের দ্বারা ফসলোৎপত্তি হয়, তাহাতে ভোগবৃদ্ধি হয়। অতএব সূর্য্যোপাসনায়—ভোগবিচার। তাহাতে সুবিধা হয় না। অগ্নির দ্বারা নিজ খাদ্যাদি পাক ও অন্যবিধ ভোগসৌকর্য্য। অতএব তাহাতেও সুবিধা হয় না। কিন্তু এই অগ্নির দ্বরা কৃষ্ণের ভোগপাক হইলেই সুবিধা। সমস্ত বেদপাঠে ও বেদশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যলাভেও সুবিধা নাই। তাহাতে পাণ্ডিত্যমদ-মত্ততা মাত্র লাভ। কিন্তু সমগ্র বেদের প্রতিপাদ্য পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে জানিবার জন্য, তাঁহার সেবার জন্য হইলে বেদপাঠে কোন অনর্থোদয়ের সম্ভাবনা হয় না। অন্যথা ঐ সকলের দ্বারা সংসারক্ষয়—কর্ম্ম-প্রবৃত্তির নাশ হয় না। যাঁহার কাছ থেকে ইন্দ্রিয় লাভ তাঁহার ইন্দ্রিয়ের তোষণের চেষ্টা না করিলে যত অনর্থ, যত দুঃখ। 'অক্ষজে'র সেবায় কোন সুফল নাই। অতএব 'অধোক্ষজে'র সেবাই চাই। কিন্তু অধোক্ষজ কৃষ্ণকে

অক্ষজজ্ঞানে সেবা করিতে অগ্রসর হইলে অমঙ্গল। অনর্থের উপশমাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি অবশ্য অবশ্য অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করিবেন।

অক্ষজবিচারকারী গৃহস্থগণ কৃষ্ণভক্তগণকে মাধুকরী প্রভৃতি দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন বলিয়া অভিমান করিতে পারেন। কিন্তু বস্তুতঃ কৃষ্ণভক্তকে মাধুকরী দেওয়ার যোগ্যতা কোন গৃহস্থের নাই। কৃষ্ণভক্ত বিষয়ীর কোন দ্রব্যই গ্রহণ করেন না।

প্রসাদে পাকা-কাঁচা বিচারও প্রাকৃত বুদ্ধিমাত্র—উহা অধোক্ষজ-বিচারহীনতার, অধোক্ষজসেবারাহিত্যের ফলমাত্র। এইরূপ বিচার নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তিমাত্র, সেবাবুদ্ধির অভাবই সূচিত করে। ভাল খাওয়া, পাকা ভোজন—মনের খাদ্য। আত্মার খাদ্য—ভগবৎ-প্রসাদ। কিন্তু অধোক্ষজের প্রকৃত সেবকগণ নিজেরাও 'অধোক্ষজ'। ভক্তিও অধোক্ষজা—উহা কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত ক্রিয়াকলাপমাত্র নহে। সেবা বা ভক্তির ফলভোক্তা—সেব্য ভগবান্। কিন্তু কর্ম্মের ফলভোক্তা—কর্ম্মী স্বয়ং।

১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বের এক কথা মনে পড়িল। খুব বড় একজন ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁহার বিচার এই যে, অর্থের জন্যই নানা বিদ্যাশিক্ষা করা, যথা—ওকালতী, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারী প্রভৃতি। শাস্ত্রপাঠের উদ্দেশ্যও অর্থ। পয়সা না পাওয়া গেলে লোকে শাস্ত্রপাঠ কর্‌বে কেন? কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র বলেন,—শাস্ত্রপাঠী বক্তা ও উপদেষ্টা, শাস্ত্রপাঠের বিনিময়ে পয়সা গ্রহণ করিবেন না। যদি কেহ শাস্ত্র ও মন্ত্রের ব্যবসায় করে, তাহা হইলে সে ব্যবসায়কে 'ভক্তি' বলা যাইতে পারে না। তাহা জীবিকা-উপার্জ্জন মাত্র। শাস্ত্র ও মন্ত্রকে জীবিকার উপায় করিয়া উহাকে জীবিকা সংস্থান বলিতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাকেই 'সাধুতা' ও 'ভক্তি' বলিয়া চালাইতে গেলে যথেষ্ট আপত্তি আছে। সেবা ও জীবিকা এক নহে, সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। ঐরূপ শাস্ত্র ও মন্ত্র-ব্যবসায়কে খুব জোর সৎকর্ম্ম পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে। কুকর্ম্ম হইতে রক্ষার্থ সৎকর্ম্ম। কিন্তু সৎকর্ম্ম 'ভক্তি' নহে। পরমার্থ ও পরমার্থের কথা—ভোগ ও ভোগীর কথা নহে।

সেবা বা ভক্তিতে কোন বিনিময় হইতে পারে না। ভক্ত ও ভগবানের কৃপা অযাচিত, মূল্য বিনিময়ে ক্রয় করা যায় না। আত্মার দ্বারা বা আত্মার চেতন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সেবা ও কৃপা লাভ হইতে পারে। আত্মার ইন্দ্রিয় কৃষ্ণসেবাতে প্রযুক্ত না হইলে তাহা 'কাম'। অধোক্ষজ-বিচার গ্রহণ না হওয়া পর্য্যন্ত 'ভক্তি' হইবে না। ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তি—সমস্তই 'অধোক্ষজ'। ভক্তের অধোক্ষজ-বিচার ভূতশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত 'সেবা' হয় না। সদ্‌গুরুর বাক্য ও কৃপার বলে ভোগ ও ত্যাগ—উভয়ই পরিত্যাজ্য, এই বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত—আধ্যক্ষিকতা-বিচার থাকে। আধ্যক্ষিকতা বা Sensuous activities (ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা) না ছাড়া পর্য্যন্ত 'অধোক্ষজের' কৃপালাভের কোন আশা করা যাইতে পারে না।

ত্যাগ-প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য স্তব্ধ হইয়া যাওয়া, গমনচেষ্টারহিত হইয়া যাওয়া শুষ্ক-বৈরাগ্য। ভোগপ্রবৃত্তির লক্ষ্য—জগতে গমন-চেষ্টা, বিলাস। জড়-ভোগপ্রবৃত্তি মাত্র দূর করিবার জন্য ত্যাগবিচারের প্রয়োজনীয়তা ; কিন্তু বিলাসকে কখনও সেবায় পরিচালিত করা হইবে না।

জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।।
মর্কট-বৈরাগ্য না করহ লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া।।

শ্রীল রায়রামানন্দ বিলাসী নহেন। শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিও বিলাসী নহেন। তাঁহাদের বৈরাগ্য ও শ্রীরূপ-সনাতনের বৈরাগ্য একপ্রকারই। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর রূপ-সনাতনকে,—

"ফল্গু বৈরাগ্য সব নিষেধ করিল।'

মহাপ্রভুর উপদিষ্ট এই বিচারের ধারণার অভাবে অধোক্ষজ-সেবায় অগ্রসর হওয়া যায় না।

অনর্থনিবৃত্তির পর নিষ্ঠার অবস্থা। নিষ্ঠার অর্থ—অবিক্ষেপেণ সাতত্যং, নৈরন্তর্য্যম্। সেবাচেষ্টায় নৈরন্তর্য্য হইলে নিষ্ঠা। নিষ্ঠালাভের পর রুচির উদয়। নিষ্ঠার অর্থাৎ নিরন্তর চেষ্টায় চেষ্টার প্রাবল্য না থাকিলে পুনঃ পতন হইয়া যায়, নিজেন্দ্রিয়-তোষণ আসিয়া পড়ে। নিষ্ঠার পরিমাণে সেবা-রুচির পরিমাণ। অতি লোভনীয় হইলেও আত্মীয়-স্বজনেরও সঙ্গ পরিত্যাগ—রুচির পরিচয়। রুচির অবস্থায় কোন Compromise (আপোষভাব) সম্ভবপর নহে, তখন—"বিরক্তিরন্যত্র"। যাঁহারা নিজ মঙ্গলপ্রার্থী, তাঁহারা হরিভজনের আদর্শে হরিসেবা করুন—প্রকৃতিজনের আদর্শে নহে। অধোক্ষজ-সেবানিষ্ঠগণই হরিজন, তাঁহাদেরই আদর্শ গ্রাহ্য। যাঁহারা অধোক্ষজ-সেবানিষ্ঠ নহেন, তাঁহাদের পতনযোগ্যতা আছে, তাঁহারা অভক্ত, তাঁহারা আদর্শ নহেন।

যেঽন্যেরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্যকৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।

যে মুহূর্ত্তে বিশ্বদর্শন, ভোগভূমিকা-দর্শন, তখনই মহা দুর্গতি উপস্থিত। কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র—এইরূপ অবস্থায় যে বিচিত্রতা তৎসমস্তই অধোক্ষজ-কৃষ্ণের সেবাবিমুখতারই ফলমাত্র। সমস্ত জড়ভোগ-ত্যাগ-চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া অধোক্ষজ-সেবাচেষ্টা করিলে সমস্ত জাগতিক বৈষম্য ও অমঙ্গলের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ হয়।

অধোক্ষজভক্তির ঊর্দ্ধগতির পথ-বর্ণনায় দেখা যায়—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ—এই ব্যাহৃতিত্রয় অতিক্রম করিতে হইবে। নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুর গম্য মহঃ, জন, তপঃ, সত্য—এই চারি ভুবন অতিক্রম করিতে হইবে। তাহারও ঊর্দ্ধে গুণত্রয়ের সাম্যস্থান "বিরজাকে"ও অতিক্রম করিয়া বিরজার পরপারে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোককেও অতিক্রম করিতে হইবে। ব্রহ্মলোকে অধোক্ষজ-সেব্যের অবস্থান নাই ; তথায় চিন্মাত্রভাব আছে, চিদ্‌বিলাস নাই। চিদ্‌বিলাসই সেবার বস্তু।

স্বরূপের—চিদ্দেহের অনুভূতি-ফলে ভগবৎসেবায় ব্যাপৃত হইয়া যাওয়া—শরণাগতির লক্ষণ। শরণাগতজন ভগবানের ইন্দ্রিয়ের নিকট অবনত। অন্যথা সকল চেষ্টা

mental speculationএ (মানস কাল্পনিক ব্যাপারে) পর্য্যবসিত হয়। বাহিরে কিছু ভোগ বা ভোগত্যাগে প্রকৃত ভক্তি হয় না। উহা কপটতা মাত্র। ঐরূপ কপটতা-ত্যাগে ভক্তি হয়।

ন নির্ব্বিন্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগঽস্য সিদ্ধিদঃ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াং চ চ্যবতে পরমার্থতঃ।।

সর্ব্বক্ষণ অধোক্ষজসেবায় রুচিবিশিষ্ট হইতে হইবে। নিরন্তর সেবাচেষ্টার অভাবে রুচি থাকিবে না। রুচির অভাবে পুনঃ পতন।

প্রবল বিষয়িতাই জড়জগতে সাধুতা বলিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। এইরূপ কপটতায় হরিনাম হয় না।

রুচির পর 'আসক্তি'। রুচিবৃদ্ধির পরিমাণে আসক্তিপরিমাণ বৃদ্ধি। আসক্তির পরিমাণানুযায়ী 'ভাব' লাভ। শ্রদ্ধার পরিমাণানুসারে সাধু বা গুরুর সঙ্গ, সঙ্গের পরিমাণানুসারে ভজনক্রিয়া, ভজনক্রিয়ার পরিমাণানুসারে অনর্থনিবৃত্তির পরিমাণ। সদ্‌গুরুলাভ বা প্রকৃত সাধুসঙ্গই এতৎ সমস্তের একমাত্র মূল। যাহার যেমন অকপট শ্রদ্ধা বা bonafides, তাহার তেমন গুরুলাভ, সাধুসঙ্গ লাভ। অনর্থনিবৃত্তির পরিমাণানুসারে অর্থের অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমার চেষ্টা। অনর্থের অনিবৃত্তিতে নিষ্ঠার অভাব ও চাঞ্চল্য। ভগবানের সেবাচেষ্টার প্রাবল্যের পরিমাণানুসারে ভোগ ও ত্যাগের প্রবৃত্তির সঙ্কোচ। অন্যথা অনর্থের সেবাচেষ্টার বৃদ্ধি।

"লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যুযাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ।।"

ভোগী ও ত্যাগী থাকাকালে ভাবরাজ্যে প্রবেশ অসম্ভব। ভাব বা রতি না হইলে প্রেমভক্তি হইবে না। সাধনে অনাদরে সিদ্ধি অসম্ভব। সাধন না করিয়া সিদ্ধ-অভিমানে আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা হয় মাত্র।

অনর্থ থাকাকালে হরিভজনটা বৃথা সময় নষ্ট করা হয় বলিয়া বিচার হয়। সারগ্রাহী ও ভারগ্রাহী—এই দুই শ্রেণীর লোক আছে। জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর ভারবহনকারী ব্যক্তি ভারবাহী বা গর্দ্দভ। ভারবাহিগণ পরমার্থের ও ভজনের প্রয়োজন বুঝিতে পারে না। পরমার্থ ও ভজনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে হইলে সারগ্রাহিতার প্রয়োজন। সারগ্রাহিতাই ফলপ্রদ,—পরমার্থপ্রদ। সারগ্রাহী—যেমন মধুমক্ষিকা। সারগ্রাহী মধুকরবৃত্তিতে বিষয় গ্রহণ করে। সঞ্চয়বৃত্তি—গৃহস্থের বৃত্তি, ইহা মধুকরবৃত্তির বিপরীত বৃত্তি। সঞ্চয়বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া মধুকরবৃত্তিতে কুণ্ডতীরে আগমন করা কর্ত্তব্য এবং সম্ভব। মৎস্যাশী বাঙ্গালীর পক্ষে মাধুকরী অসম্ভবপ্রায়, কেন না মৎস্য ভগবানকে নিবেদন করা যায় না। ব্রজেই মাধুকরী সম্ভব, এখানে মাধুকরীলব্ধ বস্তু ভগবানকে নিবেদন করা যাইতে পারে।

শ্রীরূপ-সনাতন প্রভুগণ ব্রজে এক এক রাত্রি এক এক বৃক্ষতলে বাস ও মাধুকরী

করিতেন। বৃক্ষের ছায়া প্রভৃতির সৌখ্য না গ্রাস করিয়া ফেলে—তাঁহাদের এই বিচার। শ্রীরূপ-সনাতনের এই বৈরাগ্য আপাতদৃষ্টিতে রামানন্দ ও বিদ্যানিধির বৈরাগ্য হইতে পৃথক্ দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন এই উভয়বিধ বৈরাগ্য একই। ইহার প্রকৃত রহস্য—স্বরূপের বৃত্তির উদয়, আত্মার প্রকাশ। তখন যে কোন অবস্থায় যে কোনভাবে অবস্থান সম্ভব। তখন সকল অবস্থায় পূর্ণ ও তুল্য বৈরাগ্য।

সাম্প্রদায়িক মতবাদের বিচার-বৈশিষ্ট্য

শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—এই চারিটী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। এতদ্ভিন্ন শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধ, সনকাদি প্রভৃতির মতবাদ বা সিদ্ধান্তও বিশেষভাবে প্রচলিত। সনকাদি ঋষিগণ অদ্বৈতবাদী ছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদী হইলেও তাঁহার মতবাদ সনকাদি মতবাদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। আচার্য্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদী হইলেও সনকাদির ন্যায় নির্ব্বিশেষবাদী নহেন। তিনি বিবর্ত্তবাদী বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদী। বুদ্ধদেব নাস্তিক ও শূন্যবাদী ছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর বেদ ও আস্তিক্যবাদ স্বীকার করিলেও সিদ্ধান্ততঃ বেদবিরোধী হওয়ায় তাঁহার মতবাদ মায়াবাদ বা মিথ্যাবাদ। ইহা শঙ্কর পার্ব্বতীকে নিজমুখে বলিয়াছেন,—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা।।

অর্থাৎ তিনি অসৎ বা মিথ্যা এবং প্রচ্ছন্নভাবে বুদ্ধের শূন্যবাদ প্রচার করিয়াছেন। বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্রহ্ম বা ঈশ্বর তাহাদ্বারা প্রকাশিত হয় নাই। সনকাদি ঋষিগণ অদ্বৈতবাদী হইলেও পরিশেষে ভগবান্ বিষ্ণুকে উপাস্যতত্ত্বরূপে জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের অদ্বৈতবাদে প্রকৃত ব্রহ্মবাদ বা ঈশ্বরবাদ অন্তর্নিহিত ছিল। তাহা কখনও আচার্য্য শঙ্করের প্রচ্ছন্ন শূন্যরূপ মিথ্যাবাদ এবং বিবর্ত্তবাদ নহে। সনকাদি ঋষিগণ বৈকুণ্ঠে উপাস্য বিষ্ণুতত্ত্বের মহিমার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। নির্ব্বিশেষবাদী কখনই এরূপ গতি লাভ করেন না। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—আচার্য্য শঙ্করের বিবর্ত্তবাদ যথার্থ নহে।

তাঁহার মতে ব্রহ্মই সত্য এবং জগৎ মিথ্যা। কিন্তু প্রকৃত বিচারে জগৎ মিথ্যা অর্থাৎ বিনশ্বর হইলেও তাহার তাৎকালিক সত্যতা বর্ত্তমান। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর তাহাকে আত্যন্তিক মিথ্যা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু; তাঁহাকে জীব এবং জগৎ বলিয়া ধারণা হইলে বিবর্ত্ত হইয়া থাকে। পরন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় দেহে আত্মবুদ্ধি করাকেই বিবর্ত্ত বলে। "অতত্ত্বতো অন্যথা বুদ্ধির্বিবর্ত্তেত্যুদাহৃত।" জগৎ আত্যন্তিক মিথ্যা বা আদৌ অস্তিত্বশূন্য—তাহা নহে। ইহা সৃষ্টি, বিদ্যমানতা ও পরিণতি-ধর্ম্মযুক্ত।

অতঃপর শ্রী-ব্রহ্মাদি চারিটী সম্প্রদায়ের মতবাদ ও সিদ্ধান্তের আলোচনায় দৃষ্ট হয় যে—এই চারিটী সম্প্রদায়ই বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্বের উপাসক। কলিকালে জগৎকে পবিত্র করিতে তাঁহাদের উদ্ভব। ইঁহাদের মত বা সিদ্ধান্তই জগৎকে পবিত্রতা প্রদান করে।

"সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ।।
রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ।।"

শ্রীলক্ষ্মীদেবী তাঁহার মত ও তত্ত্বসিদ্ধান্ত রামানুজকে, ব্রহ্মা মধ্বাচার্য্যকে, রুদ্রদেব শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে এবং চতুঃসন নিম্বাদিত্যকে যথাক্রমে আচার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। এই চারিটী সম্প্রদায়ই বিষ্ণুর উপাসক হইলেও তাঁহাদের মত ও সিদ্ধান্তে ভিন্নতা কি-প্রকারে বর্ত্তমান তাহাই আমাদের বিচার্য্য বিষয়।

শ্রীরামানুজের মতকে **"*বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ*"** বলে। অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ব্বিশেষ নহে, তাহাতে বিশেষতা বর্ত্তমান। ব্রহ্মের বিশেষত্ব শ্রীরামানুজ স্বীকার করিলেও তাহা স্পষ্টভাবে তাঁহার সিদ্ধান্তে প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার মতে ব্রহ্মই চিৎ ও অচিৎ জগদ্রূপে প্রকটিত। ইহাতে ব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হইলেও শক্তিপরিণামবাদ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় নাই। গীতার ১৫।৭ শ্লোকে যেরূপ "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"—বাক্যের উল্লেখ, ইহাও তদ্রূপ উক্তি। পরন্তু অংশ বাক্যের দ্বারা বস্তু ও বস্তুশক্তির অংশ উভয়কেই বুঝায়। ৭।৪-৫ শ্লোকদ্বয়ে তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ থাকায় মমৈবাংশো শ্লোকে তাহা স্পষ্টভাবে উক্ত হয় নাই বুঝিতে হইবে। ৭।৪-৫ শ্লোকদ্বয়ে জীব ও জড় জগৎদ্বয় ব্রহ্মের শক্তি হইতে উৎপন্ন স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।। (গীতা ৭।৪-৫)

রামানুজমতে ব্রহ্ম বিভু, সর্ব্বজ্ঞ এবং জীব অণু ও অল্পজ্ঞ প্রকাশ পাইলেও জীবকে শক্তির অংশরূপে স্পষ্ট উক্তি নাই। ইহাতে স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ তত্ত্বের জটিলতা নিরাকৃত হয় নাই।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শ্রীব্যাসদেবের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাহার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন—এইরূপ প্রচার আছে। শ্রীমধ্বমতে ব্রহ্ম দ্বয়হীন নহেন। তাহা দ্বয়যুক্ত অর্থাৎ তাহাতে ভেদ নিত্য বর্ত্তমান। ইহা জ্ঞাপনার্থ তিনি তাঁহার দুই অঙ্গুলি উত্তোলন করত স্বীয় বিগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই ভেদ সর্ব্বত্র বর্ত্তমান বলিয়াছেন। ভেদহীন কেবলমাত্র একবস্তু তিনি স্বীকার করেন নাই। ঈশ্বরে ও জীবে স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র দ্বিবিধ ভেদ বর্ত্তমান। এই ভেদদ্বয় সর্ব্বত্রই বিদ্যমান—তাহাই পঞ্চপ্রকার বলিয়াছেন, যথা—ঈশ্বরে জীবে, ঈশ্বরে জড়ে, জীবে জীবে, জীবে জড়ে এবং জড়ে জড়ে—এই পঞ্চভেদ বা দ্বৈতভাব নিত্য, সত্য এবং অনাদি। তাহা মায়ার অন্তর্গত ব্যাপার নহে। এই চিদ্বৈভব বা জীববৈভব মায়িক কালমধ্যে প্রকাশিত হয় নাই। ইহা মায়াতীত নিত্যকালেও নিত্য বর্ত্তমান। এই ভেদযুক্ত অবস্থা অন্য আচার্য্যগণকর্ত্তৃক বিশেষভাবে বর্ণিত হয় নাই।

মধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ কর্ম্ম ও জ্ঞানসাধ্য ভুক্তি ও মুক্তিকে গর্হণ করিয়া তাঁহাদের সম্প্রদায়ে ঈশ্বর বিগ্রহকে ও সত্যজ্ঞানকে সমাদর করিয়াছেন। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রহ্ম-মধ্ব-সম্প্রদায়ী বলিয়া পরিচয় প্রদানে কুণ্ঠা করেন নাই বলিয়া মনে হয়। ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে।—

প্রভু কহে,—শাস্ত্রে কহে শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণপ্রেমসেবা-ফলের 'পরম-সাধন'।।
শ্রবণ-কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় 'প্রেমা'।
সেই পঞ্চম পুরুষার্থ—পুরুষার্থের সীমা।।
কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ, সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে।।
পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি' 'মুক্তি' দেখে নরকের সম।।
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।। (ভাঃ ৩।২৯।১৩)
মুক্তি, কর্ম্ম—দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ' তুমি 'সাধ্য', 'সাধন'।।
প্রভু কহে,—কর্ম্মী, জ্ঞানী,—দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন।।
সবে একগুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।
সত্যবিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহ নিশ্চয়ে।।

অন্যত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে—

'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
তিনে 'ভেদ' নাই, তিন—'চিদানন্দ-রূপ'।।

মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াও তাঁহাদের কুসিদ্ধান্ত খণ্ডন করাকে যাঁহারা দোষাবহ বলিয়া ধারণা করেন, তাঁহারা মায়াবিমোহিত। কারণ মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্। তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পরাৎপর তত্ত্ব। তিনি কখনও সাধক জীব নহেন। তাঁহার প্রতিও সাধকজীবের কর্ত্তব্য কখনই আরোপিত হইতে পারে না।

এক্ষণে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতবাদ আলোচিত হইতেছে।—তাঁহার মতবাদের নাম—***শুদ্ধাদ্বৈতবাদ***। অর্থাৎ তত্ত্ববস্তুকে শুদ্ধ ও অদ্বৈত বলিয়া বিচারিত হইয়াছে। ঈশ্বর মায়াকর্ত্তৃক অভিভূত হন না এবং তাঁহার বিগ্রহও মায়িক নহে। তাহা বিশুদ্ধসত্ত্ব ও সচ্চিদানন্দময় এবং ধামস্থ সেবকগণও মায়াতীত চিদানন্দময় বিগ্রহবিশিষ্ট। জীব, জগৎ ও মায়াশক্তি তাঁহার আশ্রিত তত্ত্ব। জীব তাঁহার মায়াশক্তিদ্বারা অভিভূতযোগ্য এবং তাঁহার শরণাগতিদ্বারা মায়ামুক্ত হইয়া চিন্ময় দেহ লাভ করিতে সক্ষম হয়।

আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্যের মতবাদকে ***ভেদাভেদবাদ*** বলে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত ভেদাভেদ হইলেও তাহা অচিন্ত্য-পদের দ্বারা বিশেষিত। শ্রীনিম্বাদিত্যের ভেদাভেদ অচিন্ত্য

নহে, তাহা বস্তুনিষ্ঠ ও স্বভাবসিদ্ধ অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীব জগৎমধ্যে ভেদ ও অভেদ সমভাবে সত্য, নিত্য, অবিরুদ্ধ স্বাভাবিক। ব্রহ্ম যাবতীয় চিদ্‌গুণবিশিষ্ট এবং অনন্ত ধর্ম্মযুক্ত, জীব চিৎকণস্বরূপে চিৎবস্তু হইলেও অনন্তত্ব শক্তিতে ভিন্ন। জীব মায়াগ্রস্ত হয়, ব্রহ্ম মায়াগ্রস্ত হন না। জীব ক্ষুদ্রগুণসম্পন্ন, ব্রহ্ম অনন্তধর্ম্মবিশিষ্ট। সুতরাং এইপ্রকার ভেদ বুদ্ধিগম্য অচিন্ত্য নহে, মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত বুদ্ধিগম্য নহে, অচিন্ত্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তের নাম *অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব*। ইহা বেদ, উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র, পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রের সত্যতা-প্রকাশক।। ব্রহ্ম অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব হইয়াও শ্রীকৃষ্ণরূপে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, তাঁহার প্রাভব ও বৈভববিলাসরূপে স্বাংশ ও অংশ অবতারগণের প্রকাশ। তাঁহারই চিচ্ছক্তি হইতে অনন্ত চিজ্জগৎ ও চিদ্বিলাস নিত্য বর্ত্তমান। সন্ধিনী শক্তি হইতে অংশ ও লীলাপার্ষদের প্রাকট্য, জীবশক্তি হইতে নিত্যমুক্ত, সাধনমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ জীবের প্রকাশ। জীব অণু হইলেও তাঁহার স্বরূপ নিত্য, জড়জগৎ বা জড়বিলাস তদ্রূপ নিত্য নহে। ইহা তাৎকালিক সত্য হইলেও নিত্যসত্য নহে। ইহা তাঁহার মায়াশক্তি হইতে প্রাদুর্ভূত ও পরিণত হইয়া থাকে। জীব চিদ্বস্তু হইলেও অণুত্ববিধায় মায়াবশযোগ্য, ঈশ্বর বিভুত্ব হেতু মায়াধীশ।

'মায়াধীশ', 'মায়াবশ'—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।।

ঈশ্বরের সেবাই পঞ্চম পুরুষার্থ চতুর্ব্বর্গকে ধিক্কার করিয়া বিরাজিত। এই রসবৈচিত্র্যের সীমাই ব্রজের মধুর লীলা। পারকীয়া রসেই তাহার পূর্ণবিকাশ। শ্রীমতী রাধারাণীতেই তাহার সীমা। রাধিকা সর্ব্বাধিকা বাক্যে নিত্যসত্য এই প্রেমনির্যাস আস্বাদন করাই কৃষ্ণতত্ত্বের পরিশিষ্টস্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। এই স্বরূপের দ্বারাই অনর্পিতচর উন্নত উজ্জ্বলরস-সৌন্দর্য্য জগতে প্রকটিত ও বিস্তরিত। এইরূপ বৈশিষ্ট্য অন্য কোন সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক সাধিত হয় নাই, তজ্জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত সর্ব্বোত্তম ও আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

ভ্রম-সংশোধন

সংখ্যা	পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১ম	২৯	১৮	সম্প্রদারে	সম্প্রদায়ে
২য়	৭১	২৪	হুঙ্কার	ওঁকার
”	৭২	১৩	সাক্ষাৎ	সাক্ষাৎ-পরোক্ষ
”	”	১৫	speach	speech
৩য়	১১৬	৪	Detective	Deductive
৩য়	১১৬	৪	Intective	Inductive
৪র্থ	১৫১	১০	নিস্বাদিত্য চতুঃসন	নিস্বাদিত্যং চতুঃসনঃ
”	”	১৯	কখনএ	কখনও
”	”	৩১	নিত্যত্ব	নিত্য

জীবন্মৃত কে?

এই সংসার বিস্তীর্ণ কানন-সদৃশ। একমাত্র জড়ীয় তৃষ্ণাই এই কাননের সুদীর্ঘ বিষলতা, জরা-মরণাদি তাহার প্রস্ফুটিত কুসুম এবং বিবিধ উৎপাতপরম্পরা তাহার ফল। মৃতশরীর যদ্রূপ কুক্কুরের ভক্ষ, তদ্রূপ মায়াবদ্ধ জীবও নিষ্ঠুরা তৃষ্ণাভার্য্যার অনুগামী চিত্তকর্ত্তৃক নিরন্তর জড়তাপ্রাপ্ত ও ভুক্ত হইতেছে। নিত্যোন্মাদপরায়ণা বিলাসশালিনী বিষয়তৃষ্ণা মানবের আধি, ব্যাধি, জরা ও মরণ প্রভৃতির পেটিকা পেটরা। বিষয়ভোগ কেবল নিরন্তর দুঃখপ্রদ দুর্ভাগ্য বিশেষ। পর্ব্বতস্থ বৃক্ষ যেমন বায়ুর দ্বারা আহত হইয়া জীর্ণ-শীর্ণ হয়, সেইরূপ বিবেকবিধুর লোকও পুনঃ পুনঃ সেই সেই নিতান্ত তুচ্ছ ও অসার ভোগে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জরা-মরণাদির দ্বারা জর্জ্জরিত হইতেছে। বনমধ্যে মৃগগণের গর্ত্তে নিপতিতের ন্যায় মায়াবদ্ধ জীবসমূহ এই সংসারকূপে নিমগ্ন রহিয়াছে। এই সংসারের প্রতি প্রভুত্ব করিবার বাসনায় ভোগী হইবার চেষ্টা—নিতান্ত নির্ব্বোধের বিচার। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্ব্বকারণকারণ কৃষ্ণের সেবাই আমাদের নিত্যধন ও পরমকল্যাণপ্রদ। কৃষ্ণসেবায় রুচিহীন অনন্ত দুর্দ্দৈবগ্রস্ত জীব মায়ারচিত সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইয়া মরে। অজ্ঞানতা সেই বদ্ধজীবকে পাপপুণ্যের তরঙ্গে ভাসাইয়া লইয়া অবশেষে অতল ভব-জলধিতে ডুবাইয়া দিয়া কেবল জন্ম-মরণ যন্ত্রণা ভোগ করায়। শ্রীকৃষ্ণসেবাবিমুখ হইয়া সহস্র কল্পকাল বাঁচিয়া থাকিয়া কি লাভ? বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত রহিয়াছে,—

জীবিতং বিষ্ণুভক্তস্য বরং পঞ্চ দিনানি চ।
ন তু কল্প-সহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে।।

"বিষ্ণুভক্ত ইহসংসারে বরং পাঁচদিন জীবিত থাকিলেও মঙ্গল, তথাপি যিনি শ্রীকেশবের প্রতি ভক্তিহীন, সেই ব্যক্তি সহস্র কল্পকালও যদি ইহজগতে জীবিত থাকে, তবে জগতের কোন মঙ্গল না হইয়া অমঙ্গলই হয়।"

জীব যে মুহূর্ত্তে তাহার নিত্যসেব্য পরমকারণ-চেতন প্রভুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে না জানিয়া তাঁহার প্রতি বিমুখ ও তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া দ্বিতীয় বস্তু মায়ার প্রতি অভিনিবিষ্ট হইল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার বুদ্ধিবিপর্য্যয়হেতু সে নিসর্গতঃ শ্বসঞ্জব বা জীবন্মৃত অর্থাৎ ভোক্তৃ অভিমান-ফলে অচেতনের সেবক হইয়া মৃত শব বা জড়বৎ হইয়া পড়িয়াছে। হরিভজনহীন জীবন বৃথা। দেবদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া মানুষ যদি হরিভজন হইতে বিরত থাকিয়া পশুর ন্যায় আহার-বিহারেই ব্যস্ত থাকে, তবে তাহার জীবন বৃথাই চলিয়া গেল, মনুষ্যজন্ম পাইয়াও কোন লাভ হইল না। জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা জীবের সুখলাভের যে চেষ্টা, তাহার পরিণতি—মৃত্যুই। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"যে ভগবৎসেবা করে না, সেই জীবন্মৃত।" চেতনধর্ম্মবিশিষ্ট ভক্তিযুক্ত সজ্জনগণই ভগবান্ শ্রীহরির উপাসনা করেন। যেখানে চেতনের ধর্ম্ম বা ক্রিয়া (ভগবৎসেবা) লক্ষিত হয় না, তাহাকেই অচেতন ধর্ম্ম বলা হয়। **ভক্তিহীন ব্যক্তিই অচেতন, জড়প্রায়, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীব্রুব।** অচেতন অর্থাৎ জড়বস্তু initiative লইতে অক্ষম। তাহার জ্ঞানশক্তি (Knowing), ইচ্ছাশক্তি (Willing) এবং অনুভবশক্তি (Feeling) নাই। ভগবৎসেবার বিচার না থাকিলে মায়া আসিয়া মানুষকে গ্রাস করিবে, ফলে সে অচেতন হইয়া পড়িবে। এতৎপ্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ উপদেশামৃতের মধ্যে বলিয়াছেন,—"জীব ভগবৎসেবক। ভগবৎসেবাই তাহার ধর্ম্ম। **সেবাই চেতনের উদ্বুদ্ধ অবস্থা বা জীবিতাবস্থা। ভগবৎসেবাকারীই জীবিত, সেবাবিমুখ ব্যক্তি মৃত।** গুরু-বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত কাহারও অন্য কোন কৃত্য নাই। জীব গুরু-কৃষ্ণের দাস। যথেচ্ছাচারিতায় জীবনের সদ্ব্যবহার পাওয়া যায় না—জীবন্মৃত অবস্থামাত্র লাভ হয়। কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত, মরিয়া যাওয়ার জন্যই অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি, সত্যকথায় অমনোযোগিতা। **বাস্তববস্তুর অনুশীলনে বঞ্চিত থাকাই মৃত অবস্থা। যে কৃষ্ণাধীন না হইয়া মায়ার অধীন হইয়া আছে, সে জীবন্মৃত।** শারীরিক ও মানসিক সম্পদে সমৃদ্ধ হইবার চেষ্টা আত্মার ধর্ম্ম নয়, সেটা প্রাণহীনের বা অচেতনের কার্য্য—অজ্ঞানের কার্য্য। ভক্তিই একমাত্র সুখ, অন্যগুলি সুখের অভাব। ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই মৃত—উভয়েই দুঃখী—উভয়েই অশান্ত। নিষ্কাম ভক্তই জীবিত, সুখী ও শান্ত।"

বাশিষ্ঠ রামায়ণ হইতে পাওয়া যায়,—"বৃক্ষ ও পশুপক্ষীসকল জীবিত আছে দেখা যায়, বাস্তবিকপক্ষে তাহারা 'জীবিত' পদবাচ্য নহে। যাহার চিত্ত বা মন বাসনা বর্জ্জনপূর্ব্বক ভগবানের পাদপদ্মসেবায় রত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ জীবিত।" এই প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতে (ভাঃ ৩।২৩।৫৬) দেবহূতি বলিয়াছেন,—

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।

"ইহ সংসারে যে ব্যক্তির কর্ম্ম ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মাভিমুখী হইয়া অনুষ্ঠিত না হয়, যে ধর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি উৎপাদন না করে, আবার যে বৈরাগ্য তীর্থপদ শ্রীহরির সেবার্থ পর্য্যবসিত না হয়, সে ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত।"

জীব চিদ্বস্তু, জড়জগৎ অচিদ্বস্তু। যাহাকে ভোগ করিতে পারা যায়, তাহা জড়বস্তু। জীব নিত্যস্বরূপ ভুলিয়া গিয়া 'অচিৎ' বস্তুটী তাহার ভোগ্য, সে ভোক্তা—এইরূপ অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হয়। 'আমি বড় হইব'—এইরূপ বিচারে আচ্ছন্ন হইলে জীবের মঙ্গলের পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া যায়। যিনি হরিনাম করেন, তিনি চেতন বস্তু ; যেহেতু হরিনাম সাক্ষাৎ ভগবান্। নামই হরি, হরিই নাম। হরিনাম অচেতন পদার্থ কিংবা কল্পিত বস্তু অথবা দৃশ্য জগতের কোন বস্তু নহেন। কৃষ্ণোন্মুখতাই জীবের স্বাস্থ্য, কৃষ্ণদাস বলিয়া জানাই জীবের সুস্থাবস্থা। বর্ত্তমানে জীব দাস অভিমান ভুলিয়া ভোগী বা ত্যাগী হইয়া উঠিয়াছে। এইটা—ব্যারাম, ভবরোগীর লক্ষণ। বুদ্ধিমান ব্যক্তি অসচ্চেষ্টা বিবর্জ্জিত হইয়া ইহলোকে বিচরণ করেন। দেবযোনিও অমঙ্গলপ্রবাহ। দেবদেহও মঙ্গল নয়, কারণ মঙ্গল হইল একমাত্র ভগবদুন্মুখতা। আর ভগবদ্বিমুখতাই হইল অমঙ্গল। কৃমিদেহ ও দেবদেহ দুইটী সমান হইবে যদি তাহাতে ভগবদ্বিমুখতাই থাকে। অনাদি ভগবদ্বিমুখ জীব—এই অপরাধেই মায়া তাহাকে আক্রমণ করে। মায়া আক্রমণ করিলে তাহার আত্মচেতনা লুপ্ত হইয়া যায়। যখন আত্মজ্ঞান চলিয়া যায় অর্থাৎ বিস্মৃতি হয়, তখন তাহার ফলে বিপর্য্যয় অর্থাৎ জড়দেহে 'আমি' ও 'দৈহিক' বস্তুতে 'আমার' এই বুদ্ধি জাগ্রত হয়। চোর যদ্রূপ চুরি করাকে দোষ মনে করে না, তদ্রূপ মায়ার আসক্তিকে জীব অপরাধ মনে করে না।

প্রাকৃতরসে রুচির নামই মৃত্যু। মদমত্ত অচেতন ব্যক্তি যেরূপ কটিদেশে পরিহিত বস্ত্র আছে কিনা বুঝিতে পারে না, সেইরূপ মায়ামোহে মত্ত অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি নিজকে 'কৃষ্ণের নিত্যসেবক' বলিয়া অনুভব করিতে পারে না। ভগবানের মায়াদ্বারা বিমুগ্ধা হইয়া জীব নিত্যানন্দলাভে সর্ব্বদাই বঞ্চিত হয়।

ভীষণতম ভবরোগ মানবকে কখনও বিষধরের ন্যায় দংশন করিতেছে, কখনও তীক্ষ্ণধার অসির ন্যায় ছেদন করিতেছে, কখনও রজ্জুর ন্যায় বন্ধন করিতেছে, কখনও বা প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় দগ্ধ করিতেছে, কখনও বা অন্ধকারময়ী রজনীর ন্যায় মোহান্ধকারে নিক্ষিপ্ত করিতেছে। এই সংসারে এমন কোন দুঃখ নাই যাহা সংসারী জনগণকে ভোগ করিতে হয় না। কর্ম্মময় নদীই এই ভবসাগর। সাগরে যেমন নিরন্তর হাঙর-কুমীরের দংশন, তেমনই জীবের নিত্য বাসনার দংশন। বিষবৃক্ষ দেখিতে সুন্দর, স্বজনসংসর্গ ও বিষয়শ্রী আপাত রমণীয়। বিষবৃক্ষ যেমন কেবলমাত্রই মৃত্যুর কারণ, সেইরূপ বিষয়শ্রী ও স্বজনসংসর্গ সুখের কারণ না হইয়া দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে। বিষবৃক্ষের সংস্পর্শে নরের দাহ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি জন্মায়। বিষয়শ্রী ও স্বজনসংসর্গও দাহ-মোহাদি উৎপাদনকারী ও আত্মজ্ঞানলাভেব বিনাশের হেতু। লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ বনহস্তী যেরূপ সুখলাভে অসমর্থ, সেইরূপ মনুষ্যও এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ ধারণ করত মহামোহরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াও বিন্দুমাত্রও সুখলাভে সমর্থ হইতেছে না। জীবের আয়ু শরৎকালের মেঘের ন্যায়, তৈলশূন্য দীপের ন্যায় ও সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় লোল অর্থাৎ চপল। সুতরাং গতপ্রায় বলিলেও বলা যায়। জীবের স্থূল শরীরে বাত, পিত্ত, কফ—এই ত্রিবিধ ধাতু বর্ত্তমান। ধাতুত্রয়ের কোন একটী, দুইটী বা তিনটীর স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইলেই স্থূলশরীরে বিকার বা রোগ উৎপন্ন হয়। জীব যে পুত্র, অর্থ, খাদ্য, পানীয়, শয্যা, আত্মীয়, মর্য্যাদা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি দ্বিতীয় বস্তু লইয়া আনন্দলাভ করিবার চেষ্টা করে, তাহা তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। বিদ্যা, ধন, রূপ, যৌবন, আভিজাত্য যত কিছুরই অভিমান থাক না কেন, সব অভিমান ইহজগৎ পর্য্যন্ত, পরজগতে কোন অভিমান যাইবে না।

জীবন্মৃত দশা ঘুচাইবার জীবের একটী মাত্র পথ বর্ত্তমান, তাহা হরিপদাশ্রয়। সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণে নির্ভর করিলেই মঙ্গল, নতুবা জন্ম জন্ম দুঃখভোগ করিতেই হইবে। নিত্য সনাতন ধর্ম্মের আচরণ করিলেই মরণধর্ম্মশীল মানব অতি দুর্জ্জয় মৃত্যুকেও জয় করিতে সমর্থ হয়, অন্যথায় মৃত্যুমুখে ধাবিত হয়। জীবের ব্যাধি হইল কৃষ্ণবিমুখতা, সেইজন্য কৃষ্ণোন্মুখতাই হইল তাহার প্রকৃত চিকিৎসা। সাধুসঙ্গফলে বাস্তবদেহের সন্ধান পাওয়া যাইবে, তখন আর দেহাত্মবুদ্ধি বা প্রাকৃত অভিমান থাকিবে না—সর্ব্বনাশকর স্বসুখবাঞ্ছা চিরতরে বিদূরিত হইবে। এই মনুষ্যজন্ম ক্ষণভঙ্গুর ও অতীব দুর্ল্লভ। প্রতি মুহূর্ত্তেই মানবের পরমায়ু ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। জীবনের যে সময় চলিয়া যাইতেছে, তাহা আর কোনকালে ফিরিয়া আসিবে না। কাজেই পাষণ্ডতা, অপরাধ বা বৃথা কার্য্যে সময় নষ্ট না করিয়া সকলের সবকিছু পরিত্যাগ করিয়া হরিভজনেই আত্মনিয়োগ করা উচিত। ভজনের সুসময় হারাইলে ত্রিতাপের অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধীভূত হইতে হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীমান্ রাস-রম্ভারম্ভী বংশীবট-তটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণু-স্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ।। (চৈঃ চঃ আঃ ১।১৭)

রাসরসপ্রবর্ত্তক বংশীবটতটস্থিত শ্রীমদ্ গোপীনাথ গোপীগণকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

"ওহে শ্রীনিবাস এই যমুনা নিকট।
পরম অদ্ভুত শোভাময় বংশীবট।।
বংশীবটছায়া জগতের দুঃখ হরে।
এথা গোপীনাথ সদা আনন্দে বিহরে।।
ভুবনমোহন বেশে সুচারু ভঙ্গীতে।
গোপীগণে আকর্ষয়ে বংশীর সনেতে।।" (ভক্তিরত্নাকর)

"রস"-শব্দের অর্থ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে দেখা যায়,—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে সরসো মতঃ।।" (ভঃ রঃ সিঃ দঃ ৫।১৩২)

ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া চমৎকারাতিশয়ের আধারস্বরূপ যে স্থায়িভাব শুদ্ধসত্ত্ব-পরিমার্জ্জিত উজ্জ্বল হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই 'রস' বলিয়া বিবেচিত হয়।

নাম ও নামী যদ্রূপ অভিন্ন, তদ্রূপ রস ও রসময় বা রসিকও অভিন্ন। "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" (তৈঃ উঃ ২।৭।১)। শ্রুতি বলিলেন,—ভগবান্ স্বয়ং রসস্বরূপ। তাঁহাকে লাভ করিলে জীব প্রকৃত আনন্দবিশিষ্ট হন। রসই সাক্ষাৎ রসিকশেখর কৃষ্ণ।

রস দ্বাদশ প্রকার। পাঁচটী মুখ্যরস এবং সাতটী গৌণরস। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটী মুখ্যরস, এবং হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস—এই সাতটী গৌণরস।

প্রাকৃত বা জড়রসের বিষয় ও আশ্রয় অনেক। কিন্তু অপ্রাকৃত রসের বিষয় একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ। ভগবানের অন্যান্য অবতারগণেরও রস আছে, কিন্তু কোনও অবতারে সমস্ত রস নাই অর্থাৎ উপরিউক্ত দ্বাদশটী রস নাই। কেবলমাত্র রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণেই সমূহ রস অর্থাৎ দ্বাদশটী রস বর্ত্তমান। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অখিলরসামৃতসিন্ধু বা রসিকশেখর।

রসের আশ্রয় হইতেছেন—ভক্তগণ এবং বিষয়—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই। যেমন—

শান্তরসের আশ্রয় হইতেছেন—গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু।

দাস্যরসের আশ্রয়—রক্তক, চিত্রক প্রভৃতি।

সখ্যরসের আশ্রয়—শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতি।

বাৎসল্যরসের আশ্রয়—শ্রীনন্দ মহারাজ, যশোমতী দেবী।

মধুররসের আশ্রয়—শ্রীমতী রাধারাণী ও গোপীগণ।

এবং সমস্ত রসের বিষয় হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ণরসময় তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইব। কংস কৃষ্ণ-বলরামকে আনিবার জন্য অক্রূরকে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র যখন আসিলেন তখন বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁহাকে বিভিন্ন রসের মূর্ত্তিরূপে দর্শন করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহাদের রসের উদয় হইয়াছিল। যথা,—

"মল্লানামশনির্নৃনাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।।" (ভাঃ ১০।৪৩।১৭)

মল্লগণে—রৌদ্ররস, নরগণে—অদ্ভুত অর্থাৎ বিস্ময় রস, কামিনীগণে—শৃঙ্গার রস, শ্রীদামাদি গোপগণে—সখ্যরস ও হাস্যরস, দুষ্ট রাজাগণের নিকট শাসনকর্ত্তারূপে—বীররস, শ্রীনন্দ, বসুদেবাদি গুরুবর্গের নিকট শিশুরূপে—বাৎসল্য ও করুণরস, কংসের নিকট সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে—ভয়ানক রস, অজ্ঞব্যক্তিগণের নিকট বিরাট্‌রূপে—বীভৎস রস, যোগিগণের নিকট পরব্রহ্মরূপে—শান্তরস এবং বৃষ্ণিগণের নিকট পরদেবতারূপে—দাস্যরসের বিষয় হইয়াছিলেন। সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অখিল রসস্বরূপ প্রমাণিত হইলেন।

তিনি যে রসিকশেখর অর্থাৎ সমস্ত রসের একমাত্র বিষয়, তাহার উদাহরণ অলঙ্কার কৌস্তুভেও পাওয়া যায়।—

"শৃঙ্গারী রাধিকায়াং সখিষু স করুণঃ ক্ষেড় দগ্ধেষ্বঘাহে।
বীভৎসী তস্য গর্ভে ব্রজকুলতনয়া চেল চৌর্য্যে প্রহাসী।।
বীরী দৈত্যেষু রৌদ্রী কুপতবতী তুরা সা হি হৈয়ঙ্গবান-
স্তেয়ে ভীমান্ বিচিত্রা নিজ মহসি শমী দামবন্ধে স জীয়াৎ।।"

(অলঙ্কার কৌস্তুভ)

যিনি শ্রীরাধিকার সম্বন্ধে—শৃঙ্গাররসরসিক, অঘাসুরের বিষে দগ্ধীভূত সখাগণ সম্বন্ধে—করুণরসময়, অঘাসুরের গর্ভে প্রবেশের জন্য—বীভৎস রসের বিষয়, ব্রজের কুলবালাগণের বস্ত্র হরণ করিয়া—হাস্যশালী, দৈত্যগণের সম্বন্ধে—বীররসপরায়ণ, কুপিত ইন্দ্রের সম্বন্ধে—রৌদ্ররসবিশিষ্ট, ননীচুরি করা কার্য্যে—ভীতিরসময়, নিজ মহিমা দর্শনে—অদ্ভুত রসশালী, দামবন্ধনে—শান্তরসযুক্ত সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।

সকল অবতারগণ রসিকশেখর কৃষ্ণচন্দ্রেরই বিভিন্ন প্রকাশমূর্ত্তি। তিনি ভিন্ন ভিন্ন রস ভিন্ন ভিন্ন অবতারগণকে প্রদান করিয়াছেন। যেমন,—মৎস্য অবতারে—বীভৎস রস, কূর্ম্মে—অদ্ভুত রস, বরাহদেবে—ভয়ানক রস, নৃসিংহদেবে—বৎসল রস, বামনদেবে—সখ্যরস, পরশুরামে—রৌদ্ররস, রামচন্দ্রে—করুণ রস, বলদেবে—হাস্যরস, বুদ্ধদেবে—শান্তরস এবং কল্কিতে—বীররস। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে যুগপৎ

সমস্ত রসেরই সমাহার দেখিতে পাওয়া যায়। তাই তিনি রসিকশেখর। অন্যান্য অবতারগণের ত' দূরের কথা, বাসুদেব অপেক্ষা নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণে চারিটী অধিক চমৎকারিতা দেখা যায়।—

"সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ-বিলাস।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইঁহা অধিক উল্লাস।।" (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৭৮)

মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার,　　ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক—ব্যাসের নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে,　　বর্ণিয়াছে জানাইতে,
তাহা শুনি' নাচে ভক্তগণ।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ২১।১১০)

কৃষ্ণমাধুর্য্যরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভগবত্তা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই যে রসিকশেখর তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেই বর্ণন করিয়াছেন। প্রবন্ধ বিস্তার না করিয়া মাত্র দুই একটী ভাগবতের শ্লোক কীর্ত্তন করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

"ইত্থং শরৎস্বচ্ছজলং পদ্মাকরসুগন্ধিনা।
ন্যবিশদ্বায়ুনা বাতং সগোগোপালকোঽচ্যুতঃ।।" (ভাঃ ১০।২১।১)

রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধনপূর্ব্বক শ্রীশুকদেব বলিলেন,—"হে রাজেন্দ্র! এইপ্রকার শরৎকালীন স্বচ্ছ জল ও পদ্মসমূহের সুমধুর সুগন্ধে পরিপূর্ণ বন অবলোকন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গাভী ও গোপালগণের সহিত তথায় প্রবেশ করিলেন।

শরৎকালে বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক শোভা বড়ই মনোমুগ্ধকর। আকাশ মেঘশূন্য। বসন্ত আগতপ্রায়। শুষ্ক বৃক্ষগুলি মঞ্জুরিত হইয়া উঠিয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইপ্রকার মনোরম শোভাবিশিষ্ট সুন্দর বৃন্দাবনের গহনবনে গাভী ও পশুপালগণের সহিত প্রবেশ করিলেন এবং বিচরণ করিতে করিতে বংশীধ্বনি করিলেন।

মেঘশূন্য সুন্দর বৃন্দাবন বিষয়াসক্তিশূন্য প্রেমপ্রবণ সদাপ্রসন্ন সাধুগণের চিত্তের সহিত তুলনা করা যায়। নির্ম্মল, প্রশান্তচিত্ত, তত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ সাধুগণের হৃদয়মন্দিরে ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিলেন,—

"অন্যের হৃদয়—মন,　　মোর মন—বৃন্দাবন,
'মনে' 'বনে' এক করি' জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়,　　করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৩।১৩৭)

যাহা হউক বৃন্দাবনের গহন বনে প্রবেশ করিয়া রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বংশীধ্বন করিলেন। এই বংশীধ্বনি যাহাদের হৃদয়কে একবার স্পর্শ করিত তাহারা বিশ্বসংসার বিস্মৃত হইয়া একমাত্র কৃষ্ণদর্শন করিবার জন্য পাগল হইয়া যাইত। এই বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্রজাঙ্গনাগণ এতই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে তাঁহারা নিজদিগকে আর স্থির রাখিতে

পারিলেন না। এমন কি, সেই কৃষ্ণরূপের স্মরণ করিয়া আর কৃষ্ণগুণগান পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না।

পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে যেমন প্রচণ্ড সূর্য্যতাপের কষ্ট সহজেই দূর হইয়া যায়, সেই প্রকার কৃষ্ণ-সম্মিলনে ব্রজসুন্দরীগণের বিরহতাপ বিদূরিত হইয়াছিল। ভক্তেরও ভগবৎ সমাগমে সেইরূপ সংসারজ্বালা নষ্ট হইয়া থাকে।

যাহা হউক শ্রীকৃষ্ণ মনোমোহনকারী বংশীধ্বনি করিলেন। ঐ বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্রজস্ত্রীগণের তৎক্ষণাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গসাধক যাবতীয় কর্ম্মের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল। কেহ গোদহন করিতেছেন, এমন সময় বংশীধ্বনি শ্রবণ করিলেন। অমনই দুগ্ধভাণ্ড সেইখানে ফেলিয়া রাখিয়া কৃষ্ণের নিকট দৌড়াইলেন। কেহ বা দুগ্ধ-কড়াই উনুনের উপর রাখিয়া দুগ্ধ জাল দিতেছেন, এমন সময় বংশীধ্বনি শুনিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহা উনুন হইতে না নামাইয়াই চলিলেন। অর্থাৎ ভগবানের প্রতি চিত্ত যখন আকৃষ্ট হইবে তখন যেন ভক্ত বিষয়কাজের কিছু বাকী আছে বলিয়া অপেক্ষা না করেন। ভগবৎপ্রেম হৃদয়ে উদিত হইলে ধন, জন, পরিজনের প্রতি কিছুমাত্র আর লক্ষ্য থাকে না। জগৎপতিকে পাইলে আর সামান্য জাগতিক অনিত্য সম্বন্ধযুক্ত দারা-পুত্র-পরিবারাদিকে যে উপেক্ষা করিতে হয়, নতুবা মঙ্গল লাভের উপায় নাই, তাহা গোপীগণই শিখাইলেন। তাঁহারা পতি, পুত্রাদি স্বজনগণকে অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতেছেন, এমন সময় কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ সব ছাড়িয়া দিয়া কৃষ্ণসকাশে দৌড়াইয়া গেলেন। তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। এমনই রসিকশেখর কৃষ্ণ।

"বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেনোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ।।

(ভাঃ ১০।২১।৫)

শ্রীকৃষ্ণ কটিতে পীতবসন, গলদেশে পঞ্চবর্ণের পুষ্পমালা, কর্ণদ্বয়ে অপূর্ব্ব কর্ণাভরণ ও শিরোদেশে ময়ূরপুচ্ছ ধারণপূর্ব্বক মনোমোহন উৎকৃষ্ট শ্রীমূর্ত্তিপ্রকাশে এবং অধর-সুধাদ্বারা বেণুর রন্ধ্রদেশ পূরণ করত যশোগানকারী গোপবৃন্দ পরিবৃত হইয়া স্বপাদলাঞ্ছিত বৃন্দারণ্যে প্রবেশ করিলেন।

প্রাণীমাত্রেরই মনোমুগ্ধকর সেই বেণুস্বর শ্রবণে ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণবিষয় বর্ণনছলে যেন শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁহারা মনে মনে আপন আপন হৃদয়ে গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

"ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ।। (ভাঃ ১০।২৯।১)

ইন্দ্রাদি দর্পহরণ প্রসঙ্গে জগৎমোহনকারী মদনের দর্পহরণরূপ শৃঙ্গার উদ্দীপক ভগবদ্ভাব বর্ণনের জন্য শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলিলেন,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শরৎকালীন বিকসিত মল্লিকা-শোভায় রজনীর অনির্ব্বচনীয় শোভা নিরীক্ষণ করিয়া যোগমায়া অবলম্বনে রমণার্থ বাসনা করিলেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর টীকায় লিখিয়াছেন,—

"শরদঃ সমাপ্তত্বাৎ তদুত্তরে বর্ষে অষ্টবর্ষবয়স্থে সত্যাশ্বিনপূর্ণিমায়াং রাসোৎসবঃ সর্ব্বলীলোৎসবমুকুটমণি স্তং বক্তুমারভতে।" অর্থাৎ শরতের সমাপ্তি হওয়ায় তৎপরবৎসর শ্রীকৃষ্ণের আট বৎসর বয়সে আশ্বিন-পূর্ণিমাতে লীলাসমূহের শীর্ষস্থানীয় অপূর্ব্ব রাসোৎসব সংঘটিত হয়। রসিকশেখর কৃষ্ণের নিত্যলীলাই রাসলীলা।

যাঁহাদের অন্তঃকরণ ভগবানে সমর্পিত তাঁহাদের জন্যই এই রাসলীলা ভজন-উপায়। এখানে মলিন চিত্তের স্থান নাই। এই রাসলীলাতে ভক্তির মর্য্যাদাই রক্ষা করা হইয়াছে। চিত্ত যে পর্য্যন্ত ভগবানে শরণাগত থাকে—তদবধিই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেই অন্তঃকরণে রমণ করেন। তিনিই একমাত্র পরমানন্দস্বরূপ রসসাগর। সেই রসিকশেখর কৃষ্ণ রাসক্রীড়ার আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন।

"রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্ব-নিকটং স্ত্রিয়ঃ।" (ভাঃ ১০।৩৩।৩)

গোপীগণের মধ্যে যাঁহারা প্রত্যেকে মনে করিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেই মাত্র আলিঙ্গন করিয়াছেন—মণ্ডলাকারে ব্যবস্থিত তাদৃশ নারীগণের প্রত্যেক দুইজনের মধ্যে একটী করিয়া কৃষ্ণমূর্ত্তিতে প্রবিষ্ট যোগেশ্বর কৃষ্ণ কণ্ঠালিঙ্গিত গোপীমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন।

রসিকশেখর কৃষ্ণ প্রেমরস বিতরণ করিতে লাগিলেন। সূর্য্য নিজমণ্ডলে অবস্থিত থাকিয়া যেমন মণ্ডলাকারে অবস্থিত অনন্তস্বচ্ছ আয়নায় নিজভাব প্রতিবিম্ব আকারে প্রদান করিয়া নিজের অনন্ত ভাবের বিকাশ করেন এবং আয়না ব্যতীত অন্য স্থানেও কিরণ প্রদান করিয়া সেই স্থান সমুজ্জ্বল করেন, সেইপ্রকার এক শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলাকোরে অবস্থিতা স্বচ্ছহৃদয় অনন্তগোপীর পার্শ্বে থাকিয়াও রাসমণ্ডল আনন্দরসে প্লাবিত করিলেন, অথবা নিজে মণ্ডলের মধ্যস্থলে স্বরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

যেমন দেহমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ জীবতত্ত্বের অস্তিত্বে চিত্ত, বুদ্ধি, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহের বৃত্তি এবং দেহের সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চৈতন্যবিশিষ্ট প্রতীত হয়, অথচ নিত্যসত্য, শুদ্ধবুদ্ধ ও মুক্তস্বরূপ আত্মা কিছুতেই লিপ্ত নহেন—সেইরূপ কৃষ্ণচন্দ্র রাসমণ্ডলের প্রত্যেক গোপীর মধ্যগত থাকিয়াও মণ্ডলের মধ্যস্থলে নির্ব্বিকারীভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেইস্থানে থাকিয়া যখন বংশীধ্বনি করিলেন, তখন সেই বংশীধ্বনিতে মণ্ডলস্থ ত্রিশতকোটি গোপী যেন শ্রীকৃষ্ণকে তিনি একাই সম্ভোগ করিতেছেন—এই ভাবিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। (এ বিষয়ে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা দ্রষ্টব্য।)

যেমন জলের কম্পনে তথায় প্রতিবিম্বিত চন্দ্রও কম্পিত বলিয়া মনে হয়, সেইপ্রকার গোপীর নৃত্যে কণ্ঠে আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণ গোপীর প্রেমরসে ভাসমান হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। গোপীগণের প্রত্যেকের পার্শ্বেই যখন এক এক কৃষ্ণ তখন দুই কৃষ্ণের মধ্যে এক গোপী এবং দুই গোপীর মধ্যে এক কৃষ্ণ—এই অপূর্ব্ব ভাব কেবলমাত্র ভক্তগণই নিজ হৃদয়ে অনুভব করিতে সমর্থ।

সকলের মধ্যস্থলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কিন্তু বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার সহিতই বিরাজ করিতেছিলেন। বৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীমতী রাধারাণী মায়াময় স্বজনসংসর্গ দূরে পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে আরাধনা করিয়া কৃষ্ণসঙ্গলাভে রাসেশ্বরী হইয়াছিলেন এবং রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রসিকশেখর হইয়াছিলেন। রসিকশেখর গাহিয়া উঠিলেন,—

"উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী করেছি সার।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী গলারি হার।।"

তাই বৃন্দাবন-বিলাসিনী শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপা হইলে তবেই রসিকশেখর কৃষ্ণচন্দ্র লভ্য হইবেন। তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায় বলিতে হইবে,—"রসের রসিক, চরণে পরশ, করিয়া মজিব রসে অনিবার।"

পরিশেষে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কীর্ত্তনটী গাহিয়া উপসংহার করিলাম।—

যশোমতী-নন্দন, ব্রজবর-নাগর,
গোকুল রঞ্জন কান।
গোপী-পরাণধন, মদন-মনোহর,
কালিয়-দমন-বিধান।।
অমল হরিনাম অমিয়-বিলাসা।
বিপিন-পুরন্দর, নবীন-নাগরবর,
বংশীবদন-সুবাসা।।
ব্রজজন-পালন, অসুরকুল-নাশন,
নন্দ-গোধন-রাখওয়ালা।
গোবিন্দ, মাধব, নবনীত-তস্কর,
সুন্দর নন্দগোপালা।।
যামুন-তটচর, গোপী-বসনহর,
রাস-রসিক কৃপাময়।
শ্রীরাধাবল্লভ, বৃন্দাবন-নটবর,
ভকতিবিনোদ আশ্রয়।।"

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীরাধার নিত্যতা

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎ পরম্‌।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্‌।। (ভাঃ ২।৯।৩২)

শ্রীভগবান্‌ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন,—"সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম ; স্থূল, সূক্ষ্ম ও এতদুভয়ের কারণভূত প্রধান বা প্রকৃতি পর্য্যন্ত আমা হইতে পৃথগ্‌রূপে অন্য কিছুই ছিল না। সৃষ্টির পরেও একমাত্র আমিই আছি এবং প্রলয়েও একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব।"

সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ভগবান্‌ ছিলেন। আর কেহই ছিলেন না, এমন কি ব্রহ্ম পর্য্যন্ত পৃথক্‌ রূপে ছিলেন না। "সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম"—এই বাক্যাংশ হইতে প্রাকৃত বুদ্ধিতে একটী প্রশ্ন জাগরিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। প্রশ্নটী হইল—সৃষ্টির পূর্ব্বে রাধারাণী ছিলেন কি না? যদি না থাকেন তবে রাধারাণীর নিত্যতা কোথায়? সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্য কিছুই যখন ভগবান্‌ হইতে পৃথগ্‌রূপে ছিল না, তখন রাধারাণীও ছিলেন না—ইহা ভাবা স্বাভাবিক। এই প্রশ্নের উত্তর আমরা অনুসন্ধান করিব।

শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ অর্থাৎ সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ।

"আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ—যারে জ্ঞান করি' মানি।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৬২)

সচ্চিদানন্দ-বস্তু শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাংশে হ্লাদিনী। চিচ্ছক্তি যখন আনন্দের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহাকে হ্লাদিনী শক্তি বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ আনন্দসম্ভোগের ইচ্ছা করিলেন লীলাবিলাসের মধ্য দিয়া। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তাঁহার হ্লাদিনী শক্তিকে প্রকাশ করিয়া মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিলেন। হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপা শ্রীরাধা। সেই কারণে হ্লাদিনীর মূর্ত্তরূপ হইলেন শ্রীরাধা।

হ্লাদিনীশক্তির স্বভাব আনন্দদিৎসা ও আনন্দলিপ্সা। 'দিৎসা'-শব্দের অর্থ দান করিবার ইচ্ছা। অপরকে আনন্দপ্রদান করিবার অভিলাষ হইল আনন্দদিৎসা। আর আনন্দলিপ্সা হইল অপরকে আনন্দ প্রদান করিয়া নিজে আনন্দ উপভোগ করা। আনন্দদিৎসার সার্থকতায় আনন্দলিপ্সার সার্থকতা। সেই কারণে রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করিয়া নিজে আনন্দ লাভ করেন। কৃষ্ণকে আনন্দ দিয়াই রাধারাণীর আনন্দ। কৃষ্ণের সুখে তিনি সুখী।

তাহা হইলে উপরিউক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, লীলাবিলাসের মধ্য দিয়া আনন্দসম্ভোগের ইচ্ছা যখন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে জাগরিত হইল, তখন হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপা শ্রীরাধা মূর্ত্তিমতী হইলেন। আনন্দদিৎসা ও আনন্দলিপ্সার সার্থকতার জন্য দ্বিতীয়ের প্রয়োজন। শ্রীরাধা সেই দ্বিতীয় মূর্ত্তি। ফলে রাধা ও কৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি প্রকাশিত হইলেন। লীলাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ই আনন্দসম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

"রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৯৮)

রাধা ও কৃষ্ণ স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন। তাঁহাদের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই।

শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ শক্তি শ্রীরাধা ও শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কোন ভেদ থাকিতে পারে না। রাধা ও কৃষ্ণ অভিন্ন বলিয়া রাধা বলিতে রাধাকৃষ্ণ, আবার কৃষ্ণ বলিতেও রাধাকৃষ্ণ বুঝায়। রাসাদি লীলারস আস্বাদনের জন্য দুই পৃথক্ বিগ্রহ—শ্রীরাধা-বিগ্রহ ও শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ। অনাদিকাল হইতে রাধা ও কৃষ্ণ নিত্য অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে পৃথক্ পৃথক্ বিগ্রহে বিরাজিত।

"এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধারূপো বভুব সঃ।
একা স্ত্রী বিষ্ণুমায়া যা পুমানেকঃ স্বয়ং বিভুঃ।
স চ স্বেচ্ছাময়ঃ শ্যামঃ সগুণো নির্গুণঃ স্বয়ম্।
তাং দৃষ্ট্বা সুন্দরীং লোলাং রতিং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ।।"

(নারদপঞ্চরাত্র)

এক ঈশ্বর প্রথমেই দ্বিধাবিভক্ত হইলেন। তাঁহার একাংশ স্ত্রীরূপে প্রকটিতা, যিনি বিষ্ণুমায়া নামে অভিহিতা। তাঁহার অপরাংশে তিনি স্বয়ং পুরুষরূপে রহিলেন। তিনি স্বেচ্ছাময় শ্যামকান্তি, সগুণ অর্থাৎ অপ্রাকৃত গুণে গুণান্বিত এবং নির্গুণ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণরহিত। সেই সুন্দরী ললনাকে দেখিয়া তাঁহার সহিত লীলা করিবার জন্য তিনি উদ্যত হইলেন।

"রাধা-কৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি'।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৫৬)

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা। পদ্মপুরাণেও আমরা দেখিতে পাই, শ্রীরাধা নারদকে বলিতেছেন,—"অহঞ্চ ললিতা দেবী রাধিকা যা চ গীয়তে।। অহঞ্চ বাসুদেবাখ্যো নিত্যং কামকলাত্মকঃ। সত্যং যোষিৎস্বরূপোঽহং যোষিচ্চাহং সনাতনী।। অহং চ ললিতাদেবী পুংরূপা কৃষ্ণ-বিগ্রহা। আবয়োরন্তরং নাস্তি সত্যং সত্যং হি নারদ।।" যাঁহাকে শ্রীরাধিকা আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে, সেই আমি অন্য এক স্বরূপে ললিতাদেবী। নিত্যই কামকলাত্মক বাসুদেব আমি ছাড়া আর কেহ নহেন। আমি সত্য সত্যই সনাতনী রমণীস্বরূপ। আবার আমিই ললিতাদেবী এবং পুরুষদেহে শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং হে নারদ, সত্য সত্যই কৃষ্ণ ও আমাতে কোন ভেদ নাই।

শ্রীকৃষ্ণ নিত্যবস্তু, সুতরাং শ্রীরাধাও নিত্যবস্তু, যেহেতু শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন তত্ত্ববস্তু। কৃষ্ণ নিত্য হইলে অভিন্নতা ও একাত্মাহেতু রাধাও নিত্যা—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের লীলা যখন নিত্য তখন তাঁহারাও দুই দেহে নিত্য।

"রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র পরমাণ।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৯৬)

রাধা পূর্ণ শক্তি আর কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদ নাই। শক্তিকে শক্তিমান্ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। রাধা শক্তি, কৃষ্ণ শক্তিমান্। শক্তিকে যদি শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ করা হয় (যাহা একেবারেই অসম্ভব) তাহা হইলে শক্তিমানের অস্তিত্ব থাকে না। শক্তিমানের পরিচয় প্রকাশক হইল শক্তি। সুতরাং শক্তিস্বরূপা রাধাকে শক্তিমান্স্বরূপ কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ করা যায় না।

"রাধা—শক্তি, কৃষ্ণ—শক্তিমান্ তত্ত্ব। 'শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ'—এই বেদান্ত-বাক্যের অর্থ এই যে, কোন বিচারে শক্তির আধার হইতে শক্তিকে পৃথক্ করা যায় না ; কিন্তু অচিন্ত্যশক্তিক্রমে রাধাকৃষ্ণ পরস্পর বিলাস-রসাস্বাদন করিতে নিত্য পৃথক্ অথচ যুগপৎ এক।"—অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—এই দুইই এক, আবার একই দুই। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ দৃষ্টিতে তাঁহারা এক। আবার আস্বাদ্য ও আস্বাদক দৃষ্টিতে তাঁহারা দুই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ একস্বরূপত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই দুই হইয়াছেন। এই দুই—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ।

লীলারস আস্বাদনে সর্ব্বশক্তির আধার ও সকল শক্তির অধিষ্ঠাত্রীদেবী শ্রীরাধা মুখ্যা শক্তি। শক্তিমান্ আছেন অথচ শক্তি নাই অর্থাৎ কৃষ্ণ আছেন অথচ রাধা নাই, এমন হইতে পারে না। শক্তিহীন শক্তিমান্ অকল্পনীয়। শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ থাকিলে শক্তি শ্রীরাধা অবশ্যই আছেন। শক্তিমান্—শ্রীকৃষ্ণ নিত্যবস্তু হইলে শক্তি—শ্রীরাধা অবশ্যই নিত্যবস্তু।

"আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ—যারে জ্ঞান করি' মানি।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৬২)

সচ্চিদানন্দ-বস্তু শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী এবং চিদংশে সম্বিৎ। হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—এই তিনটী বৃত্তির মধ্য দিয়া তিনপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তির অভিব্যক্তি ঘটে। চিচ্ছক্তির অভিব্যক্তি তিনপ্রকারে ঘটিলেও তিনটী বৃত্তির যে কোন একটী অন্য দুইটী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ নয়। যে কোন একটীর বিকাশ ঘটিলে অন্য দুইটীরও বিকাশ ঘটে। শ্রীরাধা হ্লাদিনীশক্তিস্বরূপা হইলেও সন্ধিনী ও সম্বিৎ শক্তিও তাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান। আর সেই কারণেই তিনি পূর্ণশক্তিময়ী।

যখন কোন বিশুদ্ধসত্ত্বে হ্লাদিনী, সম্বিৎ ও সন্ধিনী শক্তির যুগপৎ সমানভাবে অভিব্যক্তি ঘটে তখন ঐ বিশুদ্ধসত্ত্বকে বলা হয় মূর্ত্তি। "যুগপৎ শক্তিত্রয় প্রধানং মূর্ত্তিঃ।" (ভগবৎসন্দর্ভঃ ১০৩)। আবার "ভগবদাখ্যায়াঃ সচ্চিদানন্দমূর্ত্তেঃ প্রকাশহেতুত্বাৎ মূর্ত্তিরিত্যর্থঃ।" (ভগবৎসন্দর্ভঃ ১০৩)। ভগবদ্বিগ্রহপ্রকাশ বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি অর্থাৎ শ্রীভগবানের বিগ্রহ শুদ্ধসত্ত্বময়, যাহা শক্তিত্রয়প্রধান।

শক্তির কোন রূপ নাই, মূর্ত্তি নাই—ইহাই সাধারণ ধারণা। কিন্তু পূর্ণশক্তিময়ী শ্রীরাধার রূপ আছে, মূর্ত্তি আছে। কিরূপে ইহা সম্ভব? শক্তির অভিব্যক্তি ঘটে দুই প্রকারে। ".....তাসাং কেবলশক্তিমাত্রত্বেন অমূর্ত্তানাং ভগবদ্বিগ্রহাদ্যৈকাত্ম্যেন স্থিতিঃ তদধিষ্ঠাত্রীরূপত্বেন মূর্ত্তানাং তু তত্তদাবরণতয়েতি দ্বিরূপত্বমপি জ্ঞেয়মিতি দিক্।" ".....কেবলশক্তিমাত্ররূপে অমূর্ত্ত ভগবদ্বিগ্রহাদির সহিত একাত্মত্ব (অভেদ) রূপে স্থিত বলিয়া তদধিষ্ঠাত্রীরূপে এবং মূর্ত্ত ভগবদ্বিগ্রহাদিরও আবরণতারূপে—এই দ্বিরূপ বলিয়া জানিতে হইবে, এই দিগ্‌দর্শন।" (ভগবৎসন্দর্ভঃ ১০৩)।

অর্থাৎ শক্তি কেবল শক্তিরূপে অমূর্ত্ত। কিন্তু শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে শক্তি মূর্ত্ত। অমূর্ত্ত-শক্তি মূর্ত্ত অধিষ্ঠাত্রীরূপে বিরাজ করেন। অমূর্ত্ত-শক্তি থাকেন শক্তিমানের মধ্যে। ভগবদ্বিগ্রহাদির সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া অমূর্ত্ত-শক্তি অবস্থান করেন। মূর্ত্তরূপে শক্তি

শক্তির অধিষ্ঠাত্রী। পুনরায় মূর্ত্তশক্তি ভগবদ্বিগ্রহাদির আবরণতা অর্থাৎ ভগবৎ-পরিকরাদিরূপে অবস্থান করেন।

শ্রীরাধা হ্লাদিনীশক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ এবং 'হ্লাদিনী' শক্তিরূপে অমূর্ত্তা। কিন্তু পূর্ণতমা হ্লাদিনী শক্তি যখন মূর্ত্তরূপ ধারণ করিলেন, তখন সেই মূর্ত্তরূপ হইলেন পূর্ণতমা হ্লাদিনী শক্তির পূর্ণতমা অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীরাধা। শ্রীরাধা যেহেতু পূর্ণতমা শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সেইহেতু তিনি কেবলমাত্র হ্লাদিনী শক্তির নয়, সম্বিৎ ও সন্ধিনী শক্তিরও অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কারণ, ত্রিশক্তি পরস্পর সম্পর্কিত। তাহাছাড়া শ্রীরাধা ত্রিশক্তিসমন্বিতা না হইলে তাঁহার পূর্ণতা ব্যাহত হয় এবং তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিময়ী বলা যাইবে না।

সুতরাং মূর্ত্ত শক্তিরূপে শ্রীরাধা ত্রিশক্তি-সমন্বিতা। শ্রীরাধার অমূর্ত্ত-শক্তি শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণে নিত্য অবস্থিতা এবং শ্রীরাধা-বিগ্রহের সহিত একাত্মত্ব (অভেদ) রূপে নিত্য স্থিতা।

মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত-শক্তিরূপে শ্রীরাধা যুগপৎ নিত্যা। যদি বলা হয়, শ্রীকৃষ্ণ হ্লাদিনী শক্তিকে মূর্ত্তিমতী করিয়া নিজেই হ্লাদিনী শক্তিশূন্য হইলেন, তাহা হইলে বলিতে হয় তাহা কখনও হন না। হ্লাদিনী শক্তি অনন্ত। সেই কারণে অনন্ত হইতে অনন্ত বিয়োগ করিলেও অনন্তই অবশিষ্ট থাকে। কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি অনন্ত বলিয়া অনন্ত হ্লাদিনী শক্তিকে ঘনীভূত করিয়া রাধারূপে মূর্ত্তিমতী করিয়াও তাঁহার মধ্যে অনন্ত হ্লাদিনী শক্তি রহিয়া গেল। অতএব কৃষ্ণ হ্লাদিনী শক্তিশূন্য হইলেন না। সুতরাং হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপা শ্রীরাধা অমূর্ত্ত শক্তিরূপে শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণে নিত্য অবস্থিতা। আবার মূর্ত্তশক্তিরূপে শ্রীরাধা নিত্য শ্রীবিগ্রহ। তাহা না হইলে নিত্যলীলাকে অস্বীকার করিতে হয়। রাধাহীন নিত্যলীলা অসম্ভব। সুতরাং মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত শক্তিরূপে শ্রীরাধা যুগপৎ নিত্যা—যাহা অচিন্ত্যনীয় ও অনির্ব্বচনীয়।

লীলারস আস্বাদিতে 'আস্বাদ্য' ও 'আস্বাদক' উভয়ের প্রয়োজন। (অবশ্য আমাদের স্মরণ থাকিতে হইবে যে, লীলার ক্ষেত্রে পরিকর, ধাম, পার্ষদ এবং আরও অনেক কিছুরই প্রয়োজন।) 'আস্বাদ্য' কে? যাঁহাকে আস্বাদন করা হয় তাঁহাকে আস্বাদ্য বলা হয়। "আস্বাদক' কে? যিনি আস্বাদন করেন, তিনি আস্বাদক। তাহা হইলে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কে আস্বাদ্য, কে আস্বাদক? শ্রীরাধার উক্তিতেই ইহার উত্তর মিলিবে। "ন সো রমণ, ন হাম রমণী।"(শ্রীল রায় রামানন্দের গীত)। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে রমণ করেন অর্থাৎ কৃষ্ণ আস্বাদক আর রাধা আস্বাদ্য। আবার শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণকে রমণ করেন, অর্থাৎ রাধা আস্বাদক আর কৃষ্ণ আস্বাদ্য। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ একাধারে আস্বাদক ও আস্বাদ্য, ঠিক শ্রীরাধাও একাধারে আস্বাদক ও আস্বাদ্য।

"রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি বিলাস।
বাঞ্ছা ভরি' আস্বাদিল রসের নির্য্যাস।। (চৈঃ চঃ আঃ ৪।১১৪)

আবার—

"এই মত পূর্ব্বে কৃষ্ণ রসের সদন।
যদ্যপি করিল রস নির্য্যাস-চর্ব্বণ।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৪।১১৯)

উপরিউক্ত উভয় পয়ারে শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদকরূপে নির্দ্দেশিত। তাহা হইলে শ্রীরাধা আস্বাদ্য।

"এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৩৯)

আবার—

"সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব।" (ললিতমাধব ৮।৩২)

উপরিউক্ত উভয়ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হইতে ইহাই প্রমাণিত যে, শ্রীরাধা আস্বাদক। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদ্য।

অচিন্ত্য শক্তিক্রমে রাধাকৃষ্ণের এই 'আস্বাদক' ও 'আস্বাদ্য'-এর লীলা রসবৈচিত্রীর লীলা। লীলা নিত্যা। তাহা হইলে নিত্যলীলাকারী 'আস্বাদক' ও 'আস্বাদ্য' উভয়ই নিত্য অর্থাৎ রাধা ও কৃষ্ণ নিত্য।

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যামৃত সম্পূর্ণরূপে পান করিতে একমাত্র শ্রীরাধাই সমর্থা। কারণ তিনি মদনাখ্য-মহাভাবময়ী। অন্য পরিকরগণও মাধুর্য্যামৃত পান করেন, কিন্তু তাঁহাদের আস্বাদন আংশিক। "এই মাধুর্য্য একা রাধিকা স্বীয় আশ্রয়গত প্রেমদ্বারা আস্বাদন করেন।" (অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য)।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

"আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব স্ব-প্রেম-অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয়।। (চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৪৩)

'নি'-এর অর্থ নিয়ত। 'নি'-শব্দের উত্তর 'ত্য' প্রত্যয় যোগে 'নিত্য' শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহাতে কালের কোন ব্যবচ্ছেদ নাই তাহাই 'নিত্য'। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য নিত্য। আবার নিত্য মাধুর্য্য নিত্য নব নবায়মান। এই নিত্য নব নবায়মান নিত্য মাধুর্য্য কে পূর্ণরূপে আস্বাদন করেন এবং কেমন করিয়া? শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতেই ইহার উত্তর—"এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।" রাধিকা একাই আস্বাদন করেন। কেমন রাধিকা? 'নিত্য' শব্দটীকে যদি রাধিকার বিশেষণ রূপে গণ্য করা হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়—'নিত্যা রাধিকা' আস্বাদন করেন। 'এই প্রেমদ্বারে নিত্য' অর্থাৎ শ্রীরাধিকা তাঁহার আশ্রয়গত প্রেমদ্বারা একাই নিত্য আস্বাদন করেন।

একমাত্র নিত্যবস্তুই নিত্যবস্তুকে আস্বাদন করিতে সক্ষম। শ্রীকৃষ্ণের নিত্য নব নবায়মান নিত্য মাধুর্য্য আস্বাদন করেন নিত্যা রাধা। ইহা শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতেই প্রমাণিত।

ভাবাতীত ভাবের ভূমিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। এই লীলায় রাধা ও কৃষ্ণ পরস্পরের আরাধনা করেন। রাধা আনন্দ দান করিয়াই কৃষ্ণকে আরাধনা করেন। আবার কৃষ্ণ "দেহি পদপল্লবমুদারম্" (গীতগোবিন্দ)—এই মন্ত্রে শ্রীরাধার পদপল্লব পাইবার প্রার্থনা করেন। তাঁহাদের এই আরাধনা নিত্য। (ক্রমশঃ)

—**শ্রীভবদ্বন্ধু সরকার**, বসিরহাট

জীবের কৃত্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯২ পৃষ্ঠার পর]

বিভিন্ন শ্রুতিতে ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপের বর্ণনা আছে,—"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃহদারণ্যক ৩।৯।২৮) অর্থাৎ 'ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ।" "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" (তৈত্তিরীয় ৩।৬) অর্থাৎ 'ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলে জানলেন। "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেব আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি।" (তৈত্তিরীয় ২।৭) অর্থাৎ 'সেই পরমপুরুষই রসস্বরূপ। সেই রস আস্বাদন করে জীব আনন্দী বা সুখী হন। যদি আনন্দস্বরূপ আকাশ (পরব্রহ্ম) না থাকৃত, তবে কে-ই বা প্রাণ ধারণ করতে পারত? তিনি আনন্দিত করেন।' "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচন" (তৈত্তিরীয় ২।৪।১) অর্থাৎ 'ব্রহ্মের আনন্দকে জেনে বিদ্বান্ ভয়প্রাপ্ত হয় না।" উল্লিখিত শ্রুতিমন্ত্রে জানা যায় যে, ব্রহ্ম আনন্দময়, তিনি অপরকে আনন্দদান করেন ও নিজেও আনন্দ পান। আর সেই আনন্দের আস্বাদনকারীও আছেন। এস্থলে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের দর্শনকারীর ভেদ স্পষ্টরূপে থাকায় আস্বাদ্য, আস্বাদক ও আস্বাদনের নিত্যতা প্রতিপন্ন হয়। ব্রহ্ম যেহেতু আনন্দস্বরূপ, সেইহেতু ব্রহ্ম অবশ্যই চেতন। চেতন বস্তুতেই আনন্দ বিরাজমান থাকে। আনন্দই বাস্তব বস্তু। ব্রহ্মের আনন্দময়তা একটা গুণ। আনন্দঘন বাস্তব বস্তুটি যদি রূপবান্, ইন্দ্রিয়বান্ ও বৈচিত্রময় না হতেন, তাহলে এই বৈচিত্র্যময় জড়জগৎ আকারযুক্ত হয়ে সৃষ্টি হত না। আনন্দময়তা গুণে ব্রহ্ম সসীম হয়ে পড়েন। নির্গুণ ব্রহ্মে প্রাকৃত গুণ সম্ভব নহে। কিন্তু তাঁতে অপ্রাকৃত গুণ থাকবে না কেন? অনিত্য বস্তুকে ধরে আনন্দচর্চ্চা স্থায়ী হয় না ; নিত্য বস্তুতে আনন্দ কখনও লোপ পায় না। নিত্যানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম জগতের অন্তর্যামিরূপে রয়েছেন বলে আমরা জগতের রূপ দেখে আনন্দ পাই ও মুগ্ধ হই। ব্রহ্ম অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী ও অফুরন্ত আনন্দময় না হলে তাঁর সৃষ্টি বৈচিত্র্যে কোন ঐশ্বর্য্য ও আনন্দ প্রকাশ পেত না। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ বিশেষণে বিশেষিত হওয়ায় তিনি সবিশেষ তত্ত্ব ; আদৌ নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব হতে পারেন না। মায়াবাদী বৈদান্তিক মহাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ব্রহ্ম নিরূপণ-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু জানিয়েছিলেন,—

"ব্যাস-সূত্রের অর্থ—যৈছে সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন।।
বেদ-পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম—বৃহদ্বস্তু, ঈশ্বর-লক্ষণ।।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি' করহ ব্যাখ্যান।।
নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি' করে অপ্রাকৃত স্থাপন।।

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব।।
(হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র)

অর্থাৎ "যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে নির্ব্বিশেষ বলে কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ—ভগবানের এই দুইটী গুণই নিত্য, ইহা বিচার করলে সবিশেষ তত্ত্বই প্রবল হয়ে উঠে, কেন না, জগতে সবিশেষ তত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব অনুভূত হয় না।"

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়।।
অপাদান, করণ, অধিকরণ—কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন।।
(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৩৮-১৪৪)

শ্রুতি-প্রমাণে ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলা হয়েছে। তাই মায়াবাদীদের ব্রহ্মকে শ্রুতিসমূহের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম বলা যায় না। এতদ্‌প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য স্মরণীয়,—

"বৃহদ্বস্তু 'ব্রহ্ম' কহি—শ্রীভগবান্।
ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্যপূর্ণ, পরতত্ত্বধাম।।
স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যে তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সে-সম্বন্ধ।।
তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি'।
অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি।।"
(চৈঃ চঃ আঃ ৭।১৩৮-১৪০)

শঙ্করাচার্য্যের মতে, ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই নাই এবং রজ্জুতে সর্পভ্রম ও শুক্তিতে রজত-ভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম হওয়াই বিবর্ত্ত। রজ্জু-সর্প ও শুক্তি-রজত—এই দুই দৃষ্টান্তের সাথে ব্রহ্ম-জগৎ সম্পর্কের তুলনা যুক্তির দ্বারা গ্রাহ্য হয় না। যদি দুইটী বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকে, অথবা যদি দুইটী বস্তু সত্য না হয়, তাহলে এক বস্তুতে অপর বস্তুর ভ্রম হয় না। রজ্জু যেমন সত্য, সর্পও তেমন সত্য, এবং শুক্তি যেমন সত্য, রজতও তেমন সত্য। সর্প বলে একটা বস্তু আছে বলেই রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়। কিন্তু রজ্জুকে সর্প বলে মনে করাটা সত্য নয়,—তাহা মিথ্যা। আবার রজত বলে একটা বস্তু থাকাতেই শুক্তিতে রজত-ভ্রম হয়ে থাকে ; কিন্তু শুক্তিকে রজত বলে ধারণা করাটা সত্য হতে পারে না, তাহা মিথ্যা। অনুরূপভাবে ব্রহ্ম যেমন সত্য, জগৎও তেমন আমাদের নিকটে সত্য বলে প্রতিভাত। জগৎ আছে বলেই ত' ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম (?) হয়। জগৎ যদি না থাকত অথবা জগৎ যদি মিথ্যা হয়, তাহলে ব্রহ্মেতে জগদ্‌ভ্রম বলা সম্ভব হত কি? অতএব জগৎ মিথ্যা নয়, জগৎ সত্য। তবে ব্রহ্মকে জগৎ বলে বোধ করাটাই মিথ্যা। ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্মের শক্তিও সত্য এবং ব্রহ্মের শক্তির কার্য্যও সত্য—কোনটীই মিথ্যা নয়। ব্রহ্মের জড়া শক্তির পরিণতি জড়জগৎ ও ব্রহ্মের তটস্থা শক্তির পরিণতি জীব—উভয়ই

সত্য। যখন ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই নাই, তখন জগৎ ও জীব—উভয়ই ব্রহ্ম হয় ; সেক্ষেত্রে ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম অর্থাৎ ব্রহ্মকে জগৎ বলে ভুল করছি—এমন কথা বলা সঙ্গত হয় না। জগতের মধ্যে অবস্থান করে জগৎ নাই অথবা জগৎ ভ্রান্তিময়—একথা বলা যায় না। তবে কি ব্রহ্ম ভ্রমবশতঃ জগৎ হয়েছেন? ভ্রম কাহার হয়? বুদ্ধিমানেরই বুদ্ধিভ্রম হয়ে থাকে। চৈতন্যময় বস্তুরই বুদ্ধি থাকে। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় ও নিঃশক্তিক হলে ব্রহ্মের বুদ্ধিভ্রম-রূপ ক্রিয়া হতে পারে না। ভ্রম ত' একটা দোষ। ব্রহ্ম সত্য বস্তু ; সত্যের ভ্রম হলে অসত্য বা মিথ্যা প্রকাশিত হয়। কোন এক ব্যক্তি সর্ব্বদা সত্য কথা বলেন, কিন্তু তাঁর সত্য বলার ভুল হয়েছে বললে তিনি অসত্য বা মিথ্যা বলেছেন—ইহাই বুঝায়। এবম্বিধ অবস্থায় ঐ সদা সত্যকথা বলা ব্যক্তিটি সত্যভ্রষ্ট হয়ে মিথ্যাবাদীতে পরিণত হবেন অর্থাৎ তাঁকে লোকে মিথ্যাবাদী বলবে। অনুরূপভাবে ব্রহ্ম সত্যবস্তু হয়েও তিনি ভ্রমক্রমে মিথ্যা জগতে পরিণত হলে তাঁর ভ্রমরূপ দোষ হয়। ব্রহ্ম সত্য অর্থে ব্রহ্ম মিথ্যা-শূন্য বা ভ্রমরূপ দোষশূন্য। ব্রহ্মের ভ্রম স্বীকার করলে ব্রহ্ম সত্য—একথা বলা যায় না। ব্রহ্ম যেহেতু সত্য, সেইহেতু ব্রহ্মে ভ্রম হতে পারে না।

শঙ্করাচার্য্য বলেছেন,—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বা তত্ত্ব, জীব ও জগৎ বিবর্ত্ত বা মিথ্যা। "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—এই মায়াবাদ-বাক্য যে অসত্য ও ভ্রমাত্মক, তাহা শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ তাঁর 'মায়াবাদের আসুরিক বিচার'-প্রবন্ধে প্রমাণ করে লিখেছেন,—"গীতার ষোড়শ অধ্যায় ৮ম শ্লোকে মায়াবাদী অসুরগণের এবং নাস্তিকগণের পূর্ণস্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে ; যথা—

"অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্।।"

অর্থাৎ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,—অসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণ জগৎকে অসত্য' ও 'অনীশ্বর' বলেন ; ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা বলে কেহ নাই। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর কামজনিত সংযোগেই ইহার উৎপত্তি হয়েছে। এখন চিন্তা করে দেখুন, অদ্বৈতবাদী, মায়াবাদিগণের প্রধান সিদ্ধান্ত—'জগৎ অসত্য অর্থাৎ মিথ্যা।' যারা জগৎ মিথ্যা, অসত্য, অলীক, স্বপ্নবৎ বলবে, তারাই অসুরশ্রেণীভুক্ত। সুতরাং বেদব্যাসের বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং উক্তির দ্বারা মায়াবাদিগণ অসুর—ইহা প্রতিপন্ন হচ্ছে।" শঙ্করাচার্য্যের 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'—এই বাক্যও ভ্রমাত্মক। শাস্ত্রে "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"—এইবাক্যে 'ব্রহ্মৈব'-শব্দে ব্রহ্মতুল্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'এব'-শব্দ তুল্যার্থে সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ ভগবানের সমান ধর্ম্মপ্রাপ্তি (শ্রীশুকদেব-কথিত) জরা-মরণাদি-রাহিত্য লক্ষণ, পরন্তু স্রষ্টৃত্বাদি লক্ষণ নয় (ভাঃ ৫।১।২৭)। এক্ষণে শঙ্করাচার্য্যের বাক্যে 'জীবঃ ব্রহ্মৈব' অর্থাৎ (মুক্ত) জীব ব্রহ্মের তুল্য—এরূপ অর্থ প্রতীয়মান হয়। জীব অনর্থগ্রস্ত অবস্থায় ব্রহ্মের তুল্য হয় না। জীব কখনও ব্রহ্ম হয় না ও হতে পারে না। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ১৪।২ শ্লোকে ভগবান্ বলেছেন,—

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।।"

"এই জ্ঞানকে আশ্রয়পূর্ব্বক মুনিগণ আমার স্বারূপ্য-লক্ষণা মুক্তি প্রাপ্ত হয়ে সৃষ্টিকালে

জন্মগ্রহণ করেন না, বা প্রলয়কালেও মৃত্যুযন্ত্রণা লাভ করেন না।" ঐ শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন,—"নির্গুণ-জ্ঞানদ্বারা প্রথমে সগুণ-জগৎকে অতিক্রম করত নির্গুণ-ব্রহ্ম লাভ হয় এবং তল্লাভান্তে অপ্রাকৃত গুণসকল উদিত হয়। তাহলে সৃষ্টিসময়ে জীব আর জড়জগতে জন্মলাভ করে না এবং প্রলয়ে আত্মবিনাশরূপ ব্যথা পায় না।" বিভিন্নাংশ জীব ভগবান্ হতে ভিন্ন, তথাপি অংশী ভগবান্ হতে তার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই বলে জীব ভগবান্ হতে অভিন্ন—ইহাই 'তাদাত্ম্য'-শব্দের তাৎপর্য্য। 'সাধর্ম্ম্য'-শব্দে ভগবানের সাথে জীবের কেবলাভেদ প্রাপ্তি বা লয় প্রাপ্তি হয় না। ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম হয় না এবং জগৎকে মিথ্যা বলা যায় না। ব্রহ্ম বা ভগবান্—জগৎ নন, আবার জগৎ—ব্রহ্ম নন। তবে জগতের প্রত্যেক বস্তুতে ব্রহ্ম বিরাজ করছেন। যথা,—শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা-প্রমাণ,—

"পুরুষং স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।।" (গীতা ৮।২২)

অর্থাৎ "ভূতসকল যাঁর অভ্যন্তরে অবস্থিত এবং যিনি এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন, তিনিই অন্তর্য্যামী পুরুষ। তাঁকে অনন্যা অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি-নিরপেক্ষা ঐকান্তিকী ভক্তির দ্বারাই লাভ করা যায়।"

ব্রহ্মকে জগৎরূপে কে-ই বা দর্শন করে? যদি জীবকে তাঁর দ্রষ্টা বা দর্শনকারী বলা হয়, তবে সেই জীবের পরিচয় কি? যদি বলা হয় ব্রহ্মই জীব হয়েছেন অর্থাৎ ব্রহ্মে জীব-ভ্রমরূপ বিবর্ত্ত হয়েছে, তবে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে, এই ভ্রান্তি বা বিবর্ত্ত উৎপাদন করে কে? নিষ্ক্রিয় ও নিঃশক্তিক ব্রহ্মের বিবর্ত্ত উৎপাদন করার শক্তি থাকা সম্ভব নয়। তবে কি মায়াই ভ্রান্তি বা বিবর্ত্ত উৎপাদন করে? ব্রহ্ম যদি মায়াগ্রস্ত হয়ে জীব হন, তাহলে ব্রহ্ম ত' বিকারী হয়ে পড়েন। কোন সত্য বস্তু অন্যরূপ ধারণ করলে তাকে বিকার বা পরিণাম বলে। ব্রহ্ম-পরিণামবাদে ব্রহ্ম বিকারী হন। দুগ্ধ দধিরূপে বিকৃত হলে দধিরূপের অন্যথা-বুদ্ধিকে বিকার বলে। ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক রেখে যদি পরিণামবাদকে স্বীকার করা হয়, তাহলে ব্রহ্মেরই পরিণাম হয় এবং তখন ব্রহ্ম বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ব্রহ্মের নির্ব্বিকারত্ব থাকে না। তাই শঙ্কারাচার্য্য নিঃশক্তিক ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব রক্ষার জন্য পরিণামবাদকে অস্বীকার করে বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করেন। এই বিবর্ত্তবাদের নামান্তর মায়াবাদ। ব্রহ্ম-পরিণামবাদে জগৎ ও জীব ব্রহ্মের বিকার—এইমত বিশুদ্ধ নয়। আবার ব্রহ্ম মায়াশক্তির দ্বারা জগতের ভ্রম উৎপাদন করলে তিনি মায়া-উপাধিযুক্ত সগুণ ব্রহ্ম হন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। সেই ব্রহ্মের সগুণ হওয়া এবং ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব থাকা সম্ভব নয়। তাই মায়া নির্গুণ ব্রহ্মের ভ্রম উৎপাদন করতে পারে না। ব্রহ্ম যদি মায়াগ্রস্ত হয়ে জীব হয়, তাহলে কর্ম্মফলের দণ্ডভোগক্লিষ্ট মায়াবদ্ধ জীবকে কি ব্রহ্ম বলা যাবে? ব্রহ্ম মায়াগ্রস্ত হয়ে জীব হলেও ব্রহ্মকে মায়ার বশীভূত হতে হয়। সেক্ষেত্রে মায়া ব্রহ্মেরও পরতত্ত্ব হয়। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

বিরহ-গীতি

(আজ) ভারত-ভিতরে ভারত-বাহিরে,
গৌড়ীয়ের প্রতি মঠে, লণ্ডনে, বার্লিনে
সুদূর পল্লীতে যত ভকতের ঘরে,
মহোৎসবে মত্ত সবে কিসের কারণে? ১।।

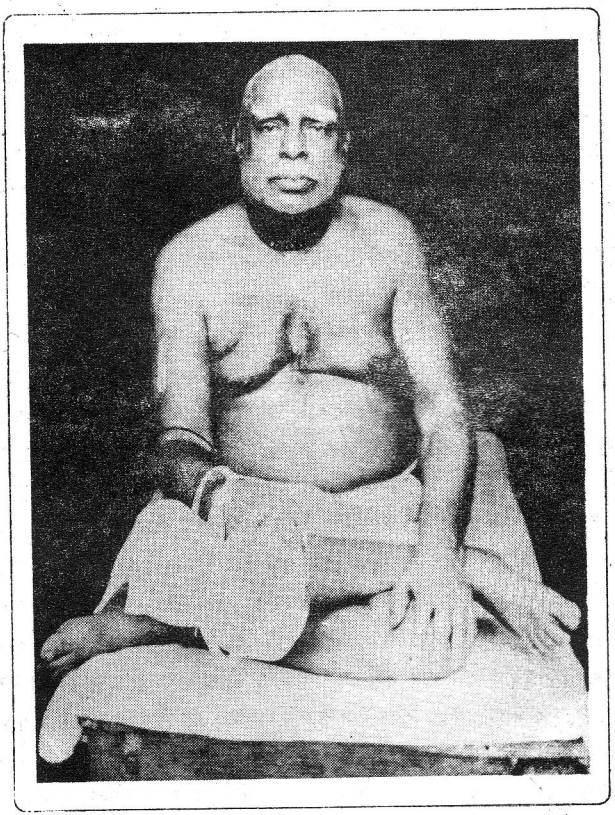

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

কার গুণগাঁথা, আর কার জয়গান,
কার অপ্রকট-তিথি করিতে সম্মান,
কার পূজা তরে এত অর্ঘ্যের সংস্থান,
কার স্মৃতি-উদ্দীপক, সুচারু নিশান? ২।।

শুদ্ধভক্তগণ আজ কাহার চরণে,
ভক্তিভরে শ্রদ্ধাঞ্জলি করিছে প্রদান,
কাহার গায়িছে যশ, আনন্দিত মনে,
মহাসমারোহ ক'রে করিছে সম্মান? ৩।।
কার উপকার স্মরি' কৃতজ্ঞ অন্তরে,
অশ্রুনীরে প্রক্ষালিছে তাঁ'র পদযুগ,
কার শুভবাণী যত, জীব-হিত-তরে,
বরিছে আনন্দ সবে, জানি' রূপানুগ? ৪।।
কারে উপমিছে অদ্বৈতের দয়া সনে,
যে আনিল গৌরাঙ্গেরে জীব-হিত-তরে,
কে এনেছে সেই পরা সরস্বতী ধনে,
গোলোক হইতে মাগি' রূপানুগবরে? ৫।।
সিদ্ধ-ভক্ত-জগন্নাথ করিয়া সহায়,
গৌর-জন্ম-ভিটা কেবা কৈল আবিষ্কার,
প্রতীচ্যেতে হরিকথা কার প্রেরণায়,
অসংখ্য বৈষ্ণব-গ্রন্থ রচিত কাহার? ৬।।
প্রদীপ্ত আলোকে কার, তমোমোহাচ্ছন্ন,
ভ্রষ্টাচারে নিপতিত, পাষণ্ডেরা সব,
সবিস্ময়ে পলাইছে হইয়া বিপন্ন,
হেরি' শুদ্ধ বৈষ্ণবের অপূর্ব্ব বৈভব? ৭।।
অভিমানদৃপ্ত যত নাস্তিকের দল,
জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীতে গর্ব্বিত দুর্জ্জন,
কৃষ্ণে উপেক্ষিত, করি সভ্যতার ছল,
কাহার কৃপা হ'ল ভকত সজ্জন? ৮।।
নামের মাহাত্ম্য আর ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব,
কলিহত জীব-প্রতি অসীম কৃপায়,
যে জানাল আপামরে, প্রকাশি' মহত্ত্ব,
তাঁহারে পূজিতে কার মন নাহি চায়? ৯।।
সকলের পূজনীয় সেই মহাজন,
জানিবার বাকী নাই তাঁহারে কাহার,

ভকতিবিনোদ তিনি গৌরপ্রেষ্ঠ জন,
মধ্যাহ্ন-ভাস্কর রহে অগোচর কবে? ১০।।
তাই আজি মোরা সবে একত্রিত হইয়া,
সভক্তি অন্তরে হেথা হ'য়ে কৃতাঞ্জলি,
গল-লগ্নীকৃতবাসে প্রণতি করিয়া,
যুগল চরণে তাঁ'র দেই পুষ্পাঞ্জলি।। ১১।।

—শ্রীসহজানন্দ দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯৮ পৃষ্ঠার পর]

আজ এই বিচার চলছে। তাঁদের সবাইকে অস্বীকার করছি। মনু, অত্রি, যাজ্ঞবল্ক্য, উষণা, অঙ্গিরা যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্তায়ন, বৃহস্পতি, ব্যাস, পরাশর, শঙ্খ, লিখিতা, দক্ষ, গৌতম, শতাতপ, বশিষ্ঠ ইত্যাদি—সমাজনীতি রক্ষা করেছেন, সমাজ কি করে চলবে সে-সব ব্যবস্থা দিয়েছেন। সে-সব মানতে পারছি না কেন আমরা? এর মূলে উচ্ছৃঙ্খলতা। এসব ভাল লাগছে না। কিভাবে সৎভাবে জীবনযাপন করতে হবে, সেগুলো বলে গেছেন তাঁরা। সেইসব নিয়ে আজ আমাদের আইন প্রণীত হয়েছে। Indian Legislature-এ যত আইন আছে, সব আইনগুলো আমাদের শাস্ত্র থেকে নেওয়া। অন্ততঃ ৮৫% আইন। এগুলো অস্বীকার করবার ক্ষমতা কারও আছে? শুধু আমাদের Indian Perliament নয়, British Perliament, German Perliament সব জায়গায় একই রকমের আইনগুলো মোটামুটি। এগুলো ঋষিগণের অবদান। সেই ঋষিদেরকে বর্ত্তমানে বলা হচ্ছে—ওঁরা আমাদের কি শিখিয়েছেন, ওঁরা আমাদের কি দিয়েছেন? এখনকার দুই পাতা ইংরেজী পড়া বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা বলছে,—আর্য্যঋষিগণ কিছু জানেন না, তাঁরা আমাদের কিছু দেন নি। আচ্ছা, আমার বাবা যদি কিছু না দেন, ঠাকুরদাদা যদি কিছু না দেন তাহলে আমরা কি করে এসব পেলাম? এখনকার ছেলেমেয়েরা সব মাতব্বর! আশ্চর্য্য লাগে, এসব কথা শুনলে কানে আঙ্গুল দিতে হয়।

মানুষ আজ এতই বিভ্রান্ত, এতই ভুলপথে পরিচালিত! ভগবান্ এদের শুভবুদ্ধি দান করুন, এদের রক্ষা করুন, এদের সুমতি দান করুন। সনাতন শাস্ত্রে সনাতন আর্য্যঋষিগণের আশীর্ব্বাদ রয়েছে, এটাকে ভুলে যাচ্ছি কেন?

বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতাই যদি আর্য্যঋষিগণের গৌরব হয়, সেই গৌরবে কি আমরা গৌরবান্বিত হতে চাই না? তাঁদের উপদেশগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করে কি আমরা তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকব, না তাঁদের ঋণ শোধ করব? আশ্চর্য্য লাগে। বলতে পারেন

আপনারা—কালপ্রভাব আছে। স্বীকার করি, হ্যাঁ, কালপ্রভাব আছে, তথাপি তার ভিতরেও ত' কিছু Percentage থাকবে। সব মানুষগুলোই নাস্তিক হয়ে যাবে? সব লোকগুলোই কি নীতি-আদর্শবর্জ্জিত হয়ে যাবে? কোন্ পর্য্যায়ে আমরা এসে গেছি ! এ বিষয়ে যদি আমাদের উপরওয়ালারা রক্ষা না করেন, তাহলে কারও রক্ষা নেই। যিনি যতই বেশী বাহাদুরি করুন না কেন, সে বাহাদুরি চলবে না, থাকবে না। নীতি-আদর্শই আমাদিগকে সংরক্ষণ করে। তাতে যদি আমরা প্রতিষ্ঠিত হই, তবেই আমাদের কল্যাণ। আর যদি তাকে জলাঞ্জলি দিয়ে দেই, তাহলে আমাদের সর্ব্বতোভাবে অপমৃত্যু। কিছু থাকবে না, সবই গণ্ডগোল হয়ে যাবে।

যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসছে, যা নিয়ে সমগ্র বিশ্ব-মনীষী চিন্তিত, ভাবিত, কই তা নিয়ে ত' আমাদের কোন চিন্তা নেই। কিন্তু বিশ্বের যাঁরা বিদ্বজ্জনবরেণ্য আছেন, সুধীসমাজ আছেন, তাঁরা কিন্তু এ বিষয়ে ভয়ানক চিন্তা-ভাবনা করছেন—কি হবে, কি হবে! যা হবার তা হবে। That can not be cured must be indured. যার প্রতিকার নেই তা অবশ্য সহ্য করতে হবে আমাদের। নাস্তিকতা দিয়ে কি করব আমরা, যদি আস্তিকভাব আমাদের অস্তিত্ব সংরক্ষণ করবার কারণ হয়? তাহলে আমরা ওটাকে পরিত্যাগ করব কেন? শান্ত-শিষ্ট হয়ে আমরা সমাজে চলব। প্রার্থনা রাখব আমরা তাঁদের কাছে,—"অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যুর্মামৃতঙ্গময়।" হে সদ্গুরো! হে ভগবান্! আমাকে সর্ব্বতোভাবে সত্যপথের সন্ধান দাও, আমি অজ্ঞানান্ধকারে পড়ে আছি। আমাকে সৎপথের সন্ধান দাও। 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'—আমি সর্ব্বতোভাবে তামসিকভাবে অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত। হে সদ্গুরো! হে ভগবান্! আমাকে জ্ঞানালোক প্রদান কর। 'মৃত্যুর্মামৃতঙ্গময়'—আমি, আমরা সর্ব্বতোভাবে মৃত্যুদশাগ্রস্ত, আমাকে অমৃতের সন্ধান দাও—এই প্রার্থনা রাখতে পারছি না কেন? কেন আমরা বৃথা অহঙ্কার, দম্ভ, দর্প, অভিমানে জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছি। আজ সমগ্র বিশ্বের কি অবস্থা! মারামারি, হানাহানি, কাটাকাটি—এই নিয়ে দুনিয়াটা চলছে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ত' আর আসতে বাকী নেই। আমরা পরমার্থ চিন্তা না করে শুধু অর্থ চিন্তা করব?

হ্যাঁ মশায়, খাওয়া, পরা, থাকা আগে দরকার। যুক্তি বলছে—খাওয়া, থাকা, পরা হয়ে গেলেই মানুষ যে সত্যনিষ্ঠ হবে, ন্যায়নিষ্ঠ হবে, ধর্ম্মজগতে প্রবেশ করবে, নীতি-আদর্শের মূল্যায়ন করবে, এমন কোন নিশ্চয়তা—Gurantee নেই। বহুতর শাস্ত্রের মধ্যে এটা বুঝানো আছে। বর্ত্তমান রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে এটা। কিন্তু সকলে চিৎকার করে—Peace, Peace, Peace—শান্তি, শান্তি, শান্তি। কিন্তু শান্তি আসবে কি করে? শান্তি যেভাবে আসা উচিত, তা ত' কিছু করছি না আমরা। সুতরাং আমরা অশান্ত। মুখে বললে ত' আর হবে না। আগে খাওয়া, পরা, থাকার ব্যবস্থা হোক—এ কথা বললে কি মানে হয়? খাওয়া, থাকা, পরার যদি কিছু ব্যবস্থা হয়, যা আমাদের দেশে সঠিক হচ্ছে না। সব দেশে ভুখা মিছিল আছে—আমেরিকায় আছে, রাশিয়ায়ও আছে। যে দেশ যতটা পরিমাণে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত হয়ে খাওয়া-পরা-থাকার ব্যবস্থা

করেছেন, সে দেশে শান্তি আছে কি? তারা কেন চিৎকার করছে শান্তি শান্তি বলে? তাহলে মানুষ খাওয়া, পরা, থাকা পেলেই যে ভগবদ্ভজন করবে, ন্যায়-নীতি-আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন কোন Gurantee নেই। শাস্ত্রে বলে দিচ্ছেন, বুঝিয়ে দিচ্ছেন এটা।

যাঁরা নীতি-আদর্শ পালন করবেন, তাঁদের ঐ কথা নয়। তাঁরা 'যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট'—এই কথাই বলা আছে, বুঝানো আছে। তাঁদের কোন Hankering নাই। Hankering নিয়ে থাকেন না তাঁরা। সাধন-ভজনপরায়ণ ব্যক্তি যাঁরা, তাঁরা কখনও নির্ব্বিশেষ মতবাদ, নাস্তিক্য মতবাদ নিয়ে চলেন না। এই ভোগবাদী দুনিয়া আজ সব শেষ করে দিচ্ছে। কিছুতেই এদের অভাব মিটছে না। আশ্চর্য্য ব্যাপার! শাস্ত্র যুক্তি দিয়ে বলছেন,—

"যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তম্।"—পৃথিবীতে যত ভোগ্যসামগ্রী আছে, যত সোনাদানা আছে, সব যদি একটা লোককে দেওয়া যায়, তথাপিও তাকে খুশী করা যায় না। সেখানে মানুষ কি চিন্তা-ভাবনা নিয়ে বসে আছে? খাদ্যের নিশ্চয় দরকার আছে। সমাজে বাঁচতে গেলে কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রয়োজন আছে আমার—কিছু খাওয়ার প্রয়োজন আছে আমার। আবার লজ্জা-নিবারণের জন্য একচেলি কাপড়েরও প্রয়োজন আছে। মাথা গুঁজবার জন্য একটা কুটিরের প্রয়োজন আছে। কে না বোঝে এটা? সবাই বোঝে এটা। কিন্তু শিক্ষাটা হচ্ছে আমাদের—'যদৃচ্ছা লাভসন্তুষ্ট।" যথালাভে সন্তোষ—একথা বুঝানো আছে। এটা আমরা চিন্তা করছি না কেন? The more you give the more you want—এই ত' কথা এসেছে আজ। সন্তুষ্টি ত' কিছুতেই হচ্ছে না এদের। তাই শাস্ত্র বলছেন এতে সন্তুষ্টি নেই, এতে সন্তুষ্ট হয় না মানুষ। সন্তুষ্টি আছে সীমিত প্রয়োজনের মধ্যে। সীমিত প্রয়োজনটাই বুঝি না আমরা, সেটা আমাদের মাথায় আসে না।

নিঃসঙ্গতা মুক্তিঃ পথং যতীনাং,
সঙ্গাদশেষাঃ প্রভবন্তি দোষাঃ।
আরূঢ়যোগোঽপি নিপাত্যতেঽধঃ
সঙ্গাদশেষাঃ প্রভবন্তি দোষাঃ।।

শাস্ত্র বলছেন,—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।।

কামনার দ্বারা কামনার পরিতৃপ্তি কখনও সম্ভব নয়। তাই নিবৃত্তিমার্গের কথা এসেছে। প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা জীব, মনুষ্যেতর প্রাণীও কামনা-বাসনা নিয়ে আছে, কিন্তু শাস্ত্র বলছেন,—'নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'। এর থেকে নিবৃত্তির যে যুক্তি, বিচার—সেটা আমাকে ঠিক সৎ ফল প্রদান করে। এটা আমরা বুঝি না কেন?

নিবৃত্তিমার্গে যাওয়ার কথা। নিবৃত্তিমার্গের অর্থ যদি হয় সাধারণ জাগতিক ত্যাগ, সেটাও নয়। প্রবৃত্তিমার্গ যেমন খারাপ, নিবৃত্তিমার্গের মধ্যেও একটা খারাপ জিনিস আছে।

নিবৃত্তিমার্গের অর্থ হবে এই—আমি ন্যায়-নীতি-আদর্শপরায়ণ হব। এই শিক্ষা হল সবথেকে বড় শিক্ষা। সেই শিক্ষাটুকু যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি তাহলে সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অমাদের দুরভিগম্য হবে না, বোধগম্য হবে—এটা আমাদের সনাতন আর্য্য-ঋষিগণের শিক্ষা। আমরা সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হব—এটাই হল বড়কথা। সাম্প্রদায়িক যে বিচারগুলো রয়েছে সৎসম্প্রদায়ে তা সকলেরই গ্রহণযোগ্য। যারা অসৎ-সম্প্রদায়ী, যারা বিভিন্ন রকম ধরণের Sect-এর কথা বলছেন, নাস্তিক্যবাদের কথা বলছেন, তাকে ত' বহুমানন করবে না জগতের লোক। ভগবান্‌ও করবেন না, ঋষিগণও করবেন না, সদ্ধর্ম্মও করবেন না। সুতরাং সেখানে আমাদের ঠিক ঠিক ভাবে সনাতন ধর্ম্মে—আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সেইসব বিচারগুলো নিয়ে চলতে হবে।

আজ এখানে যে-সকল বৈষ্ণববৃন্দ হাজির আছেন তাঁদের কৃপাপ্রার্থনা করে, আমার গুরুবর্গের কৃপাপ্রার্থনা করে, বৈষ্ণবগণের কৃপাপ্রার্থনা করে, গোস্বামিগণের কৃপাপ্রার্থনা করে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাচ্ছি। গুরু-বৈষ্ণবগণ আমাকে কৃপা করুন—যাতে এই সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব তারস্বরে আমি গুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে যতদিন বেঁচে আছি ততদিন এই কথা প্রচার করব, বলে যাব এবং নিজে এটা আচরণ করে আমি তাতে যাতে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি আপনারা সকলে আমাকে সেইরকম আশীর্ব্বাদ করে ধন্য করবেন।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

মহামন্ত্রের স্বরূপ

হে **হরে** মাধুর্য্যগুণে,　　হরি' লবে নেত্র-মনে,
মোহন মূরতি দরশাই'।
হে **কৃষ্ণ** আনন্দধাম,　　মহা আকর্ষক-ঠাম,
তুয়া বিনে দেখিতে না পাই।।
হে **হরে** ধরম হরি',　　গুরু-ভয় আদি করি',
কুলের ধরম কৈলে দূর।
হে **কৃষ্ণ** বংশীর স্বরে,　　আকর্ষিয়া আনি' বলে,
দেহ-গেহ-স্মৃতি কৈলা দূর।।
হে **কৃষ্ণ** কর্ষিতা আমি,　　কঞ্চুলি কর্ষহ তুমি,
তা' দেখি' চমক মোহে লাগে।
হে **কৃষ্ণ** বিবিধ ছলে,　　উরজ কর্ষহ বলে,
স্থির নহ অতি অনুরাগে।।

হে **হরে** আমারে হরি', লৈয়া পুষ্পতল্পোপরি,
বিলাসের লালসে কাকুতি।
হে **হরে** গোপত বস্ত্র, হরিয়া সে ক্ষণমাত্র,
ব্যক্ত কর মনের আকুতি।।
হে **হরে** বসনহর, তাহাতে যেমন কর,
অন্তরের হার মত বাঁধা।
হে **রাম** রমণ-অঙ্গ, নানা বৈদগধি রঙ্গ,
প্রকাশি' পূরহ নিজ সাধা।।
হে **হরে** হরিতে বলি, নাহি হেন কুতূহলি,
সবার সে বাক্য না রাখিলা।
হে **রাম** রমণরত, তাহে প্রকটিয়া কত,
কি রস আবেশে ভাসাইলা।।
হে **রাম** রমণশ্রেষ্ঠ, মন রমণীয় শ্রেষ্ঠ,
তুয়া সুখে আপনি না জানি।
হে **রাম** রমণ ভাগে, ভাবিতে মরমে জাগে,
সে রস মূরতি তনুখানি।।
হে **হরে** হরণ তোর, তাহার নাহিক ওর,
চেতন হরিয়া কর ভোর।
হে **হরে** আমার লক্ষ্য, হর সিংহপ্রায় দক্ষ,
তোমা বিনা কেহ নাহি মোর।
তুমি সে আমার জ্ঞান, তোমা বিনা নাহি আন,
ক্ষণেকে কলপ শত যায়।
সে তুমি অনত গিয়া, রহ উদাসীন হৈয়া,
কহ দেখি কি করি উপায়।।
ওহে নবঘনশ্যাম, কেবল রসের ধাম,
কৈছে রহঁ করি মন ঝুরে।
চৈতন্য বেলয় যায়, হেন অনুরাগ পায়,
তবে বন্ধু মিলয় অদূরে।।

—'পদকল্পতরু', ১৮৩ পর্ব্ব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫১শ বর্ষ } ২২ হৃষীকেশ, গর্ভোদশায়ী, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ
৩১ ভাদ্র, শুক্রবার, ১৪০৬, ইং ১৭/৯/৯৯ { ৭ ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্মা-কৃতং শ্রীশ্রীগর্ভোদশায়ি-স্তবঃ (১)

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে নবমেঽধ্যায়ে—১-৯)

জ্ঞাতোঽসি মেঽদ্য সুচিরান্ননু দেহভাজাং
ন জ্ঞায়তে ভগবতো গতিরিত্যবদ্যম্‌।
নান্যৎ ত্বদস্তি ভগবন্নপি যন্ন শুদ্ধং
মায়াগুণ-ব্যতিকরাদ্‌ যদুরুর্বিভাসি।। ১।।

(জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির বাসনায় উন্মুখ হইয়া আত্মকারণ পদ্ম, আত্মা, জল, বায়ু ও আকাশাদি-পঞ্চককেই সৃষ্টি-ক্রিয়ার কারণ-রূপে নিরীক্ষণ করিলেন এবং চিত্ত নিবেশপূর্ব্বক পরমপূজ্য ভগবান্‌ শ্রীগর্ভোদশায়ীর স্তব করিতে লাগিলেন,—)

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে ভগবন্‌! বহুকাল উপাসনা করিয়া অদ্য আপনাকে জানিতে পারিলাম। আহা! দেহধারি-জীবগণের কি মন্দ ভাগ্য! যেহেতু, তাহারা আপনার তত্ত্ব জানিতে পারে না। আপনিই একমাত্র জানিবার যোগ্যপুরুষ, যেহেতু আপনি ব্যতীত

কোন বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, যাহা আছে বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাও শুদ্ধ সত্য নহে। আপনি যে জগদ্রূপে বহুরূপ হইয়া প্রকাশিত হন, তাহাও আপনার বহিরঙ্গা প্রধানরূপ মায়ার গুণসমূহের পরিণাম হইতে প্রতিভাত হয় (অর্থাৎ তাহাতেও শুদ্ধত্ব নাই)।। ১।।

রূপং যদেতদববোধ-রসোদয়েন
শশ্বনিবৃত্ত-তমসঃ সদনুগ্রহায়।
আদৌ গৃহীতমবতার-শতৈক-বীজং
যন্নাভিপদ্ম-ভবনাদহমাবিরাসম্।। ২।।

হে ভগবন্! আপনা হইতে চিচ্ছক্তির নিত্যকালই আবির্ভাবহেতু প্রকৃতির সর্ব্ববিধ গুণ স্বয়ংই নিবৃত্ত হইয়াছে। উপাসকগণের প্রতি কৃপা বিস্তার করিবার জন্য গুণাবতার-গণের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই শত শত অবতারের একমাত্র মূল কারণস্বরূপ এই মূর্ত্তি ভক্তগণের অভিমুখে প্রকটিত করিয়াছেন। আপনারই নাভিপদ্ম-ভবন হইতে আমি উদ্ভূত হইয়াছি।। ২।।

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্ব-সৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি।। ৩।।

হে পরমপুরুষ! আপনার যে অনাবৃত-প্রকাশ নির্ভেদ-আনন্দমাত্র ব্রহ্ম-স্বরূপ, তাহা এই রূপ হইতে ভিন্ন বলিয়া দেখিতেছি না, কিন্তু ইহা সেই অদ্বয়-তত্ত্বেরই অসম্যক্ প্রতীতি-বিশেষ। হে আত্মন্! এই কারণেই উপাস্যের মধ্যে মুখ্য, অদ্বিতীয়, বিশ্বের সৃষ্টিবিধানকারী, সুতরাং বিশ্ব হইতে ভিন্ন এবং ভূতেন্দ্রিয়গণের কারণ, আপনার ঐ মূর্ত্তিকেই আমি আশ্রয় করিলাম।। ৩।।

তদ্বা ইদং ভুবন-মঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎ-প্রসঙ্গৈঃ।। ৪।।

হে ভুবনমঙ্গল! আমরা আপনার উপাসক। আপনি আমাদের মঙ্গল-বিধানের জন্য ধ্যানযোগে যে রূপ প্রদর্শন করাইলেন, নিরীশ্বর কুতর্কনিষ্ঠ নারকিগণ তাহার আদর করে না। আপনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত ; আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।। ৪।।

যে তু ত্বদীয় চরণাম্বুজকোষ-গন্ধং
জিঘ্রন্তি কর্ণ-বিবরৈঃ শ্রুতি বাত-নীতম্।
ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং
নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্।। ৫।।

প্রভো! যে-সকল শুদ্ধভক্ত আপনার পাদপদ্মের সৌরভ শ্রুতিরূপ গন্ধবহযোগে প্রাপ্ত হইয়া কর্ণরন্ধ্রদ্বারা আঘ্রাণ করেন অর্থাৎ আদরের সহিত আপনার কথা শ্রবণ করেন এবং প্রেমলক্ষণযুক্ত ভক্তিযোগে ভবদীয় চরণপদ্মই পরম-পুরুষার্থরূপে গ্রহণ করেন ; হে নাথ, সেইসকল নিজজনের হৃদয়কমল হইতে আপনি কখনও দূরগত হন না।। ৫।।

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণ-দেহ-সুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা-পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ।। ৬।।

'আমি ও আমার'—অনাত্মভূত অসদ্বস্তুতে যে এইরূপ অভিমান,—ইহাই ভয়-শোকাদির মূল কারণ। হে ভগবন্! যে-কাল পর্য্যন্ত লোক ভবদীয় অভয় পাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করে, সেই কাল পর্য্যন্তই তাহার অর্থ, দেহ ও আত্মীয়স্বজন-কুটুম্বাদি বন্ধুবর্গ পাছে বিনষ্ট হয় তজ্জন্য ভয়, উহাদের বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদিগকে প্রাপ্ত হইবার জন্য স্পৃহা, তদনন্তর তিরস্কার-লাভ, তথাপি উহাদের জন্য বিপুল তৃষ্ণা, পুনরায় কোনপ্রকারে প্রাপ্ত হইলে 'আমি ও আমার' এইরূপ জড়াসক্তি বিদ্যমান থাকে।। ৬।।

দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ
সর্ব্বাশুভোপশমনাদ্বিমুখেন্দ্রিয়া যে।
কুর্ব্বন্তি কাম-সুখলেশ-লবায় দীনা
লোভাভিভূত মনসোঽকুশলানি শশ্বৎ।। ৭।।

হে ভগবন্! ভবদীয় প্রসঙ্গ সর্ব্ববিধ অভদ্ররাশি বিদূরিত করিয়া থাকে। যে-সকল ব্যক্তি আপনার সর্ব্বদুঃখ-নিবর্ত্তক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হইয়া তুচ্ছ কামসুখের আশায় লোভাভিভূত হৃদয়ে নিরন্তর অমঙ্গলজনক কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহারা দৈবকর্ত্তৃক হতবুদ্ধি ও দুর্ভাগ্য।। ৭।।

ক্ষুত্তৃট্-ত্রিধাতুভিরিমা মুহুরর্দ্দ্যমানাঃ
শীতোষ্ণ-বাত-বরষৈরিতরেতরাচ্চ।
কামাগ্নিনাচ্যুতরুষা চ সুদুর্ভরেণ
সম্পশ্যতো মন উরুক্রম সীদতে মে।। ৮।।

আহা! (ঐ হরিকথাবিমুখ) জীবগণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, শীতোষ্ণ, বাত-বর্ষাদ্বারা পরস্পর মুহুর্মুহুঃ ক্লিষ্ট হয়, সুদুঃসহ কামাগ্নি ও অবিচ্ছিন্ন ক্রোধভরে দুঃখ পাইতে থাকে। হে উরুক্রম! ইহাদিগের এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া আমার মন অবসন্ন হইতেছে।। ৮।।

যাবৎ পৃথক্ত্বমিদমাত্মন ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াবলং ভগবতো জন ঈশ পশ্যেৎ।

তাবন্ন সংসৃতিরসৌ প্রতিসংক্রমেৎ
ব্যর্থাপি দুঃখনিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা।। ৯।।

হে ঈশ! বদ্ধ লোকসকল যে-কাল পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়ফল-প্রদাত্রী মায়াদ্বারা বর্দ্ধিত এই দেহাদি ভাবকে আপনার নিকট হইতে পৃথক্ বলিয়া উপলব্ধি করে না, সেইকাল পর্য্যন্ত অনিত্য দুঃখসমূহের প্রাপক কর্ম্মফল-প্রসবকারী এই সংসার ব্যর্থ হইলেও তাহা হইতে উপরত হইতে পারে না।। ৯।।

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০৭ পৃষ্ঠার পর]

১২। ভারতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অবনতির কারণ কি?

"ঘটনাক্রমে আপাততঃ কেবল জন্মদ্বারা বর্ণ নির্ণীত হওয়ায় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অপদস্থ হইয়াছে।"

—'মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম', সঃ তোঃ ২।৭

১৩। পরমার্থ কি বর্ণধর্ম্মসাপেক্ষ?

"সাংসারিক ব্যবহার-নির্ব্বাহের জন্য বর্ণধর্ম্ম বা জাতিধর্ম্ম চলিতেছে ; তাহাতে পরমার্থ-ধর্ম্মের সংশ্রব নাই। **পরমার্থধর্ম্ম চিরদিনই ব্যক্তিনিষ্ঠ।**

—'বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি', সঃ তোঃ ৯।৯

১৪। ভারতীয় আর্য্যজাতির অস্তিত্ব কোন্ কারণে এখনও লুপ্ত হয় নাই?

"রোমজাতি ও গ্রীক্‌জাতি কোন সময়ে আধুনিক ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষাও বলবান্ ও বীর্য্যবান্ ছিল। তাহাদের আজকাল কি অবস্থা? তাহারা জাতিলক্ষণরহিত হইয়া অন্যান্য আধুনিক জাতির ধর্ম্ম ও লক্ষণকে স্বীকার করত ভিন্নরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে ; এমত কি, তাহারা আর নিজদেশীয় বীরপুরুষদিগের পৌরুষের অভিমান করে না। অস্মদ্দেশে আর্য্যজাতি রোম ও গ্রীক্‌জাতি অপেক্ষা কত অধিক পুরাতন হইয়াও ভারতের পূর্ব্ব বীরপুরুষদিগের ও অভিমান রাখেন। কেন? কেবল বর্ণাশ্রমবিধান বলবান্ থাকায়, তাহাদের জাতিলক্ষণ যায় নাই। ম্লেচ্ছ-হত রাণা এখনও রামচন্দ্রের বংশজাত বীর বলিয়া আপনাকে জানিয়া থাকে।"

—চৈঃ শিঃ ২।৩

১৫। ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য কি?

"কায়, বাক্ ও মনকে দণ্ড করিবার জন্য সন্ন্যাসীরা ত্রিদণ্ড ধারণ করেন, শঙ্করাচার্য্যের একদণ্ড-ধারণ-বিধি।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৫।১৪৩

১৬। বৃত্তিগত বর্ণনির্ণয়ের সার্থকতা আছে কি? বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য কি?

"মানুষের জন্ম, সংসর্গ ও শিক্ষা হইতে স্বভাবের উদয় হয়। স্বভাব-অনুসারে বর্ণ

স্বীকার না করিলে জীবনযাত্রায় কেহ চতুর হইতে পারে না। স্বভাব বহুবিধ হইলেও মূলবিভাগে চারিপ্রকার—ঈশ্বর ও বিদ্যা যাঁহাদের স্বভাবগত বিষয়, তাঁহারা ব্রাহ্মণ ; শৌর্য্য ও রাজ্যপ্রশাসন যাঁহাদের স্বাভবিক প্রবৃত্তি তাঁহারা ক্ষত্রিয় ; কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যক্রিয়া যাঁহাদের স্বভাবগত কর্ম্ম, তাঁহারা বৈশ্য এবং ত্রিবর্ণের সেবামাত্রই যাঁহাদের স্বভাব, তাঁহারা শূদ্র। নিজ নিজ বর্ণধর্ম্মে ও অবস্থাক্রমে আশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া সুন্দররূপে জীবন-নির্ব্বাহের দ্বারা বিষ্ণুকে আরাধনা করিতে করিতে মানবের নৈসর্গিক উন্নতি হয়। বিপরীত আচারে নৈসর্গিক পতন হয়। সুতরাং ধর্ম্মজীবনই মানবের সকল উৎকর্ষের মূল।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ৮।৫৮

১৭। বর্ণাশ্রম-বিধি সংরক্ষণে ভগবদবতার ব্যতীত আর কেহ সমর্থ হইতে পারেন কি?

"আমার (শ্রীকৃষ্ণের) আবির্ভাবের এইমাত্র নিয়ম,—আমি (শ্রীকৃষ্ণ) ইচ্ছাময়, আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ইচ্ছা হইলেই আমি (শ্রীকৃষ্ণ) অবতীর্ণ হই ; যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি (শ্রীকৃষ্ণ) স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবির্ভূত হই ; আমার (শ্রীকৃষ্ণের) জগদ্ব্যাপার-নির্ব্বাহক বিধিসকল অনাদি, কিন্তু কালক্রমে যখন ঐ সকল বিধি কোন অনির্দ্দেশ্য কারণবশতঃ বিগুণ হইয়া পড়ে, তখনই কালদোষক্রমে অধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে ; সেই দোষ নিবারণ করিতে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) ব্যতীত আর কেহ সমর্থ হয় না ; অতএব আমি (শ্রীকৃষ্ণ) স্বীয় চিচ্ছক্তি-সহকারে প্রপঞ্চে উদিত হইয়া ঐ ধর্ম্মগ্লানির নিবৃত্তি করি ; এই ভারতভূমিতে যে আমার (শ্রীকৃষ্ণের) উদয় দেখিতে পাও, তাহা নয় ; আমি (শ্রীকৃষ্ণ) দেব-তির্য্যগাদি সমস্ত রাজ্যেই আবশ্যকমত ইচ্ছাপূর্ব্বক উদিত হই ; অতএব ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজদিগের রাজ্যে যে উদিত হই না, তাহা মনে করিও না ; সেইসকল শোচ্য পুরুষগণ যতটুকু ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে, তাহার গ্লানি হইলেও তাহাদের মধ্যে শক্ত্যাবেশ-অবতাররূপে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) তাহাদের ধর্ম্ম রক্ষা করি ; কিন্তু ভারতভূমিতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপে সাম্বন্ধিক স্বধর্ম্ম সুষ্ঠু আচরিত হয় বলিয়াই এতদ্দেশবাসী আমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রজাসকলের ধর্ম্মসংস্থাপন-করণার্থ আমি (শ্রীকৃষ্ণ) অধিকতর যত্ন করি। অতএব, যুগাবতার, অংশাবতার প্রভৃতি যত রমণীয় অবতার, তাহা ভারতভূমিতেই লক্ষ্য করিবে। যেখানে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নাই, সেখানে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও তৎসাধ্য জ্ঞানযোগ ও চরমফলরূপ ভক্তিযোগ সুষ্ঠুরূপে আচরিত হয় না। তবে যে অন্ত্যজগণের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি উদিত হইতে দেখা যায়, তাহা ভক্তকৃপাজনিত আকস্মিকী বলিয়া জানিবে।"

—গীঃ বিঃ ভাঃ ৪।৭

১৮। ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্বের তারতম্য কি?

"ব্রাহ্মণত্বই বৈষ্ণবত্বের অধিকার বা সোপান এবং বৈষ্ণবই ব্রাহ্মণত্বের ফল।"

—'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব', সঃ তোঃ ৪।৬

১৯। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে আসক্ত থাকিলে ভজনোন্নতি হয় কি?

"অনেক বর্ণাশ্রমী ব্যক্তি বর্ণধর্ম্মের নিষ্ঠায় দৃঢ় আসক্ত হইয়া ভাব ও প্রেমাদি লাভের পক্ষে নিতান্ত উদাসীন থাকেন ; তাহাতে তাঁহাদের ক্রমোন্নতির যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৩।১

২০। ভারতভূমিতেই সকল রমণীয় অবতার আবির্ভূত হইয়াছেন কেন?

"যুগাবতার, অংশাবতার প্রভৃতি যত রমণীয় অবতার, তাহা ভারতভূমিতেই লক্ষ্য করিবে। যেখানে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নাই, সেখানে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও তৎসাধ্য জ্ঞানযোগ এবং চরম ফলরূপ ভক্তিযোগ সুষ্ঠুরূপে আচরিত হয় না।"

—রঃ ভাঃ ৪।৭

২১। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের পরস্পর কিরূপ ব্যবহার সমীচীন?

"ব্রাহ্মণত্বের অবজ্ঞা করিয়া কেহ বৈষ্ণব হইতে পারেন না এবং বৈষ্ণবত্বের অবজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্মণ কখনই চরিতার্থ হইতে পারেন না।"

—'ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব', সঃ তোঃ ৪।৬

২২। ব্রাহ্মণ কয়প্রকার? বৈষ্ণবত্বলাভের পূর্ব্ববর্ত্তী সোপানটি কি?

"ব্রাহ্মণ দুই প্রকার অর্থাৎ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। ব্যবহারিক ব্রাহ্মণত্ব কেবল জাতিনিবন্ধন এবং পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব গুণনিবন্ধন। * * * পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব লাভ না করিলে বৈষ্ণবত্ব লাভ করা যায় না।"

—'ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব', সঃ তোঃ ৪।৬

২৩। স্বভাবসিদ্ধ ও জাতিসিদ্ধ ব্রাহ্মণের কিরূপ মর্য্যাদা আবশ্যক?

"ব্রাহ্মণ দুই প্রকার—স্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও জাতিসিদ্ধ ব্রাহ্মণ। স্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই বৈষ্ণব, অতএব তাঁহাদের সম্মান সর্ব্ববাদিসম্মত। জাতিসিদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের ব্যবহারিক সম্মান আছে।"

—জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

২৪। সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক অমঙ্গলসমূহ কখন বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা আছে?

"বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যে-পর্য্যন্ত সংস্কৃত হইয়া প্রকৃতিস্থ না হয়, সে-পর্য্যন্ত সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক অমঙ্গলসমূহ আমাদিগকে জর্জ্জরিত করিবে। সমস্ত মঙ্গলের নিধানস্বরূপ ভগবানই সেই মঙ্গল বিধান করিবেন, সন্দেহ নাই।"

—'মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম', সঃ তোঃ ২।৭

২৫। কেবল জাতিনিমিত্ত কোনও ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলা কি শাস্ত্রসম্মত?

"জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তিই বাস্তবিক ব্রাহ্মণ বা শূদ্র হয় না ; কেবল ব্যবহারিক সঙ্গ প্রাপ্ত হয় মাত্র। পক্ষান্তরে তত্ত্বজ্ঞান শমেত্যাদিবিহীন বিপ্রসন্তানদিগকে তাঁহাদের গুণ-কর্ম্মানুসারে 'ক্ষত্রিয়', 'বৈশ্য' বা 'শূদ্র' বলা যাইতে পারে, তাহা মনুও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন।"

—তঃ সূঃ ৪৪ সূঃ

২৬। বর্ণাশ্রমবিধি-নিষেধ বা কোনপ্রকার উচ্চাবচ অবস্থান্তরহেতু বৈষ্ণবের হরি-ভজনের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় কি?

"শ্রীবৈষ্ণব বর্ণচতুষ্টয় ও আশ্রমচতুষ্টয়ের নিকট নিজ প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য ব্যস্ত নন। তাঁহার ক্রিয়া বর্ণবিধি অতিক্রম করিল বা আশ্রম-নিষেধ মানিল না ; এজন্য তিনি কাহারও নিকট সঙ্কুচিত নহেন ; যেহেতু ভগবদ্ভক্তি-বৃদ্ধির একমাত্র উদ্দেশ্যেই তাঁহার ক্রিয়াসমূহ ন্যস্ত। শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হউন বা ম্লেচ্ছ-চণ্ডাল হউন, একই কথা। গৃহস্থ হউন বা ভিক্ষু হউন, তাঁহার গৌরব বা অগৌরব নাই। ভগবদ্ভক্তির জন্য শ্রীবৈষ্ণব নরকলাভ করুন বা স্বর্গলাভ করুন, একই কথা।"

—'শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম', সঃ তোঃ ১১।১০

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।

আমরা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু-কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যদেবের প্রণাম-উপলক্ষে তাঁর নাম-রূপ-গুণ-লীলার কথা আলোচনশ ক'রেছি। তিনি কৃষ্ণকেই প্রণাম ক'রেছেন, যিনি বিশ্বম্ভর-নাম ধারণ ক'রে বিশ্বকে পালন করেন। শেষলীলায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ ক'রে জগজ্জীবকে কৃষ্ণবিষয় অবগত করিয়েছেন এবং কেবলাভক্তির কথা জীবকুলকে শিখিয়েছেন। অনর্থযুক্ত জীবকে ভোগত্যাগাদির কার্য্যে নিপুণ রাখা মাত্র বিশ্বপালন-কার্য্য ন'হে, তা'দের স্বরূপানুভূতি-প্রদান কার্য্যের দ্বারা বিশ্বের প্রকৃত পালন করা হয়।

চৈতন্যদেব শুদ্ধভক্তির বিষয় আলোচনাকালে ভক্তির সুষ্ঠুতা রক্ষার জন্য যে বিচার দেখিয়েছেন, তা'তে পাই,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।

কনিষ্ঠা বা মধ্যমা ভক্তির কথা নয়, উত্তমা ভক্তির বিচার। তদ্‌বিষয় অভিজ্ঞান ও সেবার পরমোজ্জ্বলতার কথা সুষ্ঠু আলোচনা ক'রে জীবকে জানিয়েছেন। মায়াবাদীদিগকে মায়াবাদ হ'তে রক্ষা করার জন্য প্রথমে সার্ব্বভৌম ও পরে কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আলাপ ক'রে কি-প্রকারে ভক্তির সঙ্গে তা'দের কথার পার্থক্য হ'য়েছে, সেইসকল কথা আলোচনা ক'রেছেন। সেই আলোচনাকালে কতকগুলি লোক উদ্বিগ্ন হ'লেও তাহা ভূতোদ্বেগ নয়, পরন্তু তা'দের মঙ্গলার্থ।

বিশ্বম্ভর কর্ম্মী ও জ্ঞানীদের দৌরাত্ম্যের কথা গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসলীলায় অপসারিত ক'রেছেন।

ভুক্তিমুক্তির কথা নিজলীলায় প্রকাশ ক'রেছেন। তিনি যখন শ্রীবাস-গৃহে নাম-কীর্ত্তন কর্‌তেন তখন কর্ম্মি-সম্প্রদায় জান্‌ত যে কর্ম্মফল-ভোগটাই উন্নত। নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ জ্ঞানীর আরাধ্য। কতকগুলি অবুঝ ভুক্তিবাদী বিচার ক'রেছিল, মহাপ্রভু 'গোপী গোপী' জপ করেন কেন? তা'রা 'গোবিন্দ, পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারণ কর্‌ত—ভোগীপাল, মহীপালের গীত আলোচনা কর্‌ত আর কর্ম্মের ফলাবটীতে মুগ্ধ ছিল। জ্ঞানীর বিচার—বিষয়াশ্রয়-বোধরাহিত্য আর কর্ম্মীর বিচার স্বর্গাদিতে সুষ্ঠু জড়রসপ্রাপ্তি। তা'দের রক্ষাকল্পে মহাপ্রভু জড়বিষয় ও জড় আশ্রয় অবলম্বন না ক'রে পূর্ণ জ্ঞানবিশিষ্টের আলোচনার পদ্ধতি স্বীকার ক'রে আশ্রয়জাতীয়ের সেবা ব্যতীত বিষয়-বিগ্রহের সেবা পাওয়া যায় না—এটা প্রচার কর্‌লেন। তা'রা জেনেছিল যে, কেবলমাত্র গোবিন্দাদি নাম উচ্চারণ কর্‌লেই সব হ'বে, গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রার দরকার নাই। পড়ুয়া সে-সকল কথা বুঝতে পারে নাই ব'লে তা'র আপত্তি হ'য়েছিল যে, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম করার বদলে 'গোপী গোপী' জপ কেন? সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাবহেতু চিন্ময়রস না জানায় রসরহিত অবস্থার নাম 'ব্রহ্ম'। সংসারের উন্নতি কামনায় মহাভারতাদি পাঠ ক'রে কৃষ্ণের মহিমার কথা অল্পবিস্তর জানত, কিন্তু কৃষ্ণের অসামান্যত্ব ও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বের কথা জানত না।

চৈতন্যদেব জীবকে জানিয়েছিলেন প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব। রতির উদয় না হ'লে প্রেমের উৎপত্তি হয় না। 'সাহিত্যদর্পণ' বা 'কাব্যপ্রকাশ' প'ড়ে জড়ের নায়ক-নায়িকার কথাটুকুতে প্রেম বিচার ক'রতে গিয়ে গৃহস্থসকল অনেক সময় ভ্রান্তপথে চালিত হওয়ায় গৃহব্রত হ'য়ে পড়েন। বিচিত্রতার বিলুপ্তি-সাধন করাই প্রধান কর্ত্তব্য। বেশী মঙ্গলটা কাশী যাওয়া এবং সেখানে দাবাপাশা খেলে মরে শিব হ'য়ে যাব, এইটাই সাধারণের ধারণা। পুণ্যক্ষয়ে পাপে প্রবৃত্ত হওয়া থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞানরাজ্যের কথা শোনাই ভাল—কর্ম্মনাশা নদীতে ডুবে কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে কাশীতে বাস করাই ভাল—তা'রা এই চিন্তাস্রোতে শিক্ষিত হ'য়েছিল। বিষ্ণু মায়িক শরীর গ্রহণ ক'রে দেবতা হন, তাই ধ্বংস হ'লে ব্রহ্ম হ'য়ে যান, আমরাও জ্ঞানপাত্র হ'লে ব্রহ্ম হ'য়ে যাই—এ বিচারটা যখন প্রবল ছিল তখন ভক্তির কথা ছিল না। ভক্তি, ভজনীয় ও ভজনকারীর অস্তিত্ব না জানায় চৈতন্যলীলা-প্রকাশের অব্যবহিত পূর্ব্বে কেবল পুরুষোত্তম-সেবার বিচার প্রবল ছিল ; কিন্তু মহাপ্রভু যখন মঙ্গলের চরমাবস্থায় কথাটা বল্‌তে ইচ্ছা ক'রে মধুররতির কথা বল্‌লেন, তখন শিক্ষাষ্টক কীর্ত্তন কর্‌লেন। নারায়ণ বা অবতার সকলের কথাও নিজ-লীলায় জানালেন।

আপনারা মায়াপুরে দেখেন একটী প্রকোষ্ঠে লক্ষ্মী ও বিষ্ণুপ্রিয়াসহ গৌর-নারায়ণ; অন্য প্রকোষ্ঠে রাধামাধবসহ বিশ্বম্ভর। এখানে বিশ্বম্ভর 'গোপী গোপী'-জপকারী, কর্ম্মিসম্প্রদায় বিশ্ব ছাড়া জা'নত না। বিশ্বে তা'দের গৃহ, তা'তে আবদ্ধ থাকা মাত্র তা'দের ধর্ম্ম।

গীতা প'ড়ে কেবল পুরুষোত্তম-তত্ত্বের আংশিক আলোচনা হয়, কিন্তু তাহা শুদ্ধভক্তির চরমসীমা নহে, সে-কথা বিশ্বম্ভর "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশঃ" বিচারে জানালেন। অবশ্য "যা'র যেই রস—সেই সর্ব্বোত্তম। তটস্থ হ'য়ে বিচারে আছে তর-

তম।।" বিশ্বম্ভর মধুর রসের পরাকাষ্ঠার কথা বিচার ক'রে সকলকে তদ্‌গ্রহণ-যোগ্যতাও দান ক'রেছেন। নচেৎ সকলে লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের ঐশ্বর্য্যপ্রধান উপাসনার কথাই জান্‌ত। মধুররসে অন্য চারপ্রকার রসও আছে।

ত্যাগ, রসরাহিত্য বা রসসাহিত্য—যে কথা 'সাহিত্যদর্পণ' বা 'কাব্যপ্রকাশে' আছে, তা' মানবকে অবিবেচনার রাজ্যে রেখে বঞ্চনার যত্ন করে। তাঁ'রা ভগবদ্‌-রস আদৌ আলোচনা করেন নাই। ভগবান্‌কে আধ্যক্ষিক-পদার্থ-বিশেষ জ্ঞান করেন। ভজন স্বীকার কর্‌লে নির্ব্বিশেষবাদ বিচূর্ণিত হয়। ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা থাকা পর্য্যন্ত ভক্তির কথা জান্‌তে পার্‌বে না, অনেক দূরে প'ড়ে যা'বে। প্রাকৃতসহজিয়া জড়রসিক, তা'রা অতি তিমিরে পাপরাজ্যে ধাবিত।

শ্রীচৈতন্যদেব উপদেশকসূত্রে গুরুর সজ্জা গ্রহণ ক'রেছিলেন। একথা বিশ্ববাসী জান্‌ত না। গৃহি-বাউলের দল সৃষ্টি হ'য়েছে। তাঁ'র কথা না জেনে গৃহস্থ-গৌরাঙ্গের উপাসক। গৌরাঙ্গকে গৃহস্থ রা'খলে আনুকরণিকদলের গৃহব্রতধর্ম্মের সুবিধা হয়।

ভগবান্‌-প্রাপ্তিহেতু যে করি' উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায়।।
সেই সর্ব্ববেদের অভিধেয় নাম।
সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গম।।

আদৌ শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া ও অনর্থনিবৃত্তি—এই চারিপ্রকার সাধনভক্তির পূর্ব্বার্দ্ধ, আর পরার্দ্ধে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব। সাধনভক্তিতে প্রবেশ না কর্‌লে চতুর্ব্বর্গ। সাধনভক্তিকে উপেক্ষা ক'রে প্রেমিকভক্ত হওয়া যায় না।

কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণবিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ।।

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণচন্দ্র ব্যতীত অন্যত্র যদি কারও অনুরাগ হয়, তবে জান্‌তে হ'বে, সে এ পথের পথিক নয়। অনর্থনিবৃত্তি না হ'লে চতুর্ব্বর্গের অন্তর্গত বস্তুর জ্ঞান হ'বে, ভক্তি হ'বে না। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মধামে ভক্তির সন্ধান পাওয়া যাবে না। পরব্যোমে কিছু ভক্তির কথা আছে। সবিশেষ অবস্থায় ২½ প্রকার রস পূজ্যবিচারে এখানে আছে। ৫টী গোলোকের নিম্নার্দ্ধ। গোলোকের পাঁচপ্রকার রস নিম্নে আড়াই প্রকারে অবস্থিত হ'য়ে মাধুর্য্য উপলব্ধি হ'তে দেয় না। সর্ব্বশক্তিমত্তার এত আলোকচমৎকারিতা যে, তা দেখেই আমরা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাই। লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন—গোলার্দ্ধদর্শন, সমস্ত গোলোকের দর্শন তা'তে হয় না। তা'তে তিনি প্রভু, আমি ভৃত্য—বিচার। ভাগবত আলোচনা না হ'বার পূর্ব্বে ভগবত্তা-গৌরব-বিচারে আবদ্ধ থাকে। বিশ্রম্ভ বিচার কর্‌লে, বাস্তব বস্তুর জ্ঞান প্রবল হ'লে কৃষ্ণের মাধুর্য্য উপলব্ধির বিষয় হয়। (ক্রমশঃ)

সন্দর্ভ-সার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭৪ পৃষ্ঠার পর]

ব্রহ্মসূত্রের "অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্" সূত্রের অর্থ যেমন কোন জলাশয়গত জলের দ্বারা তাহার আয়ত্তীকৃত ভূমির পরিচ্ছেদ হয়, তেমনই ব্রহ্ম প্রদেশের পরিচ্ছেদ হউক—একথা বলা যায় না। কারণ "অগ্রহ্যো ন হি গৃহ্যতে" শ্রুতিবাক্যে গ্রহণের অবিষয়কে গ্রহণ করা যায় না। ব্রহ্মের উপাধি-পরিচ্ছিন্নত্ব হইতে পারে না, অথবা জলে যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মের ব্যাপকত্বহেতু প্রতিবিম্ব স্বীকার করা যায় না।

অপর সূত্র—"বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়-সামঞ্জস্যাদেবম্" এর দ্বারা প্রতিবিম্ব ও পরিচ্ছেদবাদ-বিধায়ক শাস্ত্রের সঙ্গতি হয় না। কারণ উহা ব্রহ্মে মুখ্য বৃত্তিতে প্রবর্ত্তিত হয় না। কিন্তু "বৃদ্ধিহ্রাস-ভাক্তম্" বৃদ্ধি-হ্রাস-গুণাংশ গ্রহণ করিয়াই গৌণবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হয়। যেমন বৃহৎ ও অল্প ভূখণ্ড এবং সূর্য্য ও তৎপ্রতিবিম্ব ইহারা বৃদ্ধি-হ্রাসযুক্ত অর্থাৎ বৃহৎ ভূখণ্ড ও সূর্য্যের মহত্ত্ব আর অল্প ভূখণ্ড ও প্রতিবিম্বের ক্ষুদ্রত্ব, তেমনই পরমেশ্বর ও জীব গুণাংশের তারতম্যে অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতা ও অল্পজ্ঞতাদি গুণের তারতম্যে বৃদ্ধি-হ্রাসযুক্ত হইয়া থাকেন। কোথায়? "অন্তর্ভাবাৎ" ঐরূপ তারতম্যাংশেই পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ব প্রতিপাদক শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এবং এইরূপ অর্থ হইলে "উভয়-সামঞ্জস্যাৎ" দৃষ্টান্ত ভূখণ্ড সূর্য্যাদি এবং দার্ষ্টান্তিক ব্রহ্ম—সঙ্গতি হয়। এইরূপে পূর্ব্ব সূত্রদ্বারা পরিচ্ছেদ-প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন এবং দ্বিতীয় সূত্রে গৌণবৃত্তিদ্বারা ঐ বাদদ্বয়ের সমন্বয় হইল। জীব-ব্রহ্মের খণ্ড বা প্রতিবিম্ব বেদব্যাস-সম্মত নহে ; কিন্তু মায়াবাদি-কল্পিত।

জীব-ঈশ্বর উভয়েই চেতন, এইজন্য চেতনাংশে অভেদ। যদিও চেতন একপ্রকার নহে। ব্রহ্ম বৃহৎ, সর্ব্বজ্ঞ, স্বাধীন ও অবাধ-জ্ঞান, আর জীব অণু, অল্পজ্ঞ, পরাধীন ও প্রতিহত-জ্ঞান। এইরূপে উভয়ের বহু অংশে ভেদ দেখা যায়। কিন্তু তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্যের সমন্বয়কল্পে কেবল চেতনাংশ সাদৃশ্যে অভেদত্ব গৌণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। জীব ও ব্রহ্ম উভয়েই চিৎপদার্থ হইলেও তদুভয়ের রশ্মি—পরামাণু স্থানীয়। সুতরাং ব্রহ্ম ভিন্ন জীবের পৃথক্ সত্তা নাই। ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া জীব সংসারী হয়। জীব ব্রহ্মের চৈতন্যাংশে কোন বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ভেদ প্রতীত হয়। গীতাতেও "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" শ্লোকে জীব অংশরূপেই কীর্ত্তিত হইয়াছে। এখানে 'সনাতন'-শব্দে জীবের নিত্যত্ব থাকায় ঔপাধিকত্ব নিরস্ত হইয়াছে। বেদব্যাসের সমাধিতে জীব-ঈশ্বরের সম্বন্ধ এইরূপ—ঈশ্বর মায়ার আশ্রয় আর জীব মায়ামোহিত—এতদ্দ্বারা তদুভয়ের ভেদ প্রকাশ করিয়া ভগবদ্ভজনে জীবের মায়া নিবারিত হইবার কথা বর্ণিত।

অতএব ভগবদ্ভজন মায়ামোহ-নিবারক হওয়ায় তিনিই পরম প্রেমযোগ্য। কারণ তিনি সর্ব্বহিতোপদেষ্টা ও সর্ব্বদুঃখ-হরণকর্ত্তা ; সূর্য্যবৎ জীবের পরমস্বরূপ এবং জীব হইতে অধিক গুণশালী। সুতরাং তাঁহার প্রীতিসাধনই জীবের পরম প্রয়োজন—ইহা সিদ্ধান্তিত হইল।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৪।৪৪-৪৫ শ্লোকে বলিতেছেন,—

তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগচ্চৈতৎ চরাচরম্।।
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া।।

দেহ জীর্ণ হইলেও বাঁচিবার ইচ্ছা কেন? কারণ প্রত্যেক জীবের নিজ প্রিয়তম আত্মার জন্যই দেহ-গেহ-স্ত্রী-পুত্র-কলত্র-বসন-ভূষণ প্রভৃতি প্রিয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবে পরম স্বরূপ পরমাত্মা, এজন্য তিনি সকলের পরম প্রেমাস্পদ হইয়া করুণাবশতঃ জগৎ-কল্যাণার্থ দেহীর ন্যায় প্রতীত।

শ্রীবেদব্যাস সমাধিতে ভক্তিযোগকে মায়ানিবারক ও ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ দর্শন করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিযোগের প্রাপ্তিহেতুরূপে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই ভাগবত শ্রবণরূপ সাধন হইতেই শোক-মোহ-ভয়-নিবারিকা ভক্তির উদয় হইবে।

শ্রীমদ্ বেদব্যাস প্রয়োজনাত্মক প্রেমকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিচার করিয়া ব্রহ্মানন্দানুভবী পুত্র শুকদেবকে তাহা আস্বাদন করাইবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব সম্বন্ধে মৎস্যপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত-বচনের কিছু বিরোধ দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতস্থ ব্যাসের চিত্ত অপ্রসন্নতার কারণ নির্দ্দেশক "ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ।" "তথাপি শোচস্যাত্মানং অকৃত্যার্থ ইব প্রভো।।" এই বাক্যে জানা যায় যে, মহাভারত রচনার পরে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকাশ। কিন্তু মৎস্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

অষ্টাদশ-পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ।
ভারতাখ্যানমখিলং চক্রে বেদোপবৃংহিতম্।।

এই দুইপ্রকারে সিদ্ধান্ত-বিরোধের মীমাংসা শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু এই প্রকার করিয়াছেন—প্রথমে শ্রীব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণ-মধ্যে ভাগবত অতি সংক্ষেপে অভিধেয়াংশ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে দেবর্ষি নারদের উপদেশক্রমে তাহারই বিস্তার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বাস্তববস্তু শ্রীভগবানের কথাই বর্ণিত। কণাদ, গৌতমাদি তার্কিকগণের শাস্ত্রসিদ্ধ দ্রব্যগুণ-কর্ম্মাদির ন্যায় নহে অর্থাৎ উক্ত তার্কিকগণের শাস্ত্রে প্রায়ই দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মাদি বিষয় লইয়াই বিচারের প্রাবল্য দেখা যায়; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে কেবল পরমার্থভূত বস্তু লইয়াই বিচার হইয়াছে। সেই বস্তু কি তাহা বলিয়াছেন,—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে।।"

তত্ত্ববিদ্‌গণ যে তত্ত্বকে অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব বলিয়া থাকেন, তাহা ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ নামে পরিচিত। সেই অদ্বয়জ্ঞান বস্তুর পরিচয় ভাগবতান্তে শ্রীসূত বলিয়াছেন,—"সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-লক্ষণম্। বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং" অর্থাৎ যাহা সর্ব্ববেদান্তের সার অর্থাৎ সমস্ত বেদান্তে মুখ্যরূপে অভিহিত, সেই ব্রহ্মের সহিত জীবের একত্ব লক্ষণ-জ্ঞানই অদ্বিতীয় বস্তু এবং শ্রীমদ্ভাগবত সেই অদ্বিতীয় বস্তুনিষ্ঠ। এস্থলে জীব-ব্রহ্মের অভেদত্ব দৃষ্ট হইলেও বেদব্যাসের সমাধিতে দৃষ্ট যুক্তি-অনুসারে ব্রহ্ম হইতে জীব অতিশয়

অভেদরহিত—ইহাও পাওয়া যাইতেছে। কারণ ধর্ম্ম-ধর্ম্মিরূপে জীব-ব্রহ্মের অভেদত্ব, বস্তুতঃ তাঁহাদের ভেদ ব্যাসদেবের সমাধিতে অবগত হওয়া যায়। অভেদত্ব কেবল চিদংশে। গীতাতেও জীবকে পুরুষ এবং ভগবানকে পুরুষোত্তম-শব্দের উল্লেখদ্বারা জীব হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য নির্দ্দিষ্ট।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে সন্দর্ভ ব্যতীত কিছু তথ্য প্রকাশ করা হইতেছে ঃ—

অনেকের ধারণা এইপ্রকার—শ্রীমদ্ভাগবত বোপদেবের রচিত। তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত—**বোপদেবের কাল ১৩০০ শতাব্দী**। দেবগিরির যাদব রাজা মহাদেবের রাজত্বকাল ১২৬০—১২৭১, পরে ১২৭১—১৩০৯ পর্য্যন্ত রাজা রামচন্দ্র রাজত্ব করেন। তাঁহার সমস্ত করণাধিপতি ও মন্ত্রী ছিলেন হেমাদ্রি। হেমাদ্রির প্রসন্নতার জন্য বোপদেব অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। হেমাদ্রি সেইসকল গ্রন্থের তালিকা দিয়াছেন,—"যস্য ব্যাকরণে বরেণ্যঘটনাঃ স্ফীতাঃ প্রবন্ধা দশ প্রখ্যাতা নববৈদ্যকেঽপি তিথিনির্দ্ধারার্থমেকোদ্ভুতঃ। সাহিত্যে ত্রয় এব ভাগবত-তত্ত্বজ্ঞৌ ত্রয়স্তস্য চ ভূগীর্বাণশিরোমণেরিহ গুণাঃ কে কে ন লোকোত্তরাঃ।।" ব্যাকরণের দশ, বৈদ্যকে নয়, তিথি নির্ণয়ের এক, সাহিত্যের তিন ও ভাগবতের তিন পুস্তক—পরমহংসপ্রিয়, হরিলীলামৃত ও মুক্তাফল। হরিলীলামৃতের অপর নাম—ভাগবতানুক্রমণিকা। ভাগবত বোপদেবের রচিত হইলে ঐ বর্ণনাতে তাহা থাকিত; কিন্তু হরিলীলামৃতে ভাগবতের সারাংশ বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমধ্ব ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রকট হন। তিনি ভাগবত-তাৎপর্য্য-নির্ণয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কৃত ভাগবত টীকার পূর্ব্বে প্রাচীন টীকাকারের নাম পাওয়া যায়—**হনুমান, চিৎসুখাচার্য্য প্রভৃতির**। হেমাদ্রির টীকাতে শ্রীধরস্বামীর নাম পাওয়া যায়। শ্রীধরস্বামী বিষ্ণুপুরাণের টীকায় চিৎসুখাচার্য্যের চর্চ্চা করিয়াছেন। সুতরাং বোপদেব হইতে প্রাচীন শ্রীধর, আবার তাঁহা হইতেও প্রাচীন চিৎসুখাচার্য্য। ইনি শঙ্কর-সম্প্রদায়ের তৃতীয় আচার্য্য। যদি শঙ্করের প্রকটকাল ৭ম/৮ম শতাব্দী হয়, তবে চিৎসুখের প্রকট নবম শতাব্দীতে হইবে। ইঁহার ভাগবতের টীকার চর্চ্চা শ্রীধর, মধ্ব, বিজয়ধ্বজ প্রভৃতি করিয়াছেন।

ঈশ্বর কৃষ্ণ-বিরচিত সাংখ্য-কারিকার এক টীকা মাঠরাচার্য্য লিখিয়াছেন। ৫৫৭ হইতে ৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চীন ভাষায় তাহার অনুবাদ হইয়াছে। মাঠর বৃত্তিতে শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোক এবং ৮ম অধ্যায়ের ৫২ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং ৫০০ শতাব্দীতেও ভাগবতের বিদ্যমানতা প্রমাণিত হইতেছে।

অভিনব গুপ্ত (কাশ্মীরের প্রত্যভিজ্ঞা সম্প্রদায়ের আচার্য্য) গীতা ১৪ অঃ ৮ম শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার সময় দশম শতাব্দী।

শঙ্করাচার্য্য বাসুদেব-সহস্র-নামাবলীর টীকাতে দুই স্থানে ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম শতকের পঞ্চম নামে লিখিয়াছেন—য আশ্রয়ঃ পরংব্রহ্ম পরমাত্মা পরাৎপরঃ ইতি ভাগবতে। ঐ শতকের ৫৫তম নামে পশ্যন্ত্যদ্যো রূপমদভ্রচক্ষুষা ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধার করিয়া ভাগবতের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ' ও 'চতুর্দ্দশ-মত-বিবেক' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—পরমহংসধর্ম্মো ভাগবতে পুরাণে কৃষ্ণেনোদ্ধবায়োপদিষ্টঃ।।

শঙ্কর-কৃত 'গোবিন্দাষ্টকে'র এক শ্লোকে বলিয়াছেন,—'মৃৎস্নামৎসীহেতি যশোদা-তাড়নশৈশবসন্ত্রাসং ব্যাদিতবক্ত্রালোকিত লোকালোক চতুর্দ্দশ লোকানিমম্' অর্থাৎ মা যশোদা মৃদ্ভক্ষণ নিষেধকালে কৃষ্ণমুখচন্দ্রে চতুর্দ্দশ লোক দর্শন করিয়াছেন।

শঙ্কর 'প্রবোধসুধাকর' নামক গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণন করিয়াছেন তাহা ভাগবতের সহিত মিল আছে। যথা—

কস্যাচিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যপিবৎ স্তনম্। (ভাগবত)

কাপি চ কৃষ্ণায়ন্তী কস্যাচিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ। অপিবৎ স্তনমিতি সাক্ষাদ্ব্যাসো নারায়ণঃ প্রাহ। (শঙ্করোক্তি)।

শঙ্করের গুরু গোবিন্দপাদ ও পরমগুরু গৌড়পাদ—ইনি পঞ্চীকরণ ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—জগৃহে পৌরুষং রূপমিতি ভাগবতমুপন্যস্তম্। ইহাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ উত্তর-গীতার টীকা ; তাহাতে "তদুক্তং ভাগবতে" লিখিয়া "শ্রেয়ঃ সৃতিং" শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, মাণ্ডুক্য উপনিষদের কারিকায় ভাগবতের আশ্রয় লইয়াছেন। আচার্য্য গৌড়পাদ ব্যাসশিষ্য শুকদেবের শিষ্য বলিয়া ঐ সম্প্রদায়ে প্রচারিত, যদিও এসম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়।

দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের দরবারী কবি এবং মন্ত্রী চন্দবর দাঈ (১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের লোক) পৃথ্বীরাজরাসো-গ্রন্থে পরীক্ষিতের সর্পদংশন, দশাবতার ও শ্রীকৃষ্ণ-চরিত বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন,—

ভাগবত শুনহি যো ইক্ক চিত
তৌ সরাপ ছুট্টয় অক্রম।

বোপদেবকে অনেকে জয়দেবের ভাই বলিয়া থাকে। কিন্তু জয়দেব লক্ষ্মণসেনের কবি ছিলেন। ১১১৮শতাব্দীতে তাঁহার অধিকার। আর বোপদেব ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। চন্দবর দাঈ নিজ-গ্রন্থে জয়দেবের বর্ণন করিয়াছেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানের ৩০ বৎসর পরে কলিযুগারম্ভে শুকদেব শ্রীমদ্ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করেন। তাহার ২০০ বৎসর পরে গোকর্ণ ধুন্ধুকারীকে ভাগবত শ্রবণ করান। তাহার ৩০ বৎসরান্তে সনৎকুমারাদি দেবর্ষি নারদকে ভাগবত-মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে প্রমাণ—

আকৃষ্ণনির্গমাৎ ত্রিংশদ্বর্ষাধিকগতে কলৌ।
নবমীতো নভস্যে চ কথারম্ভং শুকোঽকরোৎ।।
পরীক্ষিচ্ছ্রবণান্তে চ কলৌ বর্ষশতদ্বয়ে।
শুদ্ধে শুচৌ নবম্যাঞ্চ ধেনুজোঽকথয়ৎ কথাম্।।
তস্মাদপি কলৌ প্রাপ্তে ত্রিংশদ্বর্ষগতে সতি।
উচুরূর্জ্জে সিতে পক্ষে নবম্যাং ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।।

(পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ভাগবত-মাহাত্ম্য)

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

ঋত্বিক-প্রণালী ও গুরু-পরম্পরা

বর্ত্তমানে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে শাস্ত্রবিরোধী ও মনঃকল্পিত ঋত্বিক-প্রণালী দুরারোগ্য কর্কট ব্যাধির (Cancer) ন্যায় বিস্তারলাভ করিয়াছে। সর্ব্বদাই সৎসিদ্ধান্ত-বিরোধী স্বকপোলকল্পিত এই প্রণালী ভগবৎপ্রাপ্তির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক-স্বরূপ। যে প্রণালী শাস্ত্রোক্ত গুরুপরম্পরাকে সাক্ষাদ্ভাবে অস্বীকার করে, তাহাকে বৈদিক বা সনাতন ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত কিরূপে মানিয়া লওয়া হইবে? গুরুপরম্পরা বা আম্নায়ধারা নিত্য এবং সনাতন। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে শুরু করিয়া এখনও পর্য্যন্ত এই ধারা অটুটরূপে প্রবাহিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও প্রবাহিত হইতে থাকিবে। পূর্ব্বে সদ্‌গুরু ছিলেন, বর্ত্তমানে কোন সদ্‌গুরু নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না—ইহা এক ঘোর নাস্তিক্য মতবাদ। এই মতবাদে শাস্ত্রোক্ত গুরুপরম্পরা ধারাকে বিলুপ্তি করিবার প্রবল চেষ্টা বিদ্যমান। যাঁহারা নিজেদের ঋত্বিকরূপে অর্থাৎ গুরুর প্রতিনিধিরূপে পরিচয় দিয়া লোকের কর্ণকুহরে মন্ত্র প্রদান করেন অথচ নিজেদের গুরু বলিবার পরিবর্ত্তে অপরকে গুরু বলিবার শিক্ষা প্রদান করেন, তাঁহারা ইহার মাধ্যমে জগতে কি আদর্শ স্থাপন করেন তাহা কেবলমাত্র তাঁহারাই জানেন। এ যেন জন্মদাতা পিতাকে পিতা বলিবার পরিবর্ত্তে অন্যকে পিতা বলিবার ন্যায় এক হাস্যাস্পদ ব্যাপার।

গুরু ব্যতীত লোকের কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিবার অধিকার শাস্ত্রে কোথাও দিয়াছেন কি? গভীরভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ঋত্বিক-প্রণালীতে ইষ্টবৃত্তির নামে লোক ঠকাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করা ঋত্বিকের পক্ষে অত্যন্ত সহজ উপায়। তাই আজকাল ঋত্বিকের নামাবলী পরিধান করিবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে। শাস্ত্র বা কোন মহাজনই এইরূপ ঋত্বিক-প্রণালীকে কোনকালে গ্রহণ বা সমর্থন করেন নাই। শাস্ত্রোক্ত ঋত্বিক ও কল্পনাপ্রসূত ঋত্বিকের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান, তাহা আলোচনা করিলে সুপরিস্ফুট হইবে।

বেদের যে মন্ত্রের অর্থানুসারে পাদের ব্যবস্থা, সেই ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রের নামই—ঋচা বা ঋক্। 'তেষামৃগ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা।' যদ্যপি বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় সর্ব্বশক্তিমান্ অখিলরসামৃতসিন্ধু ব্রজেন্দ্রনন্দন তথা উহার ভক্তি ; তথাপি বাহ্যতঃ বেদের সহিত সকাম যজ্ঞরূপ কর্ম্মকাণ্ডের এবং ব্রহ্মোপাসনারূপ জ্ঞানকাণ্ডের সম্বন্ধ পলিক্ষিত হয়। ঋক্‌বেদ ও অথর্ব্ববেদের রচনায় যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানের সহিত সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ নাই, পরন্তু অন্য দুই বেদ—সাম ও যজুর্ব্বেদে যাগ-যজ্ঞের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে। "ঋতৌ যজতীতি ঋত্বিক্" অর্থাৎ বেদমন্ত্রের অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠানকারীকে ঋত্বিক বলা হয়। কেহ কেহ বিশেষ ঋতুতে যজ্ঞানুষ্ঠানকারীকে ঋত্বিকের সম্বোধনে সম্বোধিত করেন। যজ্ঞকর্ম্মের জন্য ষোলজন ঋত্বিকের ব্যবস্থা রহিয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণের মধ্যে অশ্বমেধ-যজ্ঞকালে ষোলজন ঋত্বিকের কথা পাওয়া যায়,—

হয়স্য যানি চাঙ্গানি তানি সর্ব্বাণি ব্রাহ্মণাঃ।
অগ্নৌ প্রাস্যন্তি বিধিবত সমস্তা ষোড়শার্ত্বিজঃ।।

"ঐ অশ্বমেধ যজ্ঞের অঙ্গভূত যে যে হবনীয় পদার্থ ছিল, ঐ সমস্ত লইয়া ষোলজন ঋত্বিক ব্রাহ্মণ অগ্নিতে বিধিমত আহূতি দান করিতে আরম্ভ করিলেন।" যজমান (১) ব্রহ্মা, (২) উদ্‌গাতা, (৩) হোতা, (৪) অধ্বর্য্যু, (৫) ব্রহ্মণাচ্ছসি, (৬) প্রস্তোতা, (৭) মৈত্রাবরুণ, (৮) প্রতিস্থাতা, (৯) পোতা, (১০) প্রতিহতা, (১১) অচ্ছাবাক, (১২) নেষ্ঠা, (১৩) আগ্নিধ্র, (১৪) সুব্রহ্মণ্য, (১৫) গ্রাত্তস্তোতা, (১৬) উন্নেতা—এই ষোলজন ঋত্বিককে যজ্ঞের সময় বরণ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত ঋত্বিকগণ সদাচারসম্পন্ন, সচ্চরিত্র, বেদজ্ঞ এবং বিভিন্নপ্রকার যজ্ঞ করিতে ও করাইতে সুনিপুণ। যদু-মধু-শ্যামের ন্যায় যে কেহই ঋত্বিকের কার্য্য করিতে পারেন না, ঋত্বিকের চরিত্র অত্যন্ত পবিত্র হওয়া উচিত। বাল্মীকি রামায়ণে ঋত্বিক সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে,—"মহারাজ দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে যাহারা ঋত্বিক ছিলেন, তাহারা প্রত্যেকেই একনিষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্য পালনকারী, ব্যাকরণাদি বেদের ছয় অঙ্গের জ্ঞাতা এবং উপযুক্ত ব্যক্তির মুখে পুনঃ পুনঃ বেদের কথা শ্রবণকারী।"

ষোলজন ঋত্বিকের মধ্যে ব্রহ্মা; হোতা, উদ্‌গাতা ও অধ্বর্য্যু—এই চারিজন প্রধান। প্রথমে কেবল এক বেদ হইতেই উক্ত চারিজনের কার্য্য সম্পাদন হইত। পরে চতুর্হোত্র কর্ম্মের সুবিধার জন্য ঋগ্বেদাধ্যায়ী অধ্বর্য্যুর বেদী নির্ম্মাণরূপ যজ্ঞশরীর সম্পাদনাত্মক কর্ম্ম 'আধ্বর্য্যব', যজুর্বেদাধ্যায়ী হোতার হোমাদি যজ্ঞালঙ্কাররূপ কর্ম্ম 'হোত্র', সামবেদাধ্যায়ী উদ্‌গাতার যজ্ঞের বৈগুণ্যাদি-নাশক শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ-কীর্ত্তনাদিরূপ 'উদগান' কর্ম্ম এবং অথর্ব্ববেদাধ্যায়ী ব্রহ্মার ত্রুটী সংশোধন ও পর্য্যবেক্ষণাদিরূপ কর্ম্ম ব্রহ্মত্ব পৃথক্ পৃথগরূপে সন্নিবিষ্ট হয়। চারিপ্রকার প্রধান ঋত্বিকের কার্য্যাবলী নিম্নরূপ ঃ—

(১) হোতা—যিনি ঋগ্বেদের ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বা ঋচা করিয়া উপযুক্ত দেবতাকে যজ্ঞে আবাহনপূর্ব্বক হবনের কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহাকে হোতা বলা হয়।

(২) উদ্‌গাতা—উদ্‌গাত্রী কর্ম্ম যিনি সম্পাদন করেন তিনি উদ্‌গাতা। উদ্‌গাতা সামবেদের গীতের মাধ্যমে দেবতাকে স্তুতি করেন।

(৩) অধ্বর্য্যু—যজ্ঞের যিনি মুখ্যকর্ম্ম সম্পাদন করেন তিনি অধ্বর্য্যু। তিনি বেদোক্ত মন্ত্রের উপাংশু জপপূর্ব্বক বিশিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করেন। ইহার যজুর্ব্বেদের সঙ্গে সম্বন্ধ।

(৪) ব্রহ্মা—বাহিরের বিপদ হইতে যজ্ঞকে রক্ষা করা, উচ্চারণের সম্ভাব্য ত্রুটী সংশোধন এবং যজ্ঞানুষ্ঠানে উৎপন্ন নানাপ্রকার দোষ যিনি দূর করেন, তিনি ব্রহ্মা নামে চিহ্নিত। ব্রহ্মাই হইল যজ্ঞের অধ্যক্ষ। উহার কার্য্য যজ্ঞের কার্য্যের পূর্ণরূপে নিরীক্ষণ তথা ত্রুটীমার্জ্জন করা, এইজন্য ব্রহ্মাকে অন্যান্য ঋত্বিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া চিহ্নিত করা হয়।

বৈদিককাল হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাপরযুগ পর্য্যন্ত দেখা যায়, বড় বড় চক্রবর্ত্তী সম্রাট্, রাজা-মহারাজা প্রমুখ ব্যক্তিগণ যাগ-যজ্ঞের সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাতা সদাচারী এবং নির্লোভ ব্রাহ্মণকে ঋত্বিকরূপে বরণপূর্ব্বক উহার দ্বারা ত্রুটীহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আবার কোন কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ লৌকিক

বাঞ্ছিত ফল লাভ করিবার নিমিত্ত আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ ঋত্বিকের সহায়তায় বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। সাধারণতঃ এই সকলপ্রকার যজ্ঞ লৌকিক কামনা পূরণের নিমিত্ত সম্পাদিত হইত, তন্মধ্যে অধিকাংশস্থলে স্বর্গপ্রাপ্তির কামনা নিহিত ছিল। যজ্ঞ একপ্রকার কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্যাপার। দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি—এই দুইটীই শ্রেয়ঃ বলিয়া কথিত হয়, কিন্তু কর্ম্মমার্গে এই দুইটী কখনও লভ্য নহে। গৃহব্রত ব্যক্তির পুত্র-কলত্র-ধনাদিতেই 'পরমার্থ' বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। তাহাতেই ঐ মূঢ় ব্যক্তি কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানপর হইয়া সংসারমার্গে বিচরণ করিয়া থাকেন, কখনই পরমার্থ লাভ করিতে পারেন না। পঞ্চমবেদ মহাভারত, বাল্মীকি রামায়ণ এবং পুরাণাদি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ঋত্বিকের আত্মতত্ত্ব, ভগবত্তত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব তথা পরমার্থতত্ত্বের কোন সম্বন্ধ ছিল না। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ মুক্তি অথবা জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিত্যকালের জন্য ভগবানের পাদপদ্মের সেবা করা যজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিল না। যজমান যজ্ঞ সমাপ্তির পরে উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়া ঋত্বিককে বিদায় করিত। যজমান ও ঋত্বিকের পারমার্থিক নিত্যসম্বন্ধ ছিল না। শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারতে ঋত্বিক সম্বন্ধে কিছু প্রসঙ্গ রহিয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের যেস্থলে ঋত্বিক-শব্দের উল্লেখ দেখা যায়, তাহা কেবলমাত্র যজ্ঞ-সম্পাদনকারীকেই উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ পুরঞ্জন উপাখ্যানে প্রাচীনবর্হি নামক এক মহারাজের প্রসঙ্গ রহিয়াছে। মহারাজ প্রাচীনবর্হি ঋত্বিকদিগের দ্বারা এত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, যাহার ফলে পৃথিবীর পূর্ব্বভাগের সর্ব্বত্র যজ্ঞভস্মদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছিল। অনেক যজ্ঞে পশুবলি দেওয়াও হইয়াছিল, তথাপি প্রাচীনবর্হি রাজার চিত্ত অশান্ত ছিল। অবশেষে দেবর্ষি নারদের উপদেশে লৌকিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ঋত্বিক-প্রসঙ্গে একটী সুন্দর উপাখ্যান রহিয়াছে। শ্রাদ্ধদেব মনু অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞ বিভূতিমান বশিষ্ঠ মিত্রাবরুণের যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে পয়োব্রত-পরায়ণা মনুর পত্নী শ্রদ্ধা হোতার নিকট গমন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক একটী কন্যালাভের জন্য প্রার্থনা করিলেন। 'অহে যজ্ঞ কর'—অধ্বর্য্যু-কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া হোতা হবি গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ একাগ্রচিত্তে মনুপত্নীর প্রার্থিত বিষয়ে ধ্যান করিয়া মুখে বষটকার উচ্চারণ করিতে করিতে যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। মনু পুত্রার্থ যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু হোতা মনুপত্নীর অনুরোধে কন্যার্থ সঙ্কল্প করিলেন, সুতরাং হোতার ঐ প্রকার ব্যভিচারদোষে মনুর ইলা-নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইক্ষেত্রে দেখা যায়, হোতার সঙ্কল্পের উপর যজ্ঞের ফল নির্ভর করিয়াছে।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে খাণ্ডববন-দাহন-প্রসঙ্গে শ্বেতকি নামক রাজার উপাখ্যান বর্ণিত রহিয়াছে। মহারাজ শ্বেতকি নিজের জীবনকালে এত যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং সেই সকল যজ্ঞে এত দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন যে, যাহার ফলে পুনরায় ব্রাহ্মণগণকে ঋত্বিকরূপে বরণ করিতে চাহিলে তাঁহারা অস্বীকার করেন। অবশেষে শ্বেতকি নিরাস হইয়া মহাদেবের চরণে উপস্থিত হন। বহুদিন শঙ্করের আরাধনাপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন

করিয়া তাঁহাকে ঋত্বিক পদ গ্রহণ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিতে প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া নিজের অংশভূত দুর্ব্বাসাকে মহারাজ শ্বেতকির যজ্ঞে ঋত্বিকের পদ গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। মহারাজ শ্বেতকি মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে প্রধান (ব্রহ্মা) ঋত্বিকের পদে বরণ করিয়া যজ্ঞের সকল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং অন্তিমকালে নিজের কামনানুসারে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বাল্মিকী রামায়ণ অনুসারে মহারাজ দশরথ অশ্বমেধ যজ্ঞ তথা পুত্রেষ্টি যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য বেদজ্ঞপ্রবর শৃঙ্গীঋষিকে মূল ঋত্বিক (ব্রহ্মা) রূপে বরণ করিয়াছিলেন ; যাহার ফলস্বরূপে উহার চারিপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার মহারাজ রামচন্দ্র মহর্ষি বশিষ্ঠ, বামদেব আদি বেদ-বেদান্তজ্ঞাতা ঋষি-মুনিগণের দ্বারা লোকমর্য্যাদা রক্ষণের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়ছিলেন। এইপ্রকারে আমরা দেখিতে পাই যজ্ঞের অনুষ্ঠান লৌকিক কামনা এবং স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্তই হইত।

সাধারণ লোকের কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞ সদ্‌গুরুর নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করিবার বিধি সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। 'যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা—সেই গুরু হয়।" সম্প্রদায়-প্রণালীতে দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু, পথপ্রদর্শক গুরু, ভজনগুরু প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। পরমার্থ-সাধনে শাস্ত্রে কোথাও ঋত্বিক গুরু বা ঋত্বিক-প্রণালীর উল্লেখ নাই। শঙ্কর-সম্প্রদায়েও ঋত্বিক-প্রণালীর কোথাও উল্লেখ দেখা যায় না। কোন স্থিতিতেই সৎসম্প্রদায় বা গুরুপরম্পরাধারায় ঋত্বিকের কোন স্থান নাই। উপযুক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট হয় যে, গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ নিত্য ও পারমার্থিক। গুরুদেব ভগবানের স্বরূপ ও প্রকাশ বিগ্রহ। গুরুর কৃপায় মায়াবদ্ধ জীব জন্ম-মৃত্যুর চক্র হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া আপন শুদ্ধস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভগবানের পাদপদ্মসেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন। গুরুকৃপা বিনা জীবের কল্যাণ অসম্ভব। অপরপক্ষে যজ্‌মান ও ঋত্বিকের সম্বন্ধ অনিত্য ও স্বার্থযুক্ত। এই সম্বন্ধ লৌকিক কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে তাৎকালিক। এইজন্য শাস্ত্রে অনাদিকাল হইতে গুরু-পরম্পরা পদ্ধতির প্রচলন আছে, যাহাকে আম্নায় বা সৎসম্প্রদায় বলা হয়। শাস্ত্রে শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক—এই চারি সৎসম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায়। এই চারি সম্প্রদায়ে গুরু-পরম্পরা-প্রণালী সংরক্ষিত রহিয়াছে। শুদ্ধভক্তির সাধক ঋত্বিক-প্রণালী ও গুরু-পরম্পরা ধারার পার্থক্য নিরূপণ করিয়া গুরু-পরম্পরা ধারাকে যেন যথেষ্ট সম্মান করেন। কোন সংশয় উপস্থিত হইলে গুরু-পরম্পরা বিচারকে গ্রহণ করিয়া সামঞ্জস্য করিবার আবশ্যকতা রহিয়াছে। শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত বিচার অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যথায় শুদ্ধভক্তি-পথ হইতে বঞ্চিত হইয়া অনন্তকালের জন্য ভবসমুদ্রে হাবুডুবু খাইয়া মরিতে হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

শ্রীরাধার নিত্যতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২৯ পৃষ্ঠার পর]

কৃষ্ণ কান্ত, রাধা কান্তা। কান্ত-কান্তা রূপেই তাঁহারা নিত্য সম্পর্কিত। এই নিত্য সম্পর্কিত অবস্থায় পরস্পর পরস্পরকে আরাধনা করেন। কৃষ্ণের প্রতি রাধার আরাধনা মধুর-রসের আরাধনা। মধুর-রসের মধ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ রস বর্ত্তমান। এই কারণে সেই আরাধনা হইতে পঞ্চবিধ রস প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণও রাধাকে মধুরভাবে আরাধনা করিয়া মধুর রস আস্বাদন করান। নিত্য মধুর-রসাশ্রিত আরাধনা করিয়া নিত্য সম্বন্ধের বন্ধনে তাঁহারা নিত্য আবদ্ধ। গোলোকধাম নিত্য, গোলোকধামের সবকিছুই নিত্য। ইহার পরিচয় শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতায় (৩৭) আমরা পাই,—

"আনন্দ-চিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।"

"আনন্দচিন্ময়রস-কর্ত্তৃক প্রতিভাবিতা স্বীয় চিদ্রূপের অনুরূপা চতুঃষষ্টি-কলাযুক্তা হ্লাদিনী-শক্তিকথা রাধা ও তৎকায়ব্যূহরূপা সখীবর্গের সহিত যে অখিলাত্মভূত গোবিন্দ নিত্য স্বীয় গোলোকধামে বাস করেন, সেই আদিপুরুষকে আমি ভজন করি।"

তাৎপর্য্য—"শক্তি ও শক্তিমান্ একাত্মা হইয়াও হ্লাদিনীশক্তি-কর্ত্তৃক রাধা ও কৃষ্ণরূপে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া নিত্য অবস্থান করেন। সেই আনন্দ (হ্লাদিনী) ও চিৎ (কৃষ্ণ), উভয়েই অচিন্ত্য শৃঙ্গাররস বর্ত্তমান। সেই রসের বিভাব দ্বিবিধ—আলম্বন ও উদ্দীপন। তন্মধ্যে আলম্বন দ্বিবিধ অর্থাৎ আশ্রয় ও বিষয়, আশ্রয়—স্বয়ং রাধিকা ও তৎকায়ব্যূহগণ এবং বিষয়—স্বয়ং কৃষ্ণ। কৃষ্ণই গোলোকপতি গোবিন্দ। সেই রসের প্রতিভাবিত আশ্রয়ই গোপীগণ, তাঁহাদের সহিতই গোলোকে কৃষ্ণের নিত্যলীলা।"

এই প্রবন্ধের প্রথমেই উদ্ধৃত শ্লোকের যে টীকা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর রচনা করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্যে আমরা পাই—" 'ঐ রাজা যাইতেছেন' বলিলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রক্ষী, ভৃত্য, পার্ষদ, অমাত্যাদিরও গমন বুঝায়, তাঁহার একাকী গমন বুঝায় না, তদ্রূপ 'অহং' পদেও ভগবানের সহিত তাঁহার ধাম বৈকুণ্ঠ এবং পার্ষদাদিকেও ভগবানের উপাঙ্গরূপে গ্রহণীয়। অতএব সেই ভগবদ্ধাম পার্ষদাদিরও তাঁহার ন্যায় বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে অবস্থানের কথা বুঝা যায়।"

ক্রমসন্দর্ভে দেখা যায়,—"অহমেব'-পদের 'এব'-কারের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কর্ত্তার সত্তা এবং নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও ধামাদি চিদ্‌বৈচিত্র্যবিহীন তত্ত্ববস্তুর সত্তাকে নিরাস করা হইল। 'আসমেব' কথাদ্বারা ভগবানের অসম্ভবনা অর্থাৎ অনস্তিত্বের খণ্ডন করা হইল। ....." 'আসমেব' এই পদে ব্রহ্মাদি বহির্জনের জ্ঞানগোচর সৃষ্টি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত অন্য ক্রিয়া ভগবৎপক্ষে প্রতিসিদ্ধ হইল, কিন্তু তজ্জন্য ভগবানের

নিজ অন্তরঙ্গ লীলাকেও যে নিরাস করা হইল, তাহা নহে ; যেমন 'এই রাজা এখন কোন কার্য্য করেন না' বলিলে তাঁহার রাজ্যসম্বন্ধি কার্য্যই নিষেধ হইতেছে অর্থাৎ তিনি রাজকার্য্য হইতে বিরত হইয়াছেন, এইটুকু মাত্র বুঝায়, পরন্তু রাজার শয়ন-ভোজনাদিরূপ স্বরূপ বা অন্তরঙ্গোচিত কার্য্যকলাপের নিষেধ বুঝা যায় না, তদ্রূপ।"

সৃষ্টির পূর্ব্বে ভগবানের ধাম, পার্ষদ, পরিকর ও অন্তরঙ্গলীলা প্রভৃতি ভগবানের সহিত ছিলেন। ইহা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের 'অহং' শব্দের ও শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর 'অহমেব' ও 'আসমেব' শব্দদ্বয়ের টীকার তাৎপর্য্য হইতে প্রতিপাদিত। তৎকালে ভগবানের অন্তরঙ্গলীলা সম্পাদনে শ্রীরাধার অস্তিত্বকে স্বীকার করিতেই হয়। সুতরাং রাধা নিত্যা।

সৃষ্টির পূর্ব্বে শ্রীরাধা ছিলেন এবং শ্রীরাধা ছিলেন বলিয়া রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি ছিলেন। কৃষ্ণ প্রাকৃত বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাদের লীলাবিস্তারের জন্য। আবার লীলাবিস্তারের নিমিত্ত অপ্রাকৃত লীলার ক্ষেত্রে শ্রীরাধা যেমন আপনাকে অসংখ্য গোপীরূপে বিস্তার করিয়াছেন, কৃষ্ণও তেমন আপনা হইতে সখাগণের বিস্তার করিয়াছেন। আবার রাধারাণী বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণকে আপনা হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। অপ্রাকৃত নিত্যলীলার ইহাই সামান্যতম দিগ্‌দর্শন।

"এবং পরিষ্বঙ্গ করাভিমর্শ-স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাস-হাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্ব-প্রতিবিম্ব-বিভ্রমঃ।।"

(ভাঃ ১০।৩৩।১৬)

"বালক যেরূপ স্বীয় প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়া করে, তদ্রূপ সেই লক্ষ্মীর অধিপতি (প্রভু) শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত আলিঙ্গন, করমর্দ্দন, স্নিগ্ধ দৃষ্টি, উদ্দামবিলাস ও হাস্যসহকারে ব্রজসুন্দরীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন।"

দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের সহিত বালক যেমন ক্রীড়া করে, কৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণের সহিত যে লীলাবিলাস করেন, তাহাও তদ্রূপ। ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের পরাপ্রকৃতি এবং কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন। বালক হইতে প্রতিবিম্বের ভিন্ন সত্তা আছে। রাধা ও কৃষ্ণ তত্ত্বতঃ একই বস্তু হইয়াও রাধার ভিন্ন সত্তা অর্থাৎ মূর্ত্তি আছে। আর মূর্ত্তিভেদ স্বীকার নিত্য বলিয়া রাধাকৃষ্ণের লীলাও নিত্য। সুতরাং রাধা নিত্যা।

"কৃষ্ণ একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান বস্তু, তাঁহার শক্তি অনন্ত। সেইসকল শক্তি রূপবতী হইয়া কৃষ্ণকে ক্রীড়া করায়। এক পরাশক্তির বিভূতিসকলকে অনন্ত শক্তি করা হইল, এক কৃষ্ণ যত সংখ্যা গোপীশক্তি তত সংখ্যা হইয়া প্রকটিত হইল। সবই কৃষ্ণ, কিন্তু চিচ্ছক্তি যোগমায়া কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে গোপীদিগকে প্রকটিত করিলেন, তাহা অর্ভক প্রতিবিম্বের ন্যায়ই বটে। কিন্তু এই লীলা চিচ্ছক্তি-প্রকটিত বলিয়া নিত্য ও স্বতঃপ্রকাশ।"

'সবই কৃষ্ণ।' সুতরাং রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা অচিন্ত্যশক্তিক্রমে নিজের সহিত নিজের লীলা।

দেশ (স্থান) ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাকৃত বস্তুর ধারণা গ্রহণ করিয়া থাকি।

একটী প্রাকৃত বস্তুকে বুঝিবার জন্য সেই বস্তুটী কোন্ দেশে ও কোন্ কালে অবস্থিত তাহা জানিবার চেষ্টা করি। কিন্তু ভগবদ্বস্তুর ক্ষেত্রে এইরূপ বিচার চলে না।

কালের মানদণ্ডে ভগবদ্বস্তুকে বিচার করিতে হইলে ভগবদ্বস্তু কোন্ কালে ছিলেন, কোন্ কালে আছেন বা কোন্ কালে থাকিবেন—এইরূপ বলিতে হয়। অতীত অনুসারে বলিতে হয় ভগবদ্বস্তু অতীতে ছিলেন, বর্ত্তমান অনুসারে বলিতে হয় বর্ত্তমানে আছেন, আর ভবিষ্যৎ অনুসারে বলিতে হয় ভবিষ্যতে থাকিবেন। কিন্তু এমন কথা ভগবদ্বস্তুর ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য। যেহেতু ভগবদ্বস্তু ত্রিকালাতীত নিত্যবস্তু অর্থাৎ কালের ব্যবচ্ছেদহীন নিত্যবস্তু। নিত্যবস্তুকে কালের অধীন করা যায় না। "ভগবদ্বস্তু খণ্ডকালের পরিচয়ে পরিমিত হইলে তাহা প্রকৃতির অধীন বস্তুবিশেষে পরিণত হয়। কিন্তু সেই বস্তু প্রাকৃত না হওয়ায় খণ্ডকালের অধীনে তাহার জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ হইতে পারে না।" (বিবৃতি—শ্রীমদ্ভাগবতম্ ২য় স্কন্ধ)। ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন,—"..... আমি কালেরও আশ্রয়। কাল আমাকে সীমাবিশিষ্ট করিয়া মায়িক বস্তুবিশেষে পরিণত করিতে অসমর্থ।"

'পূর্ব্ব'-শব্দটী কাল নির্দ্দেশক। সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে শ্রীরাধা ছিলেন কি না—এই প্রশ্ন নিরর্থক।

রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা-আস্বাদিত সম্ভোগ কিরূপ, তাহা অভাবনীয়, তাহা প্রাকৃতবুদ্ধির বোধগম্য নহে। তাঁদের লীলা ভাবাতীত অপ্রাকৃত ভাব ভূমিকায়। তাঁহারা চিন্ময় বস্তু, তাঁহাদের অপ্রাকৃত ভাবভূমিও চিন্ময় বস্তু। আস্বাদিত লীলারস চিন্ময় রস। দেশ ও কালের সীমানায় আবদ্ধ প্রাকৃত মানবের প্রাকৃত বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লীলারসের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়। সে বস্তু প্রাকৃত মনের উপলব্ধিত বস্তু নয়। তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা হইতে পারে মাত্র। শ্রীরাধা চিন্ময়বস্তু। সুতরাং প্রাকৃত বুদ্ধিদ্বারা তাঁহার সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা করা একেবারেই অসম্ভব। তাই গুরু-বৈষ্ণবের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া শাস্ত্রের আলোকে বলিতে হয় শ্রীরাধা নিত্যা।

আর সেই কারণেই গুরু-বৈষ্ণব-সাধু-সজ্জন-মহাজনের কৃপা প্রার্থনা করি—যাহাতে চিন্ময়ধামে গিয়া রাধারাণীর অনুচরী হইয়া দাসীবৃত্তি গ্রহণ করিতে পারি।

—শ্রীভবদ্বন্ধু সরকার

মায়া

মায়া ভগবানের শক্তি। শাস্ত্রে দুইপ্রকার মায়ার উল্লেখ দেখা যায়—যোগমায়া ও মহামায়া। যাঁহারা ভগবানের প্রতি উন্মুখ যোগমায়া তাঁহাদিগকে মোহন করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা ভগবদ্বিমুখ তাঁহাদিগকে মহামায়া মোহিত করেন।

গীতায় (৭।১৪) শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।

ভগবান্ বলিতেছেন,—মায়া আমারই শক্তি। দুর্ব্বল জীবের পক্ষে স্বভাবতঃ দুরত্যয়া

অতর্থাৎ দুরতিক্রমা। যাঁহারা আমার ভগবৎস্বরূপের প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই এই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন। আবার বলিলেন,—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্।। (গীতা ৭।২৫)

আমি সর্ব্বলোকের নিকট প্রকাশিত নহি। যোগমায়াকর্ত্তৃক সমাচ্ছাদিত। অতএব এই মায়ামুগ্ধ জগৎ আমাকে জন্মরহিত ও অবিনশ্বর বলিয়া সম্যক্‌রূপে জানিতে পারে না। সূর্য্য যেমন সর্ব্বদা বর্ত্তমান, কিন্তু সুমেরু পর্ব্বতের আবরণের জন্য সকলসময় লোকের দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইপ্রকার ভগবান্‌ও অনন্ত অব্যয় হইলেও যোগমায়ার আবরণবশতঃ সর্ব্বদা সকলের নিকট প্রকাশিত হন না।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়,—

বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ।
আদিষ্টা প্রভুনাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি।। (ভাঃ ১০।১।২৫)

ভগবানের লীলাপরিকর ভক্তগণকে মোহিত করিবার জন্য ভগবান্ যোগমায়াকে আদেশ করিলেন এবং ভক্তদ্বেষী কংস প্রভৃতির মোহনের জন্য মায়াকে আদেশ করিয়াছিলেন। অপ্রাকৃত জগৎ যোগমায়াকর্ত্তৃক মোহিত হয় এবং প্রাকৃত জগৎ তাঁহার অংশভূতা মায়ার দ্বারা মোহিত হয়। শ্রীমতী রাধারাণীর আবরিকা শক্তি হইতেছেন—মহামায়া। অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী—যাঁহার দ্বারা জগৎসহ জীবগণ মুগ্ধ হইয়া থাকে। আর ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়া ভগবদ্ভক্তগণকে মোহন করিয়া লীলাপুষ্টি করিয়া থাকেন। যেমন,—

একদিন ব্রজগোপীগণ যশোমতীর নিকট নালিশ করিয়া বলিলেন,—"যশোদে! তোমার কানাই মাটী খাইয়াছে।" ইহা শুনিয়া মা যশোদা খুবই দুঃখ পাইলেন এবং কানাইকে ধরিয়া আনিয়া বলিলেন,—"হ্যারে কানাই! আমার ঘরে কি খাবার নাই? ঘরে ত' ননী, মাখন, লাড্ডু, সন্দেশের কোন অভাব নাই। তুই মাটী খেয়েছিস্ কেন?" এই বলিয়া মা শসনের জন্য কানাইয়ের কান ধরিয়াছেন। "যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্"—যাঁহাকে স্বয়ং ভয় পর্য্যন্ত ভয় করেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্যামসুন্দর ভয়ে ভীত হইয়া মাকে বলিতেছেন—"মা! আমি ত' মাটী খাই নাই। মাটী খাইলে ত' মুখে মাটী লাগিয়া রহিবে। তুমি আমার মুখ দেখ।"—এই বলিয়া যেই মুখব্যাদন করিয়াছেন, সেই এতটুকু মুখে মা যশোদা অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিলেন। ইহা দেখিয়া মা জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। যখন কানাই মা মা বলিয়া ডাকিলেন তখন যশোমতী দেবী প্রকৃতিস্থা হইলেন।

আবার দেখুন,—কৃষ্ণ সখাগণসহ ধেনু চরাইতেছেন। সখাদের সঙ্গে পাতার ঠোঙায় আনন্দের সহিত সকলে মিলিয়া দইভাত খাইতেছেন। ব্রহ্মা ভগবানের এইপ্রকার লীলা দেখিয়া চিন্তা করিলেন,—ইনি কি-প্রকারে আমার পিতা হইতে পারেন। অসম্ভব ব্যাপার! পরীক্ষার জন্য তিনি সমস্ত গো-বৎস ও গোপবালকগণকে হরণ করিয়া লইলেন। কৃষ্ণ দেখিলেন—কি ব্যাপার! ইহারা কোথায় গেল? তৎক্ষণাৎ তিনি বুঝিলেন—ইহা ব্রহ্মার

কাজ। মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি নিজেই গো-বৎস ও গোপবালকস্বরূপে প্রকাশিত হইয়া পূর্ব্ববৎ লীলা করিতে লাগিলেন। এদিকে ব্রহ্মা চিন্তা করিলেন—"দেখি, রাখাল বালক শ্রীকৃষ্ণ কি করিতেছেন।" তিনি আসিয়া দেখেন, আশ্চর্য্য ব্যাপার! পূর্ব্ববৎ সেইপ্রকার গো-বৎস ও রাখালসহ কৃষ্ণ লীলা করিতেছেন। তিনি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া যেস্থানে গো-বৎসাদি রাখিয়াছিলেন সেখানে গেলেন এবং সেখানে যেমনভাবে রাখিয়াছিলেন ঠিক তেমনটী দেখিলেন। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণসমীপে আসিয়া তাঁহার পাদপদ্মে নিপতিত হইলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

ব্রহ্মার গো-বৎস হরণের সময়ে কৃষ্ণ স্বয়ং যে গো-বৎস, রাখালবালক হইয়াছিলেন—তাহাদের প্রতি গোপ-গোপী ব্রজবাসিগণের স্নেহ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে দেখিয়া শ্রীবলদেব তাহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া বলিতেছেন,—

"কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুনান্যা মেঽপি বিমোহিনী।।

(ভাঃ ১০।১৩।৩৭)

এই মায়া কীদৃশী? দেব, মনুষ্য বা অসুর, কাহার কৃত? কোথা হইতেই বা ইহা আসিল? সম্ভবতঃ ইহা আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মায়া। কারণ অন্য মায়া আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া জ্ঞানচক্ষুতে দেখিতে পাইলেন যে,—সেই সমস্ত গো-বৎস ও গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ।

"গচ্ছ দেবী ব্রজং ভদ্রে গোপ-গোভিরলঙ্কৃতম্।
রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে।। (ভাঃ ১০।২।৭)

দেবকীর গর্ভাকর্ষণ, যশোদার নিদ্রা আনয়ন প্রভৃতি কার্য্য যোগমায়ার এবং যশোদাকন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়া কংস-বঞ্চনা করা মহামায়ার কার্য্য। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—মহামায়া শ্রীমতী রাধারাণীর আবরিকা শক্তি এবং যোগমায়া ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি।

যোগমায়া—যোগ অর্থে সংযোগ, তাহার নিমিত্ত যে মায়া অর্থাৎ কৃপা। যোগমায়া যথাস্থিত পদার্থকে অন্যত্র স্থাপন করিতে সমর্থা। যিনি লীলাসাধনের জন্য সঙ্কর্ষণকে দেবকীর গর্ভ হইতে রোহিণীর গর্ভে স্থাপিত করিয়াছিলেন—তিনিই যোগমায়া। যোগমায়ার সর্ব্বকার্য্যে অধিকার। অন্তরঙ্গাশক্তিহেতু এই যোগমায়া ভগবৎপ্রাপ্তির পথ নিরূপণ করিয়া থাকেন।

"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবী পতিং মে কুরু তে নমঃ।। (ভাঃ ১০।২২।২)

ব্রজকুমারীগণ কৃষ্ণপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় তদীয় শক্তি যোগমায়ার পূজায় নিযুক্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রাপ্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এখানে যে মহামায়া বলা হইয়াছে, এই মহামায়া চৈতন্যশক্তির বিলাসরূপা ভগবানের অচিন্ত্য যোগমায়া শক্তি। নারদ পঞ্চরাত্রে বলিয়াছেন,—

অস্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়াঽখিলেশ্বরী।
যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ।।

স্বরূপশক্তি যোগমায়ার আবরিকা শক্তি মহামায়া অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী। তাঁহার দ্বারা সমস্ত জগৎ, দেহে আত্মাভিমানী জীবসমূহ মুগ্ধ হইয়া থাকে।

ভগবানের চিন্ময়ধামে চিন্ময়ী যোগমায়া ভগবানের স্বরূপভূত শক্তি। ইনি বৈকুণ্ঠে নিত্য সেবাপরায়ণা। ব্রজরাজকুমারীগণ ভগবানের সেবা প্রার্থনা করিয়া ইহাকেই পূজা করিয়াছিলেন। সেই পূজায় কেবল ভগবৎপ্রীতি-কামনা। নিজের ফলভোগ বা ফলত্যাগ কামনা নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন,—

"চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি, অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভব অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম।।
মায়াশক্তি, বহিরঙ্গা, জগৎকারণ।
তাহার বৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ।।"

(চৈঃ চঃ আঃ ২।১০১-১০২)

কৃষ্ণ-উন্মুখমোহিনী যোগমায়া কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি ; আর কৃষ্ণ-বিমুখমোহিনী জড়মায়াই কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি। চণ্ডীতে দেখা যায়,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।"

মহামায়া কৃষ্ণবিমুখ জীবকে দণ্ড দিয়া ও চিকিৎসা করিয়া শুদ্ধ করেন। এই মহামায়া ভগবানের আদেশে বিশ্বসংসার মায়ায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন,—

"জয় জয় জগতজননী মহামায়া।
দুঃখিত জীবেরে দেহ' রাঙ্গা-পদছায়া।।
জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-কোটীশ্বরি!
তুমি যুগে যুগে ধর্ম্ম রাখ অবতরি'।।
জগৎ-স্বরূপা তুমি, তুমি সর্ব্ব-শক্তি।
তুমি শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা, তুমি বিষ্ণুভক্তি।।
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডগণের তুমি মাতা।
কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা?
সর্ব্বাশ্রয়া তুমি সর্ব্বজীবের বসতি।
তুমি আদ্যা, অবিকারা পরমা প্রকৃতি।।
তোমার মায়ায় মগন সকল সংসার।
তুমি না রাখিলে মাতা কে রাখিবে আর।।
সবার উদ্ধার লাগি' তোমার প্রকাশ।
দুঃখিত জীবেরে মাতা কর নিজ-দাস।।"(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৮শ অঃ)

একই শক্তি চিৎস্বরূপে যোগমায়া ও জড়স্বরূপে জড়শক্তি মহামায়া। মায়া নির্গুণ

অবস্থায় চিচ্ছক্তি আর সগুণ অবস্থায় জড়শক্তি। এই শক্তি শাস্ত্রে বিষ্ণুমায়া, মহামায়া, মায়া ইত্যাদি নামে উক্ত হইয়াছে।

রাসলীলা-প্রসঙ্গ আলোচনা করিলে জানা যায় যে,—শুধু ভক্তগণ কেন, ভগবান্ নিজেও তাঁহার মায়াতে মুগ্ধ হইবার লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন।—

"মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপনপ্রভাবে।।
আমিহ না জানি তাহা, না জানে গোপীগণ।
দুঁহার রূপগুণে দুঁহার নিত্য হরে মন।।
ধর্ম্ম ছাড়ি' রাগে দুঁহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে, কভু না মিলে,—দৈবের ঘটন।।
এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ।। (চৈঃ চঃ আঃ ৪।২৯-৩২)

যাঁহার মায়ায় সমস্ত জগৎ—সুর, অসুর, মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই মুগ্ধ—সেই সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্র স্বেচ্ছায় নিজ যোগমায়াতে মুগ্ধ হইয়া রাসাদি বিচিত্র লীলা করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার লীলাবৈচিত্র্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

পরিশেষে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কীর্ত্তনটী গাহিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।—

"কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি'।
আবরণ সম্বরিবে কবে বিশ্বোদরী।।
শুনেছি আগমে-বেদে মহিমা তোমার।
শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখে বাঁধি' করাও সংসার।।
শ্রীকৃষ্ণ-সাম্মুখ্য যা'র ভাগ্যক্রমে হয়।
তা'রে মুক্তি দিয়া কর অশোক অভয়।।
এ দাসে জননি! করি' অকৈতব দয়া।
বৃন্দাবেন দেহ স্থান তুমি যোগমায়া।।
তোমাকে লঙ্ঘিয়া কোথা জীবে কৃষ্ণ পায়।
কৃষ্ণ রাস প্রকটিল তোমার কৃপায়।।
তুমি কৃষ্ণ-অনুচরী জগত-জননী।
তুমি দেখাইলে মোরে কৃষ্ণ-চিন্তামণি।।
নিষ্কপট হ'য়ে মাতা চাহ মোর পানে।
বৈষ্ণবে বিশ্বাস-বৃদ্ধি হ'ক প্রতিক্ষণে।।
বৈষ্ণব-চরণ বিনা ভব-পারাবার।
ভকতিবিনোদ নারে হইবারে পার।।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

মনের প্রতি উপদেশ

ভজ মোর মন, যশোদা-নন্দন,
মাধব ব্রজবনচারী।
বৃন্দাবন-ধন, গোকুল-রঞ্জন,
গোপাল গিরিবরধারী।।
চন্দন-চর্চ্চিত সুন্দর অঙ্গ,
নটন সুবেশে তনু ত্রিভঙ্গ।
বদন প্রকাশ, সুমধুর হাস,
ভকত-আনন্দকারী।।
বক্ষে দুলিছে বন-ফুলমালা,
শ্রুতিতে কুণ্ডল মাণিক উজালা।
চরণে নূপুর, বাজিছে মধুর,
নাচত বিপিনবিহারী।।
ভজ ভজ মন, শ্রীনন্দ-নন্দন,
মাধব ব্রজবনচারী।
ভজ অবিরত, যশোদার সুত,
গোষ্ঠজন-মনোহারী।।
শয়নে ভোজনে পথ-পর্য্যটনে,
প্রতি নিমেষের প্রতিটি সাধনে।
গাহ অবিরাম, কৃষ্ণ-গুণগ্রাম,
চিন্তহে করুণা তাঁ'রই ।।
ওরে মূঢ় মন, তোমার ধরম,
সতত মরমে রও।
কত ছাবি সব, আঁকে তুলি তব,
কখনও বিরত নও।।
শ্রীহরির নাম, আঁকি' চিত্রপটে,
শ্রবণ-কীর্ত্তন কর অকপটে,
অসার-চিন্তায় কাল কেটে যায়,
সে মনে শোধিয়া লও।

শ্রীকৃষ্ণচরণ, পরম রতন,
পরাণ সঁপিয়া দাও।।
মর্ম্মের মণি-মন্দির-মাঝে,
বসাও যতনে বৃন্দাবনরাজে।
আপনার মন, কর বৃন্দাবন,
রহিয়া সেবার কাজে।।

—শ্রীমতী অপর্ণা দেবী

জীবের কৃত্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৩ পৃষ্ঠার পর]

মায়াবাদিগণের মতে জীবকে উপাধিভূত ব্রহ্ম বলা হয়। মায়াবাদিগণের বিচার হতেই 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে'—এই প্রকার উক্তির উদ্ভব হয়েছে। জীবের পাঞ্চভৌতিক দেহ মায়াশক্তি হতে জাত। মায়াধীশ ব্রহ্ম কখনও মায়ার ত্রিতাপের দ্বারা ক্লিষ্ট হতে পারেন না। ব্রহ্ম বা ভগবান্ সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে অবস্থিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলেছেন,—"ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্" (গীতা ৪।৬) অর্থাৎ 'আমি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর'; "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" (গীতা ১৮।৬১) অর্থাৎ "হে অর্জ্জুন! অন্তর্যামী পরমাত্মা সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থান করছেন। শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—"সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" (শ্বেতাশ্বতর)। ব্রহ্ম সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী হলেও তাঁর মায়া-স্পর্শদোষ হয় না। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বাণী,—

"প্রকৃতি-সহিতে তাঁর উভয় সম্বন্ধ।
তথাপি প্রকৃতি-সহ নাহি স্পর্শ-গন্ধ।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৫।৮৬)

শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হয়,—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া।। (ভাঃ ১।১১।৩৮)

অর্থাৎ—"যেরূপ আত্মাশ্রয়া বুদ্ধি আত্মার আনন্দাদির সহিত যুক্ত হয় না, তদ্রূপ প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত প্রপঞ্চে অবস্থিত হয়েও শ্রীকৃষ্ণ-সুখ-দুঃখাদি প্রাকৃত গুণসমূহে কখনও যুক্ত হন না, পরমেশ্বরের বা তদীয় বস্তুসমূহের ইহাই ঐশ্বর্য্য।" উক্ত শ্লোকের অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে' শ্রীল শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনাদ ঠাকুর লিখেছেন,—"প্রকৃতিস্থ হয়েও তার গুণের বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়াবদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহা মায়া-সন্নিকর্ষেও মায়া-গুণে সংযুক্ত হয় না।" বেদ-বচন যথা,—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।।"
(শ্বেঃ ৪।৬, মুণ্ডক ৩।১।১, ঋগ্বেদ ১।১৬৪।২১)

ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ ও জীব এই অনিত্য জগৎ সংসার-রূপ অশ্বত্থবৃক্ষে দুই সখার ন্যায় অবস্থান করছেন ; জীবরূপ পক্ষী স্বীয় কর্ম্মফলানুসারে সংসাররূপ পিপ্পল ফল সেবন করছেন, আর তার সখা ঈশ্বররূপ পক্ষীটী পিপ্পল ফল ভোগ না করে সাক্ষীস্বরূপে জীবরূপ পক্ষীর আস্বাদন দেখছেন। ঈশ্বররূপ পক্ষীটী কর্ম্মফল-দাতা এবং জীবরূপ পক্ষীটী কর্ম্মফল-ভোক্তা। এইভাবে জীবের ভগবদ্-সাম্মুখ্য লাভ না করা পর্য্যন্ত তার সহিত পরমাত্মা ক্ষীরোদশায়ী পুরুষের লীলা চলছে।

জীবের দেহে জীবাত্মা ব্যতীত যে পরমাত্মা বাস করেন, তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্পষ্টভাবে উক্ত হয়েছে,—

"উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ।।
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে।।"

(গীতা ১৩।২৩-২৪)

অর্থাৎ—"এই দেহে জীব ভিন্ন অন্য পুরুষ, ইহার নিকটস্থ দ্রষ্টা, অনুমোদনকারী, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং পরমাত্মা বলেও কথিত হন।

যিনি এই প্রণালীতে পুরুষতত্ত্ব, সগুণ মায়া প্রকৃতি ও জীবতত্ত্বকে অবগত হন, তিনি জড়জগতে অবস্থান করেও, পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না।"

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের বাক্যে ধ্বনিত হয়,—

"যথা হ্যপ্রতিবুদ্ধস্য প্রস্বাপো বহুনর্থভৃৎ।
স এব প্রতিবুদ্ধস্য ন বিমোহায় কল্পতে।।
এবং বিদিত তত্ত্বস্য প্রকৃতির্ম্ময়ি মানসম্।
যুঞ্জতো নাপকুরুত আত্মারামস্য কর্হিচিৎ।।" (ভাঃ ৩।২৭।২৫-২৬)

"জীবপুরুষ যখন তত্ত্ব-বিষয়ে নিদ্রিত থাকে, স্বপ্নদৃষ্ট অনর্থসকল তখনই তাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করে। কিন্তু সেই পুরুষ জাগরিত হলে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারলে পূর্ব্বোক্ত অনর্থসকল সংস্কারবশতঃ স্মৃতিপথে উদিত হলেও তাকে বিমোহিত করতে পারে না।। সেইরূপ যে ব্যক্তি ভগবান্, জীব ও মায়ার পরস্পর সম্বন্ধতত্ত্ব অবগত হয়ে আমাতে চিত্ত নিয়োগপূর্ব্বক বা চিত্ত সংযোগ করে আত্মারাম হন, প্রকৃতি আর কখনও তাঁর অপকার করতে সমর্থ হয় না।" অতএব, আত্মারাম ব্যক্তিকে মায়া কখনও ফাঁদে ফেলতে পারে না অর্থাৎ তার অপকার করতে পারে না। আত্মারাম জীবকে যদি মায়া ফাঁদে ফেলতে না পারে, তবে নির্গুণ ব্রহ্মকে কি সগুণ মায়া ফাঁদে ফেলতে পারে? মায়াধীশ ব্রহ্ম পঞ্চভূতের ফাঁদে বা মায়ার ফাঁদে পড়েছেন—এরূপ উক্তি কি যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে?

সর্ব্ববাদিসম্মত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ স্বমুখে বলেছেন,—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে।। (গীতা ৯।১০)

অর্থাৎ—"হে কৌন্তেয়! আমার অধ্যক্ষরূপ নিমিত্তপ্রভাবে মায়া চরাচর সহিত এই বিশ্বকে প্রসব করে বা উৎপাদন করে এবং আমার এই অধ্যক্ষতাহেতু জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও লয়প্রাপ্ত হয়।" জড়াপ্রকৃতি বা মায়া ভগবানের অধ্যক্ষত্ব ব্যতীত সৃজন করতে অথবা কিছুই করতে পারে না। কারণ, প্রকৃতি ভগবানের (ব্রহ্মের) অধীনা এবং সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে ভগবানই প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ও নিমিত্তকারণ। শ্রীভগবান্ গুণাধীশ তত্ত্ব ও মায়ার অধীশ্বর। গীতার উক্ত বাক্যে "প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" অর্থাৎ ব্রহ্মের (ভগবানের) প্রকৃতি (শক্তি) চরাচর জগৎকে প্রসব করে বা উৎপন্ন করে—ইহা স্পষ্ট উল্লেখ থাকায় জগৎকে ব্রহ্ম বলা যায় না। মায়া ব্রহ্মের প্রকৃতি বা শক্তি। জগৎ ব্রহ্ম হলে ব্রহ্মের প্রকৃতি বা মায়াশক্তি জগৎকে প্রসব করে বলতে ব্রহ্মকে প্রসব করে—এরূপ অর্থ প্রতিপন্ন হয় ; কিন্তু কোন প্রকৃতি তার স্বামীকে প্রসব করেছে বা উৎপন্ন করেছে—ইহা অসম্ভব ও লজ্জাজনক ব্যাপার। ব্রহ্মের অপরাশক্তি তথা বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তিই জগৎপ্রসবিণী। মায়াশক্তি-প্রকটিত মায়িক জগৎ কোনমতেই মায়াশক্তির প্রভু ব্রহ্ম নন ; কিন্তু বহিরঙ্গা শক্তি-প্রসূত বলে জগৎ অনিত্য ও সত্য। ব্রহ্ম সত্য হওয়ায় সেই সত্য হতে প্রকাশিত জগৎও সত্য ; কারণ ব্রহ্মের শক্তির পরিণতি এই জগৎ। গীতার উক্ত ৯।১০ শ্লোকে 'ময়াধ্যক্ষেণ'-শব্দে ভগবান্ জানিয়েছেন যে,—তাঁর মায়াশক্তি তাঁর কটাক্ষদ্বারা চালিত হয়েই তাঁর ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করতে সমর্থ হয়। শক্তিমান্ ব্রহ্মের (ভগবানের) অধ্যক্ষত্ব ব্যতীত তাঁর শক্তি ক্রিয়াবতী হয় না ও হতে পারে না। শক্তিমান্ ব্রহ্মের পরিণাম হয় না, শক্তিরই পরিণাম হয়। ব্রহ্ম সত্যবস্তু হওয়ায় তাঁর শক্তির পরিণাম সত্য হতে বাধ্য। সুতরাং জগৎ সত্য—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৫।৭) শ্রীভগবান্ জানিয়েছেন,—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" অর্থাৎ আমারই অংশভূত বিভিন্নাংশ সনাতন জীব। উক্ত শ্লেকে "মমৈবাংশঃ", "জীবভূতঃ" প্রভৃতি শব্দে জীবের সঙ্গে ভগবানের (ব্রহ্মের) কেবলাভেদ বিচার খণ্ডিত হয়েছে। ব্রহ্ম মায়ার আশ্রয়ে জীব হয়, আবার মায়ামুক্ত হলেই ব্রহ্ম হয়—এই বিচার ভ্রমাত্মক। উক্ত শ্লোকে 'সনাতন'-শব্দে জীবের নিত্যত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে। অতএব মুক্ত বা বদ্ধ সর্ব্বাবস্থাতেই জীব নিত্য অর্থাৎ জীব মুক্ত হলেও ব্রহ্ম (ভগবান্) হয় না, বরং জীবই থাকে। শ্রীগীতার ৭।২৯ শ্লোকে ভগবদুক্তিতে জানা যায়,—

"জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি তে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্।।"

যাঁরা জরা-মরণের নিবারণার্থ আমাকে আশ্রয় করত প্রযত্ন করেন, তাঁরা সেই পরব্রহ্মকে, শুদ্ধ জীবাত্ম-স্বরূপকে এবং সংসার-বন্ধনজনিত সমুদয় কর্ম্মস্বরূপকে অবগত হন। এস্থলে ব্রহ্ম ও জীবাত্মায় ভেদ সূচিত হয়। সুতরাং ব্রহ্মই জীব—এরূপ বাক্য গীতায় নির্ণীত হয় নাই।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৭।১৪ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।

"এই অলৌকিকী গুণময়ী আমার বহিরঙ্গা শক্তি মায়া নিশ্চয় দুরতিক্রমণীয়া তথাপি যাঁরা একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করেন, তাঁরা এই দুরত্যয়া মায়া অতিক্রম করতে পারেন।" সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই মায়া। এই ত্রিগুণময়ী মায়াদ্বারা বদ্ধ হয়ে জীবগণ যে মোহিত হয়ে আছে, তা হতে উদ্ধারের উপায় কি? জীব ইচ্ছা করলেই এই মহাবলশালী মায়াকে নিজশক্তিপ্রভাবে পরাজিত করতে পারে না। কারণ বিষ্ণুশক্তি মায়ার তুলনায় জীবের শক্তি অতি নগণ্য। এই প্রবল মায়াশক্তিকে পরাভূত করবার কৌশল তথা মায়া হতে উদ্ধারের উপায় ভগবান্‌ই বলে দিয়েছেন—"মামেব যে প্রপদন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"—অর্থাৎ একমাত্র যারা আমারই শরণাপন্ন হয়, তাঁরাই আমার কৃপায় দুস্তরা মায়াকে অতিক্রম করতে পারেন। কিন্তু আমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও আশ্রয় করলে অথবা জীবগণ যে মায়াদ্বারা বদ্ধ হয়েছে, সেই মায়াকে আশ্রয় করলেও মায়া অতিক্রম করা সম্ভব হবে না। কারণ মায়া ভগবানের বশবর্ত্তিনী এবং জীবের সংসার-মোচনে মায়ার স্বতন্ত্রতা নাই ; যথা—"ঈশ্বরস্য ভগবতো বিষ্ণোর্বশবর্ত্তিন্যা মায়য়া জীবলোকোঽয়ং" (ভাঃ ৫।১৪।১) মায়া যে বিষ্ণুর শক্তি তা চণ্ডীতেও উল্লিখিত আছে,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।" এই মায়িক কারাগারের অধিকর্ত্রী মায়া ভব-কারাগারে আবদ্ধ কোন জীবকে ভগবদাজ্ঞা ব্যতীত ছেড়ে দিতে পারে না,—ইহাই উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য। ব্রহ্মের শ্রবণশক্তি না থাকলে জীবের প্রার্থনা শুনবেন কি করে? ব্রহ্মের বিচারশক্তি না থাকলে একমাত্র তাঁরই আশ্রয়কারীকে মায়া হতে মুক্তি দিবেন কি করে? তাই শঙ্করাচার্য্যের মতানুযায়ী ব্রহ্মকে (ভগবানকে) নিঃশক্তিক বা নিষ্ক্রিয় বলা যায় না। নির্গুণ ব্রহ্ম যদি জীব হন, তাহলে জীবকে মায়া উপাধিযুক্ত সগুণ ব্রহ্ম বলতে হয়। নির্গুণ বা ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মকে ত্রিগুণাবদ্ধ জীবরূপে নিরীক্ষণ করলে নির্গুণ ব্রহ্মে গুণবিশেষের আরোপ হয়, তখন অসীম ব্রহ্ম সসীম হয়ে পড়েন। ব্রহ্ম নির্গুণ হয়েও জীবরূপে সগুণ হয়েছেন বললে ব্রহ্মে দ্বৈতভাব এসে পড়ে। তাহাতে কেবলাদ্বৈতভাব সিদ্ধ হয় না।

শ্রীভগবান্ বলেছেন,—

অনন্যশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।। (গীতা ৯।২২)

অর্থাৎ—"অন্য দেবোপাসনারহিত যে ব্যক্তিগণ আমাকে নিরন্তর স্মরণপূর্ব্বক পরিপূর্ণরূপে আরাধনা করেন, আমি সেইসকল নিত্য মদেকনিষ্ঠ জনগণের অপ্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ ভার স্বেচ্ছায় বহন করি।" এস্থলে 'বহামি অহম্'-অর্থে আমি স্বয়ং বহন করি। অনন্যভক্তগণের যোগক্ষেম শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বহন করেন, অর্থাৎ অন্য কাহাকেও দিয়া বহন করান না। ব্রহ্ম (ভগবান্) সবিশেষ, চিদ্বিলাস, সর্ব্বশক্তিমান্, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ও ভক্তবৎসল বলেই অনন্যভক্তগণের যোগ ও ক্ষেম বহন করেন—এরূপ উক্তি করেছেন। এমতাবস্থায় উক্ত শ্লোকে ব্রহ্ম নিঃশক্তিক, নিষ্ক্রিয় ও নিরাকার নহেন—ইহা প্রমাণিত হয়।

মায়াবাদিগণ বলেন,—"পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ, পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ" অর্থাৎ

মায়াপাশে আবদ্ধ হলেই জীব হয়, মায়ামুক্ত হলে আর জীব থাকে না, সদাশিব হয়ে পড়ে ;—এবম্বিধ মতবাদ স্বীকার করা যায় না। ইহার কারণ—প্রথমতঃ মায়া সদাশিবের প্রকৃতি বা শক্তি। সদাশিব তাঁর নিজ শক্তির দ্বারা আলিঙ্গনাবদ্ধ হলে তিনি জীব হন এবং তাঁর শক্তি মায়া তাঁকে ত্যাগ করলে অর্থাৎ তিনি মায়া-শক্তিরহিত হলে সদাশিব হয়ে থাকেন। সদাশিব শক্তিহীন তথা শক্তিরহিত হলে তিনি দুর্ব্বল ও নিঃশক্তিক হন। তিনি শক্তির দ্বারা বন্ধন বা বেষ্টনীপ্রাপ্ত হলে শক্তির সাহায্য পেয়ে জীব হন ; তখন জীব ত' স্বভাবতঃ শক্তিমান্ হয়ে পড়ে। সদাশিব নিঃশক্তিক আর জীব শক্তিমান্ হলে জীব সদাশিবের পরতত্ত্ব হয়ে পড়ে—ইহা অবিশ্বাস্য ও অবান্তর।

দ্বিতীয়তঃ—মায়াবাদিগণের কথিত—'ব্রহ্ম ব্যতীত কোথাও কিছু নাই'—এই বাক্যানুসারে ব্রহ্মই জগৎ ও ব্রহ্মই জীব হয়েছে স্বীকার করা হলে ব্রহ্মই মায়া এবং ব্রহ্মই সদাশিব—ইহা স্বীকার করতে বাধা কোথায়? যদি সমস্তই ব্রহ্ম হয়, তবে মায়াবদ্ধ হলে জীব এবং মায়ামুক্ত হলে সদাশিব—একথা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

তৃতীয়তঃ—মায়া-শব্দের অর্থ—'মীয়তে অনয়া ইতি মায়া' অর্থাৎ যাকে মেপে লওয়া যায়, তাহাই মায়া। ভগবানকে (ব্রহ্মকে) মেপে লওয়া যায় না, কারণ তিনি মায়াধীশ। মায়া ভগবানের (পূর্ণব্রহ্মের) স্বরূপশক্তির ছায়া। ভগবান্ যেমন বিভু, মায়াও তেমনই বিভু। জীব যদি ভগবান্ তথা ব্রহ্ম হয়, তবে জীবও বিভু হয়ে পড়ে। সদাশিব হলেন ভগবানের স্বাংশ অবতার—তিনিও বিভু। জীব বিভু হলে মায়া তাকে বশীভূত করতে পারে না। কিন্তু জীব 'অণুচিৎ' হওয়ায় জীব মায়ার বিভুশক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে পারে না, তাই মায়া জীবকে বদ্ধ করে ফেলে। ভগবৎ স্বাংশতত্ত্ব সদাশিব মায়ার দ্বারা বদ্ধ বলা হলে তাঁকে মেপে লওয়া হয়েছে—ইহাই বুঝায়। ব্রহ্মকে অথবা বিষ্ণুতত্ত্বকে মেপে নিয়ে জীব বানানোর প্রবণতাই মায়ার ছলনা বা নাস্তিকথা। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

পাশ্চাত্ত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম-প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ সপ্তমবার বিশ্বপ্রচারের প্রারম্ভে বিগত ৩রা এপ্রিল হইতে ৮ই এপ্রিল পর্য্যন্ত দিল্লী ও মুম্বই মহানগরীতে প্রচার সমাপ্ত করিয়া ৯ই এপ্রিল ইটালীস্থ মিলান মহানগরীর মাল্‌পেন্সা বিমানবন্দরে সপরিকরে অবতরণ করেন। বিমানবন্দরে ইটালী ব্যতীত ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, জার্ম্মানি প্রভৃতি ইউরোপীয় ভক্তগণ মাল্যার্পণ ও হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা শ্রীল মহারাজকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। পূর্ব্বনির্দ্ধারিত প্রচারসূচী অনুযায়ী ভক্তগণ Curino নামক স্থানে লইয়া যান। শ্রীল মহারাজ Curino, Novara, Bologna, Firenze তথা Pisa স্থিত Viareggoতে শ্রীহরিকথা প্রচার করিয়া দুই দিনের ধর্ম্মসভায় যোগদান করিবার জন্য ইটালীর রাজধানী রোমে গত ১৬।৪।৯৯ তারিখে পৌঁছান।

শ্রীল মহারাজের বিদেশ যাত্রার উদ্দেশ্য— (১) ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতি, (২)

বৈদিক সনাতন ধর্ম্ম, (৩) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান বৈশিষ্ট্য এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল-প্রেমধর্ম্মের দ্বারা বিশ্বশান্তি এবং বিশ্ববাসীর হৃদয়ে সৌহার্দ্দের বীজ বপন করা। আজ সমগ্র মানবজাতি এই বিশুদ্ধ পারমার্থিক জ্ঞানের অভাবে ত্রিতাপজ্বালায় জর্জ্জরিত হইতেছে। পরস্পর অবিশ্বাসের জন্য একে অপরের প্রতি পারিবারিক এবং আন্তর্জাতিক প্রীতি ও মমতা নষ্টপ্রায় হইয়া গিয়াছে। পরিণামস্বরূপ বিভিন্ন রাষ্ট্র যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতেছে। এই দুর্দ্দিনে বাঁচিবার একমাত্র উপায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের আশ্রয় গ্রহণ।

ভারতবর্ষ হইতে পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজও প্রচারের উদ্দেশ্যে ইটালীতে আসিয়াছেন। Firenzeতে শ্রীল মহারাজের সহিত পূজ্যপাদ পুরী মহারাজের সাক্ষাৎ হয়। বহির্ভারতে পরস্পরের মিলনে উভয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন। দুইজনে শুদ্ধাভক্তির কথা আলোচনা করেন। এখানে সান্ধ্যকালীন বক্তৃতায় শ্রীল মহারাজ পরম পূজ্যপাদ শ্রীল স্বামী মহারাজের সহিত সম্বন্ধ বর্ণন করিয়া 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' শ্লোকের মর্ম্মস্পর্শী ব্যাখ্যা প্রদান করেন। রোমে প্রচুর ভক্তসমাগম হইয়াছিল। অনেকেই প্রথমবার শ্রীল মহারাজকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন। ইটালীতে শ্রীল মহারাজ শ্রীরূপশিক্ষা ও শ্রীসনাতন শিক্ষার ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

এক ধর্ম্মসভাতে শ্রীল মহারাজ বলেন,—জীব এক সনাতন বস্তু। গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—"স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতন।" ভগবান্ আর এক সনাতন বস্তু। এর প্রমাণ প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়—

"অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্।।"

ভগবান্ এবং জীবাত্মার সম্বন্ধকে সনাতন ধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম, প্রেমধর্ম্ম নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। ভগবানের প্রতি ভক্তির অভাবই আজ সমস্ত দুঃখের কারণ। ভারতবর্ষে এখনও ভক্তিভাব কিছু কিছু পরলক্ষিত হয়, কিন্তু বিদেশের অবস্থা ত' অত্যন্ত শোচনীয়। সন্তান-সন্ততিরা জানে না তাহাদের পিতা কে? বৃদ্ধগণকে তাহারা সম্মান করে না, Oldage homeএ তাহাদিগকে কালাতিপাত করিতে হয়। সুখময়, শান্তিময় জীবনযাপন করিতে হইলে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আমাদের আকৃষ্ট হইতে হইবে। বিদেশের ভৌতিক অত্যাধুনিক উন্নতির অনুসরণে জীবের চরম কল্যাণ কখনই হইতে পারে না।

ইটালীর প্রচারকার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়া শ্রীলীলাপুরুষোত্তম দাসাধিকারী এবং তৎপত্নী শ্রীমতী কৃষ্ণদেবী শ্রীসমিতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

অতঃপর শ্রীল মহারাজ ১৮।৪।৯৯ তারিখে রোম হইতে আমেরিকার ফ্লোরিডা রাজ্যের মিয়ামিতে পৌঁছান। তথায় চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে শ্রীসনাতন শিক্ষা হইতে পাঠ করেন তিনি। শ্রীল মহারাজ অক্ষয়-তৃতীয়াতে 'শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি' স্থাপন-প্রসঙ্গে শ্রীআচার্য্য কেশরীর হৃদ্‌গতভাবকে ব্যাখ্যা করিয়া বলেন,—পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব

শ্রীবেদান্ত সমিতি স্থাপনদ্বারা এবং সন্ন্যাসিগণকে 'ভক্তিবেদান্ত' উপাধি প্রদানপূর্ব্বক জগৎকে শিক্ষা দিলেন যে, "**বেদান্তের একমাত্র তাৎপর্য্য শুদ্ধাভক্তি**"। সমিতির উদ্দেশ্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "আম্নায় প্রাহ....." এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-প্রণীত "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ....."—এই দুই শিক্ষাপ্রণালীকে নির্ভয়ে প্রচার এবং প্রসার করা। এখানকার প্রচারে সপরিবার শ্রীকৃপারাম প্রভু ও শ্রীঈশ প্রভুর সেবাপ্রচেষ্টা প্রশংসনীয়া।

মিয়ামির প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া শ্রীল মহারাজ দক্ষিণ আমেরিকাস্থ কোস্টারিকার রাজধানী স্যাঞ্জোসে পৌঁছান। বিমানবন্দরে অন্যান্য স্থানের ন্যায় শঙ্খ, করতাল, মৃদঙ্গ সহযোগে মহামন্ত্র কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীল মহারাজকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। পুষ্পবৃষ্টি, মাল্যার্পণ ও দণ্ডবৎ-প্রণামাদির দ্বারা অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের রীতি দেখিয়া সহস্রাধিক সাধারণ যাত্রী হতভম্ব হইয়া যান। তাঁহারা বিশেষ কৌতুকের সহিত প্রশ্ন করেন যে,—"Who is this great personality." ইতিপূর্ব্বে বহু ভারতীয় সাধুসন্ত ও পাশ্চাত্ত্য সাধুসন্ত আসিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ অভ্যর্থনা আমরা কখনও দেখি নাই! রাষ্ট্রীয় দূরদর্শন বিমানবন্দরের এই অভ্যর্থনা Record করেন এবং দিবসত্রয় বারম্বার তাহা সম্প্রচার করেন। বিমানবন্দরে সাংবাদিকগণ শ্রীল মহারাজকে কোস্টারিকা আসার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীল মহারাজ-প্রদত্ত উত্তর পরদিবস স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হয়। কোস্টারিকাতে শ্রীল মহারাজ শ্রীসূত-শৌনক-সংবাদ, শ্রীজাহ্নবাদেবী, শ্রীসতাদেবীর চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কোস্টারিকাতে প্রচারের যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া শ্রীরমেশ দাসাধিকারী ও শ্রীমতী রাধাসুন্দরী দেবী শ্রীসমিতির প্রশংসার্হ হইয়াছেন।

স্যাঞ্জোসে হইতে ২৭।৪।৯৯ তারিখে শ্রীল মহারাজ চারিদিনের জন্য ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে পৌঁছান। মহানগরীটী এমন সুন্দরভাবে চারিদিকে পর্ব্বতবেষ্টিত রহিয়াছে যে, বহুতলবিশিষ্ট অট্টালিকা হইতে রাত্রিকালে অবলোকন করিলে মনে হয় সমস্ত তারামণ্ডল কারাকাসে নামিয়া আসিয়াছে। কারাকাসে শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী-তিথি পালন করা হইয়াছিল। এখানকার ভক্তগণ এমনভাবে শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী কোনদিন পালন করেন নাই। সারাদিন শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ, শ্রীনৃসিংহদেবের মহাভিষেক এবং ভক্তপ্রবর শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষা বিশেষভাবে আলোচিত হয়। প্রথমদিনের অনুষ্ঠানে কারাকাসের আইনমন্ত্রী শ্রীল মহারাজকে স্বাগত করেন এবং সমগ্র বিশ্বে বৈদিক সংস্কৃতি প্রচার করিবার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এখানকার প্রচারকার্য্যে সকলপ্রকারের সহযোগিতা করিয়া সপত্নীক শ্রীরমেশ দাসাধিকারী ও শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী শ্রীল মহারাজের বিশেষ কৃপাভাজন হইয়াছেন।

শ্রীল মহারাজ ১।৫।৯৯ তারিখে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মহানগরী ব্রাজিলের Sao Paulo যাত্রা করেন। তথায় তিনি শ্রীমাধুর্য্য-কাদম্বিনী গ্রন্থের এমন চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেন যে, সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করেন।

অতঃপর শ্রীল মহারাজ ব্রাজিলের রাজধানী Rio De Generio পৌঁছান। ভক্তগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিবার পর প্রায় ৮০কিলোমিটার দূরে এক স্থানে লইয়া যান।

Organ পর্ব্বতশ্রেণীর উক্ত স্থানটী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত। এই পর্ব্বত-শ্রেণীর দুইটী শিখর বিশালাকায় শিবলিঙ্গের ন্যায়। যত্র তত্র কলা এবং নারিকেলের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। পূগবৃক্ষ না থাকিলেও কীচক শ্রেণী এমনভাবে সুসজ্জিত রহিয়াছে যে তাহা দেখিলে মনে হয় কোন চতুর মালী এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিলে শ্রীসনাতন গোস্বামি-বর্ণিত শ্যামা প্রকৃতির কথা স্মৃতিপটে উদিত হয়। প্রায় ৫০০০ ফুট উচ্চ স্থানটী কেদারনাথ, বদরীনারায়ণ প্রভৃতি স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং আবহাওয়াকে স্মরণ করাইয়া দেয়। পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের জনৈক শিষ্য শ্রীশত্রুকোটিবিনাশন দাসাধিকারী প্রভু শ্রীগুরুদেবের আদেশে ব্রজভাবোদ্দীপক স্থানটীর নাম রাখিয়াছেন ব্রজভূমি। ব্রজভূমির প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ প্রবেশপথ কুঞ্জাকারে এমন সুচারুরূপে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, মধ্যাহ্নের সূর্য্য অতিকষ্টে উক্ত পথ নিরীক্ষণ করিতে সক্ষম হইতে পারেন।

এই ব্রজভূমিতে শ্রীল মহারাজ বৃন্দাবন সম্বন্ধে বলেন যে,—শ্রীব্রজপুরী চিদচিদ্ জগতের সর্ব্বোচ্চ স্থান। এই ব্রজপুরীই শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য বিলাসস্থলী। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই ব্রজ ছাড়িয়া এক পা-ও কখনও বাহিরে যান না। এইজন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।" অপ্রাকৃত ব্রজধাম ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মী এমনকি উদ্ধবেরও দুষ্প্রাপ্য। শ্রীনারায়ণের অঙ্কশায়িনী লক্ষ্মীদেবী ব্রজে প্রবেশ লাভের জন্য অদ্যাপিও বেলবনে কঠোর তপস্যা করিতেছেন। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ কেবলমাত্র ব্রজবাসীর প্রেমের দ্বারা বশীভূত হন। শ্রীল মহারাজ এখানাকার ভক্তগণকে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, বিশেষ করিয়া দামবন্ধন-লীলা আস্বাদন করান। সদ্‌গুরু চরণাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীহরিভজন করিলে তবেই ব্রজবাসিগণের নিত্যভাব লাভ সম্ভব।

ব্রাজিলে সুষ্ঠু প্রচার ব্যবস্থার জন্য শ্রীগোবিন্দভক্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীকুঞ্জবিহারী দাসাধিকারী, শ্রীশত্রুকোটীবিনাশন দাসাধিকারী, শ্রীসুবলসখা দাসাধিকারী ও শ্রীমতী চিত্রদেবীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ব্রাজিলের বিখ্যাত Electronic Scientist Mr. Paul Louis M Laussac শ্রীল মহারাজের সহিত সাক্ষাৎকার করেন। উক্ত সাক্ষাৎকার সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হইল,—

বৈজ্ঞানিক—বাইবেলের বিচারানুযায়ী সাধক God এ সমস্ত জীবকে এবং জীবের মধ্যে Godকে দেখেন। পুনঃ God এ মিশিয়া God হইয়া যান কি ?

শ্রীল মহারাজ—আপনার প্রারম্ভিক বিচার প্রশংসনীয়, ইহা প্রামাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার। উচ্চকোটির সাধক সমস্ত জীবকে নিজ উপাস্যের মধ্যে এবং ভগবানকে সমস্ত জীবের মধ্যে দর্শন করেন। কিন্তু, কোন জীব আজ পর্য্যন্ত ভগবানের সহিত মিলিয়া ভগবান্ হন নাই, ইহা আসুরিক বিচার। তবে ভগবানের সেবা করিয়া ভগবানের কিছু গুণ আত্মসাৎপূর্ব্বক ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় হন। এইজন্য শুদ্ধগুরুকে "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈঃ" বলা হইয়াছে, সাক্ষাৎ হরি বলা হয় নাই।

বৈজ্ঞানিক—চেতন, অচেতন সমস্তই God হইতে সৃষ্টি হইবার জন্য God এর সমস্ত অংশই God হইবে কি ?

শ্রীল মহারাজ—ভগবান্ হইতে সব কিছু সৃষ্টি হইলেও বিভিন্নাংশ জীব কখনও ভগবান্ হইতে পারে না ; যদ্যপি জীবের মধ্যে ভগবানের কিছু গুণ বর্ত্তমান আছে। যেমন,—সমুদ্রের একবিন্দু জলে সমুদ্রের সমস্ত গুণ থাকিলেও একবিন্দু জলে জাহাজ চলিতে পারে না, জোয়ার-ভাটা হইতে পারে না, বৃহৎ জীবজন্তু অবস্থান করিতে পারে না। বৃহৎ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে সমুদ্রের জল সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত করিতে পারে, কিন্তু একবিন্দু জল নিজেই অগ্নিতে বাষ্প হইয়া যায়।

বৈজ্ঞানিক—জীবের মধ্যে যে অজ্ঞতা আছে তাহা God এর মধ্যে আছে কি?

শ্রীল মহারাজ—ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ভগবানকে ভুলে যাওয়ার জন্যই জীবের অজ্ঞতা। ভগবানে এই অজ্ঞতা অসম্ভব। God হইতে সমস্ত বস্তু সৃষ্ট হইলেও এরূপ অজ্ঞতা ভগবানে থাকিতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক—শূন্যই মূল তত্ত্ব। শূন্য হইতে সৃষ্টি এবং মৃত্যুর পরে সব শূন্যেই লয়প্রাপ্ত হইবে কি?

শ্রীল মহারাজ—ইহা আকাশকুসুম কল্পনা। শূন্যের ইচ্ছা, অনুভব, ক্রিয়াশক্তি, সৃষ্টিশক্তি, কৃপাশক্তি কিছুই নাই। শূন্য হইতে কিছুই সম্ভব নহে। ইহা Cause and Action Theory র সম্পূর্ণ বিপরীত অবৈজ্ঞানিক বিচার। বৈদিকশাস্ত্রে ভগবানকে পরিপূর্ণতম তত্ত্ব বলা হইয়াছে। এজন্য শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।"

Infinitive + Infinitive = Infinitive

Infinitive - Infinitive = Infinitive

কিন্তু শূন্যের ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব নহে। ০ + ০ = ০, ০ - ০ = ০ কিন্তু ০ + ২ = ২, ০ - ২ = -২, শূন্য নহে।

আমি বৈজ্ঞানিক নই। পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই বলিলাম। আপনি বিচার করিয়া দেখিবেন।

বৈজ্ঞানিক—আপনি বৈজ্ঞানিকেরও বৈজ্ঞানিক। আপনার যুক্তি অকাট্য। ইতঃপূর্ব্বে এত সুন্দর বিচার আমি কখনও শুনি নাই। আপনার বিচার শ্রবণ করিয়া আজ আমি ধন্য হইলাম। (ক্রমশঃ)

—শ্রীনবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, বিদ্যালঙ্কার

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ, শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং), তাং—২৯/৪/৯৭]

সর্ব্বাগ্রে অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-চরণে অনন্তকোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন করি। তদনন্তর পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ, সুধী সজ্জনমণ্ডলী, মাতৃমণ্ডলী-চরণেও আমার অসংখ্য দণ্ডবৎ-প্রণতি। আজ আমরা এখানে সম্মিলিত হয়েছি শ্রীল গুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-শতবার্ষিকী-সভায় তাঁর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবার জন্য।—

গুরুতত্ত্ব অখণ্ড, গুরুতত্ত্ব নিত্য—সেইকথা শুনলাম এতক্ষণ। যিনি গুরু, তিনিও

নিশ্চয়ই শিষ্য, পাশাপাশি গুরুতত্ত্ব। যেখানে গুরুতত্ত্ব, সেখানে শিষ্যতত্ত্ব। যিনি সমস্ত নিখিল জীবাত্মার কল্যাণ চিন্তা করছেন, সবসময় করে থাকেন, তিনি হলেন জগদ্‌গুরু তত্ত্ব। শিষ্যতত্ত্বও নিত্য। সেখানে বলা হল 'আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া'। এই লাইনটার মধ্যে 'গুরূণাং'-শব্দ ব্যবহার হয়েছে। যদি বলা হয়, গৌরবে বহুবচন হয়েছে, তা বলা যায়। আবার যদি বলি এর ভিতরে শুধু দীক্ষাগুরু নন, শিক্ষাগুরু আছেন, অন্যান্য গুরুবর্গও আছেন, সেই হিসাবে ব্যবহার হয়েছে, তাহলে সেটাও সত্য। গুরুর আজ্ঞা অবিচারে পালন করবেন যিনি, তিনি হলেন শিষ্য। আবার ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি—যিনি অবিচারে গুরুর আজ্ঞা পালন করেন, তাঁর উপদেশ-নির্দ্দেশ-শাসন মেনে নেন, তিনি হলেন শিষ্য—এ ব্যাখ্যাও আছে। যিনি সমস্তরকম ধরণের শাসনবাক্য মেনে নেন সদ্‌গুরুর, তিনি ঠিক ঠিক ভাবে শিষ্য-পদবাচ্য কথাটা বলা আছে। শাস্ত্রে আমরা এই তত্ত্বদর্শনগুলো দেখতে পাচ্ছি। যিনি ঠিক পার্থিব জগতের লোকের মত কাঁচুমাঁচু ভাব নিয়ে কিছু করছেন না, অথচ আন্তরিক্‌ভাবে যিনি অমানী মানদধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে সকলকে সম্মান দিতে পারছেন, সকলকে অর্থে সতীর্থগণকে, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত নিখিল বিশ্বকে যিনি ঠিক ঠিকভাবে সম্মান দিতে পারেন—এককথায় যিনি অমানী মানদধর্ম্মে দীক্ষিত, তিনি হলেন সৎশিষ্য, তিনি হলেন প্রকৃত সাধু বা বৈষ্ণব।

গুরুতত্ত্ব নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। সাধারণভাবে মানুষ এ সংসারে, জগতের প্রাকৃত কবি বা সাহিত্যিকগণ যেভাবে ব্যাখ্যা করেন গুরুতত্ত্ব, ঠিক সেরকম নয়। আমার জ্যেষ্ঠ সতীর্থ কিছুক্ষণ আগে বলেছেন যে, এখানে দেখছি প্রায় অধিকাংশই নারী। বিচারের কথা। বর্ত্তমান যে যুগে বাস করছি আমরা, যে সমাজে বাস করছি আমরা সেই সমাজটা নিয়ে গণ্ডগোল হচ্ছে। সেখানে বলা হচ্ছে পুরুষকেন্দ্রিক সমাজ। কিন্তু অবস্থাটা দেখে মনে হচ্ছে সমাজটা পুরুষকেন্দ্রিক নয়, নারীকেন্দ্রিক সমাজ। এখন এই পুরুষ আর নারী নিয়ে যে ঠেলাঠেলি সমাজে, এর মধ্যে সাধন-ভজনের কোন কথা আছে কি না—সেটা বিচার্য্য বিষয়। পার্থিব জগৎ যে-সব বাজে চিন্তা নিয়ে চলছেন, নিশ্চয়ই সনাতন-ধর্ম্মিগণ তার থেকে অন্যরকম।

"পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে।।"

দুনিয়ার লোক যাকে ধর্ম্ম বলে বলতে চাচ্ছেন, বাস্তব ধর্ম্ম সেটা নয়। সেখানে ছলধর্ম্ম, অধর্ম্ম, বিধর্ম্ম জাতীয় কথাগুলো ব্যাখ্যায় আসে। আত্মধর্ম্মের অনুশীলন, ভগবানকে ভালবাসা, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার ক্ষেত্রে Mediator একমাত্র গুরু। গুরুই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব—একথা বলা আছে শাস্ত্রে। তথাপি বৈষ্ণবতত্ত্ব রয়েছে। হরি-গুরু-বৈষ্ণব, আবার যদি বলা যায় বৈষ্ণব-গুরু-হরি তাতে কিছু আসে যায় না। ব্যাখ্যা অবশ্য বিভিন্ন রকমের হতে পারে। কিন্তু বৈষ্ণবের কৃপায় গুরুকৃপা লাভ, আবার গুরুকৃপা হলে বৈষ্ণবের কৃপাও হয়—বৈষ্ণবের উপদেশ-নির্দ্দেশও আমি লাভ করি। তত্ত্বতঃ বিষয়বস্তু আশ্রিত—নিখিল-আশ্রয়। বিষয়বস্তু যে তত্ত্ববস্তু তাঁর সেবার জন্য গুরুতত্ত্বের দরকার হচ্ছে। বৈষ্ণবগণেরও বিচার একই। গুরু শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব ; বৈষ্ণবই শ্রেষ্ঠ গুরু—কথাগুলো শাস্ত্রে আছে, কিন্তু তার ব্যাখ্যাগুলো আমাদের শাস্ত্রানুসারে নিতে হবে।

সকলের অধিকার সমান হচ্ছে না। কিন্তু তত্ত্বদর্শী যাঁরা, তাঁরা ত' সবসময় ঠিক ঠিক বাস্তব তত্ত্বদর্শন যেটা সেটাই ত' জগৎকে শিখাবেন, বলবেন। সেইজন্য কুকর্ম্মী, কুজ্ঞানী, কুযোগী ইত্যাদির সমালোচনা আমরা শাস্ত্রে দেখতে পাচ্ছি। ঠিক ঠিকভাবে যিনি কর্ম্মী, তিনি ত' ভক্ত ; ঠিক ঠিকভাবে যিনি জ্ঞানী, তিনি ত' ভক্ত ; ঠিক ঠিকভাবে যিনি যোগী, তিনি ত' ভক্ত। তথাকথিত কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগীর সমালোচনা রয়েছে শাস্ত্রে। সেটা আমাদের বুঝতে হবে। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা সেটা বুঝতে পারছি না। এমনইভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে শাস্ত্রবিরুদ্ধ ক্রিয়া, কর্ম্ম, অনুষ্ঠান আমাদিগকে ঘিরে ধরেছে যে, আমরা বাস্তব সত্য ঠিক বুঝতে পারছি না, জানতে পারছি না। বুঝাবার লোক হয়ত' আছেন, কিন্তু আমরা বুঝতে চাই কই? সকলেই কিছু Concession খুঁজছি, সস্তায় কি করে, অল্প সময়ে কি করে আমি আমার কর্য্যোদ্ধার করব।

শাস্ত্র আলোচনা করলে দেখা যাচ্ছে, অনেক সময় সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা দিতে গিয়ে ফল উল্টো হয়ে যাচ্ছে। Short-cut করতে গিয়ে wrong-cut হয়ে যাচ্ছে। Short-cut is often a wrong-cut. কিভাবে সেটা? Process, procedure যদি ঠিক না থাকে, তাহলে সেখানে Short-cut করে কিছু লাভ হবে না। Short-cut এ হয়ত' বাধা-বিপত্তি অনেক। সেই বাধা-বিপত্তি উত্তীর্ণ হয়ে বাস্তবপথে, ভক্তিপথে, ভজনপথে অগ্রসর হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু তা বলে ছেড়ে দিলে ত' হবে না। শিষ্য, ছাত্র, শাসন মেনে নেওয়া ব্যক্তি তাঁরা যদি পথ খুঁজতে চান, সে পথের কথা ত' লেখা আছে শাস্ত্রে। কিন্তু বুঝিয়ে দেওয়ার লোকও দরকার আছে—সে কথাই আমরা পাচ্ছি। তত্ত্বদর্শনটা আমাদের প্রয়োজন। আমরা কুকর্ম্মী, কুজ্ঞানী, কুযোগী না হয়ে যদি ভক্তিপথাশ্রয়ী হই, তাহলে লাইনটা পেলাম। তারপরে Process, Procedure নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু তার প্রথমটা ত' শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, তারপর ভজনক্রিয়া। এসব কথাগুলো পরপর।

গুরুতত্ত্ব আলোচনা করতে গেলে তার পাশপাশি শিষ্যতত্ত্বও আছে। আমাদের গুরুপাদপদ্ম যে শিক্ষা দিয়েছেন জগতে, সেই শিক্ষা শাস্ত্রেরই শিক্ষা। শাস্ত্রের যে তত্ত্বদর্শন সেটা তার মধ্যে আছে, কিন্তু বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে আছে—এটাই বুঝতে হবে আমাদের। শিষ্য গুরু-বিঘসাশী ভৃত্য, উচ্ছিষ্টভোজী ভৃত্য। তিনি সবসময়ই গুরু-বৈষ্ণবের গুণগান করবেন—এটাই তাঁর জীবনের ব্রত, এটাই তাঁর শিষ্যত্ব। কেন না, তিনি সদ্‌গুরু ছাড়া কিছু জানেন না। গুরুগত প্রাণ। "ভক্তৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা"। গুরুদেবতাত্মা যে শিষ্য তিনি ত' সর্ব্বদা গুরুদেবের জয়গান করবেন—এটাই তাঁর ব্রত। এ ব্রত তিনি ছাড়তে পারেন না। যদি ছেড়ে দেন, তাহলে তাঁর শিষ্যত্ব চলে গেল। "ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা,"—এখানে যদি একটা 'গুরু'-শব্দ লাগিয়ে দেওয়া যায়, তাহলেও কথাটা একই।

"হরি-গুরু-বৈষ্ণব, তিনের স্মরণ, তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন।।"—কথাটা আছে। আমি গুরু-বৈষ্ণবের সাহায্য ব্যতীত এক পা'ও চলতে পারি না। তাঁদের কৃপা সম্বল করে আমাকে সাধন-ভজনপথে অগ্রসর হতে হচ্ছে। প্রতি পদে পদে আমার বাধা। সেই বাধা অতিক্রম হলে পরে আমার জন্য পথ খোলা আছে।

উপাস্যবস্তু বিষয়বিগ্রহ ভগবান্। আবার গুরু-বৈষ্ণব কি উপাস্য নন?—হ্যাঁ, শাস্ত্রে বলছেন তাঁরা Via, Media।

"বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হ'বেন সদয়।।"

কথাটী বলা আছে। সুতরাং গুরু-বৈষ্ণবকে বাদ দিয়ে আমি ভজনপথে অগ্রসর হতে পারছি না। কৃষ্ণভজনই আমার মূল লক্ষ্য, কিন্তু সেখানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা না পেলে, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা না পেলে আমি কি করে অগ্রসর হব সেই ভজনপথে? এটা ত' শাস্ত্রে বুঝানো আছে। গুরুতত্ত্ব অসীম, অনন্ত তত্ত্ব। ভগবান্ যেমন অসীম, অনন্ত, নিত্যশুদ্ধ সনাতন বস্তু, গুরুতত্ত্বও তদ্রূপ। তত্ত্বদর্শন হল এটাই।

অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম যে-সকল শিক্ষা দিয়েছেন, তার কিছু সারসঙ্কলন দরকার। তিনি যখন গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেছেন, তখন বহু ঘটনা ঘটেছে। সেগুলো লিপিবদ্ধ আছে পত্র-পত্রিকায়। কিন্তু আমরা কি করছি—এই খতিয়ানটা চাই আমাদের সর্ব্বাগ্রে। "যে যত পতিত হয়, তব দয়া তত তায়" কথাটা ত' ঠিক। গুরুপাদপদ্ম যাঁকে শাসন করছেন, যিনি সুশাসিত, নিশ্চয়ই গুরুপাদপদ্মের কৃপা তাঁর উপর অধিক আছে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি যদি শাসন না মেনে নিতে পারি, আমি যদি গুরুবর্গের উপদেশ, নির্দ্দেশ, বাণী অনুসরণ না করে অনুকরণ করতে যাই, তাহলে সর্ব্বনাশ। 'অনুসরণ' আর 'অনুকরণ' দুটো কথা এক নয়। আকাশ-পাতাল তফাৎ। আমাদের অনুসরণ দরকার, অনুকরণের দরকার নেই। অনুকরণ করে কারা? বানরেরা করে। কিন্তু আমাদের অনুসরণ দরকার। এই অনুসরণ হলে আমাদের সাধন-ভজনের পথে কিছু আশার কথা আছে। গুরুপাদপদ্ম সেটা দেখিয়েছেন। সাধন-ভজন করতে গেলে প্রতিকূল বর্জ্জন এবং অনুকূল বিষয় গ্রহণ—দুটো কথা আছে।

"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ।।

প্রতিকূল বর্জ্জন আগে, তারপরে অনুকূল। একথা যুক্তিসঙ্গত কথা।

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।।

আগে খারাপটা ছাড়, পরে ভালটা গ্রহণ কর। আগেই ভালটাকে নাও তা হয় না, আগে খারাপটা ছাড়তে হবে। গুরুবর্গের কথাগুলোর মধ্যে বহু বৈশিষ্ট্য আছে। এক একজন গুরুজনের কথার মধ্যে শাস্ত্রীয় তত্ত্বসিদ্ধান্ত থাকলেও তাঁর ভিতরে বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের বুঝা উচিত। সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের অনুধাবনের বিষয় হোক। আমরা নিজেরা ত' সব জেনে-বুঝে উঠতে পারছি না। যদি গুরুবর্গ আমাদের জানিয়ে দেন, বুঝিয়ে দেন, তাহলে আমরা সফলতা লাভ করতে পারি। প্রেরণা কি সকলের আসবে? প্রেরণা জিনিষটা কি সকলের মধ্যে সমানভাবে আসে? তা হয় না। এটা ভগবানের বিশেষ কৃপা। এটা ত' উপলব্ধির বিষয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই বাস্তব অনুভূতিতে না আসি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি সেই জিনিষ কি করে লাভ করব? মুখে বললে ত' হচ্ছে না। অন্তর যদি আমার সেই দিকে এগিয়েছে, সেই ভাব লাভ করেছে,

তাহলে সেখানে কান্নাকাটি আছে। জগতের লোক বিষয়াশয় না পেলে, খাওয়া, থাকা, পরা না পেলে কান্নাকাটি করে। ভক্তও ক্রন্দন করছেন গুরুপাদপদ্মের নাম করে, বৈষ্ণবগণের নাম করে আর ভগবানের নাম করে। এ দুটো কি এক হবে? কখনই না। অনুভব, উপলব্ধির বিষয় এটা।

যদি সংযোগ আছে, তাহলে সেখানে বিয়োগ আছে। মিলন যেখানে আছে, বিরহ সেখানে পাশাপাশি আছে। কিন্তু যেখানে কেবলমাত্র বাহ্যিক লোকদেখানো সেখানে কান্নাকাটি নেই। পাশ্চাত্যদেশে কেউ মারা গেলে সেখানে কান্নার জন্য লোক ভাড়া করে আনা হয় এবং তাদেরকে কিছু পয়সা দেওয়া হয়। আমরা কি সেইরকম লোকদেখানো কান্নাকাটি করব? যাকে বলা হয়েছে চার আনার ভক্তি। অন্তর থেকে যদি এটা হয়, তাহলে ভগবান্ নিশ্চয়ই কৃপা করবেন। তিনি সেই অন্তর্দর্শন, সেই আন্তরিক সরলতা দেখতে চান। তা নিয়েই ত' সমস্ত বিচারটা।

আমি সত্য সত্যই ভগবানকে ভালবাসি কি না, সত্যই তাঁর আদেশ-উপদেশ মেনে চলছি কি না—সেটা আমাকে বুঝতে হবে আগে। "জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।"—এটা যেমন সত্য, তেমনই সকলের প্রতি আমার যথাযথ ব্যবহার হওয়া উচিত। উল্টোপাল্টা করলে হবে না সেখানে। যখনই কিছু উল্টোপাল্টা করে ফেলব, তখনই বুঝে নিতে হবে আমি ঠিক তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত নই।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অন্তর্দশা, বাহ্যদশা, অর্দ্ধবাহ্যদশা একরকমের, আর বদ্ধজীবের এই সব তৈরী করা দশা তাৎকালিক। এ দুটো ত' এক হবে না। চৈতন্যমহাপ্রভু বলছেন,—

আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি' মানি।

এখানে তিনি ত' অহঙ্কার করে কিছু বলেন নি। বাস্তব তত্ত্বদর্শনটাই বলেছেন। অবশীভূত মন—বশীভূত মন নয় যেটা, কলুষিত মন, সে মন দিয়ে কাজ হচ্ছে না। অপ্রাকৃত যে মন সেখানে তার তত্ত্বদর্শনটাই অন্যরকম হচ্ছে। আরোপ করা একটা জিনিষ, সেটা সবসময় ত' ঠিক হয় না, বাস্তবক্ষেত্রে ঠিক ঠিক হয় না। যিনি স্বতঃই সেই গুণের গুণী তাঁর পক্ষে ঠিক হয়। বহুক্ষেত্রে আমরা আরোপ করি কতকগুলো গুণ, কিন্তু তার দ্বারা কোন কাজ হবে না। এজন্য 'নিত্যসিদ্ধ' বিশেষণটা এসেছে। সাধনসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ কথাগুলো আছে। কিন্তু আদৌ সেটা যদি না হয়, তাহলে ফল কি হবে? তত্ত্ববস্তুতে শ্রদ্ধা, অতত্ত্ববস্তুতে শ্রদ্ধা বলেন নি। তত্ত্ববস্তু যদি ঠিক আছে তাহলে ত' সবই ঠিক। আর যেখানে তত্ত্ববস্তু ঠিক নেই, সেখানে ত' সব গণ্ডগোল। ভগবানকে আমি ভালবাসব, গুরু-বৈষ্ণবকে আমি ভালবাসব তত্ত্বদর্শন ঠিক রেখে। যতটুকু দরকার ততটুকু রেখে, বাড়াবাড়ি করলে হবে না। সিদ্ধ মহাত্মাগণ বাড়াবাড়ি করেন না। যারা অসিদ্ধ, বদ্ধতা যাদের ঘোচেনি, তাদের বহুস্থানে বাড়াবাড়ি আছে। অন্তর্দর্শী ভগবান্ সব বুঝতে পারেন, আবার তত্ত্বদর্শী গুরু-বৈষ্ণবগণ ও সবই বুঝতে পারেন। আমাদের গুরু-বৈষ্ণবের কাছে পরীক্ষা দিতে হয়, ভগবানের কাছেও পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু গুরু-বৈষ্ণব তাঁরা কখনও নিষ্ঠুর নন, ভগবান্ও নিষ্ঠুর নন—দয়ালু, কৃপালু। সেটা জেনে নিয়ে সাধন-ভজনপথে অগ্রসর হতে হবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

৩১শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

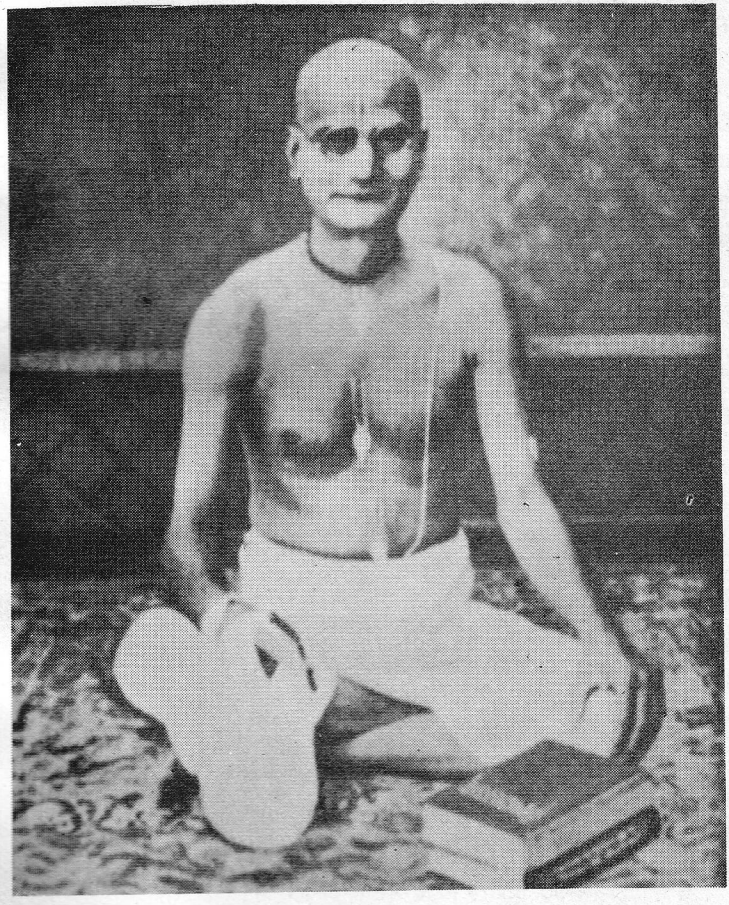

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিনে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব ইতি নামিনে।।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
☎৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, পিন্-৭৪১৩০২
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।
২২ হৃষীকেশ, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ২৯শে পদ্মনাভ, ৬ই কার্ত্তিক, ১৪০৬ (ইং ২৪/১০/৯৯) রবিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** তিরোভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা মঠসমূহে ৩১শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে আপনি সবান্ধবে যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—৩১শে ভাদ্র, ১৪০৬

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

সেবা-সূচী

৬ই কার্ত্তিক (ইং ২৪/১০/৯৯), রবিবার—
প্রাতে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের
অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।
মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।
অপরাহ্ণে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে "সাধারণ-সম্পাদক"-এঁর নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঃ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৫১শ বর্ষ } ২৩ পদ্মনাভ, সঙ্কর্ষণ, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ
৩১ আশ্বিন, সোমবার, ১৪০৬, ইং ১৮/১০/৯৯ { ৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্মা-কৃতং শ্রীশ্রীগর্ভোদশায়ি-স্তবঃ (২)

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে নবমেঽধ্যায়ে—১০-১৭)

অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথ-ধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গ-বিমুখা ইহ সংসরন্তি।। ১।।

(যদি বল, অবিবেকী ব্যক্তিগণের পক্ষে সংসারক্লেশ সম্ভব হইতে পারে—বিবেকিগণ ত' মুক্ত, তাঁহাদের ভক্তির আবশ্যক কি? তদুত্তরে বলিতেছেন)—হে দেব! ঋষিগণও ভবদীয় শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হইলে এই সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকেন। দিবসে তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়গ্রাম ভগবদিতর বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট থাকে, রাত্রিকালেও তাঁহাদের বিষয়-সুখের লেশমাত্রও থাকে না, যেহেতু তাঁহারা

বাহ্যেন্দ্রিয়-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিদ্রাগত হন বটে, কিন্তু নানা অসদ্‌বিষয়ে ধাবিত মনোধর্ম্মরূপ স্বপ্ন-দর্শনদ্বারা তাঁহাদের ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হয়। তাঁহারা অর্থের জন্যও উদ্যম করিতে পারে না, যেহেতু উহাও তাঁহাদের জন্য দৈবকর্ত্তৃক সকল স্থান হইতে প্রতিহত হইয়াছে।। ১।।

ত্বং ভক্তিযোগ-পরিভাবিত-হৃৎসরোজ
আস্‌সে শ্রুতেক্ষিত-পথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্‌যদ্-ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়।। ২।।

হে নাথ! (গুরুমুখে) ভবদীয় কথা শ্রবণান্তর লোকে আপনার সেবা-প্রাপ্তির পথের সন্ধান পান। আপনি আপনার নিজজনের ভক্তিযোগপূত হৃৎপদ্মে সর্ব্বদা বিশ্রাম করেন। হে উত্তমঃশ্লোক! ভক্তবৃন্দ স্ব স্ব (সিদ্ধদেহ-ভাবগত) ভাবনানুযায়ী যে-সকল নিত্য স্বরূপ বিভাবনা করেন, আপনি তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য সেই সেই স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন।। ২।।

নাতিপ্রসীদতি তথোপচিতোপচারৈ-
রারাধিতঃ সুরগণৈর্হৃদি বদ্ধকামৈঃ।
যৎ সর্ব্বভূত-দয়য়াসদলভ্যয়ৈকো
নানাজনেষ্ববহিতঃ সুহৃদন্তরাত্মা।। ৩।।

হে প্রভো! আপনি নিখিল প্রাণীতে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত ও সকলের একমাত্র বন্ধু। আপনি অভক্তগণের অলভ্য ও সর্ব্বভূতে দয়াশীল বলিয়া আপনি সকলের প্রতি প্রসন্ন হন, কিন্তু সকাম দেবগণ নানাবিধ উপচারদ্বারা উপাসনা করিয়াও আপনার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন না।। ৩।।

পুংসামতো বিবিধ-কর্ম্মভিরধ্বরাদ্যৈ-
র্দানেন চোগ্রতপসা পরিচর্য্যয়া চ।
আরাধনং ভগবতস্তব সৎক্রিয়ার্থো
ধর্ম্মোঽর্পিতঃ কর্হিচিন্ম্রিয়তে ন যত্র।। ৪।।

(হে কর্ম্মসাক্ষিন্!) এইজন্যই পুরুষসকলের অনুষ্ঠিত নানাবিধ শ্রৌত কর্ম্ম, দান, কঠোর তপস্যা ও পরিচর্য্যাদ্বারা যে আপনার আরাধনা—তাহাই কর্ম্মসমূহের শ্রেষ্ঠ ফল। যেহেতু আপনাতে অর্পিত ধর্ম্ম কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।। ৪।।

শশ্বৎ স্বরূপমহসৈব নিপীতভেদ-
মোহায় বোধ-ধিষণায় নমঃ পরস্মৈ।
বিশ্বোদ্ভব-স্থিতি-লয়েষু নিমিত্তলীলা-
রাসায় তে নম ইদং চকৃমেশ্বরায়।। ৫।।

হে ভগবন্! আপনার স্বরূপ-চৈতন্যদ্বারাই সর্ব্বদা ভেদভ্রম নিরস্ত হয়। আপনি বিদ্যা-শক্তির আশ্রয়, অতএব পরতত্ত্ব ; আপনাকে নমস্কার। বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত-কারণ যে (বহিরঙ্গা) মায়ার লীলাবিলাস—সেই মায়ার সহিত আপনি (ঈক্ষণাদি দ্বারা) ক্রীড়া করিয়া থাকেন। আপনি ঈশ্বর অর্থাৎ মায়ার নিয়ন্তা। আমরা আপনাকে নমস্কার করি।। ৫।।

যস্যাবতার গুণ-কর্ম্ম-বিড়ম্বনানি
নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেক-জন্ম-শমলং সহসৈব হিত্বা
সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে।। ৬।।

যাঁহার দেবকীনন্দন প্রভৃতি অবতার-সূচক, সর্ব্বজ্ঞ ভক্তবৎসল প্রভৃতি গুণবাচক ও গোবর্দ্ধন-ধর, কংসারি ইত্যাদি লীলার অনুরূপ নাম যে-ব্যক্তি প্রাণত্যাগকালে বিবশ হইয়াও কেবলমাত্র উচ্চারণ করেন, তিনি সদ্যই বহুজন্মসঞ্চিত পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া নিরস্তকুহক সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হন। আমি (ব্রহ্মা) সেই জন্মাদিরহিত ভগবানে শরণাগত হই।। ৬।।

যো বা অহঞ্চ গিরিশশ্চ বিভুঃ স্বয়ঞ্চ
স্থিত্যুদ্ভব-প্রলয়-হেতব আত্মমূলম্।
ভিত্ত্বা ত্রিপাদ্ববৃধ এক উরুপ্ররোহ-
স্তস্মৈ নমো ভগবতে ভুবন-দ্রুমায়।। ৭।।

যিনি একমাত্র সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়ের হেতু ; আমি (ব্রহ্মা), স্বয়ং তিনি বিষ্ণুরূপে ও শিব—এই ত্রিপাদ যাঁহার স্কন্ধ ; মরিচ্যাদি মুনি ও মনু প্রভৃতি যাঁহার শাখা-প্রশাখারূপে বিরাজিত; তিনি স্বয়ংই যে প্রকৃতির অধিষ্ঠান—সেই প্রধানকে গুণত্রয়রূপে বিভাগ করিয়া যিনি বৃদ্ধি পাইতেছেন, সেই ভুবনাকার বৃক্ষস্বরূপ ভগবানকে আমি নমস্কার করি।। ৭।।

লোকো বিকর্ম্মনিরতঃ কুশলে প্রমত্তঃ
কর্ম্মণ্যয়ং ত্বদুদিতে ভগবদর্চ্চনে স্বে।
যস্তাবদস্য বলবানিহ জীবিতাশাং
সদ্যশ্ছিনত্ত্যনিমিষায় নমোঽস্তু তস্মৈ।। ৮।।

হে বিভো! লোকসকল যে-পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ আপনার কথিত (পঞ্চরাত্রোক্ত) ভগবদর্চ্চনরূপ নিজ হিতে অমনোযোগী ও বিরুদ্ধ কর্ম্মে রত থাকে, সেকাল পর্য্যন্তই বলবান্ কাল তাহাদের পরমায়ু সদ্য ছেদন করিয়া থাকে। সেই কালস্বরূপ আপনাকে নমস্কার।। ৮।।

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪৭ পৃষ্ঠার পর]

বৈষ্ণব-সদাচার

১। কিরূপ লক্ষণান্বিত সাধুর সঙ্গ ও সেবা করা কর্ত্তব্য?

"বাহ্যলিঙ্গের প্রতি উদাসীন থাকিয়া প্রীতি-লক্ষণ অন্বেষণ করত সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করা বৈষ্ণবদিগের নিয়ত কর্ত্তব্য।"

—কৃঃ সং ৮।১৭

২। বৈষ্ণবমাত্রের কর্ত্তব্য কি? বৈরাগ্য কি চেষ্টাদ্বারা উৎপাদন করিতে হয়?

"বৈষ্ণবদিগের পূর্ব্ব পাপ, ক্ষয়াবশিষ্ট, ক্ষয়োন্মুখ পাপ বা দৈবাৎ আপন-পাপে দোষ দৃষ্টি করিবে না। সদুদ্দেশ্য ব্যতীত কোন লোকের পাপকার্য্যের চর্চ্চা করিবে না। সর্ব্বজীবে যথোচিত দয়া করিবে। আপনাকে দীনজ্ঞানে সকলের যথাযথ সম্মান করিয়া আপনাকে অমানী করিবে। গৃহস্থ বৈষ্ণব অনাসক্তভাবে কৃষ্ণসম্বন্ধভাব পবিত্রভাবে মিশ্রিত করিয়া যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার করত হরিনাম-রসের সাধন করিবেন। যখন কৃষ্ণরুচি সফল হইলে বিষয়রুচি সম্পূর্ণ বিগত হইবে, তখন কাজে-কাজেই অভাব-সঙ্কোচরূপ একপ্রকার সহজ বৈরাগ্যভাবের উদয় হইবে। চেষ্টা করিলে তাহা হয় না।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১০মঃ পঃ

৩। বৈষ্ণবদিগের গুণসকল কিভাবে কীর্ত্তনীয়?

"বৈষ্ণবদিগের জন্ম, নিদ্রা, আলস্যাদি অপ্রকাশ্য ; সেই সকল দেখিয়া কাহাকেও কিছু বলিবে না। তাঁহাদিগের দোষ শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া গুণসকল কীর্ত্তন করিবে।"

—'শ্রীরামানুজ স্বামীর উপদেশ', ৩০-৩১, সঃ তোঃ ৭।৩

৪। বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সম্মুখে কিভাবে বসা অনুচিত?

"ভগবান্ বিষ্ণুর বা বিশুদ্ধ বৈষ্ণবদিগের নিকটে পদ বিস্তার করিয়া বসিবে না।"

—'শ্রীরামানুজ স্বামীর উপদেশ', —১৪, সঃ তোঃ ৭।৩

৫। বৈষ্ণবের নিকটে আত্মস্তুতি ও পরনিন্দা কর্ত্তব্য কি?

"বৈষ্ণবদিগের নিকটে নিজগুণ কীর্ত্তন করিবে না এবং অন্য কাহাকেও নিন্দা করিবে না।"

—'শ্রীরামানুজ স্বামীর উপদেশ', —৪২, সঃ তোঃ ৭।৪

৬। সাধক নিজেকে বৈষ্ণবদিগের সহিত সমান জ্ঞান করিবেন কি?

"আপনাকে বৈষ্ণবদিগের সহিত সমান জ্ঞান করিবে না।"

—'শ্রীরামানুজ স্বামীর উপদেশ', —৩৫, সঃ তোঃ ৭।৪

৭। কৃপা করিবার ছলে ধর্ম্মধ্বজী ও মায়াবাদীর সঙ্গ করা দূষণীয় নহে কি?

"যাহারা প্রতিষ্ঠাশা বা ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছাদ্বারা চালিত হইয়া শঠতা আশ্রয় করত ধর্ম্মধ্বজী বা যোষিৎসঙ্গী হয় কিংবা মায়াবাদাদি দুষ্টমত আশ্রয় করে, তাহারা অপরাধী বা দ্বেষী। ভক্তগণ বিশেষ যত্নসহকারে তাহাদিগকে উপেক্ষা করিবেন, কোনমতেই

তাহাদিগের সঙ্গ করিবেন না ; তাহাদিগকে কৃপা করিবার ছলে তাহাদের সঙ্গ করিয়া অনেকে অবশেষে অধঃপতিত হন।

—'অসৎসঙ্গ', সঃ তোঃ ১১।৬

৮। বিষয়িদিগের প্রতি আসক্ত ব্যক্তির সঙ্গ করা কর্ত্তব্য কি?

"কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা স্বয়ং বিষয়ী নন, অথচ বিষয়ীদিগের সঙ্গে প্রীতি লাভ করেন ; তাঁহাদের সঙ্গও সর্ব্বদা পরিহার্য্য।"

—'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১

৯। গৃহস্থ বৈষ্ণব কিরূপ ব্যক্তির গৃহে প্রসাদ পাইবেন?

"গৃহস্থ বৈষ্ণব সচ্চরিত্র গৃহস্থের বাটীতে প্রসাদ অন্নপান গ্রহণ করিবেন। অভক্ত ও অসচ্চরিত্র ব্যক্তির বাটীতে সর্ব্বদা সাবধানে প্রসাদ পাইবেন।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

১০। মাধুকরী ও স্থূলভিক্ষার ভেদ কি স্মর্ত্তব্য নহে?

"মাধুকরী ও স্থূলভিক্ষার যে ভেদ আছে, তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

১১। অসৎসঙ্গসত্ত্বেও কৃষ্ণভক্তি-লাভের আশা আছে কি?

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলে কৃষ্ণভক্তি-লাভের কোন আশা নাই।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

১২। কোন্‌টি বৈষ্ণবের প্রধান আচার?

"অসৎসঙ্গত্যাগই বৈষ্ণবের প্রধান আচার। অসৎ দুই প্রকার অর্থাৎ যোষিৎসঙ্গী ও অভক্ত। স্ত্রীভক্তের পক্ষে পুরুষসঙ্গীকে 'অসৎ' বলিতে হইবে। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী ও বৈধসম্বন্ধে স্ত্রৈণ পুরুষ—এই দুই প্রকার যোষিৎসঙ্গী।"

—'সাধুনিন্দা', হঃ চিঃ

১৩। প্রতি হরিবাসরে কোন্ বিষয়টি বিশেষ চিন্তনীয়?

"প্রতি হরিবাসরে একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, গত পক্ষের মধ্যে আমাদের কতটুকু ভজনোন্নতি হইয়াছে। যদি দেখা যায় যে, কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই বা অবনতি হইয়াছে, তাহা হইলে অসৎসঙ্গকেই কারণ জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে যত্ন করিবে।"

—'অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ', সঃ তোঃ ৪।৫

১৪। বৈষ্ণবাচার কিরূপে রক্ষিত হয়?

"অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব-আচার হয় না। অসৎ দুই প্রকার—অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণভক্তিহীন।"

—'অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ', সঃ তোঃ ৪।৫

১৫। কোন্ বিচারে বৈষ্ণবের সম্মাননা কর্ত্তব্য?

"যদি কোন উত্তমাধিকারী গৃহস্থ হন এবং মধ্যমাধিকারী গৃহত্যাগী হন, তাহা হইলে নিম্নাধিকারী উচ্চাধিকারীকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিবেন।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

১৬। ত্যাগী ভক্তের অধিকার কিরূপ?

"গৃহত্যাগি-ভক্তের অধিকার—আদৌ স্ত্রীসঙ্গস্পৃহাশূন্যতা, সর্ব্বজীবে পূর্ণ দয়া, অর্থব্যবহারে তুচ্ছজ্ঞান, কেবল গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহ-জন্য অভাবকালে যত্ন, কৃষ্ণে শুদ্ধা রতি, বহির্ম্মুখ-সঙ্গে তুচ্ছ-জ্ঞান, মান-অপমানে সমবুদ্ধি, বহ্বারম্ভে স্পৃহাশূন্যতা এবং জীবনে-মরণে রাগদ্বেষরহিততা।"

—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

যুক্তবৈরাগ্য

১। যুক্তবৈরাগ্যাচরণ কিরূপে হয়?

"অশ্বকে বশীভূত করার ন্যায় মনকে কিছু কিছু তল্লক্ষিত বিষয়াদিতে ভুলাইয়া আত্মবশে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য—ইহাই যুক্ত-বৈরাগ্য ; ইহার দ্বারাই ভজনের উপকার।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৫

২। যথার্থ বৈরাগ্য কাহাকে বলে?

"যথার্থ বৈরাগ্য উদিত হইলে, সন্ন্যাসাশ্রমবিহিত বৈরাগ্যাচরণ করিবে ; অথবা ভগবৎসেবাপর হইয়া ক্রমশঃ গার্হস্থ্যচেষ্টাসমূহ খর্ব্ব করিবে,—ইহারই নাম যথার্থ বৈরাগ্য।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৩। কাহার অনুপাতে শুদ্ধজ্ঞান-বৈরাগ্য বৃদ্ধি পায়?

"ভক্তি যে পরিমাণে শুদ্ধোদয় প্রাপ্ত (শুদ্ধভাবে উদিত) হয়, সেই পরিমাণে শুদ্ধজ্ঞান ও শুষ্কবৈরাগ্য অবশ্য বাড়িতে থাকিবে।" —চৈঃ শিঃ ১।৭

৪। যথাযোগ্য বিষয়-স্বীকারের তাৎপর্য্য কি?

" 'যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার কর'—এই আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য বিষয় গ্রহণ করা উচিত নয়, কেবল আত্মার কৃষ্ণসম্বন্ধ-স্থাপনের জন্য যতটা বিষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা কর।"

—চৈঃ শিঃ ১।৭

৫। জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তি আত্মার কি কি কার্য্য সাধন করে?

"ভক্তিজনিত সম্বন্ধভাব ও ইতর বৈরাগ্য স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেস্থলে উহারা উৎপন্ন হয় না, সেস্থলে ভক্তির অভাব ; সুতরাং তাহাকে 'কপটভক্তি' বলিতে হইবে। **বৈরাগ্যে—আত্মার তুষ্টি, সম্বন্ধজ্ঞানে—আত্মার পুষ্টি এবং ভক্তিক্রিয়ায়—ক্ষুন্নিবৃত্তি।**"

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।১১৭

৬। কোন্ ভাবটি যুক্তবৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা?

"কৃষ্ণসেবা সম্বন্ধে দেহকে সিদ্ধির অনুকূল জানিয়া আদর করেন। দেহ বিনা কৃষ্ণভজন হয় না, অতএব ভজনানুকূল দেহের সংরক্ষণে বিশেষ আদর করিয়াও ভজনপ্রতিকূল সমস্ত দেহগেহাদিকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। এইপ্রকার ভাবই যুক্ত-বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা।"

—'প্রয়োজনবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৭।২১

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

ভক্তিলতাবীজ না নিয়ে কর্ম্ম-জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে আবদ্ধ থাকলে স্বর্গভোগ বিড়াল-বিবাহাদির বিচারে ব্যস্ত থাক্‌তে হয়। সেটি অনর্থযুক্তাবস্থায় মথুরায় গতিবিশিষ্ট হ'য়ে মর্য্যাদাপথে থাক্‌তে গিয়ে হৃদয়ে কংস-বধ হ'য়ে যায়। অনর্থযুক্ত জীবের হৃদয়ে কংসভাব আছে। ব্রহ্ম পরমাত্মজ্ঞানে আবদ্ধ থাক্‌লে গোলোকদর্শন হয় না। গৃহে ভজনীয় বস্তু না দেখ্‌লে আমরা সেই সব আমাদের ভজনে লাগাই। 'গো'-অর্থে পাণ্ডিত্য—বিদ্যা। কৃষ্ণ-সংহারে অঘাদির সাহচর্য্য করি।

চৈতন্যদেব মনুষ্যজাতিকে কৃষ্ণের রসোৎকর্ষ দেখিয়েছেন। চৈতন্যলীলার প্রথমমুখে সার্ব্বভৌম ও তাঁর দল আক্রমণ কর্‌লেন। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর। প্রেমের কথাই প্রধান।

পাতিব্রাত্য-ধর্ম্ম রক্ষা করা, ভূত-প্রেত হওয়া, পুনরায় মাতৃকুক্ষিতে জন্মগ্রহণ করা—কর্ম্মকাণ্ডের বিচার। যা'রা সংসারে পুনশ্চ ভোগ চায় না, তা'রা জ্ঞানকাণ্ডী। ঐগুলি বিষের ভাণ্ড। এজন্য ঠাকুর মহাশয় গে'য়েছেন,—

"কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, সকলি বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি ভ্রমি' মরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়।।"

কর্ম্মকাণ্ডে ভোগ, জ্ঞানকাণ্ডে ত্যাগ—সুখ ত্যাগ ক'রে দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হওয়া। ঐহিক সুখ থামিয়ে দিলেই যে আমুষ্মিক-সুখ প্রবল হ'বে, এটা বৃথা কল্পনা। সৎকর্ম্মী—সুভোগী, আর অসৎকর্ম্মী—কুভোগী। ভোগ করার যে কষ্ট, কৃষ্ণবিমুখের যে সংসার—সাংসারিক চকচকে জিনিষ দেখে ভুলে যাওয়া, এটা ভোগীর নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়। ত্যাগীর নির্ব্বুদ্ধিতে ঐহিক-সুখ নাশ। কর্ম্মমিশ্র, জ্ঞানমিশ্র ভক্ত অপরাধী। কপটতা কেটে কর্ম্মজ্ঞান থেকে যাবে। এই দুইপ্রকার অসুবিধার কথা ছেড়ে ভক্তির কথা আলোচিত হোক। ভজনীয় বস্তু নিত্য, ভক্তি নিত্যা, ও ভক্ত নিত্য। স্বয়ংরূপ—পরমনিত্য। কেবল জ্ঞানের বিচারে জড় জ্ঞানরাহিত্য, আধ্যক্ষিকতা, সেটা অধোক্ষজ-সেবা নহে।

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবাসগৃহে বাসুদেবের কীর্ত্তন আরম্ভ কর্‌লেন। ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যের দেহে অবতারসকল দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। পরে মধুররতিতে ভজনের কথা জানালেন। 'বিদগ্ধমাধবের' প্রথম শ্লোক "অনর্পিতচরীং" শ্লোকের সার্থকতা দেখালেন। মধুররতিতে ভজন করার যোগ্যতা মনুষ্যের আছে, জানালেন। বিশ্বে অনুপাদেয়তা আছে, যদিও আমরা উপাদেয়তা চাই। হৃষীকেশের সেবায় ইন্দ্রিয়সকল নিযুক্ত হ'লেই সুবিধা। ভজনীয় বস্তু নিত্য, পূর্ণজ্ঞানময়, আনন্দময়।

বর্ত্তমানে ভাবভক্তির কথা বল্‌ছি। উহা বুঝ্‌তে না পারায় যা'রা অমঙ্গল বরণ কর্‌ছে তা'দের জন্য বল্‌ছি। চৈতন্যেকগতি ব্যক্তির নিকট ভাগবত শ্রবণ না কর্‌লে জীবের মঙ্গল হয় না। রূপানুগত্য হ'তে বিরত হ'লে অমঙ্গল হ'বে। 'রতি'-শব্দ আগে জানা দরকার।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।।

বাস্তবিক মুক্তিলাভ কর্‌লে সাধুর সঙ্গ হ'বে। সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গে কৃষ্ণশক্তি—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা শক্তির যথাযথ জ্ঞানলাভ হয়। সব সমান মনে ক'রে নিলে অসুবিধা। তা'তে অনর্থ নিবৃত্তি হ'বে না। নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতিকে কুব্যাখ্যা কর্‌বে। ভক্ত-অভক্ত, কর্ম্ম-জ্ঞান সব সমান বিচার—মূর্খতা মাত্র। ত্রিগুণ-বিরোধী বিচার নিয়ে 'নির্গুণ'-শব্দের ব্যাখ্যার যে ধারণা—তা' থেকে অবসর হওয়া দরকার। অনর্থ-নিবৃত্তি না হ'লে নিষ্ঠাদির জ্ঞান জান্‌বে কেমন ক'রে? তা'হলে জড়ে আসক্ত থাক্‌বে। বিষ্ণভক্তিরহিত হ'য়ে পাপে নিযুক্ত হ'বে। ভক্তের সঙ্গ হ'লে সাধন, ভাব ও প্রেমাবস্থার কথা জান্‌বে। ভাব-পর্য্যায়ে রতিসহ সামগ্রীর সম্মেলন সুষ্ঠু হওয়া দরকার। বিষয় নির্ণয় কর্‌তে গিয়ে চতুর্ব্যূহকে বিষয় নির্ণয় কর্‌লে রসের সম্পূর্ণতা হ'বে না।

ভাবভক্তিতে স্থায়ী ও অস্থায়ী ভাব। অস্থায়ীভাব চিরস্থায়ী নয়। স্থায়ীভাব অপরিবর্ত্তনীয়। দাস্য পরিবর্ত্তিত হ'য়ে স্বখ্য হ'বে না। যে রতিতে যা'র প্রবেশ সেটাই প্রবল থাক্‌বে। অস্থায়ী ভাব, যা'কে গৌণরস বলে, তা' আগন্তুক-বিচারে আসে, ভাবে রসের উদয় হয়। কিরূপ পানা তৈরী হ'ল—দাস্য, সখ্য ইত্যাদির বিচার হয়। দ্রব্যের সংযোগে যে জিনিষ উৎপত্তি লাভ ক'রে, তা' প্রেমে পূর্ণতা লাভ ক'রে। তখন ধর্ম্মার্থ-কামাদি অকর্ম্মণ্য ব'লে প্রতীত হয়। আত্মা ব্রজে যায়, অনাত্মা ব্রজে যে'তে পারে না। ব্রজভূমিকাকে জড়-ভূমিকা মনে করা মূর্খতা। নির্ব্বুদ্ধিতা ভগবদ্ভক্তি নহে।

লোকসংগ্রহের জন্য প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা ভক্তি নহে। নির্ব্ব্যলীকতা না থাক্‌লে অমঙ্গল ঘটায়। ত্রিবিধ অবস্থা আলোচনা ক'রে হঠাৎ প্রেমিক হয়ে উঠলে অভক্তি। সেইজন্য মহাপ্রভু গোপীর আনুগত্য-বিচারে গৃহস্থাবস্থায় গৃহস্থগণকে শিক্ষা দিতে ব'সেছেন। শুদ্ধভক্তগণ পরবর্ত্তি সময়ে যোগদান ক'রেছেন—উজ্জ্বলরস-বিচারে সহায়তা করেছেন।

সন্দর্ভ-সার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫৩ পৃষ্ঠার পর]

আচার্য্য শঙ্কর শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা করেন নাই বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত অত্যন্ত আধুনিক গ্রন্থ এবং ব্যাস-রচিত নহে বলিয়া যে সিদ্ধান্ত প্রচারিত হয় তাহাও এস্থলে নিরস্ত হইল। তিনি বহু উপনিষদেরও ভাষ্য করেন নাই। তাহা হইলে সেইগুলিও শ্রীশঙ্করের পরে রচিত বলিতে হয়।

অপর পূর্ব্বপক্ষ—

১। ভাগবত মহাভারতের পরে রচিত।

২। মৎস্য-পুরাণে ভাগবতদান-প্রসঙ্গে "হেমসিংহ-সমন্বিত" কথাটী থাকায় ইহা দেবী ভাগবত সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। কেননা সিংহ দেবীরই বাহন।

উত্তর—

বর্ত্তমান ১৮শ পর্ব্ব মহাভারত ব্যাসরচিত মহাভারতের সংক্ষিপ্ত রূপ। প্রথমে

শতপর্ব্ব মহাভারত রচিত হয়। পরে তাহা অতি বৃহৎ হইয়াছে বিচার করিয়া নিজ শিষ্য জৈমিনী ও বৈশম্পায়নকে সংক্ষেপ করিতে আজ্ঞা করেন। যথা,—

এতৎ পর্ব্বশতং পূর্ণং ব্যাসেনোক্তং মহাত্মনা।
ততস্তু সূতপুত্রেণ রৌমহর্ষণিনা পুরা।
কথিতং নৈমিষারণ্যে পর্ব্বাণ্যষ্টাদশৈব তু।।

অষ্টাদশ পুরাণ অষ্টাদশ পর্ব্ব ভারতের পূর্ব্বে রচিত ; কিন্তু শতপর্ব্বের পূর্ব্বে নহে। যেখানে ভারতের পূর্ব্বে রচনার উক্তি, তথায় অষ্টাদশ পুরাণের নাম, আর যেখানে পশ্চাৎ, তথায় শতপর্ব্ব মহাভারতকে জানিতে হইবে। পুরাণ ও মহাভারত যখন একই ব্যক্তির রচিত তখন তাহাতে পূর্ব্বাপর বিচার ঠিক নহে। বেদান্তে গীতার উল্লেখ আছে। মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, আদিপুরাণ, মহাভারতের পূর্ব্বে রচিত হইলেও তাহাতে ভারতের চর্চ্চা আছে। জন্মেজয়ের যজ্ঞে মহাভারত শ্রবণ এবং মহাভারতে জন্মেজয়ের কথা বর্ণন, এই কথার সত্যতা প্রমাণ করে। সুতরাং কোন্‌টী আগে বা পরে, তাহা বুঝা কঠিন।

ভাগবত-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচার করিলে দেবী ভাগবত শব্দ কোনরূপেই আসিতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আরও অনেক বিচার পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ

পূর্ব্বে মুদ্রিত প্রবন্ধসকল তত্ত্বসন্দর্ভের সার। তত্ত্ব, পরমাত্ম , ভগবৎ ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে সম্বন্ধতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। প্রথমোক্ত সন্দর্ভত্রয়ে যে তত্ত্ববস্তুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে সেই পরতত্ত্বকে নির্দ্দিষ্টরূপে পরিচিত করাইবার জন্য এই সন্দর্ভের আরম্ভ। শ্রীভগবানের রাম, নৃসিংহ, বামনাদি বহু স্বরূপ থাকিলেও কোন্‌টী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিরপেক্ষরূপে প্রকাশমান, তাহা নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসূতমুনি শৌনকাদির নিকট বলিয়াছেন,—অদ্বয়-বস্তুর তিনপ্রকার প্রকাশ—জ্ঞানিগণের নিকট নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, যোগিগণের নিকট পরমাত্মা ও ভক্তগণের নিকট ভগবান্‌রূপে। বহুধর্ম্মাশ্রয়ী এক হইলে গ্রহণভেদ-জন্য উপলব্ধিভেদ হয়। যথা—

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্‌দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।
একো নানেয়তে তদ্বদ্‌ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ।। (ভাঃ ৩।৩২।৩৩)

যেমন এক দুগ্ধ শ্বেতত্বাদি বহুগুণাশ্রয় ; কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়ে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনুভূত হয়—চক্ষুদ্বারা শ্বেতত্ব, ত্বকদ্বারা শীতলত্ব এবং জিহ্বাদ্বারা মধুরত্ব, তদ্রূপ অদ্বয়বস্তু ভগবানও বিভিন্ন শাস্ত্রের বিভিন্ন বর্ত্মানুসারে বিভিন্নরূপে প্রতীত হয়েন। চক্ষু ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা দুগ্ধের জ্ঞান জন্মিলেও উহা অসম্যক্, আংশিক ও বাহ্যজ্ঞান মাত্র, কিন্তু রসনেন্দ্রিয় দ্বারাই দুগ্ধের পরিপূর্ণ উপলব্ধি ও মাধুর্য্যাদি স্বাদ গ্রহণ করা যায়, তদ্রূপ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিদ্বারা বহিঃপ্রতীতি অসম্যক্ বা আংশিক প্রতীতি হইলেও শুদ্ধভক্তিদ্বারাই পরিপূর্ণ ভগবৎস্বরূপের উপলব্ধি হয়। এ সম্বন্ধে আরও একটী দৃষ্টান্ত—

চয়স্ত্বিষামিত্যবধারিতং পুরা ততঃ শরীরিভিঃ বিভাবিতা কৃতিম্।
বিভুর্বিভক্তাবয়বং পুমানিতি ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি সঃ।।

যখন রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য দেবর্ষি নারদ গগন-পথে আসিতেছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে একটী তেজঃপুঞ্জ, পরে নিকটবর্ত্তী হইলে আকারযুক্ত শরীরী এবং আরও সন্নিকটবর্ত্তী হইলে দেবর্ষি নারদ বলিয়া স্থির করিলেন। একই নারদের দূরত্ব-নিকটত্ব-নিবন্ধন সাক্ষাতের তারতম্যের ন্যায় পরতত্ত্ব সম্বন্ধেও তদ্রূপ তারতম্য জানিতে হইবে। ভগবদ্রূপে পরতত্ত্বের সাক্ষাৎই মুখ্য।

শ্রীভগবত্তত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্বের আবির্ভাবের তারতম্য আছে। ঈশ্বরতত্ত্ব নিরাকার নহেন। উপাসনামার্গে প্রাদেশ-পরিমিত চতুর্ভুজাদি আকারে পরমাত্মতত্ত্ব বর্ণিত। ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে—

যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসংবিদা।
অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্ব্রহ্মদর্শনম্।। (ভাঃ ১।৩।৩৩)

যে জ্ঞানের আবির্ভাব হইলে স্থূল-সূক্ষ্মদেহের আত্মাতে অধ্যাস ভ্রমকল্পিত বলিয়া বুঝা যায় সেই জ্ঞানের নাম ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার। ঈশ্বরাকার বহুবিধ থাকিলেও কোন্‌টি ভগবদাকার, কোন্‌টি পরমাত্মার আকার, তদুভয়ের স্বরূপ এবং জ্ঞান-কর্ম্ম কীদৃশ, এই প্রশ্নের সমাধান-জন্য শ্রীসূত বলিয়াছেন,—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া।। (ভাঃ ১।৩।১)

সাধনের তারতম্যানুসারে যিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্‌রূপে আবির্ভূত হন, সেই অখণ্ড পরতত্ত্ব শ্রীভগবান্ সৃষ্টির প্রারম্ভে লোকসৃষ্টির অভিপ্রায়ে মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির সহিত সম্ভূত ষোড়শকলা-সমন্বিত পুরুষাকার প্রকট করেন। তিনি তৎপূর্ব্বেও ছিলেন, তবে জগৎ ছিল না বলিয়া জগতের সম্বন্ধে তাঁহার প্রকাশ-সম্ভাবনা ছিল না। এখন প্রকট হইলেন। জগসৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া-শক্তির প্রকাশ করিলেন। সমষ্টি জীব ব্রহ্মা, ব্যষ্টি জীব এবং তাহাদের অধিষ্ঠান চতুর্দ্দশ ভুবন ও দেহসকলের প্রাদুর্ভাবজন্য ঐরূপ প্রকট করিলেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সমস্তই ঐ পুরুষের রূপে লীন ছিল। চিচ্ছক্তি-সমন্বিত পরমাত্মা কালশক্তি-দ্বারা ক্ষোভিতা গুণময়ী মায়াতে জীবাখ্য চিদাভাস অর্পণ করেন। সাত্বত তন্ত্রে সেই পুরুষের তিনটী রূপ উক্ত হইয়াছে ;—প্রথম—মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, দ্বিতীয়—ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যস্থ প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী গর্ভোদশায়ী পুরুষ এবং তৃতীয়—সর্ব্বভূতান্তর্যামী ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ। এই প্রথম পুরুষ জগৎস্রষ্টা হইলেও সৃষ্টিভিন্ন অন্য কার্য্যেও তাঁহার সামর্থ্য আছে। তজ্জন্যই 'ষোড়শকলা' বলিয়াছেন অর্থাৎ সম্পূর্ণ সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত। কিন্তু ইঁহার পূর্ণত্ব আপেক্ষিক। এই প্রথম পুরুষ স্বরূপ-শক্তির আশ্রয় হইলেও মায়াকে ক্ষোভিত করিয়া জগৎসৃষ্টি করাইয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ এই পুরুষ হইতেও

শ্রেষ্ঠ, ইঁহার অংশী। তিনি কেবল স্বরূপ-শক্তিতে বিলাস করেন। মায়াশক্তির সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই।

দ্বিতীয় পুরুষের বর্ণন,—

যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ।। (ভাঃ ১।৩।২)

প্রথম পুরুষ অংশে ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভ-বারিতে শয়ন করিয়া যোগনিদ্রা বিস্তার করিলে তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে বিশ্বস্রষ্টৃ প্রজাপতিগণের পতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। প্রথম পুরুষ প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক এবং সহস্রশীর্ষাদি-লক্ষণবিশিষ্ট লীলাবিগ্রহ। তাঁহা হইতে প্রকৃতি ক্ষোভিতা হইলে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। ঐ মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারত্রয়, পঞ্চ তন্মাত্র,পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাসকল উৎপন্ন হয়। তাঁহার ইচ্ছায় এইসকল সম্মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয়। ঐ তন্মধ্যে প্রথম পুরুষ অংশে প্রবিষ্ট হন। ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভে প্রবেশ করার জন্য গর্ভোদশায়ী নাম। এস্থলে মায়াবাদিগণের জগৎ-মিথ্যাত্ববাদ খণ্ডিত হইয়াছে। প্রলয়ের পূর্ব্বে যে বস্তুর যে নাম, যে রূপ ছিল, সৃষ্টির পরে সেইসকল বস্তুর সেই সেই নাম-রূপ প্রকাশ হইল। ভগবানের এই রূপ বিশুদ্ধ-সত্ত্বোর্জ্জিত। তাঁহারই অবয়ব-সংস্থানে সাক্ষাৎ শ্রীচরণাদির সন্নিবেশদ্বারা বিরাট আকার প্রপঞ্চ কল্পিত হয়। এই পুরুষের আকার নির্দ্দেশ করিতেছেন,—

পশ্যদ্যন্ত্যদোরূপমদভ্রচক্ষুষা সহস্রপাদোরুভুজাননাদ্ভুতম্।
সহস্রমূর্দ্ধশ্রবণাক্ষিনাসিকং সহস্রমৌল্যম্বরকুণ্ডলোল্লসৎ।। (ভাঃ ১।৩।৪)

উপাসকগণ এই পুরুষের অনন্ত চরণ, উরু, বাহু ও বদনের দ্বারা অদ্ভুত অনন্ত মস্তক, কর্ণ, নয়ন ও নাসিকাযুক্ত অনন্ত মুকুট, বস্ত্র ও কুণ্ডলশোভিত রূপ ভক্তিচক্ষে দর্শন করেন। ইঁহারও পূর্ণত্ব যথা,—

এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।
যস্যাংশাংসেন সৃজন্তে দেবতির্য্যঙ্ নরাদয়ঃ।। (ভাঃ ১।৩।৫)

এই ব্রহ্মাণ্ডস্থিত গর্ভোদশায়ী পুরুষ নানা অবতারের বীজ ও আশ্রয়। ইঁহার অংশদ্বারা দেব-তির্য্যক্-নরাদি সৃষ্ট হয়।

সেই পুরুষ চতুঃসনরূপে প্রকটিত হইয়া দুশ্চর অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়াবতারে রসাতলগতা পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য বরাহরূপ ধারণ করেন। তৃতীয় নারদরূপে আবির্ভূত হইয়া ভগবদ্বিষয়ে অনুষ্ঠিত কর্ম্মসকলের নৈষ্কর্ম্ম বিধানের জন্য সাত্বত-তন্ত্র কীর্ত্তন করেন। কর্ম্মসকল জীবের সংসার বন্ধনের হেতু ; কিন্তু ভগবৎ-সেবাকর্ম্ম কর্ম্মের ন্যায় প্রতীত হইলেও তাহা বন্ধন-মোচক বলিয়া কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র—দেবর্ষি স্বাত্বত-তন্ত্রে ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

'শ্রাদ্ধ'-শব্দের তাৎপর্য্য

'শ্রদ্ধা'-শব্দ হইতে 'শ্রাদ্ধ'-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'শ্রাদ্ধ'-শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

'শ্রৎ' সত্যং দধাতি যয়া সা শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধয়া ক্রিয়তে যৎ তৎ শ্রাদ্ধম্।।

'শ্রৎ'-শব্দে ভক্তি-বিশ্বাসকে বুঝায়, যদ্দ্বারা সেই নিত্যবস্তু লাভ করা যায় তাহাকেই শ্রদ্ধা বলে। সুতরাং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কোনও কর্ম্ম কৃত হইলে তাহাকে 'শ্রাদ্ধ' বলা হয়।" গোভিল সূত্রে উক্ত রহিয়াছে,—"শ্রদ্ধান্বিতঃ শ্রাদ্ধং কুর্ব্বীত।" পরম ও চরম সত্য লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাধীশ বিষ্ণুতেই শ্রদ্ধার্পণ ও প্রপন্নতা-সহকারে তাঁহারই মুখ্য আনুগত্যে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করাই সকল সৎ শাস্ত্রের অভিপ্রায়। সংস্কৃত ব্যঞ্জনযুক্ত দধি-দুগ্ধ-ঘৃতান্বিত মহাপ্রসাদ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রদান করাই 'শ্রাদ্ধ' পদবাচ্য। ঋষি পুলস্ত বলিয়াছেন,—

সংস্কৃতং ব্যঞ্জনাচ্যঞ্চ পয়োদধিঘৃতান্বিতম্।
শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ তেন নিগদ্যতে।।

অমরকোষ বলেন,—"শাস্ত্রোক্তবিধানেন পিতৃকর্ম্মঃ।" এই প্রসঙ্গে দেবল ঋষির বচনে পাওয়া যায়,—

প্রত্যয়ো ধর্ম্মকার্য্যেষু তথা শ্রাদ্ধেত্যুদাহৃতা।
নাস্তি হ্যশ্রদ্ধধানস্য ধর্ম্মকৃত্যে প্রয়োজনম্।।

বিষ্ণুপ্রীতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার সহিত অনিবেদিত অন্ন, বস্ত্র ও তৈজসপত্রাদি দান ও তদীয় প্রসাদদ্বারা ভুরিভোজনের ব্যবস্থাই শ্রাদ্ধ-শব্দের তাৎপর্য্য। মনুসংহিতা, পুরাণাদিতে শ্রাদ্ধবিধি কথিত আছে। বিষ্ণুপুরাণে (৩।১৩) শ্রাদ্ধের প্রকার, কাল, অধিকারী প্রভৃতি সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য পাওয়া যায়। ভবিষ্যপুরাণে দ্বাদশপ্রকার শ্রাদ্ধের কথা পাওয়া যায়, যথা—(১) প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় শ্রদ্ধাই নিত্যশ্রাদ্ধ, (২) কেবল এক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কৃত শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক, (৩) সঙ্কল্প করিয়া কামনাসিদ্ধির জন্য শ্রাদ্ধ কাম্য, (৪) বৃদ্ধি বা অভ্যুদয়ের কারণ উপস্থিত হইলে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, (৫) মৃত ব্যক্তিকে যোনি হইতে মুক্ত করিবার জন্য মৃত্যুর এক বৎসরান্তে পিতৃপিণ্ডের সহিত প্রেতপিণ্ডের মিশ্রণ করিয়া একত্র পিণ্ডভোজনরূপ যে কার্য্য তাহাই সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধ, (৭) পিতৃগণের উদ্দেশ্যে গোষ্ঠিগণের মধ্যে শুদ্ধি নিমিত্ত অনুষ্ঠিত যে শ্রাদ্ধ তাহা গোষ্ঠিশ্রাদ্ধ, (৮) শুদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ শুদ্ধ্যর্থ, (৯) গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন প্রভৃতি সংস্কারকার্য্যে যে শ্রাদ্ধ তাহা কর্ম্মাঙ্গ, (১০) দেবতাগণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধ দৈবিক, (১১) তীর্থ বা দেশান্তর গমনকালে অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধ যাত্রার্থ, (১২) শরীর ও অর্থাদি বৃদ্ধির জন্য যে শ্রাদ্ধ তাহা পুষ্ট্যর্থ্য। "অহঃরহঃ শ্রাদ্ধং কুর্ব্বীত ফলেন উদকেন বা" অথবা "শ্রাদ্ধং কুর্য্যাং দিনে দিনে"—এইসব বিধিগুলি পঞ্চযজ্ঞান্তর্গত শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, উহা নিত্য করণীয়। পঞ্চযজ্ঞ

যথা,—দেব-যজ্ঞ, ব্রহ্ম-যজ্ঞ, পিতৃ-যজ্ঞ, ভূত-যজ্ঞ ও নৃ-যজ্ঞ। দেবার্চ্চনাদি—দেব-যজ্ঞ, বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ—ব্রহ্ম-যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি—পিতৃ-যজ্ঞ, পশু-পক্ষী প্রভৃতির উদ্দেশ্যে অন্নাদি দান—ভূত-যজ্ঞ, অতিথি সৎকারাদি—নৃ-যজ্ঞ। এই পঞ্চ যজ্ঞান্তর্গত শ্রাদ্ধকেই নিত্য বলা হয়।

দৈব ও আসুর বর্ণাশ্রমভেদে শ্রাদ্ধও বৈষ্ণব বা সাত্বত ও রাক্ষস—দুইপ্রকারে পরিদৃষ্ট হয়

পদ্মপুরাণে উক্ত আছে,—

দ্বৌ ভূতস্বর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব-আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।।

"ইহ জগতে দৈব ও আসুর-ভেদে দুইপ্রকার জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। বিষ্ণুভক্তগণ দৈব এবং বৈষ্ণবের বিপরীত ধর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ অর্থাৎ বিষ্ণুবিরোধিগণই অসুর-পদবাচ্য।" প্রথমটী দৈব-বর্ণ ও দ্বিতীয়টী আসুর-বর্ণ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত। এই উভয় বর্ণ বা স্বভাব-বৈশিষ্ট্য মধ্যে লৌকিকতঃ, ধর্ম্মতঃ ও আচারগত অনেক পার্থক্য থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। দৈব বর্ণাশ্রমী সাত্বত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীনকাল হইতে গরুড়পুরাণ, গৌতমীয় সংহিতা, ভরদ্বাজ-সংহিতা, নারদ-পঞ্চরাত্র, নৃসিংহপরিচর্য্যা , ক্রমদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থের ব্যবস্থানুসারে সংস্কার ও ধর্ম্মকার্য্যাদি নির্ব্বাহ ইহা আসিতেছে। দৈববর্ণাশ্রমী সাত্বতগণ বা বৈষ্ণবগণ হরিভক্তির অনুকূল বেদবিধি অবশ্যই মানিয়া চলেন। শ্রুতি-স্মৃতির বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া অত্যন্ত হরিভক্তি প্রদর্শন করিলেও শ্রীভগবানের আজ্ঞা লঙ্ঘনহেতু তাহা উৎপাতের কারণ হইয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ ভূত-প্রেতাদির শ্রাদ্ধ করেন না, তাহারা ভগবৎপ্রীতিমূলক নিত্য কৃষ্ণদাস জীবের শ্রাদ্ধ করেন। ভগবদ্ভক্তগণ নির্গুণ স্বভাব, তাঁহারা পৈশাচিক শ্রাদ্ধের কোনওমতে পক্ষপাতী নহেন। বৈষ্ণবগণ সাত্বত শ্রাদ্ধের পক্ষপাতী, যাহাকে শাস্ত্রে বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ ভগবন্নিবেদিত মহাপ্রসাদের দ্বারা সাত্বত শ্রাদ্ধ অর্থাৎ পিতৃপুরুষগণের প্রীত্যর্থে যে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে সকলেরই মঙ্গলজনক হইয়া থাকে।

স্মার্ত্তগণ-কৃত ষোড়শ শ্রাদ্ধ বা আমিষ শ্রাদ্ধেরই নাম প্রেতশ্রাদ্ধ বা রাক্ষস শ্রাদ্ধ। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন অষ্টবিংশতিতত্ত্বের অন্তর্গত শ্রাদ্ধতত্ত্ব-নামে একখানি বিশাল স্মৃতিনিবন্ধ গ্রন্থে কর্ম্মকাণ্ডান্তর্গত শ্রাদ্ধবিধি সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, সদসদ্‌বিচারসম্পন্ন ব্যক্তিই তাহা পাঠ করিলে কর্ম্মকাণ্ডের 'লাড্ডু দিয়া ছেলে ভুলানো' কথাগুলি সহজেই বুঝিতে পারেন। কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত পদাবলেহী হইয়া আজকাল প্রাকৃত সহজিয়াগণ নিজদিগকে মুখে বৈষ্ণব-মহাজনগণের আনুগত্যাভিমানী বলিয়া পরিচয় দিয়া কার্য্যতঃ সাত্বত বৈষ্ণবস্মৃতি হরিভক্তিবিলাস, সৎক্রিয়াসার-দীপিকা প্রভৃতির বিধি-ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করত পূর্ব্ব গুরুবর্গের দ্রোহাচরণে প্রশ্রয় দিতেছেন। কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধাদিব্যাপারে আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা ব্যতীত হরিসেবানুকূল কোনও কার্য্য নাই। ঐ সকল কার্য্য কেবল আসুর

অধিকারবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মোহনের জন্য বেদবাদ মাত্র। উহার দ্বারা জীবের কোনও নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না, অপিচ জীবগণকে কর্ম্মমার্গের ভীষণ আবর্ত্তে পাতিত করে। যে-সকল দুষ্কৃত ব্যক্তি নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন নাই, তাহারাই বেদের আড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া সংসারচক্রে ঘুরিয়া বেড়ান। বৈষ্ণবগণ অধোক্ষজ-সেবক, সুতরাং বেদবাদে ও অদৈব স্মার্ত্তবাদের হেয়তা প্রদর্শনকারী জীবের নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

বেদনিন্দক চার্ব্বাকের দৃষ্টিতে শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান মূল্যহীন

চার্ব্বাক বলেন.—"যদি শ্রাদ্ধ করিলেই মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি সাধিত হয়, তবে কোনও ব্যক্তি বিদেশে গমন করিলে তাহাকে পাথেয় দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই, বাটীতে তাহার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই ত' তাহার তৃপ্তি হইতে পারে? আর যদি পৃথিবীতে শ্রাদ্ধ করিলে স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে অঙ্গনে শ্রাদ্ধ করিলে প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না কেন? যখন কিঞ্চিদুচ্চস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না, তখন তদ্দ্বারা অত্যুচ্চ স্বর্গস্থিত ব্যক্তির কিরূপে তৃপ্তি হইতে পারে? অতএব মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে-সকল শ্রাদ্ধাদি প্রেতকৃত্য হয়, তাহা ব্রাহ্মণগণের উপজীবিকা মাত্র।। ভস্মীভূত দেহের আর পুনরাগমন কোথায়? যদি শরীর হইতে আত্মার পরলোকগমন ও দেহান্তরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা থাকিত তবে পুত্রাদি বন্ধুবান্ধবগণের স্নেহে ঐ দেহে পুনরায় আসে না কেন? সুতরাং কর্ম্মোপযোগী বেদ—ভণ্ড, ধূর্ত্ত রাক্ষসের রচিত।" বৈষ্ণবগণ চার্ব্বাকের ন্যায় বেদবিদ্বেষী প্রত্যক্ষবাদী নহেন। তাঁহারা বাস্তবসত্যের প্রকাশক বেদকে প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিয়া বহুমানন করেন, চার্ব্বাকের ন্যায় বেদনিন্দক হইয়া নরকের দ্বার পরিষ্কার করেন না।

স্মার্ত্তকৃত কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য—প্রেতত্ব-মুক্তি ও অনিত্য স্বর্গলাভ

স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের শ্রাদ্ধ করিবার তিনটী কারণ রহিয়াছে আমরা দেখিতে পাই,—(১) পিতৃপুরুষের প্রেতত্ব-মুক্তি, (২) তাঁহাদের স্বর্গলাভ ও (৩) নিজের পিতৃ-মাতৃঋণ হইতে মুক্তি। কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের ধারণা—মানুষ মৃত্যুর পরে প্রেত-ভাবাপন্ন হয়, পরে পুত্রাদি আত্মীয় বা জ্ঞাতিবর্গ ঐ প্রেতের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিলে প্রেতযোনি হইতে প্রেতের মুক্তি হয়। এই ধারণানুসারে মৃত ব্যক্তির দেহত্যাগের দিন হইতে ব্রাহ্মণ একাদশ দিবসে, ক্ষত্রিয় ত্রয়োদশ দিবসে, বৈশ্য ষোড়শ দিবসে এবং শূদ্র একত্রিংশ দিবসে আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। পরে প্রতি মাসে মৃত্যুর তিথিতে 'একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ' এবং এক বৎসর পূর্ণ হইলে সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। দাহ হইতে বর্ণনানুসারে জলশত্র প্রভৃতির স্পর্শ পর্য্যন্ত যে ক্রিয়া তাহার নাম 'আদ্যক্রিয়া', মাসিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ 'মধ্যক্রিয়া' ও প্রেত এক বৎসর অন্তে পিতৃত্ব প্রাপ্ত হইলে সপিণ্ডীকরণের পর যে-সকল শ্রাদ্ধক্রিয়া

তাহাকে অন্ত্যক্রিয়া বলা হয়। কর্ম্মকাণ্ডীয় শাস্ত্রবিধানমতে যে-পর্য্যন্ত প্রেতের উদ্দেশ্যে আদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ, বারমাসে বারটী মাসিক শ্রাদ্ধ, দুইটী ষান্মাসিক শ্রাদ্ধ ও বৎসরান্তে সপিণ্ডীকরণ—সাকল্যে এই ষোলটী শ্রাদ্ধ যাবৎ না করা হইবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত মৃত পিতৃগণ প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত মৃত পুরুষের সূক্ষ্মদেহ এক বৎসর পরে প্রেতদেহ পরিত্যাগ করিয়া ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়। আদ্যাদি ষোড়শ শ্রাদ্ধদ্বারাই মৃত ব্যক্তির প্রেতত্ব দূর হওয়া সম্পর্কে স্মার্ত্তগণ বলেন,—

প্রেত-সংস্কার-কর্ম্মাণি যানি শ্রাদ্ধানি ষোড়শ।
যথা কালন্তু কার্য্যাণি নান্যথা মুচ্যন্তে ততঃ।।
কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্।
প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে।।

(শ্রাদ্ধতত্ত্ব সপিণ্ডীকরণ)

স্মার্ত্তগণের মতে, শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ২।১৬২ সংখ্যা এবং লঘুহারীত বাক্যানুসারে এই সপিণ্ডীকরণের ষোলটী প্রেতশ্রাদ্ধ দ্বিজাতিগণের সামিষ পক্কান্নদ্বারাই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের বিধানানুসারে কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীতে শ্রাদ্ধ প্রশস্ত, কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণের শ্রীএকাদশীতে মহাপ্রসাদান্ন গ্রহণ নিষিদ্ধ। সুতরাং তাহারা তাহাদের পিতৃপুরুষগণকে একাদশীতে মহাপ্রসাদান্ন প্রদান করিয়া সগণসহিত নরক-পথের পথিক হন না। এই প্রসঙ্গে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হইতেছে।

স্মার্ত্তগণের কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধাদির প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য স্বর্গপ্রাপ্তি। কিন্তু এই স্বর্গও 'ক্ষীণে পুণ্যে' গীতার বাক্যানুসারে অনিত্য। স্বর্গ হইতে পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্ত্যে আগমন অনিবার্য্য। সুতরাং পরিণাম বিচার করিলে দেখা যায়, স্মার্ত্তের ঐ প্রকার যাবতীয় ক্রিয়াকলাপই অলীক ও অশুভ ফলদায়ক। এইজন্য বৈষ্ণবমতে স্মার্ত্তের কর্ম্মকাণ্ডীয় সমস্ত ব্যাপারই সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

স্মার্ত্তমতে আমিষ শ্রাদ্ধ ও সকল জীবের প্রেতত্ব প্রাপ্তি— অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক

শাস্ত্রমতে বৈষ্ণবীয় দীক্ষাপ্রাপ্ত বৈষ্ণবমাত্রেরই প্রেতত্ব ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং প্রেতত্ব বিমুক্তির কোনও প্রশ্নই উঠে না। বহু পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে জানা যায়, ধাম ও তীর্থাদিতে মৃত্যু হইলে ও নারায়ণাদি ভগবদুপাসক ব্যক্তিগণের মুক্তিপদলাভ বা বৈকুণ্ঠগতি লাভ হইয়া থাকে। বৈকুণ্ঠে প্রেতাদির কোন অবস্থান নাই। এমন কি, শিবাদি পঞ্চ উপাসকগণেরও প্রেতত্ব লাভের কথা যুক্তিসিদ্ধ ও শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। সুতরাং সকলজীবের প্রেতত্ব বিমুক্তির কথা স্মার্ত্তগণের মনঃকল্পিত হেয় মতবাদ মাত্র, তাহা কখনও শাস্ত্র বা মহাজনানুমোদিত নহে। দুগ্ধই নাই, দধি তৈয়ারী করিবার প্রস্তাব যেরূপ অবাস্তব ; তদ্রূপ যেখানে প্রেতত্বের কোন কথাই নাই, সেখানে প্রেতত্ব মুক্তির কথা কিরূপে আসিতে পারে? জীবিতকালে মহাপ্রসাদসেবী হরিভক্তিপরায়ণ পিতামাতাকে

মৃত্যুর পরে প্রেত-পিশাচিনী কল্পনা করত শ্রাদ্ধকালে প্রেতকে আমিষ প্রদান করা কোন সৎপুত্রের কর্ত্তব্য নহে, ইহাতে পুত্রেরই অমঙ্গল হয়।

স্মার্ত্তের কর্ম্মকাণ্ডীয় আমিষশ্রাদ্ধ বা প্রেতশ্রাদ্ধ কখনও শুভফল প্রদান করে না। শ্রীনারদঋষি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

ন দদ্যাদামিষং শ্রাদ্ধে ন চাদ্যাদ্ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ।
মুন্যন্নৈঃ স্যাৎ পরা প্রীতির্যথা ন পশুহিংসয়া।। (ভাঃ ৭।১৫।৭)

"ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি শ্রাদ্ধে কখনও আমিষ দিবেন না, নিজেও কখনও আমিষ ভক্ষণ করিবেন না। কারণ নীবার-তণ্ডুলাদির দ্বারা যেমন পরমতৃপ্তি সাধন ও দেহরক্ষাদি হইয়া থাকে, পশুহিংসা (মৎস্য-মাংসাদি) দ্বারা কখনও সেরূপ হয় না।" যে ব্যক্তি পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধকার্য্যে হরির উদ্দিষ্ট প্রদান না করিয়া আমিষ প্রদান করেন, তাহার পিতৃপুরুষগণ সর্ব্বদা বিষ্ঠা ও মূত্র ভক্ষণ করিয়া থাকেন। গোপালভট্ট-কৃত সৎক্রিয়াসার-দীপিকায় পাওয়া যায়,—

যো ন দদ্যাদ্ধরের্ভুক্তং পিতৃণাং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
অশ্নতি পিতরস্তস্য বিন্মূত্রং সততং দ্বিজাঃ।।

মহাপ্রসাদদ্বারা (আমিষ নহে) পিণ্ডদান করিবার বিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাসেও স্বর্ণাক্ষরে দেদীপ্যমান্ রহিয়াছে।

ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ যৎ কিঞ্চিদনিবেদ্যাগ্রভোক্তরি।
ন দেয়ং পিতৃদেবেভ্যঃ প্রায়শ্চিত্তীয়তো ভবেৎ।।

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৯৫ সংখ্যাধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

"ভক্ষ্য, ভোজ্য যাহা কিছু ভগবানে নিবেদন না করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দিতে নাই, কারণ অনিবেদিত দ্রব্য অর্পণ করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়।" ভগবানকে আমিষ নিবেদন করা যায় না, তজ্জন্য শ্রাদ্ধে আমিষ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। আবার প্রেতশ্রাদ্ধে যাহারা ভোজন করেন, তাহারা মৃত ব্যক্তিকৃত পাপসমূহ নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করিয়া লইতে বাধ্য হন। বৈষ্ণব পিতামাতার কথা বাদই দিলাম, বিশেষতঃ বিধবা স্ত্রীলোক অবৈষ্ণব হইলেও নির্জ্জলা একাদশী-ব্রত ও আমিষ বর্জ্জন সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন। বৈধব্যাবস্থায় জীবিতকালে যিনি আমিষ আহার করেন নাই, পুত্র তাহার শ্রাদ্ধ করিতে গিয়া তাহাকে আমিষ ভোজন করাইলে—অত্যন্ত বিগর্হিত কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে। প্রাকৃত স্মার্ত্তগণ ব্রহ্মচারিণী বিধবাগণের মৃত্যুর পরে যে প্রেতশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করেন, তাহা তাহাদের দুর্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। মৎস্যসেবার পরিবর্ত্তে অন্ততঃপক্ষে দগ্ধ কদলী খাওয়াইয়া আমিষ ভক্ষণের নিয়ম রক্ষা করিতে হইবে—স্মার্ত্তগণ এইরূপ বিধান দিয়া থাকেন। তাহারা 'দগ্ধং আমিষ মুচ্যতে'—এই বাক্যের দোহাই দিয়া 'আপনার কোলে ঝোল টানিবার' চেষ্টা করেন। স্মার্ত্তগণ আবার প্রশ্ন উঠাইয়া থাকেন,—"বৈষ্ণব সম্বন্ধে আমিষ নিষিদ্ধ হইবার বিধি থাকিলেও অবৈষ্ণব মৃত ব্যক্তিকে আমিষ দিতে বাধা কোথায়?"

তাহার উত্তরে বলা যায়,—"যিনি জীবিতকালে লোভ-মোহবশতঃ বহু অখাদ্য-কুখাদ্য ভোজন করিয়াছেন, কোনও সৎপুত্র যদি তাঁহার শ্রাদ্ধে সেই লোভ-মোহের উপকরণ আমিষাদি দান করেন, তবে এইরূপ শ্রাদ্ধে মৃতব্যক্তির কোনপ্রকার মঙ্গল সাধিত হয় না। তাই এইপ্রকার শ্রাদ্ধ নিরর্থক ও পণ্ডশ্রম মাত্র।" বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব সকলের পক্ষেই পিতৃশ্রাদ্ধাদি সমস্ত কার্য্যই বিষ্ণুপ্রসাদান্নদ্বারা সম্পন্ন করিলেই দাতা ও ভোক্তা উভয়ের পরম তৃপ্তি ও মঙ্গল বিহিত হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

কুরুক্ষেত্র

"যোঽজমীঢ় সুতো হ্যন্য ঋক্ষঃ সংবরর স্তুতঃ।
তপত্যাং সূর্য্যকন্যায়াং কুরুক্ষেত্র পতিঃ কুরুঃ।।" (ভাঃ ৯।২২।৪)

অজমীঢ়ের ঋক্ষ-নামে এক পুত্র ছিল। তাঁহা হইতে সম্বরণ জন্মগ্রহণ করেন। সম্বরণ হইতে সূর্য্যতনয়া তপতীর গর্ভে কুরুক্ষেত্র-পতি কুরু জন্মগ্রহণ করেন।

কুরুরাজ কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থানের নাম কুরুক্ষেত্র। কুরুরাজা বাহুবলে সমগ্র ভূমণ্ডল শাসন করিয়াছিলেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী একচ্ছত্র রাজা হইলেও খুবই ধর্ম্মশীল ছিলেন এবং নানা দান, নানা যজ্ঞ প্রভৃতি সৎকর্ম্মের অনুশীলন করায় সমগ্র জগতে তাঁহার মহিমা বিঘোষিত হইয়াছিল। একদা তিনি মৃগয়ার্থে বনে গমন করিয়াছিলেন। বনমধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খুবই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া জল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও জল না পাইয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন,—এমতাবস্থায় ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি দণ্ডক-কাননে আসিয়া উপনীত হইলেন। মনুষ্যের অগম্য অতি সুশোভন সেই অপূর্ব্ব কাননমধ্যে মুনির আশ্রম। সেখানে একটী দিব্য সরোবর দেখিতে পাইলেন। দেবকন্যাগণ সেই সরোবরে নিত্য কেলি করিয়া থাকেন। মহারাজা কুরু সেই সরোবর দর্শনে অতীব আনন্দিত হইলেন এবং সেখানে দেবগণের নর্ত্তকী বহুরূপা-নাম্নী এক অপরূপা সুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন। বহুরূপাকে দেখিয়া রাজা অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন এবং তাহার প্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা সবই চলিয়া গেল। তিনি সেই সুন্দরীর নিকট গিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় কন্যা কহিলেন,—"মহারাজ! আমি ইন্দ্রের নর্ত্তকী। আমার নাম বহুরূপা। পূর্ব্বজন্মে আমি পক্ষীযোনি পাইয়াছিলাম। আমার নাম ছিল সারঙ্গিণী। প্রভাসের তীরে প্রামাণিক-নামক এক বটবৃক্ষে আমার বাস ছিল। অদ্যাপিহ সেই বটবৃক্ষ বিরাজমান। বহুকাল আমি সেই বটবৃক্ষে বাস করি। ক্রমশঃ আমার বৃদ্ধকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার দেহ জরায় আতুর ও ব্যাধিতে পীড়িত হইয়া পড়ায় আমি অত্যন্ত কাতর হইয়া

পড়িলাম। অবশেষে সেই বৃক্ষের উপরে আমার মৃত্যু হইল। বহুকাল বৃক্ষের উপরিভাগে বাসার মধ্যে আমার মৃতদেহ পড়িয়া পড়িয়া শুকাইয়া গিয়াছিল। একদিন প্রচণ্ড ঝড় হয়। সেই ঝড়ের প্রবল বেগে বাসাসহ আমার শুষ্ক কলেবর প্রভাসের জলে পড়িয়া গেল। প্রভাসের পবিত্র বারি স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই আমি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া গেলাম। আমি দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করিলাম। শুধু তাহাই নয়—সেই পুণ্যলাভের ফলে অতিশয় রূপবতী হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের নর্ত্তকী হইলাম। একদিন ইন্দ্রের সাক্ষাতে নৃত্য করিতে করিতে আমার পাপবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হইল।

একসময় দেবতাগণের সহিত অসুরগণের মহাসংগ্রাম বা যুদ্ধ হয়। দেবরাজ ইন্দ্র সেই সময় সূর্য্যবংশের মহারাজ খট্টাঙ্গকে বরণ করিয়া আনিলেন। খট্টাঙ্গ রাজার প্রবল পরাক্রমে অসুরগণ পরাজিত হইল। ইন্দ্র সেই খট্টাঙ্গ রাজাকে রাজসভায় আনাইয়া অভ্যর্থনা করেন এবং আমাদের নৃত্য করান। সেই খট্টাঙ্গ রাজার অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিলাম। ইহা ইন্দ্রের দৃষ্টিগোচর হইল। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে অভিশাপ দিলেন যে,—"দেবলোকে তুমি মনুষ্য আচার করিতেছ। যাও তোমার নরলোকে গতি হউক।" তাই ইন্দ্রের অভিশাপে আমি এখন বিরহিণী হইয়া বাস করিতেছি। আমি আমার যোগ্য পতি খুঁজিয়া পাইতেছি না।" ইহা শুনিয়া মহারাজ কুরু হাসিয়া উঠিলেন এবং তাহাকে বরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি তাহাকে শ্রেষ্ঠ পাটেশ্বরী করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। সুন্দরী রাজাকে কহিলেন,—"রাজন্! আমি আপনাকে বরমাল্য দিব ; কিন্তু আমার একটী সর্ত্ত আছে। আমি আমার স্বেচ্ছানুসারে যাহা কর্ম্ম করিব তাহাতে আপনি কোনওদিন বাধা দিতে পারিবেন না। আপনি যদি কোনদিন আমাকে ভর্ৎসনা করেন বা কুবাক্য বলেন, তবে আমি তৎক্ষণাৎ আপনাকে পরিত্যাগ করিব।" রাজা বুঝিলেন যে,—

"শরৎপদ্মোৎসবং বক্ত্রং বচশ্চ শ্রবণামৃতম্।
হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং স্ত্রীণাং কো বেদ চেষ্টিতম্।।" (ভাঃ ৬।১৮।৪১)

অর্থাৎ—"স্ত্রীলোকের বদন—শরৎকালীন পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল, বাক্য—শ্রবণের প্রীতিদায়ক, কিন্তু হৃদয়—ক্ষুরধারতুল্য অতীব তীক্ষ্ণকর। অতএব তাহাদের কার্য্যকলাপ কে বুঝিতে পারে?"

রাজা বহুরূপার প্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন যে, তিনি তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলেন এবং তাহাকে লইয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিধির বিড়ম্বনা এমনই যে,—একদিন রাজা খুবই পিপাসার্ত্ত হইয়া ঐ সুন্দরী কন্যাকে জল চাহিলে সে তাঁহাকে আপেক্ষা করিতে বলিয়া অন্য কর্ম্মে ব্যস্ত হইল। রাজা পিপাসায় কাতর হইয়া পুনঃ পুনঃ জল চাহিলেও কন্যা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। তখন রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক গালি এবং নিন্দাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া বলিলেন,—"হতভাগি! মন্দবুদ্ধিসম্পন্না দুষ্টা! তুই গণিকা জাতি। তোর পতিভক্তি কি করিয়া হইবে? তুই আমার

বাক্য অবহেলা করিতেছিস্। তুই স্ত্রী-জাতি না হইলে এক্ষুণি তোর জীবন লইতাম।" ইহা শুনিয়া কন্যা হাসিয়া ফেলিল এবং বলিল,—"মহারাজ! আপনি আপনার পূর্ব্ব সত্য বিস্মৃত হইয়া গেলেন। সুতরাং আমি আর আপনার নিকট থাকিব না। আমি আমার নিজস্থানে গমন করিলাম।"—এই বলিয়া কন্যা অন্তর্দ্ধান করিল। রাজা কন্যার অন্তর্দ্ধানে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া আকুলিত হইলেন এবং সর্ব্বদা কন্যা-চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিলেন। তিনি আর রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। মন্ত্রীগণ তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন। তাঁহারা বলিলেন,—"মহারাজ! অকারণ কেন আপনি এইরূপ চিন্তায় অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। সেই বহুরূপা কন্যা ত' ইন্দ্রের নর্ত্তকী। ইন্দ্রের শাপে আপনার রমণীরূপে আসিয়াছিলেন। তিনি এখন শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গপুরে গমন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার জন্য শোক করা বৃথা। তবে আপনি যদি সেই কন্যাকে পত্নীরূপে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে দেবরাজ ইন্দ্রের আরাধনা করিয়া তাঁহার সন্তুষ্টিবিধান করুন। ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া যদি আপনাকে কন্যা প্রদান করেন তবেই আপনার সেই কন্যা লাভ হইতে পারে।

হস্তিনাপুরের উত্তরে সরস্বতীর তীরে একটী উপবন রহিয়াছে। তাহার উত্তরে সুরধেনু সুরভী নিত্য আসিয়া বিচরণ করিয়া থাকেন। আপনি সেই সুরভীর সেবা করিয়া তাঁহার সন্তুষ্টিবিধানপূর্ব্বক ইন্দ্রের আরাধনা করুন। তখন আপনি বহুরূপা কন্যাকে লাভ করিতে পারিবেন।"

মন্ত্রীদের পরামর্শে রাজা যথোচিতভাবে সুরভীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। সুরভী রাজার সেবায় সন্তুষ্টিলাভ করিয়া রাজাকে কহিলেন,—"রাজন্! আমি তোমার সেবায় খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি সুরভী। তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। তুমি যাহা মাগিবে আমি তাহাই দিব।" তখন রাজা সুরভীকে বলিলেন,—"মাতঃ! আমি আপনার নিকট অন্য কিছু চাই না। যদি আপনি আমাকে বরদান করিতে চাহেন, তবে আমি প্রার্থনা করিতেছি যে,—সুরলোকে বহুরূপা-নামে এক কন্যা আছে। সেই কন্যাটীকে আমি যেন স্ত্রীরূপে পাইতে পারি।" সুরভী তথাস্তু বলিয়া বর দিলেন এবং রাজাকে ইন্দ্রমন্ত্র প্রদান করিয়া বলিলেন,—"ত্রিরাত্রি এই ইন্দ্রমন্ত্র জপদ্বারা ইন্দ্রের আরাধনা করিলে ইন্দ্রের দর্শন পাইবে এবং অভীষ্ট বর লভ করিতে পারিবে।" রাজা হৃষ্টচিত্তে শাস্ত্রবিধিমতে ইন্দ্রের স্তুতি করিতে লাগিলেন। তিনি কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা পরিত্যাগপূর্ব্বক ত্রিরাত্রি একাসনে উপবেশন করিয়া ইন্দ্রমন্ত্র জপ করিতে লাগিলন। তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র তাঁহাকে দর্শন দিলেন। ইন্দ্রের দর্শন পাইয়া রাজা তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার বহু স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলে—ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। রাজা করজোড়ে কহিলেন,—"হে দেব! আপনার নর্ত্তকী বহুরূপাকে আমাকে প্রদান করুন।" ইন্দ্র তথাস্তু বলিয়া আরও কিছু বর প্রার্থনা করিতে বলিলে রাজা বলিলেন,—"এই স্থানটি যেন পুণ্যক্ষেত্র হয় এবং আমার নামানুসারে

কুরুক্ষেত্র-নামে অভিহিত হয়। এই পুণ্য তীর্থসার কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া যাহারা প্রাণত্যাগ করিবে তাহারা যেন অক্ষয় স্বর্গলাভ করে। এইখানে যাহারা বাস করিবে অথবা এই স্থান দর্শন করিবে—এমন কি, যাহারা মনে মনেও কুরুক্ষেত্র স্মরণ করিবে, তাহাদেরও যেন সুরলোক বাসের ফল লাভ হয়।" দেবরাজ ইন্দ্র 'তথাস্তু' বলিয়া রাজাকে কহিলেন,—"তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক এবং আজ হইতে এই পুণ্যক্ষেত্র "কুরুক্ষেত্র" নামে প্রসিদ্ধ হইল।"

ইন্দ্র মাতালিকে স্বর্গ হইতে বহুরূপা-নামক কন্যাকে আনিয়া কুরুরাজাকে সমর্পণ করিতে বলিলে মাতালি বহুরূপাকে সেখানে লইয়া আসিলেন। কুরুরাজ বহুরূপাকে বিবাহ করিলেন। সুরপতি রাজাকে অনেক যৌতুক প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ইন্দ্রের বরে সেই পুণ্যক্ষেত্র মহাতীর্থ কুরুক্ষেত্র-নামে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিল।

"কুরুক্ষেত্র মহাতীর্থ পুরাণে বাখানি।
যাহাতে পড়িলে যুদ্ধে পায় দেবযোনি।।" (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব)

কুরুক্ষেত্রের অপর নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। ইহাকে স্যমন্তপঞ্চকও বলা হয়। এই স্যমন্ত-পঞ্চক অথবা কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে উপনিষদে বলিয়াছেন,—

"যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্।।"
(জাবাল উপনিষৎ ১।২)

গীতার প্রথম শ্লোকে কুরুক্ষেত্রকে ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এইস্থানেই ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনকে গীতা উপদেশ করিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিয়াছেন।

সর্ব্বোপরি কুরুক্ষেত্রের বিশেষ মাহাত্ম্য হইতেছে যে,—বহুকাল বিরহান্তে এই কুরুক্ষেত্রেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীমতী রাধারাণী ও গোপীগণের মিলন হয়। ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্রজভাব বিস্মৃত হইয়া তাঁহাদিগকে অর্থাৎ শ্রীমতী রাধারাণীসহ গোপীগণকে অনাদর করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের চেষ্টায় পুনরায় তাঁহার ব্রজগত মাধুরীর উদয় হয় এবং এই কুরুক্ষেত্র-মিলনে তাঁহার ঐশ্বর্য্যলীলা হইতে মাধুর্য্যলীলার উৎকৃষ্টতা উপলব্ধি হয়।

এই কুরুক্ষেত্রেই রাজবেশী কৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধারাণী ও গোপবধূগণের যে-সমস্ত উক্তি হইয়াছিল তাহা কৃষ্ণসেবারই জ্বলন্ত উদাহরণ। ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের ব্রজ-বিস্মৃতি দর্শনে তাঁহাকে দোষ না দিয়া নিজ নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়াছিলেন—ইহা কি-প্রকার ভজনের পরাকাষ্ঠা, তাহা কল্পনাতীত। তাঁহারা কৃষ্ণকে ব্রজে আসিবার জন্য কাতর আবেদন করেন। তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া বলিতে থাকেন,—

"একবার ব্রজেশ্বর ব্রজে চল দিনেক দু'য়ের মত।"

তাঁহাদের আর্ত্তি ও নির্ম্মল প্রেম দর্শনে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণচন্দ্র খুবই লজ্জিত ও ব্যাকুলিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—

"তোমা-সবার প্রেমরসে,　　আমাকে করিল বশে,
আমি তোমার অধীন কেবল।
তোমা-সবা ছাড়াঞা,　　আমা দূর-দেশে লঞা,
রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৩।১৫১)

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমতী রাধারাণীকে ব্রজগমন-বিষয়ে আশ্বাস দান করিয়া বলিলেন,—

"তোমার যে প্রেমগুণ,　　করে আমা আকর্ষণ,
আনিবে আমা দিন দশ বিশে।
পুনঃ আসি' বৃন্দাবনে,　　ব্রজবধূ তোমা-সনে,
বিলসিব রজনী-দিবসে।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৩।১৫৮)

সুতরাং এই কুরুক্ষেত্র যে কত বড় তীর্থস্থান তাহা অল্পভাগ্যবান্ জনের—কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগিগণের উপলব্ধির বিষয় হইবে না। জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এখানে শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া জগদ্বাসীকে কৃষ্ণভজনের সুযোগ প্রদান করিয়া দিয়াছেন। ইহা একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এই কুরুক্ষেত্রের নাম উচ্চারণ করিলেই জীবের সমূহ পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। কুরুক্ষেত্রের ধূলিকণা মহাপাপীকেও পবিত্র করিতে পারে। ভক্তগণ এইস্থানে আসিয়া ইহা শ্রীমতী রাধারাণী ও ব্রজগোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মিলনস্থলী চিন্তা করিয়া এবং তাঁহাদের প্রেমানুরাগপূর্ণ আলাপ স্মরণ করিয়া ভজনানন্দে নিমগ্ন হইয়া থাকেন।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

জীবের কৃত্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৭০ পৃষ্ঠার পর]

চতুর্থতঃ—শ্রীভগবানের স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ—এই দুইপ্রকার অংশের বিষয় শাস্ত্রে কথিত হয়েছে। সদাশিব হলেন স্বাংশ তত্ত্ব, আর জীব হল বিভিন্নাংশ। জীব মুক্ত অবস্থায় নিরুপাধিক ও ভগবদাশ্রিত এবং বদ্ধাবস্থায় সোপাধিক ও মায়ার আশ্রিত। বিভিন্নাংশ জীবে ভগবানের পরমেশ্বরীয় অহং-তত্ত্ব থাকে না। ভগবানের স্বাংশ তত্ত্ব ও বিভিন্নাংশ তত্ত্ব—উভয়েই সনাতন বস্তু। জীব যদি ব্রহ্মের সহিত অভেদ হত অথবা সদাশিবের সহিত অভেদ হত, তাহলে জীবের সংসার-দশা বা বদ্ধ-দশা হত না। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ২।২৪ শ্লোকে জীব তথা জীবাত্মা 'নিত্যঃ', 'সনাতনঃ'-শব্দদ্বারা জীবের নিত্যত্ব স্থাপিত হয়েছে। বদ্ধ ও মুক্তাবস্থায় জীব নিত্য হলেও মুক্তাবস্থায় জীব জীবই থাকে, সদাশিব বা ব্রহ্ম হয়ে যায় না। যদি বলা যায়,—সদাশিব তথা ব্রহ্ম অজ্ঞানবশতঃ জীব হয়েছে,

তাহাও সম্ভব নয় ; কারণ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—এই শ্রুতির বিচারে ব্রহ্মের ভ্রম বা অজ্ঞান সম্ভব নয়। অতএব 'মায়ামুক্তঃ সদাশিবঃ' বা 'পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ'—বাক্যটি ভ্রমাত্মক।

উপনিষদে প্রায় সর্ব্বত্রই 'ব্রহ্ম'-শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখেছেন,—

"ব্রহ্ম-শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—শাস্ত্রের প্রমাণ।।
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায়।
পুরাণ-বাক্যে সেই অর্থ করয় নিশ্চয়।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৪৭-১৪৮)

উপনিষদ্-কথিত ব্রহ্মই পূর্ণাবস্থায় স্বয়ং ভগবান্—ইহা বেদসম্মত।

বেদার্থ পূরণের নিমিত্ত ও প্রাগবন্ধযুগে প্রকাশিত হওয়ায় 'পুরাণ' নামকরণ হয়েছে। পুরাণ-সূর্য্য শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ হলে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণে পরিপূর্ণভাবে শরণাগত হয়ে স্তব করতে করতে ব্রজবাসিগণের প্রেম-সৌভাগ্যাতিশয্যের প্রশংসা করে বলেছেন,—

"অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্।।" (ভাঃ ১০।১৪।৩২)

অর্থাৎ—"নন্দগোপ ও ব্রজবাসিগণের ভাগ্যের সীমা নাই। যেহেতু পরমানন্দ-স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তাঁদের মিত্ররূপে প্রকটিত হয়েছেন।" উক্ত শ্লোকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, ব্রহ্ম পূর্ণ ও সনাতন তথা অখণ্ড ও নিত্যকাল প্রকটিত এবং তিনি পরমানন্দ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ। অতএব শ্রুতির মুখ্যবৃত্তিতে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই নিরূপিত হয়। চিদ্বিলাস সবিশেষতত্ত্বকে লক্ষণাদ্বারা নির্ব্বিলাস নির্ব্বিশেষরূপে স্থাপনই মায়াবাদ।

শ্রুতিবাক্যে জানা যায়,—

"অপাণি-পাদো জবদো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্য কর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।।"

(শ্বেঃ উঃ ৩।১৯)

অর্থাৎ—"সেই পরমেশ্বরের প্রাকৃত হস্ত-পদাদি না থাকলেও অপ্রাকৃত হস্তে সমস্ত গ্রহণ করেন এবং অপ্রাকৃত পদদ্বারা সর্ব্বত্র গমন করেন। তিনি প্রাকৃত চক্ষু-কর্ণ-রহিত হলেও অপ্রাকৃত চক্ষু-কর্ণে সমস্ত দেখতে ও শুনতে পান। তিনি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বস্তুকে জানেন, কিন্তু তিনি না জানালে তাঁকে কেহই জানতে পারে না। ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁকেই আদি অর্থাৎ সর্ব্বকারণের কারণস্বরূপ মহান পুরুষ বলে কীর্ত্তন করেন।" —উক্ত শ্রুতিবাক্যে শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

সর্ব্বমান্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদে (১৪।২৭) শ্রীভগবান্ স্বীয় সখা অর্জ্জুনকে

বলেছেন,—'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্।' নির্গুণ সবিশেষ-তত্ত্ব আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অসম্যক্ প্রতীতিস্বরূপই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কৃষ্ণাঙ্গ-প্রভা ; যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বাণী,—

ব্রহ্ম-অঙ্গকান্তি তাঁর, নির্ব্বিশেষ-প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে।।" (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৫৯)

অতএব, কৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতিঃ ব্রহ্ম এবং সেই জ্যোতির অভ্যন্তরে শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিই স্বয়ং পরব্রহ্ম-স্বরূপ। সূর্য্য যেমন তেজের আশ্রয়, পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণও তেমনই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। ব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মার স্তবে জানা যায়,—

"যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।। (ব্রঃ সং ৫।৪০)

"কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি ঐশ্বর্য্যদ্বারা পৃথক্‌কৃত, নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত উপনিষদুক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যাঁর প্রভা হতে উৎপন্ন হয়েছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" তাৎপর্য্য এই যে মায়াপ্রসূত ব্রহ্মাণ্ডসকল—গোবিন্দের একপাদ বিভূতি ; তদুত্তরতত্ত্বই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। উক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম গোবিন্দের ত্রিপাদ বিভূতি ; তদুত্তর তত্ত্বই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। উক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম গোবিন্দের ত্রিপাদ-বিভূতিরূপ চিজ্জগতের বহিঃপ্রাকারস্থিত তেজোবিশেষ।"

উপনিষদ্-কথিত ব্রহ্ম সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে,—

"তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ-মণ্ডল।
উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল।।" (চৈঃ চঃ আঃ ২।১২)

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদ ৪৭ শ্লোকের অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখেছেন,—" জড় ব্যতিরেক নির্ব্বিশেষ জ্ঞান জড়জ্ঞানের সম্বন্ধাশ্রিত হওয়ায় তাহা ক্ষুদ্র, তাহা কেবল জীবগত-সম্বিচ্ছক্তির কার্য্য, অতএব অসম্পূর্ণ। এই সকল জ্ঞানের নাম 'ব্রহ্মজ্ঞান', 'আত্মজ্ঞান', 'নির্ব্বিশেষজ্ঞান', 'অভেদজ্ঞান' ইত্যাদি। চিদ্‌গত-সম্বিচ্ছক্তি যখন হ্লাদিনীর সহিত যুক্ত হয়ে জীবে কৃপা করেন, তখন কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান জন্মে ; অতএব তাহাই সম্বিতের সার। ব্রহ্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান তার পরিবার অবস্থাভেদে আবরণ মাত্র।" 'ব্রহ্ম' সম্বন্ধে শ্রুতি আরও বলেন,—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। (কঠ ২।২।১৫)

অর্থাৎ—"সেই স্বপ্রকাশ-পরব্রহ্মকে সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্ররাজি বা এই বিদ্যুৎসকল প্রকাশ করতে পারে না, অগ্নির কথা আর কি বলব? কিন্তু সেই স্বপ্রকাশ-পরব্রহ্মকে অনুসরণ করে মরীচিমালী প্রভৃতি সকলেই দীপ্তি পেয়ে থাকে, সেই পরব্রহ্মের অঙ্গকান্তিতেই এই সকল অর্থাৎ জগৎ দীপ্তিপ্রাপ্ত হয়।"

পরমবস্তুর সর্ব্বাবস্থাতেই শক্তির পরিচয় বিদ্যমান্। উপনিষদে উক্ত হয়েছে,—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।।

(শ্বেঃ উঃ ৬।৮)

অর্থাৎ—"সেই ভগবানের কোন প্রাকৃত ক্রিয়া নাই যেহেতু তাঁর কোনও প্রাকৃত হস্ত-পদাদিরূপ করণ নাই অর্থাৎ করণ ব্যতীতই তাঁর অপ্রাকৃত লীলার কার্য্য হয়ে থাকে। তিনি অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ দেহে একই সময়ে সর্ব্বত্র থাকতে পারেন। তজ্জন্য তাঁর সমান ও অধিক কেহই নাই। সেই পরমেশ্বরের অলৌকিকী শক্তি তাঁর স্বাভাবিক। তাঁর এই স্বাভাবিক শক্তি বিবিধ, তন্মধ্যে জ্ঞান-শক্তি, বল-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি-স্বরূপ এই তিন শক্তি পরা অর্থাৎ প্রধানা। এই তিন শক্তির অপর নাম যথাক্রমে চিৎ-শক্তি বা সম্বিৎ-শক্তি, সৎ-শক্তি বা সন্ধিনী-শক্তি এবং আনন্দ-শক্তি বা হ্লাদিনী-শক্তি।"

উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণপূর্ব্বক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় তাঁর জৈবধর্ম্ম-গ্রন্থে লিখেছেন,—"পরাস্য শক্তিঃ"—এই বাক্য পরম-তত্ত্বের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ অবস্থাতেও একটী শ্রেষ্ঠ শক্তি স্বীকৃত হয়েছে। নিঃশক্তিক অবস্থা তাঁর কোথাও বর্ণিত হয় নাই। সবিশেষ-আবির্ভাবে তিনি ভগবান্ এবং নির্ব্বিশেষ আবির্ভাবে তিনি ব্রহ্ম। নির্ব্বিশেষ গুণটিও সেই পরাশক্তিই প্রকাশ করেন ; অতএব নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মেও শক্তির পরিচয় দেখা যায়। সেই শ্রেষ্ঠ শক্তিকে 'পরা-শক্তি', 'স্বরূপ-শক্তি', 'চিচ্ছক্তি' ইত্যাদি নামে স্থানে স্থানে বর্ণন করা হয়েছে। লুপ্তশক্তি ব্রহ্ম একটী ভাণমাত্র—মায়াবাদীর কল্পিত-তত্ত্ব! নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম বস্তুতঃ মায়াবাদের অতীত।"

ব্রহ্মসূত্রের ১।১।১ শ্লোকে উক্ত হয়েছে,—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ;—এস্থলে অথ অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসা-কথিত কর্ম্মকাণ্ড বিশ্লেষণের পর এবং অতঃ অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডের ফল অনিত্য, অস্থায়ী, অস্থির ইত্যাদি জ্ঞানহেতু—এইরূপ অর্থ উপলব্ধির পর 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' তথা বৃহত্তমের জিজ্ঞাসা নিরূপিত হয়। বস্তুতঃ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্ত্ব বা মহত্ত্ব একমাত্র পরতত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহারও নাই ; প্রমাণ-স্বরূপে শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় (৭।৭) শ্রীকৃষ্ণের উক্তি প্রণিধানযোগ্য, যথা,—

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।।

অর্থাৎ—"(ভগবান্ বলছেন)—হে ধনঞ্জয়! আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই ; সুতায় যেরূপ মণিগণ গ্রথিত থাকে, সেইরূপ আমাতেই এই সমগ্র বিশ্ব গ্রথিত আছে অর্থাৎ ওতঃপ্রোতভাবে সংলগ্ন রয়েছে।" শ্রীকৃষ্ণে বৃহত্ত্বগুণের তথা মহত্ত্ব বা শ্রেষ্ঠত্বগুণের সংযোগবশতঃই 'ব্রহ্ম'-শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে—ইহাই 'ব্রহ্ম'-শব্দের মুখ্যার্থ প্রতীয়মান হয়। অতএব কৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বর বা ব্রহ্ম। কৃষ্ণাপেক্ষা বৃহৎ বা শ্রেষ্ঠ বস্তু কেহ থাকলে "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ"—এই ভগবদ্বাক্য মিথ্যায় পর্য্যবসিত হয় ; কিন্তু তাহা অসম্ভব, অযৌক্তিক ও অবান্তর। শ্রীগীতায় ১১।৪৩ শ্লোকে অর্জ্জুনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়,—

"পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুগরীয়ান্।
ন ত্বৎ সমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্য লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিম প্রভাব।।"

হে অতুলনীয় প্রভাবশালিন! তুমি এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক চরাচর বিশ্বের পিতা, অতএব তুমি পূজ্য, গুরু এবং গুরু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তোমা ব্যতীত অন্য কাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকায় ত্রিলোকের মধ্যে তোমার সমান কেহ নাই, তোমা অপেক্ষা অধিক বা শ্রেষ্ঠ আর কোথায়?—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যপ্রভাব ও অচিন্ত্য গুণাতিশয্য ব্যক্ত হয়েছে।

ব্রহ্মসূত্রের ১।১।২ শ্লোকে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'-সূত্রের অর্থে যাঁহা হতে অস্য বা এই জগতের জন্মাদি তথা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধন হয়ে থাকে, তিনিই ব্রহ্ম—এবম্বিধ ব্যাখ্যা নির্ণিত হয়। অতএব ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্তৃত্বাদিদ্বারা তাঁর সবিশেষত্বই সিদ্ধ হয়।

শাস্ত্রে আরও বলেছেন,—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি,
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম।।" (তৈঃ ৩।১)

উক্ত শ্লোকের অর্থ নির্ণয় প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন,—" 'যাঁহা হতে এই সমস্ত ভূত জাত হয়েছে'—এতদ্বারা ঈশ্বরের অপাদান-কারকত্ব সিদ্ধ হয় ; 'যাঁহা-কর্ত্তৃক জাত হয়ে সমস্ত জীবিত আছে'—এই বাক্যদ্বারা করণ-কারকত্ব লক্ষিত হয়; 'যাঁহাতে গমন ও প্রবেশ করে'—এই বাক্যদ্বারা ঈশ্বরের অধিকরণ-কারকত্ব বিচারিত হয়ে থাকে ; এই তিন লক্ষণদ্বারা পরতত্ত্ব বিশিষ্ট হয়েছেন—ইহাই তাঁর বিশেষ ; অতএব ভগবান্ সর্ব্বদা সবিশেষ ;—(তাঁর বিষয় জিজ্ঞাসা কর,—তিনিই ব্রহ্ম।)" (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

বিফল-প্রয়াস

অমৃত রসেতে সিক্ত করিলে পাষাণ,
তাহাতে সম্ভবে কিগো অঙ্কুর উদ্গম?
সারমেয়-পুচ্ছ বলে হ'লে লম্বমান,
হয় কি সরল কভু ধনুঃশর সম?
ক্ষুদ্র বাহুদ্বয় নিজে ঊর্দ্ধেতে তুলিয়া,
চন্দ্রমা স্পর্শিতে কভু পারে কি বামন?
বিলাস-বসন রত্নে সজ্জিত হইয়া,
পঙ্গু কি করিতে পারে হিমাদ্রিলঙ্ঘন?
রৌপ্যমুদ্রা অর্দ্ধখণ্ড লভিয়া দর্দ্দুর,
নৃপতি মাতঙ্গ কিগো পারে বাঁধিবারে?

দীর্ঘ শ্মশ্রু লয়ে অজা ত্যজি' লোকপুর,
কেশরী-বিক্রমে বনে পারে ভ্রমিবারে?
সেইরূপ সর্ব্বগুণী হ'লেও মানব,
অনন্ত সাধনে দিতে নারে প্রেমধন।
বর্ষিত হইলে গৌরবাণী-কৃপা-লব,
প্রেমানন্দ লাভ সুলভ তখন।।
তাই বলি শুন মন, ত্যজি' অন্য ধ্যান,
গৌরবাণী-প্রীতিকণা কর অন্বেষণ।
সকল সাধন ত্যজ কর্ম্ম যোগ জ্ঞান,
গৌরবাণী কৃপা লভ হ'য়ে অকিঞ্চন।।

—শ্রীভবদেব চট্টোপাধ্যায়

পাশ্চাত্ত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম-প্রচার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৭৪ পৃষ্ঠার পর]

ব্রাজিলে প্রচার সমাপ্ত করিয়া শ্রীল মহারাজজী আমেরিকার চতুর্থ বৃহত্তম রাজ্য টেক্সাসের হুষ্টন্ মহানগরীতে পৌঁছান। এখানকার অধিকাংশই প্রবাসী ভারতীয় হওয়ায় শ্রীল মহারাজ এখানে হিন্দী ভাষাতে বক্তৃতা করেন। Hindu Worship Society Temple Hallএ সপ্তাহব্যপী শ্রীমদ্ভাগবত অনুষ্ঠান হইয়াছিল। প্রথমদিন পুরাণসম্রাট্ প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের বিধিবৎ পূজা করিয়া নগর-সঙ্কীর্ত্তন করা হয়। শ্রীল মহারাজ ত্রিদণ্ড লইয়া পুরোভাগে এবং মহিলাগণ ১০৮টী সুসজ্জিত মঙ্গল-কলস লইয়া নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার শোভাবর্দ্ধন করিতেছিলেন। অর্দ্ধপক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানে গোকর্ণ-ধুন্ধুকারী উপাখ্যানের মাধ্যমে শ্রীমদ্ভাগবতের অদ্ভুত শ্রবণ-মহিমা, নির্ধূত কষায় শ্রীশুকদেব গোস্বামীর পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত, ব্যাস-নারদ-সংবাদ, কলিভয়ভীত নৈমিষারণ্যে একত্রিত ৮৮,০০০ ঋষির উপস্থিতিতে সূত-শৌনক-সংবাদ, ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ মহারাজের জীবন-চরিত এবং শিক্ষা ও সনাতন ধর্ম্ম সম্পর্কে বিশেষ হৃদয়স্পর্শী ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

শ্রোতাগণের প্রশ্নোত্তরে মৌষললীলা-রহস্যের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা প্রদান করেন। জনৈক শ্রোতা শ্রীল মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন,—

জনৈক শ্রোতা—মহারাজজী! আপনি কেবল সনাতন ধর্ম্মকেই নিত্য বলিলেন, খ্রীষ্টান্ ধর্ম্ম বা মুসলিম্ ধর্ম্ম নিত্য নয় কেন?

শ্রীল মহারাজ—আমি পূর্ব্বেই ব্যাখ্যা করিয়াছি যে, সনাতন অর্থাৎ (সদা + তন) যাহা নিত্য বর্ত্তমান। যাহা অতীতে ছিল, বর্ত্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও অপরিবর্ত্তিত রূপেই থাকিবে। অনাদিকাল হইতে যেমন ভগবান্ ও জীব আছে, তেমনই সনাতন

ধর্ম্মও বিদ্যমান রহিয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মের সৃষ্টির ইতিহাস আছে। কোন ধর্ম্ম প্রায় দ্বি-সহস্র বর্ষ, কোন ধর্ম্ম ত্রিশতাধিক সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছে। এই ধর্ম্মগুলি পূর্ব্বে ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে না।

জনৈক শ্রোতা—সনাতন ধর্ম্মের অন্য কোন নাম আছে কি?

শ্রীল মহারাজ—হ্যা, সনাতন ধর্ম্মের অপর নাম জৈবধর্ম্ম, ভাগবত ধর্ম্ম, প্রেমধর্ম্ম ইত্যাদি।

জনৈক শ্রোতা—সনাতন ধর্ম্ম কি কেবলমাত্র ভারতীয়দিগের জন্য?

শ্রীল মহারাজ—না, সনাতন ধর্ম্ম কেবলমাত্র ভারতীয়দিগের জন্য নহে, বিশ্বের সমস্ত দেশের জন্য ত' বটেই। এই ধর্ম্ম সমস্ত জীবমাত্রেরই ধর্ম্ম।

জনৈক শ্রোতা—মহারাজজী! আমার কার্য্যালয়ের বন্ধুগণ আমাকে উপহাস করিয়া বলেন,—"আমাদের ধর্ম্মে এক God ও এক আল্লা, কিন্তু তোমাদের ধর্ম্মে এত দেবদেবী কেন?" ভারতবর্ষ হইতে আগত অনেক নামজাদা পাঠককে ইতিপূর্ব্বে এই প্রশ্ন করিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা সদুত্তর দিয়া আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই।

শ্রীল মহারাজ—সনাতন ধর্ম্মে ভগবান্ এক, বহু নন। দেবদেবীগণ কেহই স্বতন্ত্র ভগবান্ নহেন, ভগবানের বিভূতি মাত্র। আধিকারিক দেবতাগণ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের আজ্ঞাবাহী দাস জীব। মর্য্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রাদি বিষ্ণুতত্ত্বগণ ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের কলা মাত্র।

"রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

যেমন, স্নাতকোত্তর উপাধি আমাদের লক্ষ্য হইলে আমাদিগকে প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে ধীরে ধীরে লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইবে, যদি কেবলমাত্র একটী স্নাতকোত্তর শ্রেণী থাকে তাহলে কেহ কোনদিন উক্ত উপাধি লাভ করিতে পারিবে না, তেমন বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন অধিকার, রুচি ও সত্ত্ব, রজঃ, তম প্রবৃত্তির জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা। এইজন্যই স্বয়ং ভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন,—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।।"

জনৈক শ্রোতা—আমাদের ভাগবতে ব্যাস-নারদ-সংবাদ, শুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদ, সূত-শৌনক-সংবাদ কেন? বাইবেল বা কোরাণে ত' এরূপ দেখা যায় না।

শ্রীল মহারাজ—সনাতন ধর্ম্ম নিত্য এবং অত্যন্ত উদার হওয়ায় উহার তুলনা অনিত্য ধর্ম্মের সহিত করা সমীচীন নহে। সনাতন ধর্ম্মে সন্দেহ দূরীকরণের জন্য প্রশ্ন করিবার সুযোগ আছে, কিন্তু অন্যান্য অনিত্যধর্ম্মে স্বীকার কর ত' ভাল, নতুবা তলোয়ার বা গুলির দ্বারা বলপূর্ব্বক চাপাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

হুস্টনে স্থানীয় বিবেকানন্দ সোসাইটি হলে শ্রীল মহারাজের একদিনের ভাষণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। উক্ত হলে সংক্ষিপ্ত তত্ত্বপূর্ণ ভাষণে শ্রীল মহারাজ সুকৌশলে বিবেকানন্দের সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করিয়া বলেন,—বিবেকানন্দ শিকাগো সভাগৃহে বলিয়াছিলেন—শূন্য হইতে জগৎ সৃষ্টি এবং একদিন শূন্যতেই সকলে মিলিয়া যাইবে। তত্ত্ববোধরহিত উক্ত সভাতে বিবেকানন্দ খুব প্রশংসিত হইয়াছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে বিবেকানন্দ বৈদিক জ্ঞানকে স্পর্শ করিতে পারেন নাই। বেদে ভগবানকে "রসো বৈ সঃ", 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে। তিনি শূন্য নন। তিনি জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, রসস্বরূপ এবং রসিক।

এখানকার প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিয়া সপরিবার শ্রীবিষ্ণু দাসাধিকারী, শ্রীরামচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীসুশীল অগ্রবাল প্রভৃতি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রশংসার্হ হইয়াছেন।

হুস্টন প্রচারান্তে ১৮।৫।৯৯ হইতে ২৫।৫।৯৯ তারিখ পর্য্যন্ত Howaii র রাজধানী Honolulu এবং Mauiতে প্রচার করেন। এখানে শ্রীল মহারাজ শ্রীশিক্ষাষ্টক এবং শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা পাঠ করেন। শ্রীবৃন্দাবন দাসাধিকারী, শ্রীকেদারনাথ দাসাধিকারী, সস্ত্রীক শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিয়া শ্রীল মহারাজের কৃপাপাত্র হইয়াছেন।

২৬।৫।৯৯—৩০।৫।৯৯ পর্য্যন্ত ভক্তগণ আমেরিকাস্থ লস্ এঞ্জেলসে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। পঞ্চদিবসব্যাপী প্রচারে শ্রীল মহারাজ ভক্তির সংজ্ঞা, উদাহরণ, শ্রীরামলীলা এবং শ্রীকৃষ্ণলীলা হইতে উদ্ধৃত করিয়া 'আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্'-শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা এবং শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভরত মহারাজের চরিত্র ও শিক্ষা সবিস্তারে পাঠ করেন। এখানে প্রচারসেবায় সহায়তা করিয়া শ্রীঋষভদেব দাসাধিকারী, শ্রীউপানন্দ প্রভু, শ্রীমতী গৌরাঙ্গী দেবী ও শ্রীষড়্ভুজ দাসাধিকারী শ্রীসমিতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

লস্ এঞ্জেলসে প্রচার সমাপনান্তে শ্রীল মহারাজজী ক্যালিফোর্ণিয়ার বার্জার নামক গ্রামে পৌঁছান। ভক্তগণ ব্রজভাবানুকূল গ্রামটীর নাম রাখিয়াছেন 'New Vraja'। প্রতি বৎসর মহারাজ এখানে প্রচারে আসেন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্ত ব্যতীত অস্ট্রেলিয়া, ফিজি, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, ইটালি, জার্মানি, কোস্টারিকা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ হইতে প্রায় ষষ্ঠ শতাধিক ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। ৩১।৫।৯৯—৮।৬।৯৯ পর্য্যন্ত নয়দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে শ্রীল মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য, কৃত্য, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারের কারণ, দ্বাদশ রসের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের অবতারের কারণ, কপিল-দেবহূতি-সংবাদ, প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষা, ভরত মহারাজের চরিত্র, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় পূতনা-বধ রহস্য, দামবন্ধন-লীলা,

ফলবিক্রয়িণী, ধেনুকাসুর বধের তাৎপর্য্য, গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলা-রহস্য এবং ব্রহ্মমোহন-লীলার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। অন্নকূট মহোৎসবের দিন গোপূজা, গোবর্দ্ধন পূজা এবং গিরিরাজকে পঞ্চশতাধিক চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় ভোগ অর্পণ করা হয়। ভক্তগণ প্রায় প্রতিদিন ভাগবতীয় শিক্ষাপ্রদ নাটিকা অভিনয় করিতেন। এখানে প্রচারসেবায় সহায়তা করিয়া শ্রীনির্গুণ দাসাধিকারী ও শ্রীগোপবৃন্দপাল দাসাধিকারী শ্রীসমিতির স্নেহভাজন হইয়াছেন।

৯।৬।৯৯ হইতে ১৫।৬।৯৯ তারিখ পর্য্যন্ত শ্রীল মহারাজ সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে একদিন, আমেরিকার রাজধানী ওয়াসিং ডি. সি. তে পাঁচদিন এবং নরফ্লকে একদিন প্রচারকালে ভক্তগণের বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নের উত্তর, উদাহরণসহ জ্ঞানীভক্ত, শুদ্ধভক্ত, প্রেমিভক্ত, প্রেমপর ভক্ত ও প্রেমাতুর ভক্তের তুলনামূলক আলোচনা, প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র ও শিক্ষা আলোচনা, শ্রীরায় রামানন্দ-সংবাদের 'এহো হয়' পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করেন। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাসাধিকারী এখানে প্রচারে সাহায্য করিয়া শ্রীসমিতির প্রশংসার্হ হইয়াছেন।

১৬।৬।৯৯—২০।৬।৯৯ পর্য্যন্ত আমেরিকার ফ্লোরিডার আলাচুয়াতে প্রচারকালে পরম পূজ্যপাদ শ্রীল স্বামী মহারাজের চরিত্রের উপর বিশেষ আলোকপাত করিয়া তাঁহার সহিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সম্বন্ধ, তাঁহার নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ, অবশেষে শ্রীসমিতির সহ-সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদককে তাঁহার অপ্রকটের পর সমাধি দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশের কারণ, বিদেশে প্রচারকালে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাঠাইতে বলিবার কারণ এবং তাঁহার শিষ্যদিগকে সাহায্য করিবার অনুরোধের কারণ প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণন করিয়া শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক ও আচার্য্যের বিশেষ গুণাবলী বর্ণন করেন। শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামকের তত্ত্বসিদ্ধান্ত জ্ঞান, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, রসসিদ্ধান্তাদিতে অভিভূত হইয়া শ্রীবেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবসের দিন হইতেই পূজ্যপাদ শ্রীল স্বামী মহারাজ তাঁহার জীবনের অন্তিম লগ্ন পর্য্যন্ত শ্রীসমিতির সহিত প্রগাঢ় সম্বন্ধ বজায় রাখেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয় সমাজে ঋত্বিক-প্রথার খণ্ডন ও শ্রীউপদেশামৃতের কয়েকটী শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

অতঃপর শ্রীল মহারাজ মিয়ামি হইয়া জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে পৌঁছান। ফ্রাঙ্কফুর্ট হইতে শ্রীল মহারাজ হেইডেল্‌বার্গ এবং জার্মানির রাজধানী বার্লিনে প্রচার করেন। জার্মানিতে প্রচারের প্রধান বিষয় ছিল—দশমূল শিক্ষা, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড-মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীল দাস গোস্বামীর অপ্রাকৃত জীবন-চরিত এবং শিক্ষা ও শ্রীরূপ-শিক্ষা। জার্মানিতে প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিয়া শ্রীরামশুদ্ধা দাসাধিকারী ও শ্রীঅভিরাম সরকার শ্রীল মহারাজের বিশেষ কৃপাভাজন হইয়াছেন।

জার্মানির প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া শ্রীল মহারাজ ফ্রান্সের টলৌসে পৌঁছান। ৩০।৭।৯৯ পর্য্যন্ত ফ্রান্সে প্রচারকালে শ্রীল মহারাজ বৈষ্ণব-সদাচারের উপর বিশেষ

গুরুত্ব আরোপ করেন। এতদ্ব্যতীত সদ্‌গুরু এবং সৎশিষ্যের লক্ষণ, সূত-শৌনক-সংবাদ, অজামিল উপাখ্যানের দ্বারা শ্রীনাম-মহিমা, প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র ও শিক্ষা প্রভৃতি বিশেষভাবে আলোচনা করেন। শ্রীজয়ন্তকৃদ্ দাসাধিকারী ও সস্ত্রীক শ্রীজগদীশ দাসাধিকারী শ্রীল মহারাজের প্রচারে সহায়তা করিয়া শ্রীসমিতির প্রশংসার্হ হইয়াছেন।

অনন্তর শ্রীল মহারাজ ভক্তগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া ইংল্যাণ্ড অভিমুখে রওনা হন। ইংল্যাণ্ডের লণ্ডন, বাথ, ব্রিস্টল এবং বার্মিংহামে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শাখামঠ শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠে বিশেষ উৎসাহের সহিত প্রচার করেন। ৪।৭।৯৯—১৫।৭।৯৯ পর্য্যন্ত প্রচারকালে শ্রীল মহারাজ বিশ্ববিখ্যাত 'Real World'-নামক স্টুডিওতে 'ব্রজ ও বেণু' সম্বন্ধে বিশেষ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান জগতের সমস্যা ও তাহার সমাধান একমাত্র ভগবন্নামের দ্বারই সম্ভব—তাহা বিভিন্ন উদাহরণ ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দেন। ১।৭।৯৯ তারিখে লণ্ডনের রেডিওতে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রাকট্য ও রথযাত্রা সম্বন্ধে এবং ১২।৭।৯৯ তারিখে বার্মিংহামের স্থানীয় রেডিওতে উক্ত বিষয়েই বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-দিবসে গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জনের রহস্য ও সাধক- জীবনে ইহার প্রভাব ও রথাযাত্রা-তিথিতে অর্থাৎ ১৪।৭।৯৯ তারিখে স্থানীয় (বার্মিংহাম) ক্যানন হিল্ পার্কে রথযাত্রা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

ইংল্যাণ্ডের প্রচার সমাপ্ত করিয়া শ্রীল মহারাজ সদলবলে হল্যাণ্ডের রাজধানী আমস্টারডামে শুভবিজয় করেন। তথা হইতে ভক্তগণ শ্রীল মহারাজকে Maije-63, 2411 PK Bodegravenএ লইয়া আসেন। ১৬।৭।৯৯—২১।৭।৯৯ পর্য্যন্ত হল্যাণ্ডে অবস্থানকালে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া (ক) ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ ও নীলমাধব-প্রসঙ্গ, (খ) রোহিণী দেবীর দ্বারকার মহিষীগণের নিকট ব্রজলীলা বর্ণন ও (গ) সূর্য্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্র হইতে কৃষ্ণকে গোপীগণকর্ত্তৃক ব্রজে আনয়ন প্রসঙ্গে বিশেষ আলোচনা করেন।

এতদ্ব্যতীত হেরাপঞ্চমী ও ভক্তগণের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর প্রদানাদি বিষয়েও আলোচনা হইয়া থাকে। এখানকার প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিয়া শ্রীস্বরূপ দাসাধিকারী, শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী, সস্ত্রীক শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী, শ্রীদামোদর দাসাধিকারী, শ্রীমতী তুঙ্গবিদ্যা দেবী, শ্রীগোপীনাথ দাসাধিকারী, শ্রীমতী বৃন্দা দেবী ও শ্রীব্রজনাথ দাসাধিকারী শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। হল্যাণ্ড প্রচার সমাপ্ত করিয়া শ্রীল মহারাজ নির্ব্বিঘ্নে সাধনভূমি ভারতবর্ষে বিগত ২২।৭।৯৯ তারিখে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

—শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, বিদ্যালঙ্কার

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৭৮ পৃষ্ঠার পর]

দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম। সময় খুব কম আমাদের। সময় কই? সময় নেই। 'উঠ রে উঠ রে ভাই, আর ত' সময় নাই'—এই ত' কথা। বহু সময় আছে বলে আমরা সময় নষ্ট করছি কেন?

পুরুষলোক ধর্ম্মসভায়, ভাগবত-আলোচনা-সভায় কম কেন? তাদের কি সব হয়ে গেছে? সেজন্য তারা ধর্ম্মসভায় কম যোগদান করছেন। আর নারী বেশী আছে সমাজে, সেজন্য তারা বেশী এসেছেন ধর্ম্মসভায়। তা বলে কি তাদের সব হয়ে গেল? এ সব নিয়ে ত' আলোচনা করা দরকার। যারা মনে করছে আমাদের সব হয়ে গেছে, আমরা সব বুঝে গেছি, আমাদের দরকার নেই ওটা অপ্রয়োজনীয় বিষয়, তারা নিশ্চয়ই ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ করেন এবং তারা ওটাকে অপ্রয়োজনীয় বিষয় বলে মনে করছেন। যেটা বিশেষ প্রয়োজন সেটাকে বাদ দিয়ে বসছি আমরা আজ। অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়ছি, আর পরম প্রয়োজনীয় বিষয় যেটা সেটাকে অবহেলা, অবজ্ঞা করছি, উপেক্ষা করছি। এটা ত' ভাল কথা নয়। সব জিনিষটা আমাদের বিচার করতে হবে।

এ জগতে বাঁচতে হবে হরিভজনের জন্য, তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য। তত্ত্ববস্তুকে লাভের জন্য এ জগতে আমরা বাঁচব, খাব, পরব, থাকব। আর তা যদি না হয় তাহলে বৃথা সময় নষ্ট। এ জগতে যিনি যত বেশীদিন বাঁচেন তার বাহাদুরি নেই, কিন্তু যদি হরিভজন করেন, আত্মানুশীলন করেন, তাহলে তার মূল্যায়ন আছে।

জীবিতং বিষ্ণুভক্তঞ্চ বরং পঞ্চদিনানি চ।
ন তু কল্প সহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে।।

কেশবে ভক্তিহীন ব্যক্তির বেঁচে থাকা বৃথা। এ কেশব আশ্রয় কেশব, এ কেশব বিষয় কেশব। দুটোই ব্যাখ্যা করা চলবে। ভগবানে ভক্তি করতে হবে ঠিক, কিন্তু আশ্রয় কেশবের আনুগত্যে—এটাই হল বক্তব্য বিষয়। সদ্‌গুরু পদাশ্রয় করে, তাঁর উপদেশ-নির্দ্দেশ মেনে সাধন-ভজনপথে অগ্রসর হব, তবে সেটা কিছু ফলপ্রসূ হবে আমাদের। তা না হলে বৃথা সময় নষ্ট হয়ে যায়। গুরুতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য অসীম। ভগবানের যেমন বৈশিষ্ট্য অনন্ত ; গুরুতত্ত্বেরও বৈশিষ্ট্য তেমন অনন্ত।

এ জগৎটা নাস্তিক্যবাদে পরিপূর্ণ হয়েছে। গীতায় স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ তাঁর প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করে এই শ্লোকটা বললেন,—

দ্বৌ ভূতস্বর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু।।

আগে দৈবীসম্পদ্ ব্যাখ্যা করেছেন শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জ্জুনের কাছে। পরে বলছেন, এখন আসুরিক সম্পদ্‌টা শোন। এই জগতে দুরকমের লোক নিত্যকাল আছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা শুনতে পাই একটা কথা—শ্রেণীহীন সমাজ। শ্রেণীহীন সমাজ কথাটা

বললেও শ্রেণী কিন্তু থেকেই যায়। আবার শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যও সংরক্ষিত হচ্ছে সমাজে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা বলতে চায় দুটো শ্রেণী এ সমাজে বর্ত্তমান। এক ধনী, আর এক দরিদ্র। ভগবান্ কিন্তু এট ধনী-দরিদ্রের কথা আনেন নি। যিনি সর্ব্বোপরি মালিক—Supreme Authority, Supreme Guardian তিনি বলছেন, জগতে দুইরকমের লোক আছে। "বিষ্ণুভক্ত ভবেদ্দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ"। যাঁরা ভগবদ্ভক্ত তাঁরা হলেন দৈবীভাবাপন্ন আস্তিক, আর একটা দল হল দৈববিরোধী নাস্তিক। তারা ভগবান্-টগবান্ কিছু মানে না, কেউ কিছু নয়। তাহলে আছে কারা? তারাই আছে।

স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র খুব দুঃখ করে কথাটা বলছেন গীতায়। সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ তাঁরা বলছেন—জীবব্রহ্মৈকবাদী একটা দল। আবার চিজ্জড়সমন্বয়বাদী আর একটা দল। ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের যে বক্তব্য, উপদেশ তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে তিনি মায়াবাদ নিরাস করেছেন এবং একথাও তিনি ঘোষণা করেছেন যে,—যতদিন মায়াবাদ, নির্ব্বিশেষবাদ এ জগতে থাকবে, ততদিন শুদ্ধভক্তির কথা লোকে জানতে পারবে না, তারা কেউ শুনতে পারবে না। সে সুযোগ নেই তাদের। এই নাস্তিক্যবাদ বহুরকমের। জীবব্রহ্মৈকবাদ একটা দল। যারা বলছে—সমস্ত জীবই ভগবান্। আবার উল্টো করে কেউ বলছেন—ভগবানই জীব, ভগবানই মানুষ। এই দুটো তত্ত্বই ভুল তত্ত্ব। ভগবান্ চিরদিনই ভগবান্ আর জীব চিরদিনই জীব। দয়া করে তারা শুধু মানুষকে সম্মান দিয়েছেন—মানুষ ভগবান্। সেখানে যদি যুক্তির ক্ষেত্রে বলা যায়—শুধু মানুষই ভগবান্ হবে কেন? প্রত্যেক জীবই ভগবান্—এটা বলা হোক না। তা কিন্তু বলা হয় না। মানুষ ভগবান্, ভগবান্ মানুষ—এমন কথাগুলো বলা হচ্ছে। ভগবান্রূপী যে জীব তাদের যদি বধ করা যায়, তাদের যদি হিংসা করা যায়, তাহলে কি ভগবান্ খুশী হন। গীতা, ভাগবত আলোচনা করলে আমরা দেখছি ভগবান্ খুশী হন না। তিনি খুব দুঃখিত হন, খুব কষ্ট পান।

যে ত্বনেবং বিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্।।

ভাগবতে একথা বলছেন। সুতরাং আমরা কি শুধু মানুষের উপর দয়া করব? আর যে-সব জীবাত্মা রয়েছে পশু, পক্ষী ইত্যাদি হয়ে, তাদের প্রতি আমাদের দয়া-মায়া কোথায়? কেবলমাত্র ব্যাঘ্র-প্রকল্প, অজগর-প্রকল্প, কুমীর-প্রকল্প করলে কি তাদের উপর দয়া-দাক্ষিণ্য দেখানো হবে? শাস্ত্র বলছেন,—ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। ভগবান্ তিনি অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। তিনি বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, লতা সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। তিনি পশু-পক্ষী সৃষ্টি করেছেন। এ সব সৃষ্টি করেও ভগবান্ খুশী হতে পারেন নি—সেকথা ত' ভাগবতে বলছেন।

সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা
বৃক্ষান্ সরীসৃপ-পশূন্ খগ-দন্দশূকান্।
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ং পুরুষং বিধায়
ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ।।

সেই পরদেবতা ভগবান্ এদের সৃষ্টি করে শান্তি পান নি। শেষকালে নিজের আকারের মত একটা আকার দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করলেন। এতে কি ভগবানের দোষ হয়ে গেল? এর জন্যই কি ভগবানের পরে গালাগালি—ভগবানই মানুষ? আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয় তিনি বললেন,—কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতায় বলছেন, দেখ আমার জন্ম-কর্ম্ম অলৌকিক, দিব্য, অপ্রাকৃত। আবার তিনি সাবধানও করেছেন অর্জ্জুনকে দিয়ে জগৎকে। কি?

'অবজানন্তি মাং মূঢ়া'—মূঢ় যারা, অর্ব্বাচীন যারা তারা আমাকে ভুল বোঝে। খুব দুঃখের সঙ্গে কথাটা বলেছেন অর্জ্জুনকে। তারা আমার ভগবদ্ভাব জানে না। 'পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।' তারপরেই আবার বলছেন,—'জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ'—এটা তত্ত্বতঃ যারা জেনেছেন, বুঝেছেন তাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির আর কর্ম্ম-কর্ম্মফল ভোগ করতে হয় না। তাদের সদ্গতি হয়, তাদের আর পুনরাবর্ত্তন হয় না এই সংসারে।

আমরা ত' ভালটা নেব। খারাপটা নিয়ে চলা বোধ হয় কলিকালের ধর্ম্ম। এখন সবই উল্টো। কলিকালের হিসাবে বোধ হয় এটা ঠিক। আর এই কলির প্রভাব জানতে পেরে, বুঝতে পেরে দ্বাপর যুগের শেষে ঋষিগণ খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। শৌনকাদি ঋষিগণ ত' প্রশ্ন তুলেছিলেন সূত গোস্বামীর কাছে—দারুণ কলিকাল আসছে, আমরা আমাদের সাধন-ভজন কি করে রক্ষা করব? কলির বর্ণনা রয়েছে ভাগবতে ও বিভিন্ন শাস্ত্রে। তার জন্য ঋষিগণ পর্য্যন্ত চিন্তিত ভাবিত হচ্ছেন। সূত গোস্বামী বললেন,—হ্যা, আমার গুরুদেব শুকদেব গোস্বামীর কাছে এইরকম প্রশ্ন করেছিলেন পরীক্ষিৎ মহারাজ। পরীক্ষিৎ-সভায় যে উত্তর তিনি দিয়েছিলেন, সেই উত্তর আমি দিব এখানে। আমি কি জানি? আমি কিছু জানি না। আমার গুরুদেব সবই জানেন। তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে রেখেছেন, শুনুন। আমার নিজস্ব কোন বক্তব্য নেই। শাস্ত্রে সব জায়গায় এইরকমভাবে উত্তরটা দেওয়া আছে। আমি বলছি শুনুন, তা হবে না। ভগবান্ এই বলেছেন, শাস্ত্র এই বলেছেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুবর্গ এই বলছেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব গোস্বামিগণ এই বলছেন, শুনুন সেই কথা। সেখানে নিজস্ব কোন বক্তব্য কেউ বলেন নি। তত্ত্বদর্শনটা ত' আমাদের বুঝতে হবে।

"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ"—এই কলি সর্ব্বদোষাকর। অশেষ দোষের আকর এই কলিকাল। কলি মানে কি? বিবাস-বিসম্বাদ। কলিযুগ মানে কি? বিবদমান যুগ। যে যুগের লোক মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি করে মরবে, পরস্পরের প্রতি কোন বিশ্বাস, প্রত্যয় থাকবে না এদের, ভগবান্-টগবান্, কেষ্ট-বিষ্টুর নাম আর এদের শুনবার কোন সুযোগ নেই, সেই যুগকে কলিযুগ বলে জেনো। কলির বর্ণনা বিভিন্ন শাস্ত্রে, বিভিন্ন পুরাণে, শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে। তাহলে কি করব আমরা? যার জন্য ঋষিগণ পর্য্যন্ত চিন্তিত হচ্ছেন। সেখানে উত্তরটা এসেছে—সর্ব্বদোষাকর হলেও কলির একটা মহৎ গুণ আছে। কি? এই যুগটা হল কলিযুগ। যে দ্বাপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন, তার পরবর্ত্তী কলিকালটা একটা বিশেষ যুগ। এই কলিকালকে বলা হয়েছে ধন্য কলি। Speciality আছে এই কলিকালের। অন্যান্য কলিকালের মত নয়।

"কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ।" কলিজীব কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনের দ্বারা মুক্তিলাভ করবেন। তাতে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হবে। কৃষ্ণনাম, অন্য কোন নামের কথা বলেন নি।

"কৃষ্ণনাম, হরিনাম বড়ই মধুর।
যেই জন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর।।"

কৃষ্ণনামের কথা বলেছেন, অন্য কোন নামের কথা বলেন নি। এই যে বাজারে শুনছি সব কত নাম—'শিব কালী শিব কালী কালী কালী শিব শিব'। বাজারে সব ছেয়ে গেছে Hotchpotch—খিচুড়ি। সনাতন ধর্ম্ম—যে ধর্ম্ম আমরা পালন করি, সেই ধর্ম্মের নাম সনাতন ধর্ম্ম। এর নাম ভাগবত ধর্ম্ম, এর নাম আত্মধর্ম্ম, এর নাম বৈদিক ধর্ম্ম। এই ত' বিশেষণ। সেটা কি এই দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম পেয়ে শুধু খাওয়া, থাকা, পরাতেই শেষ?

ভাগবত বলছেন,—"লব্ধা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।" পরমার্থপ্রদ এই শরীর। নরতনু ভজনের মূল। কিন্তু সুবিধাবাদীরা বলছেন,—আরে বাবা, এখন ভোগসুখ কর, বুড়ো হলে তখন একবার কেষ্ট-বিষ্টুর নাম বলিস্। কিন্তু শেষে কেষ্ট-বিষ্টু তাও বলছে না, সবাই বলছে ওই 'শিব কালী শিব কালী' কর। ঘেঁটু-মাকাল ইত্যাদি কর। কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর—একথা কারও মুখে শুনা যাচ্ছে না। আসলে যেটা করলে আমাদের মঙ্গল হবে, আত্যন্তিক কল্যাণ হবে, সর্ব্বার্থসিদ্ধি হবে, সেটী আমরা করব না। 'ভবি ভুলবার নয়।' কিন্তু শাস্ত্র ত' বুঝাতে ছাড়েন নি। তাঁরা বলছেন এছাড়া কোন গতি নেই।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।"

হরিনাম, হরিনাম, হরিনাম—এছাড়া কোন গতি নেই। অন্য নাম ত' কিছু বলছেন না। হরিনাম, কৃষ্ণনাম। অন্য কোন দেবদেবীর নাম সেখানে বলেন নি। কোন দেবদেবীর নাম জপ করলে আমার মুক্তিলাভ হবে না, আমার ভক্তিলাভ হবে না। সুদূরপরাহত ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি। যদি আমাকে মুক্তি দাবী করতে হয়, তাহলে আমাকে কৃষ্ণভজন করতে হবে। কে দেবেন মুক্তি? "মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং কৃষ্ণ এব ন সংশয়ঃ।" ভক্তিলাভ করতে গেলে কৃষ্ণপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। এ সব কথাগুলো ত' শাস্ত্রে বুঝানো আছে।

মুচুকুন্দ রাজা ভগবানকে দর্শন পেলেন পাহাড়ের গুহার মধ্যে। ভগবান্ সবকিছু তাকে দিয়ে দিলেন। আশীর্ব্বাদ করে দিচ্ছেন—তুমি কি বর চাও? তুমি বর চাও, আমি বরদ ভগবান্। ভগবানকে দর্শন পেলেন ত' তিনি। কিন্তু তিনি এমন একটা ব্যবস্থা পেলেন যে, তুমি ক্ষত্রিয়জন্মে মৃগয়াদি করেছ, তোমার পাপ আছে। এটা আমাকে খণ্ডন করতে হবে। জন্মান্তরাপেক্ষা সেখানে বলছেন। তাকে কি অস্বীকার করা যাবে? বর্ত্তমান নাস্তিক দুনিয়া কর্ম্ম-কর্ম্মফল বলে কিছু মানতে চাচ্ছে না। ভাল কাজ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়, আর খারাপ কাজ করলে সাজা পাওয়া যায়—এটা মানতে চাচ্ছে না বর্ত্তমান দুনিয়া। তারা খারাপ কাজ করেও ভাল ফল পেতে চায়। কি করে হবে? ভাল-খারাপ সম্বন্ধে

যদি কোন বাস্তব ধারণা—Concrete idea আমাদের না থাকে, তাহলে আমরা কোন্‌টা ছাড়ব, আর কোন্‌টা গ্রহণ করব? খারাপটা—ভজন-বিরোধী Element গুলো ছেড়ে ভক্তিপথে অগ্রসর হও। সে সম্বন্ধে ত' সুষ্ঠু ধারণা, বাস্তব ধারণা চাই। শাস্ত্রে সেগুলো বলা আছে, বুঝানো আছে। কিন্তু আমরা সেটা বুঝি কই? সে সুযোগ কই? সুযোগ পেলেও তা নিতে চাচ্ছি না। শাস্ত্র সেখানে বলছেন, মনুষ্য জীবন পেয়ে সদ্ব্যবহার করতে হবে, ভক্তিময়ী জীবন যাপন করতে হবে। শুধু হেসে-খেলে, খেয়ে-দেয়ে এ সংসার থেকে চলে গেলে হবে না বাহাদুরি। তার ভিতরে কিছু নেই। সাধন-ভজন করতে হবে, আত্মানুশীলন করতে হবে। সেকথা উপনিষদে রয়েছে, গীতা-ভাগবতে সুন্দরভাবে বুঝানো আছে।

'ব্রাহ্মণ'—শুধু অহঙ্কার করলে হবে না। 'ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ'। কোন জায়গায় কেউ বলছেন,—'জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।' যদি জন্মের থেকে কেউ ব্রাহ্মণ হয়ে গেলেন, তাহলে 'ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ' এর অর্থ কি হবে? কে বুঝিয়ে দেবেন এর অর্থ আমাদের। শাস্ত্রে লেখা আছে, অত্রিসংহিতায় লেখা আছে—"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজোচ্যতে।" জন্মগ্রহণ করলে সবাই শূদ্র। যখন তার উপনয়ন সংস্কার হবে, তখন তাকে বলা হবে দ্বিজ। মাতৃকুক্ষি থেকে একটা জন্ম, আর সংস্কারদ্বারা দ্বিতীয় জন্ম। তারপরে বলছেন আর একটা সংস্কার আছে। "বেদপাঠাৎ ভবেদ্বিপ্রঃ"—যখন তিনি বেদপাঠী হবেন, তখন তাকে বলা হবে বিপ্র। 'ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ'—শাস্ত্রের কথা। 'জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজোচ্যতে'—শাস্ত্রের কথা। এগুলো মানছি না কেন আমরা? সদ্‌গুরুপাদপদ্ম এসব শিক্ষা জগৎকে দিয়ে থাকেন। শাস্ত্রের চরম যে-সব উপদেশ আছে সেগুলো আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে। শুধু কেবল খাওয়া, থাকা, পরার মধ্যে আমরা আবদ্ধ থাকব না। ভগবানকে ভালবাসতে হবে, তাঁর সাধন-ভজন করতে হবে—হাজারো জায়গায় লেখা আছে একথা। যত প্রচেষ্টা সব প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত হবে "যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।" যে কোন উপায়ে আমাদের মনটা, চিত্তটা স্থির করতে হবে সাধন-ভজন-বিষয়ে, আত্মকল্যাণচিন্তায়। সেই কথা ত' সব সদ্‌গুরুবর্গ জানিয়েছেন। জগতের জন্য তাঁরা কান্নাকটি করেন। অত্যন্ত পরদুঃখদুঃখী তাঁরা। একমুষ্টি খেতে দিলাম বা পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসা করালাম, এটাতে তাৎকালিক কিছু হয়, কিন্তু নিত্যকল্যাণের সম্ভাবনা নেই এ সব ব্যাপারে।

গুরুবর্গ এ সব চিন্তা-ভাবনা করতে শিখিয়েছেন। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অনুধাবন করতে হবে। জীবের যে চরম কল্যাণ তা লাভ করতে হবে। যতপ্রকার সাধন-ভজনের প্রক্রিয়া রয়েছে তার সব শেষে এসেছে নামকীর্ত্তন। শাস্ত্রে আমরা সব জায়গায় দেখতে পাচ্ছি সেটা।

সত্যযুগে লোক তপস্যা করতেন, তপস্যা করে তাদের কল্যাণচিন্তা করতেন। ত্রেতাযুগের লোক যাগযজ্ঞ করতেন, দ্বাপরযুগের লোক বিশেষভাবে পূজার্চ্চনা করতেন এবং "কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।" সুতরাং নামেতে এসে সব শেষ। বিশেষতঃ কলিযুগে। এ সময় অন্য কোন সাধন-ভজন চলবে না। নামকীর্ত্তন করতে হবে। নামাপরাধযুক্ত নাম

নয়, নামাপরাধশূন্য যে নাম, শুদ্ধনাম, সেই নামের দ্বারাই আমাদের কল্যাণ হবে। সে সম্বন্ধে ত' শাস্ত্রে বহু কথা বলা আছে।

"ঈষৎ বিকশি' পুনঃ, দেখায় নিজ রূপ-গুণ, চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণ-পাশ।।" ভগবৎকৃপা, নাম-নামী অভিন্ন। সেই নামের সাধনা করতে করতে নামী পরব্রহ্ম ভগবান্ আমায় কৃপা করবেন—এই আশা-ভরসা নিয়ে আমরা নাম-কীর্ত্তন করব।

গুরুবর্গের মহিমার শেষ নেই, অপার। তার আদি-অন্ত নেই। বহুমুখী আলোচনা আছে। তাঁর তত্ত্ব আলোচনা করতে গেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেগে যাবে। আমি সেদিকে না গিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে দুটো একটা কথা আপনাদের কাছে রাখলাম। আজ যে উপলক্ষে এখানে সমবেত হয়েছি, সেই গুরুবর্গের উপদেশ-নির্দ্দেশ পালন করে যেন আমরা জীবন সফল করতে পারি, ধন্য হতে পারি। আমার বিশেষ প্রার্থনা—সেই গুরুবর্গের যে-সব সেবকগণ আমার কাছাকাছি, পাশাপাশি আছেন, যাঁরা দূরে আছেন, আমি সকলের কাছে বলছি—"গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার"—শাস্ত্রের এই বিচার নিয়ে যেন আমি ভগবৎকথা যতদিন প্রাণ আছে ততদিন কীর্ত্তন করতে পারি। আমি আমার সতীর্থগণের নিকট, পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দের নিকট, আমার গুরুবর্গের নিকট—সকলের নিকট আমার এই প্রার্থনা জানিয়ে আমার আজকের বক্তব্য সমাপন করছি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও শ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।।"

কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত করিবার জন্য জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ দিকে দিকে শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীমঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। মেঘালয়ের গারো পাহাড়ে এরূপ একটী প্রচারকেন্দ্র বহুপূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত প্রচারকেন্দ্র—শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ, মেঘালয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম ব্যাপকভাবে প্রচার করিতেছেন। স্থানীয় ভক্তবৃন্দের বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহে বর্ত্তমান বর্ষে তথায় একটী বিশাল সুরম্য নাট্যমন্দিরসহ শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

গত ১৭ই ভাদ্র, ১৪০৬ (ইং ৩।৯।৯৯) শুক্রবার ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-তিথিতে শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের অধ্যক্ষতায় উক্ত শ্রীমন্দির ও শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

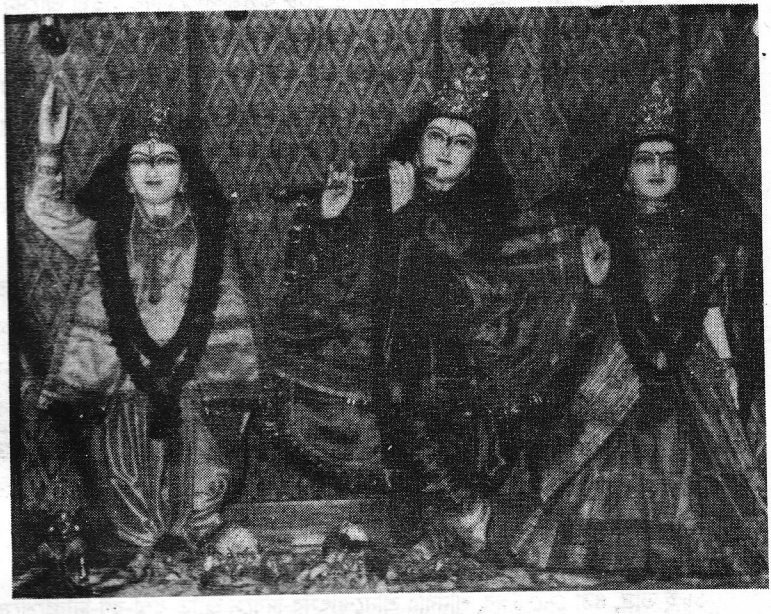

এতদুপলক্ষে ১৬ই ভাদ্র, ১৪০৬ (ইং ২।৯।৯৯), বৃহস্পতিবার শ্রীমন্দির-নাট্যমন্দিরসহ উৎসব-প্রাঙ্গন বিশেষভাবে পুষ্প, মাল্য, আম্রপল্লব ও পূর্ণকুম্ভসহ কদলীবৃক্ষ-দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা, রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন লীলাসমূহের মনোমুগ্ধকর প্রদর্শনী দর্শকবৃন্দের নিকট অত্যন্ত আকর্ষণীয় হইয়াছিল। বৈকাল ৩ ঘটিকায় শ্রীসমিতির মূলকেন্দ্র ও বিভিন্ন শাখামঠ এবং বিভিন্ন স্থান হইতে আগত সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের এক বিশাল বর্ণাঢ্য নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা তুরা শহরের প্রধান প্রধান রাজপথ পরিক্রমা করেন। ঝাঁঝর-কাঁসর, শঙ্খ-ঘণ্টা, খোল-করতাল ও ব্যাণ্ডসহযোগে মহামন্ত্রের উচ্চনিনাদে সমগ্র শহর ও শহরবাসিগণ উচ্ছ্বসিত হইতে থাকেন। শোভাযাত্রার শোভা ও জনসমুদ্র দর্শন করিয়া শহরবাসিগণ ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন।

পরিক্রমান্তে সন্ধ্যায় শ্রীমঠে আয়োজিত ধর্ম্মসভায় শ্রীল সভাপতি মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজের বক্তৃতার পর সভাপতির ভাষণে শ্রীল গুরু-মহারাজ

"মঠ-মন্দির স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে তাঁহার স্বভাব-সুলভ ভঙ্গিতে ওজস্বিনী ভাষায় দার্শনিক বক্তৃতা প্রদান করেন।

বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-দিবসে (জন্মাষ্টমী-তিথিতে) অর্থাৎ ১৭ই ভাদ্র, শুক্রবার প্রাতঃ ৬ ঘটিকায় নগর-সঙ্কীর্ত্তনযোগে শ্রীসমিতি-পরিচালিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বিদ্যাপীঠের ছাত্রীগণ ও স্থানীয় কুমারী কন্যাগণ পাহাড়ের ঝরণা হইতে ১০৮ কলস পবিত্রোদক লইয়া আসেন। তৎপরে শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা কার্য্য আরম্ভ হয়। পুরুষসূক্তাদি বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ ও নামাবতারের সঙ্কীর্ত্তনার্চ্চন-সহযোগে পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, গঙ্গা-যমুনার পবিত্র বারিদ্বারা শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তদনন্তর মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পন্ন হয়।

অদ্য শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী তিথির সম্মানার্থে ভক্তগণ সারাদিন নিরম্বু উপবাসী থাকায় মহাপ্রসাদাদি পরিবেশন করা হয় নাই।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে এক মহতী ধর্ম্মসভা আয়োজিত হয়। উক্ত সভায় শ্রীশ্রীল সভাপতি মহারাজ শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন সর্ব্বপ্রথমে "শ্রীভগবানের জন্ম ও আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য এবং সনাতন ধর্ম্মই যে বিশ্বশান্তি আনয়নে সমর্থ" তদ্বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজের সভাপতিত্বে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ প্রমুখ বক্তৃগণ "শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব ও ভাগবত-ধর্ম্ম" সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৮ই ভাদ্র, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, শনিবার শ্রীনন্দোৎসব-দিবসে জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে চতুঃসহস্রাধিক আহূত, অনাহূত, রবাহূত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। বৈকাল ৫ঘটিকায় মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও সন্ধ্যারাত্রিকান্তে পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ প্রমুখ বক্তৃগণ "সনাতন ধর্ম্ম" সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ দাসাধিকারী রামায়ণ গান পরিবেশন করেন।

পরিশেষে এই শ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীসমিতির তথা শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ, আনুকূল্যকারী সুধী-ভক্তবৃন্দ ও প্রশাসন-বিভাগের সহযোগিতা বিশেষ প্রশংসার্হ। তাঁহাদের এইরূপ সহযোগিতার জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

—নিজস্ব-সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে
শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

☎০১৩৩/৪২০৪৩৮

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
☎৪০০৬৮

শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ
সন্ন্যাস রোড, পোঃ—কঙ্খল
হরিদ্বার (উঃ প্রঃ)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শুভাশীর্ব্বাদে ও সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে আগামী ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৬ (ইং ২৫।১১।৯৯), বৃহস্পতিবার নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌর-রাধাবিনোদবিহারীজীউ-এর শ্রীবিগ্রহগণ-প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

এতদুপলক্ষে শ্রীসমিতির সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, অভিষেক, বৈষ্ণব-হোম, ধর্ম্মসভা ও নগর-সঙ্কীর্ত্তনাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠিত হইবে।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—

৩১শে আশ্বিন, ১৪০৬

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সেবকবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

অনুষ্ঠান-সূচী

৭ই অগ্রহায়ণ (ইং ২৪।১১।৯৯), বুধবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

পূর্ব্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন।

অপরাহ্ন—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত নগর-সঙ্কীর্ত্তন।

গোধূলিলগ্নে—সন্ধ্যারতি ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।

রাত্রে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও অধিবাস-কীর্ত্তন।

৮ই অগ্রহায়ণ (ইং ২৫।১১।৯৯), বৃহস্পতিবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

সকাল— ৭টা হইতে শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণব-হোমাদি।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিক ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।

রাত্রি—৭টা হইতে ধর্ম্মসভা—"মঠ-মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা" ও "শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব" সম্পর্কে বক্তৃতা।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে অনুষ্ঠান-সূচী পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য।

দ্রষ্টব্য ঃ কোন বিষয়ে জানিতে বা আনুকূল্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে শ্রীসজ্জনানন্দ দাস ব্রহ্মচারীর নিকট উপরিউক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫১শ বর্ষ | ২৪ দামোদর, অনিরুদ্ধ, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ
৩০ কার্ত্তিক, বুধবার, ১৪০৬, ইং ১৭/১১/৯৯ | ৯ ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্মা-কৃতং শ্রীশ্রীগর্ভোদশায়ি-স্তবঃ (৩)

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে নবমেঽধ্যায়ে—১৮-২৫)

যস্মাদ্বিভেম্যহমপি দ্বিপরার্দ্ধধিষ্ণ্য-
মধ্যাসিতঃ সকললোকনমস্কৃতং যৎ।
তেপে তপো বহুসবোঽবরুরুৎসমান-
স্তস্মৈ নমো ভগবতেঽধিমখায় তুভ্যম্‌।। ১।।

হে ভগবন্‌! সর্ব্বলোকমান্য দ্বিপরার্দ্ধ-কালস্থায়ী স্থানারূঢ় হইয়াও আমি কাল হইতে ভীত হই এবং আপনাকে পাইবার জন্য বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক তপস্যা করি ; সেই যজ্ঞাদি কর্ম্মের অধিষ্ঠাতৃস্বরূপ আপনাকে নমস্কার করি।। ১।।

তির্য্যঙ্মনুষ্য-বিবুধাদিষু জীবযোনি-
ষ্বাত্মেচ্ছয়াত্মকৃত-সেতুপরীপ্সয়া যঃ।

রেমে নিরস্তবিষয়োঽপ্যবরুদ্ধদেহ-
স্তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায়।। ২।।

হে ভগবন্! আপনি স্বেচ্ছাক্রমে তির্য্যক্, দেব, নরাদি জীবযোনিতে স্বীয় মূর্ত্তি প্রকট করিয়া এবং আত্মারামতাহেতু (জীবগোচর প্রাকৃত) বিষয়-সুখ হইতে নিরস্ত হইয়াও নিজকৃত ধর্ম্মমর্য্যাদা পালনের জন্য ক্রীড়া করিয়া থাকেন। অতএব (আপনাতে উপাধি ধর্ম্মের সংস্পর্শ না থাকাতে) আপনিই পুরুষোত্তম ; ষড়ৈশ্বর্য্যশালী আপনাকে নমস্কার।। ২।।

যোঽবিদ্যয়ানুপহতোঽপি দশার্দ্ধবৃত্ত্যা
নিদ্রামুবাহ জঠরীকৃত-লোকযাত্রঃ।
অন্তর্জ্জলেঽহিকশিপু-স্পর্শানুকূলাং
ভীমোর্ম্মিমালিনি জনস্য সুখং বিবৃণ্বন্।। ৩।।

হে প্রভো! আপনি পঞ্চপ্রকার বৃত্তিবিশিষ্ট নিদ্রাদির হেতুভূত অবিদ্যাকর্ত্তৃক অনভিভূত হইয়াও লোকত্রয়ের সংস্থানরূপ ভবদীয় উদরে অবস্থিত জনগণের সুখসমৃদ্ধির নিমিত্ত ভয়ানক তরঙ্গসঙ্কুল অন্তর্জ্জলে অনন্ত নাগশয্যায় শায়িত হইয়া তৎস্পর্শসুখে নিদ্রা স্বীকার করিয়াছিলেন।। ৩।।

যন্নাভি-পদ্ম-ভবনাদহমাসমীড্য
লোকত্রয়োপরকণো যদনুগ্রহেণ।
তস্মৈ নমস্তে উদরস্থভবায় যোগ-
নিদ্রাবসান-বিকসন্নলিনেক্ষণায়।। ৪।।

হে স্তবনীয় পুরুষ! আপনারই অনুগ্রহে আপনার নাভিকমল হইতে (সৃষ্টাদিদ্বারা) লোকত্রয়ের উপকার-বিধানকারী—আমি (ব্রহ্মা) উৎপন্ন হইয়াছি। (প্রলয়কালে) সংসার-প্রপন্ন যখন আপনার উদরস্থ থাকে, তখন আপনি নিদ্রিত থাকেন। যোগনিদ্রার অবসান হওয়াতে এখন আপনার নয়নকমল বিকসিত হইয়াছে ; আপনাকে নমস্কার।। ৪।।

সোঽয়ং সমস্তজগতাং সুহৃদেক আত্মা
সত্ত্বেন যন্মৃড়য়তে ভগবান্ ভগেন।
তেনৈব মে দৃশমনুস্পৃশতাদ্ যথাহং
স্রক্ষ্যামি পূর্ব্ববদিদং প্রণত-প্রিয়োঽসৌ।। ৫।।

সেই ভগবান্ আপনিই সমস্ত জগতের একমাত্র সুহৃৎ ও আত্মা। আপনি জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যদ্বারা বিশ্বের সুখ বিধান করেন। আপনি ভক্তবৎসল, (আমিও আপনার প্রণত ভক্ত) সেই প্রজ্ঞা আমাতে যোজনা করুন্ যেন আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় এই বিশ্ব সৃষ্টি করিতে সমর্থ হই ।। ৫।।

এষ প্রপন্ন-বরদো রময়াত্মশক্ত্যা
যদ্‌যৎ করিষ্যতি গৃহীত-গুণাবতারঃ।
তস্মিন্ স্ববিক্রমমিদং সৃজতোঽপি চেতো
যুঞ্জীত কর্ম্ম-শমলঞ্চ যথা বিজহ্যাম্।। ৬।।

(এইরূপে ব্রহ্মা স্তব সমাপন করিয়া চারিটী শ্লোকে নিজে নিজে প্রার্থনা করিতেছেন)—প্রণত জনগণের বরপ্রদ ভক্তবাৎসল্যাদি গুণের অবতার সেই ভগবান্ নিজ স্বরূপশক্তির সহিত যে যে লীলা সাধন করিবেন, আমি তাঁহারই অর্থাৎ সেই বিষ্ণুরই প্রভাবযুক্ত এই বিশ্বসৃষ্টি-কার্য্য করিলেও, আমার চিত্তকে সেইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করুন্ যেন আমি কর্ম্মাসক্তি ও তজ্জনিত বৈষম্যাদি পাপ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হই।। ৬।।

নাভি-হ্রদাদিহ সতোঽম্ভসি যস্য পুংসো
বিজ্ঞান-শক্তিরহমাসমনন্ত-শক্তেঃ।
রূপং বিচিত্রমদমস্য বিবৃংহতো মে
মা রীরিষীষ্ট নিগমস্য গিরাং বিসর্গঃ।। ৭।।

জলমধ্যে শায়িত অনন্ত শক্তিমান্ পুরুষের নাভিহ্রদ হইতে মহত্তত্ত্বাভিমানী আমি জাত হইয়াছি এবং তাঁহার বিচিত্ররূপ এই বিশ্ব বিস্তার করিতেছি, নিগমের অবয়বস্বরূপ আমার বাক্যোচ্চারণ যেন লুপ্ত না হয়।। ৭।।

সোঽসাবদভ্রকরুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধ-
প্রেম-স্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্।
উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং
মাধ্ব্যা গিরাপনয়তাৎ পুরুষ-পুরাণঃ।। ৮।।

সেই পুরাতন পুরুষ ভগবান্ সামান্য করুণাবিশিষ্ট নহেন। তিনি সাতিশয় প্রেমহাস্যে নয়নকমল বিকসিত করিয়া এই বিশ্বের উদ্ভব এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সুমধুর বাক্যে আমার বিষাদ অপনোদন করুন্।। ৮।।

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮৬ পৃষ্ঠার পর]

দৈন্য

১। ভজনকারিমাত্রের কোন্ ভাবটি অত্যাবশ্যক?

"সর্ব্বদা হৃদয়ে দৈন্য থাকা চাই।"

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ২৯।৮৯

২। কিরূপ ভক্তিকার্য্যকে দৈন্য বলে?

"আমি কৃষ্ণদাস, অকিঞ্চন—আমার কিছুই নাই, কৃষ্ণই আমার সর্ব্বস্ব—এস্থলে যাহা ভক্তি, তাহাই দৈন্য।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

৩। কিরূপ ভক্তি প্রবলা হইলে অন্বয়ানুশীলনে উন্নতি হয়?

"দৈন্য সবল হইলে অবশ্য কৃপা হয়। তাহা হইলে বলদেব-ভাবের আবির্ভাবে উহারা (ভারবাহিত্বরূপ 'ধেনুকাসুর' ও স্ত্রীলাম্পট্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা-রূপ 'প্রলম্বাসুর') ক্ষণেকেই (ক্ষণমধ্যেই) নষ্ট হয়। তাহা হইলেই ক্রমশঃ অন্বয়-অনুশীলনের বিশেষ উন্নতি হয়। এই প্রক্রিয়াটি স্বভাবতঃ গূঢ় এবং সদ্‌গুরুর নিকট শিক্ষা করা আবশ্যক।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

৪। কিরূপ বিচারে যথার্থ দৈন্য প্রকাশ পায়?

"আমি চিন্ময় জীব, নিজ কর্ম্মদোষে সংসারে নানা ক্লেশ ভোগ করিতেছি, আমি দণ্ডের (দণ্ড প্রাপ্তির) উপযুক্ত, পাত্র। কৃপাময় কৃষ্ণের নিত্যদাস হইয়া তাঁহার চরণাশ্রয়-বিস্মৃতিবশতঃই আমার কর্ম্মচক্রে প্রবেশ ও এত ক্লেশ! আমার ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে? আমি সকল অপেক্ষা হীন, দীন ও অকিঞ্চন।"

—'শ্রদ্ধাও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

৫। দৈন্যময় ভক্তজীবনে নিজ বলভরসার কোন দাম্ভিকতা থাকে কি?

"কর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই, কৃষ্ণভক্তি নাই।
তবে বল কিরূপে ও শ্রীচরণ পাই।।
ভরসা আমার মাত্র—করুণা তোমার।
অহৈতুকী সে করুণা—বেদের বিচার।।"

—'প্রার্থনা' (দৈন্যময়ী) ২, কঃ কঃ

৬। শুদ্ধভক্তের দৈন্যময়ী প্রার্থনা সহজ নহে কি?

"বিষয়-কুম্ভীর তাহে ভীষণ দর্শন।
কামের তরঙ্গ সদা করে উত্তেজন।।
প্রাক্তন বায়ুর বেগ সহিতে না পারি।
কাঁদিয়া অস্থির মন, না দেখি কাণ্ডারী।।"

—'প্রার্থনা (দৈন্যময়ী)—৩, কঃ কঃ

৭। শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবর্গের নিকট শুদ্ধভক্তের দৈন্যময়ী প্রার্থনা কিরূপ?

"শ্রীরূপগোস্বামী মোরে কৃপা বিতরিয়া।
উদ্ধারিবে কবে যুক্ত-বৈরাগ্য অর্পিয়া।।
কবে সনাতন মোরে ছাড়া'য়ে বিষয়।
নিত্যানন্দে সমর্পিবে হইয়া সদয়।।
শ্রীজীব গোস্বামী কবে সিদ্ধান্ত-সলিলে।
নিবাইবে তর্কানল চিত্ত যাহে জ্বলে।।"

—'প্রার্থনা (দৈন্যময়ী) ১০৪, কঃ কঃ

৮। আত্মমঙ্গলেচ্ছুর বৈষ্ণবঠাকুরের নিকট কিরূপ নিষ্কপটদৈন্য আবশ্যক?

"গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব-নিকটে।
দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে।।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার-অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম।।"

—'প্রার্থনা (দৈন্যময়ী) ১০১, কঃ কঃ

সহিষ্ণুতা

১। কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে সহিষ্ণু ব্যক্তির কর্ত্তব্য কি?

"কেহ যদি তোমাকে অতিবাদ করে, তবে তাহা সহ্য করিবে ; কাহাকেও অপমান করিবে না। এই দেহ আশ্রয় করিয়া কাহারও প্রতি বৈরসাধন করিবে না। কাম যে কলির স্থান, তাহাতে সন্দেহ নাই। *কৃষ্ণসেবার কাম—অপ্রাকৃত, তাহার নামই—'প্রেম'।* ইন্দ্রিয়সেবার কাম—প্রাকৃত, তাহাই কলির স্থান ; তাহা অবশ্যই ত্যাগ করিবে।"

—'কলি', সসঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) সঃ তোঃ ১৫।২

২। ভিন্ন প্রণালীতে অসহিষ্ণুতা-প্রদর্শন কি স্বধর্ম্মানুরাগের লক্ষণ?

"যাঁহারা ভিন্ন প্রণালীর প্রতি দ্বেষ, হিংসা, অসূয়া বা নিন্দা করেন, তাঁহারা নিতান্ত অসার ও হতবুদ্ধি। নিজের চরম প্রয়োজনকে তত ভালবাসেন না, যথ বৃথা বিবাদকে আদর করেন।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

৩। কাম্যভক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি কি সহিষ্ণু হইতে পারে?

"যাঁহাদের কাম্যভক্তি আছে, তাঁহারা ক্রোধকে জয় করিতে পারেন না ; কেবল বিবেকের দ্বারা ক্রোধকে জয় করা যায় না। বিষয়রাগ অতি অল্পকালেই বিবেককে নিস্তব্ধ করিয়া স্বীয় রাজ্যে ক্রোধকে স্থান দিয়া থাকে।"

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

৪। নামকীর্ত্তনকারীর সহিষ্ণুতা কিরূপ হইবে?

"বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন।
প্রতিহিংসা ত্যজি' অন্যে করবি পালন।।"

—'শিক্ষাষ্টক', ৩, গীঃ

৫। 'তরু হইতেও সহিষ্ণু' কথাদ্বারা কিরূপ দয়া সূচিত হয়?

" 'তরোরপি সহিষ্ণুনা ইতিবাক্যেন তরুঃ সংছেদকস্যাপি ছায়াফলদানেনোপকরোতি, কৃষ্ণভক্তস্তু তদপেক্ষোচ্চপ্রবৃত্ত্যা দয়য়া সর্ব্বান্ শত্রুমিত্রানুপকরোতীতি সূচিতম্। অনেন হরিনামকৃতাৎ নির্ম্মৎসরতালক্ষ্কৃতং দয়ারূপং দ্বিতীয়লক্ষণং ভবতি।"

—'শ্রীশিঃ, সঃ ভাঃ ৩

৬। ধৈর্য্যহীনের হরিভজন হয় কি?

"ভজনশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে ধৈর্য্যের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা। ধৈর্য্যগুণ যাঁহাদের আছে, তাঁহারাই ধীর। ধৈর্য্যগুণের অভাবে মানব চঞ্চল হইয়া উঠে। যাঁহারা অধীর, তাঁহারা কোনপ্রকার কার্য্যই করিতে পারেন না। ধৈর্য্যগুণের দ্বারা সাধক আপনাকে আপনি বশ করিয়া অবশেষে জগৎকে বশ করেন।"

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

অমানিত্ব

১। অমানী কিরূপে হওয়া যায়?

" 'আমি ব্রাহ্মণ, আমি সম্পন্ন, আমি শাস্ত্রজ্ঞ, আমি বৈষ্ণব, আমি গৃহত্যাগী'—এইরূপ অভিমান করিবে না। সেই সেই অবস্থায় যে সম্মান আছে, তাহা অপরে করুন, আমি সেই অভিমানে অপরের পূজা আশা করিব না—আমি আপনাকে দীন, হীন, অকিঞ্চন ও তৃণাধিক সুনীচ বলিয়া জানিব।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

২। কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী কিরূপে দীন হইবেন?

"তৃণাধিক হীন, দীন, অকিঞ্চন ছার।
আপনে মানবি সদা ছাড়ি' অহঙ্কার।।"

—'শিক্ষাষ্টক', ৩ গীঃ

৩। নিজকে কিরূপে অমানী করা যায়?

"আপনাকে দীনজ্ঞানে সকলের যথাযোগ্য সম্মান করিয়া আপনাকে অমানী করিবে।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১০ম পঃ

৪। দেহধারী মানব নিজকে কিরূপ জ্ঞান করিবে?

"মানবদেহ—কেবল কারাগার মাত্র। ইহার সহিত আত্মার অনিত্য সম্বন্ধ, অতএব ইহাতে যে-কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করা যায়, ততদিনই মানব তৃণ অপেক্ষাও আপনাকে নীচ জ্ঞান করিবেন।"

—তঃ সূঃ ২৩ সূঃ

৫। বিরূপগ্রস্তের পক্ষে তৃণাধিক সুনীচ হওয়া কি সঙ্গত নহে?

"তৃণস্য বস্তুত্বাভিমানো ন ন্যায়বিরুদ্ধঃ কিন্তু বিকৃতস্বরূপস্য মমাত্র বস্তুত্বাভিমানো ন সুন্দর ইতি তৃণাদপি মম সুনীচত্বং বাস্তবম্।"

—শ্রীশিঃ, সঃ ভাঃ ৩

৬। 'অমানী'-শব্দের তাৎপর্য্য কি?

" 'অমানিনা' শব্দেনাস্য মিথ্যাভিমানশূন্যতারূপং তৃতীয়লক্ষণং নির্দ্দিষ্টম্। বদ্ধজীবানাং স্থূললিঙ্গদেহদ্বয়সম্বন্ধযোগৈশ্বর্য্য-ভোগৈশ্বর্য্য-ধনরূপ-জাতিবর্ণ-বল-প্রতিষ্ঠাধিকাত্যোদি-জনিতো যদভিমানো তন্মিথ্যা—জীবস্বরূপবিরোধধর্ম্মত্বাৎ। তত্তদভিমানশূন্যতা হি মিথ্যাভিমানশূন্যতা। এবম্ভূতমিথ্যাভিমানশূন্যেন সর্ব্বদা সত্যপি তত্তদভিমানহেতৌ ক্ষান্তিগুণভূষিতেন হরিনাম কীর্ত্তনীয়ম্। গৃহে তিষ্ঠন্ ব্রাহ্মণত্বাদ্যহঙ্কারশূন্যঃ, বনে তিষ্ঠন্ বৈরাগ্যলিঙ্গাহঙ্কারশূন্যশ্চ কৃষ্ণৈকচিত্তো ভক্তঃ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তয়তি।"

—শ্রীশিঃ, সঃ ভাঃ ৩

মানদত্ব

১। 'মানব'-শব্দের অর্থ কি?

" 'মানদ'-শব্দেন যথাযোগ্যং সর্ব্বেষাং মানদত্বং তস্য চতুর্থ-লক্ষণম্। সর্ব্বান্ জীবান্ কৃষ্ণদাসান্ জ্ঞাত্বা কমপি ন দ্বিষতি প্রতিদ্বিষতি বা ; মধুরবাক্যেন জগন্মঙ্গলকার্য্যেণ চ তান্ সর্ব্বান্ তোষয়তি।"

—শ্রীশিঃ, সঃ ভাঃ ৩

২। যথাযোগ্য সম্মানদান বলিতে কি বুঝায়?

"বৈষ্ণবেরই সম্মান ; বৈষ্ণবসন্তান যদি শুদ্ধবৈষ্ণব হন, তবে তাঁহার ভক্তিতারতম্য-ক্রমেই সম্মানের তারতম্য ; আর বৈষ্ণবসন্তান যদি কেবল ব্যবহারিক মনুষ্য হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্যবহারিক মনুষ্যমধ্যেই গণনা করিবে, বৈষ্ণব বলিয়া গণনা বা সম্মান করিবে না। যিনি বৈষ্ণব, তাঁহাকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান করিবে ; যিনি বৈষ্ণব নহেন, তাঁহাকে মানবোচিত সম্মান করিবে। অন্যের প্রতি মানদ না হইলে হরিনামে অধিকার জন্মে না।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

৩। নিজকে গুরুবুদ্ধি করা কি মানদ-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ নহে?

"নিজে শ্রেষ্ঠ জানি', উচ্ছিষ্টাদি দানে,
হ'বে অভিমান-ভার।
তাই শিষ্য তব, থাকিয়া সর্ব্বদা,
না লইব পূজা কা'র।।"

—'প্রার্থনা লালসাময়ী' ৮, কঃ কঃ

(ক্রমশঃ)

—শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয় জনরঞ্জনায় পরমাক্ষরাকৃতে।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদিরীতং নিখিলোগ্রতাপপটলীং বিলুম্পসি।।

মুনিসকল সর্ব্বদা তোমাকে গান ক'রে থাকেন, জীবের রতি উৎপাদন কর্‌তে। সমস্ত লোকের মন আকর্ষণ কর্‌তে তুমি পরম অক্ষরাকার অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মরূপ ধারণ ক'রেছ। নাম উচ্চারিত হ'তে হ'তে ক্রমশঃ ভাবভক্তিতে প্রবেশ লাভ হ'বে। পরমাক্ষরের আকৃতি তোমার এইরূপ নাম। জড়জগতে ক্ষরের অস্তিত্ব। সঙ্কেতে, পরিহাস-কামনায়, স্তোভে বা হেলায় যদি সেই নাম উচ্চারণ করা যায় তা'হলেও সমগ্র উৎকট তাপ বিদূরিত কর। এমন কি ত্রিতাপের আধারস্বরূপ লিঙ্গদেহ পর্য্যন্ত বিনষ্ট কর্‌তে পার। অতএব তোমার জয় হোক।

"কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।।
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম—এই শাস্ত্রমর্ম্ম।।
এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি' এই শ্লোক করহ বিচারে।।
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বয়ং সন্ন্যাসীদের সমাজে নিজনামের বৈভব প্রকাশ কর্‌লেন। "ত্রয়ো বেদাঃ ষড়ঙ্গানি ছন্দাংসি বিবিধাঃ সুরাঃ। সর্ব্বমষ্টাক্ষরাণ্তস্থং যচ্চান্যদপি বাঙ্ময়ম্। সর্ব্ববেদান্তসারার্থঃ সংসারার্ণবতারণঃ।।" শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রের এই মন্ত্র-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কর্‌লেন। আবার কলিসন্তরণোপনিষদের কথিত,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"
"ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম।
নাতঃ পরতয়োপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে।।"

—বাক্যের প্রতিপাদন কর্‌লেন। 'নাস্তি এব'-শব্দটী তিনবার উচ্চারণ করায় নাম-ভজন ব্যতীত অন্য কোন পথে সুবিধা হ'বে না, তা বিশেষভাবে জানিয়ে দিলেন। শাস্ত্রে ভক্তির অঙ্গ ৬৪ প্রকার ব'লেছেন। প্রত্যেক অঙ্গের দ্বারা সুবিধা হ'বে যদি কেবল নামকীর্ত্তনের সংযোগ থাকে। "যদ্যপি অন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা নামসংযোগেনৈব বিধেয়া।" শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজ ব'লেছেন,—

"শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি।।"

নিত্য নাম শ্রবণ-কীর্ত্তনে এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তদ্‌গ্রহণে শীঘ্রই ভগবানের সান্নিধ্যলাভ হবে। কোন ফলকামনা না ক'রে যদি নামগ্রহণ হয় তবেই সুবিধা। কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে অল্পকালের মধ্যে স্মরণের যোগ্যতা হ'বে। নামভজনকারীর বিচারপ্রণালী হ'বে,—

"জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন।"

অরুচির সহিত সেবা বৈধপথের সেবা। রুচির সহিত সেবা অনুরাগের পথ। জীবে দয়া—জীবন যা'র আছে তার প্রতি দয়া, জীবনকে উদ্বুদ্ধ করা। চৈতন্যধর্ম্ম বদ্ধজীবের লুপ্ত থাকে, তাহাতে জাগানই জীবে দয়া। "জীব জাগ জীব জাগ" ব'লে উচ্চৈঃস্বরে প্রচারের বিচার।

"নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।"

কর্ম্ম, ধর্ম্ম, বৈরাগ্য সবগুলি হরিসেবার উদ্দেশ্যেই কর্‌তে হ'বে, নতুবা জীবন্মৃত অবস্থা লাভ হ'বে। এরূপ কাঠ-পাথরের মত বৃথা শরীর বহন ক'রে লাভ কি হ'বে? মনুষ্যজন্মের সার্থকতা কি থাক্‌বে? নামে আসক্তি ছেড়ে দিয়ে ও চুপ ক'রে বসে থাক্‌লেও জীবন্মৃত। বৈষ্ণবসেবা জীবে দয়া। জীবের কাছ থেকে সেবা আদায় কর্‌বার জন্য তাকে দয়া করাটা বণিগ্‌বৃত্তি। উহা দয়া নহে। নামে রুচি হ'লে বাকী দুটী স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে। ***অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব করানই জীবে দয়া।*** ইহার অপেক্ষা আর বড় দয়া নাই। অন্য প্রকার দয়া ক্ষণিক। কৃষ্ণপদে ভক্তিলাভের সাহায্য করাই শ্রেষ্ঠ দয়া।

বৈষ্ণবসেবা—শুশ্রূষা, প্রণতি ও আদর। মহাভাগবতের ভক্তির আনুকূল্য করা, মধ্যম ভাগবতের প্রতি প্রণতি ও কনিষ্ঠে আদর। আদর—শুভেচ্ছাপোষণ আদর করা ও কৃপাতে তারতম্য আছে। বৈষ্ণবকে মাতা-পিতা হ'তে জাত পুরুষ, স্ত্রী বা জাতি-বিশেষ বিবেচনায় সেবার বদলে দয়া কর্‌তে গেলে অসুবিধা হ'বে। বৈষ্ণব আমার গুরু, তাঁরই প্রীতি সম্পাদন কর্‌ব।

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ।।"

নামাপরাধ-বিচারে সর্ব্বাগ্রে বৈষ্ণবের সম্মান করা প্রয়োজন। বৈষ্ণবের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি ভগবানের প্রিয়তম। তাঁর অনুগত যাঁরা, তাঁরও বৈষ্ণব। "সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে, যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্।" বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত নাম হয় না। "ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা।" জীবে দয়া ব্যতীত নাম করা অরুচির সহিত হ'বে। ভগবান্ বিষ্ণু সহিত প্রতিযোগিবিচারে শিবকে স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞান—আর একটী নামাপরাধ। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ"—এই বিচার ধর্‌তে হ'বে। শ্রীগুরুদেব দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা। যিনি মহান্ত গুরুদেবের নির্দ্দেশ ক'রে দেন, তিনি বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুদেব। তিনি যাবতীয় কুচিন্তা ছাড়িয়ে আমার গুরুপাদপদ্মে পৌঁছিয়ে দেন। 'আমায়

গুরুদেব পরমমঙ্গলদাতা। একমাত্র তাঁর পদাশ্রয়েই নিত্যমঙ্গল হয়—ইহাই বর্ত্মপ্রদর্শন। অবশ্য শুদ্ধভক্তমাত্রই শিক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরু বা বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুর সহিত দীক্ষাগুরুর ভেদজ্ঞান কর্‌লে অমঙ্গল হ'বে, নরকে যেতে হ'বে। আমি লঘু। তাঁরা গুরুর বিভিন্ন প্রকাশমূর্ত্তি—এই বিচার চাই। দিব্যজ্ঞান গ্রহণের পরবর্ত্তী সময়ে শিক্ষাগুরু অনেক সম্বন্ধজ্ঞানাদির আনুকূল্য ক'রে থাকেন। গুরুপাদপদ্ম বাদ দিয়া কখনও কাহারও আত্মজ্ঞান হয় না। কেউ এমন বল্‌তে পারেন না যে, আমি গুরু বাদ দিয়ে, গুরু আশ্রয় না ক'রে হরিনাম করি।

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ।।"
"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।"
"প্রাতঃ শ্রীমন্নবদ্বীপে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
বরাভয়প্রদং শান্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকম্।।"

কৌলিকগুরুর বিচার মনে হ'লে হরিনাম হ'বে না। হরির নাম কর্‌তে হবে। হরিমায়ার নাম কর্‌তে হবে না। নাই, নাই, নাই—তিনবার বল্‌লেন। অপরাধ হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে হরিনাম কর্‌বার কথা বল্‌বার জন্য তিনবার ক'রে ব'লেছেন। "অনাবৃত্তি শব্দাৎ" বেদান্তের এই চরমসূত্রের কথা মহাপ্রভু ব'লেছেন। হরিনাম কর্ণে প্রবিষ্ট হ'লে আর পুনর্জ্জন্ম হ'বে না। পুরাণগুলি উহার ব্যাখ্যা কর্‌লেন,—

"হরের্নাম হরের্নাম হরেনামৈব কেবলম্।।"

বেদান্তসূত্র চতুরধ্যায়ী, পরস্পর বিবদমান বাক্যগুলির মীমাংসা ক'রেছেন। তার শেষকথা—"অনাবৃত্তি শব্দাৎ"। গোপী-গর্ভে জন্ম না হ'লে মধুররতিতে কৃষ্ণসেবা হয় না। গুরুর অবজ্ঞায় লোকে মনগড়া মত সৃষ্টি কর্‌ছে। যা'রা মহাপ্রভুর কথা মানে না, তা'রা স্মার্ত্ত। পুণ্যকর্ম্মীরা অসুর। রাক্ষস-পর্য্যায়ে অমরকোষ পুণ্যজন শব্দ দিয়েছেন। সদভিমানীরা পুণ্যজন রাক্ষস।

নিজে মন্ত্র না পেয়ে পূজা কর্‌তে যাওয়া শ্রুতিশাস্ত্রের নিন্দন। শোনার বিষয় না জেনে প্রবৃত্ত হওয়া। কে ঠাকুর, কি গুণ, কি ক্রিয়া, না শুনেও ঠাকুর দেখা হয় না। শ্রবণ না করে যদি দর্শন কর্‌তে যাই তা'হলেও শ্রুতিকে লঙ্ঘন করা হয়। জ্ঞানলাভের পর ঠাকুর দেখা কর্ত্তব্য। নতুবা শ্রবণ লঙ্ঘন করলে obscured absolute দেখা হ'বে। ঐ প্রকারে ঠাকুর দেখে কিছু সুবিধা হ'বে না।

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধী কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।।"

মাটির ঠাকুর দেখা মেটে দর্শন। "এস আমার হৃৎকমলে দাঁড়াও একবার শ্রীহরি।" এইরূপ তত্ত্বসিদ্ধান্ত গানে ও দেখার চেষ্টায় নরকপ্রাপ্তি। অনাত্মপ্রতীতিতে ভজনের অভিনয় অতি অসঙ্গত ব্যাপার। একজন 'ভুবনমোহিনী রাধিকে' ব'লে গান কর্‌ছিলেন। ইহাও তত্ত্ববিরোধ। ইহা তারার গান হ'য়ে যায়। 'ভুবনমোহনমোহিনী' বল্‌লে সুসিদ্ধান্ত হয়। শ্রুতিশাস্ত্র যাঁরা নিন্দা করেন, তাঁদের ভজনের অভিনয়টা কখনও ভজন নহে।

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।।"

যাঁরা জ্ঞানের প্রয়াস ছেড়ে দিয়ে ভক্তিপথ অবলম্বন করেন, তাঁদেরই মঙ্গল। শুদ্ধজ্ঞানের চেষ্টা একেবারে ত্যাগ কর্‌তে হ'বে—সাধুর মুখে ভগবৎকথা শুন্‌তে শুন্‌তে ভজনকার্য্য আরম্ভ কর্‌লে ভগবানকে সহজে বশীভূত কর্‌তে পারা যাবে। কিন্তু কায়বাক্যমনদ্বারা সর্ব্বতোভাবে শরণাগত না হ'তে পার্‌লে সুবিধা হ'বে না। আম্নায়-পারম্পর্য্যে আগত কথা কর্ণে প্রবেশ না কর্‌লে কখনও নাম হ'বে না। ব্যবধান-রহিত করিয়া নাম উচ্চারণ করা আবশ্যক।

"অসাধু-সঙ্গে ভাই নাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে নাম কভু নয়।।
যদি কর্‌বে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।"

দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ, পাষণ্ড প্রভৃতি ব্যবধান দূর না কর্‌লে শুদ্ধনাম হ'বে না—নামের ফল পাওয়া যাবে না। শুদ্ধনাম হ'লে নামে আনন্দ আস্‌বে।

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে,
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ-প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী।।"

এই বিচার উপস্থিত হ'লে নাম হ'বে। নামের ফলে অর্থবাদ-কল্পনা কর্‌লে নামাপরাধ হ'বে।

"এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব্বপাপ-নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ।।"

সন্দর্ভ-সার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৯১ পৃষ্ঠার পর]

চতুর্থাবতারে নরনারায়ণ ঋষিরূপে আবির্ভূত হইয়া আত্মসংযম-সমন্বিত তপস্যার অনুষ্ঠান করেন। পঞ্চমাবতারে সিদ্ধগণের অধিপতি কপিল-নামে আবির্ভূত হইয়া আসুরি-ব্রাহ্মণকে তত্ত্বসমূহের নির্ণায়ক, কালক্রমে বিলুপ্ত সাংখ্য-শাস্ত্রের উপদেশ করেন। ষষ্ঠে দত্তাত্রেয় অলর্কাদির নিকট আত্মবিদ্যা উপদেশ করেন। সপ্তমাবতারে যজ্ঞ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর পালন করেন। অষ্টমাবতার ঋষভদেব সর্ব্ববর্ণাশ্রম-নমস্কৃত পারমহংস্য-ধর্ম্মের রীতি-নীতি প্রদর্শন করেন। নবমাবতার পৃথুরাজদেহ ধারণ করিয়া পৃথিবী হইতে ওষধি প্রভৃতি দোহন করেন। দশমে মৎস্যাবতার তরণীরূপে কল্পিতা পৃথিবীতে বৈবস্বত মনুকে স্থাপনপূর্ব্বক রক্ষা করেন। একাদশে কূর্ম্ম দেবাসুরগণ ক্ষীরসাগর-মন্থনে প্রবৃত্ত হইলে মন্দরকে পৃষ্ঠদেশে ধারণ করেন। দ্বাদশে ধন্বন্তরি সুধা লইয়া উত্থিত হন, ও ত্রয়োদশে মোহিনী সমুদ্র হইতে উত্থিত অমৃত অসুরগণকে বঞ্চনা করিয়া দেবতাগণকে প্রদান করেন। চতুর্দ্দশে নরসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুর বিনাশ করেন। পঞ্চদশাবতারে বামন বলিরাজার নিকট হইতে স্বর্গ ফিরাইয়া লইয়া ইন্দ্রকে প্রদান করেন। ষোড়শে পরশুরাম একবিংশতিবার ব্রাহ্মণ-দ্রোহী রাজগণকে বিনাশ করিয়া পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। সপ্তদশে সত্যবতী-গর্ভে ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদ-বিভাগাদি করিয়াছিলেন। অষ্টাদশে শ্রীরামচন্দ্র দেবকার্য্যার্থ সমুদ্র-বন্ধন ও রাবণাদিকে বিনাশ করেন। ঊনবিংশ ও বিংশাবতারে রাম ও কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করেন। একবিংশে বুদ্ধ অসুর-মোহনার্থ গয়াপ্রদেশে অবতীর্ণ হন। দ্বাবিংশে কলির যুগসন্ধ্যায় রাজগণ দস্যুপ্রায় হইলে কল্কিরূপে আবির্ভূত হইয়া ম্লেচ্ছগণের বিনাশ সাধন করিবেন।

অবতারগণমধ্যে যাঁহারা অংশাবতার, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই বিশেষ জানিতে হইবে—চতুঃসন-নারদ-ব্যাসাদিতে জ্ঞান ও ভক্তি-শক্তির আবেশ এবং পৃথুতে ক্রিয়াশক্তির আবেশ।

মহাপ্রভাবশালী ঋষি, দেবতা, মনু, মনুপুত্র ও প্রজাপতিগণ শ্রীহরির বিভূতি। আর যাঁহাদিগেতে অল্পশক্তির প্রকাশ, তাঁহারা বিভূতি, আর যাঁহাদিগেতে মহাশক্তির প্রকাশ, তাঁহারা আবেশ। বিভূতি ও আবেশাবতার স্বরূপতঃ জীব। মহত্তম জীবে ভগবানের অল্পশক্তি প্রকাশ পাইলে বিভূতি ও অধিক শক্তি প্রকাশ পাইলে আবেশ বলা হয়। যেমন লৌহে অগ্নিসংযোগে অগ্নি-সাধর্ম্ম্য লাভ করে তদ্রূপ।

পূর্ব্বে যে-সকল অবতারের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা সকলেই পুরুষাবতারের অংশ ও কলা, কিন্তু বিংশতিতম অবতাররূপে কথিত শ্রীকৃষ্ণ পুরুষাবতারেরও অংশী অবতারী স্বয়ং ভগবান্, সেকথা সূত গোস্বামী "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—শ্লোকে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অবতার-প্রসঙ্গে শ্রীরাম-কৃষ্ণের উল্লেখ শুনিয়া শৌনকাদির মনে সংশয় হইল—

বর্ণিত অবতারগণ-মধ্যে কে কাহার অংশ এবং কেই বা অংশী? আর যত অবতারের কথা বলা হইয়াছে কুত্রাপি ভগবান্-শব্দ প্রয়োগ না করিয়া 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'—উল্লেখ করিলেন কেন? এই সন্দেহ নিরসনের জন্য কোন অসাধারণ ধর্ম্মাদি উল্লেখ না করিয়া সাক্ষাৎ উপদেশ করিলেন—শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও উক্তি আছে,—

কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত, অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন।।

মীমাংসা-শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—বচনগত বিরোধ সমাধান-বিষয়ে শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা ইহাদের সমবায়স্থলে যথাক্রমে পর প্রমাণের দুর্ব্বলতা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রুতি ও লিঙ্গমধ্যে লিঙ্গ এবং লিঙ্গ ও বাক্যমধ্যে বাক্য দুর্ব্বল ইত্যাদি। এতদনুসারে শ্রুতির সর্ব্বাধিক প্রাবল্য দেখা যায়। জীব গোস্বামী প্রভুরও উক্তি—সাক্ষাদুপদেশস্তু শ্রুতিঃ ; সাক্ষাদুপদেশকে 'শ্রুতি' বলে।

ব্রহ্মসংহিতার বাক্যেও শ্রীকৃষ্ণকে পরমপুরুষরূপে বর্ণন করিয়াছেন,—

রামাদিমূর্ত্তিষু কলা নিয়মেন তিষ্ঠন্,
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্রীকৃষ্ণ যদি স্বয়ং ভগবান্ হন তবে প্রপঞ্চে অবতরণ করিলেন কেন? তদুত্তর—অন্যান্য অবতারের ন্যায় তিনি পৃথিবীর ভার হরণার্থ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন নাই, কিন্তু নিজ নিরপেক্ষ ভগবত্তার কোনরূপ ব্যভিচার না ঘটাইয়া নিজ পরিজনগণের আনন্দবিশেষাত্মক চমৎকারিতা প্রদান করিবার জন্য জন্মাদি- লীলাদ্বারা অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য পোষণ করত কখনও কখনও জগতের লোক-নয়নে আবির্ভূত হন। প্রপঞ্চাতীত শ্রীধাম হইতে ভগবৎস্বরূপের প্রাকৃত বৈভবে অবতরণকে 'অবতার' বলে। অবতার-শব্দের অর্থ কেবল অংশ নহে।

শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীবলরামও পুরুষের অংশবিশেষ নহেন। অংশাবতারগণ অংশীর ন্যায় সামর্থ্যযুক্ত। কিন্তু বিভিন্নাংশ জীব তদ্রূপ নহে। যথা বরাহপুরাণে,—

স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ ইষ্যতে।
অংশিনো যত্তু সামর্থ্যং যৎ স্বরূপং যথাস্থিতিঃ।।
তদেব নাণুমাত্রোঽপি ভেদঃ স্বাংশাংশিনোঃ ক্বচিৎ।
বিভিন্নাংশোঽল্পশক্তিঃ স্যাৎ কিঞ্চিৎ সামর্থ্যমাত্রযুক্।।

অংশের অংশীতুল্য সামর্থ্যাদির কথা যাহা বলা হইল, তাহা কেবল অংশ অংশীর ঐক্যহেতু। যেমন অক্ষয় সরোবর হইতে উৎপন্ন প্রবাহসকলের অক্ষয়তা, সরোবরের অক্ষয়তাহেতু স্বীকৃত হয়। এস্থলেও তদ্রূপ অংশীর সামর্থ্যাদি হইতে অংশের সামর্থ্য

সেই জাতীয় বুঝিতে হইবে। উভয়ের যদি একই সামর্থ্য হয়, তবে কে আর অংশ আর কে অংশী তাহা বুঝা যায় না। তাহা হইলে অংশ হইতে অংশীর আবির্ভাব সম্ভব হইয়া পড়ে। অবতার ও অবতারীর তারতম্য নিম্নলিখিত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—

আসীনমুর্ব্যাং ভগবন্তমাদ্যং সঙ্কর্ষণং দেবমকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্।
বিবিৎসবস্তত্ত্বমতঃ পরস্য কুমারমুখ্যা মুনয়োঽন্বপৃচ্ছন্।।
স্বমেবধিষ্ণ্যং বহুমানয়ন্তং যদ্বাসুদেবাভিধমামনন্তি।।

কোন সময়ে সনৎকুমারাদি মুনিগণ পরমপুরুষের তত্ত্ব জানিবার জন্য পাতালতলে আসীন অপ্রতিহতজ্ঞান আদ্য ভগবান্ সঙ্কর্ষণদেবকে প্রশ্ন করেন। তখন তিনি বাসুদেবকে নিজ আশ্রয়তত্ত্বকে ধ্যানে অনুভব করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানে তাঁহার পূজা করিতেছিলেন। এস্থলে সঙ্কর্ষণাপেক্ষা বাসুদেবের শ্রেষ্ঠত্ব জানা যাইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য 'চ' স্থানে 'স্ব' পাঠ করিয়া স্বাংশ-শব্দদ্বারা স্বাংশ মৎস্যাদি হইতে বিভিন্নাংশ জীবকে পৃথক্ দেখাইয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য—অখণ্ড তেজোবারিসদৃশ শ্রীকৃষ্ণ। তেজোঽংশতুল্য মৎস্যাদি স্বাংশ এবং খদ্যোততুল্য জীব। যেমন অখণ্ড তেজের অংশ হইলেও সূর্য্য ও খদ্যোত সমান নহে, তদ্রূপ স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ সমান নহে। স্বাংশের সূর্য্যতুল্য প্রচুর শক্তি। তিনি জগৎ প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু জীব নিজেকেও প্রকাশ করিতে অসমর্থ।

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—এই বাক্যেই শ্রীমদ্ভাগবতের মুখ্যতম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাংশী মূল অবতারী স্বয়ং ভগবান্। এই শ্লোকার্দ্ধদ্বারা অবতারসকলকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণভিন্ন অন্য অবতারসকলকে পুরুষের অংশরূপে নির্দ্দেশ করিলেন। আর পরিভাষারূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে স্বতন্ত্র করিয়া তাঁহাকেই শ্রীমদ্ভাগবতের মুখ্য প্রতিপাদ্যরূপে নির্ণয় করিলেন।

'পরিভাষা' অনিয়মে নিয়মকারিণী অর্থাৎ যে বাক্য অনিয়মিতভাবে বর্ণিত বিষয়সকলকে কোন নিয়মের দ্বারা শৃঙ্খলিত করে, তাহাই পরিভাষা। শাস্ত্রে একবারই পরিভাষার উল্লেখ করা হয়, বারম্বার হয় না। একবার উল্লেখমাত্রেই উহাদ্বারা কোটি বাক্য শাসিত হয়। অতএব 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'—এই বাক্যটি গুণবাদ নহে। 'গুণবাদ' অর্থে পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনোক্ত অর্থবাদের প্রকারভেদ।

প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ থাকিলে অর্থবাদই গুণবাদ নামে অভিহিত হয়। যথা 'আদিত্য-যূপ' এই বাক্য প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা বাধিত হইতেছে। কারণ আদিত্য ও যূপের যে অভেদ বলা হইল, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না, দুইটী ভিন্ন বস্তু। সুতরাং এস্থলে অর্থবাদ স্বীকারপূর্ব্বক লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা অর্থসঙ্গতি করিয়া সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল রূপগুণ-বিশিষ্ট যূপ বুঝিতে হইবে। ফলকথা, গুণবাদে মুখ্যার্থ বাধিত এবং গৌণার্থ প্রতীত হয়। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তাদ্যোতক বাক্য গুণবাদ নহে। যদি উহা পরিভাষাবাক্য না হইত, তবে অন্যবাক্যবিরোধে ইহার গৌণার্থ অবলম্বন করিয়া অর্থসঙ্গতি করিতে হইত।

তাহাতে উহা গুণবাদ বলিয়া স্বীকৃত হইত। কিন্তু উহা পরিভাষা বাক্য হওয়ায় বিরোধী বাক্যসকলকে ইহার অনুগত ভাবে দেখিতে হইবে—অর্থাৎ 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' এই বাক্যের মুখ্যার্থ সর্ব্বত্র রক্ষা করিয়া, প্রয়োজন হইলে, ইহার বিরোধী বাক্যের গৌণার্থ করিতে হইবে।

যদি কেহ বলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের এই পরিভাষাবাক্য শ্রীমদ্ভাগবতীয় বিরোধী বাক্য শাসন করিতে পারেন, অন্য পুরাণস্থিত শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তাবিরোধী বাক্য, এই বাক্য-দ্বারা শাসিত হইবে কেন?—এরূপ বলা যায় না। কারণ শ্রীমদ্ভাগবত পরমার্থ-নির্ণায়ক শাস্ত্র ; তদুপরি এই পরিভাষা বাক্যটি তাৎপর্য্য নির্ণয়ের একমাত্র সহায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সকল শাস্ত্র-উপমর্দ্দকত্ব তত্ত্বসন্দর্ভে প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং এখানেও হইবে। অতএব শাস্ত্রান্তরের বচনকেও 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'—এই বাক্যের অনুগতভাবে পণ্ডিতগণ দেখিয়া থাকেন। পরিভাষাবাক্যই শাস্ত্রে রাজা এবং অন্য বাক্যসকল তাহার অনুচরস্থানীয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের কতিপয় স্থান শ্রীকৃষ্ণের অংশত্বসূচক বলিয়া আপাতপ্রতীয়মান হয়। সে-সকলকে উল্লেখ করিয়া দেখান হইতেছে,—

১। অংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোঃ' (১০।১২) এই বাক্যের যথাশ্রুত অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশ ; কিন্তু **বাস্তবিক অর্থ**—'অংশেন বলদেবেন সহ', সহার্থে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে।

২। 'বভৌ ভূঃ পক্বশস্যাঢ্যা কলাভ্যাং নিতরাং হরেঃ' (১০।২০।৪৮) যথাশ্রুত অর্থ— হরির অংশ শ্রীরামকৃষ্ণদ্বারা পৃথিবী নিরতিশয় শোভা পাইয়াছিল। **বাস্তবিক অর্থ**—হরির কলা (বিভূতিরূপা) ভূঃ (পৃথিবী) আভ্যাং (রামকৃষ্ণাভ্যাং) অর্থাৎ হরির বিভূতিরূপা পৃথিবী রামকৃষ্ণের দ্বারা নিরতিশয় শোভাশালিনী হইয়াছিল।

৩। দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমান্
অংশেন সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবায় নঃ। (১০।২।৪১)

যথাশ্রুত অর্থ—দেবগণ দেবকীকে বলিতেছেন,—হে মাতঃ! সাক্ষাৎ ভগবান্ পরমপুরুষ আমাদের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত অংশদ্বারা আপনার গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন। **বাস্তবিক অর্থ**—যিনি মৎস্যাদি অংশরূপে পূর্ব্বে আমাদের মঙ্গলার্থ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি সাক্ষাৎ স্বয়ংই আপনার কুক্ষিগত হইয়াছেন।

৪। জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং (১০।২।১৮) যথাশ্রুত অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ অচ্যুতের অংশ। **বাস্তবার্থ**—অচ্যুত অংশসকল যাহাতে অর্থাৎ কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলে অংশসকল তাঁহাতে অবস্থান করেন সেই সর্ব্বাংশপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ।

৫। এতৌ ভগবতঃ সাক্ষাদ্ধরেঃ নারায়ণস্য চ।
অবতীর্ণাবিহাংশেন বসুদেবস্য বেশ্মনি।। (১০।৪৩।২৩)

৬। তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরাংশাবিহাগতৌ।
ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরূদ্বহৌ।। (৪।১।৫৮)

যথাশ্রুত অর্থ—পৃথিবীর ভারহরণার্থ শ্রীহরির অংশদ্বয় যদুকুলজাত শ্রীকৃষ্ণ ও কুরুকুলজাত অর্জ্জুন এখানে আসিয়াছেন। বাস্তবার্থ—'আগতৌ' পদে কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় এবং 'কৃষ্ণৌ' পদে কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। সুতরাং নানাবতার-বীজ হরির নর-নারায়ণাখ্য অংশদ্বয় শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনে প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রীনর-নারায়ণ আগত ক্রিয়ার কর্ত্তৃকারক, শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন কর্ম্মকারক জানিতে হইবে। কীদৃশ কৃষ্ণার্জ্জুন? পৃথিবীর ভারহরণ করিবার জন্য এবং ভক্তসুখদ নানাবিধ অন্য লীলার জন্য যাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন। যদুকুরুদ্বহ—যদু ও কুরুবংশে অবতীর্ণ। 'অর্জ্জুনে তু নরাবেশঃ কৃষ্ণে নারায়ণঃ স্বয়ম্'—এই আগমবাক্যে অর্জ্জুনে নর-নামক ঋষি প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া 'নরাবেশ' বলা হইয়াছে। আর ব্রহ্মার স্তবে 'নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনাং' শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণই অনন্যসিদ্ধ নারায়ণ, ইহা প্রতিপাদিত। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

'শ্রাদ্ধ'-শব্দের তাৎপর্য্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৯৭ পৃষ্ঠার পর]

বৈষ্ণবের কোনপ্রকার শ্রাদ্ধ নাই, কেবলমাত্র লোকব্যবহারের নিমিত্ত গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

বৈষ্ণবের পার্ষদাদি দেহলাভ স্বতঃই হইয়া থাকে। তাই গৃহস্থ বা ত্যক্তগৃহ বৈষ্ণবের অশৌচ, শোক বা শ্রাদ্ধের কোন অপেক্ষা নাই। হরিসেবা করিলেই পিতৃশ্রাদ্ধ বা তর্পণাদি সমাধা হয়। স্বতন্ত্রভাবে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিতে হয় না। তবে লোকব্যবহারের জন্য গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ হরিনাম গ্রহণ করিতে পারেন—তাহাই বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ। পুত্রাদির পক্ষে পিতৃপুরুষের প্রতি লৌকিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের অপেক্ষা আছে বলিয়াই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। বৈষ্ণবের মতানুবর্ত্তী হইয়া ভগবৎপ্রসাদদ্বারা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করিলে তাহাদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। মায়িক স্বর্গ বৈষ্ণবমাত্রেরই আকাঙ্ক্ষার বিষয় নহে। জীবমাত্রেই কৃষ্ণের নিত্যদাস। তজ্জন্য বৈষ্ণব দার্শনিকগণ স্মার্ত্তের 'প্রেত'-পদস্থলে 'কৃষ্ণদাস'-পদ শ্রাদ্ধমন্ত্রে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বিষ্ণুপ্রীতিতে যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও মৃত ব্যক্তির মনে কৃষ্ণদাসমূলক নিজস্বরূপের স্মৃতি জাগাইয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে উন্মুখ ও কৃষ্ণপ্রীতি সম্পাদনই করিবে। ইহাই 'প্রেত'-পদস্থলে 'কৃষ্ণদাস'-পদ ব্যবহার করিবার বিশেষ তাৎপর্য্য। শ্রাদ্ধের কালে মন্ত্রে 'কৃষ্ণদাস' উচ্চারণে শ্রাদ্ধের অঙ্গহানি ত' দূরের কথা, শ্রাদ্ধ কার্য্যের সুষ্ঠুতাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মহাপ্রসাদদ্বারা শ্রাদ্ধ করাই বৈষ্ণবীয় শ্রাদ্ধ-রীতি এবং তাহাতেই পিতৃগণের অক্ষয়তৃপ্তি লাভ

ভগবদ্ভক্তের গয়াশ্রাদ্ধ বা পিণ্ডাদি প্রদানের কোন আবশ্যকতা নাই। এই প্রসঙ্গে পাওয়া যায়,—

কিং দত্তৈর্বহুভিঃ পিণ্ডৈর্গয়াশ্রাদ্ধাদিভির্মুনে।
যৈরর্চিতো হরির্ভক্ত্যা পিত্র্যর্থঞ্চ দিনে দিনে।।

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৯৩ সংখ্যাধৃত স্কান্দবচন)

"হে মুনে! যে-সকল ব্যক্তি প্রতিদিন পিতৃগণের উদ্দেশ্যে ভক্তিসহকারে শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, গয়াশ্রাদ্ধ বা বহু পিণ্ডদানে তাহাদের কি প্রয়োজন রহিয়াছে অর্থাৎ তাঁহাদের গয়াশ্রাদ্ধাদির কোন আবশ্যকতা নাই।" তথাপি শ্রাদ্ধ করিতে হইলে মহাপ্রসাদদ্বারাই পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। সত্যযুগে উপরিচর বসু নামে পুরুবংশীয় একজন বৈষ্ণবরাজ ছিলেন। তিনি মহাপ্রসাদ-নির্ম্মাল্যদ্বারা পিতৃপুরুষগণের আত্মার পরিতৃপ্তি সাধন করেন। বর্ণাশ্রমস্থিত বিষ্ণুর উপাসকগণের মধ্যে মহাপ্রসাদদ্বারা বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ-বিধিরই প্রচলন আছে। এতৎপ্রসঙ্গে বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস (৯।২৯৪) বলিয়াছেন,—

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধেদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভগবতো নরঃ।।

"ভগবদ্ভক্তগণ শ্রাদ্ধদিন উপস্থিত হইলে সেইদিনে প্রথমতঃ অন্নাদি সমস্তই ভগবৎ-সমীপে নিবেদন করত ভগবন্নিবেদিত সেই অন্নাদিদ্বারাই শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করিবেন।" স্কন্দপুরাণে শিবঠাকুর বলিয়াছেন,—

দেবান্ পিতৄন্ সমুদিশ্য যদ্বিষ্ণোর্নিবেদিতম্।
তানুদ্দিশ্য ততঃ কুর্য্যাৎ প্রদানং তস্য চৈব হি।।
প্রযান্তি তৃপ্তিমতুলাং সোদকেন তু তেন বৈ।
মুকুন্দগাত্রলগ্নেন ব্রাহ্মণানাং বিলেপনম্।।
চন্দনেন তু পিণ্ডানাং কর্ত্তব্যং পিতৃতৃপ্তয়ে।
দেবানাঞ্চ পিতৄণাঞ্চ জায়তে তৃপ্তিরক্ষয়া।।
এবং কৃতে মহীপাল মা ভবেৎ সংশয়ঃ ক্বচিৎ।।

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৩০০-৩০৩)

"দেবগণ ও পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া বিষ্ণুকে যাহা অর্পণ করা হয়, বিষ্ণুতে অর্পিত সেই বস্তু সেই সেই দেব ও পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া প্রদান করিবে। বিষ্ণুনিবেদিত জলের সহিত পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোকের অসীম তৃপ্তি লাভ হয়। মুকুন্দগাত্র-সংলগ্ন চন্দনদ্বারা ব্রাহ্মণগণের বিলেপন বিহিত এবং পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য ঐ চন্দনদ্বারা পিণ্ডের বিলেপন কর্ত্তব্য। এইপ্রকার করিলে দেবগণ ও পিতৃগণ অক্ষয়তৃপ্তি লাভ করেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে।। (হঃ ভঃ বিঃ ৯।২৯৭)

"বিষ্ণুর নিবেদিত অন্নদ্বারা অন্যান্য দেবগণের পূজা করিতে হইবে এবং পিতৃগণকেও সেই হরি-নিবেদিত অন্ন অর্পণ করিলে তাহাতে অক্ষয় ফললাভ হইয়া থাকে।" ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষং দদাতি ভক্ত্যা পিতৃদেবাতানাম্।
তেনৈব পিণ্ডাংস্তুলসীবিমিশ্রানাকল্পকোটিং পিতরঃ সুতৃপ্তাঃ।।

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।২৯৯)

"শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষ অর্থাৎ তৎপ্রসাদান্ন ভক্তির সহিত পিতৃগণ ও দেবতাগণকে অর্পণ করিলে এবং তুলসী সমন্বিত মহাপ্রসাদদ্বারা পিণ্ড অর্পণ করিলে তদীয় পিতৃগণ কোটিকল্প পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হন।" নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—"হরির উদ্দেশ্যে পিতৃশেষ দ্রব্য অর্পণ করিলে দাতার পিতৃগণকে রেতঃপান করাইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।"

শ্রাদ্ধে বৈষ্ণব-ভোজন-মাহাত্ম্য

উপদেশামৃতের "দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি"—এই শ্লোকে বৈষ্ণবগণকে ভোজন করান ও তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করাকে প্রীতির ছয়টী লক্ষণের অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মপুরাণে শ্রীব্রহ্মার বচনে পাওয়া যায়,—"বৈষ্ণব যাহার গৃহে ভোজন করেন, পিতৃগণের সহিত স্বয়ং কেশব সেই অন্ন সেবন করিয়া থাকেন।" যেমন সুরাভাণ্ডস্থিত অমৃত তৎক্ষণাৎ কর্ম্মের অযোগ্য হয়, সেইপ্রকারে বৈষ্ণবরহিত শ্রাদ্ধও বিনাশপ্রাপ্ত হয়—ইহা স্মৃতি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে পাওয়া যায়,—

যস্তু বিদ্যাবিনির্ম্মুক্তং মূর্খং মত্বা তু বৈষ্ণবম্।
বেদবিদ্ভ্যোঽদদাদ্বিপ্রঃ শ্রাদ্ধং তদ্রাক্ষসং ভবেৎ।।
সিকথ্মাত্রন্তু যদ্ভুঙ্‌ক্তে জলং গণ্ডূষমাত্রকম্।
তদন্নং মেরুণা তুল্যং তজ্জলং সাগরোপমম্।।

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৩১৬-৩১৭)

"বৈষ্ণবকে বিদ্যাহীন মূর্খ মনে করিয়া বেদবিদ্‌গণকে শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে বিপ্রকৃত সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষসকর্ত্তৃক গৃহীত হয়। শ্রাদ্ধে যদি বৈষ্ণব গ্রাসপরিমিত অন্ন ভোজন এবং গণ্ডূষ পরিমিত জলপান করেন, তাহা হইলে সেই অন্ন মেরুতুল্য ও সেই জল সাগরতুল্য হয়।" বিষ্ণুরহস্যে পাওয়া যায়,—"যে মনুষ্য মোহবশতঃ বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণবদিগের পঙ্‌ক্তিতে প্রবেশ করায়, সেই পঙ্‌ক্তিভেদী নরাধম ভীষণ নরকে পতিত হয়।" শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু উচ্চকুলে আবির্ভূত হইয়াও বিষ্ণুনির্ম্মাল্যদ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং সেই শ্রাদ্ধপাত্র আপাতঃ যবনকুলোদ্ভূত শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজ্ঞানে দান করিয়াছিলেন।

আচার্য্য কহেন,—তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয়।।
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন।
এত বলি' শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন।।

(চৈঃ চঃ অঃ ৩।২১৯-২২০)

স্মার্ত্তগণ জন্মাষ্টমী-একাদশ্যাদি তিথিতে শ্রাদ্ধ করিবার পক্ষপাতী

স্মার্ত্তগণ উপবাস-দিবসেই শ্রাদ্ধের দিন নির্ণয় করিতে গিয়া সঙ্কল্পবাক্যের উল্লেখ করিতে গিয়া বলেন,—

মাস-পক্ষ-তিথিনাঞ্চ নিমিত্তানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
উল্লেখ নমকুর্ব্বাণো ন তস্য ফলভাগভবেৎ।।

"মাস, পক্ষ, তিথি ও নিমিত্ত প্রভৃতি সমগ্র উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্প করিতে হয়। অন্যথায় কার্য্যফল লাভ হয় না।" 'অশৌচান্তাদ্বিতীয়েঽহ্নি'—এইরূপ বাক্য শাস্ত্র হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার বলবত্তা সংরক্ষণ করিতে গিয়া স্মার্ত্তগণ বলেন,—"অশৌচের অন্তিম অর্থাৎ শেষদিনই অশৌচান্ত প্রথমদিন। সুতরাং দ্বিতীয়দিনই শ্রাদ্ধকার্য্য একান্ত কর্ত্তব্য। অর্থাৎ অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনে একাদশ্যাদির উপবাস হইলেও উপবাস ভঙ্গ বা ব্রত নষ্ট করিয়াও একাদশ্যাদিতেই শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।"

'অশৌচান্তাদ্বিতীয়েঽহ্নি'-বাক্যের বলবত্তা রক্ষা করিতে গিয়া উপবাসযোগ্য ব্রত নষ্ট করা কোন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির কখনও কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু সকলশাস্ত্রে আট হইতে আশি বৎসরের মধ্যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, এমন কি রজঃস্বলা নারী পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই একাদশ্যাদি তিথিতে উপবাস করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। উপবাসযোগ্য ব্রত ভঙ্গ হইলে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। 'অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিন'কে স্মার্ত্তগণ যে রক্ষা কবচ করেন, তাহারা নিজেরাই সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তাহা মানিয়া চলেন কি? স্মার্ত্তমতে দেখা যায়, অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনে অর্থাৎ শ্রাদ্ধদিনে যদি জন্ম-মরণাদি কোন অশৌচ আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে আর অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে শ্রাদ্ধের দিন বলিয়া আর স্থির থাকে না, উহা তৎক্ষণাৎ পিছাইয়া গিয়া পরবর্ত্তী অশৌচান্তে শ্রাদ্ধদিন নির্ণীত হইয়া থাকে। এইক্ষেত্রে স্মার্ত্তগণ তাঁহাদের রক্ষাকবচ উক্ত সঙ্কল্পবাক্যের মর্য্যাদাহানি করিতে বা তাহার পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। জন্ম-মরণাদি অশৌচে যদি শ্রাদ্ধের দিন পরিবর্ত্তন করা চলে, তবে শ্রাদ্ধদিবসে উপবাসযোগ্য একাদশী-জন্মাষ্টম্যাদি তিথি উপস্থিত হইলে শ্রাদ্ধের দিন পরিবর্ত্তন হইবে না কেন? উপবাসযোগ্য ব্রতাদি অপেক্ষা অশৌচ কি এতই শক্তিশালী যে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত পিছাইয়া দিতে পারে? ব্রতাদি কি এতই নিকৃষ্ট যে শ্রাদ্ধদিনের সে কিছুই করিতে পারিবে না? আবার বিচার্য্য বিষয় এই যে, মৃত বৈষ্ণব পিতা-মাতা জীবিতাবস্থায় একাদশ্যাদি উপবাসদিনে প্রাণান্তেও অন্নগ্রহণ করেন নাই, উপবাসদিনে শ্রাদ্ধ করিতে গিয়া সৎপুত্রের কি ঐ দিন তাঁহাকে অন্ন বা পিণ্ডাদি গ্রহণ করান যুক্তিসঙ্গত হইবে? সেইজন্যই 'একাদশ্যাং যদা রাম"—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ "বৈষ্ণবপিতৃনামপি শ্রীবিষ্ণুদিনে শ্রাদ্ধ-গ্রহণাযোগাৎ"—এই বাক্যদ্বারা দেখাইতেছেন—বৈষ্ণব পিতৃগণ উপবাসদিনে প্রদত্ত সেই শ্রাদ্ধান্ন গ্রহণ করেন না। সুতরাং উপবাসদিন পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎপরদিবস শ্রাদ্ধ করাই সমস্ত বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অভিমত। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

সুতকাদৌ যথা শ্রাদ্ধং সুতকান্তে বিধীয়তে।
তথৈবৈকাদশীশ্রাদ্ধং দ্বাদশ্যামেব কারয়েৎ।।

"যেমন অশৌচ-মধ্যে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে অশৌচান্তে করিতে হয়, তদ্রূপ একাদশীতে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে দ্বাদশীতেই করিবে।"

জন্মাষ্টমী-একাদশ্যাদি তিথিতে শ্রাদ্ধ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ

হারীত-স্মৃতিগ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে,—"পিতৃশ্রাদ্ধং ন কুর্ব্বীত হ্যুপবাসদিনে ক্বচিৎ" অর্থাৎ 'উপবাসদিনে পিতৃশ্রাদ্ধ কিছুতেই করিবে না।'

যে কুর্ব্বন্তি মহীপাল! শ্রাদ্ধং ত্বেকাদশীদিনে।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা পরতেক।। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

"একাদশীতে (উপবাস-দিনে) শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা নিজে, শ্রাদ্ধে ভোজনকারী ব্যক্তি ও মৃতব্যক্তি—এই তিনজনই নরকে গমন করেন।" শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১২।২৯-ধৃত পাদ্মোত্তর খণ্ডে উক্ত রহিয়াছে,—

একাদশ্যান্তু প্রাপ্তায়াং মাতাপিত্রোর্মৃতেঽহনি।
দ্বাদশ্যাং তৎ প্রদাতব্যং নোপবাসদিনে ক্বচিৎ।
গর্হিতান্নং ন চাশ্নন্তি পিতরশ্চ দিবৌকসঃ।।

"মাতাপিতার শ্রাদ্ধ একাদশীতে উপস্থিত হইলে দ্বাদশীতেই পিণ্ডদান করিবে। কদাচ একাদশী-তিথিতে করিবে না। কারণ পিতৃগণ ও দেবগণ গর্হিতান্ন কখনও ভোজন করেন না।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১২।২৯ শ্লোক-ধৃত স্কন্দপুরাণে পাওয়া যায়,—

একাদশী যদা নিত্যা শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
উপবাসং তদা কুর্য্যাৎ দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ।।

"একাদশী নিত্যা ও শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক। সুতরাং শাস্ত্রমতে নিত্যা একাদশী ও নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ যখন যুগপৎ একদিনে উপস্থিত হইবে, তখন নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া নিত্যা একাদশ্যাদির উপবাসই পালন করিবে। অনন্তর পারণ-দিবসে শ্রাদ্ধ করিবে।" পদ্মপুরাণ পুষ্করখণ্ডে বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন,—

একাদশ্যাং যদা রাম! শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
তদ্দিনে তু পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ।।

"হে রাম! একাদশীদিনে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে সেইদিন পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশী অর্থাৎ পারণ-দিবসে শ্রাদ্ধ করিবে।" নৃসিংহপরিচর্য্যা-গ্রন্থে উল্লেখ আছে,—"একাদশী-শ্রাদ্ধন্তু খণ্ড-তিথ্যভাবে দ্বাদশ্যামেব কুর্য্যাৎ" অর্থাৎ একাদশীতে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে খণ্ড-তিথির (ব্রতের অযোগ্য একাদশী) অভাবে দ্বাদশীতে করিবে অর্থাৎ একাদশীটি উপবাসার্হ না হইলে ঐ দিনেই শ্রাদ্ধ করিবে, অন্যথায় দ্বাদশীতেই শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।" মাধ্বস্মৃতি-গ্রন্থ স্মৃত্যর্থ সাগর বলিয়াছেন,—" একাদশ্যাদৌ প্রসক্তং শ্রাদ্ধন্তু পারণদিনে কার্য্যম্" অর্থাৎ একাদশ্যাদি যে কোন উপবাসার্হ দিনে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে ঐ দিনে শ্রাদ্ধ না করিয়া তাহার পরদিন অর্থাৎ পারণ-দিবসেই করিবে।"

স্মার্ত্ত-কৃত শ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গ নিত্য নহে এবং আদ্যাদি ষোড়শশ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গের কোন আবশ্যকতা নাই

শাস্ত্র শ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গ বাধ্যতামূলক বলেন নাই, শ্রাদ্ধকর্ত্তার স্বকীয় ইচ্ছার উপর সবকিছু নির্ভরশীল। আধুনিককালে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন জোর করিয়া ইহার নিত্যতা স্থাপনের প্রয়াসে তামস অগ্নিপুরাণের নিম্নোক্ত শ্লোকটি উল্লেখ করেন,—

আদ্য-শ্রাদ্ধে ত্রি-পক্ষে বা ষষ্ঠে মাসি চ বৎসরে।
বৃষোৎসর্গশ্চ কর্ত্তব্যো যাবন্ন স্যাৎ সপিণ্ডতা।।

"অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে, ত্রিপক্ষে, ষষ্ঠ মাসে ও সম্বৎসরে বৃষোৎসর্গ কর্ত্তব্য, যদি অপকর্ষাদি হইয়া সপিণ্ডীকরণ না হইয়া থাকে।" স্মার্ত্তের অভিপ্রায় অনুযায়ী অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে বৃষোৎসর্গ নিত্য, অন্যদিন কাম্য। শাস্ত্রে বৃষোৎসর্গের অনিত্যত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"অশৌচান্তে বৃষোৎসর্গো ন নিত্যঃ, অকারণে কর্ত্তুঃ প্রত্যবায়াজননাৎ' অর্থাৎ অশৌচান্তে বৃষোৎসর্গ নিত্য নহে, যেহেতু অকরণে কর্ত্তার কোন প্রত্যবায় হয় না।" স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বলিয়াছেন,—

শয্যাদানং বৃষোৎসর্গশ্চ শক্তেনাশৌচান্তে।
মলমাসেঽপি অবশ্য কর্ত্তব্যম্।।

'শক্তেন'-পদের দ্বারা বৃষোৎসর্গ অসমর্থের পক্ষে অকরণীয় বলিয়া স্বয়ং রঘুনন্দন স্বীকার করিয়াছেন। যাহা নিত্য, তাহা সকল সময়ে সকলের পক্ষে করণীয়। অতএব 'শক্তেন' এই পদদ্বারা বৃষোৎসর্গের অনিত্যত্ব সূচিত হইতেছে।

বৃষোৎসর্গের সময়ে বৃষকে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম ও বৎসতরীগুলিকে তাহারই ভার্য্যারূপে কল্পনা করিয়া অর্চ্চনা ও উৎসর্গক্রমে প্রার্থনা করা হয়।—

ওঁ যাবন্তি সন্তি রোমানি তব তাসাঞ্চ গোপতে।
তাবদ্ বর্ষ-সহস্রাণি স্বর্গে বাসোঽস্তি মে পিতুঃ।।

(পুরোহিতদর্পণ শ্রাদ্ধকর্ম্ম-ধৃত যজুর্ব্বেদে বৃষোৎসর্গ)

"হে বৃষ! তোমার দেহে ও এই বৎসতরীগণের দেহে যত লোম আছে, তাবৎ সহস্র বৎসর আমার পিতার স্বর্গে বাস হউক।" অতঃপর পিতৃপুরুষগণের মঙ্গলহেতু এই সভার্য্যা বৃষকে নিজ দখলীকৃত প্রান্তরে ছাড়িয়া দিতে হইবে। ইহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের উপরই শ্রাদ্ধকর্ত্তার নিজের ও পিতৃপুরুষের মঙ্গল সবকিছুই নির্ভর করে। "ন খাদেঃ পর-শস্যানি নাক্রামে গর্ভিণীঞ্চ গাং" বাক্যানুসারে বৃষের পক্ষে পরের শস্য খাওয়া ও অপর গাভীতে মৈথুন নিষেধ। বৃষ ও বৎসতরীগণের চারণের নিমিত্ত যেখানে শ্রাদ্ধকর্ত্তার স্বকীয় যথেষ্ট গোচারণভূমি নাই, সেখানে বৃষোৎসর্গ ব্যাপারটী প্রহসনেই পরিণত হইয়া যায়। যেহেতু স্মৃতিশাস্ত্রানুযায়ী বৃষ পরের শস্য খাইলে শ্রাদ্ধে বিপরীত ফলই লাভ হয়। বৃষ ও বৎসতরীগণকে বাহকরূপে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ। এমন কি, বৎসতরীগণের দুগ্ধ পান

করাও অবিধি। ইহার বিপর্য্যয় হইলে শ্রাদ্ধের দ্বারা মৃত পুরুষের কল্যাণ হওয়া দূরে থাকুক, বিশেষ অকল্যাণ হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং এই জাতীয় শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধকর্ত্তারও বিশেষ অনিষ্ট হওয়ারই সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বৃষোৎসর্গের দ্বারা স্বর্গের পথে যাত্রা করিলেও স্বর্গে যাওয়ার আর একটী প্রবল বাধা পিতৃগণকে অতিক্রম করিতে হইবে। 'বৈতরণী'-পার প্রসঙ্গে দেখা যায়—শ্রাদ্ধকর্ত্তা একটী সবৎসা কৃষ্ণা গাভী দান করিবেন। ঐ গাভীর পুচ্ছ অবলম্বন করিয়া মৃত ব্যক্তি বৈতরণী পার হইবেন।

যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী।
তাঞ্চ তর্ত্তুং দদাম্যেনাং কৃষ্ণাং বৈতরণীঞ্চ গাম্।
নদী বৈতরণী নাম দুর্গন্ধা রুধিরাবহা।
উষ্ণতোয়া মহাবেগা অস্থিকেশা তরঙ্গিণী।।

"যমদ্বারে দুর্গন্ধা, রুধিরবহা, উষ্ণতোয়া, খরস্রোতা, অস্তি-কেশযুক্তা, উত্তালতরঙ্গ-বিক্ষুব্ধা এক ভীষণা নদী আছে, ঐ নদীর নাম বৈতরণী। আমি মন্ত্রপূতা একটী সবৎসা কৃষ্ণা গাভী দান করিতেছি। যেহেতু ঐ গাভীর পুচ্ছাবলম্বনে ঐ নদী পার হইয়া পিতৃপুরুষগণ স্বর্গে গমন করিবে।" এখানে দেখা যাইতেছে, মৃত ব্যক্তি যত বড় পুণ্যবানই হউক না কেন, এমন কি তিনি যদি একজন সিদ্ধপুরুষ হইলেও ঐ জাতীয় শ্রাদ্ধের ফলে স্বর্গপথের এই ভয়ানক দৃশ্যদর্শন, সন্তরণাদি দুঃখ বরণ করিতে হয়। অতএব স্মার্ত্ত রঘুনন্দন-কৃত কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধের অসারতা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিতে পারিবেন।

শ্রাদ্ধ-ব্যাপারে বৈষ্ণবীয় বিচারই সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, তজ্জন্য বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধই প্রত্যেকের কৃত্য

শ্রাদ্ধের সকল উপকরণ ও উপাচার বিষ্ণুপ্রিয়া তুলসীদ্বারা বিষ্ণুতে নিবেদিত হইয়া বিষ্ণুর প্রীতিতে কার্য্য নিষ্কাম, অন্যথায় সকাম। বৈষ্ণবস্মৃতিতে শ্রাদ্ধকরণে শ্রীবিষ্ণুর বা শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রীতিকামনামূলক মন্ত্রোচ্চারণের বিধান আছে। বিষ্ণুপ্রীতি-কামনামূলক মন্ত্রোচ্চারণে বিষ্ণুতে শরণ ও স্মরণ উভয় কার্য্যই যুগপৎ সাধিত হয়। জাগতিক বা পারত্রিক ভোগাকাঙ্ক্ষামূলক মনের অবস্থার নাম 'কাম', আর ভগবৎ-প্রীতিমূলা যে মনের অবস্থা, তাহার নাম 'প্রেম'। প্রেম-নাম বিষ্ণুপ্রীতিতে নিষ্কাম শ্রাদ্ধদ্বারাই শ্রাদ্ধকার্য্যের পূর্ণতম সফলতা হইয়া থাকে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"

শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ বকরূপী ধর্ম্মের "কঃ পন্থাঃ"—প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

বনবাসকালে অজ্ঞাতবাসের সময় যমুনার তটে শূরসেন নামক বনে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ও পঞ্চপাণ্ডব উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে বলিলেন,—"এইস্থানে কৌরবদিগের কোন ভয় নাই। তোমরা এক বৎসর গুপ্তবেশে এখানে বাস কর। আমি এখন যাই।" কৃষ্ণ 'আমি এখন যাই' বলায় যুধিষ্ঠির মহারাজ কাঁদিয়া ফেলিলেন। গদ্‌গদস্বরে কহিলেন,—"হে কৃষ্ণ! তুমিই একমাত্র আমাদের সহায়, সম্পদ্, সখা, বন্ধু, মিত্র, ভাই। তোমা ছাড়া আমাদের কোন গতি নাই। বিষম সঙ্কটকালে প্রতিপদে তুমিই আমাদের রক্ষা করিয়াছ।" গোবিন্দ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—" কোন চিন্তা নাই। তোমাদের নিকট আমি সর্ব্বদাই রহিয়াছি। যখনই তোমরা স্মরণ করিবে আমি তৎক্ষণাৎ তোমাদের নিকট উপস্থিত হইব।" এই বলিয়া কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারকাভিমুখে রওনা হইলেন। কৃষ্ণসঙ্গবিচ্ছেদে পাণ্ডবগণ খুবই কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন। খুবই তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমকে জল অন্বেষণে পাঠাইলে বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়াও কোথাও জলের সন্ধান না পাইয়া ভীম ভগ্নমনোরথ হইয়া পড়িলেন। এইভাবে মনোদুঃখে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি একটী সরোবর দেখিতে পাইলেন। ঐ সরোবরটী 'ধর্ম্ম' সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; এবং ছলনাপূর্ব্বক তিনি বকরূপ ধারণ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। সেই জলপূর্ণ সরোবর দেখিয়া ভীম অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। যখন তিনি সেই জলপান করিতে যাইবেন—তখন ঐ মায়াপক্ষী অর্থাৎ বকরূপী ধর্ম্ম তাঁহাকে জলপান করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন,—"দাঁড়াও, আমার প্রশ্ন আছে। সেই প্রশ্নের সমাধান না করিয়া অর্থাৎ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জলপান করিও না। যদি আমার বাক্য অন্যথা কর, তবে জলপান করিলে তোমার অবশ্যই মৃত্যু হইবে। আমার প্রশ্ন হইতেছে,—

কা চ বার্ত্তা, কিমাশ্চর্য্যং, কঃ পন্থাঃ, কশ্চ মোদতে।
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব।।"

হে পাণ্ডুপুত্র,—

"কিবা বার্ত্তা, কি আশ্চর্য্য, পথ বলি কারে?
কোন্ জন সুখী হয় এই চরাচরে??"

আমার এই চারিটী প্রশ্নের উত্তর দিয়া তুমি জলপান কর।

ভীম মহাফাঁপরে পড়িলেন। তিনি তখন পিপাসায় কাতর। তিনি বলিলেন,—" এখন আমি তৃষ্ণায় বড় কাতর। আগে জলপান করি। পরে ঐ সকল সমস্যার সমাধান করা যাইবে বা আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইবে। এই বলিয়া তিনি যেই জলস্পর্শ করিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর মৃত্যু হইল।

বহু সময় অতীত হইয়া গেল। ভীম ফিরিয়া না আসায় যুধিষ্ঠির খুবই চিন্তিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন,—ভীম নিশ্চয়ই পথিমধ্যে কাহারও সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি অর্জ্জুনকে ভীমের অন্বেষণ করিবার জন্য বলিলে অর্জ্জুন সঙ্গে সঙ্গেই ভীমের খোঁজে বাহির হইয়া গেলেন। তিনি যাইতে যাইতে বনমধ্যে সেই মায়া-সরোবর দেখিতে পাইলেন এবং তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যেই জলপান করিতে যাইবেন—তখন বকরূপী ধর্ম্ম পূর্ব্বের ন্যায়ই তাঁহাকে জলপান করিতে নিষেধ করিলেন এবং প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জলস্পর্শ করিলে ভীমের মতই তাঁহার গতি হইবে বলিলেন। অর্জ্জুন ভীমকে মৃত দেখিয়া ভাবিলেন,—এই জল হইতে আমার ভাইয়ের মৃত্যু হইল। সুতরাং আমার আর জীবন রাখিয়া লাভ কি—এই বলিয়া যেই তিনি জলস্পর্শ করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

অর্জ্জুনও ফিরিতেছেন না দেখিয়া যুধিষ্ঠির নকুলকে তাঁহাদের খোঁজে পাঠাইলেন। নকুলও খুঁজিতে খুঁজিতে সেই সরোবরের তীরে আসিয়া যেই জলপান করিতে যাইবেন, তখনই ঐ বকরূপী ধর্ম্ম জলপান করিতে নিষেধ করিলেন এবং তাঁহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জলস্পর্শ করিলে তাঁহারও ভীম-অর্জ্জুনের ন্যায় গতি হইবে বলিলেন। কিন্তু নকুল তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া যেই মায়া-সরোবরের জল স্পর্শ করিয়াছেন, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর মুখে ঢলিয়া পড়িলেন।

এদিকে যুধিষ্ঠির উদ্বিগ্নচিত্তে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তিন ভাইয়ের কেহই ফিরিয়া আসিলেন না। তখন সহদেবকে তিন ভাই কোথায় গেলেন অনুসন্ধান করিতে বলায় সহদেব তাঁহাদের খোঁজে বাহির হইয়া বনমধ্যে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই সরোবরের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তৃষ্ণায় খুবই কাতর হইয়া পড়িয়াছেন,—যেই জলপান করিতে যাইবেন, তখন সেই বকরূপী ধর্ম্ম তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া জলপান করিতে বলিলেন। কিন্তু সহদেব তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া জলস্পর্শ করা মাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

যুধিষ্ঠির অধীর আগ্রহে চারি ভাইয়ের প্রত্যাবর্ত্তনের আশায় বসিয়া রহিয়াও যখন তাঁহারা কেহই ফিরিলেন না, তখন খুবই হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি দ্রৌপদীকে শ্রীহরিনাম স্মরণ করিয়া জল আনিবার জন্য বলিলেন। পতিব্রতা দ্রৌপদী পতির আজ্ঞা পালনের জন্য জলপাত্র লইয়া ঘোর অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। এইভাবে ভগবান্ শ্রীহরিকে ডাকিতে ডাকিতে সেই সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন এবং যেই জল আহরণের জন্য সরোবরের জলে নামিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল।

যুধিষ্ঠির মহারাজ সকলের এত বিলম্ব দেখিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের অন্বেষণের জন্য উদ্বিগ্নচিত্তে বনমধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই সরোবরের তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—ভ্রাতৃগণসহ দৌপদী মৃত অবস্থায় জলে ভাসিতেছেন। উহা দেখিয়া তিনি সংজ্ঞাহারা হইয়া পড়িলেন। পরে একটু সম্বিৎ পাইয়া হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া

কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। বিপদভঞ্জন মধুসূদন ছাড়া আর ত' আমার কেহই নাই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি আর এ জীবন রাখিবেন না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণস্মরণপূর্ব্বক সেই সরোবরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন ; এমন সময় বকরূপী ধর্ম্ম তাঁহাকে বারণ করিয়া বলিলেন,—"মহারাজ! ধৈর্য্য ধারণ করুন। এই অসার সংসারের মধ্যে ধর্ম্মই একমাত্র সার। পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু কেহই কাহারও নয়। আপনি অযথা অধৈর্য্য হইবেন না। আমি আপনাকে চারিটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি উত্তর প্রদান করুন। আমার কথা অগ্রাহ্য করিয়াই আপনার ভ্রাতৃগণে এই দশা হইয়াছে। সুতরাং আপনি আমার চারিটী প্রশ্নের উত্তর দিন।" যুধিষ্ঠির মহারাজ বিনীতভাবে বলিলেন,—"বলুন, আপনার কি প্রশ্ন।"

তখন বকরূপী ধর্ম্ম নিম্নোক্ত চারিটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

"কা চ বার্ত্তা, কিমাশ্চর্য্যং, কঃ পন্থাঃ, কশ্চ মোদতে।
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব।।"
"কিবা বার্ত্তা, কি আশ্চর্য্য, পথ বলি কারে?
কোন্ জন সুখী হয় এই চরাচরে??"

যুধিষ্ঠির মহারাজ প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—

"মাসর্ত্তুদর্ব্বী পরিঘট্টনেন, সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রি-দিবেন্ধনেন।
অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে, ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা।।"

অর্থাৎ—

ঘটন-কারণ হল—মাস, ঋতু, হাতা।
রাত্রি-দিবা—কাষ্ঠ তাহে, পাবক—সবিতা।।
মোহময় সংসার-কটাহে কাল-কর্ত্তা।
ভূতগণে করে পাক—এই শুন বার্ত্তা।।

তারপর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্।।"

অর্থাৎ—

প্রতিদিন জীবজন্তু যায় যমঘরে।
শেষে থাকে যারা, তারা ইহা মনে করে।।
আমরা ত' চিরজীবি, নাহি হব ক্ষয়।
ইহা হ'তে কি আশ্চর্য্য কহ মহাশয়।।"

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ, নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।।"

অর্থাৎ—

বেদ আর স্মৃতিশাস্ত্র এক মত নয়।
স্বেচ্ছামত নানা মুনি নানা মত কয়।।
কে জানে নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণ।
সেই পথ গ্রাহ্য, যাহে যায় মহাজন।।"

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর হইতেছে,—

"দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।
অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে।।"

অর্থাৎ—

অপ্রবাসে ঋণ বিনা যার কাল যায়।
যদ্যপি মধ্যাহ্নকালে শাক-অন্ন খায়।।
তথাপি সে জন সুখী সংসার ভিতর।
বারিচর শুন চারি প্রশ্নের উত্তর।।"

যুধিষ্ঠির মহারাজের এই উত্তর শুনিয়া বকরূপী ধর্ম্ম অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং কৃষ্ণসহ চারি ভাইয়ের প্রাণদান করিলেন। সর্ব্বগুণসম্পন্ন মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি স্বস্থানে গমন করিলেন।

বকরূপী ধর্ম্মের "কঃ পন্থাঃ" প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির মহারাজ বলিয়াছিলেন,—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" অর্থাৎ পথ একটী, বহু নহে। যদি পথ বহু হইত তাহা হইলে পন্থা-শব্দের বহুবচন প্রয়োগ হইত। পন্থা-শব্দটী এক বচনাত্মক। সুতরাং পথ কেবল একটী। সেটী হইতেছে মহাজন-অনুমোদিত।

"সেই পথ গ্রাহ্য যাহে যায় মহাজন।"

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশজন মহাজনের কথা বর্ণিত হইয়াছে,—

"স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্।।
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।।"

(ভাঃ ৬।৩।২০-২১)

এখানে যম মহারাজ তাঁহার দূতগণকে বলিতেছেন,—"হে দূতগণ! স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু, সনৎকুমার, দেবহূতি-নন্দন কপিল, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব এবং আমি (যম)—আমরা এই দ্বাদশজন মাত্র ভাগবত-ধর্ম্মতত্ত্ব বিদিত আছি। এই ধর্ম্ম অতিশয় নির্ম্মল, গুহ্য ও দুর্ব্বোধ। ইহা জ্ঞাত হইলে জীবের ভগবানের পরমপদ প্রাপ্তিরূপ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।"

মহাজন বলিলেন,—

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম গ্রহণাদিভিঃ।।" (ভাঃ ৬।৩।২২)

নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদির দ্বারা শ্রীভগবান্ বাসুদেবে যে ভক্তিযোগ—এই পর্য্যন্তই ইহজগতে জীব সকলের পরমধর্ম্ম বলিয়া কথিত।

ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তি-র্মমোর্জ্জিতা।।
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তি পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ।।" (ভাঃ ১১।১৪।২০-২১)

হে উদ্ধব! মদীয়া সাধনাত্মিকা প্রবলা ভক্তি আমাকে যেরূপভাবে বশীভূত করিতে পারে, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা কিংবা দানক্রিয়া আমাকে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না। শ্রদ্ধাজনিত অনন্যভক্তিপ্রভাবেই পরমাত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি লভ্য হইয়া থাকি। একাগ্রভাবসম্পন্না ভক্তি চণ্ডালগণকেও পবিত্র করিয়া থাকে।

গীতাতে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি.....।" শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন,—

"সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে *পন্থাঃ* ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ।
সুশীলা সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ।। (ভাঃ ৬।১।১৭)

এই সংসারে মঙ্গলময়, বিঘ্নাদি ভয়বিহীন, শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ভক্তিমার্গেই নারায়ণপরায়ণ সাধুগণ বিচরণ করেন।

দেবর্ষি নারদও ভক্ত ধ্রুবকে মাতা সুনীতিদেবীর উপদিষ্ট পথকেই অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।—

"জনন্যাভিহিতঃ *পন্থাঃ* স বৈ নিঃশ্রেয়সস্যতে।
ভগবান্ বাসুদেবস্ত্বং ভজতং প্রবণাত্মনাঃ।।" (ভাঃ ৪।৮।৪০)

হে ধ্রুব! তোমার মাতা সুনীতিদেবী যে চরম কল্যাণের বিষয় বলিয়াছেন, তাহাই একমাত্র সুকর পথ। তাহা ভগবান্ বাসুদেবের আরাধনা-লক্ষণ ভক্তিযোগ। অতএব তুমি একাগ্রচিত্তে সেই বাসুদেবের ভজনা কর। শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যত্র দেখা যায়,—

"তদেব মন্যতে ভক্তেঃ ফলং তৎ রসিকৈঃ জনৈঃ।
ভগবৎপ্রেমসম্পত্তৌ সদৈবা ব্যভিচারতঃ।।" (ভাঃ ২।৩।১৬৫)

মহাজন ভক্তিরসিকগণ নাম-সঙ্কীর্ত্তনকেই ভক্তির ফল বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। কারণ নাম-সঙ্কীর্ত্তনই অব্যর্থরূপে ভগবৎপ্রেম-সম্পত্তি উৎপাদন করিয়া থাকেন, —ইহার কখনও অন্যথা হয় না। মহাজন গাহিলেন,—

"মহাজনের যেই পথ,　　তাতে হব অনুরত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।
সাধন স্মরণলীলা,　　ইহাতে না কর হেলা,
কায়মনে করিয়া সুসার।।

*　　*　　*　　*　　*

যোগী, ন্যাসী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যদেবপূজক ধ্যানী,
ইহলোক দূরে পরিহরি।
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, দুঃখ, শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি' ভজ গিরিবরধারী।।"

সুতরাং ভগবানস্তুকে লাভ করিবার একটীমাত্র পথ হইতেছে—ভক্তি। "ভক্তিরেবৈনং নয়তি। ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি। ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সী।"

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি।
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।।"

কলিকালে হরিনামই জীবের একমাত্র গতি। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, দান, যজ্ঞ, তপস্যা, দেব-দেবীপূজা, বিদ্যাদান, জনহিতকর কার্য্য, পুণ্যকার্য্য, তথাকথিত দেশসেবা, জনসেবা প্রভৃতি কোনটীই ভগবৎপ্রাপ্তির পথ নহে। ঐ সকলের দ্বারা কোনদিনই মঙ্গললাভ হইবে না। মহাজন-অনুমোদিত, আচরিত, প্রচারিত পথের অনুসরণ করিয়া শুদ্ধভজনময় জীবনযাপন করিলেই পরমমঙ্গল সাধিত হইবে এবং অভীষ্ট লাভ হইবে।

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রার্থনা

কতই না কত হায়! কামাদির বশ্যতায়,
দুষ্টাদেশ পালিনু তাদের।
কৃপা না লভিনু তাতে, লজ্জা না হইল চিতে,
দাস্য আর না চাই ওদের।। ১।।
এবে লব্ধবুদ্ধি হ'য়ে, একান্ত প্রপন্ন হ'য়ে,
কৃষ্ণপদে লইনু শরণ।
আত্মদাস্যে নিয়োজিয়া, কৃষ্ণ এবে করি' দয়া,
উদ্ধারহ এই অভাজন।। ২।।
নিষ্কিঞ্চন-ভাব ল'য়ে, সদা সেবাব্রত হ'য়ে,
পূজি যেন তব শ্রীচরণ।
বিষয়ী, যোষিজ্জন, এই দু'য়ে মোর মন,
নাহি যেন যায় কদাচন।। ৩।।

অসজ্জনের সঙ্গ,　　তা'দের সনেতে রঙ্গ,
বিষসম, ভক্তিনাশ করে।
তাহাদের সঙ্গ ত্যজি,　　ভক্তিরঙ্গে সদা মজি,
পারি যেন তোমা ভজিবারে।। ৪।।
তীব্র জ্বালা পাবকের,　　মধ্যে বাস পিঞ্জরের,
এই দুই তবু হয় ভাল।
অভক্ত পাষণ্ডজন,　　তাহাদের দরশন,
নাহি যেন হয় কোনকাল।। ৫।।
শুদ্ধা ভক্তি কৃষ্ণপদে,　　কি সম্পদে কি বিপদে,
কল্যাণের হেতুভূত হয়।
যাতে অমঙ্গল নাশে,　　লয়ে যায় কৃষ্ণপাশে,
শুদ্ধসত্ত্বে তত্ত্বজ্ঞান হয়।। ৬।।
জ্ঞানবিজ্ঞানের হেতু,　　কল্যাণের মুখ্য সেতু,
কৃষ্ণের সে অভয়চরণ।
তাতে মোর প্রাণ-মন,　　রহে যেন সর্ব্বক্ষণ,
তাহা যেন না ভুলি কখন।। ৭।।
আমার মঙ্গল তরে,　　কৃষ্ণ যদি দয়া করে,
দুঃখ-কষ্ট, তাপ-জ্বালা দেন।
কর্ম্মার্জ্জিত সেই কষ্ট,　　নাহি হ'য়ে তাতে রুষ্ট,
সন্তোষেতে তাহা ভুঞ্জি যেন।। ৮।।
সাধুর প্রসঙ্গে হয়,　　শ্রদ্ধা, রতি ভক্ত্যুদয়,
হৃৎ-কর্ণ-রসায়ন কথা।
যাহার শ্রবণে নরে,　　ভক্তি লভে পরাৎপরে,
তাহা বিনা না করি অন্যথা।। ৯।।
শ্রোত্র মনঃ অভিরাম,　　সে অপূর্ব্ব কৃষ্ণনাম,
যাহা সেবে সদা মুক্তকুল।
সে মধুর কৃষ্ণনাম,　　যাতে প্রীত আত্মারাম,
তাতে যেন নাহি হয় ভুল।। ১০।।
ধন, জন, যশঃ, জয়,　　কবিত্ব-প্রতিভাময়,
নন্দনের রম্যবস্তুচয়।
স্বরগের সুখভোগ,　　কিংবা ঘৃণ্য কামভোগ,
ইথে লোভ যেন নাহি হয়।। ১১।।

ওগো প্রভো এই কর, সেবাধর্ম্মে তৎপর,
হয়ে যেন হরি-গুরু ভজি।
জনমে জনমে ভক্তি, কৃষ্ণপদে অনুরক্তি,
লভি' থাকি প্রেমরসে মজি'।। ১২।।

—শ্রীসহজানন্দ দাসাধিকারী

জীবের কৃত্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩০৫ পৃষ্ঠার পর]

ছান্দোগ্য শ্রুতি থেকে জানা যায়,—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেব-দ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।।" (ছাঃ উঃ ৬।২।২-৩) অর্থাৎ "হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎই ছিলেন [অসৎ হতে সৎ (জগৎ) জাত হয় নাই] ; উক্ত সৎ ঈক্ষণ করলেন—আমি বহু হব, প্রকৃষ্টরূপে জাত হব।" যে সময় ব্রহ্ম বহু হবার জন্য ইচ্ছা করলেন এবং সৃষ্টি করবার উদ্দেশে প্রাকৃত শক্তিতে অবলোকন করলেন, তখনও প্রাকৃত সৃষ্টি হয় নাই। ব্রহ্মের সেই দর্শনকালে প্রাকৃত মন ও প্রাকৃত চক্ষুর জন্ম হয় নাই ; কারণ তৎপূর্ব্বে প্রাকৃত সৃষ্টি হয়ে থাকলে তাঁর সৃষ্টি-প্রবৃত্তির প্রয়োজন হত না। ব্রহ্ম যে মনদ্বারা প্রাকৃত সৃষ্টির সঙ্কল্প করলেন এবং যে চক্ষুর দ্বারা প্রকৃতিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, ব্রহ্মের সেই মন ও চক্ষু অপ্রাকৃত। প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বে পরব্রহ্ম প্রকৃতির প্রতি যে ঈক্ষণ করেছিলেন এবং তৎফলেই প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হওয়ায় সৃষ্টি কার্য্য হয়, সেই ঈক্ষণকার্য্য অচেতনদ্বারা সম্ভব হয় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হয়,—

"ভগবান্ অনেক হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত-শক্তিতে তবে কৈল বিলোকন।।
সে কালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন-নয়ন।
অতএব 'অপ্রাকৃত' ব্রহ্মের নেত্র-মন।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৪৫-১৪৬)

তাই পরব্রহ্মকে নিশ্চয়ই নির্ব্বিশেষ মাত্র বলা যায় না, পরন্তু তিনি সবিশেষ। যিনি নির্গুণ, নিঃশক্তিক, তাঁর ঈক্ষণ-শক্তি থাকতে পারে কি? অতএব নির্গুণ বলতে তাঁকে গুণাতীত এবং নিঃশক্তিক বলতে অপ্রাকৃত স্বরূপশক্তি-সমন্বিত বুঝায়। শ্রীমদ্ভাগবতে ১।১।১ শ্লোকে পরব্রহ্মকে অভিজ্ঞ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ এবং স্বরাট্ অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশ বস্তু, যাঁহাতে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান স্বয়ং বিরাজমান—এইরূপ বলা হয়েছে। সূর্য্য যেমন স্বীয় রশ্মি প্রভৃতি হতে স্বতঃই শ্রেষ্ঠ, তেমনই পরব্রহ্ম ভগবান্ তাঁর অংশবিশেষ অন্তর্যামি-পুরুষ এবং নির্গুণ ব্রহ্মেরও মূলস্বরূপ। শ্রীল রামানুজাচার্য্য বলেছেন,—"সর্ব্বত্র বৃহত্ত্ব-গুণ-যোগবশতঃ ব্রহ্ম-শব্দ। ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থ ভগবান্ই লক্ষিতব্য।" ব্রহ্মের স্বরূপ—বৃহত্ত্ব,

ব্রহ্মের গুণ সীমাহীন এবং তাঁর গুণ অপেক্ষা অন্যত্র গুণাতিশয্য দৃষ্ট হয় না—তাই ব্রহ্ম-শব্দে সর্ব্বেশ্বর ভগবানকেই উদ্দেশ করে।

সেই পরমবস্তুর স্বাভাবিকী শক্তির পরিচয় শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণে শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তির বর্ণনা আছে ; অত্র কারিকা,—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা পুরাণে বৈষ্ণবে তু যা।
সা চৈবাত্রাত্মশক্তিত্বে বর্ণিতা তত্ত্বনির্ণয়ে।।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞা যা বৈষ্ণবেহ্যনুবর্ণ্যতে।
মায়াপ্যয়া চ সা প্রোক্তা হ্যাম্নায়ার্থবিনির্ণয়ে।।
ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা চ যা শক্তিঃ সা তটস্থা নিরূপিতা।
জীবশক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া জীবাশ্চনেকধা।।"

"বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুর পরাশক্তির বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। তত্ত্বনির্ণয়ে সেই শক্তিই ভগবানের 'স্বরূপশক্তি' বলে বর্ণিত হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণে যে 'অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞা'-নাম্নী শক্তির বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, বেদার্থ-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে উহা মায়া-নাম্নী শক্তি বলে কথিত। (বিষ্ণুপুরাণে ৬।৭।৬১ শ্লোকে) যে ক্ষেত্রজ্ঞা-নাম্নী-শক্তির বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, উহাই 'তটস্থা' বলে নিরূপিতা হয়েছে। তাহাকেই 'জীব-শক্তি' বলে। সে শক্তি হতে অনন্ত জীবের উৎপত্তি হয়েছে।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা'-গ্রন্থে জীবতত্ত্ব সম্পর্কে লিখেছেন,—"তটস্থশক্তি-প্রসূত জীবসমূহ পরমেশ্বর হতে নিঃসৃত হয়েও পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট। সূর্য্যকিরণ-পরমাণু বা অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ তার উদাহরণস্থল। যথা বৃহদারণ্যকে—যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ ✶ ✶ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। (২।১।২০)। অগ্নির যেমন ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ উদিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণ হতে সকল জীব উদিত হয়েছে। এতদ্দ্বারা স্থির হয় যে, তটস্থধর্ম্মবশতঃ মায়া ও চিদের উপযোগীযে বিভিন্নাংশ ক্ষুদ্র চেতনসকল উপস্থিত হয়েছে, তারা মূল আত্মস্বরূপ কৃষ্ণের অনুগত-সত্তা বিশেষ।" অতএব জীব স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্ব হওয়ায় ও তটস্থাশক্তিবশতঃ ভগবানের বিভিন্নাংশ হওয়ায় কখনও ব্রহ্ম বা ভগবানের সহিত কোন অবস্থাতেই অভেদ হতে পারে না। অণুচেতন জীব মায়া হতে মুক্ত হলেও পূর্ণব্রহ্ম হবে না। অণুচেতন জীব কেবল মুক্ত হবে না, মুক্তগণের মধ্যেও বিশিষ্ট স্থান প্রাপ্ত হয়ে সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রেম-সেবা লাভ করার যোগ্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৯।২৮ শ্লোকে ভগবান্ স্বয়ং বলেছেন,—"বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি" অর্থাৎ মুক্তগণের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান প্রাপ্ত হয়ে সাক্ষাৎ পরিচর্য্যা করবার জন্য আমার নিকট আসবে।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-কথিত শক্তি-পরিণামবাদে কোন দোষ নাই। ব্রহ্মের শক্তির পরিণাম-প্রাপ্ত বস্তুগুলি ব্রহ্ম নয় ও ব্রহ্ম হতে পারে না, তাই পরিণাম-প্রাপ্ত বস্তুগুলি ব্রহ্ম হতে নিত্যভেদ। কিন্তু 'বেদান্তমতে'—"শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ"—এই উক্তি অনুসারে

শক্তি ও শক্তিমান্ পরস্পর অপৃথক্। এমতাবস্থায় শক্তির পরিণাম-প্রাপ্ত বস্তুগুলি ব্রহ্ম হতে অভেদ। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে এইরূপে অচিন্ত্যভেদাভেদ স্থাপিত হয়েছে। ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের নিত্য ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। এই ভেদাভেদ-সম্বন্ধ স্বীকার করলে ব্রহ্ম-বস্তুতে প্রেমের নিত্যতা প্রতীয়মান হয়। সর্ব্ববাদিসম্মত শ্রীগীতায় ভগবান্ স্বয়ং অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন ;—

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ।।
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ।। (গীতা ৯।৪-৫)

অর্থাৎ—"অব্যক্তমূর্ত্তি তথা অতীন্দ্রিয়মূর্ত্তিস্বরূপ আমি এই সমস্ত জগতে ব্যক্ত আছি। চৈতন্যস্বরূপ আমাতেই সমস্ত ভূত অবস্থিত। ঘটাদিতে মৃত্তিকা যেরূপ অবস্থিত থাকে, আমি সেরূপ অবস্থিত নই অর্থাৎ জগৎ যে আমার পরিণাম বা বিবর্ত্ত, তাহা নয়। আমি চৈতন্যস্বরূপ। আমার শক্তিপ্রভাবে এই জগৎ উৎপন্ন হয়েছে। আমার শক্তিই তাহাতে কার্য্য করেন। আমি পূর্ণচৈতন্যরূপে লব্ধস্বরূপ একটী পৃথক্ তত্ত্ব। আমি বললাম যে, আমাতেই সর্ব্বভূত অবস্থিত ; তাহাতে এরূপ বুঝবে না যে, আমার শুদ্ধস্বরূপে ভূতসকল অবস্থিত, যেহেতু আমার যে মায়া-শক্তিপ্রভাব, তাহাতে সমস্ত অবস্থিত আছে। তোমরা জীববুদ্ধি-দ্বারা ইহার সামঞ্জস্য করতে পারবে না, অতএব ইহাকে আমার অলৌকিক শক্তি, আমার শক্তিকার্য্যকে আমার কার্য্যবোধে আমাকে ভূতভৃৎ, ভূতস্থ ও ভূতভাবন জেনে—এই স্থির করবে যে, আমাতে দেহ-দেহীর ভেদ না থাকায় আমি সর্ব্বস্থ হয়েও নিতান্ত অসঙ্গ।"

"এই মত গীতাতেহো পুনঃ পুনঃ কয়।
সর্ব্বদা ঈশ্বর-তত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তি হয়।।
আমি ত' জগতে বসি, জগৎ আমাতে।
না আমি জগতে বসি, না আমা জগতে।।
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এই ত' গীতার অর্থ কৈল পরচার।।

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।৮৮-৯০)

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী নির্ব্বিশেষবাদী মায়াবাদী প্রকাশানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীবৃন্দের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু শাস্ত্রবিচারদ্বারা শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ-সিদ্ধান্ত অমূলক ও দোষদুষ্ট প্রমাণ করে পরিণামবাদ স্থাপন করেন ; তাঁর ভাষায়,—

"বস্তুতঃ পরিণামবাদ—সেই সে প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি—হয় বিবর্ত্তের স্থান।।
অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম।।

তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি।।
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে।।
প্রাকৃত-বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি,—ইথে কি বিস্ময়।।"

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।১২৩-১২৭)

শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তিকে অস্বীকার করেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তি পরিণামপ্রাপ্ত হয়ে জীব-শক্ত্যাংশে জীবসমূহ, মায়া-শক্ত্যাংশে জড়জগৎ প্রকাশিত হয়েছে এবং ব্রহ্ম স্বয়ং অবিকৃত আছেন। মূল বস্তু নিজে বিকৃত না হয়ে যদি অন্যরূপ ধারণ করে, তবে সেই অন্যরূপকে পরিণাম বলে।

সর্ব্বমান্য শ্রীগীতায় শক্তিপরিণামবাদ স্বীকৃত হয়েছে ; যথা,—

"গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বা সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ।।" (গীতা ১৫।১৩)

আমি পৃথিবীতে প্রবেশ করে নিজ শক্তিদ্বারা সকল ভূতগণকে ধারণ করেছি, রসস্বরূপ চন্দ্ররূপে ব্রীহি-যবাদি ওষধিসকলকে বর্দ্ধিত করে ভূতগণকে পালন করছি। উক্ত শ্লোকে জানা যায় যে, পৃথিবী বা জড়জগৎ, ভূতগণ ও শস্যাদির ধারণ ও পোষণ-কার্য্য ভগবানের কর্ত্তৃত্বে তাঁর নিজ শক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়। সুতরাং ব্রহ্ম বা ভগবান্ নিঃশক্তিক বা নিষ্ক্রিয় নহেন,—ইহা ভগবদ্বাক্যে প্রমাণিত।

জীব ভগবানের বিভিন্নাংশ এবং তটস্থ ভূমিকায় আছে বলে ভগবদ্রাজ্যে যেতে পারে এবং মায়িক রাজ্যেও আসতে পারে। জীব যেহেতু শক্তিতত্ত্ব, তাই শক্তিমানের আশ্রয় ছাড়া থাকতে পারে না। শক্তিমান্ পরমেশ্বরের সেবা করাই জীবের কর্ত্তব্য। জীব কখনও প্রভুতত্ত্ব হতে পারে না। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। ভগবানের স্বরূপে যে উপাদান আছে, জীব অণু অংশ বলে জীবের স্বরূপতঃ সেই উপাদান আছে। ভগবান্ ও জীব একই উপাদানে গঠিত বলে জীব ও ভগবান্ নিত্য অভেদ। জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদরূপে থাকলেও জীব অণুচিৎ বলে অবিদ্যারূপা মায়া জীবকে কলুষিত করে। কিন্তু মায়া পরমাত্মার অধীনা বলে পরমাত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। পরমাত্মা বা ভগবান্ মায়াধীশ ; আর জীব মায়ার বশীভূত। তাই ভগবান্ ও জীবে নিত্য ভেদ। এইরূপে জীব ও ভগবান্ পরস্পর নিত্য ভেদাভেদ-সম্বন্ধ।

মায়াশক্তির পরিণামপ্রাপ্ত বস্তুগুলি জড়। ভগবানের সাথে জড়জগতের নিত্য ভেদ। আবার জড়জগৎ ভগবানের আশ্রয় ব্যতীত থাকতে পারে না। ভগবান্ জগতের অণু-পরমাণুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে নিত্য অভেদরূপে আছেন। তাই ভগবানের সাথে জগতের যুগপৎ ভেদাভেদ-সম্বন্ধ।

ব্রহ্ম তাঁর অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে ইচ্ছামাত্রেই তাঁর পরাশক্তির ছায়া মায়াশক্তির দ্বারা জড়জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং পরাশক্তির অনুশক্তিগত জীবশক্তির দ্বারা অনন্ত জীব প্রকট করেছেন। এস্থলে ব্রহ্মার ইচ্ছাটা বিকার নয়, ইচ্ছাই শক্তিমান্ ব্রহ্মের (ভগবানের) স্বরূপ লক্ষণ। ব্রহ্মের ইচ্ছা না থাকলে কিছুই প্রকাশিত হত না। তাঁর ইচ্ছা হলেই তাঁর শক্তি ক্রিয়া করেন। অতএব, শক্তিরই পরিণাম হয়,—ইহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য ; পরন্তু শক্তিমানের পরিণাম হওয়া অযৌক্তিক ও অবান্তর।

শঙ্করাচার্য্য "তত্ত্বমসি", "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যগুলিকে মহাবাক্য (?) বলেছেন, কিন্তু বেদমতে তাহাতেও জীবকে বা দেহকে ব্রহ্ম বলা হয় নাই। জড়দেহাতিরিক্ত জীবাত্মা যে ব্রহ্মের সাথে সমজাতীয় এবং তজ্জন্য জীবাত্মার জড়ধর্ম্ম থাকতে পারে না—তাহাই উক্ত শ্রুতিসমূহে প্রদর্শিত হয়েছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর টীকায় লিখেছেন,—"তত্ত্বমসি" অর্থাৎ 'ত্বম্ তৎ অর্থাৎ তস্য অসি।' জীব তুমি তাঁর অর্থাৎ পরমেশ্বরের—ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। "অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ 'অহং ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরস্য অস্মি'—আমি পরমেশ্বরের সন্তান বা সেবক—ইহাই অর্থ নির্ণয় হয়। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তাঁর 'তত্ত্বমুক্তাবলী'-গ্রন্থের মধ্যে মায়াবাদের দোষসমূহ প্রকাশ করে মায়াবাদ-মত খণ্ডন করেছেন ; সেই গ্রন্থে 'তত্ত্বমসি' ও 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন,—

"কাচঃ কাচো মণিরপি মণিঃ শুক্তিরেবাস্তি শুক্তিঃ
রূপ্যং রূপ্যং ন ভবতি কদা ব্যত্যয়ং জ্ঞানমেষাম্।
অন্যেষান্তু স্ফুরতি তদীয় জ্ঞানমন্যত্র তদ্বদ্
ভ্রান্ত্যা জীবঃ প্রবদতি তথা তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যম্।।
তৎশব্দার্থঃ প্রকট-পরমানন্দ-পূর্ণমৃতাব্ধি-
স্ত্বং-শব্দার্থো ভব-ভয়ভর-ব্যগ্রচিত্তোঽতিদুঃখী।
তস্মাদৈক্যং ন ভবতি তয়োর্ভিন্নয়োর্বস্তুগত্যা
ভেদঃ সেব্যঃ স খলু জগতাং ত্বং হি দাসস্তদীয়ঃ।।"

(তত্ত্বমুক্তাবলী ১৬।১৭)

অর্থাৎ—"কাচ কাচই থাকে, মণি মণিই থাকে, শুক্তি শুক্তিই থাকে, রৌপ্য রৌপ্যই থাকে ; যেখানে ভ্রমাভাব, সেখানে ইহাদিগের পরস্পর ব্যত্যয়-জ্ঞান কখনই হতে পারে না। তবে যে, কাচে মণি-জ্ঞান এবং শুক্তিতে রজত-জ্ঞান, সে কেবল সাদৃশ্য ভ্রম হতেই জন্মে। তদ্রূপ জীব জীবই থাকেন এবং ব্রহ্ম ব্রহ্মই থাকেন। ভ্রমবশতঃই 'তৎ'-শব্দের প্রথমার্থ, অর্থাৎ 'আমি সেই ব্রহ্ম'. এইরূপ তত্ত্বমস্যাদি-বাক্য বস্তুভ্রম হতেই উক্ত হয়। তাৎপর্য্য এই, যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান, সেখানে তত্ত্বমসির 'তৎ'-শব্দের 'তস্য' অর্থ করে 'আমি ব্রহ্মের দাস'—এই বুদ্ধি অবশ্য হয়ে থাকে।" (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ, তুরা (মেঘালয়), তাং—৩/৯/৯৯]

সর্ব্বপ্রথমে পরমারাধ্যতম জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-চরণে অনন্তকোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন করি। তদনন্তর পূজনীয় ত্রিদণ্ডিপাদগণ, বৈষ্ণববৃন্দ, সুধী সজ্জনমণ্ডলী, মাতৃমণ্ডলী-চরণে আমার অসংখ্য দণ্ডবৎ-প্রণতি। আজ আমাদের বিশেষ আনন্দের দিন। শ্রীবিগ্রহ শ্রীমন্দিরে নূতন বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়ে আমাদের সামনে দর্শন দিচ্ছেন আজ। এটা খুবই সৌভাগ্যের কথা। তবে দুঃখের কথা এই—যে ঠাকুররা এখানে এসেছেন—আজ যাঁর আবির্ভাব-তিথি, আবির্ভাব-তিথি অপেক্ষা জন্মাষ্টমী-তিথি বললে ভাল, তিনি মধ্যরাত্রে আবির্ভূত হয়েছেন। তজ্জন্য যাঁরা এই ব্রত পালন করেন তাঁদের পক্ষে একটু কষ্টকর ব্যাপার, কেননা রাত ১২টা পর্য্যন্ত উপবাস থাকতে হবে। তথাপি ঠাকুর যা করেন, সবই আমাদের মঙ্গলের জন্য। আমাদের একটু কষ্ট হয় হোক, কিন্তু সবটাই আমাদের মঙ্গলের জন্য।

সর্ব্বাগ্রে একটা জিনিষ আলোচনার দরকার মনে করি। বিষয়বস্তু হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-তিথি। সাধারণভাবে আমরা জাগতিক ব্যাপারে মানুষের জন্ম-মৃত্যু শব্দ দুটো ব্যবহার করি। এক্ষেত্রে দেখা যায় *'শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী'*। এটা নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার। প্রাকৃত জগতে জন্ম-মৃত্যু-শব্দ ব্যবহার করলেও এখানে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এই কথার মধ্যে। নারায়ণ যখন এ জগতে আসেন, তখন আবির্ভাব-শব্দ ব্যবহার করা হয়। বসুদেবের ছেলে বাসুদেব যখন এ জগতে আসেন, তখনও আবির্ভাব-শব্দ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু জন্মাষ্টমীতে জন্ম-শব্দ ব্যবহার করা হল কেন? দার্শনিক বিচারে বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে একটা বিশেষ বিচার এর মধ্যে আছে। বিচারটা কি? যিনি খুব গৌরবের বস্তু, ঐশ্বর্য্যপর বিগ্রহ, তাঁর ক্ষেত্রে আবির্ভাব-শব্দ ব্যবহার হয়েছে ; আর ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ যিনি তাঁর ক্ষেত্রে জন্ম-শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেইজন্য জন্ম-শব্দ ব্যবহার হয়েছে। দুটোই অপ্রাকৃত ব্যাপার। একটা ঐশ্বর্য্যপর বিগ্রহের বিশেষণরূপে ব্যবহার হয়েছে 'আবির্ভাব', আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মাধুর্য্যপর, মাধুর্য্যমণ্ডিত বিগ্রহ যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর ক্ষেত্রে জন্ম-শব্দ ব্যবহার হয়েছে স্বাভাবিক। যত ভাল ভাল বিশেষণগুলো আছে এ জগতে, যত ভাল ভাল পদগুলো আছে, সবগুলোই সবথেকে উপরওয়ালা Guardian যিনি সেই শ্রীকৃষ্ণ থেকেই এসেছে। শ্রীকৃষ্ণ—কৃষ্ণ-শব্দ উচ্চারণ করতে গেলে আগে 'শ্রী'-শব্দ লাগান হল। এটা আর একটা বৈশিষ্ট্য। 'শ্রী' অর্থে সাধারণতঃ লক্ষ্মীঠাকুরাণী। আবার বিশেষ অর্থ—সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী। তাহলে শ্রীকৃষ্ণ অর্থে রাধাঠাকুরাণীকে বাদ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় নাই—

এই বিচার দেখানো হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ-শব্দ উচ্চারণ করলে এই অর্থ হয়। এও একটা বৈশিষ্ট্যযুক্ত কথা।

একটা বিষয়ে আমাদের কাছে অনেক সময় প্রশ্ন আসে—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কয়জন? কেন এই প্রশ্ন? শাস্ত্রে দেখা যায়—যিনি বৃন্দাবনের কৃষ্ণ, তিনি বৃন্দাবন ছেড়ে অন্য কোথাও যান না। "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।" এটা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই কথা। কখনও দেখা যাচ্ছে—ব্রজেশ কৃষ্ণ, মথুরেশ কৃষ্ণ, দ্বারকেশ কৃষ্ণ প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে কৃষ্ণ কতজন? একই কৃষ্ণ কি সব জায়গায় লীলা করছেন, না বিভিন্ন কৃষ্ণ বিভিন্ন জায়গায় লীলা করছেন? কথাগুলো প্রত্যেকটার তাৎপর্য্য আছে, ব্যাখ্যা আছে। এখন আলোচনার বিষয়—ভগবান্ কখন কিভাবে আবির্ভূত হচ্ছেন।

অসমোর্দ্ধ লীলা তাঁর। সে লীলা মানুষের সাধারণ যে জ্ঞান, সে জ্ঞানের পরিসীমার মধ্যে নেই। সে লীলা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। প্রশ্ন হতে পারে—যদি সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়, তাহলে আপনি কেন বলছেন? এরও উত্তর আছে। বিভিন্ন অধিকারী ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত আছেন। যাঁদের অধিকার আছে, তাঁরা বুঝবেন ; আর অনধিকারী যারা আছেন তারা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবেন। এছাড়া আর কোন উপায় নেই। আর যদি অধিকার লাভ করার ইচ্ছা হয়, তাহলে শাস্ত্রীয় যে বিচার, তত্ত্বসিদ্ধান্ত, সেটাকে মেনে নিয়ে সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হতে হবে। তাহলে তাঁরা জানতে পারবেন। সবটাই আশ্চর্য্যজনক! সাধারণ মানুষের বেলায় যা হয়, ভগবানের বেলায় তা হয় না। অসম্ভব জিনিষ কিছু ঘটে যায়। সেই যে অসম্ভব ঘটনা, সেটা নিয়ে আলোচনা দরকার আছে। কৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হলেন কংসের কারাগারে তখন একরকম অবস্থা, আবার একই সময়ে নন্দ-গোকুলে সেখানেও কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করছেন। শাস্ত্রে যা আছে, সেটা আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার ব্যাপার। একই সময়ে কৃষ্ণ দুই জায়গায় আবির্ভূত হলেন, জন্মগ্রহণ করলেন। সাধারণতঃ দশ মাস দশ দিনে শিশু জন্মগ্রহণ করে। এখানে কিন্তু সে ব্যাপার হয়নি। অষ্টম মাসে সন্তান প্রসূত হয়েছে। এ জিনিষগুলোর বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতে নাই, কিন্তু বিভিন্ন শাস্ত্রের বিভিন্ন জায়গায় সে ব্যাখ্যাগুলো দেওয়া আছে। আমাদের সেটা Pick up করতে হবে। একস্থানে বলছেন,—

"গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ।
দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা।।"

অর্থাৎ একই সময়ে কংসের কারাগারে আবদ্ধ দেবকীদেবী সন্তান প্রসব করলেন, আবার ঠিক সেই একই সময়ে নন্দ-গোকুলে মা যশোদা কৃষ্ণকে প্রসব করলেন। এটা কি হয়? সাধারণতঃ হয় না, কিন্তু ভগবানের ক্ষেত্রে হচ্ছে। আট মাসে সন্তান হয়েছে। "গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে"—অসম্পূর্ণ গর্ভকাল আটমাস। 'দেবকী চ যশোদাচ সুষুবাতে সমং তদা'—একই সময়ে সন্তান প্রসূত হয়েছে দুই স্থানে। এক জায়গায় বাসুদেব কৃষ্ণ, আর এক জায়গায় নন্দনন্দন কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন। এইখানেই তত্ত্বদর্শনটা এসেছে।

বাসুদেব কৃষ্ণ হচ্ছেন ঐশ্বর্য্যপর বিগ্রহ, আর নন্দনন্দন কৃষ্ণ হচ্ছেন মাধুর্য্যমণ্ডিত সম্ভোগ-বিগ্রহ। সুতরাং তত্ত্বদর্শনগুলো আমদের বুঝতে হবে।

আমরা গল্প খুব ভালবাসি আজকাল। আগেকার দিনে খুব শিক্ষিত ব্যক্তি—যাঁরা পণ্ডিত তাঁরা শাস্ত্রীয় তত্ত্বদর্শন নিয়ে আলোচনা করতেন বেশী। এখন সময়টা এমন হয়েছে যে, খুব গল্প-প্রবণতা আমাদের এসে গেছে। আমরা গল্প শুনতে চাই, তত্ত্বদর্শন আলোচনা ভাল লাগে না আমাদের। কেন ভাল লাগে না? মাথায় ঢোকে না। তজ্জন্য ওটাকে এড়িয়ে যেতে চাই। কিন্তু বাচ্চা শিশুদের শিক্ষা দিতে গেলে সেখানে দেখা যায়, Eshops Fables এর গল্প আছে। একটা গল্প বলে তারপরে তার Moralটা বলা হল—"Grapes are sour"। তারও একটা তাৎপর্য্য আছে। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত, এমনকি খুব বেশী শিক্ষিত ব্যক্তিকেও দেখা যায় তারা আখ্যান-উপাখ্যানটা বেশী শুনতে চান। তার ভিতরে কি শিক্ষা, সেটা নিতে চান না। এইটা আমাদের দুঃখের বিষয়। শাস্ত্র তত্ত্বদর্শন শিখিয়েছেন আমাদের, যে জিনিষটা আমাদের মাথায় ঢোকে না। যে জিনিষ একবার আলোচনা করি আমরা, পরিষ্কার হয় না সেটা। বার বার যদি আলোচনা করি তাহলে সেটা পরিষ্কার হয়। তাই জিনিষটা বুঝতে কষ্ট বলে তাকে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বলেছেন,—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
যাহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস।।"

কৃষ্ণতত্ত্ব কি সেটা বুঝতে গেলে আমাদের তত্ত্বসিদ্ধান্ত আলোচনা করতে হবে, দার্শনিক বিচার এসে যাবে। যখনই দার্শনিক বিচার আরম্ভ করব, তখনই আপনারা সব ঝিমোতে আরম্ভ করবেন, ঘুমোতে আরম্ভ করবেন। আমার মাননীয় শ্রোতা যাঁরা আছেন সবাই যদি ঝিমোতে আরম্ভ করেন, তাহলে আমি কি বলব? সেজন্য আসরটাকে চালু রাখতে হবে মাঝে মাঝে গল্প দিয়ে। তা না হলে আমার বক্তব্য আমি বলতে পারি না।

কৃষ্ণের আবির্ভাব, আবার কৃষ্ণের জন্ম—দুটো ক্ষেত্র। তাই একটু ব্যাখ্যা দিতে হল। ভগবানের সবকিছুই অসমোর্দ্ধ। তিনি নিজে শাস্ত্রে যা বলছেন, সে-সব তত্ত্বসিদ্ধান্তগুলো আমরা নিতে চাচ্ছি না। স্বয়ং ভগবান্ নিজে বলছেন গীতা-ভাগবতে। একে বলা হয়েছে Direct speech, আর বেদকে বলা হল Indirect speech। বেদ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে শ্রীমদ্ভাগবতে বলা আছে,—

'পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা।।"

পরোক্ষবাদ—Indirect speech হল বেদ। কিন্তু গীতা, ভাগবত Direct speech। এতে বেশী শক্তি আছে, ক্ষমতা বেশী আছে। তাহলে কি করব আমরা? আমরা কি তাহলে বেদকে অস্বীকার করব?—এমন প্রশ্ন যদি কেউ করেন, তদুত্তরে শাস্ত্র বলছেন,—না, আগে আমাদের বেদকে মানতে হবে। শাস্ত্রে সে সনাতন ধর্ম্মতত্ত্বের

মূল যে কারণ, সেটা হল বেদ। 'সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম' কথাটা বলা আছে। আবার সনাতন ধর্ম্মের আর একটা দিক্ আছে। তাকে বলে গুরুবাদী ধর্ম্ম। একটু যদি আলোচনার দিকটা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে বলতে হবে Ture Catholic Religion। তাকে বলে গুরুবাদী ধর্ম্ম, সনাতন ধর্ম্ম। আমি নিজে নিজে সব অ, আ, ক, খ শিখতে পারিনি, কেউ পারেন নি। সেখানে আমার থেকে যিনি কিছু বেশী জানেন, বোঝেন তাঁর কাছে শিক্ষাগ্রহণ করতে হচ্ছে। সনাতন ধর্ম্ম তাকেই বলে, আমরা গুরুপরম্পরায় যে শিক্ষা লাভ করেছি সেই শিক্ষা। বাচ্চা ছেলের হাতে খড়ি দেওয়া হয়। সবক্ষেত্রে আছে এটা। 'অক্ষর পরিচয়' কথাটা আছে। অক্ষর পরিচয় মানে কি? 'ক্ষর' বস্তুর সঙ্গে পরিচয় নয়, 'অক্ষর' বস্তুর সঙ্গে পরিচয়। অক্ষর বস্তু কে? অক্ষর বস্তু কি? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা তা পরিষ্কার করে দিয়েছেন,—

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ।।

অক্ষর হচ্ছেন পরব্রহ্ম ভগবান্। বাচ্চাকে সেটাই শেখানো হবে। ভগবান্ অক্ষররূপে জগতে প্রকাশিত। কোথায় প্রকাশিত হয়েছেন প্রথম তিনি? বৈকুণ্ঠজগতে। বৈকুণ্ঠে তাঁর আবির্ভাব, প্রকাশ। সেই ভগবান্ আবার এ ভৌমজগতেও আসছেন। ভগবান্ লীলা কোথায় করলেন?—যদি প্রশ্ন করেন আপনারা, তাহলে শাস্ত্রে বর্ণনা আছে—তিনি তাঁর নিজস্ব স্থানে লীলা করেছেন। ৮৪ ক্রোশ ভূমি যে স্থান, সেখানে ভগবান্ লীলা করেছেন। যদি সেই স্থান ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে সেই স্থান হল উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত স্থান কতকগুলো, তার ভিতরে অনেকগুলো জায়গা পড়েছে। এখানকার সবকিছু। তাহলে বাহদুরি কি আছে ভগবানের? নিশ্চয়ই বাহাদুরি আছে। ভগবান্ যে স্থানে আসেন, শুভাগমন করেন সেই স্থানটা তাঁর পদাঙ্কপূত স্থান। সেটা জগতের মধ্যে হলেও তার পৃথক্ সত্তা। সেখানে যাঁরা থাকবেন তাঁরা নিশ্চয়ই সুকৃতিবান্ ব্যক্তি। তাঁদের সাধন-ভজনের অনেক সুযোগ-সুবিধা—এ জিনিষটা বুঝতে হবে।

যেমন ধরুন ভারতবর্ষ। আমরা এখানে জন্মগ্রহণ করেছি, লেখাপড়া শিখেছি, ভারতই আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র। অন্যান্য স্থান থেকে ভারতভূমির বৈশিষ্ট্য আছে। পদকর্ত্তা দেখাচ্ছেন—"ভারতভূমিতে মানুষ জনম আর কি এমন হবে?' কথাটা এসেছে। কেন? কিসের বৈশিষ্ট্য? এই ভারতভূমি ঋষি-অধ্যুষিত ভূমি। এখানে জন্মগ্রহণ করা এবং এখানে সবকিছু শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য জায়গার থেকে বৈশিষ্ট্য অধিক আছে। ঋষিগণের আশীর্ব্বাদপুষ্ট এ স্থান। স্বয়ং ভগবান্ আসছেন এ স্থানে। অবতার যত এসেছেন সব এই ভারতভূমিতেই। সেজন্য ভারতভূমির বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করা খুব বাহাদুরি ও খুব সৌভাগ্যের বিষয়। কেন না, ঋষিগণের কৃপা লাভ করা যাবে, ভগবৎকৃপা লাভ করা যাবে শীঘ্র শীঘ্র। কিন্তু সাধন-ভজন করলে তবে ত' ভগবৎকৃপা লাভ করা যাবে। প্রথম সৌভাগ্য পেলাম আমরা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করার। ঋষিগণের

আশীর্ব্বাদ পেলাম। কিন্তু সাধন-ভজন না করলে কি কেউ বাস্তব ফল লাভ করতে পারেন? সেটা ত' ভুলে যাচ্ছি আমরা। ঋষিগণের যে অবদান, তাঁদের যে শিক্ষা, তাঁদের যে নীতি-আদর্শ সেটা ত' আমরা পালন করতে পারছি না। সেদিকে ত' আমাদের মতিগতি যাচ্ছে না। আমরা প্রায়ই নাস্তিক হয়ে পড়েছি বর্ত্তমানে।

কোন কোন সম্প্রদায়ের ধার্ম্মিক ব্যক্তি তারা সময়মত প্রার্থনা করেন, নামাজ পড়েন, চার্চে যান, কিন্তু আমরা যে সনাতন হিন্দুধর্ম্মে রয়েছি, আমাদের ক্ষেত্রটা বড় নড়বড়ে। আমরা ঠিক ঠিকভাবে আলোচনা করতে পারছি না, Practical fieldএ আমরা সেটা দেখাতে পারছি না। এ deviationটা কেন এসেছে আমাদের? এটা নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষে দুর্ব্বলতা। সুতরাং আমাদের একটা জিনিষ চিন্তা করতে হবে। সেই চিন্তাটা কি? যে জিনিষটাকে আমরা ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি, সেটা ভাল কথা নয়। যদি আমরা সত্যই ঋষিগণের আশীর্ব্বাদপুষ্ট, তাহলে তাঁদের বিচারধারা, চিন্তাধারার সবগুলোই আমাদের রক্ষা করে চলতে হবে। সেটা কেন ভুলে যাচ্ছি আমরা? এটা খুব পরিতাপের কথা, দুঃখের কথা। সমগ্র জগতে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকমের বিচার বাজারে আছে। কিন্তু ঋষিগণ যে শিক্ষা দিয়েছেন, সেই শিক্ষার উপরে আজ পর্য্যন্ত কেউ কোন কথা বলতে পেরেছেন আজ পর্য্যন্ত? পারেন নি কেউ। সুতরাং তাঁদের কাছে ঋণী আমরা। কিভাবে ঋণী আমরা তাঁদের কাছে, সে জিনিষটা বিশেষ করে আমাদের আলোচনার বিষয়, অনুভবের বিষয়। সে জিনিষটাকে আমরা বর্ত্তমানে সরিয়ে দিতে চাচ্ছি। সেটাকে Avoid করে চলছি। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ খুব দুঃখ করে বলেছেন গীতার মধ্যে—এই জগতে দুরকমের লোক আছে। আলোচনা যদি করি আমরা তাহলে দেখি ভগবান্ও দুঃখ করছেন। তাঁর সন্তান আমরা সবাই। 'সর্ব্বে ব্রহ্মজা ব্রাহ্মণা ভবন্তি'—কথাটি আছে। জগতে যত মানুষ আছে সবাই ভগবানের সন্তান। সে কথা ত' শাস্ত্রে বলা আছে। তাহলে সেই ভগবান্ এত দুঃখিত কেন? তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে না, তত্ত্বদর্শন আলোচনা হচ্ছে না, সেজন্য তিনি দুঃখিত। ভগবান্ বললেন, জগতে দুটো Section আছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আলোচনা যদি করি তাহলে আমরা অনেক রকম বলব, কিন্তু ভগবান্ দু'রকম বলছেন। সে দু'রকম কি?

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু।।

এ জগতে দু'রকমের লোক আছে—সুর এবং অসুর। সুর কাকে বলবেন? যাঁরা নীতি-আদর্শবাদী, তাঁদের। আর অসুর কাকে বলবেন? যারা নীতি-আদর্শের ধার ধারে না, তাদের। 'বিষ্ণুভক্ত ভবেদ্দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ'—ভগবানে যাঁদের শ্রদ্ধা আছে, বিশ্বাস আছে, নির্ভরতা আছে তাঁরা হলেন দৈবী ভাবাপন্ন। আর ভগবানের বিরোধী যারা, তাদের বলছেন আসুরিক ভাবাপন্ন। এ কথাটা আমরা বলছি না, স্বয়ং ভগবান্ বলেছেন, সেই কথাটা আমরা হয়ত' উচ্চারণ করছি। বিচারটা ত' ভগবান্ নিজেই দেখিয়েছেন। নাস্তিকের

তালিকা দিয়েছেন তিনি। আস্তিকগণের তালিকা আগে দিয়েছেন, সে সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা করেছেন। তারপরে সখা অর্জ্জুনকে বলছেন,—"দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু।।" দৈবী ভাবাপন্ন লোকের কথা আমি আগে আলোচনা করেছি। এখন আমি আসুরিক ভাবাপন্ন লোকেদের ইতিহাস বলছি। বর্ত্তমান দুনিয়ায় আমরা শুনছি, খুবই পরিতাপের বিষয়, আস্তিক আর নাস্তিক দু'দলের সমান সম্মান আজকাল। তাহলে ভগবানের যে বিচার, সে বিচারের বিরোধী বিচার নিয়ে আমরা বসে আছি। ভগবান্ ত' তা বলছেন না। এমনিও দার্শনিক বিচারের ক্ষেত্রেতে প্রায়ই আমরা শুনতে পাই আমরা Moralist। শুধু গল্প শুনলে ত' আর হবে না। ধার্ম্মিক ভাবাপন্ন যাঁরা, নীতি-আদর্শপরায়ণ যাঁরা, তাঁদের কি বলা হবে?—Rational being। মানুষের দুটো স্বভাব আছে, একটা Rationality, আর একটা Animality। মানুষ যদি Rational being হয়, তাহলে সেটা তার জীবন থেকে বাদ যাবে কেন? নীতি-আদর্শপরায়ণতা বাদ যাবে কেন একজন মানুষের জীবন থেকে? 'ভারতভূমিতে মানুষ জনম আর কি এমন হবে?'—এটা কিভাবে আমরা প্রমাণ করব। শাস্ত্র বলছেন, পশু যা করে মানুষ যদি তাই করে, তাহলে মানুষের বৈশিষ্ট্য কি? সে বৈশিষ্ট্যের কথা শাস্ত্রে বলা হল। সাধন-ভজন করতে পারে না পশু-পক্ষী, জন্তু-জানোয়ারেরা, কিন্তু ভগবান্ মানুষকে বিশেষ ক্ষমতা, বিশেষ অধিকার দিয়েছেন মানুষকে। ছেলেবেলায় একটা কবিতা পড়েছিলাম, আপনারাও অনেকে পড়েছেন—'The Gifts of God'। সেখানেও দেখা যায় মানুষকে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা, অধিকার দিয়ে সৃষ্টি করেছেন ভগবান্। কি কি বিশেষ ক্ষমতা, অধিকার দিয়েছেন? তাকে Health —স্বাস্থ্য দিয়েছেন, Wealth—সম্পদ্ দিয়েছেন, Wisdom—জ্ঞান দিয়েছেন, Honour—সম্মান দিয়েছেন, Pleasure—আনন্দ দিয়েছেন, কিন্তু তিনি একটা জিনিষ দেন নি। কি দেন নি? Rest, Peace of mind—মানসিক শান্তি দেননি। কেন দেননি? এই মানসিক শান্তির জন্য তোমাদের আবার আমার কাছে ফিরতে হবে, ফিরে তাকাতে হবে। পাশ্চাত্ত্য দেশের কবি, তিনি যে এগুলো বলেছেন তা শাস্ত্রের কথা। আমরা শান্তি শান্তি করছি, পাশ্চাত্ত্যদেশও ত' Peace Peace করছে, কিন্তু Achivement কি করে হবে? যে Process, Procedure আমরা নিচ্ছি তার দ্বারা শান্তি সম্ভব নয়। সর্ব্বদা উল্টোটাই নিচ্ছি আমরা, কি করে শান্তি পাব? 'স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী' বলছেন উপনিষদ। শান্তি যেভাবে লাভ হবে তার ব্যবস্থাটা নিলে তবে ত' শান্তি পাব আমরা। তা ত' নিচ্ছি না আমরা। (ক্রমশঃ)

(ত্রিদণ্ডিস্বামী) শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের পক্ষে (ত্রিদণ্ডিস্বামী) শ্রীভক্তিবেদান্ত আচার্য্য (মহারাজ)-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

卐 স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। 卐

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।



নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

卐 অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ 卐

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫১শ বর্ষ } ২৩ কেশব, কারণোদশায়ী, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ
২৯ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৪০৬, ইং ১৬/১২/৯৯ { ১০ ম সংখ্যা

সানুবাদং

দক্ষাদি দেবগণ-কৃতঃ শ্রীশ্রীহরি-স্তবঃ

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তমেঽধ্যায়ে—২৬-৩৭)

শ্রীদক্ষ উবাচ ঃ—

শুদ্ধং স্বধাম্ন্যুপরতাখিলবুদ্ধ্যবস্থং
চিন্মাত্রমেকমভয়ং প্রতিষিধ্য মায়াম্।
তিষ্ঠংস্তয়ৈব পুরুষত্বমুপেত্য তস্যা-
মাস্তে ভবানপরিশুদ্ধ ইবাত্মতন্ত্রঃ ॥ ১ ॥

(প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞস্থলে ভগবান্ শ্রীহরিকে সমাগত দর্শন করিয়া ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও ত্রিলোচনপ্রমুখ দেবতাবৃন্দ সসম্ভ্রমে অবনতমস্তকে অধোক্ষজ শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিলেন,—)

শ্রীদক্ষ কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি স্বীয় স্বরূপশক্তি-বৈভব পরম বৈকুণ্ঠে

অবস্থান করিয়া প্রকৃতি-সংসর্গ হইতে নিত্য নির্ম্মুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম-রুদ্রাদির ন্যায় আপনি কখনও প্রকৃতির সংসর্গে আবিষ্ট হন না। অতএব আপনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, চিদ্ঘনস্বরূপ অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ; আপনাতে দ্বিতীয় বস্তু মায়ার অবস্থান নাই, সুতরাং আপনি অভয়স্বরূপ; আপনি মায়াধীশ, তাই মায়াকে অভিভূত করিতে সমর্থ এবং স্বতন্ত্র ভগবদ্রূপে অবস্থান করিয়াও মহৎস্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী পুরুষরূপ ধারণপূর্ব্বক প্রকৃতি-ঈক্ষণাদি মায়াসম্বন্ধী ব্যাপারে নিযুক্ত থাকেন ; তাহাতে আপনাকে প্রাকৃত-লোক অক্ষজ-দৃষ্টিতে অপরিশুদ্ধের ন্যায় দর্শন করে ; পরন্তু আপনি পরিশুদ্ধ, মায়াধীশ-রূপেই অবস্থান করেন ॥ ১ ॥

শ্রীঋত্বিজ ঊচুঃ,—

তত্ত্বং ন তে বয়মনঞ্জন রুদ্র-শাপাৎ
কর্ম্মণ্যবগ্রহধিয়ো ভগবন্ বিদামঃ ।
ধর্ম্মোপলক্ষণমিদং ত্রিবৃদধ্বরাখ্যং
জ্ঞাতং যদর্থমধিদৈবমদো ব্যবস্থাঃ ॥ ২ ॥

ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন,—হে নিরঞ্জন! নন্দীশ্বরের অভিশাপে আমাদিগের বুদ্ধি কর্ম্মেই আসক্ত হইয়াছে ; আমরা নিতান্ত মূঢ়, সেইজন্যই আপনার তত্ত্ব অবগত নহি। কিন্তু আমরা আপনার ত্রয়ী-প্রতিপাদ্য এবং ধর্ম্মের উপলক্ষণভূত এই 'যজ্ঞ'-নামক স্বরূপ অবগত আছি। আপনি এই যজ্ঞসিদ্ধির জন্যই বিভিন্ন দেবতাধিকারে তত্তদধিকারোচিত যজ্ঞভাগাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন ॥ ২ ॥

শ্রীসদস্যা ঊচুঃ,—

উৎপত্ত্যধ্বন্যশরণ উরুক্লেশদুর্গেঽন্তকোগ্র-
ব্যালান্বিষ্টে বিষয়-মৃগ-তৃষ্যাত্মগেহোরুভারঃ ।
দ্বন্দ্বশ্বভ্রে খল-মৃগ-ভয়ে শোকদাবেঽজ্ঞসার্থঃ
পাদৌ কস্তে শরণদ কদা যাতি কামোপসৃষ্টঃ ॥ ৩ ॥

সদস্যগণ কহিলেন,—হে আশ্রয়প্রদ! সংসারবর্ত্ম দুঃসহ ক্লেশযোগে নিরতিশয় দুর্গম। অনন্তরূপী ভীষণ কালসর্প নিরন্তর ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছে ; এই স্থান সুখ-দুঃখাদি-গর্ত্তে পরিপূর্ণ, তাহাতে আবার খলরূপ ব্যাঘ্রাদির ভয় এই স্থানে নিরন্তর বর্ত্তমান, শোকরূপ দাবাগ্নি নিয়তই প্রজ্জ্বলিত, বিষয়রূপ মৃগতৃষ্ণিকা সর্ব্বদাই জীবকে প্রলোভিত করিতেছে, ইহাতে কোন বিশ্রামের স্থান নাই। অজ-ব্যক্তিগণ এইরূপ জন্ম-মরণাদি-লক্ষণযুক্ত সংসারমার্গেই দেহ ও গেহের ভারে আক্রান্ত ও কামবশে প্রপীড়িত হইয়া বাস করিতেছে। আহা! তাহারা কতদিনেই বা আপনার চরণরূপ আশ্রয়স্থল প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩ ॥

শ্রীরুদ্র উবাচ,—

তব বরদ বরাঙ্ঘ্রাবাশিষেহাখিলার্থে
হ্যপি মুনিভিরসক্তৈরাদরেণার্হণীয়ে ।
যদি রচিতধিয়ং মাবিদ্যালোকোপহবিদ্ধং
জপতি ন গণয়ে তৎ ত্বৎপরানুগ্রহেণ ॥ ৪ ॥

শ্রীরুদ্র কহিলেন,—হে বরদ! ভবদীয় শ্রীচরণ নিখিলবাঞ্ছিতফল-প্রদানে সমর্থ। এইজন্য নিষ্কাম মুনিগণও আদরপূর্ব্বক উহার সেবা করিয়া থাকেন। আপনার চিত্ত আপনার সেই সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ-চরণে সংলগ্ন রহিয়াছে। মূর্খলোকসমূহ সেই কারণে আমাকে সদাচার-ভ্রষ্ট বলিয়া জল্পনা করে,—তাহাও আমি আপনার কৃপায় কিছুমাত্র গ্রাহ্য করি না ॥ ৪ ॥

শ্রীভৃগুরুবাচ,—

যন্মায়য়া গহনয়াপহৃতাত্মবোধা
ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতস্তমপি স্বপন্তঃ ।
নাত্মন্ শ্রিতঃ তব বিদন্ত্যধুনাপি তত্ত্বং
সোঽয়ং প্রসীদতু ভবান্ প্রণতাত্মবন্ধুঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীভৃগু কহিলেন,—যাঁহারা দুস্তরা মায়াদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান আচ্ছাদিত হওয়ায় ব্রহ্মাদি দেহিসকল অজ্ঞান-তিমিরে শয়ন করিয়া আছেন, যাঁহার তত্ত্ব তাঁহাদিগকে আত্মায় প্রসুপ্তরূপে অবস্থিত থাকিলেও তাঁহারা অদ্যাপি সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছেন না, সেই শরণাগত-জনপালক আপনি প্রসন্ন হউন্ ॥ ৫ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ,—

নৈতৎ স্বরূপং ভবতোঽসৌ পদার্থ-
ভেদগ্রহৈঃ পুরুষো যাবদীক্ষেৎ ।
জ্ঞানস্য চার্থস্য গুণস্য চাশ্রয়ো
মায়াময়াদ্ব্যতিরিক্তো মতস্ত্বম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—জীব বিষয়গ্রাহক অক্ষজ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা যাহা দর্শন করে, তাহা আপনার স্বরূপ নহে। অসৎ বস্তুমাত্রই মায়াময়, আপনি তাহা হইতে ভিন্ন—ইহাই সাধুগণের অভিমত। আপনি জ্ঞান, পদার্থ ও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় ॥ ৬ ॥

শ্রীইন্দ্র উবাচ,—

ইদমপ্যচ্যুত বিশ্বভাবনং বপুরানন্দকরং মনোদৃশাম্ ।
সুরবিদ্বিট্ক্ষপণৈরুদায়ুধৈর্ভুজদণ্ডৈরুপপন্নমষ্টভিঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীইন্দ্র কহিলেন,—হে অচ্যুত! আপনি ধর্ম্মসংস্থাপক ও অধর্ম্ম-বিনাশক। আপনার

এই শরীর-প্রাকট্য বিশ্বের কল্যাণের জন্য ; তাই উহা ভক্তগণের মন ও চক্ষুর আনন্দদায়ক। আপনি ভক্তবিদ্বেষী দৈত্যগণের বিনাশার্থ অস্ত্র ধারণ করিয়া থাকেন বলিয়া আপনার আটটী বাহু আটটী দীর্ঘ দণ্ডের ন্যায় আপনার শরীরে যুক্ত রহিয়াছে ॥ ৭ ॥

শ্রীপত্ন্য ঊচুঃ,—

যজ্ঞোঽয়ং তব যজনায় কেন সৃষ্টো
বিধ্বস্তঃ পশুপতিনাদ্য দক্ষকোপাৎ ।
তং নস্ত্বং শবশয়নাভ শান্তমেধং
যজ্ঞাত্মন্ নলিনরুচা দৃশা পুনীহি ॥ ৮ ॥

ঋত্বিজ্‌গৃহিণীগণ কহিতে লাগিলেন,—হে যজ্ঞেশ্বর! তোমার পূজাবিধান করিবার জন্যই ব্রহ্মা পূর্ব্বে এই যজ্ঞের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন ; কিন্তু দক্ষের প্রতি ক্রোধবশতঃ মহাদেব অদ্য এই যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছেন। এক্ষণে উহার পশুহিংসাদিরূপ উৎসব নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে। অতএব আপনি পদ্মপলাশলোচনের কৃপাদৃষ্টিদ্বারা উহাকে পবিত্র করুন ॥ ৮ ॥

শ্রীঋষয় ঊচুঃ,—

অনন্বিতং তব ভগবন্ বিচেষ্টিতং
যদাত্মনাচরসি হি কর্ম্ম নাজ্যসে ।
বিভূতয়ে যত উপসেদুরীশ্বরীং
ন মন্যতে স্বয়মনুবর্ত্ততীং ভবান্ ॥ ৯ ॥

ঋষিগণ কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনার আচরিত অভূতপূর্ব্ব ; যেহেতু আপনি স্বশরীরে কার্য্য করিয়াও কার্য্যের সহিত লিপ্ত নহেন। অন্যান্য জীব বিভূতি-কামনায় যে লক্ষ্মীদেবীর ভজনা করিয়া থাকেন, সেই লক্ষ্মী স্বয়ংই উপস্থিত হইয়া আপনার সেবার জন্য লালায়িতা ; কিন্তু তথাপি আপনি তাহাকে গ্রাহ্য করেন না ॥ ৯ ॥

শ্রীসিদ্ধা ঊচুঃ,—

অয়ং তৎকথামৃষ্ট-পীযূষনদ্যাং
মনোবারণঃ ক্লেশ-দাবাগ্নি-দগ্ধঃ ।
তৃষার্ত্তোঽবগাঢ়ো ন সস্মার দাবং
ন নিষ্ক্রামতি ব্রহ্মসম্পন্নবন্নঃ ॥ ১০ ॥

সিদ্ধগণ কহিলেন,—হে ভগবন্! আমাদের মনোমাতঙ্গ ক্লেশ-দাবানলে দগ্ধ, সুতরাং তৃষ্ণায় কাতর। কিন্তু তাহারা যখন ভবদীয় বিশুদ্ধ কথামৃত-তটিনীতে অবগাহন করে, তখন দাবাগ্নিতুল্য সংসার-ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া যায় এবং ভগবৎসেবা-সম্পত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায় তাহারা আপনার সেবা পরিত্যাগ করিয়া আর অন্য বিষয়ে নিবিষ্ট হয় না ॥ ১০ ॥

শ্রীযজমান্যুবাচ,—

স্বাগতং তে প্রসীদেশ তুভ্যং নমঃ
শ্রীনিবাস শ্রিয়া কান্তয়া ত্রাহি নঃ ।
ত্বামৃতেঽধীশ নাঙ্গৈর্মখঃ শোভতে
শীর্ষহীনঃ কবন্ধো যথা পুরুষঃ ॥ ১১ ॥

দক্ষপত্নী কহিলেন,—হে ঈশ! আপনি সুখে আগমন করিয়াছেন ত'? আপনি প্রসন্ন হউন্ ; আপনাকে নমস্কার করি। হে শ্রীনিবাস! আপনি স্বীয় ভার্য্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। হে অধীশ! মস্তকবিহীন কবন্ধ (কায়মাত্রযুক্ত) পুরুষ যেমন কেবল কর-চরণাদি অবয়বদ্বারা শোভিত হয় না, তদ্রূপ আপনি ব্যতীত যজ্ঞ শোভা পাইতেছে না ॥ ১১ ॥

শ্রীলোকপালা ঊচুঃ,—

দৃষ্টঃ কিং নো দৃগ্‌ভিরসদ্‌গ্রহৈস্ত্বং
প্রত্যগ্‌দ্রষ্টা দৃশ্যতে যেন বিশ্বম্ ।
মায়া হ্যেষা ভবদীয় হি ভূমন্
যৎ ত্বং ষষ্ঠঃ পঞ্চভির্ভাসি ভূতৈঃ ॥ ১২ ॥

লোকপালগণ কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বসাক্ষী, সুতরাং নিখিল বিশ্বসংসার সর্ব্বদা পরিদর্শন করিতেছেন। আমরা এতাদৃশ আপনাকে বিষয়াভিভূত প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা কি করিয়া দেখিতে পাইব? আপনি যে আমাদের নিকট পঞ্চভূতের অতিরিক্ত ষষ্ঠ ভূতবিশেষরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তাহাও আপনারই মায়া-প্রভাব ॥ ১২ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩২৭ পৃষ্ঠার পর]

ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া ভক্তি

১। একান্তভক্তের বিশ্বাসটি কি?

"কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, আর কোন কার্য্যদ্বারা রক্ষা নাই বা আর কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই,—একান্তভক্ত এইমাত্র বিশ্বাস করেন।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৩

২। ব্যবহারিক দুঃখ উপস্থিত হইলে নামাশ্রিত ভক্ত কি করেন?

"ভক্ষ্য আচ্ছাদন যদি সহজে না পায়।
অথবা পাইয়া কোন গতিকে হারায়।।

নামাশ্রিত ভক্ত অবিক্লবমতি হঞা।
গোবিন্দশরণ লয় আসক্তি ছাড়িয়া।।"

—ভঃ রঃ চতুর্থ যামসাধন

৩। পরা মুক্তি ও পরা ভক্তি কি পৃথক্ তত্ত্ব?

"মুক্তি ও পরা ভক্তিতে কিছুমাত্র ভেদ নাই, বরং যাঁহারা ভেদ দৃষ্টি করেন, তাঁহারা তদুভয়ের মধ্যে কোনটিকেই উপলব্ধি করেন নাই,—ইহাই প্রতীত হয়।"

—তঃ সূঃ, ১৯ সূঃ

৪। ঐকান্তিকগণ কোন্ কোন্ ভক্ত্যঙ্গ যাজন করেন?

"একান্ত কৃষ্ণভক্তদিগের শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রিয় ; প্রায়শঃ তাঁহারা ঐ দুই অঙ্গ ব্যতীত আর কোন অঙ্গে ব্যস্ত হন না।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১০।৬

৫। নামসাধকের কোন্ বিষয়ে আগ্রহ থাকা আবশ্যক?

"যিনি নামসাধনে ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার তিনটী বিষয়ে আগ্রহ থাকা আবশ্যক অর্থাৎ সাধুসঙ্গ, সুনির্জ্জন এবং নিজের সুদৃঢ়ভাব বা পরাকাষ্ঠা ; ইহাকে 'নির্ব্বন্ধ' বলা যায়।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

৬। 'নির্ব্বন্ধ'-শব্দের অর্থ কি?

" 'নির্ব্বন্ধ'-শব্দের অর্থ এই যে, সাধক ১০৮ সংখ্যক তুলসীমালায় এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর জপ করিবেন। চারিবার মালা ফিরিলে একগ্রন্থ হয়। একগ্রন্থ নিয়ম করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে করিতে ১৬ গ্রন্থে একলক্ষ নামের নির্ব্বন্ধ হইবে। ক্রমশঃ তিন লক্ষ করিলে অখিলকাল নামেতেই যাপিত হইবে। সমস্ত পূর্ব্বমহাজনগণ প্রভুর এই আদেশ পালন করিয়া সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।"

—'প্রমাদ', হঃ চিঃ

৭। ব্যবধানদোষ কি পরিত্যাজ্য নহে?

"নাম নিরন্তর হওয়া আবশ্যক,—নামগ্রহণসময়ে যেন অন্য ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার ব্যবধান আসিয়া ব্যাঘাত না করে।"

—'ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া ভক্তিঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৩।১৫

৮। নামগ্রহণকালে সাধকের কিরূপ চিত্তবৃত্তি হওয়া উচিত?

"নামগ্রহণ করিবার সময় এইরূপ আশা আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকুক। অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকসকল যেমত জননী দেখিবার আশা করে, বৎসতরগুলি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যেরূপ মাতৃস্তন্য পাইবার জন্য প্রতীক্ষা করে, বিদেশগত প্রিয়ব্যক্তির ধ্যানে প্রিয়া যেরূপ বিষণ্ণ হইয়া থাকে, আমার মনও সেইরূপ তোমার দর্শন-লালসায় ব্যগ্র হউক।"

—'ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া ভক্তিঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৩।১৬

৯। নামাশ্রিত ব্যক্তিগণের কর্ম্মজ্ঞানসম্মত প্রায়শ্চিত্ত করণীয় কি?

"যাঁহারা নাম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্ম-জ্ঞানের সম্মত অন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই।"

—'ঐকান্তিকী নামাশ্রয় ভক্তিঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৩।১৭

১০। ঐকান্তিক নামাশ্রিত ব্যক্তির আচার-বিচার কিরূপ?

"কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই ছয়টী চিত্তবৃত্তির অপব্যবহার হইতেই পাপ হয়। যিনি নামকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি কোন পাপ করেন না। কৃষ্ণকথায় ও কৃষ্ণসেবামূলক বৈষ্ণবসংসারে কামকে নিযুক্ত করিয়া পরস্ত্রীসংগ্রহ, প্রয়োজনাধিক অর্থ সংগ্রহ, প্রতিষ্ঠাতৎপরতা, বঞ্চনা ও চৌর্য্য ইত্যাদি দুষ্ট কর্ম্ম আর করেন না ; কৃষ্ণ-বৈষ্ণববিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধকে নিযুক্ত করিয়া বহির্ম্মুখ সংসর্গ দূর করেন; সুতরাং পরপীড়ন ও নির্য্যাতনরূপ ক্রিয়া হইতে বিরত থাকেন,—ক্রোধ সে স্থলে তরুধর্ম্মের ন্যায় সহিষ্ণুতায় পরিণত হয় ; কৃষ্ণরসাস্বাদনে লোভকে নিযুক্ত করিয়া আর ভাল খাওয়া, পরা ও সুন্দরী স্ত্রীসঙ্গ ও অপর্য্যাপ্ত অর্থসঞ্চয়ের প্রতি দৃক্‌পাত করেন না ; মোহকে চিদ্রসে নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণলীলাসৌন্দর্য্য ও বৈষ্ণব-চরিত্রে মোহিত হন ; ধন-জন ও জড় সুখাদিতে মোহপ্রাপ্ত হন না ;—অসৎসিদ্ধান্তে মোহিত হইয়া মায়াবাদ বা নাস্তিক্যবাদ ও কুতর্কপ্রিয়তা ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করেন না ; মদকে কৃষ্ণদাস্যাভিমানে নিযুক্ত করিয়া জাতিমদ, ধনমদ, রূপমদ, বিদ্যামদ, জনমদ ও বলমদকে দূরে পরিত্যাগ করেন। ***মাৎসর্য্য অর্থাৎ পরহিংসাদ্বারা আত্মোৎকর্ষসাধন একেবারে ত্যাগ করেন।*** এইরূপ নিয়মিত জীবনে পাপের উদয় হয় না, পাপপ্রবৃত্তি নির্ম্মূলিত হয়। তবে কখনও কাহারও ঘটনাক্রমে কোন পাপ ঘটিয়া উঠিতে পারে ; তাহা বিনা প্রায়শ্চিত্তেই প্রশমিত হয়।"

—'নামবলে পাপপ্রবৃত্তি একটী নামাপরাধ', সঃ তোঃ ৮।৯

১১। মতবাদের কপটতাশ্রিত নামসাধকব্রুব ব্যক্তিগণ কি প্রেম লাভ করেন?

"যেরূপ ঔষধি ও মন্ত্রের বীর্য্য অবগত না হইয়াও রোগী ফলপ্রাপ্ত হয়, সেসরূপ নামশক্তি অবগত না হইয়াও যিনি নাম করেন, তিনি অনায়াসে নাম-ফল পান। মতবাদের দ্বারা কুসংস্কৃত ব্যক্তিগণ কপটতা আশ্রয় করিলে নাম তাহাদিগকে কপটতারূপ যে ফল দিবার শক্তি রাখেন, সেই ফলই দেন, প্রেমাদি উচ্চ ফল আর দেন না।"

—'ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া ভক্তিঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৩।২৪

১২। প্রকৃত ব্রজবাস কিরূপ?

"অপ্রাকৃত ভাবের সহিত নির্জ্জনবাসই 'ব্রজবাস'। সংখ্যার সহিত হরিনাম করিতে করিতে অষ্টকালীয় সেবা করিবে। সমস্ত দেহযাত্রা যাহাতে বিরোধী না হয়—এইরূপ বিবেচনায় তৎসম্বন্ধে সমস্ত ক্রিয়া সেবানুকূলভাবে যথানুরূপ করিবে।"

—জৈঃ ধঃ ৪০শ অঃ

রাগাত্মিকা ভক্তি

১। রাগাত্মিকা ভক্তি কাহাকে বলে?

"বিষয়ীদিগের স্বাভাবিক বিষয়সংসর্গেরই আতিশয্যক্রমে বিষয়প্রেমাকারে 'রাগ' হয়। সৌন্দর্য্যাদি দর্শনে চক্ষু যেরূপ অধীর হইয়া থাকে, তদ্রূপ এস্থলে বিষয়ে 'রঞ্জকতা' থাকে এবং চিত্তে 'রাগ' থাকে। যখন শ্রীকৃষ্ণ সেই রাগের একমাত্র বিষয় হন, তখন তাহাকে 'রাগভক্তি' বলা যায়। শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন যে,—ইষ্টবিষয়ে স্বারস্বিকী পরমাবিষ্টতাকেই 'রাগ' বলা যায়; কৃষ্ণভক্তি যখন সেই রাগময়ী হন, তখন সেই ভক্তিকে 'রাগাত্মিকা ভক্তি' বলে—স্বল্পাক্ষরে বলিতে গেলে কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী তৃষ্ণাকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলা যায়। * * কৃষ্ণলীলায় লোভই রাগাত্মিক ভক্তিতে ক্রিয়া করে।"

—জৈঃ ধঃ ২১শ অঃ

২। রাগাত্মিকা ভক্তির স্থিতি কোথায়?

"ব্রজবাসিভক্তজনের যে রাগস্বরূপা ভক্তি, তাহাই মুখ্য অর্থাৎ সেরূপ ভক্তি আর কুত্রাপি নাই। ব্রজবাসীর অনুগত হইয়া যে ভক্তি বর্ত্তমান থাকে, তাহার নামই রাগানুগা ভক্তি।

ইষ্টবস্তুতে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতাময়ী যে সেবনপ্রবৃত্তি, তাহার নাম 'রাগ'; কৃষ্ণভক্তি তন্ময়ী (সেই রাগময়ী) হইলে 'রাগাত্মিকা' নামে উক্ত হন। ব্রজবাসিজনাদির মধ্যে অভিব্যক্তিরূপে রাগাত্মিকা ভক্তি বিরাজমানা। সেই ভক্তির অনুসৃতা (অনুগতা) যে ভক্তি, তাহাই রাগানুগা ভক্তি।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ২২।১৪৫, ১৪৬-১৫০

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ অনুশোচনা কর্‌তে কর্‌তে ব'লেছিলেন,—

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্‌যত্তদ্ ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্‌কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে।।

অনেকে গর্ভ হইতে জন্ম, মৌঞ্জীবন্ধন ও দীক্ষালাভ—এই তিনপ্রকার জন্মের প্রাধান্য স্থাপন ক'রে থাকেন। যদি ভগবান্ অধোক্ষজ-বস্তুর সেবায় অভিলাষ থাকে তবেই ঐগুলি শ্রেষ্ঠ, নতুবা জন্ম, ব্রত, বহুজ্ঞতা, বংশ ও কর্ম্মনৈপুণ্যকে ধিক্। যাঁরা সেবার বদলে কিছু অভিলাষ রাখেন তাঁদিগকে সেবক বলা যাবে না, বণিক্ বলা যায়। "যস্তু আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্।"

অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তিহেতু ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু হ'য়েও ভগবান্ শ্রীপ্রহ্লাদের সামনে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। যেহেতু তিনি ভক্তবৎসল, করুণাময়। হিরণ্যকশিপু তাঁ'কে অক্ষজ করিতে চেষ্টাবিশিষ্ট হ'য়েছিলেন, তা'তেই তাঁর আবির্ভাব। 'অধঃকৃতম্ অতিক্রান্তং জীবানাং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন।' নিজশক্তি-প্রদর্শনে মনুষ্যজাতির স্বচেষ্টায় ভোগ্যপদার্থ-বিচারে ইন্দ্রিয়গোচরের বাহিরে থাকেন। অধোক্ষজ বস্তু ভক্তবাৎসল্যবশতঃই প্রকাশিত হন।

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।"

ভগবান্ অধোক্ষজ ও পূর্ণচেতন ব'লে নিজের স্বাতন্ত্র্য পূর্ণরূপে প্রয়োগ কর্‌তে পারেন। জীবকুলের নিকট উপস্থিত হ'বার ইচ্ছা উদয় হ'লেই বিচার-যুক্তির অতীত হ'য়েও এসে থাকেন। তখন জীবের ইন্দ্রিয়জজ্ঞান কাজে লাগে না। হিরণ্যকশিপু দিনে, রাত্রিতে, মনুষ্য বা পশু প্রভৃতি ব্রহ্মার সৃষ্ট জীবদ্বারা ইত্যাদিরূপে অবধ্য বর প্রার্থনা ক'রে আপনাকে অমর মনে ক'রে বিষ্ণুর বিদ্বেষ কর্‌তে লেগেছিলেন। সেই অহঙ্কার দেখে বিবেকী জীবের অক্ষজজ্ঞানের কতটুকু মূল্য তাহা বুঝাইতে আবির্ভূত হন। এখানে তলবকার (কেন) উপনিষদের দেবগণের উপাখ্যান স্মরণীয়। তদীয় ইচ্ছাতেই জীব এরূপ শক্তিমান্ হয়, যা'তে ঈশ্বরদর্শনেও যোগ্যতা পায়। সেবাই সেই শক্তির মূল। ভক্তি থাকিলেই জীবের ইন্দ্রিয়ে ভগবানের আবির্ভাব।

পৃথিবীতে ভগবানের পরিচয় সাক্ষাদ্ভাবে দেখা যায় না। বরং জীব তদীয় মায়ার আবরণী শক্তির প্রভাবে অমঙ্গলকে মঙ্গল মনে করে। তাহাতে দুর্ব্বুদ্ধি মানব কেবল নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তিই প্রার্থনা করে। ভাগবতের যে অংশগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়তোষণের অনুকূল তাহাই শ্রবণ করে, অন্য স্থানগুলি বাদ দেয়। কোন শ্লোক সুষ্ঠুবিচারে বা মহাভাগবতের নিকট শ্রবণে পাছে ইন্দ্রিয়তোষণে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, সেজন্য আমরা নিজের ইন্দ্রিয়ে মেপে নিয়ে ভাগবত পঠন ও শ্রবণের খেলা করি। সেবোন্মুখতা না হ'লে সমস্ত অসুবিধা ঘটে। অক্ষজবস্তুর নিকট হ'তে সেবা গ্রহণ করা যায়। তা'র সেবা হয় না। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতির বাঞ্ছা ত্যাগ কর্‌লে নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনা গ্রাস ক'রে বসে। ভগবানের সেবাবিমুখ ব্যক্তি জন্ম, ব্রত, বহুজ্ঞতা, কুলমর্য্যাদা ও ক্রিয়ানিপুণতার জন্য ব্যস্ত হয়। আমরা অধোক্ষজের কৃপা-প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিব। কেবল তাঁহার প্রদত্ত শক্তিতে চালিত হ'য়ে তাঁ'র সেবায় জীবন কাটাব, এই উৎকট আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর্‌তে যত্নবান্ থাকব। ভগবান্ ভোগ্য নহেন বা বিশ্বের অন্তর্গত কোন পদার্থ নহেন।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ।।
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন।।

উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' পরব্যোম পায়।।
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ।।"

পরব্যোমের উপরিতনাংশে গোলোক, নিম্নার্দ্ধে বৈকুণ্ঠ। অধোক্ষজ পদার্থ জড়জ্ঞান গ্রাহ্য করেন না। জ্ঞানীদিগকে সগুণ উপাসনা দেন। গুণজাত জগতে অবস্থানের অভিমানে যে উপাসনা, তাহাই সগুণ, বৈধমার্গ। ইহা ব্যতীত অবৈধ হইয়া যাইতে হইবে। হরিভজন না কর্‌লে জন্মাদি সমস্ত নষ্ট হ'য়ে যা'বে। সেবাবিমুখ হ'লে তাঁর নিকট যাওয়া যাবে না।

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে
প্রায়োশোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।।"

নিজের প্রয়াসে কেহই ভগবজ্জ্ঞান লাভ কর্‌তে পারে না। যখন ভক্তের মুখে তাঁর প্রভাব জান্‌তে পারি, যখন বাস্তব কথা শুন্‌তে উৎকর্ণ হই, তখন ভগবদ্বিষয়ে জ্ঞান হয়। বিমুখসঙ্গ ত্যাগ ক'রে জড়কর্ণের পক্ষে আপাতকঠোর বোধ হ'লেও শ্রৌতকথা—ভগবৎ-কথা শ্রবণ কর্‌তে কর্‌তে শ্রেয়ঃ উপস্থিত হয়। বিষয়গ্রহণে মানবজীবন বৃথা নষ্ট হয়।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।।"

আম্নায়-পারম্পর্য্যে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের নিকট শ্রবণে তাঁ'র আত্মপ্রকাশের বাসনা স্বাভাবিক হয়।

নির্ব্বিশেবোদীর বিচারে পাঁচপ্রকার উপাসনা ক'রে কিছু কিছু আদায় নিয়ে আমাদের কাজে লাগিয়ে দিব। এরূপ বুদ্ধিতে তা'দের ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তির দুর্ব্বুদ্ধি হ'য়ে উঠে। কিন্তু 'জ্ঞানে প্রয়াসম্'-বাণীতে তা'দের অহঙ্কার ভেঙ্গে দি'য়েছেন। যদি আমরা সাধুদিগের মুখে কথিত বাক্য কায়মনোবাক্যে গ্রহণ কর্‌তে পারি তবেই তাঁ'কে জয় কর্‌তে পার্‌ব। ভক্তির আশ্রয়ের নামে বণিগ্‌বৃত্তি কর্‌লে অজিতকে জয় কর্‌তে পারা যায় না। ভক্তের নিকট শ্রবণ ও তদীয় পন্থার অনুসরণের ইচ্ছায় সুবিধা হয়। অন্যের আশ্রয়ে শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা কোথায়? ভগবদ্ভক্তের অনুশীলনের কথা না শুনে রাইকানুর গান শুন্‌লে অমঙ্গল হ'য়ে যাবে। অভক্ত হওয়াই অমঙ্গলের পথে যাওয়া। অভক্তিতে প্রকারভেদ আছে। আমরা স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবরাদি পাপযোনি লাভ কর্‌লেও ভগবদ্ভক্তের স্বভাবে শিক্ষিত হ'বার ইচ্ছা হ'লে মায়া অতিক্রম কর্‌তে পার্‌ব, যে কোন অবস্থায় বা আশ্রমে থাক্‌লেও পার্‌ব। ভক্ত কা'রও অসুবিধা করেন না। অচিৎ-শক্তির পরিণতি এই জগতে বিচরণ-পরায়ণগণের ভগবদ্ভক্তের অনুসরণদ্বারাই প্রকৃত মঙ্গলবরণে সামর্থ্য হয়। ভগবানের সঙ্গে বিনিময়-বুদ্ধি থাক্‌লে হ'বে না।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।।

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো হ্যনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ।।"

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হলে শোক আছে। যে মুহূর্ত্তে আমি ভগবানের সেবক—এই বুদ্ধি উপস্থিত হয়, তখন তাঁ'র মহিমা জেনে শোক হ'তে মুক্তি হয়।

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।।"

আমরা তখন বিদ্যালাভ কর্‌তে পারি। তিনি কর্ত্তা, পুরুষ, ব্রহ্মযোনি জান্‌লে সমস্ত পুণ্যপাপ পরিহার ক'রে ভগবৎপ্রেমলাভ কর্‌ব। এতদ্ব্যতীত শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ হ'তে পারি। ব্রাহ্মণ হ'য়েও যদি হরিভজনের প্রবৃত্তি না থাকে, তবে পতিত হ'তে হ'বে। হরিভজন না ক'রে নিজের কর্ত্তৃত্ব বিস্তার কর্‌লে ব্রাহ্মণ থাকা যায় না। ভগবৎসেবাই ব্রাহ্মণতার সার্থকতা। তদ্ব্যতীত প্রাকৃত বিচারের প্রবলতাহেতু পতন, জড়াভিনিবেশের আধিক্য অনুসারে পতনের তারতম্য। অপরপক্ষে অপ্রাকৃত বিচার প্রাবল্য লাভ কর্‌লে লীলাপ্রবেশ হয়। প্রকৃতির রাজ্যে পরাধীন আমরা নিজস্বাস্থ্যরুচি অনুসারে যখন হরিসেবা করি তখন প্রকৃত স্বাস্থ্য আসে। তখন প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তি পাই। পরম স্বরাট্ স্বাধীন পুরুষের সেবায় প্রমত্ত হ'য়ে স্বয়ং স্বাধীন হ'তে পারি। অপ্রাকৃতরাজ্যে পরাধীনতার হেয়তা থাকে না। অধোক্ষজেরই সেবা করা আমাদের প্রয়োজনীয়। তিনি গ্রহণ কর্‌লে তবেই আমরা অপ্রাকৃত ভাব লাভ কর্‌তে পার্‌ব, আমরা অপ্রাকৃত না হ'লে বিষ্ণুর অপ্রাকৃতত্ব প্রতীতি পাব না। ইনি প্রকৃতি, মায়া, পঞ্চোপাসকের বিষ্ণু প্রভৃতি নহেন। বৈকুণ্ঠের মূল বিষ্ণুর কার্য্য জগৎপালন ব্যতীত বৈকুণ্ঠেরও পালন। আমরা কূপমণ্ডূক ধর্ম্মে অবস্থিত থাকিয়া জগতের দিক্‌টা দর্শন করি। এই জগৎ ব্যতীত তাঁহার শক্তির অভাব—ইহা কূপমণ্ডূকতা। অচিৎ ব্যতীত চেতন-রাজ্যে বহু বিচিত্রতা আছে, যাহা অদ্যাপি জগতে প্রচারিত হয় নাই, তাহা অসংখ্য বৈকুণ্ঠে নিত্য বিরাজমান। অচেতন রাজ্যে তাহার কিয়দংশের অভাসমাত্র আসিতেছে। আমাদের পূর্ব্বে সৃষ্টি ছিল না, আজকাল আমরা সৃষ্টি দেখিতেছি ইত্যাদি কূপমণ্ডূকের প্রকারভেদ।

অধোক্ষজের সেবায় অপ্রাকৃতমূর্ত্তির দর্শন হয়। তিনি আসিলে অধোক্ষজ অবস্থা হইতে অপ্রাকৃত অবস্থায় আসিবেন। নতুবা নিজেন্দ্রিয়দ্বারা দর্শনে ব্যস্ত হইলে মৃণ্ময়ী ইত্যাদি মেটে দর্শন হ'বে। আমরা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ, সবিশেষের দর্শনাকাঙ্ক্ষী না হইয়া অধোক্ষজের সেবক হইলে আপ্রাকৃত ভাব পাব। তখন আমাদের সেব্য অপ্রাকৃত বস্তু সেবাগ্রহণে প্রস্তুত হ'বেন। সেখানে অবরতা, হেয়তা, অনুপাদেয়তা না থাকায় সর্ব্বতোভাবে পূর্ণবস্তুর অনুভূতি পাব। অধোক্ষজে দ্বাদশরস পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত। ইহ জগতের অসম্পূর্ণতা তাহাতে নাই। সীমাবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন অবস্থার হেয়তার অস্তিত্বের সেখানে অভাব। সেই বৈকুণ্ঠবস্তুতে সমস্ত বিশেষধর্ম্ম থাকিয়া অবরতা, অসম্পূর্ণতা নিরাকৃত ক'রেছে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৬ ; ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৯

সন্দর্ভ-সার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৩৬ পৃষ্ঠার পর]

দশমে রুক্মিণী পরিহাস-প্রসঙ্গে—

যয়োরেব সমং বীর্য্যং জন্মৈশ্বর্য্যাকৃতির্ভবঃ।
তয়োর্বিবাহো মৈত্রী চ নোত্তমাধময়োঃ ক্বচিৎ।।

যে দুইজনের সমান প্রভাব, সমান কুলে জন্ম, সমান আকৃতি ও সমান অভ্যুদয়, তাহাদের পরস্পরের বিবাহ ও মৈত্রী সুখের কারণ। উত্তমাধমের বিবাহ মৈত্রী সুখের কারণ হইতে পারে না—এই শ্রীকৃষ্ণোক্তি অনুসারে নরঋষির আবেশের সহিত স্বয়ং নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের সখ্য হইতে পারে না। কারণ আবেশ-অবতার কিয়ৎ পরিমাণে আবিষ্ট জীববিশেষ। শ্রীঅর্জ্জুন যদি তাহা হইতেন তবে স্বয়ং নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের সখা হইতে পারেন না। বিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,—

যস্ত্বাং বেত্তি স মাং বেত্তি যস্ত্বামনু স মামনু।
অভেদেনাত্মনো বেদ্মি ত্বামহং পাণ্ডুনন্দন।।

হে পাণ্ডুপুত্র! যে তোমাকে জানে, সে আমাকে জানে ; যে তোমার অনুগত সে আমার অনুগত ; আমি তোমাকে নিজের সহিত অভিন্ন মনে করি। এই বাক্যদ্বারা শ্রীনারায়ণ সখা নরঋষি হইতে অর্জ্জুনের পূর্ণত্ব প্রতীত হইতেছে। অতএব অর্জ্জুনের নরের 'আবেশ' না হইয়া 'প্রবেশ' হওয়াই সমুচিত।

এ সকল স্থান ছাড়া যেখানে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে 'অংশাদি'-শব্দ প্রযুক্ত, তত্তৎস্থানে গীতার—"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ" শ্লোকের দ্বারা মীমাংসা করিতে হইবে অর্থাৎ তিনি যোগমায়া-সমাবৃত। সুতরাং সকলের নিকট তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত হয় না।

শ্রীকৃষ্ণের নামকরণকালে গর্গঋষি "নারায়ণসমো গুণৈঃ" বলিয়াছেন। এস্থলে মাধুর্য্যাবগাহী নন্দমহারাজ "গুণৈঃ নারায়ণস্য সমঃ" অর্থাৎ গুণে নারায়ণসম অর্থ ধারণা করিয়াছেন, কিন্তু গর্গের অভিপ্রায়—নারায়ণঃ সমো যস্য অর্থাৎ 'নারায়ণ যাঁহার সমান'—এই অর্থদ্বারা শ্রীকৃষ্ণই আশ্রয়-তত্ত্ব, নারায়ণ আশ্রিত-তত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

১০ম স্কন্ধ, ৮৯শ অধ্যায়ে ভূমাপুরুষের উক্তি হইতে শ্রীকৃষ্ণকে ভূমাপুরুষের অংশ বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু বাস্তব বিচারে শ্রীকৃষ্ণের অংশই ভূমাপুরুষ, ইহা প্রতিপাদিত হয়। যথা—

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা মায়াপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্ হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে।। (ভাঃ ১০।৮৯।৫৮)

এই উপাখ্যানের অর্থ,—দ্বারকাবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র

মৃত্যুমুখে পতিত হইত। ব্রাহ্মণ দ্বারকায় গিয়া 'রাজার পাপে আমার সন্তান নষ্ট হইতেছে' ,বলিয়া চীৎকার করিলে অর্জ্জুন ব্রাহ্মণের ভাবী সন্তানকে রক্ষা করিবেন, না পারিলে অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন—এই প্রতিজ্ঞা করেন ; কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় অর্জ্জুনের যথোচিত ব্যবস্থা সত্ত্বেও দেহের সহিত সন্তান অপহৃত হইল। অর্জ্জুন যমালয় প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া কোথাও ব্রাহ্মণ-সন্তানকে না পাইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লইয়া সপ্ত সমুদ্র, সপ্তদ্বীপ, লোকালোক পর্ব্বত এবং প্রকৃতির অষ্টম আবরণ তমঃ ভেদ করিয়া মহাকালপুরে প্রবেশ করেন। মহাকালপুরস্থিত ভূমাপুরুষ "শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে দর্শন করিবার বাসনায় দ্বিজপুত্রগণকে আনয়ন করিয়াছেন" বলিয়া পুত্রগণকে অর্পণ করেন। এই ভূমাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে নিজ অংশরূপে বলিয়াছেন, এইরূপ সংশয় হইতে পারে। এ সম্বন্ধে দুইটী বিচার বলা হইতেছে,—১ম বাক্যের বলবত্তা প্রদর্শন, ২য় মহাকালপুরস্থ ভূমাপুরুষোক্ত শ্লোকের বাস্তবার্থ প্রকাশ। শাস্ত্র—শাসনাত্মক। শাসন—শিক্ষা, উপদেশ প্রদানদ্বারা। সেই উপদেশ দুই প্রকার—সাক্ষাৎ ও অর্থান্তরদ্বারা। সাক্ষাৎ উপদেশকে শ্রুতি বলে। নিরপেক্ষভাবে যে উপদেশ দান, তাহাই শ্রুতি। এজন্য বলা হয়,—শ্রুতি নিরপেক্ষরবা অর্থাৎ শ্রুতিদ্বারা যাহা বলা হয় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্।

পূর্ব্বমীমাংসার রীতি-অনুসারে সমস্যাদ্বারা অর্থাৎ আখ্যায়িকাদ্বারা উপদেশ শ্রুতি হইতে দূরে অর্থ প্রতীতি করায় বলিয়া অর্থবোধের অপ্রাধান্যহেতু শ্রুতিদ্বারা সমাখ্যা নিরস্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে মহাকালপুরাখ্যান—সমাখ্যা। শৌনকের প্রতি সূতের সাক্ষাৎ উপদেশ,—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—এই শ্রুতিদ্বারা সমাখ্যাদ্বারা কথিত মহাকালপুর প্রসঙ্গোক্ত শ্রীকৃষ্ণের অংশত্ব নিরস্ত হইয়াছে।

এস্থলে সংশয়,—আমার অংশ তোমরা পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরবধের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ, তাহা সম্পন্ন করিয়া আমার নিকট আগমন কর।—ইহাই শ্রুতি হউক। তাহা হইতে পারে না। কারণ (১) শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজ্ঞতায় ব্যভিচার হয় না বলিয়া ভূমাকে বক্তা এবং নিজকে শ্রোতারূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার তথায় গমনের প্রস্তাব করা যায় না। (২) "তোমাদিগকে দর্শন করিবার জন্য ব্রাহ্মণ-কুমারসকলকে আনিয়াছি"—ভূমাপুরুষের এই উক্তি হইতে কার্য্যান্তরে তাৎপর্য্য দেখা যায়। (৩) শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের রূপমাধুর্য্য-শ্রবণে মোহিত হইয়াই দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্রাহ্মণকুমারগণকে অপহরণ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্ব-উপদেশ করিবার তাৎপর্য্য দেখা যায় না।

যাহারা এইসকল যুক্তিতে সন্তুষ্ট হয় না, অস্বীকার্য্য বিষয় স্বীকার করত যাথার্থ্য নির্দ্ধারণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ভূমাপুরুষের অপেক্ষা অপূর্ণ স্বীকার করিলেও তাৎপর্য্য সমাধান হয় না। যেহেতু সমস্ত অবতারই নিজস্বরূপে নিজ নিত্যধামে নিত্য অবস্থান করেন, কখনও অংশীতে প্রবেশ করেন না। কাহারও মতে শ্রীনারায়ণ স্বয়ং ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অংশ। এইজন্য তোমরা নর-নারায়ণ ঋষি, সত্বর আমার নিকটে আগমন কর—

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৬ ; ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৯

এই বাক্যের যথাশ্রুত অর্থও বিরুদ্ধ হয়। একবার বলিতেছেন,—তোমরা নর-নারায়ণ ঋষি, ধর্ম্ম আচরণ কর। এই বিরুদ্ধ উপদেশদ্বয়ের পারস্পরিক বিরোধ দৃষ্ট হয়। বদরিকাশ্রমে শ্রীনর-নারায়ণের নিত্য অবস্থান প্রসিদ্ধ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন নর-নারায়ণ হইলে ভূমাপুরুষের নিকটে যাইতে পারেন না। আর ভূমাপুরুষের অংশ হইলে অপ্রকট-সময়ে তাঁহাতে প্রবেশ করেন বলিয়া নর-নারায়ণ ঋষিরূপে থাকিতে পারেন না, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন যদি অংশ হইতেন তবে। যিনি সর্ব্বদা সকল বস্তু দর্শন করিতেছেন, সেই ভূমাপুরুষ দূর হইতেই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে দর্শন করিতে পারিতেন। কিন্তু তোমাদের "দর্শনেচ্ছু আমি"—এই বাক্যে সর্ব্বদা দর্শনে ব্যভিচার দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ যদি দর্শন দেন, তবে দর্শনে সমর্থ হন—ইহা স্থির হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে তিনি ইচ্ছামত দর্শন করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহারা তদীয় অংশ হইতে পারেন না, কিন্তু ভূমাপুরুষ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের অধিক শক্তিমত্তা প্রতিপাদিত হইতেছে।

অন্যপ্রকার সন্দেহ,—ভূমাপুরুষের জ্যোতিঃ দর্শনে অর্জ্জুন নেত্র মুদ্রিত করেন এবং ভূমাপুরুষকে দেখিয়া সাধ্বসযুক্ত হন। এস্থলে ভূমাপুরুষের অংশী শ্রীকৃষ্ণকে যিনি সর্ব্বদা দেখেন, তাঁহার এইভাবের হেতু কি? ইহার সমাধান,—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহাকালপুরে গমনলীলা ও তৎসঙ্গে অর্জ্জুনের সহিত কৌতুকবিশেষ সম্পাদনজন্য যে পরিমাণ শক্তি বিকাশ করা প্রয়োজন ততটুকুই প্রকাশ করিয়াছিলেন। অন্যান্য অনন্তশক্তির আশ্রয় হইলেও তৎসমুদয় গোপন রাখিয়াছিলেন। এজন্য অর্জ্জুনের পক্ষে তেজের আধিক্য দর্শন বিরুদ্ধ নহে। লীলাতে এইরূপ বহু ব্যাপার আছে, যাহাতে পূর্ণশক্তির বিকাশভাব দেখা যায়। কোন কোন যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত ব্যক্তির মত পলায়ন পরাভবাদিও দেখা যায়। আরও একটী সন্দেহ,—শ্রীকৃষ্ণ ভূমাপুরুষকে ভক্তিভরে প্রণাম করেন। তদুত্তর,—শ্রীকৃষ্ণ যে ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা নরলীলার কৌতুকবিশেষ। শ্রীরুদ্র, নারদাদি ঋষির প্রতিও এইরূপ লীলা দেখা গিয়াছে। তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের হীনত্ব প্রতিপাদিত হয় না, উহা নরলীলার বৈশিষ্ট্য মাত্র। তিনি স্বেচ্ছানুরূপ লীলা করেন। তাঁহার নিয়ন্তা কেহ নাই। অতঃপর বাস্তবার্থ প্রদর্শন করা হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন-পূজালীলায় গোপগণের বিস্ময়রূপ কৌতুক প্রদর্শনের জন্য কোন দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিজেকে নিজে প্রণাম করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অর্জ্জুনের বিস্ময় উৎপাদনের অন্য মহাকালপুরে নিজেকে নিজে নমস্কার করেন এবং ঐ মূর্ত্তিতে ঐ সকল কথা বলেন। এজন্য গোবর্দ্ধন-পূজাকালে ১১।২৪।৩৬ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—গোবর্দ্ধনরূপ আপনাকে ব্রজবাসিজনসহ নিজে প্রণাম করিয়াছিলেন। এস্থলেও ১০।৮৯।৫৭ শ্লোকে এই কথা বলা হইয়াছে। প্রথমোক্ত সময়ে তিনি নিজেই কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ—এস্থলেও তাহা বুঝিতে হইবে। এজন্য হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—হে অর্জ্জুন! তুমি যে তেজ দেখিতেছ, উহা অন্য কিছু নহে, আমারই সনাতন তেজ।

মহাকালপুর-গমন উপাখ্যানে মহাকালপুরুষকে পুরুষোত্তমোত্তম বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ,—জীব—পুরুষ, তাহার অন্তর্যামী—পুরুষোত্তম ; সেই অন্তর্যামী পুরুষ মহাকালপুরুষের অংশ বলিয়া তিনি পুরুষোত্তমোত্তম।

শ্লোকোক্ত 'কলাবতীর্ণৌ' অর্থে কলাতে অবতীর্ণ ; কলা মায়িক প্রপঞ্চ, তাহাতে অবতীর্ণ। কলা মায়িক প্রপঞ্চ, ইহা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ—"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" অথবা কলাযুক্ত হইয়া অবতীর্ণ মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়।

সম্বোধনের পর বলিতেছেন,—তোমরা অবশিষ্ট অসুরগণকে বধ করিয়া আমার নিকট প্রেরণ করিতে ত্বরান্বিত হও। শ্রীকৃষ্ণ হতারিগতিদায়ক, এজন্য অসুরগণের মুক্তিহেতু শ্রীকৃষ্ণসমীপে প্রার্থনা। মহাকালপুরে মুক্তপুরুষগণ অবস্থান করেন। 'ত্বরয়েতং' লোটের রূপ নহে। প্রার্থনার নিজস্ত ত্বর ধাতুর উত্তর বিধিলিঙ্ যাতম্ প্রত্যয় হইয়াছে। অস্তি শব্দ চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত। অব্যয় শব্দ বলিয়া বিভক্তির লোপ। চতুর্মর্থে চতুর্থী বিভক্তি। যেমন এধেভ্যো ব্রজতি—কাষ্ঠ আহরণ করিতে যাইতেছে। শ্লোকোক্ত 'অসুরান্' অসুরগণকে বধ কর' ও 'সমীপস্থ কর' উভয় ক্রিয়ার সহিত অন্বিত।

উক্ত শ্লোকে ভূমাপুরুষ বলিয়াছেন,—তোমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পূর্ণকাম নর-নারায়ণ ঋষি হইয়াও সৃষ্টি রক্ষার্থ মহদ্ব্যক্তির আচরণ ধর্ম্মাচরণ করিতেছ। বাস্তবার্থ—তোমরা যে কেবল শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনরূপে লোকহিতকর কার্য্য করিতেছ তাহা নহে, বৈভবান্তরদ্বারাও লোকহিতানুষ্ঠানে রত রহিয়াছ। ভূমাপুরুষ এইসকল বাক্যে তাঁহাদের স্তব করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণদর্শনাভিলাষী ভূমাপুরুষের দ্বিজপুত্র-হরণ-তাৎপর্য্য,—শ্রীকৃষ্ণ ধার্ম্মিক-শিরোমণি, তিনি দ্বিজপুত্রগণের জন্য নিশ্চয় এখানে আসিবেন, তদুপলক্ষে তাঁহার দর্শন পাইব। সুতরাং দ্বিজপুত্রগণের আনয়নই আমার অভীষ্টসিদ্ধির উপায়। তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রয়োজন নাই এবং তিনি অধিক শক্তিশালী বলিয়া ভূমাপুরুষের ইচ্ছামাত্র শ্রীকৃষ্ণকে নিজধামে লইতে পারেন না—এই বিচারে ব্রাহ্মণ-পুত্রগণের অপহরণ। হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণবাক্যে ইহা স্পষ্ট বর্ণিত,—আমার দর্শনের জন্য সেই মহাত্মাকর্ত্তৃক বালকগণ নিহত। ভূমাপুরুষের অভিপ্রায়,—ব্রাহ্মণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই এখানে আসিবেন, অন্য কোন কারণে নহে। "দ্বিজাত্মজা"-শ্লোকে 'আচরতাং' পদ—আ-চর + শতৃ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন হইয়া ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচনান্ত পদ। নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী বিভক্তি প্রযুক্ত। সুতরাং নিয়োগার্থে লোট্ প্রয়োগে 'আচরতাং' এই অর্থ করা নিতান্ত অসঙ্গত।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৬ ; ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৯

অষ্টমীর ভিখারী

ভাদরের এ দুপুরে, অষ্টমীর ভিখারীরে,
পায়ে পড়ি ওগো মহীয়ান্।
উত্তম অধম দিয়ে, দিও না বিদায় দিয়ে,
যাচে দীন কৃপা অবদান।।
যে ধনীর দ্বারোয়ান, তোমা হেন মহাজন,
হেয় জানি ত্রিদিবের ধন।
সে ধনীর দ্বারে আসি', চাহিনি ত' কিছু বেশী,
করিয়াছি ক্ষুদ্র নিবেদন।।
যে ধনীর দুয়ারেতে, কমলেশ যোড়হাতে,
মাগে শুধু করুণা-ঈক্ষণ।
পেলে যাঁ'র কৃপাদেশ, হরষিত মহেশেশ,
ঈশ-গর্ব্ব ভুলে প্রতিক্ষণ।।
(যাঁ'র) বসন-অঞ্চল হ'তে, ধন্য বায়ু পরশেতে,
ধন্য মানে আপনে যাদব।
ব্রজ-ধনি-শিরোমণি, যিনি শ্রীব্রজের রাণী,
যাঁ'র দাস্য পরম বৈভব।।
সে ধনীর জন্মদিনে, দান ত' লভিবে দীনে,
তুমি প্রভো বিলাবে রতন।
তাঁর জন্মোৎসবে আজ, দীনজনে দান-কাজ,
তবোপরি হ'য়েছে অর্পণ।।
দয়ার সাগর তুমি, হে বৈষ্ণব, তাই আমি,
তব পদে এসেছি আজিকে।
যদি তব কৃপা হয়, দারিদ্র্য ঘুচিবে তায়,
রাধাষ্টমী তবে পূজি সুখে।।

রতন, কাঞ্চন, ধন,　　চাই নাক লব-কণ,
মাগি শুধু তব পদযুগে।
বেকারের দাও কাজ,　　দিয়ে গলে দাস্যব্যাজ,
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-যোগে।।
সেবা-ধন বিনা ব্যর্থ,　　দরিদ্র জীবন সত্য,
আমি ত' বেকার হত-আশ।
দাস তবি' সেবা-ধন,　　দেহ মোরে হে সুজন,
ব্যর্থ করি' অন্য অভিলাষ।।
ভুবন-মোহন মন,　　হরিতে নিপুণ জন,
তাঁর দাস তুমি অনুরক্ত।
নিহিত জড়-হিরণে,　　হরি' মোর দুষ্ট মনে,
হরা-দাস্যে করাহ নিযুক্ত।।
সদা তব অধীনেতে,　　রব দ্বারে প্রতীক্ষাতে,
তব পাল্য কুকুর জানিয়া।
তোমার ভোজন-শেষ,　　দিও মোরে তবে ক্লেশ,
দূর হ'বে প্রসাদ সেবিয়া।।
মোর ভাগ্যে দ্বারদেশে,　　ধনী যদি কভু আসে,
মোর প্রতি করুণা বিথারি'।
তুমি জানাইও তাঁ'রে,　　সুদান এ দুরাচারে,
রাখিয়াছ চিরদাস করি'।।
সেবা-অবহেলা হেরি',　　শোধিতে করুণা করি',
ক'রো মাথে শ্রীপদ-প্রহার।
পদধূলি পেয়ে মাথে,　　লুটাইব ধরণীতে,
ধূলি হ'বে ভূষণের সার।।
তুমি ত' ব্রজের জন,　　ব্রজেশ-সুতের গণ,
ব্রজবাসী গুরু-নন্দ-দ্বারী।
(তাই) ভরসায় তব পাশে,　　ব্রজরাণী-দাস্য-আশে,
আমি রাধা-অষ্টমী-ভিখারী।।

—শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৬ ; ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৯

দান ও দয়া

অপরের দুঃখ দর্শনে চিত্তে যে আর্দ্রভাবের উদয় হয়, উহাই 'দয়া' নামে পরিচিত। অপরের দুঃখ যাঁহারা আপন হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে পারেন, তাঁহারাই স্বভাবতঃই উহাতে অসহিষ্ণু হইয়া উহা দূর করিবার যত্ন করিয়া থাকেন। দুঃখের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিতে পান, উহার মূলে আছে অভাব। সেই অভাবমোচনের ইচ্ছাদ্বারা চালিত হইয়া মহানুভব ব্যক্তি আপন স্বার্থের হানি করিয়াও—যথাসাধ্য নিজভোগ্য বস্তু দান করিয়া অপরের দুঃখ মোচনের চেষ্টা করেন। সঙ্গ, অর্থ, উপদেশ, বিদ্যা নানাপ্রকার দানের মধ্য দিয়া অন্যের দুঃখের অংশ গ্রহণ করেন।

দান ও দয়ার মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। দয়াই দানের প্রেরণা দেয়। দানের মধ্য দিয়াই দয়া অভিব্যক্তি লাভ করে। যিনি অপরের দুঃখ অনুভব করিয়া তাহার প্রতি অনুকম্পাবিশিষ্ট হন, তিনি অবশ্যই কিছু না কিছু দান করিয়া তাহার দুঃখভাব লঘু করিবার জন্য চেষ্টা করেন। যিনি দয়ালু তিনি অবশ্যই দাতা। যিনি অপরের দুঃখ অনুভব করেন না, তিনিই কৃপণ।

এ জগতে সাধারণ ভোগী ও কর্ম্মবীর সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা বহু দাতা এবং দয়ালু ব্যক্তির কথা শুনিতে পাই। কিন্তু এই দান বা দয়া সম্বন্ধেও কিছু জানিবার আছে। দানের বাহ্যরূপ দেখিয়া তাহার মাহাত্ম্যের পরিমাণ নিরূপণ পণ্ডিতগণ করেন না। সেই দানের মূল কারণ কি, তাহাই দানের প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্দেশ করে। যে দানের মূলে আছে ষোল আনা দয়া, কেবল ভূতানুকম্পা, তাহাই দান। যেখানে দানের মূলে ষোল আনা দয়া নাই, যেখানে দানের পশ্চাতে দয়া ব্যতীত আরও কিছু বর্ত্তমান—সেখানে দানের কোন কথাই আসে না ; তাহা বিনিময় গ্রহণ—বণিগ্‌বৃত্তি মাত্র। কেবলমাত্র দয়াবৃত্তিদ্বারা উত্তেজিত হইয়া দান করা জগতের লোকের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। জগতের কোন ব্যক্তি কাহাকেও দয়া করিতে পারেন না। কারণ নিজের দুঃখ বা দৈন্য না থাকা সত্ত্বেও যাঁহারা অপরের ক্লেশদর্শনে বিচলিত হন, তাঁহারাই দয়ালু। উচ্চস্তরে অবস্থিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তন্নিম্নস্থ ব্যক্তিকে দয়া করিতে পারেন। সম অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে দয়া জন্মিবার অবকাশ নাই। একজন দরিদ্র অপর নির্ধন ব্যক্তির প্রতি সমবেদনাযুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু এই সমবেদনা দয়া নহে। একজন শোকগ্রস্ত অপর শোকগ্রস্তের সংস্পর্শে আসিয়া যে বিচলিত হন, উহা দয়ার কার্য্য নহে, পরন্তু নিজ অতীত বা বর্ত্তমান দুঃখের স্মৃতিই উহার কারণ। জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিই দুঃখী, প্রত্যেকেই অভাবগ্রস্ত, তাঁহারা কেহ কাহাকেও দয়া করিতে পারেন না। সুতরাং জগতের যে তথাকথিত দান, তাহার মূলে প্রকৃত দয়া না থাকায় উহা প্রকৃত দান বলিয়া কথিত হইতে পারে না। দয়াই যখন নাই, তখন দানের প্রসঙ্গও নিরর্থক হইয়া পড়ে। একজন অভাবগ্রস্ত লোক অপরের অভাব কি-প্রকারে মোচন করিবেন?

এইজন্য জীবের মূল অভাব বা মূলব্যাধি নিরূপণ করিয়া তাহার প্রতিকারের উপায় আবিষ্কারের চেষ্টাও জগতে দেখা যায়। মূল অভাবের শান্তি হইলেই আনুষঙ্গিক, তাৎকালিক, আপেক্ষিক সমস্ত অভাব, সমস্ত দুঃখ দূর হইবে—এইরূপ বিচার একশ্রেণীর ব্যক্তিদিগের মধ্যে আদর পাইয়া থাকে। কিন্তু এই মূল রোগের কারণ নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং তাঁহারা স্বমতানুযায়ী বিভিন্ন উপায় বা পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জাগতিক অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া তর্কমূলে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যা প্রভৃতি নানাপ্রকার পন্থা আবিষ্কৃত হয় এবং নানাপ্রকার মতবাদও গড়িয়া উঠিতে থাকে। এইসকল বিভিন্ন মতাবলম্বিগণের দানের সম্বন্ধে সংক্ষেপে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা জীবের আত্যন্তিক দুঃখ বা অভাবমোচনের উপায় নির্দ্দেশ করিতে গিয়া যে পথের সন্ধান দিয়াছেন, উহাদ্বারা জীবের সাময়িক দারিদ্র্য চির-দারিদ্র্যে পরিণত হইবে ; ঐ দান জীবকে কোনমতেই লাভবান্ করিতে পারিবে না। যে বৃত্তি হইতে তাঁহাদের চিত্তে দান করিবার ইচ্ছার উদ্ভব হইয়াছে, সেই তথাকথিত দয়া পরিণামে মন্দ-উদয়কারিণী। সেই দয়া প্রকৃতপক্ষে দয়া নহে, পরন্তু উহাই চরম নিষ্ঠুরতা। জগতে ধর্ম্ম, অর্থ প্রভৃতি দান জীবের দুঃখ-ক্লেশ দূর করে না, পরন্তু সেই অভাবের রাজ্যেই তাহাকে অভিনিবিষ্ট করিয়া রাখে বলিয়া উক্ত দানের মূলে যে বৃত্তি বর্ত্তমান, তাহাকে দয়ার পরিবর্ত্তে প্রচ্ছন্ন হিংসা বলা হইয়াছে। আর যাঁহারা মূল ব্যাধির তথাকথিত প্রতিষেধক ঔষধ-আবিষ্কারক, তাঁহাদের দান জীবকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেয়, সুতরাং উহা অধিকতর হিংসা।

শ্রীব্যাসদেব বদান্য। তিনি জীবের প্রতি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা ভক্তিহীন মুক্তির উপদেশ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তাহাতে তাঁহার পরদুঃখকাতর চিত্ত শান্তিলাভ করে নাই। তাই তিনি কৃপণ নহেন, দাতা। তাঁহার দানের হেতু অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, জীবের প্রতি দয়াই তাহার মূল। শ্রীব্যাসগুরু নিত্যসিদ্ধ আশ্রয়তত্ত্ব। তিনি শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্। অজ্ঞ অনর্থযুক্ত জীবের প্রতি তিনি দয়াপরবশ হইতে পারেন। তাঁহার দান জগতের তথাকথিত দানবীরগণের ন্যায় নিজের অতীত, বর্ত্তমান বা ভাবী দুঃখ-স্মরণে উদ্বেলিত চিত্তের শান্তিবিধানের জন্য পরিকল্পিত হয় নাই। অপরদিক তাঁহার দান জীবকুলের নিত্য-কল্যাণের উদয়াচল হওয়ায় তাহা জড়যুক্তিবাদিগণের তথাকথিত দয়া বা প্রকৃতপক্ষে হিংসামূলে প্রবৃত্ত দানের সমশ্রেণীভুক্ত কখনই হইতে পারে না।

শ্রীব্যাসদেব ধনী, অপরের অভাবমোচন করিবার যোগ্যতা তাঁহার নিত্যকাল আছে। জীবের ক্লেশের মূল কারণ কি এবং তাহা প্রশমনের উপায় কি, তাহা যে তিনি জানিতেন না, তাহা নহে। তথাপি জড়মুক্তিবাদিগণের সু-উচ্চ অভিমানের নিরর্থকতা প্রদর্শন করিবার জন্যই তিনি স্বীয় জ্ঞানের উপর অনাস্থা দেখাইয়াছিলেন। পরদুঃখদুঃখী আচার্য্যপ্রবর কেবলমাত্র স্বীয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াই যেন সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছিলেন না। স্বয়ং সর্ব্বদর্শী হইয়াও যে তিনি আপন জ্ঞানকে অপর্য্যাপ্ত মনে করিয়া শ্রীনারদের শরণাপন্ন

হইয়াছিলেন, ইহাতেই জীবের প্রতি তাঁহার করুণার প্রগাঢ়তা প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রীনারদও শ্রীব্যাসদেব যে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং জীবের প্রতি কৃপা করিয়া তাহাদের নিত্য-মঙ্গলবিধান করিবার যোগ্যতা তাঁহার সম্পূর্ণরূপেই আছে, ইহা জানাইবার জন্যই স্বশিষ্যকে সম্বোধন করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,—"অমোঘদৃক্"—অব্যর্থ দৃষ্টিসম্পন্ন। তথাপি পাছে মোহমুগ্ধ অজ্ঞ জীব বিদ্বান্ শ্রীব্যাসদেবকে তাহাদেরই সমপর্য্যায়ভুক্ত জ্ঞান করিয়া তাঁহার উপদেশকে অবজ্ঞা করে, স্বয়ং শ্রীব্যাসদেবই পূর্ব্বে যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষপর শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন, স্বভাবতঃ চতুর্ব্বর্গে আসক্ত জীবকুল তাহাকেই বহুমানন করিয়া শ্রীব্যাসদেবের প্রকৃত তাৎপর্য্যগ্রহণে পরাঙ্মুখ হয়, এইজন্য নারদ তাঁহাকে সমাধিযোগ অবলম্বনের উপদেশ দান করেন। সত্যব্রত, অব্যর্থদর্শী শ্রীব্যাস অখিল জীবনিচয়ের বন্ধনমুক্তির জন্য যে সহজ সমাধিযোগ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার সহিত জগতের সুখ-দুঃখের কুহকে আচ্ছন্নদৃষ্টি জড়নির্ব্বাণবাদীর সমাধির তুলনা হয় না। শ্রীব্যাসদেবের দান অধোক্ষজ। ভক্তিযোগে সহজ সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীব্যাসদেব যে বাস্তব সত্যবস্তু দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই চিৎপ্রত্যক্ষজ্ঞান মুক্তিবাদীর জড় নির্ব্বিশেষপর অপরোক্ষজ্ঞান বা অজ্ঞানের হেয়তা প্রতিপাদন করিয়া স্বীয় মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

বদান্যবর শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামিপাদ ও তাঁহার অনুগত শ্রীল ঈশ্বরপুরী গোস্বামিপাদ—"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ"-শ্লোকে "অনঙ্গরসচাতুরীচপল" "মহেন্দ্রনীলরুচি" গোপলরাজের প্রতি স্বীয় অতুলনীয় প্রেমমাধুরীভর প্রকাশ করিয়া যে বিপ্রলম্ভরসসাগরের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহার চমৎকারিতা বিরাট্‌দর্শী অবিদ্বদ্‌গণের উপলব্ধির যোগ্য না হইলেও যাঁহারা স্থূল সূক্ষ্মের অতীত বস্তু স্বরাটের আরাধক, তাঁহারা মূল বা অঙ্কুরকেই মহামহীরুহের প্রথম প্রকাশ জানিয়া তাঁহাদের কৃপা হইতে বঞ্চিত হন না।

মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের দান অনর্পিতচর। শ্রীগৌরসুন্দর পরতম বস্তু। তিনি যত দয়া করিতে পারেন, যত দান করিতে পারেন, এরূপ আর কেহই পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের দয়া কি-প্রকার, তাহা জানাইতে গিয়া শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—শ্রীগৌরসুন্দরের দয়া অমন্দ-উদয়া, তাহা কখনও ভোগা দিয়া অবশেষে বঞ্চনা করে না। 'অমন্দ উদয়া'-শব্দে কেবল যে অমন্দ বা অমঙ্গল নিরাস করিয়াই দয়ার কার্য্য স্থগিত হইয়া পড়ে, তাহা নহে। শ্রীচৈতন্যের দয়া জীবের সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া যে চরম কল্যাণের খনি যোগ্যাযোগ্য-নির্ব্বিশেষে সকলের নিকট আবিষ্কার করিয়া দেয়, তাহার সম্বন্ধে শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামিপ্রভু এরূপ বলিয়াছেন,—

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য-দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া।।

শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া প্রারম্ভেই সাধনপরায়ণ জীবের হৃদয়স্থিত সমস্ত প্রকার ক্লেশ এবং ক্লেশবীজ দূর করিয়া দেয়। আরোহপন্থায় আবিষ্কৃত অগণিত মতবাদের ঘূর্ণাবর্ত্তে

পতিত, অশান্ত জীবের নিকট শাস্ত্রবাণীর নামসঙ্কীর্ত্তনপর প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশিত করিয়া তাহাকে শান্তির সন্ধান দিয়া থাকে। ভাগ্যবান্ জীব-হৃদয়ে অঙ্কুরিত ভক্তিবীজ সেই দয়াবলেই সঞ্জীবিত ও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দয়া ভাবুকের হৃদয়ে প্রতিক্ষণ নবনবায়মান রসচমৎকারিতার ইঙ্গিত দিয়া মূর্ত্তিমান্ রসস্বরূপ আশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্লিষ্ট বিষয়বিগ্রহের শ্রীপাদপদ্ম-সেবা দান করেন। তাঁহার দয়া প্রেমিকের হৃদয়ে সহস্রদলরূপে বিকশিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সৌরভ বিস্তার করিতে থাকে। শ্রীচৈতন্যের দয়াপ্রাপ্ত মহাপুরুষের সংস্পর্শে যাঁহারা আসিবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহারাও সেই করুণাসলিলে সর্ব্বাত্মস্নপিত হইয়া যান। শ্রীগৌরসুন্দরের করুণা প্রেমিকভক্তের চিত্তে অসীম মাধুর্য্য বিস্তার করিয়া তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলে। এইরূপ দয়া একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরই করিতে পারেন।

শ্রীগৌরসুন্দর মহাবদান্য। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আপনাকে শ্রদ্ধামূল্যে বিলাইয়া দিবার জন্য অত্যন্ত করুণা করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ নিজেকে নিজে না জানাইলে, নিজেকে নিজে না দিলে তাঁহাকে কেহ জানিতে বা লাভ করিতে পারে না। শ্রীভগবানের অভিন্নপ্রকাশ, শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, নিজজনগণ তজ্জন্য বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হইয়া অজ্ঞান জীবকুলকে ভগবজ্জ্ঞান দান করিয়া থাকেন। জগদ্‌গুরু লীলাভিনয়কারী পরতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দরে সেই করুণার সর্ব্বোত্তমতা ও অসমোর্দ্ধতা প্রকাশিত হইয়াছে। তাই শ্রীগৌরসুন্দরের দানও অসমোর্দ্ধ, তাহা বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বলিয়া মহাজনগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সেই মহাকৃপাময়, মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দান ও দয়ার বৈশিষ্ট্য যাঁহারা জগৎকে জানাইয়াছেন, সেই শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ চৈতন্যপার্ষদবৃন্দ মহামহাকরুণ ও মহামহাবদান্য। তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের করুণাশক্তি। জগাই-মাধাই স্বকৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইয়া পুনরায় পাপ অথবা অপরাধ করিব না—এরূপ সঙ্কল্প করিয়া শরণাগত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা পান নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তন-রাসে প্রবেশাধিকার সকলের নাই। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণরত কপট ব্যক্তির প্রতি শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা হয় না। কিন্তু শ্রীগৌসুন্দরের নিজজনগণের দয়ার নিকট কোন কিছুরই অপেক্ষা নাই। শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণের মূলপ্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ যে আদর্শ জগতে স্থাপন করিয়াছেন, সেই আদর্শের অনুসরণ করিয়া তাঁহারা জগাই-মাধাই অপেক্ষাও অধিক পাপিষ্ঠ, অপরাধী ব্যক্তিকে পর্য্যন্ত শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালাভের যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য গ্যালন্ গ্যালন্ চিদ্‌রক্ত পাত করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। মহামহাবদান্য শ্রীগৌরপার্ষদ্‌বৃন্দের দান ও দয়ার অসামান্য-বৈশিষ্ট্যের এককণাও যেদিন তাঁহাদের কৃপায় আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইবে, সেইদিন আমরা জগতের কর্ম্মী, জ্ঞানী, তপস্বী, ব্রতী, যোগী প্রভৃতির দানের হেয়ত্ব ও ফল্গুত্ব উপলব্ধি করিয়া শ্রীচৈতন্যের অভিন্নপ্রকাশ, করুণাবতার গৌরনিজজনের শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিব।

—শ্রীগৌড়ীয়, ১ম বর্ষ, ২৪শ সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৬ ; ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৯

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(১) স্বয়ম্ভূ

(১) স্বয়ম্ভূ (২) র্নারদঃ (৩) শম্ভুঃ
(৪) কুমারঃ (৫) কপিলো (৬) মনুঃ।
(৭) প্রহ্লাদো (৮) জনকো (৯) ভীষ্মো
(১০) বলি (১১) বৈয়াসকি (১২) র্বয়ম্।।
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।।"

(ভাঃ ৬।৩।২০-২১)

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-বিগ্রহ স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ পরব্যোমনাথ নারায়ণের দ্বিতীয় কায়ব্যূহ সঙ্কর্ষণ হইতে তদংশে মহাবিষ্ণু কারণার্ণবে অবতীর্ণ হন। তাঁহার ঈক্ষণে দূরে প্রকৃতি হইতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হয়। তখন ঐ মহাবিষ্ণু আবার একাংশে অনন্তরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন। তাঁহাকে সমষ্টির অন্তর্যামী গর্ভোদশায়ী নারায়ণ বলা হয়। ইহা হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব গুণাবতাররূপে উদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন। তন্মধ্যে কেবল বিষ্ণুই শুদ্ধসত্ত্ব।

জলময় ব্রহ্মাণ্ডে শেষশয্যায় শয়ান, গর্ভোদশায়ী বলিয়া খ্যাত, এই দ্বিতীয় পুরুষ নারায়ণের অন্তরে সৃষ্টি ইচ্ছা উদয় হইলে তাঁহারই নাভি হইতে একটী সমৃণাল পদ্ম, আর ঐ পদ্মকোষেই তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে স্বয়ম্ভূ বা ব্রহ্মার জন্ম হইল।

ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়া দেখিলেন,—অনন্ত জলরাশিমধ্যে মৃণালাশ্রিত একটী পদ্মের উপর তিনি একাকী ভাসিতেছেন। তখন আর কিছুই দেখিতে না পাইয়া, তিনি মহাবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন,—"এ কি অসম্ভব! কোথাও কেহ নাই ; আমি একাকী এই জলমধ্যে কোথা হইতে আসিলাম ; এই পদ্মমৃণালের মূল কোথায়? আমি কে? আমি কি করিব?"

এইরূপ লক্ষ্যহীন জীবনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ব্রহ্মা প্রথমে ঐ পদ্ম মৃণালের মূল নির্ণয় করিলে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, মৃণাল-দণ্ড অবলম্বনে নিম্নে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে আশ্রয় না পাইয়া অশ্রৌতপন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার অহঙ্কার হইল,—আমি আপন শক্তিতেই ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিব। কিন্তু তাহা হইবে কেন? তাই ব্রহ্মার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকিল না ; তিনি বহির্ম্মুখপ্রবৃত্তি লইয়া প্রাণপণ প্রয়াসে সুদীর্ঘকাল অবিরত চেষ্টা করিয়াও পদ্মমৃণালের মূল পাইলেন না। শেষে হতাশ হইয়া অবসন্নদেহে পূর্ব্বস্থানে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। আবার সেই পূর্ব্বচিন্তা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল। তৎকালে তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ বিপুল বারিবক্ষে তরঙ্গাঘাতে 'তপ' 'তপ' শব্দ উত্থিত হইল। সেই শব্দে তিনি চারিদিকে নেত্র সঞ্চালন করিলেন, তজ্জন্য তাঁহার চতুর্ম্মুখ হইল,

কিন্তু সেই অষ্ট নেত্রেও তিনি কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না। এইবার তাঁহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল ; বিফল বহির্ম্মুখী চেষ্টা আর রহিল না। চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ একে একে অন্তর্ম্মুখ হইয়া অন্তরে স্থির হইল। কোনও অভিমান আর তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। তিনি আপনাকে একান্ত অকিঞ্চিৎকর জানিয়া, এই সকলের মূলতত্ত্ব জানিবার জন্য সমাধি অবলম্বন করিলেন। তখন অন্তর্যামী নারায়ণ তাঁহার আত্মভাবস্থ হইয়া উজ্জ্বল-জ্ঞান-দীপ দেখাইয়া অজ্ঞানজ তমঃ দূর এবং তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিকে আপনার নিরন্তকুহক পরম সত্যস্বরূপে প্রবর্ত্তিত করিলেন। সেই সুযোগে তচ্ছক্তিরূপা পরাবিদ্যা ব্রহ্মার সেই বিশুদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বল বিমল হৃদয়াকাশে প্রকাশিত হইয়া, তাঁহাকে কামবীজযুক্ত অষ্টাদশ অক্ষর মহামন্ত্রে কৃষ্ণ আরাধনা করিতে উপদেশ দিলেন। (ব্রঃ সং ৫।২৪)।

ব্রহ্মা সেই স্বতঃসিদ্ধ মহামন্ত্রে পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে তিনি ভগবৎকৃপায় স্বীয় হৃদয়মধ্যে তাঁহাকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন,—অনন্ত সলিলবক্ষে অনন্তনাগ-শয্যায় শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর শ্যামসুন্দর চতুর্ভুজ শ্রীহরি সুদিব্য প্রভায় দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়া বিরাজমান আছেন, পরাবিদ্যারূপিণী রমাদেবী তাঁহার পদসেবায় নিযুক্তা আছেন। ঐ শেষশয্যাশায়ী শ্যামসুন্দরের শোভন নাভিদেশ হইতেই একটী সুবর্ণ মৃণাল ঊর্দ্ধগত হইয়া, অগ্রভাগে একটী অতি সুন্দর লোহিতবর্ণ পদ্ম ধারণ করিয়া আছে। ঐ পদ্মমধ্যেই তিনি বাস করিতেছেন।

সিদ্ধকাম স্বয়ম্ভু তখন পরমানন্দে প্রেমবারিতে অভিষিক্ত হইয়া স্বীয় আশ্রয়ভূত পরমেশ পিতার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সর্ব্বজ্ঞানময় প্রভুর কৃপাবলেই, ব্রহ্মা নিগূঢ় বেদার্থসম্বলিত সুললিত স্তবমালায় তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া কৃতার্থ হইলেন। শ্রীহরি তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে পরমগুহ্য বিজ্ঞানসমন্বিত প্রেমভক্তি এবং তদঙ্গস্বরূপ সমস্ত ভক্ত্যঙ্গ শিক্ষা দিলেন। এইরূপে স্বয়ং ভগবান্ আচার্য্য হইয়া যোগ্য শিষ্য পরম ভক্তিমান্ পদ্মযোনিকে চতুঃশ্লোকী ভাগবতে সুনির্ম্মল ভগবত্তত্ত্ব, অকৈতব ভাগবত-ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করিলেন।

তিনি ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মণ! আমি তোমাকে এই পরম গোপনীয় পরম দুর্ল্লভ তত্ত্ব বলিতেছি—শুন ; গ্রহণ কর। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আমার এই সম্পূর্ণ স্বরূপ-তত্ত্ব তোমার অন্তরে সম্যক্ স্ফুরিত হইবে। আমার অনুগ্রহ ব্যতীত এই পরম সৌভাগ্য কাহারও হয় না। ব্রহ্মণ,—আমাকেই তুমি সকলের আদি বলিয়া জানিবে। সর্ব্বপ্রথম একমাত্র আমিই ছিলাম। স্থূল ও সূক্ষ্ম এবং এই উভয়ের কারণভূত যে প্রধান বা প্রকৃতি,—সে-সকল কিছুই তখন প্রকাশমান ছিল না। আমি শক্তিমান্, তাহারা সকলেই আমার অব্যক্তশক্তি। এখন এ-সকল যাহা দেখিতেছ, আরও যাহা দেখিবে, তাহাও আমারই একাংশের বিকাশমাত্র ; তাহাতে আমি ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। আবার প্রলয়ে যখন কিছুই থাকিবে না, তখনও কেবল আমিই থাকিব। আমা হইতেই সকলের

উদয় ; আমাতেই সকলের আলয় ; আবার আমাতেই সকলের বিলয়। যাহা সত্যই আছে, তাহা যাহাতে নাই বলিয়া বোধ হয় ; আবার বস্তুতঃ যাহা নাই, তাহা যাহাতে প্রতীতি হয়, তাহাই আমার অঘটন-ঘটন-কারিণী মায়াশক্তি। আমার এই মায়াশক্তি বিস্তার করিয়া আমি আত্মগোপন করিয়া, একাংশে অখিল জগৎ প্রকাশ করি। আমি সকলেই আছি, আবার বাহ্যপ্রকাশে কিছুতেই নাই ; যেমন ভূতগণের মধ্যে মহাভূতগণ আমিই সর্ব্বত্র সদা বিদ্যমান সকলের আত্মা। আমিই বেদ্য, আমিই সাধ্য। তুমি অনন্যভক্তিযোগে সতত আমাকে চিত্ত স্থির রাখিয়া, আমার ইচ্ছামত লোকসকল যথাপূর্ব্ব সৃষ্টি কর। এইরূপে সতত আমাতে দৃঢ়চিত্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে তুমি কখনও মিথ্যা অভিমানে অভিভূত হইয়া আমাকে ভুলিয়া বিপন্ন হইবে না।" এই বলিয়া শ্রীহরি অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার এই বাক্য বিশুদ্ধ বেদ।

এইরূপে সর্ব্বজ্ঞানস্বরূপ স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখ হইতে স্বয়ম্ভু বেদজ্ঞান লাভ করিলেন। তিনি নিজে বৈষ্ণব হইয়াও অচিন্ত্যলীলাময় বিষ্ণুর প্রেরণামত বহিরঙ্গা-সেবারত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড প্রদর্শনার্থ সৃষ্টিকার্য্যে রত হইলেন। তিনি প্রথম শ্রীভগবানকে ধ্যান করিয়া আপনার পবিত্র আত্মা হইতে চারিটী পুত্র উৎপাদন করেন। তাহাদের নাম,—সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার। তাঁহারা সকলেই স্বতঃসিদ্ধ শুদ্ধ ভাগবত। তাঁহারা জন্মাবধি বাসুদেবের আরাধনায় রত হইলেন। অপর কর্ম্মে মন দিলেন না। তখন ব্রহ্মা সৃষ্টি বিস্তারের জন্য দ্বিতীয়বার দশটী পুত্রের জন্মদান করিলেন। তাঁহার ভগবৎকৃপালব্ধ অচিন্ত্য-শক্তিতে, তাঁহারা সকলেই তাঁহার আত্মা হইতে পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকটিত হইলেন। তঁহাদের নাম,—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদ। তন্মধ্যে পূর্ব্বজাত চারিজনের ন্যায় নারদও প্রাকৃত কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র রহিলেন। তাঁহার অপর নয়টী ভ্রাতাই পিতার আজ্ঞামত তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যে সহায় হইলেন।

ইহাতেও প্রয়োজনমত প্রজাবৃদ্ধি হইল না। তাহাতে ব্রহ্মা ইচ্ছামত কার্য্য হইতেছে না দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। শ্রীবিষ্ণুকে একান্তভাবে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অমনি দৈবশক্তিসঞ্চারিত হইয়া ব্রহ্মার আরম্ভবৃত্তি পুরুষাকারের সহায় হইলেন। সর্ব্বকারণকারণ শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বব্যাপী দুর্লক্ষ্য প্রভাবই অদৃষ্ট বা দৈব। সেই অমোঘ প্রভাবেই ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গ হইতে মনু (স্বায়ম্ভুব) এবং বামাঙ্গ হইতে শতরূপার উৎপত্তি হইল। প্রথমটী পুরুষ, দ্বিতীয়টী স্ত্রী। ব্রহ্মা আপন অধিকারে এই পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া, শতরূপাকে তাঁহার মহিষী করিলেন। উভয়ের সংযোগেই দুই পুত্র ও তিন কন্যার জন্ম হইল। পুত্রদ্বয় প্রিয়ব্রত ও উত্থানপাদ ; এবং কন্যাত্রয় আকুতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। মনু দক্ষের সহিত প্রসূতির এবং এইরূপে যোগ্য পাত্রে যোগ্যাপাত্রীর সংযোগ সাধনদ্বারা সৃষ্টি বিস্তার করিলেন।

ব্রহ্মার পরমভাগবত পুত্র নারদ, কিন্তু এইসকল প্রাকৃত ব্যাপারে আদৌ দৃষ্টি দিলেন না। পূর্ব্বসংস্কারবশে বিষয়ে তীব্র বৈরাগ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি তৃষ্ণার্ত্ত মধুব্রতের ন্যায় তত্ত্বমধুর জন্য ব্যাকুল হইয়া কেবল তাহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

তিনি একদিন দেখিলেন,—তাঁহার পিতা লোকপতি ব্রহ্মা তন্ময় হইয়া কাহার ধ্যান করিতেছেন ; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্রস্বেদ ও পুলক-কদম্বে পূর্ণ হইয়াছে ; অষ্টনেত্রে দর-দর অশ্রু বহিতেছে, শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়াছে। পিতার এই কঠোর তপস্যা দেখিয়া নারদ গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। সুযোগমত একদা তিনি পিতার পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন,—"পিতঃ! আমার সংশয় দূর করুন ; পিপাসা পূর্ণ করুন। আমি আপনাকে অখিললোকের একমাত্র ঈশ্বর বলিয়া জানিতাম। কিন্তু, আজ আমার তাহাতে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। বোধ হইতেছে, আপনার উপর কেহ অদ্বিতীয় ঈশ্বর আছেন। আর তাঁহাতেই সমগ্র জগতে সকল পিপাসার পূর্ণ শান্তি। বলুন পিতঃ, তিনি কে? আপনি কি তাঁহারই আরাধনা করেন?"

পুত্রের বাক্যে ব্রহ্মা পরমানন্দ লাভ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"বৎস, তোমার সন্দেহ ধন্য! তোমার অনুমান সত্য। তোমার এই প্রশ্নও আমার প্রতি পরম কৃপা। কারণ, তোমা হইতেই আমার রসনা আজ কৃষ্ণকথা-রসে অভিষিক্ত হইল। পুত্র,—আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, সত্য ; কিন্তু আমারও উপর, সকলের একমাত্র শাস্তা, আর এক অদ্বয় পরমেশ্বর আছেন। তিনিই বাসুদেব। আমি তাঁহার চরণে প্রণাম করি। তিনি জগদ্‌গুরু। তাঁহারই মায়াশক্তিতে জগৎ মুগ্ধ। কেবল তাঁহার চরণাশ্রিতজনই ঐ মায়া হইতে মুক্ত। বৎস! বেদ সেই মায়াধীশ নারায়ণেরই মহিমা কীর্ত্তন করেন ; সমস্ত দেবতা সেই নারায়ণেরই অঙ্গ হইতে জাত ; অখিল লোক সেই নারায়ণেরই সেবক ; সকল যজ্ঞে সর্ব্বত্র তাঁহারই পূজা হয় ; সকল সাধনায় সাধ্য তিনিই ; তাঁহারই ভাবে জ্ঞান সার্থক ; আর তিনিই সকলের অবিসংবাদিত উত্তমা গতি। আমি এবং অপর প্রজাপতিগণ সকলেই তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তির অত্যল্প আভাসমাত্রে শক্তিমান্‌রূপে প্রতিভাত হইয়া, তাঁহারই আজ্ঞা মস্তকে ধরিয়া কর্ম্ম করিতেছি। কিন্তু প্রাকৃত জগতে সৃষ্টাদি কার্য্যে প্রকাশিত স্বরূপ আমার নিত্য বৈষ্ণবস্বরূপ নহে। আমি নিত্য বৈষ্ণবস্বরূপে সাক্ষাৎ ভগবৎ-সেবক। তখনই আমি নিত্য ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের মূলপুরুষ বা আদিকবি কিন্তু একান্ত শরণাগত না হইলে, তাঁহার কৃপা লাভ না হইলে, তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইতে কেহই পারেন না। তিনিই নিজ মুখে কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার কিঞ্চিৎ বলিয়াছেন। আমি তাঁহারই শরণ লইয়া, তাঁহারই চরণ ধ্যান করিয়া, সতত তাঁহারই সেবা করিতেছি। তুমিও অনন্য ভক্তিযোগে সর্ব্বদা তাঁহারই আরাধনা কর। (ক্রমশঃ)

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

তিরোভাব-তিথি-বাসরে

বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি

কোথায় গেলে হে, কেশব গোঁসাই,
পাই না তোমারে দেখিতে।
তোমার বিরহে, কাঁদে তরু-লতা,
কাঁদিছে ভকত জগতে।।
পারি না সহিতে, বিরহ যাতনা,
দেখা দাও প্রভু আমাকে।
(তুমি) নিত্যলীলায়, আনন্দে মাতিয়া,
হে সুন্দর, রহিছ গোলোকে।।
তোমারে হেরিনু, সন্ন্যাসীর বেশে,
অমিয় ঝরিত মৃদু মন্দ হাসে।
(তুমি) যুক্তি করিতে, শ্রীবামন-সকাশে,
বুঝিনু কতই প্রিয় যে সে।।
সারস্বত-বাণী, প্রচার লাগিয়া,
কতই যতন করিলে।
(শ্রী) গৌড়ীয় বেদান্ত, সমিতি স্থাপিয়া,
দীন হীন জনে উদ্ধারিলে।।
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান, কেশব নাম ধরি',
জীবের অজ্ঞান নাশিলে।
(কত) কুতার্কিক আর, মায়াবাদী জনে,
শ্রীভক্তিবেদান্ত শিখালে।।
তখন দেখেছি, তোমার মহিমা,
খুঁজিয়া না পাই তাহার উপমা।
জ্ঞানিগণ ছাড়ি', জ্ঞানের গরিমা,
তব পদে সবে লুটালে।।

বুদ্ধগয়ায়, সিংহ গর্জ্জনে,
সুসিদ্ধান্ত তুমি স্থাপিলে।
আচার্য্য কেশরীর, প্রবল বিক্রম,
কেশিয়াড়ী মঠে দেখা'লে।।
তোমারে স্মরিয়া, উঠিল মাতিয়া,
পরাণ আজিকে মোর।
পতিত পাবন, শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান,
কেশব গোস্বামী বর।।
হরিদাস মন্দ, বিষয়েতে অন্ধ,
কোনই উপায় নাই।
তুমি দয়াময়, হইয়া সদয়,
শ্রীচরণে দিও ঠাঁই।।

কৃপাপ্রার্থী—
শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

জীবের কৃত্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৫৪ পৃষ্ঠার পর]

" 'তত্ত্বমসি' বাক্যে 'তৎ' শব্দার্থে পরমানন্দের পূর্ণামৃত-সমুদ্র সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। 'ত্বং' শব্দার্থে ভবভয়ে ব্যগ্রচিত্ত অতি দুঃখী জীব। দেখ, বস্তুগতিক্রমে এই দুই তত্ত্ব অত্যন্ত পৃথক্, তিনি জগতের নিত্য সেব্যতত্ত্ব এবং তুমি তাঁহার নিত্য সেবক। সুতরাং ব্রহ্ম ও জীবে কখনই ঐক্য সম্ভাবনা হয় না।"

মায়াবাদ-মতান্ধকারমুষিত প্রজ্ঞোঽসি যস্মাদহং
ব্রহ্মাস্মীতি বচো মুহুর্বদসি রে জীব ত্বমুন্মত্তবৎ।
ঐশ্বর্য্যং তব কুত্র কুত্র বিভুতা সর্ব্বজ্ঞতা কুত্র তে
তন্মেরোরিব সর্ষপেণ হি তুলা জীব ত্বয়া ব্রহ্মণঃ।। (তত্ত্বমুক্তাবলী ১৪)

অর্থাৎ—"হে জীব! মায়াবাদমতের অন্ধকার-কর্ত্তৃক তোমার প্রজ্ঞা অপহৃত হয়েছে। সেই কারণেই তুমি উন্মত্তের ন্যায় মুহুর্মুহু 'আমি ব্রহ্ম'—এই কথা বলছ। দেখ, তোমার ঐশ্বর্য্য, বিভুতা ও সর্ব্বজ্ঞতা কোথায়? হে জীব, সর্ষপের সহিত সুমেরু পর্ব্বতের তুলনা, তোমার সহিত সেইরূপ ব্রহ্মের অভেদ তুলনা।"

"স্মৃতেশ্চ হেতোরপি ভিন্ন আত্মা নৈসর্গিকঃ সিধ্যতি ভেদ এব।
ন চেৎ কথং সেবক-সেব্য-ভাবঃ কণ্ঠোক্তিরেষা খলু ভাষ্যকর্ত্তুঃ।।"
(তত্ত্বমুক্তাবলী ৫৯)

অর্থাৎ—" 'স্মৃতেশ্চ' এই বেদান্তসূত্রের প্রথমাধ্যায় দ্বিতীয়পাদে পঞ্চমসূত্র-ব্যাখ্যায় 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া।।'—এই গীতাবচন উঠিয়েছেন। এই বচন বিচার করলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার নৈসর্গিক ভেদ সিদ্ধ হয়। কেননা, 'তবেম শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।।'—এই দ্বিতীয় বচনে সেব্য-সেবক-ভাবের উক্তি আছে। যদি জীব ও ব্রহ্মের আত্মনৈসর্গিক ভেদ না থাকত, তাহলে সেব্য-সেবক-ভাবের উক্তি কেন থাকত? ভাষ্যকর্ত্তা শঙ্করাচার্য্যের অন্তঃকরণে ইচ্ছা না থাকলেও সত্যকথা কণ্ঠে বাহির হয়ে পড়েছে।"

সুতরাং জীব আদৌ ব্রহ্ম বা ভগবান্ নয়, জীব ব্রহ্মের বা ভগবানের। জীব অণুচিৎ স্বরূপ হয়ে যদি নিজেকে অসীম ব্রহ্ম বলে কল্পনা করে, তাহলে জীব সেই কাল্পনিক অবস্থাই লাভ করবে। বেদান্তসূত্রে জীবকে পূর্ণব্রহ্ম বলা হয় নাই। পূর্ণব্রহ্ম কখনও অপূর্ণ ব্রহ্ম হয়ে বিরাজ করতে পারেন না। ব্রহ্ম অপূর্ণ হলে তাঁর ব্রহ্মত্ব থাকে না। জীব যদি পূর্ণব্রহ্ম হয়, তাহলে সে কাহাকে ভক্তি করবে? জীব নিজেই ব্রহ্ম হলে সে কাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে?

মুক্ত জীব তথা মহাভাগবত সর্ব্বত্র ভগবান্‌কে দর্শন করেন এবং ভগবান্‌ও তাঁকে দর্শন করেন। শ্রীগীতায় ভগবান্ বলেছেন,—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।। (গীতা ৬।৩০)

অর্থাৎ—যিনি আমাকে সর্ব্বভূতে দর্শন করেন এবং আমাতে সর্ব্বভূতকে দেখতে পান, আমি তাঁর নিকট অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার পক্ষে অদৃশ্য হন না।

উক্ত শ্লোকের সারার্থ নির্ণয় করে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন,—"যিনি সর্ব্বত্র আমাকে দর্শন করেন এবং আমাতেই সমস্ত বস্তু দর্শন করেন, আমি তাঁহারই হই অর্থাৎ শান্তরতি অতিক্রম করত আমাদের মধ্যে 'আমি—তাহার' ; 'সে—আমার' এরূপ একটী সম্বন্ধযুক্ত প্রেম উৎপন্ন হয়। সে-সম্বন্ধ জন্মিলে আর আমি তাহাকে শুষ্ক নির্ব্বাণরূপ সর্ব্বনাশ প্রদান করি না,—সে আমার দাস হয় বলে আর নষ্ট হতে পারে না।" এক্ষণে প্রশ্ন জাগে যে, মায়ামুক্ত জীব বা মহাভাগবত সকল জীবের মধ্যে ও সর্ব্বত্র কাঁহাকে দর্শন করেন? যদি ব্রহ্ম মায়াযুক্ত হয়ে জীব হয় এবং মায়ামুক্ত হয়ে ব্রহ্ম হয়, তবে মায়ামুক্ত জীব (ব্রহ্ম) মায়িক জগতের সর্ব্বত্র এবং সকল জীবের (মায়াযুক্ত ব্রহ্মের) মধ্যে কোন্ ব্রহ্মকে দর্শন করেন? শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কথিত ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ বা নিরাকার হলে জগতের সাকার বস্তুগুলিতে ও জীবের মধ্যে নিরাকার ব্রহ্মকে সাকার বা রূপবিশিষ্ট দর্শন কি করে সম্ভব হয়? আর নির্ব্বশেষ, নিষ্ক্রিয়, নিঃশক্তিক ব্রহ্ম ইচ্ছাশক্তি ও দর্শনশক্তি ব্যতীত মুক্তজীবকে তথা মহাভাগবতকে দর্শন করতে পারেন কি? অতএব শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার উক্ত ৬।৩০ শ্লোকের মর্ম্মার্থে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, নিঃশক্তিক হতে পারেন না—ইহাই প্রমাণিত হয়। ভক্ত ও ভগবানের পরস্পর সর্ব্বদা সাক্ষাৎকার হওয়ায় উভয়ের

মধ্যে সম্বন্ধযুক্ত প্রীতি জন্মায়। তখন ভগবান্ সেই ভক্তকে কৃপাদৃষ্টিদ্বারা অবলোকনপূর্ব্বক তাকে শুষ্ক নির্ব্বাণ প্রদান না করে শুদ্ধ প্রেমভক্তি দান করেন। মহাভাগবত বা পরমহংসের দর্শন সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বাণী,—

মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ।।
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি।। (চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৭২-২৭৩)

ভাগবতোত্তমের প্রেমের স্বভাব এমনই যে, তাঁরা স্থাবর-জঙ্গম যা কিছু দেখেন, সে সমস্তের মধ্যে তৎ তৎ মূর্ত্তি না দেখে সর্ব্বত্র ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তিরূপ শ্রীকৃষ্ণ-ভাবই দেখেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ১১/২/৪৫ শ্লোকে বিদেহরাজ নিমির প্রশ্নের উত্তরে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম 'হবি' বলেছেন,—

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।।"

অর্থাৎ—"যিনি ভাগবতোত্তম, তিনি সর্ব্বভূতে আত্মার আত্মরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রকেই দেখেন এবং আত্মার আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত ভূতকে দেখতে পান।" অতএব মুক্ত জীব ভাগবতোত্তম যেমন সর্ব্বত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেখেন, ভগবান্ও তেমনই তাঁর একান্ত ভক্ত মুক্তজীবকে দেখেন। এইভাবে উপাস্য ভগবান্ ও উপাসক ভক্তের সর্ব্বদা সাক্ষাৎকার হওয়ায় উপাসক কদাচও ভ্রষ্ট হয় না।

ব্রহ্ম পূর্ণচেতন,—তাঁর ইচ্ছা, জ্ঞান, অনুভূতি, ক্রিয়া প্রভৃতি বিদ্যমান। তাঁর ব্যক্তিত্ব সর্ব্বদা বর্ত্তমান। তিনি সচ্চিদানন্দময়। জীব সেই পরব্রহ্ম বা ভগবান্ নন অথবা সেই বস্তুর অংশ বা বস্তুতত্ত্ব নন। জীব সাম্বন্ধিক বা সাপেক্ষিক তত্ত্ব। জীব ভগবানের প্রকৃতির অংশ হওয়ায় জীবে ভগবানের সচ্চিদানন্দস্বরূপের প্রকৃতির অংশ বিরাজমান। ভগবানের ধর্ম্মের সহিত জীবের ধর্ম্মের কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকায় শঙ্করাচার্য্য জীবকে ব্রহ্ম বলে ভ্রমে পতিত হয়েছেন। এই মতবাদ নির্ভরযোগ্য ভগবদনুকূল অনুশীলন নয় ও এই মতবাদে ভগবদ্বিশ্বাস থাকে না।

সাধারণ লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ নারায়ণ ও সর্ব্বলোক-পরিত্রাতা বললে তিনি স্বয়ং ভগবান্ হয়েও লোকশিক্ষার্থে জানালেন,—জীব 'কৃষ্ণ' নয়, সুতরাং জীবে কৃষ্ণ-বুদ্ধি করা মহা অপরাধ ও তাহা নিষিদ্ধ।—

প্রভু কহে,—'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু' ইহা না কহিবা।
জীবাধমে কৃষ্ণ-জ্ঞান কভু না করিবা।।
সন্ন্যাসী—চিৎকণ জীব, কিরণ-কণ সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম।।
জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব—কভু নহে 'সম'।
জলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের 'কণ'।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৮।১১১-১১৩)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৬ ; ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৯

উক্ত পয়ারের অনুভাষ্যে শ্রীরূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখেছেন,—"জঙ্গম-নারায়ণ—চলচ্ছক্তিবিশিষ্ট নারায়ণ ; "দণ্ডগ্রহণ-মাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ"—দণ্ডিগণকে কেবলাদ্বৈত-মায়াবাদিগণ মায়াধীশ পরমেশ্বর নারায়ণের 'নিত্যবশ্য' বলে কখনও নারায়ণ-শব্দবাচ্য হতে পারেন না ; যিনি জীবকে বিষ্ণুর সহিত 'সমান' বা 'এক' বলেন বা জ্ঞান করেন, তিনি —মায়াবাদী অপরাধী।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামি-বাক্যে জানা যায়,—

"হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ।।" (চৈঃ চঃ মঃ ১৮।১১৪)

ঈশ্বর—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ এবং 'হ্লাদিনী' ও 'সম্বিৎ'-শক্তিদ্বারা আশ্লিষ্ট অর্থাৎ আলিঙ্গিত। কিন্তু জীব সর্ব্বদাই স্বীয় (আরোপিত) অবিদ্যাদ্বারা সংবৃত বলে দুঃখী।

জীব মুক্ত ও বদ্ধ সর্ব্বাবস্থাতেই মায়াধীশ ভগবানের নিত্যবশ্য বলে কখনও ভগবান-পদবাচ্য হতে পারে না। জীব ও ভগবান্‌কে সমপর্য্যায়ে গণনা করার অর্থই ভোগ্যবস্তু ও ভগবান্‌কে সমান আসনে বসানোর অভিসন্ধি। 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি'-প্রভৃতি শ্রুতিবচনের তাৎপর্য্যকে বিকৃত করে জীবকে ভ্রান্ত ব্রহ্ম বা উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম বলার যে মতবাদ মায়াবাদিগণ প্রচার করেছেন, তাহা ভ্রমপূর্ণ—ইহাতে সন্দেহ নাই। 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য জীবের চিন্ময়-সত্তা বুঝাবার জন্যই বেদের একদেশসূচক বাক্য বলে শ্রীমন্মহাপ্রভু জানিয়েছেন। বস্তুতঃ ওঙ্কার তথা প্রণবই আদি মহাবাক্য—বেদ কল্পতরুর বীজ। 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি প্রাদেশিক বাক্যকে মহাবাক্য বলে মায়াবাদিগণ ব্রহ্মস্বরূপ বেদজীবন 'প্রণব'-নামকেই অনাদর ও অবজ্ঞা করেছেন।

আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যা লক্ষণা-বৃত্তিমূলা ও কাল্পনিক, তাহা প্রামাণিক মহাগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায় জানা যায়,—

'প্রণব' সে মহাবাক্য বেদেরা নিদান।
ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব—সর্ব্ববিশ্ব-ধাম।।
সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের করি প্রণব উদ্দেশ।
'তত্ত্বমসি'-বাক্য হয় বেদের এক দেশ।।
'প্রণব' মহাবাক্য—তাহা করি' আচ্ছাদন।
মহাবাক্যে করি' 'তত্ত্বমসি'র স্থাপন।।
সর্ব্ববেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান।
(আচার্য্য) মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি' কৈল লক্ষণা-ব্যাখ্যান।
স্বতঃপ্রমাণ বেদ—প্রমাণ-শিরোমণি।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা-হানি।।
এইমত প্রতিসূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া।
গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া।।

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।১২৮-১৩৩)

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় তাঁর জৈবধর্ম্ম-গ্রন্থে লিখেছেন,—

"বেদে যে বিবর্ত্ত সম্বন্ধে বিচার আছে, তাহা বিবর্ত্তবাদ নয়। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য 'বিবর্ত্ত'-শব্দের যে-প্রকার অর্থ বিচার করেছেন, তাতে 'বিবর্ত্তবাদ' ও 'মায়াবাদ' এক হয়ে গিয়েছে। মায়াবাদিগণ বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক একপ্রকার কৌতুকাবহ বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করেছেন। 'আমি ব্রহ্ম'—ইহাই তাত্ত্বিক বুদ্ধি, তাহার অন্যথা 'আমি জীব'—এই বুদ্ধিকে তারা বিবর্ত্ত বলছেন ; বস্তুতঃ এরূপ বিবর্ত্তবাদে সত্যের নির্ণয় হয় না। বিবর্ত্তবাদ বস্তুতঃ শক্তিপরিণামবাদের বিরোধী নয়, কিন্তু মায়াবাদীর বিবর্ত্তবাদ নিতান্ত হাস্যাস্পদ। মায়াবাদীর বিবর্ত্তবাদ কয়েকপ্রকার ; তন্মধ্যে 'জীব-ভ্রমক্রমে ব্রহ্মের জীবত্ব', 'প্রতিবিম্বিত হয়ে ব্রহ্মের জীবত্ব' এবং 'স্বপ্নে ব্রহ্ম হতে পৃথক্ পৃথক্ জীব ও জড়জগতের ব্রহ্মোতর বুদ্ধি'—এই তিনপ্রকার বিবর্ত্তবাদ বিশেষরূপে প্রচারিত আছে। এ প্রকার বিবর্ত্তবাদ সত্য নয়, বেদ-প্রমাণ-বিরুদ্ধ।" এক্ষণে মায়াবাদিগণের প্রচারিত উক্ত তিনপ্রকার বিবর্ত্তবাদ যে শ্রুতি-বিরুদ্ধ-মত তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। উক্ত তিনপ্রকার বিবর্ত্তবাদের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে,—ব্রহ্ম ভ্রমক্রমে বা অজ্ঞানবশতঃ জীব হয়েছেন—মায়াবাদিগণের এই মত নিতান্ত ব্যর্থ ও হাস্যাস্পদ। শাস্ত্র বলেছেন,—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি" (মুণ্ডক ২।২।৭) "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈত্তিরীয় ২।১।৩)—ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্, সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত। "আনন্দং ব্রহ্ম" (বৃহদারণ্যক ৩।৯।২৮।৭)—ব্রহ্ম আনন্দময়। ঐ সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা, সত্যতা ও আনন্দধর্ম্ম আছে—যাহা বিশেষত্ব-বাচক হওয়ায় ব্রহ্মকে সবিশেষরূপেই স্থাপন করেছেন, পরন্তু নির্ব্বিশেষ বস্তুর ঐ ধর্ম্মগুলি নাই। যে ব্রহ্ম কেবল-জ্ঞানমাত্র বস্তু, সেই অনন্তলীলাধার ব্রহ্মে অজ্ঞান স্পর্শ করতে পারে না বা অজ্ঞান তথা ভ্রম থাকা সম্ভব নয়। জ্ঞানের অভাবকেই অজ্ঞান বলে। তাই জ্ঞানে ও অজ্ঞানে অনেক তফাৎ ও পরস্পর বিরুদ্ধ।

যাহা দ্বিতীয়-রহিত অর্থাৎ যে তত্ত্বে মায়াজনিত পরস্পর ভেদ বা বিরোধ দৃষ্ট হয় না, সেই অদ্বয় তথা অখণ্ড, অদ্বিতীয়, অসমোর্দ্ধ জ্ঞানতত্ত্বই ব্রহ্ম তথা ভগবান্। সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বে মায়িক ভেদবিধি কার্য্য করতে পারে না। ভেদ-জ্ঞান বিরাজ থাকলেই অজ্ঞান থাকবে। সেইঅদ্বয়জ্ঞানের ত্রিবিধ প্রতীতি,—

"অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'ভগবান্'—তিন তাঁর রূপ।।" (চৈঃ চঃ আঃ ২।৬৫)

অদ্বয়জ্ঞানের ভগবৎ-প্রতীতিই পূর্ণ, ব্রহ্ম-প্রতীতি অসম্যক্ এবং পরমাত্ম-প্রতীতি আংশিক। সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বা অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তুর অজ্ঞান বা ভ্রম হতে পারে না। শাস্ত্র আরও জানিয়েছেন,—ঈশ্বরের বাক্যে ভ্রম-প্রমাদাদি কোন দোষ থাকে না বা থাকতে পারে না। যথা,—

"ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১০৭)

অতএব, ঈশ্বরের বাক্য বাস্তব সত্য এবং অপরিবর্ত্তনীয়। তিনি যা বলতে ইচ্ছা করেন, তাহাই বাক্যে প্রকাশ করেন। বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র ঈশ্বরের বাক্য। ভগবান্ শ্রীনারায়ণ শ্রীব্যাসরূপে তাহা প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বরের বাক্য অভ্রান্ত হওয়ায় তাঁর ইচ্ছায়

[ ] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৬ ; ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৯

ও কার্য্যে ভ্রম হওয়া সম্ভব নয়। ব্রহ্ম ভ্রমক্রমে জীব হয়েছেন,—মায়াবাদিগণের এইরূপ বাক্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্ত বাণীতে নিরর্থক প্রতিপন্ন হয়েছে।

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বই পরমতত্ত্ব। সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মার উপাসনায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান্ তাঁকে পরমগুহ্য অদ্বয়জ্ঞান উপদেশ করেছিলেন এবং তাঁর অনুগ্রহ ব্যতীত বিজ্ঞান-রহস্য-সংযুক্ত অদ্বয়জ্ঞান-স্বরূপের উপলব্ধি হয় না বলে ব্রহ্মার কৃষ্ণপ্রেম ও সাধনভক্তি লাভের জন্য আশীর্ব্বাদ প্রদান করেছিলেন ; যথা শ্রীমদ্ভাগবতে চতুঃশ্লোকীতে,—

"জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া।।
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।।" (ভাঃ ২।৯।৩০-৩১)

অর্থাৎ—"ওহে ব্রহ্মণ! বিজ্ঞানসমন্বিত রহস্য ও তদঙ্গযুক্ত আমার পরমগুহ্য জ্ঞান তোমাকে কৃপা করে আমি বলছি, তাহা তুমি গ্রহণ কর। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৬০ পৃষ্ঠার পর]

আবার তত্ত্বদর্শনে বলছেন, এই জগৎটা যে গড়া হয়েছে এটা কারাগার। যদি আমরা ভাগবতের বিচারে চলে যাই, তাহলে দেখব,—

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি।।

দুঃখ দিয়ে গড়া এই সংসার। এখানে আমরা সুখ-শান্তির আশা করছি কেন? যারা Materialist তারা কিন্তু চিরদিনই দুঃখ-কষ্ট পান এবং পাবেন। এখানে থেকেও যদি আমরা বাস্তবক্ষেত্রে ঠিক ঠিক নীতি-আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি, তাহলে যেখানেই থাকি না কেন সেখানেই সুখ-শান্তি আছে, স্বস্তি আছে। কিন্তু সেটা আমরা চাচ্ছি না বর্ত্তমানে। এই মরজগতে যে Eliments গুলো আছে, এগুলো নিয়ে আমরা সুখী হতে চাচ্ছি। শাস্ত্র বলছেন, এগুলো সুখ-শান্তি দিতে পারে না। ক্রোড়পতি লোকেরও সুখ-শান্তি নেই। আবার যারা কুঁড়ে ঘরে আছেন, তারা শান্তিলাভ করছেন। তাদের কোন Hankering নেই, আরও দাও, আরও দাও—এই Demand নেই। তাহলে শান্তি কিসে আছে?

ভারতের যে অধ্যাত্মবাদ, ভারতের যে আত্মবাদ সেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা হওয়া দরকার। ঋষিগণ সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন, সেটা কিন্তু আমরা নিতে চাচ্ছি না। অথচ আমাদের কম-বেশী (More or less) প্রত্যেকেরই আছে। দেবো কে? আমাদের এখন কথাটা এসেছে কিরকম? নাস্তিক্যভাবের কথা। হে ভগবান্, তুমি যদি

থেকে থাক, তুমি থাক, আগে আমাদের খাওয়া, থাকা, পরার ব্যবস্থা হোক। এটা ত' নাস্তিক্যবাদ। ভগবানের সঙ্গে Commercial interest নিয়ে চলছি আমরা। ভগবানের সেবা করতে হবে—সেকথা শাস্ত্রে লেখা আছে। কিন্তু কাজের বেলায় আমরা ভগবানকে খাটিয়ে নিতে চাচ্ছি। "God, give us our daily bread"—এটা খুব ভাল কথা নয়। ভগবানকে সেবা করার বদলে তাঁকে খাটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ভগবানকে যদি আমি 'পিতা' বলি, তাহলে সবথেকে বড় চাকর ভগবান্। ভগবানকে যদি 'মা' বলি, তাহলে তিনি সবথেকে বড় চাকরাণী। এই সংসারে দেখুন আপনারা, এ জগতে পিতামাতা যাঁরা তাঁরা সন্তানের সবথেকে বড় চাকর-চাকরাণী। ভগবানকে যদি আমরা এইরকম কথা বলি, তাহলে ভগবানের সেবা করার মতলব নেই তা প্রমাণিত। এসব কথাগুলো আমাদের সনাতন শাস্ত্রে আলোচনা করা রয়েছে।

আবার Fatherhood of Godhead, Motherhood of Godhead কথাগুলো আছে। যতরকম ধরণের কথা আছে সবথেকে বড় কথা হল Sonhood of Godhead। এসব শাস্ত্রে সুন্দরভাবে আলোচনা রয়েছে। এর মীমাংসা রয়েছে। সব কথাগুলো আমাদের বুঝতে হবে ঠিক ঠিকভাবে। ঋষিগণ কিরকমভাবে বলেছেন, স্বয়ং ভগবান্ কিভাবে উপদেশ দিয়েছেন। আমরা ভগবানের সেবা করব, না ভগবানেকে খাটিয়ে নেব? ভগবানের সেবা নিশ্চয়ই করতে হবে আমাদের, তাঁকে খাটিয়ে নেওয়া চলবে না। সব জিনিসগুলো আমাদের বিচারের মধ্যে থাকা দরকার। বর্ত্তমানে আমরা খুব ভোগবাদী হয়ে পড়েছি অর্থাৎ আমরা Materialist হয়ে পড়েছি। Materialist হলে খুব ভাল কথা নয়, আমাদের দুঃখ-কষ্ট অধিক হবে। যার যত Demand, তিনি তত বেশী কষ্ট পান। সুতরাং আমাদের চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষা সীমিত রাখতে হবে—এটা শাস্ত্রের উপদেশ। তাতে শান্তি পাওয়া যাবে, দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা অনেক কম হবে। এটাও শিক্ষার মধ্যে আছে। আর আমরা যত অভাব সৃষ্টি করছি সংসারে তত কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা অধিক হচ্ছে। সুতরাং ঋষিনীতি নিয়ে যদি আমরা চলবার চেষ্টা করি, তাহলে আমাদের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। ভগবানকে ভালবাসা, তাঁকে নিজের করে নেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য।

আমরা ছেলেমেয়েদের দুঃখ-কষ্ট দেখে নিজেরা কান্নাকাটি করি। ভগবান্ কি কান্নাকাটি করেন না আমাদের জন্য? শাস্ত্রে লেখা আছে—তিনিও কান্নাকাটি করেন। কেন? Supreme Authority, Supreme Guardian সেই ভগবান্। সুতরাং তাঁর জ্বালা-যন্ত্রণা কম নয়। আমরা যদি Good boy হয়ে চলি, তাহলে তিনি একটু শান্তি-স্বস্তি পান। তাঁর যে কর্ত্তব্য দায়িত্ব আছে, সেগুলো থেকে তিনি একটু পান।

সাধন-ভজন করা মানে কি? ভগবৎসেবা, উপাসনা, আরাধনা—এসব কথাগুলো আছে। কার আরাধনা করব? আরাধনা কার হবে?—ভগবানের আরাধনা হবে। আরাধনা-শব্দ আর কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। শাস্ত্রীয় শব্দেতে আরাধনা ভগবানের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। আমরা অন্যান্য জায়গায় এই শব্দগুলো লাগিয়ে দিচ্ছি। শব্দগুলো Mis-appropriation হচ্ছে আজ যেটা হওয়া উচিত নয়। এটাও আমাদের বুঝতে হবে।

হৃষীকেশ কাকে বলি আমরা? অন্য কোন দেবদেবীকে কি বলি? Demigod,

goddess কে কি বলি? বলি না। সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি যাঁর কাছ থেকে পেয়েছি আমরা, তিনি হলেন সর্ব্বেশ্বর ভগবান্, সর্ব্বশক্তিমান্, সেই মাধুর্য্যমণ্ডিত বিগ্রহ। কিন্তু আমরা ত' সে ব্যাখ্যা নিচ্ছি না। যাঁকে ডাকলে সবকিছু মীমাংসা হয়, যিনি সবকিছু দিতে পারেন—ইহজগতে পরজগতে সবকিছু দিতে পারেন—শ্রদ্ধা, ভক্তি থেকে আরম্ভ করে প্রেমভক্তি পর্য্যন্ত সব যিনি দিতে পারেন, তাঁর কি আবার ইহলৌকিক জিনিষের অভাব হয়? যিনি কোটি টাকা পেয়েছেন তিনি কি লাখ টাকা পান নি? তিনি কি পাবেন না, পান না?—এসব বিচারগুলো আমাদের আসছে কেন? একটা বাজারে সব জিনিস পাচ্ছি, আমি ত' সেখানেই বাজার করব। কেন ঘুরে ঘুরে বেড়াব সব জায়গায়?

কৃষ্ণভজন করছেন না কেন মানুষ? আধিকারিক দেবদেবীকে সাধনা করতে যাচ্ছেন, তাতে কিছু জাগতিক সুবিধা হয়, পারমার্থিক—Spiritual sideএ কিছু হয় না। তারা বিরক্তই করেন। ভগবানের সাধনা করলে কি আমাদের অভাব থাকে কিছু। যার নাই তাকে তিনি সব দিয়ে দিচ্ছেন, বলতে হয় না তাঁর কাছে, চাইতে হয় না তাঁর কাছে। তিনি সবকিছু ব্যবস্থা নিয়ে নিচ্ছেন।

ভগবানের সখা একজন, কে? যিনি গিয়েছিলেন দ্বারকায়, তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। তাঁর স্ত্রী বার বার বলছেন, তুমি একবার যাওনা সখার কাছে। তাঁর যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না, স্ত্রীর কথানুসারে তিনি গেছেন। গিয়ে কিছু চাইতে পারেন নি ভগবানের কাছে। চাইতে না পারলে কি হবে, ভগবান্ ত' অন্তর্যামী। তিনি কিছু চাইতে না পেরে চলে এসেছেন। ফিরে আসছেন যখন তখন ভগবানের স্নেহ-মমতার কথা তিনি মনে করছেন। আমি একটা হতভাগা লোক, আর ভগবান্ আমাকে কত আদর-যত্ন করলেন—এইকথা ভাবতে ভাবতে আসছেন। কিন্তু একটা বিষয়ে আমি কি কৈফিয়ৎ দেব? স্ত্রী ত' কিছু চাইতে বলেছিল, তা আমার ত' ওটা স্বভাবে নেই, আমি চাইনি। ফিরে গেছেন যখন তখন আর নিজের ঘর খুঁজে পাচ্ছেন না। "ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো, যেদিন যায় সেদিন ভাল।" সেরকম একখানা কুঁড়ে ঘর ছিল। ফিরে এসে আর কুঁড়ে ঘর দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু Locationটা ঠিক করেছেন, এইখানে ত' আমার ঘর ছিল। Palaceian building—রাজপ্রাসাদ সব হয়ে গেছে।

আমাদের মতলব কি? ভক্তি যদি নাও হয় আচ্ছা, কিন্তু Palaceian building —রাজপ্রাসাদ যদি হয়ে যায় তাও ত' অনেক লাভ। কোন্‌টা চাইবেন আপনারা? ভগবানে ভক্তি চাইবেন, না Palaceian building চাইবেন? বহু সম্পদের অধিকারী হবেন? যত বেশী সম্পদের অধিকারী হবেন ততই আমরা ভগবানকে ভুলে যাব। সেজন্য সীমিত অধিকারের মধ্যে থাকলেই ভাল। ওগুলো ভাল নয়, ভগবানকে ভুলে যাওয়ার বুদ্ধি। দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা ভগবান্ কেন রেখেছেন এ সংসারে? উত্তর দেওয়া আছে। দুঃখেতে ত' অন্ততঃ ভগবানকে ডাকি একবার। কিন্তু এটা দায়ঠেকা। সত্য সত্যই যদি ভালবেসে তাঁকে ডাকি আমরা তাহলে লাভ আছে। লোকসান কিছু নেই। গীতায় অর্জ্জুনকে কি বলছেন কৃষ্ণ? অর্জ্জুন, আমি যে-সব সনাতন ধর্ম্মের কথা বলছি এসব শুনলে তোমার

কোন লোকসান হবে না। ভগবানের সখা অর্জ্জুন, তিনি সবজান্তা, সব জেনে বসে আছেন। কিন্তু তাঁকে লক্ষ্য করে জগৎকে বলছেন,—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।।

এই সনাতন ধর্ম্ম যদি অল্প কিছু লোকেও যাজন করেন, Practice করেন, জীবনে মহান ফল তার। ফলটা কি? তাকে লোকসানে পড়তে হবে না, তাকে বিপদে পড়তে হবে না। সবটা তার জমার ঘর। কেমন জমার ঘর? শাস্ত্রে বলছেন—Fixed deposit। এই সনাতন ধর্ম্ম যদি কেউ অল্পও জীবনে Practice করেন, তাহলে তার পূর্ণ লাভ। আর কি? 'ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'—মহাভয় হতে পরিত্রাণ করে। সবথেকে বড় ভয় কি আমাদের এ সংসারে বলুন আপনারা? শাস্ত্রে ত' বলা আছে। যতরকম ধরণের ভূতের ভয় আছে, যতরকম ধরণের হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ভয় আছে, সবথেকে বড় ভয় হল মৃত্যু ভয়। এই মৃত্যুভয়ে কাতর মানুষ। ভগবানের কথা যদি আমরা শুনি, জীবনে Practice করি, তাহলে মৃত্যুভয় থাকবে না, মৃত্যুযন্ত্রণা থাকবে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যারা ফাঁসির মঞ্চে ঝুলে পড়ছে, ভয় নেই তাদের। কিন্তু যারা ভগবানকে মনে-প্রাণে ভালবাসেন, তাদের কোন ভয় নেই। 'বিচরন্তি নির্ভয়া'—তারা নির্ভয়ে বিচরণ করেন—এই কথাই ত' লেখা আছে। ক্ষমতা কে দিচ্ছেন?—ভগবান্ স্বয়ং দিচ্ছেন। ভগবান্ স্বয়ং দিচ্ছেন?—হ্যাঁ, কিন্তু তিনি সহজে দেন না—একথাও আলোচনা আছে।

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া।।

এটা একটা বিচারের কথা। ভক্তি কাকে দিচ্ছেন? অধিকারী নির্ণয় করেছেন ভগবান্। তিনি অখিললোকশিক্ষক, সব থেকে বড় পরীক্ষক। তিনি সবটাকে বিচার-বিবেচনা করে বলছেন, এ লোকটা বোকা। কি বাজে জিনিষ চাইছে সংসারে।

আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব।
স্ব-চরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব।।

তাহলে চিন্তা করুন, ভগবান্ আমাদের জন্য কত চিন্তা করছেন। তিনি মঙ্গলময়, কল্যাণময়। তাঁর এই বিশেষণ সবসময় আছে। এই বিশেষণ কখনও তাঁর যাবে না। তিনি অখিললোকশিক্ষক, ত্রিলোকগুরু। তাঁর সাধন-ভজন করলে মানুষকে ঠক্‌তে হয় না। আমি কিছুই করলাম না, কিন্তু ফলটা আগে চাই—এই যদি বুদ্ধি হয়, তাহলে ভগবানের সেবা হল না, ভগবানকে খাটিয়ে নেওয়া হল। হবে না তার। ভগবান্ আমাকে পরীক্ষা করবেন, সেই পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হব—কথাটা এই। কিন্তু তা না করে আমরা ভগবানকে পরীক্ষা করতে যাচ্ছি, ভগবান্ কি করেন দেখি। এটা নিয়ম নয়। আগে পরীক্ষা দিতে হবে আমাকে, তবে আমি পাশ করব। তা না করে ভগবানকে আগে পরীক্ষা করছে—তুমি কি দাও দেখি। এটা ত' নিয়ম নয়। শাস্ত্রে এসব কথা সুন্দরভাবে আলোচনা করা আছে। আমরা যদি এগুলো আলোচনা করি, তাহলে কিছু জানতে পারি এবং Practical fieldএও এটা দেখা যায়।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৬ ; ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৯

তাহলে দেখা যাচ্ছে যাঁরা ধর্ম্মকর্ম্ম নিয়ে আছেন, তাঁর নিশ্চয়ই বৃথা সময় নষ্ট করছেন না। তাঁরা সময়ের সদ্ব্যবহার করছেন। তাঁরা জেনে নিয়েছেন, বুঝে নিয়েছেন আমাদের উপরওয়ালা Guardian যাঁরা—মুনি-ঋষিগণ আছেন, আবার গুরু-বৈষ্ণবগণ আছেন, তাঁদের যে বিচার—ভগবান্ যে বিচার বলেছেন সেই বিচার তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন। তাই তাঁদের মানসিক শান্তি আছে—যে মানসিক শান্তির অভাব দুনিয়ায়। তাহলে কি করব আমরা? আমরা যে সবসময় হা-হুতাশ করছি, এর থেকে নিষ্কৃতি পাব কি করে? আপনারা সবাই সাধন-ভজন করুন, Practical fieldএ চলুন, দেখবেন, আপনারা নিশ্চয়ই শান্তি পাচ্ছেন, স্বস্তি পাবেন। পরীক্ষা করে দেখুন না একবার। কেন সন্দেহ ভগবদ্বাক্যে? কৃষ্ণ বলছেন, তাঁর কথা শুনছি না আমরা। কিন্তু ভগবান্ কিরকম Guardian দেখুন, চৈতন্যমূর্ত্তিতে—চৈতন্যমহাপ্রভু, গৌরসুন্দররূপে এসে সেই সাধন-ভজন শিক্ষা আবার দিচ্ছেন। কিভাবে? কৌশল করে, তোমরা সবাই কৃষ্ণভজন কর। নিজেকে গোপন করছেন। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র, শুধু স্বয়ং একজন নয়, আরও একজনকে নিয়ে। কে? শ্রীরাধাগোবিন্দ মিলিততনু গৌরসুন্দর। তিনি এসে শিক্ষা দিচ্ছেন—তোমরা সবাই কৃষ্ণভজন কর, সময় নষ্ট কর না। তিনি নিজেও করছেন এবং সেই ভাব দেখাচ্ছেন।

কৃষ্ণ রে বাপ রে মোর জীবন শ্রীহরি।
কোন্ দিকে গেলা মোর প্রাণ করি' চুরি।।
পাইনু বৃন্দাবননাথ পুনঃ হারাইনু।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ, কোথা গেলে পামু।।

সেই ভাবটা নিয়েছেন, যাতে আমরা Follow—অনুসরণ করি তাঁকে। সব জিনিষ আছে। এটা কলিকাল। অন্য যুগ, তপস্যার যুগ নয়। অনেক পরমায়ু ছিল তাদের, তারা এগুলো করতেন। আমরা কলিজীব হতভাগা। হতভাগা!—হ্যা, হতভাগা। পরমায়ু অত্যন্ত কম। 'আয়ুঃ বর্ষশতম্'। একশ বছর আমরা বাঁচি কেউ? কদাচিৎ কেউ আমরা একশ বছর বাঁচি। কিন্তু World statistics আপনারা আলোচনা করুন, দেখবেন, এই ভারতবাসী আমরা, আমাদের পরমায়ু সমথেকে কমে গেছে। ৩০/৪০ বছর আমাদের গড় পরমায়ু। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের ভিতরে আমরা কি করে লেখাপড়া শিখব, কি করে চাকরি করব, আহার সংস্থান করব, আর ভগবানকে বা ডাকব কখন?

ভগবানকে ডাকব না ইচ্ছা আগে থেকে ঠিক করে নিয়েছি। তাই গুরু-বৈষ্ণবগণ যদি কেউ বলেন—আপনারা হরিভজন করুন, তাহলে কি বলেন? হরি তোমায় ডাকবার সময় কই। খুবই দুঃখের কথা। সবটাই পারি আমরা ইচ্ছা করলে, কিন্তু সবটার মধ্যে ফাঁকিবাজি আছে। Avoiding spirit—এটা খুব ভাল কথা নয়। সুতরাং আমরা মুনি-ঋগিণের যে শিক্ষা সেটা নিয়ে চলব, বৈদিক শিক্ষা নিয়ে চলব ; তারই যত ব্যাখ্যা রয়েছে, সেই ব্যাখ্যাগুলো নিয়ে চলব। ভগবানকে বাদ দিয়ে নীতি-আদর্শের কোন স্থান নেই।

আমাদের উপরওয়ালা—Superior যাঁরা আছেন, তাঁদের বাদ দিয়ে আমাদের ভালভাবে চলবার কোন উপায় নেই। Guardianদের বাদ দিয়ে একাকী বাচ্চা ছেলে

চলতে পারে না। সে ত' আশ্রয় চায়, সে ত' আশ্রয়ে আছে। সুতরাং আশ্রয়ে যারা থাকবে, তাদের কোন অসুবিধা হয় না। পরমার্থক্ষেত্রে—Spiritual sideএ বলা আছে।—

"আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।"

তাহলে কার আশ্রয় নিতে হবে? ভগবদাশ্রয়, তিনি নিখিল আশ্রয়। তাঁকে বাদ দিয়ে চলছি কেন আমরা? তাঁকে বাদ দিয়ে, ফাঁকি দিয়ে চলবার চেষ্টা করছি কেন আমরা? আমরা মনে করছি আমরা সুখী হব, শান্তি পাব ; কিন্তু তার বদলে উল্টো হচ্ছে।

"সুখের নামে দিচ্ছে অসুখ, তবুও সুখ আমায় ছলে।"—ছলনা করে। কথাগুলো শাস্ত্রে বলা আছে। আমরা যেদিক দিয়ে আলোচনা করি না কেন আমাদের কোন লোকসানের কথা নেই। সনাতন ধর্ম্ম যদি আমরা Practice করি জীবনে, তাহলে আমাদের মানসিক শান্তি আছে, সবদিকে কল্যাণ আছে। কেন? পুনর্জন্মবাদ অস্বীকার করেছে কোন কোন সম্প্রদায়, কিন্তু গীতা, ভাগবত আলোচনা করলে দেখা যাচ্ছে পুনর্জন্মবাদ আছে। যারা অস্বীকার করছিলেন পূর্ব্বে তারা এখন মানছেন এগুলো। এটাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। সাধন-ভজনক্ষেত্রে যতটুকু সাধন-ভজন করলাম আমরা, গীতা-ভাগবত স্পষ্ট করে বলছেন—ওটা নষ্ট হওয়ার জিনিষ নয়। এটা Fixed deposit। এই অনুসারে পুনরায় তাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে এবং সেইরকম পরিবেশ তিনি পাবেন—একথা স্পষ্টভাবে লেখা আছে। সুতরাং আমাদের ঘাবড়াবার কোন কথা নেই ত'। এ জন্মে আমি যতটুকু সাধন-ভজন করলাম, সেটুকু জমার ঘর থাকল। তদনুসারে আবার আমার জন্ম হয়, আমি সেইরকম পরিবেশ পেয়ে যাই—এটা ভগবানের বিচার। তাহলে যে জিনিষটা ধ্বংসশীল, ক্ষয়িষ্ণু নয়, সেটার জন্য আমরা চেষ্টা করব না কেন? এই Fixed deposit এর কথাই ত' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জানিয়েছেন সখা অর্জ্জুনকে দিয়ে সমগ্র জগৎকে—তোমাদের লোকসানের কোন কথা নেই। যদি তোমরা নীতি-আদর্শপরায়ণ হও, তাহলে কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু নীতি-আদর্শ বাদ দিয়ে যদি আমরা নিজেদের ভাল খুঁজতে চাই, তাহলে সে ভাল কখনও টিকবে না, হবে না।

মানুষ কতরকম ধরণের আছে, তা নিয়ে আলোচনা আছে শাস্ত্রে। বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম-লতা হয়ে জন্মগ্রহণ করছি আমরা, এদের চেতনতা সুপ্ত অবস্থায় আছে, তাই তাকে বললেন আচ্ছাদিত চেতন। যারা—সরীসৃপ জাতীয়, তাদের বলছেন সঙ্কুচিত চেতন। পশু-পক্ষী সঙ্কুচিত চেতনের মধ্যে চলে গেল। তারপরে বলছেন মানুষকে, মুকুলিত চেতন মনুষ্য। কিন্তু সে যদি সাধন-ভজন করে, তাহলে তার উন্নত অবস্থা লাভ হয়। ভাল-মন্দের বিচার যিনি জেনে নিয়েছেন এবং সেইভাবে চলছেন যিনি, খারাপটাকে ছেড়ে দিয়ে ভালটাকে নিয়ে চলছেন যিনি Positive sideএ, তখন তাকে বলছেন বিকচিত চেতন মনুষ্য। তারপরে বলছেন, চেতনতার ক্রমবিকাশের চরম অবস্থা—পূর্ণ বিকচিত চেতন মনুষ্য। এরা কারা? এঁরা সব নিত্যসিদ্ধ মহাত্মা, পরমমুক্ত। এই Grade গুলো ব্যাখ্যা করেছেন শাস্ত্রে। এগুলো আলোচনা করলেই আমরা বুঝতে পারি সাধন-

ভজনের Gradation। কিন্তু একদিনে ত' সব হয় না।

সাধন-ভজন নিত্য। ভগবান্ নিত্যবস্তু ; সাধন-ভজনও নিত্যবস্তু। ভক্তি নিত্যবস্তু, ভক্তি মহাদেবী নিত্যবস্তু। তাহলে কে কার সেবা করবে? চেতন জীবাত্মার ধর্ম্মই হচ্ছে পরমচেতন, পূর্ণচেতন সেই ভগবানের সেবা করা—এই কথাই লেখা আছে সব জায়গায়। এ শুধু সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে লেখা নেই, Christianityতেও ব্যাখ্যা করা আছে। মুসলিমধর্ম্মেও এই কথা ব্যাখ্যা করা আছে। সেগুলো বুঝতে হবে আমাদের। ভগবান্ আমাদের সৃষ্টি করেছেন মূলতঃ—এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই কারোর। "God created man after His own image"—কথাটা বলা আছে। ঠিক এইরকম ধরণের কথাটা আছে মুসলিম ধর্ম্মে—"ইন্নাল্লাহা খালাকাহা মিন্‌সুরাতিহি।" খোদা তাঁর নিজের আকারের মত করে একটা আকার দিয়েছেন মানুষকে। তাহলে ভগবানের আকারটা কিরকম?—সচ্চিদানন্দাকার। সেইরকম আকারের মত একটা আকার মানুষকে দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন—কোরাণে এরকম বলা আছে। ভাগবতে এই জিনিষের ব্যাখ্যা রয়েছে।—

সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা বৃক্ষাঃ সরসৃপ-পশূন্ খগ-দ্বন্দ্বশূকান্।
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ং পুরুষং বিধায় ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ।।

সেই পরদেবতা ভগবান্ তিনি এইভাবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেন নি, আগে অন্যান্য সব সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট হন নি। এদের সঙ্গে আমার কোন ভাবের আদান-প্রদান হবে না। পরে মানুষকে সৃষ্টি করলেন সবকিছু দিয়ে। এদের সঙ্গে আমার আদান-প্রদান হতে পারে। সুতরাং সব জিনিষগুলো নিয়ে আমরা ব্যাখ্যা করব। শাস্ত্রে সব জিনিষগুলো রয়েছে। এগুলো আমাদের আলোচনার বিষয়। এতে যেন কোনরূপ অনীহা না থাকে। সাধন-ভজন যখন Practical হয় তখন আমাদের কিছু অভাব থাকে না। কিন্তু আমরা যদি সবসময় অভাব সৃষ্টি করি, তাহলে সে অভাব পূরণ করবার ক্ষমতা কারও নেই—একথা শাস্ত্রে বলা আছে। সমস্ত পৃথিবীর লোক যদি একটা লোককে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করে, তথাপিও ক্ষমতা নেই তাকে সন্তুষ্ট করতে। "যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তম্।" সমস্ত সোনাদানা, সমগ্র ভোগ্যসামগ্রী যদি একটা লোককে দিয়ে তাকে সুখী করবার চেষ্টা করি, তাহলেও আমরা পারব না। এই হল আমাদের অবস্থা।

আমার পরে বৈষ্ণবগণ অনেক হরিকথা বলবেন আমাদের এই বার্ষিক অনুষ্ঠানে। আপনারা সব সময় করে আসবেন এ কয়দিন। আপনাদের জন্য ত' এখানে শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হল। আমাদের বিভিন্ন জায়গায় মঠ-মন্দির আছে। এটাই আমাদের কাজ। আমাদের গালাগালি দেন, আর ভালবাসেন—যাই করুন, আপনাদের এ অনুরোধ আমরা জানাব। ইচ্ছাসত্ত্বেও আসবেন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও আসবেন। অনিচ্ছাসত্ত্বে এলেও আপনাদের লোকসান নেই। কেননা, "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"—এটা আপনারা মনে রাখবেন দয়া করে। লোকসানের কোন কথা নেই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
☎৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, পিন্-৭৪১৩০২
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।।"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে নবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৯ই নারায়ণ, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ই পৌষ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ (ইং ৩১/১২/৯৯) শুক্রবার জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর পরিব্রাজকাচার্য্য **ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের ৭৯তম শুভাবির্ভাব পৌষী কৃষ্ণা-নবমী তিথিতে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরুপঞ্চক, তত্ত্বপঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। ইতি ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৪০৬

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী——
সেবকবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে উক্ত সমিতির "সাধারণ-সম্পাদক"-এর নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

卐 অনুষ্ঠান-সূচী 卐

১৪ই পৌষ (ইং ৩০/১২/৯৯), বৃহস্পতিবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

পূর্ব্বাহ্ণে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন।

অপরাহ্ণ—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত নগর-সঙ্কীর্ত্তন।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে মহাজন-পদাবলী ও অধিবাস কীর্ত্তন এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

১৫ই পৌষ (ইং ৩১/১২/৯৯), শুক্রবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

প্রাতঃ—৬-৩০ মিঃ. হইতে ৮ টা পর্য্যন্ত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ।

দিবা—৮-৩০মিঃ হইতে ১১ টা পর্য্যন্ত শ্রীগুরুপূজা ও শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্ণ—৪টা হইতে ধর্ম্মসভা—"শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাসতত্ত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে অনুষ্ঠান-সূচী পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৫১শ বর্ষ } ২৪ নারায়ণ, ক্ষীরোদশায়ী, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ
৩০ পৌষ, শনিবার, ১৪০৬, ইং ১৫/১/২০০০ { ১১শ সংখ্যা

সানুবাদং

দক্ষাদি-দেবগণ-কৃতঃ শ্রীশ্রীহরি-স্তবঃ

[শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তমেঽধ্যায়ে—৩৮-৪৭]

শ্রীযোগেশ্বরা ঊচুঃ,—

প্রেয়ান্ন তেঽন্যোঽতস্ত্যমুস্ত্বয়ি প্রভো
বিশ্বাত্মনীক্ষেন্ন পৃথগ্‌ য আত্মনঃ।
অথাপি ভক্তেশ তয়োপধাবতা-
মনন্যবৃত্ত্যানুগৃহাণ বৎসল।। ১।।

যোগেশ্বরগণ কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি নিখিল জীবের আলয়স্বরূপ, জীবনিচয় আপনাতেই সেবকরূপে নিত্য অবস্থান করে। যাঁহারা সেই জীবনিচয়কে আপনার শক্তিস্বরূপ জানিয়া আপনা হইতে অভিন্ন অর্থাৎ আপনার সহিত ভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্তরূপে দর্শন করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা আপনার আর অধিক প্রিয় কেহ নাই ; তথাপি হে ঈশ!

হে ভক্তবৎসল! আমরা সেই অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বের অপ্রাকৃত সূক্ষ্মত্ব ধারণা করিতে না পারায় ভেদবাদী হইয়া আপনাতে অব্যভিচারিণী ভক্তি করিয়া থাকি। আমাদের মত অনুন্নত অধিকারীর প্রতি আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন।। ১।।

জগদুদ্ভব-স্থিতি-লয়েষু দৈবতো
বহুভিদ্যমান-গুণয়াত্মমায়য়া।
রচিতাত্মভেদমতয়ে স্বসংস্থয়া
বিনিবর্ত্তিতভ্রমগুণাত্মনে নমঃ।। ২।।

হে ভগবন্! জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিমিত্ত জীবের অদৃষ্টবশতঃ আপনার বহিরঙ্গা-মায়ার গুণসকল বহুপ্রকার নির্ভিন্ন হইয়া থাকে। আপনি সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যের নিমিত্ত সেই মায়াদ্বারাই আপনার স্বরূপে জীবের ভেদমতি জন্মাইয়া থাকেন অর্থাৎ জীব আপনার মায়ার প্রভাবে জড়ভেদবাদী হইয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ-রহস্য ধারণা করিতে সমর্থ হয় না। অতএব আমরা আপনার শরণাগত হইলাম ; কারণ, জীবগণ শুদ্ধস্বরূপে অবস্থিত হইয়া একমাত্র আপনার কৃপাযোগেই দ্বিতীয়াভিনিবেশজ ভেদভ্রম হইতে নিবৃত্তি লাভ করে। অতএব এতাদৃশ মহিমান্বিত আপনাকে আমরা কেবল নমস্কার বিধান করিতেছি।। ২।।

শ্রীব্রহ্মোবাচ,—

নমস্তে শ্রিতসত্ত্বায় ধর্ম্মাদীনাঞ্চ সুতয়ে।
নির্গুণায় চ যৎকাষ্ঠাং নাহং বেদাপরেপি।। ৩।।

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি বিশুদ্ধ-সত্ত্বগুণ স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং আপনাকে নমস্কার ; আপনি ধর্ম্মাদি উৎপাদন করিয়া থাকেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি নির্গুণস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। আপনি ভগবান্, সুতরাং আপনার অচিন্ত্য-তত্ত্ব আমি অবগত নহি, রুদ্রাদি দেবতাগণও তাহা অবগত নহেন।। ৩।।

শ্রীঅগ্নিরুবাচ,—

যত্তেজসাহং সুসমিদ্ধতেজা
হব্যং বহে স্বধ্বর আজ্যসিক্তম্।
তং যজ্ঞিয়ং পঞ্চবিধঞ্চ পঞ্চভিঃ
স্বিষ্টং যজুভিঃ প্রণতোঽস্মি যজ্ঞম্।। ৪।।

শ্রীঅগ্নি কহিলেন,—যাঁহার তেজোদ্বারা সম্যক্‌রূপে প্রদীপ্ত হইয়া আমি যজ্ঞে ঘৃত-সিক্ত হব্যসামগ্রী বহন করিয়া থাকি, যিনি অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য ও পশুসোম—এই পঞ্চবিধ যজ্ঞের স্বরূপ এবং যিনি ঐ পঞ্চবিধ যজ্ঞমন্ত্রদ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন, আমি সেই যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরিকে প্রণাম করিতেছি।। ৪।।

শ্রীদেবা ঊচুঃ,—

পুরা কল্পাপায়ে স্বকৃতমুদরীকৃত্য বিকৃতং
ত্বমেবাদ্যস্তস্মিন্ সলিল উরগেন্দ্রাধিশয়নে।

পুমান্ শেষে সিদ্ধৈর্হৃদি বিমৃশিতাধ্যাত্ম-পদবিঃ
স এবাদ্যাক্ষ্ণোর্যঃ পথি চরসি ভৃত্যানবসি নঃ।। ৫।।

দেবতাগণ কহিলেন,—যে আদ্যপুরুষ পুরাকালে কল্পান্ত-সময়ে ভিন্নাকারে পরিণত নিখিল কার্য্যকে স্বীয় উদরাভ্যন্তরে লীন করিয়া কারণার্ণব-সলিলে অনন্ত-শয্যায় শয়ন করেন, সনকাদি ঋষিগণ জ্ঞানমার্গে হৃদয়-মধ্যে যাঁহাকে বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া থাকেন—সেই আদ্যপুরুষ অদ্য আমাদিগের নয়ন-পথের পথিক হইয়া বিচরণ করিতেছেন এবং ভৃত্যবোধে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন।। ৫।।

শ্রীগন্ধর্ব্বাপ্সরস ঊচুঃ,—

অংশাংশাস্তে দেব-মরীচ্যাদয় এতে
ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যা দেবগণা রুদ্র-পুরোগাঃ।
ক্রীড়াভাণ্ডং বিশ্বমিদং যস্য বিভূম-
স্তস্মৈ নিত্যং নাথ নমস্তে করবাম।। ৬।।

গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ কহিলেন,—হে দেব! মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতি এবং রুদ্র-প্রমুখ ব্রহ্ম-ইন্দ্রাদি দেবতাগণ আপনার অংশের অংশ ; এই বিশ্ব আপনার ক্রীড়ার উপকরণ। হে নাথ! আমরা আপনাকে নমস্কার করিতেছি।। ৬।।

শ্রীবিদ্যাধরা ঊচুঃ,—

ত্বন্মায়য়ার্থমভিপদ্য কলেবরেঽস্মিন্
কৃত্বা মমাহমিতি দুর্ম্মতিরুৎপথৈঃ স্বৈঃ।
ক্ষিপ্তোঽপ্যসদ্বিষয়-লালস আত্মমোহং
যুষ্মৎকথামৃত-নিষেবক উদ্ব্যুদস্যেৎ।। ৭।।

বিদ্যাধরগণ কহিলেন,—হে ভগবন্! দুর্ম্মতি মনুষ্য পুরুষার্থ-সাধনের উপায়স্বরূপ দেহ পাইয়াও উৎপথগামী স্বকীয় পুত্রাদিদ্বারা দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তথাপি উহারা এই দেহে 'আমি' ও 'আমার' অভিমান করিয়া অনিত্য-বিষয়ে লালসাযুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু যাঁহারা আপনার কথামৃত-পিপাসু হন, সেই সকল পুরুষই তাদৃশ দেহাত্মা-ভিমানরূপ মোহ দূরে নিক্ষেপ করিতে পারেন।। ৭।।

শ্রীব্রাহ্মণা ঊচুঃ,—

ত্বং ক্রতুস্ত্বং হবিস্ত্বং হুতাশঃ স্বয়ং
ত্বং হি মন্ত্রঃ সমিদ্দর্ভপাত্রাণি চ।
ত্বং সদস্যর্ত্বিজো দম্পতী দেবতা
অগ্নিহোত্রং স্বধা সোম আজ্যং পশুঃ।। ৮।।

ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,—হে প্রভো! আপনিই যজ্ঞস্বরূপ, আপনিই হবিঃ, আপনিই

অগ্নি, আপনিই মন্ত্র, আপনিই সমিধ, আপনিই যজ্ঞপাত্র, আপনিই সদস্য, আপনিই ঋত্বিক্, আপনিই সস্ত্রীক যজমান, আপনিই দেবতা, আপনিই অগ্নিহোত্র, আপনিই স্বধা, আপনিই সোমরস, আপনিই হবনীয় ঘৃত, আপনিই যজ্ঞীয়পশু।। ৮।।

ত্বং পুরা গাং রসায়া মহাশূকরো
দংষ্ট্রয়া পদ্মিনীং বারণেন্দ্রো যথা।
স্তূয়মানো নদল্লীলয়া যোগিভি-
র্ব্যুজ্জহর্থ ত্রয়ীগাত্র যজ্ঞক্রতুঃ।। ৯।।

হে বেদমূর্ত্তে! আপনিই যূপযুক্ত যজ্ঞ অথবা যজ্ঞসঙ্কল্প-স্বরূপ। গজেন্দ্র যেরূপ অবলীলাক্রমে পদ্মিনীকে উত্তোলন করিয়া থাকে, আপনিও সেইরূপ লীলাক্রমে মহাশূকর-রূপ ধারণপূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে করিতে পুরাকালে দংষ্ট্রাগ্রভাগদ্বারা রসাতলগতা বসুন্ধরাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন ; তৎকালে যোগিগণ আপনার বন্দনায় নিযুক্ত ছিলেন।। ৯।।

স প্রসীদ ত্বমস্মাকমাকাঙ্ক্ষতাং
দর্শনং তে পরিভ্রষ্ট-সৎকর্ম্মণাম্।
কীর্ত্ত্যমানে নৃভির্নাম্নি যজ্ঞেশ তে
যজ্ঞবিঘ্নাঃ ক্ষয়ং যান্তি তস্মৈ নমঃ।। ১০।।

হে যজ্ঞেশ! এক্ষণে আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। আমাদিগের যজ্ঞকার্য্য ভ্রষ্ট হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা আপনার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম। পুরুষগণ যখন আপনার নামকীর্ত্তন করেন তখন তাঁহাদের যাবতীয় যজ্ঞ-বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ প্রভাবশালী আপনাকে নমস্কার করি।। ১১।।

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৬৮ পৃষ্ঠার পর]

রাগানুগা ভক্তি

১। রাগময়ী ভক্তির অধিকারী কে?

"বৈধী শ্রদ্ধা যেরূপ বৈধীভক্তির অধিকার উৎপাদন করে, লোভময়ী শ্রদ্ধা সেইরূপ রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকার উৎপাদন করে। ব্রজবাসিগণের নিজ নিজ রসভেদে রাগাত্মিকা নিষ্ঠাই প্রবলা ; ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণে যে ভাব, তাহা লক্ষ্য করিয়া যিনি সেই ভাবপ্রাপ্তির জন্য লুব্ধ হন, তিনিই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী।"

—জৈঃ ধঃ ২১শ অঃ

২। সাধন কত প্রকার ও তাহার প্রণালী কি?

"শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা সাধনভক্তি শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইয়াছে। এই নয়প্রকারকে ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধরিয়া চৌষট্টিপ্রকার করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটু বিশেষ কথা এই যে, সাধনভক্তি বৈধী ও রাগানুগাভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে বৈধীভক্তি নববিধা। রাগানুগা সাধনভক্তি (প্রধানতঃ) কেবল ব্রজজনের অনুগত হইয়া তাঁহাদের ন্যায় মানসে কৃষ্ণসেবা।"

—জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

৩। আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি কি?

"লৌহাকর্ষণ যেমন চুম্বকের প্রবৃত্তি, তরলতা যেমন উত্তাপের গুণ, দহন যেমন অগ্নির শক্তি, সঙ্কল্প যেমন মনের ধর্ম্ম, তত্তৎকার্য্যোপযোগিতা যেমন দ্রব্যগণের স্বভাব, পরমেশ্বরে অনুরাগই সেইরূপ আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। মুক্তাবস্থায় জীবের ঐ বৃত্তি নির্ম্মল ও পূর্ণরূপে প্রকাশ থাকে ; কিন্তু বদ্ধাবস্থায় তাহার বিকৃতি হয়।"

—তঃ সূঃ ১৭ সূঃ

৪। বিষয়ানুরাগ ও পরানুরাগে পার্থক্য কি?

"শরীরী জীবগণের বিষয়ানুরাগই পরানুরাগের বিকার। ঐ বৃত্তি নিরুপাধি হইলে 'পরানুরাগ' হয় ; কিন্তু উপাধি প্রাপ্ত হইলে ঐ ঐ উপাধিতে তাহা বিকৃতরূপে পরিণত হয়।"

—তঃ সূঃ ১৭ সূঃ

৫। উপাধিভেদে অনুরাগের নাম ও ক্রিয়া কি?

"অনুরাগ একই বৃত্তি, উপাধি-ভেদে নামান্তর প্রাপ্তি হয়। অর্থে অনুরাগ হইলে 'লোভ' বলা যায়, স্ত্রীসৌন্দর্য্যে অনুরাগ জন্মিলে 'লাম্পট্য' বলা যায়, দুঃখিলোকের প্রতি প্রকাশিত হইলে 'দয়া' কহা যায় ; ভ্রাতা-ভগ্নীর প্রতি প্রদত্ত হইলে 'স্নেহ' হয়, উপকারী পুরুষের প্রতি নিযুক্ত হইলে 'কৃতজ্ঞতা' হয়, আনুকূল্যরূপ উপাধিযুক্ত হইলে 'প্রীতি' হয়, প্রাতিকূল্যরূপ উপাধিযুক্ত হইলে 'দ্বেষ' হয়। এইপ্রকার একটী বৃত্তিই নানা বৃত্তিরূপে পরিণত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। বহুত্বই ইহার উপাধি। মুক্তজীবের সহিত ইহা নিরুপাধি

অবস্থায় অবস্থিতি করে ; তথাপি কেবল একই অবস্থায় অবস্থিতি করে,—এমত নহে ; কিন্তু ঐ নির্ম্মল অনুরাগের অনন্ত পরিমাণে উন্নতি স্বীকার করা যায়, ইহাই ইহার শ্রেয়স্করতা।"

—তঃ সূঃ ১৭ সূঃ

৬। কাহারা যথার্থ বিশুদ্ধ ভজনপরায়ণ?

"ভয়, আশা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিদ্বারা যে-সকল উপাসক ঈশ্বরভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের ভজন তত বিশুদ্ধ নয়। রাগমার্গে যাঁহারা ঈশ্বরভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহারাই যথার্থ সাধক।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

৭। রাগানুগা ভক্তির অধিকারী কে?

"যাঁহার আত্মায় রাগতত্ত্বের উপলব্ধি হয় নাই এবং যিনি শাস্ত্রবিধানমতে উপাসনাদি করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বৈধী ভক্তির অধিকারী। যিনি হরিভজনে শাস্ত্রশাসনের বশবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু তাঁহার আত্মায় হরিভজনে স্বাভাবিক রাগ উদিত হইয়াছে, তিনিই রাগানুগ ভজনের অধিকারী।"

—জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

৮। রাগময়ী উৎকণ্ঠা কিরূপ?

"প্রাচীনাশা, ফলপূর্ত্তি, তুহুঁ পদাম্বুজ-স্ফূর্ত্তি,
সেই দুহুজন দরশন।
এ জন্মে কি হবে মন, এ উৎকণ্ঠা সুবিষম,
বিচলিত করে মম মন।।"

—'কার্পণ্য পঞ্জিকা' ৩২, গীঃ মাঃ

৯। রাগানুগা ভক্তির মূল কি?

"রুচিমূলা হি রাগানুগা ভক্তিঃ।"

"ব্রজবাসীদিগের সেবানুকরণে রুচিই রাগানুগা ভক্তির মূল।"

—আঃ সূঃ ১১৬

১০। রূপানুগ ভজনে রসজ্ঞান প্রয়োজনীয় কেন?

"রূপানুগ তত্ত্বসার, বুঝিতে আকাঙ্ক্ষা যাঁর,
রসজ্ঞান তাঁর প্রয়োজন।
চিন্ময় আনন্দ রস, সর্ব্বতত্ত্ব যাঁর বশ,
অখণ্ড পরম তত্ত্বধন।।"

—'শ্রীরূপানুগভজনদর্পণ—৬, গীঃ মাঃ

১১। বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির মধ্যে তারতম্য কি?

"বৈধী ভক্তি ধীরগতি, রাগানুগা তীব্র অতি,
অতিশীঘ্র রসাবস্থা পায়।
রাগবর্ত্ম সুসাধনে, রুচি হয় যাঁর মনে,
রূপানুগ হৈতে সেই ধায়।।"

—'শ্রীরূপানুগভজনদর্পণ'—৫, গীঃ মাঃ

১২। রাগানুগ সাধকগণের ভগবদনুশীলন কত প্রকার ও তাহাদের ভেদ কি কি?

প্রকার		বিবরণ
(১)	চিদ্‌গত অনুশীলন	(১) প্রীতি ও (২) সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনানুভূতি
(২)	মনোগত অনুশীলন	(১) স্মরণ, (২) ধারণা, (৩) ধ্যান, (৪) ধ্রুবানুস্মৃতি বা নিদিধ্যাসন, (৫) সমাধি, (৬) সম্বন্ধতত্ত্ব-বিচার, (৭) অনুতাপ, (৮) যম ও (৯) চিত্তশুদ্ধি।
(৩)	দেহগত অনুশীলন	(১) নিয়ম, (২) পরিচর্য্যা, (৩) ভগবদ্ভাগবতের দর্শন-স্পর্শন, (৪) বন্দন, (৫) শ্রবণ, (৬) হৃষীকার্পণ, (৭) সাত্ত্বিক বিকার ও (৮) ভগবদ্দাস্যভাব।
(৪)	বাগ্‌গত অনুশীলন	(১) স্তুতি, (২) পাঠ, (৩) কীর্ত্তন, (৪) অধ্যাপন, (৫) প্রার্থনা ও (৬) প্রচার।
(৫)	সম্বন্ধগত অনুশীলন	(১) শান্ত, (২) দাস্য, (৩) সখ্য, (৪) বাৎসল্য ও (৫) কান্ত ; সম্বন্ধগত প্রবৃত্তি দুই প্রকার—অর্থাৎ ভগবদ্‌গত প্রবৃত্তি ও ভগবজ্‌-জনগত প্রবৃত্তি।
(৬)	সমাজগত অনুশীলন	(১) বর্ণ—মানবগণের স্বভার-অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং উহাদের ধর্ম্ম, পদ ও বার্ত্তাবিভাগ। (২) আশ্রম—মানবগণের অবস্থান-অনুসারে সাংসারিক অবস্থা বিভাগ—ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, (৩) সভা, (৪) সাধারণ উৎসবসমূহ ও (৫) যজ্ঞাদি কর্ম্ম।
(৭)	বিষয়গত অনুশীলন	চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত ভগবদ্ভাববিস্তারক নিদর্শন (অদৃশ্যকাল-বিজ্ঞাপক ঘটিকা-যন্ত্রবৎ)— (ক) চক্ষুর বিষয়—শ্রীমূর্ত্তি, মন্দির, গ্রন্থ, তীর্থ, যাত্রা, মহোৎসব ইত্যাদি। (খ) কর্ণের বিষয়—গ্রন্থ, গীত, বক্তৃতা ও কথা ইত্যাদি। (গ) নাসিকার বিষয়—ভগবন্নিবেদিত তুলসী, পুষ্প, চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্য। (ঘ) রসনার বিষয়—ভগবন্নিবেদিত সুখাদ্য, সুপেয়-গ্রহণ-সঙ্কল্প ও কীর্ত্তন। (ঙ) স্পর্শের বিষয়—তীর্থবায়ু, পবিত্র জল, বৈষ্ণব শরীর, কৃষ্ণার্পিত কোমল শয্যা, ভগবৎসম্বন্ধি-সংসার-সমৃদ্ধিমূলক সতী সঙ্গিনী-সঙ্গাদি। (চ) কাল—হরিবাসর ও পর্ব্বদিন ইত্যাদি। (ছ) দেশ—বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, পুরুষোত্তম ও নৈমিষারণ্য প্রভৃতি। —কৃঃ সং 'উপসংহার'

১৩। রাগানুগ ভক্তের কৃষ্ণসেবারীতি কিরূপ?

"রাগাত্মিকা ভক্তিতে যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহাদের ব্রজজনের কার্য্যানুসারে সাধকরূপে বাহ্য এবং সিদ্ধরূপে অভ্যন্তর সেবা করিবেন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ২২।১৫৪

১৪। রাগানুগ-ভজনকারীর ইষ্টবিষয়িণী সেবা, ব্যবহার, লীলাচেষ্টা, পদ্ধতি ও ভাব কিরূপ হইবে?

"বিলাপকুসুমাঞ্জলিতে যেরূপ 'সেবার ব্যবস্থা' আছে, সেইরূপ সেবা করিবে এবং 'ব্রজবিলাস'-স্তোত্রে যেরূপ 'ব্যবহার' লিখিত আছে, সেইরূপ পরস্পর ব্যবহার করিবে ; 'বিশাখানন্দাদি'-স্তোত্রে 'লীলাদি' বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ লীলাচেষ্টা অষ্টকালীয় লীলার মধ্যে দর্শন করিবে ; 'মনঃশিক্ষা'য় যে পদ্ধতি দিয়াছেন, সেই পদ্ধতিক্রমে চিত্তকে কৃষ্ণ-লীলায় মগ্ন করিবে এবং 'স্বনিয়মে' যে 'ভাব' প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই নিয়মের দৃঢ়তা করিবে।"

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় শৈব্যা বা চন্দ্রাবলী রাধিকাকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া দুঃখানুভব করিয়াছিলেন, মনে করেন। বাস্তবিক তাহা নহে। তাঁ'দের বিচার,—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।।"

ভৌমরাজ্যে প্রকটলীলায় রাধাকুণ্ডতটে পরাসৌলীর গোপীগণের মনে কোনরূপ দুঃখের অবকাশ হয় নাই। তাঁ'রা বল্‌লেন,—

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ।।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২০শ পরিচ্ছেদে এই কথাগুলি ব্যাখ্যাত হ'য়েছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনেই ক্লেশনিবৃত্তি হয়। বিপ্রলম্ভ রস জগতে বড়ই ক্লেশকর। ভগবানের পদাশ্রয় কর্‌লে বিপ্রলম্ভ সুখদায়ক হয়।

"তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ।।"

অসদবগ্রহ অস্থায়ী, অন্যায়পূর্ব্বক গ্রহণের বস্তু। 'আমি-আমার' জ্ঞান অসদবগ্রহ। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি সুনির্ম্মল আত্মার একমাত্র ধর্ম্ম। অপ্রাকৃত বিচারই আমাদের প্রার্থনীয়।

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা।।"

উৎক্রান্তদশায় কিরূপে ভয়ের হাত হ'তে মুক্তি পা'ব তার উপায় আগে ভাবা দরকার। সৎকুলে উদ্ভূত হ'লে অন্যের সুবিধা পাই। কিন্তু কৃষ্ণাভিলাষ-সম্পূরণের ইচ্ছা না থাক্‌লে ঐ সৎকুলে জন্মলাভ ক'রে কি হ'ল? জন্মটাই বৃথা গেল। সুখৈষণা, বিত্তৈষণা প্রভৃতি বাসনাকর্ত্তৃক চালিত হ'য়ে অমঙ্গল প্রাপ্তি হ'য়ে গেল।

"প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্।"

একমাত্র নির্ম্মল ভক্তিতেই তাঁর প্রীতি। অন্য সবই তাঁর নাট্য।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।
এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন।।"

নামাপরাধের অর্থবাদ পর্য্যন্ত আলোচিত হ'য়েছে। কোটি অশ্বমেধের সহিত নামকে যাঁ'রা সমান জ্ঞান করেন, তাঁ'দিগকে যম দণ্ড করেন। নামের এত বল নাই—বিচার কর্‌লে অর্থবাদ।

"এক কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে।
পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে।।"

অতএব সমস্ত দিনরাত পাপ ক'রে সকালে উঠে নাম কর্‌লে সমস্ত শুদ্ধ হ'য়ে যা'বে, ইহাই নামবলে পাপাচাররূপ নামাপরাধ। অপরাধযুক্ত নামে তুচ্ছ ফল পাওয়া যে'তে পারে। আবার তা'তে বিরুদ্ধ ফল উৎপাদন কর্‌তে পারে। নামের প্রকৃত ফল ভগবৎপ্রেমা। মুক্তি হ'লে তবে নামাভাস। ভোগীদের নাম হয় না, নামাপরাধ হয়। নামবলে পাপ নাশ ক'রে আবার পাপে প্রবৃত্ত হ'লে নামাপরাধ হয়। দৈবাৎ ঘটিলে অবশ্য নামোচ্চারকের প্রত্যবায় নাই।

সত্ত্বগুণসম্পন্ন না হ'লে বিষ্ণুসেবা হয় না। দুর্নৈতিক ব্যক্তি কখনও বিষ্ণুভক্ত হ'তে পারে না। যাহা অপরের উদ্বেগদায়ক, তাহাই দুর্নীতি। বৈষ্ণব কদাপি পাপ করেন না। বৈষ্ণবে কোন পাপ দেখা গেলে বুঝ্‌তে হ'বে তা' অজ্ঞানকৃত। অজ্ঞাতসারে কোন পাপ হ'য়ে গেলে তিনি তা'র জন্য দোষী নন। কিন্তু মতলব ক'রে পাপ ক'রে নামদ্বারা নাশ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লে নামাপরাধ হ'ল, নাম হ'ল না।

"বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।"
"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে।।"

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ ১৪০৬ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০০

কুকুর-শেয়ালের খাদ্য এই দেহে 'আমি-আমার' বুদ্ধি কপটতা-প্রসূত। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বাসনাতেও কপটতা। দৈহিক ব্যাপারে বিশ্বে আবদ্ধ থাক্‌লে নাম হয় না। শরীরকে আমি ও দ্রব্যগুলিকে আমার বোধ হ'লে অহংমমাদিভাবপর অপরাধ হয়। একান্ত শরণাগত অর্থাৎ সর্ব্বস্বার্পণ না কর্‌লে নাম হয় না। কিয়দংশ রেখে দিলে কপটতা হ'ল, তা'তে নাম হয় না। রাবণ সীতার নিকট ত্রিদণ্ডিবেষে কপটতা ক'রে ভিক্ষা কর্‌লে কপটী ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতে গিয়ে নানাবিধ বিপদ্ লাভ ঘট্‌ল। ঢঙ্গ-বিপ্র এক কপট। কালীয়-দমন-গানে কৃষ্ণবিস্মৃতিবশতঃ ঠাকুর হরিদাস বাহ্য-স্মৃতি হারা'লে কোন ব্রাহ্মণ দেখে নিজের প্রতিষ্ঠার ঢঙ্গ কর্‌তে গিয়ে লগুড়াঘাত লাভ কর্‌ল। কপটতাশ্রয়ী ব্যক্তির কদাপি অমঙ্গলের হাত হ'তে নিষ্কৃতি নাই। অনেকে মনে করেন—"বৈষ্ণবেরা নির্ব্বুদ্ধিতার দরুণ ইহলোকে ভোগও পেলেন না, অথচ পরেও দাস্য প্রার্থনা ক'রছেন।" কিন্তু যাঁ'রা বুদ্ধিমান্ ব'লে পরিচয় দিলেন, তাঁহারা ইহজগতে ভোগবুদ্ধিতে রাক্ষস ব্যবহার কর্‌লেন, আবার পরলোকেও নাশ পেলেন। যাঁরা আমি বা আমার বলে অভিনিবেশ কর্‌ছেন তাঁদের হরিনাম হ'বে না। ভগবান্ পার্থিব মেটে বস্তু নন যে, নিজের বলে তাঁ'কে পেয়ে যা'ব। ইহলোকে বা পরলোকে সুখান্বেষী কখনও শুদ্ধ হরিনাম কর্‌তে পারেন না। নির্ব্ব্যলীক না হ'লে ষষ্ঠ নামাপরাধ হ'বেই।

ধর্ম্মব্রতত্যাগ-হুতাদি-সর্ব্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ। পুণ্যকার্য্য উপবাসাদি যজ্ঞাদি এ জগতে সৎকর্ম্ম ব'লে প্রসিদ্ধ। এগুলির সঙ্গে নামগ্রহণের ফলের সাম্য কর্‌লে নামাপরাধ হ'ল। নামের মহিমা-জ্ঞানের অভাব হওয়াতে এই অপরাধ।

"শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণম্।।"
"যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা।
তদা নামকীর্ত্তনসংযোগেনৈব কর্ত্তব্য।।"

৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের প্রত্যেকটী নামভজনের সঙ্গে করা কর্ত্তব্য। অন্যযুগে হ'তে পারত, কলিযুগে নয়। নামভজন ব্যতীত অন্যভজন-অনুশীলনে নামাপরাধ।

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।।"

নামপ্রভু কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, পূর্ণ, শুদ্ধ। এই জ্ঞানলাভের অভাবে অপরাধ হ'য়ে যায়।

অশ্রদ্দধানে নামদান করা আর একটী অপরাধ। অপাত্রে নামদানের বিষময় ফলে দাতার নামাপরাধ হ'তে চল্‌ল। এজন্য বৈষ্ণবেরা নামে শ্রদ্ধার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন।

"জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিত নিজধর্ম্মধ্যান পূজাদিযত্নম্।

কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে।।"

যাঁ'র থেকে নিজের ধর্ম্ম, ধ্যান, পূজাদি-চেষ্টা থেমে যায়, সেই আনন্দ-স্বরূপ শ্রীহরির নাম জয়যুক্ত হউন। এই নাম যে-কোনরূপে উচ্চারিত হ'লে (এমনকি নামাভাসমাত্রেই) জীবজগতের মুক্তি দান করেন। অতএব ইহাই একমাত্র পরম অমৃতস্বরূপ, ইহাই আমার জীবন ও ভূষণ। নাম-সেবা অর্থে ভগবৎসেবা।

"যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত।।"

অর্চ্চনা অপেক্ষা হরিনাম-গ্রহণের শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বদা লক্ষ্য কর্‌তে হ'বে। নাম-গ্রহণকে বাদ দিয়া অর্চ্চনা বিড়ম্বনা মাত্র।

'কৃষ্ণনাম হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।।'

সম্বন্ধজ্ঞান লাভ ক'রে পরে নামভজন কর্‌লে নামাপরাধ হ'বে না। জ্ঞানরহিত ব্যক্তিকে সম্বন্ধজ্ঞানে শিক্ষিত কর্‌তে মন্ত্রদানের ব্যবস্থা। মন্ত্রের উপাংশু জপের দ্বারা মননধর্ম্ম থেকে ত্রাণ পেয়ে নামভজনে অধিকার আসে। ক্রমে উন্নতি হ'লে মধ্যম ভাগবতের অধিকার পাওয়া যায়। অর্চ্চনকারী ভক্তপ্রায়। নামভজনকারী ভক্ত। গুরুর অন্তরে শ্রীভগবদ্বিগ্রহ অধিকরূপে পাওয়া যায়। এইরূপ বুদ্ধিতে কনিষ্ঠাধিকার হ'তে মানবাধিকার-প্রাপ্তি ঘটে। যাহাদের সংসারে আসক্তি প্রবল, তাহাদের অর্চ্চন প্রয়োজনীয়। অর্চ্চনদ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত কদর্য্যশীল গৃহস্থগণের গৃহব্রতধর্ম্ম হ'তে মুক্তির পর বৈষ্ণবতা হয়। ধামবাস মানসে না করে যদি পরিক্রমা বা ধামবাস প্রাকৃতবুদ্ধিতে হয়, তবে কিছুই সুবিধা হ'বে না। স্বর্গাদি বা নরকাদি লাভ হ'তে পারে, ভগবৎপ্রেম জন্মাবে না।

অহংমম-ভাব নামাপরাধ—'তে দুস্তরামতিতরন্তি দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে।' 'আমি-আমার' জ্ঞান দেহ-গেহাদিতে থাকা পর্য্যন্ত মায়িক রাজ্যেই অবস্থান। তখন নামাপরাধই হ'বে, কখনই নাম হ'বে না। মুক্তকুলের উপাস্যমান নাম মায়ার অভিনিবিষ্টের কি-প্রকারে হ'তে পারে? "যস্যাত্মবুদ্ধি কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।।" এ সমস্ত অতি নির্ব্বোধ গো গর্দ্দভাদিগের নাম কর্‌বার চেষ্টা বিফল হ'য়ে যায়। নাম-সাধনের জন্য অপরাধগুলির বিচার প্রতিক্ষণ মনে রাখ্‌তে হ'বে। নামের বলেই ঐগুলি বিনাশ পাবে। তখন ক্রমে বিশুদ্ধ নাম আস্‌তে পার্‌বে।

মহাপ্রভু বল্‌লেন,—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।।"

১ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ ১৪০৬ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০০

নামের শক্তিতে দৃঢ়শ্রদ্ধা কর্‌লে একে একে অপরাধগুলি চলে যাবে। নাম কর্‌তে কর্‌তে মহাপ্রভু মদমত্তের মত নানাক্রিয়া ক'রেছিলেন। প্রেমার লক্ষণে ঐরূপ ভাব আসে।

"কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল।।
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি' গুরু মোরে বলিলা বচন।।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব।।
কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয়।"

আচার্য্যপ্রভুর ভক্তিপ্রচারকালে কোন কর্ম্মকারবধূ মৎস্যসহ অন্নগ্রহণ ক'রতেছিল। তৎপূর্ব্বে এক বিড়াল বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট পাইয়া মুখে বৈষ্ণবপ্রসাদ নিয়ে তার পাতে দিল। অজ্ঞাতসারে তা বধূর গৃহীত হ'ল। তখন হাসি, কান্না, নাচ, গান প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার দেখা যেতে লাগ্‌ল। তাতে অসুবিধা বোধ ক'রে গৃহস্থ অদ্বৈতপ্রভুর নিকট প্রতিকার প্রার্থনা কর্‌লে তখন তিনি তাকে তার সমস্ত প্রকার সৌভাগ্যের কথা বল্‌লেন। তাতেও সে পোড়াকপালে নিরস্ত হল না দেখে পঞ্চোপাসকের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন ব্যবস্থায় তার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তি ঘটিল।

"পরিবদতু জনো যথা তথা বা নসু বয়ং ন বিচারয়য়াম্।
হরিরসমদিরামদাতিমতো ভুবি বিলুণ্ঠাম নটীব নির্ব্বিষাম্।।"

শুদ্ধনাম-জপে সংসার বিনাশ পায়, ভাব জন্মে, তখন নিজের পূর্ব্বপরিচয়গুলির বিস্মৃতি আসে। পৃথিবীর কার্য্যে অপ্রীতি জন্মে ও দাস্যাদিভাব এসে তাকে স্বরূপে অবস্থিত করায়। পুরুষ, স্ত্রী প্রভৃতি দেহ খোসামাত্র, যাত্রার সাজ। নিত্যসম্বন্ধ কৃষ্ণের সহিত। "এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।।" ক্রমে এই মহাভাগবত লক্ষণ প্রকাশ পাবে। নির্ব্ব্যলীক হ'য়ে হরিনাম কর্‌লে ভাবসিদ্ধি। তখন একটা সম্বন্ধ ঘটবে। কদম-গো-শৃঙ্গাদি শান্তরসের আশ্রয় হ'বে। নন্দের বাটীর চাকরগুলি চিত্রক, পত্রক, বকুলাদির অনুসরণে দাস্যরসের আশ্রয় উদিত হ'বে।

"অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ। ।"

কৃষ্ণের সখার অনুসরণে সখ্যভাব, নন্দ-যশোদাকে গুরুজ্ঞানে কৃষ্ণ আমাদের বাৎসল্য রসের বিষয়বিগ্রহ হ'বেন। অগ্রে মানসী সেবায় কৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলায় প্রবেশের অধিকার জন্মালে তবে মাধুর্য্যরসে সখীর আনুগত্যের যোগ্যতা আস্‌বে।

—দৈনিক নদীয়া প্রকাশ, ১০ম বর্ষ, ২২২ সংখ্যা

সন্দর্ভ-সার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭৫ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে,—"উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিত-কৃষ্ণৌ মহামুনে।" দেবগণ পৃথিবীর ভারহরণের জন্য প্রার্থনা করিলে ভগবান্ বিষ্ণু দুইটী কেশ উদ্ধার করিয়াছিলেন,—একটী শুক্ল, অপরটী কৃষ্ণ। সেই কেশদ্বয় দেবকী ও রোহিণীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শুক্ল কেশটী বলভদ্র এবং কৃষ্ণবর্ণ কেশটী কৃষ্ণচন্দ্র হইয়াছিলেন। এইপ্রসঙ্গে অনেকের ধারণা হইতে পারে যে, তাহা হইলে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশ ও কেশাবতার-স্বরূপ। এ বিষয়ে শ্রীধরস্বামীর (ভাঃ ২।৭।২৬) শ্লোকের টীকার তাৎপর্য্য,—বার্দ্ধক্যবশতঃ কেশের শুক্লত্ব সম্ভব হয় ; কিন্তু ভগবান্ অবিকারী, বয়সাধিক্যহেতু তাঁহার পরিণাম হওয়া অর্থাৎ কেশের পক্কতা সম্ভব হয় না। বিষ্ণুপুরাণে "আপনার কেশ উদ্ধার করিয়াছিলেন"—একথার তাৎপর্য্য—কেশমাত্রের আবির্ভাব নহে ; ভূভার-হরণকার্য্য এমন বেশী কি, যে-জন্য আমার আবির্ভাব প্রয়োজন? 'আমার কেশও তাহা করিতে পারে'—ইহা প্রকাশ করিবার জন্য এবং শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বর্ণ-সূচনার জন্য কেশোদ্ধার করিয়াছিলেন। এস্থলে এই তাৎপর্য্য সম্ভব হয়,—হে দেবগণ! আপনারা আমাকে অবতীর্ণ করাইতে কেন আগ্রহ করিতেছেন। আমি শ্বেতদ্বীপস্থ অনিরুদ্ধাখ্য পুরুষ-বিশেষমাত্র, আমার শিরোধার্য্য (কেশ যেমন মস্তকে ধারণ করে তদ্রূপ যাঁহারা আমার নিরতিশয় পূজ্য, আমার অংশী) শ্রীরাম-কৃষ্ণ স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন।

যাঁহারা সিত-কৃষ্ণ কেশ-শব্দে শুক্ল-কৃষ্ণকেশ অর্থ করেন, তাঁহাদের বিচার সুন্দর নহে। কারণ দেবতামাত্রেই জরাবর্জ্জিত। শ্রীক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু ঈশ্বর, কালবশে তাঁহার বার্দ্ধক্যহেতু কেশের পক্কাবস্থা সম্ভব হয় না।

শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ আদিপুরুষ বলিয়া নিশ্চয় করিবার বহু হেতু বিদ্যমান। কৃষ্ণ-বিষ্ণু প্রভৃতি শব্দসমূহের যে অর্থ প্রতীতি হয়, তাহাতে কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। শ্রীভগবানই ঐ সকলের বাচ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে স্থানে স্থানে কৃষ্ণচন্দ্রকে 'বিষ্ণু'-শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। ***কেবল শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনই 'জয়ন্তী' আখ্যায় অভিহিত, অন্য কোন অবতারের জন্ম-তিথি জয়ন্তী আখ্যায় আখ্যাত হয় নাই। মনুষ্যের জন্য জয়ন্তী-শব্দ ব্যবহার অত্যন্ত অপরাধজনক।***

শ্রীভগবান্ যে কালবশে পরিণাম প্রাপ্ত হন না, তাহা দেবকীদেবীর উক্তিতে (ভাঃ ১০।৩।২৬ শ্লোকে) জানা যায়,—

যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্।
নিমেষাদির্বৎসরান্তো মহীয়াংস্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে।।

অর্থাৎ, হে প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক ভগবন্! নিমেষাদি বৎসর পর্য্যন্ত বিভাগানুসারে দ্বিপরার্দ্ধ-বৎসর-রূপ কাল—যাহাদ্বারা এই বিশ্বের পরিবর্ত্তন হইতেছে, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাকে

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ ১৪০৬ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০০

তোমার লীলামাত্র বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ ঐ কাল তোমারই লীলাভিব্যক্তিকারিণী শক্তি। অতএব তুমিই একমাত্র অভয় স্থান বলিয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম। এস্থলে দেখা যায় যে, কাল শ্রীভগবানের অধীন, ভগবান্ কালের অধীন নহেন। সুতরাং তাঁহার কখনও কালকৃত পরিণাম হইতে পারে না। সহস্রনামভাষ্যে উক্ত হইয়াছে,—

অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসংজ্ঞিতাঃ।
সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্মামাহুর্মুনিসত্তম।।

অর্থাৎ, আমাতে বিদ্যমান জ্যোতিঃসকলের নাম কেশ। অতএব সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণ আমাকে 'কেশব' বলেন। কেশ-শব্দের 'অংশু' (তেজ) সুসিদ্ধ হইলে উক্ত শুক্ল-কৃষ্ণ জ্যোতিঃ বাসুদেব সঙ্কর্ষণের অবতার সূচনার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উক্ত তেজ অনিরুদ্ধে থাকা সম্ভব নহে। কারণ অবতার অবতারীর তেজের অন্তর্ভুক্ত।

এক্ষণে 'উজ্জহার'-শব্দের অর্থ বলা হইতেছে,—উদ্ধার করিয়া বা প্রকট করিয়া দেখাইয়াছেন। অখণ্ড সুমেরু পর্ব্বত বুঝাইবার জন্য যেমন অঙ্গুলিনির্দ্দেশে একদেশমাত্র দেখান হয়, তদ্রূপ শ্রীরাম-কৃষ্ণের কিঞ্চিন্মাত্র শুক্ল-কৃষ্ণ তেজ দেখাইয়া পরিপূর্ণ-স্বরূপ তদুভয়ের আবির্ভাব সূচিত হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গীয় মহাভারতের শ্লোক,—

স চাপি কেশৌ হরিরুদ্ধবর্হে শুক্লমেকমপরং চাপি কৃষ্ণম্।
তৌ চাপি কেশাবাবিশতাং যদূনাং কূলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ।।

এখানে 'উদ্ধবর্হে' অর্থে যোগবলে নিজ সন্নিধান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইয়াছিলেন। অংশে অংশীর তেজ বিদ্যমান থাকে বলিয়া শ্বেতদ্বীপপতি উক্ত জ্যোতির্দ্বয় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ভূভার-হরণ ও জগৎ পালন শ্রীবিষ্ণুর কার্য্য, উহা শ্রীরাম-কৃষ্ণের কার্য্য নহে। অতএব শ্রীবিষ্ণুর রাম-কৃষ্ণে প্রবেশ জানিতে হইবে।

হরিবংশে উক্ত হইয়াছে,—ক্ষীরোদশায়ী কোন পর্ব্বতগুহায় নিজ মূর্ত্তি নিক্ষেপ করিয়া তথায় গরুড়কে রাখিয়া স্বয়ং দেবকীগর্ভে প্রবেশ করেন। ইহার তাৎপর্য্য—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাব-সময়ে ক্ষীরোদশায়ীর তেজ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রকট-সময়ে শ্রীকৃষ্ণে নিখিল স্বরূপের প্রবেশ বলায় জানা যায় যে, তিনি স্বয়ং ভগবান্ বা পরিপূর্ণস্বরূপ। অপ্রকটলীলায় ঐ সকল স্বরূপ স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করেন বলিয়া তখন শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতার হানি ঘটে না। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়, নিখিল ভগবৎস্বরূপ ; জীব, জগৎ প্রপঞ্চ সকলই তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছে। কেহই শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতে পারে না। তবে "আবির্ভাব-সময়ে তাঁহাতে অন্যান্য স্বরূপের প্রবেশ" বলার তাৎপর্য্য,—তাঁহার অপ্রকটকালে বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপদ্বারা জগৎ-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদিত হয়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পরিজনবৃন্দসহ বিবিধ লীলারস আস্বাদনে রত থাকেন। লীলা প্রকটকালে সকল স্বরূপের কার্য্য তিনি স্বয়ং সম্পাদন করেন বলিয়া তাঁহাতে ঐ সকল স্বরূপের প্রবেশ বলা হইয়াছে। তখন যে ঐ সকল

স্বরূপ স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করেন না তাহা নহে। তখনও তাঁহারা নিজ-নিজ ধামে স্ব-স্বরূপেই বিরাজ করেন ; তবে যুগপৎ অবতারগণের শক্তি ও নিজ স্বয়ং ভগবত্তা শ্রীকৃষ্ণদ্বারাই অভিব্যক্ত হয় বলিয়া সর্ব্বাবতারের শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ বলা হইয়াছে।

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে বলা হইয়াছে,—"নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণে ষড়ৈশ্বর্য্যের পরিপূর্ণতা।" এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ অবতার মনে করা যায় না। এই তিনের মধ্যে প্রথমে শ্রীনৃসিংহ, তৎপরে শ্রীরাম ও অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ করা হইয়াছে, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব। বিষ্ণুপরাণে জয়-বিজয়ের হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি জন্মে বিষ্ণু-হস্তে নিহত হইয়াও মুক্তি কেন হইল না, অথচ শিশুপাল, দন্তবক্ররূপে শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হইয়া মুক্তি পাইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে পরাশর ঋষি মৈত্রেয়ের নিকট বলিয়াছেন,—'হতারি-গতি-দায়কত্ব-গুণ'। অন্য ভগবৎস্বরূপে থাকিলেও তাঁহারা নিহত শত্রুকে স্বর্গাদিরূপ সদ্‌গতিই দিয়া থাকেন ; কিন্তু সর্ব্বপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে নিহত শত্রুমাত্রকেই মুক্তি দিয়া থাকেন। পূতনাকে ধাত্রীযোগ্যা গতি প্রদান করিয়াছেন। তিনি ভিন্ন অন্য ভগবৎস্বরূপ হইতে অসুরগণের মুক্তি হয় না। এজন্য জয়-বিজয়ের হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ এবং রাবণ-কুম্ভকর্ণ জন্মদ্বয়ে শ্রীনৃসিংহ-বরাহ ও শ্রীরাম-হস্তে নিহত হইয়াও মুক্তি হয় নাই, জাগতিক বৈভব ত্রিলোকের আধিপত্য মাত্র প্রাপ্তি হইয়াছিল ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণহস্তে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রভূতরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে প্রথমে ঐশ্বর্য্যসাক্ষাৎকারকে মুক্তির হেতু বলিয়া, পূতনাদির ঐশ্বর্য্য-দর্শন ছাড়াও মোক্ষলাভ এবং কালনেমির ঐশ্বর্য্য-সাক্ষাৎকারের পরও মুক্তির অভাব জানাইয়া শ্রীকৃষ্ণের পরমাদ্ভুত স্বভাবের কথা কীর্ত্তন করেন। বিষ্ণু-পুরাণীয় গদ্যবাক্য—"অয়ং হি ভগবান্ কীর্ত্তিতঃ সাংস্মৃতশ্চ দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যখিল সুরা-সুরাদিদুর্ল্লভং ফলং প্রযচ্ছতি কিমুত সম্যক্ ভক্তিমতামিতি।" অর্থাৎ ভগবদ্দ্বেষে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াও যদি শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ বা কীর্ত্তন করা হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণ সুরাসুরাদিদুর্ল্লভ মুক্তিদান করিয়া থাকেন, সম্যক্ ভক্তিমান জনকে যে তদপেক্ষা অধিক কোন বিশিষ্ট ফল প্রদান করিবেন, তাহা আর কি বলিতে হইবে? শ্রীমদ্ভাগবতেও নারদ গোস্বামীর বাক্য,—

বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপাল-পৌণ্ড্র-
শাল্বাদয়ো গতিবিলাস-বিলোকনাদ্যৈঃ।
ধ্যায়ন্ত আকৃতধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ
তৎসাম্যমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্।। (ভাঃ ১১।৫।৪৮)

অর্থাৎ, বৈরভাববদ্ধ হইয়া শিশুপাল, পৌণ্ড্র, শাল্ব প্রভৃতি রাজগণ শয়ন, উপ-বেশনাদিকালে শ্রীকৃষ্ণের গতি-বিলাস ও অবলোকনাদি চিন্তা করিতে করিতে তদ্‌গতচিত্ত হইয়া তাঁহার সাম্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, অতএব অনুরক্তচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে ভগবৎপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি?

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে জয়-বিজয়ের তিন-জন্মের কথায় ইহা বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ

হইতে উহাদের মোক্ষ সম্ভব বলিয়া। শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবই এই, তাঁহাকে কিঞ্চিন্মাত্র স্মরণ করিলেও নিজ অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে চিন্তাকারীর চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ করেন। বেণরাজা বিষ্ণুদ্বেষী হইলেও শ্রীকৃষ্ণদ্বেষিগণের মত বিষ্ণুতে তাহার আবেশ ছিল না বলিয়া বিষ্ণুর সর্ব্বাকর্ষকত্ব-ধর্ম্ম না থাকায় শ্রীভগবানে আবেশের অভাবে মুক্তি হয় নাই। এজন্য শ্রীভাগবতে শ্রীনারদ বলিয়াছেন,—

কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্‌যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্‌গতিং গতাঃ।।
গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্‌যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো।। (ভাঃ ৭।১।৩০-৩১)

অর্থাৎ কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ ও ভক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করিয়া বহু ব্যক্তি ভগবদ্‌গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। গোপীগণ কামদ্বারা, কংস ভয়হেতু, শিশুপালাদি বিদ্বেষ করিয়া, যাদবগণ সম্বন্ধহেতু, তোমরা (যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন) স্নেহদ্বারা, আর আমরা ভক্তিদ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব দ্বেষাদিদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ ঘটিলে মুক্তিলাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণের এই আশ্চর্য্য শক্তি অন্য অবতারে দৃষ্ট হয় না।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা-প্রতিপাদক বহু বাক্য দেখা যাইতেছে। এক-বাক্যদ্বারা বহু বিরোধী বাক্যের সমাধান হইয়া যাইতেছে। বেদান্ত-সূত্রাদিতেও দেখা যায়, এক মহাবাক্যদ্বারা নানা বিরোধী বাক্য পরিহার করিয়া মহাবাক্যের স্থাপন করা হইয়াছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বিচার সম্বন্ধে উক্ত রীতি অনুসারে সমস্ত বিরোধী বাক্যের সমাধান হইয়াছে। বাক্যসকলের দুর্ব্বলতা ও বলবত্তাই বিচারণীয়। জগতে যেমন দেখা যায়, পরাক্রমশালী এক ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে বহু ব্যক্তিকে পরাভূত করে, শাস্ত্রবাক্য সম্বন্ধেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

সেব্য কে ?

মনুষ্যজন্ম লাভ করত নানাপ্রকার কর্ত্তব্য পালনের বিধি-নিষেধ শ্রুত ও দৃষ্ট হয়। নানা মতবাদে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হইয়া সত্যপথ নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হয় না। এ বিষয়ে সত্যাসত্য বিচারিত হওয়া আবশ্যক। সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও পরমার্থনীতি —সর্ব্বত্রই এই সমস্যা। বিশেষতঃ যে শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষানীতিদ্বারাই এই সমস্যার সমাধান আশা করা হইয়া থাকে, "সরিষার মধ্যে ভূত" ন্যায়ানুসারে সেই শিক্ষাকেন্দ্রগুলি ত' কাল এবং অসৎ সংসর্গপ্রভাবে সত্যভ্রষ্ট হইয়া বিপথগামী। "নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্"—বাক্যে ইহা স্বীকৃত। তজ্জন্য "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" বাক্যটী নির্ভরযোগ্য। কিন্তু বর্ত্তমানকালে সকলেই মহাজনসজ্জায় সজ্জিত। কিন্তু কে বা কাহাকে মহাজন বলা হইয়াছে, তাহা যমরাজবাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে।—

স্বয়ম্ভূর্নারদো শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্।। (ভাঃ ৬।৩।২০)

এই বাক্যে দ্বাদশজনের মতানুগগণই মহাজন বলিয়া বিচারিত হইয়াছে। মায়াবদ্ধ জীব বা মনুষ্যকে মহাজন বলা হয় নাই। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবরহিত ব্যক্তিই মহাজন বলিয়া জানিতে হইবে। রামা-শ্যামা, যদু-মধু যাহা বলিবে তাহাকে প্রমাণ বলিলে সত্যভ্রষ্ট হইতে হইবে। কৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"শাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতৌ।" সুতরাং ঋক, যজু, সাম, অথর্ব্ব, মূল রামায়ণ, মহাভারত পুরাণাদিকে শাস্ত্র বলিয়া জানিতে হইবে এবং ইহাদের অনুগত পুরাণাদিও শাস্ত্র বলিয়া বিবেচিত। শ্রীমদ্-ভাগবতকে অমলপুরাণ ও প্রমাণ-শিরোমণি বলা হইয়াছে। জড় বিবেকোত্থিত বিচারকে প্রমাণ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে। জনসাধারণের রায় দূরে থাকুক, তথাকথিত শিক্ষিত বা মনীষীর মত হইলেও দোষচতুষ্টয়-মুক্ত না হওয়ায় গ্রাহ্য হওয়া উচিত নহে। জনসাধারণের বিচারই রাষ্ট্রীয় মত। সেই রাষ্ট্রমতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের সেবাকেই প্রাধান্য প্রদত্ত হইয়াছে। রাষ্ট্র-পরিচালকগণ অনুন্নতের সুখস্বাচ্ছন্দকেই অগ্রাধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য এবং তাহা সম্পাদন করিতেছেন। জ্ঞানী, গুণী ও ভক্তগণকে সেবা করা অপেক্ষা জ্ঞানহীন, বিদ্যাহীন, ধনহীন, যোগ্যতাহীনদিগের সেবাকে সেবা করার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে দেখা যায়। পরন্তু ইহা বিপর্য্যয়।

শাস্ত্রবিচারে দেখা যায়,—"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।"—অর্থাৎ সকল আরাধনার মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বত্রই শাস্ত্রে এই বিচার ও উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।। (গীতা ৮।১৬)
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্সসি শাশ্বতম্।। (গীতা ১৮।৬২)
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।
(গীতা ১৮।৬৫-৬৬)

ইত্যাদি অংসখ্য বাক্যে বিষ্ণুভজনের শ্রেষ্ঠতা উপদিষ্ট। এতদ্ব্যতীত পরাশান্তি অন্যভজনে অসম্ভব বলা হইয়াছে।

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কোন তত্ত্ব মুক্তিদাতা নহেন।

দেশকে উন্নত করিতে হইলে জ্ঞানী, গুণী ও উন্নতগণের সমাদর একান্ত প্রয়োজন।

মূর্খ, গুণবর্জ্জিত ও অনুন্নতের সুযোগ-সুবিধা দানদ্বারা তাহা কখনই সম্পাদিত হইবে না। পরন্তু তাহাতে অধঃপাত অবশ্যম্ভাবী। সেনাপতির পরিবর্ত্তে মূর্খ বিশ্বস্ত বানরকে দেহরক্ষায় নিযুক্ত করিয়া রাজা যেরূপ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল, অনুন্নতের সেবা করিলে তদ্রূপ বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। 'বরমেকো জ্ঞানীপুত্রো ন চ মূর্খঃ শতান্যপি'-বাক্যে তাহাই উপদিষ্ট।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতিভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।। (ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সতের প্রকৃষ্ট সঙ্গফলে শ্রীভগবানের বীর্য্যবতী কথা শ্রুত হইয়া থাকে এবং ঐ কথা শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমশঃ শ্রীভগবচ্চরণে প্রেমালাভ হইয়া থাকে।

অসৎসঙ্গে কভু নাম নাহি হয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।।

সঙ্গ বলিতে কি বুঝায়?—তাহা বর্ণিত হইতেছে,—

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতি-লক্ষণম্।। (উপদেশামৃত ৩)

দান ও গ্রহণ, গুহ্যকথা বলা ও গুহ্যকথা জিজ্ঞাসা করা, একত্র ভোজন করা ও ভোজন করান—এই ছয়প্রকার কার্য্যদ্বারা সঙ্গ হইয়া থাকে। এই কার্য্যগুলি নিজাপেক্ষা উন্নত ব্যক্তির সহিত অনুষ্ঠিত হইলে উন্নত ফল এবং নিজাপেক্ষা হীন বা অনুন্নত ব্যক্তির সহিত অনুষ্ঠিত হইলে অনুন্নত বা পাতিত্বজনক হইয়া থাকে।

মহৎ-সেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে।। (ভাঃ ৫।৫।২)

মহতের সেবাফলেই শ্রীভগবানে প্রেমা লাভ হইয়া থাকে এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গফলে নরকলাভ ঘটে। মহৎ বলিলে সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন, ভোগপ্রবৃত্তিরহিত, অক্রোধী, সর্ব্বজীবের মঙ্গলকারী, সৎবস্তু বা ভগবানে সেবানিষ্ঠ ব্যক্তিকে বুঝায়। যৌনসুখকামী স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ বিহিত হইলে নরকগমনরূপ পরম অমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। ভোগোন্মত্ত স্ত্রীসঙ্গীর সহিত আদান-প্রদানদ্বারা দুঃসঙ্গ হইয়া থাকে। মনুষ্যকে অধিকতর আহার-নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়তর্পণের সুযোগ প্রদান করা কখনই মঙ্গলজনক সেবা হইতে পারে না। রাষ্ট্রনায়কগণ এবং তথাকথিত মনীষীবৃন্দ এইরূপ কার্য্যকেই আদর্শ সেবা বিচার করিয়া অনুন্নতদিগের ভোগ-সুবিধা বিধান করত মঙ্গল করার পরিবর্ত্তে তাহাদিগের অমঙ্গলই সাধন করিতেছেন কিনা তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান শিক্ষাকেন্দ্রগুলি যোষিৎসঙ্গপ্রধান মনুষ্যগণকে আদর্শ করত স্ত্রীসঙ্গপ্রধান কার্য্যগুলিতে উৎসাহ প্রদান করত সমাজ ও দেশের পরম অমঙ্গল বিধান করিতেছেন কিনা তাহা কি তাঁহারা একবার চিন্তা করিতে সক্ষম হইবেন?

বিজ্ঞানের উন্নতিকে ভোগময় ব্যাপারে নিযুক্ত করিলে তাহা মঙ্গলজনক না হইয়া অমঙ্গলজনক হয় না কি? দূরদর্শন, আকাশযানের বা বাষ্পযানের গতি বর্দ্ধিত হইয়া

আমাদের মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অধিকতর অমঙ্গলপ্রদ ভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছে না কি? অর্থ অনর্থের মূল। ভোগপ্রবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তি অর্থ পাইলে তদ্দ্বারা আহার-নিদ্রা-ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া অমঙ্গল লাভ করেন ; কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ অর্থপ্রাপ্তির দ্বারা শ্রীভগবানের ও ভগবদ্ভক্তগণের সেবাবিধান করত বিশ্ববাসীর পরমমঙ্গল বিধান করেন। সুতরাং অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা দোষনীয় নহে, তাহার ব্যবহারই দোষজনক বলিয়া জানিতে হইবে।

যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য একই ফলদায়ক নহে। "তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব। কামিনীর কাম, নহে তব ধাম, তাহার মালিক কেবল যাদব।।" "শ্রীহরিসেবায়, যাহা অনুকূল, বিষয় বলিয়া তাহা ত্যাগে হয় ভুল।"—ইত্যাদি শিক্ষার বিস্তার ও প্রচার হওয়ায় জনকল্যাণ তথা রাষ্ট্রকল্যাণ, পরন্তু সাধুর কথায় কে কর্ণপাত করিবে? তাহাদের চিৎকার আকাশে বিলীন হইয়া যাইবে।

কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটি-রুদ্ধঃ।
হা হা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি।। (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৪৯)

শুদ্ধভক্তগণ কল্পনাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না। মানুষকে ভগবান্ বলা কল্পনা ও মিথ্যা। সুতরাং মানুষের সেবাই ভগবানের সেবা—ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ, সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। 'শক্তি শক্তিমতোরভেদ'-বিচারে শক্তিকে শক্তিমান্ বলা হয় নাই। অবিচ্ছিন্ন বলা হইয়াছে মাত্র। সূর্য্য ও সূর্য্যতেজ অবিচ্ছিন্ন হইলেও কুন্তীদেবী সূর্য্যদেবের সঙ্গপ্রভাবে কর্ণের মাতৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সূর্য্যতেজে দগ্ধীভূতা হন নাই। ইহা সত্য ও সর্ব্বসম্মত। শক্তিকে শক্তিমান্ জ্ঞান করিলেও শক্তি কখনও শক্তিমান্ হইতে পারে না। মূর্খকে বিদ্বান্ জ্ঞান করিলেও মূর্খব্যক্তিদ্বারা বিদ্বানের কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। তদ্রূপ শক্তিকে শক্তিমান্ ধারণা করিলেও তাহা সত্য ধারণা হয় না ; পরন্তু মিথ্যা বলিয়াই বিচারিত হয়।

দশবিধ প্রমাণের মধ্যে শব্দ-প্রমাণই শ্রেষ্ঠ ও গ্রাহ্য বলিয়া বিচারিত হইয়াছে। সেই বেদাদি শাস্ত্রে বা শব্দদ্বারা যিনি ভগবান্ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, তাঁহাকেই পণ্ডিতগণ ভগবান্ বলিয়াছেন। Vox populi vox dei মতে তাহা সাব্যস্ত হইবে না। "মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।" মায়াগ্রস্ত জীব কখনই মায়ার অধীশ্বর বা ভগবান্ হইতে সক্ষম হন না। জনগণের রায়কে প্রধান বিচারপতির রায় বলা মূর্খতা। মায়াগ্রস্ত জনগণ ভগবান্ নাই বলিলে ভগবান্ অস্তিত্বহীন হইবেন না। অস্তিত্বহীন বস্তুকে negate করা যায় না। যাহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান তাহাকেই negate করা যায়। যাহা আদৌ নাই তাহার নাম উল্লেখ করা কখনই সম্ভবপর নহে। অশ্বডিম্বের অস্তিত্ব না থাকিলেও অশ্ব এবং ডিম্বের অস্তিত্ব যোজনাদ্বারা অশ্বডিম্ব বাক্য ধারণাযোগ্য হইয়াছে। অশ্ব ও ডিম্ব অস্তিত্বহীন হইলে অশ্বডিম্বের ধারণা সম্ভবপর হইত না। কোন শব্দ বা শাস্ত্র মানুষকে ভগবান্ বলেন নাই। সুতরাং মানুষের সেবা করিলে ভগবানের সেবা হয় না। তাহা ভগবানের অংশ বা

শক্তির সেবা হইয়া থাকে। অংশের সেবা কখনই পূর্ণের সেবা হইতে পারে না। অধীন তত্ত্ব ও অধীশ্বর তত্ত্বকে এক বিচার সত্য নহে। শক্তির অধীশ্বর—শক্তির অধীনতত্ত্ব নহেন। গীতাশস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ জীবতত্ত্বকে শক্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।। (গীতা ৭।৫)

মানুষকে ভগবান্ বা ভগবানকে মানুষ বলা সমতুল্য অপরাধ। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। যাহারা ভগবানের তত্ত্ব জানে না সেই মূঢ়গণই এই বিচার করে।

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।।" (গীতা ৯।১১)

জড়বিদ্যাদ্বারা ভগবানকে জানা যায় না। শ্রীভগবানের করুণায় তিনি নিজকে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।।" (ভাঃ ২।৯।৩১)
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে।। (চৈঃ চঃ)

তিনি মায়িক জগতে আগমন করিলেও ভগবৎস্বরূপেই বিরাজিত থাকেন।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।। (গীতা ৪।৬)

তিনি মনুষ্যের ন্যায় জন্মমৃত্যুগ্রস্ত নহেন। জন্মমৃত্যুবিহীন তত্ত্ব হইয়াও তিনি অচিন্ত্যশক্তিতে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি নিত্যতত্ত্ব ও ধ্বংসহীন। তাঁহার বিনাশ নাই। তাঁহাকে এরূপ বলিয়া ধারণা তাঁহারই কৃপায় লভ্য হইয়া থাকে। তাঁহার এই জন্মাদি লীলা যিনি ধারণা করিতে সক্ষম হন তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। নিত্যধামে তিনি গমন করিয়া থাকেন—ইহাই তাঁহার শ্রীমুখের উক্তি,—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন।। (গীতা ৪।৯)

শ্রীভগবানের সেবাই দুঃখ নিবৃত্তি ও পরাশান্তির উপায়।—

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।। (ভাঃ ১১।৫।৩)
জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ।।

শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে প্রশ্নোত্তরমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যাবতীয় জ্বালা বা ক্লেশ কি কারণে ঘটিয়া থাকে? এতদুত্তরে ব্যক্ত হইয়াছে,—যাবতীয় ক্লেশকে মূলতঃ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই তিনপ্রকার

তাপের অন্তর্গত জানিতে হইবে। কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদন ও বাসস্থানের অভাব কেন, জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি—সর্ব্বপ্রকার ক্লেশের মূল কারণ ভগবদ্বিমুখতা। সুতরাং যাহারা যত পরিমাণ নাস্তিকভাবাপন্ন ও ভগবৎসেবাবিমুখ, তাহারা তত পরিমাণ ত্রিতাপজ্বালায় জর্জ্জরিত। এই ত্রিতাপ হইতে রক্ষা বা পরিত্রাণ পাইতে হইলে শ্রীভগবানের সেবা করাই একমাত্র উপায় জানিতে হইবে। অতএব অনুন্নতদিগের দুঃখ দূর বা মঙ্গল কামনা করিলে তাহাদিগকে শ্রীভগবানের সেবাশিক্ষা দানই একমাত্র ব্যবস্থা। তাহাদিগকে অধিকতর ভোগী করিয়া তাহা কখনই সম্ভবপর হয় না। তাহাদিগকে ভগবদ্বিশ্বাসী ও ভগবানের সেবাশিক্ষা প্রদান করাই একমাত্র উপযুক্ত প্রতিকার। ধনী বা দরিদ্র সকলপ্রকার পিতামাতা নিজ নিজ সন্তানকে সমভাবে স্নেহ করিয়া থাকেন। ধনী পিতামাতাই যে কেবল সন্তানকে ভালবাসিতে সক্ষম হয়েন, দরিদ্র পিতামাতা সক্ষম হয়েন না, তাহা যেরূপ সত্য নহে তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তি ধন বা দারিদ্র্যের অপেক্ষা রাখে না। ইহা ভগবানের প্রতি মমত্ববুদ্ধির তারতম্যের উদয়জনিত ব্যাপার বলিয়া জানিতে হইবে এবং ইহা সঙ্গজাত ব্যাপার। সঙ্গ-প্রভাবেই ইহার অধিকার জন্মে। ইহাই সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য। ভাগ্যফলে যিনি সাধুসঙ্গলাভ করিতে সক্ষম হন তিনিই ভক্তিতে অধিকারী হয়েন। "সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।।"—ইহাই সমাজের ও রাষ্ট্রের মঙ্গল বলিয়া অনুকূল ব্যবস্থা কর্ত্তব্য।

ভগবানের প্রতি এই মমত্বভাবের উদয় শ্রীভগবানের নামোচ্চারণেই সম্ভব এবং তাহাই কলিকালে একমাত্র উপায় বলিয়া সচ্ছাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

অতএব, ক্ষুদ্রের চেষ্টায় প্রয়োজনীয় সংশোধন সম্ভবপর হইতে পারে না। বৃহৎ ও মহৎ ব্যতীত উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং হে রক্ষক প্রভু! নিজবাক্য সত্য করত আপনি ত্বরায় পুনরাগমন করুন—ইহাই প্রার্থনা।—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।। (গীতা ৪।৮)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ ১৪০৬ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০০

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি—ভক্তিপথের প্রধান অন্তরায়

ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভগবানকে লাভ করা যায় না। মুক্তি ভুক্তিরই অপর দিক। ভুক্তি-মুক্তি পিশাচীদ্বয়—ভক্তির লোপকারিণী, উভয়েই জীবকে আস্তিকতা হইতে বিচ্যুত করিয়া থাকে। শাস্ত্রে উল্লেখ রহিয়াছে,—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।। (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।২২)

"ভুক্তিস্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহা—এই দুইটী পিশাচী। যে-পর্য্যন্ত ইহারা কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সে-পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে ভক্তিসুখের অভ্যুদয় হইতে পারে না।"

ভুক্তি-মুক্তি-আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়।। (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৭৫)

ভুক্তি ও মুক্তি ব্যতীত 'সিদ্ধি'-নামে আরও এক ভয়ঙ্কর পিশাচী আছে, যাহা ভক্তিপথের অন্যতম প্রতিবন্ধক। ভুক্তি-মুক্তি ও সিদ্ধির ভেদ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

এক ভুক্তি কহে, ভোগ—অনন্ত প্রকার।
সিদ্ধি—অষ্টাদশ, মুক্তি—পঞ্চবিধাকর।। (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।২৮)

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামীর হৃদয়ে বহুবিধ এষণা বা স্পৃহা বর্ত্তমান থাকায় তাহারা সর্ব্বদাই অশান্ত।

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী—সকলই অশান্ত।। (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৪৯)

ভগবদ্বিশ্বাসী সজ্জনগণ কখনও ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি পিশাচীর শরণ গ্রহণ করেন না।

বিষয়-সম্পত্তি ও সুখস্বাচ্ছন্দাদি ইহকালের ভোগ ও স্বর্গসুখাদি পরকালের ভোগ প্রভৃতি ভুক্তির অন্তর্গত। ভুক্তি কখনও নিত্য নহে অর্থাৎ ক্ষয়িষ্ণু। ভগবৎসেবাই হইল ভক্তি আর ভোগেচ্ছাই অভক্তি। যাহাতে ভগবান্ শ্রীহরির সুখ হয়, তাহারই নাম সেবা; আর নিজের সুখ-সুবিধা যাহাতে হয়, তাহার নাম ভোগ। ভোগৈশ্বর্য্য পরমেশ্বরকে আদৌ স্মৃতিপথে আনিতে দেয় না। ভোগ একপ্রকার কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্যাপার। কর্ম্মিগণ ইহজীবনে বা পরজীবনে নিজের ভোগ চায়। প্রাপঞ্চিক কর্ম্মে আবদ্ধ ও প্রাপঞ্চিক সুখের বাসনায় ব্যস্ত থাকায় তাহারা ভুক্তিকে সাধ্য বলিয়া মনে করে। কুকর্ম্মীর চিন্তা—অপরকে কষ্ট দিয়া আমরাই সব ভোগ করিব। সৎকর্ম্মীর চিন্তা—পুণ্য সংগ্রহের জন্য আমরা দান, ধ্যান, পুণ্যাদি ও সাধুসেবা করিব এবং নিজ-বংশধর ও কুটুম্বাদির জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া যাইব।

এই জগতে প্রাপঞ্চিক দেহ ধারণ করিয়া জীব ইন্দ্রিয়সুখকে বহুমানন করে। সেই ইন্দ্রিয়সুখের ভোগায়তন এই জড়জগৎ। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ হয়, তাহার নাম ঐহিক সুখ। ঐহিক ধন, জন, রাজ্য, জাতি, বল, রূপ, যশ, প্রতিষ্ঠা—

এই সমুদয়ই ঐহিক ভুক্তিসুখ। মরণান্তে অবস্থান্তরে যে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ হয়, তাহার নাম আমুত্রিক সুখ। আমুত্রিক সুখ বহুবিধ—স্বর্গে ও ইন্দ্রলোকে অপ্সরাদির নৃত্য দর্শন, অমৃত ভক্ষণ, নন্দনকাননে পুষ্পাদির ঘ্রাণ, গন্ধর্ব্বগণের গীত শ্রবণ ও বিদ্যাধরীদিগের সহিত সহবাস—এই সকল সুখের নাম স্বর্গীয় সুখ। মহঃ ও জনলোকে এইপ্রকার সুখের বর্ণন কিয়ৎপরিমাণে আছে। সকাম কর্ম্মপর গৃহস্থগণের ভূ, ভুবঃ ও স্বর্গই ভোগস্থান। নিষ্কাম গৃহীরা কেবল স্বধর্ম্মাচার নিষ্ঠায় মহর্লোকাদিতে গমন করেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বনবাসী যতিগণের ভোগস্থান—ত্রৈলোক্যের উপরি মহঃ, জন, তপঃ এবং সত্যলোক। ভূলোকের ইন্দ্রিয়সুখ অত্যন্ত স্থূল, পরলোকে ইন্দ্রিয়সকল ও তাহাদের বিষয় ক্রমশঃ সূক্ষ্ম—এইমাত্র ভেদ, কিন্তু সমস্তই ইন্দ্রিয়সুখ। ঐ সকল লোকে চিৎসুখ নাই। চিদাভাস যে মনোরূপ লিঙ্গশরীর, তদ্‌গত সুখই তথায় বর্ত্তমান। এইসকল সুখভোগের নাম ভুক্তি। কর্ম্মচক্রগত জীবন ভুক্তির আশায় ভুক্তিসাধ্য যে কর্ম্মের আশ্রয় করেন, তাহাকে তাহারা সাধন বলেন। অগ্নিষ্টোম, বিশ্বদেব, বলি, ইষ্টাপূর্ত্ত, দর্শ-পৌর্ণমাসী ইত্যাদি বহুবিধ ভুক্তিসাধন শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। ভোগপ্রবৃত্ত পুরুষদিগের ভুক্তিই সাধ্য।

শাস্ত্রে অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধির কথা পাওয়া যায়। যথা,—(১) অণিমা, (২) লঘিমা, (৩) মহিমা, (৪) প্রাপ্তি, (৫) প্রাকাম্য, (৬) ঈশিতা, (৭) বশিতা, (৮) কামাবসায়িতা, (৯) ক্ষুৎপিপাসাদি-রাহিত্য, (১০) দূরশ্রবণ, (১১) দূরদর্শন, (১২) মনোজব, (১৩) কামরূপতা, (১৪) পরকায়প্রবেশ, (১৫) স্বেচ্ছামৃত্যু, (১৬) দেবক্রীড়া প্রাপ্তি, (১৭) সঙ্কল্পানুরূপ পদার্থ প্রাপ্তি ও (১৮) অপ্রতিহতাজ্ঞা। এই অষ্টাদশ সিদ্ধির মধ্যে প্রথম আটটী গুণাতীত অর্থাৎ ভগবদাশ্রিত এবং অপর দশটী গুণান্তর্গত। প্রথম আটপ্রকার সিদ্ধির মধ্যে অণিমাদি তিনটী সিদ্ধি—দেহের, প্রাপ্তি—ইন্দ্রিয়ের, প্রাকাম্যাদি চারিটী সিদ্ধি—স্বভাবের অর্থাৎ স্বাভাবিকী। অবশিষ্ট 'ক্ষুৎপিপাসাদি-রাহিত্যাদি' দশটী সিদ্ধি মায়িক।

অণিমাতে দেহকে অণুর ন্যায় এত ক্ষুদ্র করা যায় যে, শিলার মধ্যেও প্রবেশ করা যায়। *লঘিমাতে* দেহ এত হাল্কা হয় যে, সূর্য্যকিরণ অবলম্বন করিয়া সূর্য্যলোকে যাওয়া যায়। *মহিমাতে* দেহকে পর্ব্বতের ন্যায় বড় করা যায়। যদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সহিত ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতার দর্শনাদি সিদ্ধি হয়, তাহা *প্রাপ্তি*-নাম্নী সিদ্ধি। প্রাপ্তিতে ইন্দ্রিয়কে ইচ্ছানুযায়ী চালান যায়। এই সিদ্ধিতে অঙ্গুলিদ্বারা চন্দ্রকেও স্পর্শ করা যায়। *প্রাকাম্য*-নাম্নী সিদ্ধিতে শ্রুত, দৃষ্ট ও দর্শনযোগ্য পারলৌকিক ও ঐহিক বিষয়ে ভোগদর্শনের সামর্থ্য জন্মে। *ঈশিতায়* অন্যজীবের মধ্যে নিজের শক্তিসঞ্চার করা যায়। *বশিতা*-নাম্নী সিদ্ধিতে বিষয়ভোগ অনাসক্তি জন্মে। *কামাবসায়িতা* সিদ্ধিতে যাহা ইচ্ছা করা যায়, তাহার চরমসীমা পর্য্যন্ত করা যায়, যেমন দগ্ধবীজের অঙ্কুরোৎপাদন। *ক্ষুৎপিপাসাদি-রাহিত্য* সিদ্ধি ক্ষুধা-তৃষ্ণাদিকে অতি অনায়াসে লোপ করিতে পারে। *দূরশ্রবণ* সিদ্ধিতে অনেক দূরের কথা শ্রবণের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। *দূরদর্শন* সিদ্ধিতে অনেক দূরের বস্তুকে সহজেই

দর্শনের আওতায় আনা যায়। মনের ন্যায় দ্রুতগতিতে দেহকে চালান যায় যে সিদ্ধিতে, তাহার নাম ***মনোজব*** সিদ্ধি। ***কামরূপতা*** সিদ্ধিতে ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করা যায়। ***পরকায়প্রবেশ*** সিদ্ধিতে পরের শরীরে নিজের সূক্ষ্ম দেহকে প্রবেশ করান যায়। ভৃঙ্গ যেমন অনায়াসে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে প্রবেশ করে, সেইরূপ প্রাণপ্রধান লিঙ্গশরীররূপ উপাধিযুক্ত আত্মা বাহ্যবায়ুপথে পরশরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। ***স্বেচ্ছামৃত্যু*** সিদ্ধিতে প্রাণোপাধি আত্মাকে ক্রমান্বয়ে হৃদয়, বক্ষ, কণ্ঠ ও অবশেষে মূর্দ্ধদেশে লইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে স্বেচ্ছামৃত্যু হয়। ***দেবক্রীড়া প্রাপ্তি***-নামক সিদ্ধিতে দেবতাদিগের ন্যায় অপ্সরাদিগের সহিত ক্রীড়া করা যায়। ***সঙ্কল্পানুরূপ পদার্থ প্রাপ্তি***-সিদ্ধিতে সঙ্কল্পিত বস্তু প্রাপ্তি হয়। ***অপ্রতিহতাজ্ঞা*** সিদ্ধিতে আজ্ঞা বা গতি সকল সময়েই অপ্রতিহত থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।৬।৯) "জন্মৌষধিতপোমন্ত্রযোগসিদ্ধৈ নরেতরৈঃ" শ্লোকে জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপস্যা ও যোগ—এই পঞ্চ উপায়ে লব্ধসিদ্ধ দেবগণের কথা পাওয়া যায়। রসায়নাদির সেবনে বা গুটিকাদির প্রয়োগে অন্তর্দ্ধান ও যথেচ্ছ ভ্রমণের নাম ***ঔষধসিদ্ধি***। মন্ত্রজপের দ্বারা ভূতপ্রেতাদির উপর আধিপত্য বা আকাশাদি গমনের নাম ***মন্ত্রসিদ্ধি***। বিশ্বামিত্রাদির ন্যায় তপোযোগে সিদ্ধিলাভের নাম ***তপঃসিদ্ধি***। সকল সিদ্ধি যোগদ্বারা পাওয়া গেলেও উহা ভগবৎপ্রাপ্তির অন্তরায় বলিয়া ত্যাজ্য। শাস্ত্রে পাঁচটী ক্ষুদ্রসিদ্ধির কথা পাওয়া যায়, যথা,—*ত্রিকালজ্ঞত্ব, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা, অন্যের চিত্তবৃত্তি জানিবার শক্তি, অগ্নি-সূর্য্য-জল-বিষ প্রভৃতি শক্তির স্তম্ভন ও সর্ব্বত্র জয়*। অগ্নি প্রভৃতির স্তম্ভন অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতি দাহ্যশক্তির প্রতিবন্ধন। যথা "অগ্ন্যাদিশক্তি-সংস্তম্ভস্ত্বগ্নিসংস্তম্ভ ইষ্যতে" (কূর্ম্মপুরাণ)। যেরূপ কুম্ভীরাদি জলজন্তুদিগের সম্বন্ধে উদক (জল) উপসংঘাতক হয় না, বরং ক্রীড়াস্পদ ; অগ্নি প্রভৃতি সিদ্ধিলাভকারীর পক্ষে তদ্রূপই—ইহা অগ্নি প্রভৃতির প্রতিষ্ঠম্ভ। উপরিউক্ত সকলপ্রকার সিদ্ধি বালকের নিকট চমৎকারকারিণী, অভিজ্ঞের নিকট নহে। ভক্তিমার্গে এ সকলের বিন্দুমাত্র মূল্য নাই।

ভগবৎসেবাকে ভক্তি এবং ভক্তিমর্য্যাদা লঙ্ঘনকে মুক্তি বলে। ভগবৎপ্রীতিতে তাৎপর্য্য না থাকায় মুক্তির ন্যূনতাই স্বীকার্য্য। শাস্ত্রে পঞ্চবিধ মুক্তির কথা পাওয়া যায়, যথা—(১) সালোক্য, (২) সার্ষ্টি, (৩) সামীপ্য, (৪) সারূপ্য ও (৫) সাযুজ্য। উপাস্যদেবের সহিত একইলোকে বাস সালোক্যমুক্তিতে হয়। সার্ষ্টিতে উপাস্যের সমান ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। উপাস্যদেবের সমান রূপ প্রাপ্তি সারূপ্য মুক্তিতে হয়, যেমন নারায়ণের উপাসকের পক্ষে চতুর্ভুজত্ব লাভ করা। সামীপ্য মুক্তিতে উপাস্যের নিকট পার্ষদরূপে অবস্থান করা যায়। উপাস্যের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়ার নাম সাযুজ্য মুক্তি। সাযুজ্য মুক্তিকে ভক্ত নরক অপেক্ষাও হেয় মনে করেন। কারণ তাহাতে সেব্য-সেবকত্ব ভাব নষ্ট হইয়া যায়। সাযুজ্য আবার দুই প্রকারের—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্য এবং সবিশেষ সাকার স্বরূপের সঙ্গে সাযুজ্য। ব্রহ্মসাযুজ্য অপেক্ষা ঈশ্বরসাযুজ্য অত্যন্ত গর্হণীয়। "ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে

ঈশ্বরসাযুজ্যে ধিক্কার।" ভগবান্ ভক্তকে পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদান করিতে চাহিলেও ভগবৎসেবামগ্ন ভক্ত বিষতুল্য জ্ঞানে তাহা কখনও গ্রহণ করেন না। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন,—

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।। (ভাঃ ৩।২৯।১৩)

"যাহারা আমার সেবাসুখ পাইয়াছেন, তাহাদিগকে আমি সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য মুক্তি দিতে চাহিলেও তাহারা কখনও গ্রহণ করিতে চাহেন না।"

ভক্তিসুখ আগে 'মুক্তি' অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ মুক্তি নাহি লয়।। (চৈঃ চঃ অঃ ৩।১৯৬)
মুক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা-ত্রাস।
ভক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ত' উল্লাস।। (চৈঃ চঃ মঃ ৬।২৭৬)
'মুক্তি' তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে।
যে মুক্তি ভক্ত না লয়, সে কৃষ্ণ চাহে দিতে। (চৈঃ চঃ)

এতৎপ্রসঙ্গে শাস্ত্রের অন্যত্রও পাওয়া যায়,

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্।। (ভাঃ ৯।৪।৬৭)

"সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় স্বয়ং আগত হইলেও ভগবানের সেবায় পূর্ণমনা হইয়া শুদ্ধভক্ত যখন সে সমুদয় গ্রহণ করেন না, তখন মায়িক ভোগ ও সাযুজ্যমুক্তি—যাহা কালের দ্বারা অতিসত্বর নষ্ট হয়, তাহা কেন ইচ্ছা করিবেন?"

ভক্তি নির্ম্মল আত্মারই বৃত্তি। দুর্ব্বাসনা দুঃসঙ্গক্রমে জীবের ভুক্তি, মুক্তিও সিদ্ধিকাম উদিত হয়। যদি কোন সৎসঙ্গে সুবুদ্ধির উদয় হয়, তবে মুক্তি-ভুক্তি-সিদ্ধি-পিপাসা পরিপরিত্যাগপূর্ব্বক গাঢ় শুদ্ধভক্তিযোগে কৃষ্ণকে ভজন করেন।

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী 'সুবুদ্ধি' যদি হয়।
গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়।। (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৩৫)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের

শুভাবির্ভাব-বাসরে

ভক্তিগীতি

শ্রীভক্তিবেদান্ত, বামন মহারাজ-,
গুণগান গাও ভাই।
পরম বিরক্ত, শ্রীবৈষ্ণবরাজ,
তুলনা তাঁহার নাই।।
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান, কেশব গোস্বামীর,
অন্তরঙ্গ বলি' খ্যাতি।
নাম-প্রেমরসে, মগন সদাই,
পরমহংসবর যতি।।
প্রতিষ্ঠাশাহীন, প্রভু সুমহান,
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহাজন।
আজীবন নিষ্ঠা, পরায়ণ হৈয়া,
করিলা (শ্রী) হরিসেবন।।
জড়ে উদাসীন, ভজনে প্রবীণ,
নামগানে সদা ভোর।
মহাপুরুষের, সকল লক্ষণ,
নয়নে বহয়ে লোর।।
অবনী ভিতরে, (শ্রী) গৌড়ীয় বেদান্ত,
সমিতির পাত্ররাজ।
হয়ে প্রভু কত, জীবেরে তারিলে,
শিখাইলে সেবাকাজ।।
দীন হরিদাস, করিতেছে আশ,
(শ্রী) বামন গোসাঞি কর দয়া।
শ্রীকৃষ্ণসেবায়, জীবন যেন যায়,
ঘুচে যায় সব মায়া।।

কৃপাপ্রার্থী—

—***শ্রীহরিদাস রায়***, ভক্তিশাস্ত্রী

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(১) স্বয়ম্ভূ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮৫ পৃষ্ঠার পর]

আদিকবি, বিশ্ববৈষ্ণবের আদিগুরু স্বয়ম্ভূ হইতেই দেবর্ষি নারদ ভাগবত-ধর্ম্মে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়া কৃতার্থ হইলেন। নারায়ণ উপনিষদে আছে, নারায়ণ হইতে ব্রহ্মার জন্ম। আর মুণ্ডক উপনিষদে কথিত আছে,—ব্রহ্মাণ্ডের দেবতাদি সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা প্রথম তাঁহার পুত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন। সুতরাং জগদ্‌গুরু শ্রীহরি হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে নারদ ; পরে নারদ হইতে ব্যাসদেব, আর ব্যাসদেব হইতে শ্রীশুকদেব ও শ্রীমধ্বাচার্য্য ;—এইরূপ গুরুপরম্পরা ক্রমই শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ পর্য্যায়ে গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্মকে পূর্ণাবয়বে সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত করিয়া খর্ব্বদৃষ্টিবিশিষ্ট জগতে প্রচার করিয়াছেন। তাই এই বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নাম সদ্‌বৈষ্ণব বা ব্রহ্ম-সম্প্রদায়।

স্বয়ম্ভূ বা ব্রহ্মা নিজে বৈষ্ণব—ব্রহ্মসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক আচার্য্য। শ্রীব্রহ্মসংহিতা-নামক শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত পঞ্চরাত্র-গ্রন্থপাঠে (৫ম অঃ, ২৭ শ্লোক) জানা যায়, ব্রহ্মা আদিগুরু শ্রীকৃষ্ণদ্বারা দীক্ষিত হইয়া দীক্ষার পর নারদশিষ্য ধ্রুবের ন্যায় দ্বিজত্ব লাভ করিয়া দৈক্ষ্য সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু টীকায় লিখিয়াছেন,—"তদেবং দীক্ষাতঃ পরস্তাদেব তস্য ধ্রুবস্যেব দ্বিজত্ব-সংস্কার স্তদা বাধিত্বাৎ তন্মত্রাধিদেবাজ্জাতঃ। আদিগুরুণা শ্রীকৃষ্ণেন তং ব্রহ্মাণং সংস্কৃতঃ।" আদিগুরু শ্রীকৃষ্ণ ও আদিকবি ব্রহ্মসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যের এই আদর্শ আচরণ দীক্ষাবিধান-ব্যাপারে সদ্‌গুরু ও সচ্ছিষ্যপরম্পরা মধ্যে নিত্যকালই প্রচলিত আছে।

দ্বাপরে শ্রীভগবান্ যখন শ্রীধামসহ স্বয়ং ভূলোকে আবির্ভূত হন, তখনও তিনি দুইবার তাঁহার পিতৃভক্ত স্বয়ম্ভূকে স্বীয় অসীম ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

তিনি যখন নন্দব্রজে গোপালরূপে গোপবালকগণকে লইয়া গোষ্ঠে গোচারণ করিতেছিলেন, তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার দুর্বিভাব্যা মায়ায় মুগ্ধ হইলেন। ব্রহ্মার সন্দেহ হইল, 'ইনি কে,—ইনি কি আমারই সৃষ্ট কোনও জীব, না স্বয়ং ভগবান্!' অনেক দেখিয়া, অনেক চিন্তা করিয়াও তিনি এ সন্দেহের নিরসন করিতে পারিলেন না। একবার মনে হইতেছে, জীব ; আবার তখনই মনে হইতেছে, না, অসম্ভব! এত রূপ কি জীবের হয়? অবশেষে তিনি কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া পরীক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলেন। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত সহচর, গোপাল ও গোবৎসগুলিকে হরণ করিয়া লইয়া এক পর্ব্বতগুহায় লুকাইয়া রাখিলেন। 'হরি! হরি! হরি!—ব্রহ্মন্, তোমারও আজ একি মোহ উপস্থিত হইল! না হইবারই বা কারণ কি? ছলনাময়ের মায়াজালে বদ্ধ না হইবে কে?

ব্রহ্মার মোহ বুঝিয়া মায়াধীশ শ্রীগোবিন্দ মন্দহাস্যে ব্রহ্মার বিমূঢ় আস্যে একবার

অপাঙ্গ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। পলকমধ্যে মুগ্ধ প্রজাপতি দেখিতে পাইলেন,—পূর্ব্ববৎ সমস্ত গোপাল ও গোবৎসগণ শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া গোষ্ঠে ক্রীড়া করিতেছে। এ কি হইল? তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পর্ব্বতগুহায় গিয়া দেখিলেন,—সেখানে সেই সমস্ত গোপাল ও গোবৎসগণ বদ্ধ রহিয়াছে! আবার গোষ্ঠে আসিয়া দেখিলেন,—এখানেও অবিকল তাহারাই রহিয়াছে! মহাবিস্ময়ে আরও তিনি দেখিতে পাইলেন,—গোষ্ঠে গোপবালকগণ সকলেই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি! সর্ব্বনাশ! এ কি অদ্ভুত মায়ারঙ্গ! লোকনাথ ব্রহ্মার মুণ্ড ঘুরিয়া গেল। বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না, ঐ মুরলীবদন মদনমোহন গোপবালকটী কে? পরম কারুণিক শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মাও অমনই সেই সকল অপহৃত গোপাল ও গোবৎসগণকে আনিয়া গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহার সেই উদ্ভবকর্ত্তা, অখিল জগতের প্রকাশকর্ত্তা, পরমপিতা, পরমেশ—শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে লুটাইয়া পড়িলেন। যুক্তকরে গূঢ় বেদবাক্যে তাঁহার কত স্তবস্তুতি করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। প্রভুর পাদপদ্মে আরও একটী অন্তরের অতি কাতর প্রার্থনাও জানাইলেন। অশ্রুধারে ভাসিতে ভাসিতে যোড়হস্তে কহলেন,—"নাথ! দয়া কর, ব্রহ্মার অত্যুচ্চ আসনে, ব্রহ্মলোকের অতুল ঐশ্বর্য্যে আবদ্ধ রাখিয়া, বিষ-বিষয়-রসে মজাইয়া তোমার ঐ পাদপদ্ম-প্রেমসুধা হইতে বঞ্চিত করিয়া আর আমাকে রাখিও না। আমি আর কোনও পদ, কোনও গতি চাহি না! যে কোনও জন্মে তুমি আমাকে তোমার অকৈতব, অকিঞ্চন ভক্তগণের মধ্যে একটুকু স্থান দিয়া তোমার পাদপল্লব সেবার অধিকার দাও!" (শ্রীভাঃ ১০।১৪।৩০)।

ব্রহ্মার এ প্রার্থনা তিনি পূর্ণ করিয়াছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারে। তাঁহার পরমভক্ত গোপীনাথ-আচার্য্যরূপে জগৎপতি ব্রহ্মাই ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীগৌরপদ-সেবায় কৃতার্থ হইয়াছিলেন। প্রহ্লাদাবতার ঠাকুর হরিদাসেও ব্রহ্মা মিলিত হন, সেজন্য ব্রহ্মহরিদাস নামে তাঁহার প্রসিদ্ধি। "গোপীনাথাচার্য্য নাম্না ব্রহ্মা জ্ঞেয়ো জগৎপতিঃ।" (গৌঃ গঃ দীঃ ৭৫ সংখ্যা)।

লীলাময় প্রভু যখন দ্বারকায়, তখন একদিন তিনি তাঁহার প্রিয়সেবক স্বয়ম্ভূকে কৃপা করিয়া আর একটী অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে তাঁহার সাগর-মেখলা-বেষ্টিত সুন্দর দ্বারকাপুরীতে চতুরানন আগমন করিয়াছেন,—দ্বারপাল তাঁহাকে রোধ করিলেন, বলিলেন,—"একটু অপেক্ষা করুন ; কে আপনি, বলুন ; আমি মহারাজকে সংবাদ দিই ; তাঁহার অনুমতি আসিলে তবে আপনি যাইবেন।"

ব্রহ্মা বলিলেন,—"তাঁহাকে বলুন, আপনাকে দর্শন করিতে ব্রহ্মা আসিয়াছেন।"

দ্বারপাল প্রভুর কাছে গিয়া তাহাই নিবেদন করিলেন। প্রভু একটু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন,—জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, তিনি কোন্ ব্রহ্মা।" দ্বারপাল আসিয়া ব্রহ্মাকে সেই কথা বলিলে ব্রহ্মা বড় বিস্মিত হইলেন ; ভাবিলেন,—"এ আবার কি কথা? ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা আবার কয়জন আছে যে, তিনি জানিতে চাহিয়াছেন কোন্ ব্রহ্মা? জানি না,

ছলনাময়ের এ আবার কি ছলনা!" তিনি দ্বারপালকে বলিলেন,—"বল গে, সনক-সনন্দনের পিতা চতুরানন ব্রহ্মা।"

দ্বারপাল আবার প্রভুর পাদমূলে গিয়া এই কথা বলিলে, তিনি তাঁহাকে তথায় লইয়া আসিতে অনুমতি দিলেন। চতুরানন দ্বারপালসহ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যথাযোগ্য আদর অভিবাদনসহ আসনে বসাইলেন। বিশ্রম্ভ আলাপের পর ব্রহ্মা বলিলেন,—"প্রভো! আপনার একটী কথায় আমার বড় বিস্ময় ও সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। দয়া করিয়া তাহা নিরসন করুন। আপনি জানিতে চাহিয়াছিলেন—'কোন্ ব্রহ্মা আসিয়াছে' ; ইহার তাৎপর্য্য কি? আমা হইতে অন্য আরও ব্রহ্মা আছে না কি?"

তখন অনন্তকোটি চিদচিদ্ ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র মালিক শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাদিগকে স্মরণ করিলেন। অমনই অত্যল্পকালমধ্যে আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্যসমন্বিত বিবিধ বেশভূষায় সজ্জিত সুদিব্য মূর্ত্তি সহস্র সহস্র ব্রহ্মা আসিয়া শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া যোড়হস্তে স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অচিন্ত্যপূর্ব্ব অদ্ভুত প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া,—কাহারও দশমুখ, কাহারও বিশমুখ, কাহারও শত, কাহারও সহস্র, কাহারও অযুত, কাহারও কোটিমুখ দেখিয়া সনকপিতা চতুরানন ব্রহ্মা শত শত রাজহংসের মধ্যে বকের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া বিস্ময়-বিকশিত-নেত্রে বিহ্বলভাবে সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মধুর বাক্যে সকলকে বিদায় দিলেন। তাঁহারা পুনর্ব্বার প্রণত হইয়া স্ব-স্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রস্থান করিলেন। ভগবন্মায়ায় তাঁহারা পরস্পর কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। চতুরানন শ্রীভগবানের অসীম মহিমায় মুগ্ধ হইয়া আবার তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। বলিলেন,—"প্রভো! আমি আপনারই কৃপায় পূর্ব্বেই জানিয়াছিলাম,—আপনার অনন্ত বৈভব, অমিত প্রভাব, অসীমলীলাবৈচিত্র্যের একপাদও কেহ কোনও কালে জ্ঞাত হইতে পারে না। তাহা আমাদের একান্ত অদৃশ্য, অচিন্ত্য, অবাচ্য!"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"ব্রহ্মন! তোমার এই ব্রহ্মাণ্ড মাত্র পঞ্চাশৎকোটি যোজন ; তাহাতে তুমি অতি ক্ষুদ্র চতুরানন ব্রহ্মা। অন্যত্র কোন ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি, কোন ব্রহ্মাণ্ড লক্ষকোটি, এমন কি নিযুতকোটি ও কোটি কোটি যোজন বিস্তৃত বড় বড় ব্রহ্মাণ্ড আছে। যেমন ব্রহ্মাণ্ড তাহাতে ব্রহ্মাও তেমনই ঐশ্বর্য্যযুক্ত। আমার চতুষ্পাদ বিভূতিই আমার ঐশ্বর্য্য। তন্মধ্যে অশোক, অমৃত ও অভয়—এই তিনপাদ বিভূতি গোলোকগত ঐশ্বর্য্য এবং একপাদ বিভূতিই—মায়িক ঐশ্বর্য্য। এ সকল আমার একপাদ বিভূতি ; পূর্ণ বিভূতির কে পরিমাণ করিবে?"

ব্রহ্মার আজ আরও অনেক জ্ঞান লাভ হইল। তিনি বিদায় লইয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া সেই সর্ব্বসম্পদ্‌ময় শ্রীচরণই চিন্তা করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীপদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে,—

"ভবেৎ ক্বচিন্ মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ
ক্বচিদত্র মহাবিষ্ণুর্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে।।"

কোন মহাকল্পে মহত্তম জীবই উপাসনাবলে ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হন। আবার যে কল্পে তেমন যোগ্য জীব কেহ থাকেন না ; তখন মহাবিষ্ণুই স্বাংশে ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করেন। সুতরাং কালভেদে ব্রহ্মার ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব—দুইই সিদ্ধ হয়। তিনি শ্রীভগবানের গুণাবতার ; কোন শাস্ত্র তাঁহাকে আবেশাবতারও বলেন।

ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

"সূর্য্যদেব যেমন সূর্য্যকান্ত মণিতে কিয়ৎ পরিমিত স্বীয় তেজ প্রকাশ করিয়া তাহাকে দাহাদি কার্য্যে সমর্থ করেন, তেমনই শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মাতে স্বীয় শক্ত্যংশ সঞ্চারিত করিয়া তাঁহার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডে ব্যষ্টি রচনা করেন।" (৫।৪৯)। তত্ত্বতঃ, ব্রহ্মা সাধারণ জীব হইতে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর নহেন। স্বয়ম্ভূ অপেক্ষা শম্ভুতে অধিক পরিমাণে ঐশী শক্তি আছে। স্বয়ম্ভূ ও শম্ভুর দুইটী স্বরূপ—একটী স্বরূপগত আর একটী অধিকারগত। নিজস্বরূপে তাঁহারা ভগবৎ-সেবক। মায়িক গুণের অধিকারিরূপে তাঁহারা প্রাকৃত জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট। তাঁহাদের সেই স্বরূপে একজন কর্ম্মকাণ্ডের পরিচালক, অপরজন জ্ঞানকাণ্ডের উপদেষ্টা। কিন্তু তাঁহাদের নিজ ভাগবতস্বরূপে একজন ব্রহ্মসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমধ্বপাদ ও মাধ্ব-গৌড়ীয়গণের উপাস্য, আর একজন রুদ্রসম্প্রদায়াচার্য্য—ইহা মহাভারত ও পদ্মপুরাণে উল্লিখিত আছে।

বেদগুহ্য শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব তাঁহারাই সম্যক্ বিদিত আছেন। তাঁহাদেরই কৃপায় তাহা ভাগ্যবান্ জন অবগত হন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

"তদ্ বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং তদ্ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্।"

অর্থাৎ—জড়দৃশ্যাদৃশ্যবিশেষ হইতে পৃথক্ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরও যিনি কারণ বা প্রতিষ্ঠা, সেই বেদগুহ্য উপনিষদালোকের মূল ও আলোকচ্ছটায় আবৃত তোমার গূঢ় সত্ত্বস্বরূপ পরমতত্ত্ব বস্তুকে ব্রহ্মা জানেন।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্বাক্যে (২।৬।৩) আমরা সেই ভাগবতোত্তম স্বয়ম্ভূকে প্রণাম করি,—

"ব্রহ্মস্বয়ম্ভূ ব্রহ্মণে নমঃ।।"

জীবের কৃত্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৬৮ পৃষ্ঠার পর]

"আমার স্বরূপ, আমার লক্ষণ, আমার রূপ-গুণ ও লীলা যে-প্রকার, সেই সকলের তত্ত্ববিজ্ঞান আমার অনুগ্রহে তুমি প্রাপ্ত হও।" তাৎপর্য্য এই,—ভগবজ্জ্ঞান, পরমাত্ম জ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে ভগবজ্জ্ঞানই পরমগুহ্য, পরমাত্মজ্ঞান মধ্যম, ব্রহ্মজ্ঞান সাধারণ। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে বিশেষ জ্ঞানের অভাব। পরমাত্মায় বিশেষ জ্ঞান কিছু থাকলেও রহস্য অর্থাৎ প্রেমভক্তিসহিত অতি গোপনীয় জ্ঞান নাই। ভগবজ্জ্ঞানেই তদঙ্গ (প্রেমভক্তির অঙ্গ সাধনভক্তি), রহস্য ও বিজ্ঞান-সমন্বিত জ্ঞান বিরাজিত। মায়াবাদিগণের বিচার-প্রণালীতে মাধুর্য্য-বিজ্ঞানের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। মায়াবাদিগণের ব্রহ্মজ্ঞান অপেক্ষাও ভগবজ্জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়। ভ্রম-প্রমাদাদি দোষচতুষ্টয়বিশিষ্ট অবিদ্যাগ্রস্ত জীব অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের সন্ধান পেতে পারে না। যাঁর কৃপায় সেই তত্ত্ববিজ্ঞান হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল, সেই ভগবানের কি ভ্রম বা ভ্রান্তি হতে পারে? জ্ঞান—যাঁর স্বরূপ, বিজ্ঞান—যাঁর শক্তি-সম্বন্ধ, সেই ভগবানকে তাঁর অনুগ্রহেই উপলব্ধি হয়ে থাকে। তিনি অজ্ঞানবশতঃ বা ভ্রমবশতঃ জীব হয়েছেন,—ইহা আদৌ শ্রুতি-স্মৃতিদ্বারা সমর্থিত হয় নাই। এইপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, শ্রীমন্মধ্বান্বয়কুলভূষণ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্-বাদিরাজ-স্বামিপাদ-বিরচিত "যুক্তিমল্লিকা-গুণসৌরভম্" গ্রন্থের শ্লোকে 'ব্রহ্ম মায়ার বা অজ্ঞানের আশ্রয়ে সংসার-দশাগ্রস্ত জীব হয়েছেন'—মায়াবাদিগণের এরূপ উক্তি ব্রহ্মেরই নিন্দাজনক বলে নির্ণিত হয়েছে,—

"ব্রহ্মৈব হীন-যোনীস্তাঃ প্রাপ্য স্বেনৈব পাপ্মনা।
সংসরেচ্চেদিয়ং সর্ব্বা পালীকস্য গলে বদ।।"
"অজ্ঞোসীতি তু যা নিন্দা সা মায়াশ্রয়তোক্তিতঃ।
ভগবত্যুচ্যতে কর্ম্ম বদ্ধত্বোক্ত্যা চ পাপিতা।।"

(যুক্তিমল্লিকা, ১ম গুণসৌরভম্ ১১, ১৬)

অর্থাৎ—"ব্রহ্মই যদি স্বকীয় পাপকর্ম্মফলে হীনযোনি প্রাপ্ত হয়ে জীবরূপে সংসারদশা প্রাপ্ত হন, তাহলে জীবের ঐ সংসার-দশারূপ গলবন্ধন বস্তুতঃ ব্রহ্মেরই নহে কি?

"মায়াবাদিগণের মতে ব্রহ্মকে মায়ার আশ্রয় বলা হয়ে থাকে, তাদের মতে মায়া-শব্দের অর্থ অজ্ঞান ; অতএব ইহলোকে যেরূপ অজ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অজ্ঞ বলে নিন্দা করা হয়, সেরূপ ব্রহ্মকে মায়া বা অজ্ঞানের আশ্রয় বললে তাঁকে অজ্ঞ বলে নিন্দা করা হয় না কি? পরন্তু ব্রহ্মই অনাদি কর্ম্মবন্ধনবশতঃ সংসারদশাগ্রস্ত হন, ইহা বললে তাঁকে পাপীও বলা হয়ে থাকে।" এমতাবস্থায় মায়াবাদিগণের মতবাদ যে দোষদুষ্ট, তাতে সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রমতে মায়িক তমোগুণ হতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয় ; যথা—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাণী (১৪।১৭)—"প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ।" অতএব

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ ১৪০৬ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০০

নির্গুণ ব্রহ্ম অজ্ঞানবশতঃ জীব হলে তাঁকে মায়িক তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত হতে হবে, কারণ তমোগুণ হতেই অজ্ঞান উৎপন্ন হয়। মায়িক তমোগুণের জীব ব্যতীত মায়িক সত্ত্ব-রজোগুণেরও জীব আছে। সেক্ষেত্রে যে-সমস্ত জীব তমোগুণের অন্তর্গত না হয়ে কেবলমাত্র সত্ত্ব-রজোগুণযুক্ত, তাদের ব্রহ্ম বলা কি সমীচীন হতে পারে? 'ব্রহ্মই অজ্ঞানবশতঃ সমস্ত জীব হয়েছেন'—এবম্বিধ উক্তির নিরর্থকতা উক্ত গীতা-বাক্যেই প্রমাণিত হয়।

ভগবানের বিভিন্নাংশ তত্ত্ব জীব স্বরূপতঃ সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ—এই ত্রিগুণের অতীত হয়েও মায়ার দ্বারা তার স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হওয়ায় আপনাকে ত্রিগুণাত্মক জড় দেহ, মন, বুদ্ধি-জ্ঞান করে থাকে ; যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৭।৫),—

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎ কৃতঞ্চাভিপদ্যতে।।

উক্ত শাস্ত্রবাক্যে প্রতীয়মান হয় যে, জীবই মায়ার দ্বারা সম্যক্‌রূপে মোহিত হয়ে অর্থাৎ নিত্যকৃষ্ণদাসত্ব রূপ নিজ স্বরূপের আবরণে মায়ার দাসত্বের দ্বারা নিয়ত ভ্রাম্যমান্ হচ্ছে ; কিন্তু 'ব্রহ্ম মায়ার দ্বারা সম্মোহিত হয়ে অজ্ঞানক্রমে জীবরূপে বিচরণ করছেন'—এবম্বিধ উক্তির যৌক্তিকতা উক্ত ভাগবত-বাক্যে ধ্বনিত হয় নাই। জীব কৃষ্ণের বিভিন্নাংশরূপ ও তাঁর শক্তিমধ্যে পরিগণিত। জীব দুইপ্রকার—নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ। নিত্যমুক্ত জীবগণ মায়াসম্বন্ধশূন্য নিরুপাধিক এবং চিদ্ধামে 'কৃষ্ণ-পারিষদ' নামে কৃষ্ণসেবাসুখে নিত্য মগ্ন ; আর নিত্যবদ্ধ জীবনিচয় নিত্য কৃষ্ণবহির্ম্মুখ থেকে মায়াধীন হয়ে সংসারে স্বর্গ-নরকাদি সুখ-দুঃখ ভোগ করে থাকে। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বাণী,—

"সেই বিভিন্নাংশ জীব—দুই ত' প্রকার।
এক—'নিত্যমুক্ত', এক নিত্য সংসার।।
'নিত্যমুক্ত'—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
'কৃষ্ণ-পারিষদ' নাম, ভুঞ্জে সেবা-সুখ।।
'নিত্যবদ্ধ'—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্ম্মুখ।
'নিত্য সংসার', ভুঞ্জে নরকাদি-দুঃখ।।
সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি' মারে।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১০-১৩)

জীব চিদ্ধর্ম্মে গঠিত ও শুদ্ধ অণু চিদ্বস্তু হলেও তটস্থ ধর্ম্মবশতঃ মায়ায় আবদ্ধ হওয়ার যোগ্য। ব্রহ্ম বা ভগবান্ মায়াদ্বারা আবদ্ধ হন না ও হতে পারেন না। মায়া জীবসমূহকে মোহন করে বলে কপটী স্ত্রীর ন্যায় ভগবানের সাক্ষাৎ দৃষ্টিগোচরে আসতে লজ্জা বোধ করে এবং মায়াদ্বারাই জীবের দেহে আমি আমার বুদ্ধি হয়। সেই মায়ার দ্বারা ভগবান্ বিমোহিত হয়ে জীবরূপে প্রকটিত হতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে জানা যায়,—

"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ।।" (ভাঃ ২।৫।১৩)

অর্থাৎ—"কপটী স্ত্রী যেমন পাছে স্বামী তার কপটতা ধরে ফেলেন এই ভয়ে সম্মুখীন হতে লজ্জাবোধ করে, তদ্রূপ কৃষ্ণদাসী জড়মায়াও জীব-মোহনকার্য্য ভগবানের রুচিকর নহে জেনে উক্ত অপকার্য্যকারিণী স্ত্রীর ন্যায় ভগবানের সাক্ষাৎ দৃষ্টিগোচরে আসতে লজ্জা বোধ করে। জীবসকল ঐ ভগবানের পৃষ্ঠদেশস্থিতা মায়ার দ্বারা মোহিত হলে বিপর্য্যয় বুদ্ধিগ্রস্ত হয় এবং দেহে ও মনে আত্মবোধ করে 'আমি' 'আমার' এই আত্মাশ্লাঘা করে থাকে।" (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ (নদীয়া) ; তাং—২৫/২/৯৯]

সর্ব্বাগ্রে পরমারাধ্যতম জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-চরণে অনন্তকোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন করি। তদনন্তর পূজনীয় ত্রিদণ্ডিপাদগণ, বৈষ্ণববৃন্দ, সুধী সজ্জনমণ্ডলী, মাতৃমণ্ডলী-চরণেও আমার অসংখ্য দণ্ডবৎ-প্রণতি।

শাস্ত্র আলোচনা করতে গেলে অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে আলোচনার নিয়ম আছে। ব্যতিরেক আলোচনার প্রথমে প্রয়োজন হয়। ব্যতিরেক আলোচনার অর্থ হল—দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন এবং অন্বয়মুখী আলোচনার মানে সৎসঙ্গ গ্রহণ।

ব্যাধি যদি পুরাতন হয় এবং ব্যাধি যদি খুব বাড়াবাড়ি হয়, তখন সাধারণভাবে ঔষধে সেরকম নিরাময় হতে চায় না। সেখানে যেমন রোগ তেমন দাওয়াইয়ের চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয়। আমরা গ্রাম্যকথায় একটা প্রবাদবাক্য শুনতে পাই,—'যেমন বুনো ওল তেমন বাঘা তেতুল।' শাস্ত্র আলোচনা করতে গেলেও আমরা দেখি যখন খুব মিষ্টি কথায় সেটা নিচ্ছে না, কখন বাধ্য হয়ে কিছু কঠোর বাক্য প্রয়োগ করতে হয়। তাহলে সেটা লোকের নজরে ধরে। শাস্ত্রে এ বিচারগুলো এরকমই আছে। যে কথা আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয় পূজ্যপাদ শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজ প্রথমেই আরম্ভ করেছিলেন, সেখানেও দেখতে পাওয়া যায় এই একই নিয়ম।

তিনি প্রথমে বললেন,—বাচ্চা ছেলে, দুষ্টু ছেলে তেতো ওষুধ গিলতে চায় না। তখন তাকে তেতো ওষুধ গেলাবার জন্য Syrup base দিতে হয়। মিষ্টি হলেই সে তেতো ওষুধ গিলে খাবে। ঠিক সেই কথাটাই তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকটী,—

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা।।

শিশুকে তেতো ওষুধ খাওয়াতে গেলে খণ্ড লড্ডুকাদির প্রলোভন দেখিয়ে গলাধঃকরণ করাতে হয়।

শাস্ত্রের কথা খুব সুন্দর কথা। ভাগবত বলছেন,—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।।

শাস্ত্রকথা, ভক্তিকথা—আত্মকল্যাণসূচক কথা, সবই হৃৎকর্ণরসায়ন। কিন্তু ছেলেটার যদি অসুখ থাকে, বিশেষ করে যদি পেটের গণ্ডগোল থাকে, সেখানে ত' ভাল ভাল খাবার দিলেও সে হজম করতে পারবে না। তাকে যদি খেচরান্ন দেওয়া হয়, পুষ্পান্ন-পরমান্ন দেওয়া হয়, তাহলে সে খেয়ে হজম করতে পারবে না। তজ্জন্য রোগ যদি খুব বাড়াবাড়ি হয়, সাধারণ ঔষধ প্রায়োগ করলেও সেটা নিরাময়ের সম্ভাবনা থাকে না, তখন সেখানে Operation এর ব্যবস্থা নিতে হয়। ডাক্তার যদি শল্য চিকিৎসার জন্য এসে হাজির হন, রোগী তখন ডাক্তারকে দেখে চিৎকার করতে আরম্ভ করে এবং অনেক রকম গালাগালি দিতে থাকে।

গুরু-বৈষ্ণবগণ এতই দয়ালু যে তাঁরা ঐরূপ Operation করে তারপর রোগ নিরাময় করেন। অনাদি অনন্তকাল ধরে আমরা এই কর্ম্মমার্গে বিচরণ করে এই পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু, জন্ম-মৃত্যু, কর্ম্ম-কর্ম্মফল ভোগ করে যাচ্ছি কর্ম্মের নাগরদোলায়। সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্যের দ্বারা এর প্রীতিবিধান হতে পারে। তাই যে কোন উপায়ে আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, দায়িত্ব যেটা, সেটাকে আমাদের প্রথমেই চিন্তা করতে হবে। এজগতে আমরা এসেছি তার প্রধান মূলীভূত কারণ—ভগবদ্ভজন, হরিভজন করব বলে। শাস্ত্রে এই কথা বলছেন,—

কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
মিছে মায়াবদ্ধ হ'য়ে বৃক্ষসম হৈনু।।

—এটা শাস্ত্রের উপদেশ, শাস্ত্রের যুক্তি। তদনুসারে আমাদের এ সংসারে দেহধর্ম্মে, মনোধর্ম্মে আবদ্ধ না হয়ে আত্মকল্যাণচিন্তায় সময় অতিবাহিত করতে হবে। এখানে আমাদের অনেক রকম ধরণের বাধাবিপত্তি এসে হাজির হয়েছে। সেইকথাই ভাগবতে বলেছেন,—

গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম।
বক্ষঃস্থলাদ্বনে বাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ।।
মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।।

বিরাট পুরুষের দেহ থেকে এই চার বর্ণ ও চার আশ্রমের সৃষ্টি হল। তাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য নির্ণীত হয়েছে সেখানে।

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।।

এই চারি বর্ণী এবং চার আশ্রমী যদি হরিভজন না করে, আত্মকল্যাণচিন্তা না করে, তাহলে এদের জীবনধারণ করা বৃথা। সেই কথাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ব্যাখ্যা করে বলেছেন,—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে।

সুতরাং আমাদের বৃথা অহঙ্কার করবার কিছু উপায় নেই। আমরা যে বর্ণী হই, যে আশ্রমী হই না কেন আমাদের মূল কর্ত্তব্য হল—শ্রীহরিভজন, ভগবদ্ভজন, শ্রীহরির আরাধনা, আত্মকল্যাণচিন্তা।

সকল জন্মে পিতা মাতা সবে পায়।
কৃষ্ণ গুরু নাহি মিলে, ভজহ হিয়ায়।।

এটাও ব্যাখ্যার মধ্যে এসেছে। এর তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি—হরিভজনই আমাদের মূল কৃত্য, কর্ত্তব্য। সাধু, শাস্ত্র, গুরু, বৈষ্ণব এই একই কথা বলেছেন। আমরা মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনতে অভ্যস্ত। কিন্তু যদি কেউ কঠোর ভাষায় এই জিনিষটা না বলে, তাহলে আমাদের মনে ধরে না।

এ জগতে মানুষ মানুষকে মনে রাখে দুইভাবে—একটা স্নেহ-প্রীতিভাবে, আর একটা বিরুদ্ধভাবে। কিন্তু রোগ যখন অতি পুরাতন তখন তার চিকিৎসার ঢঙ্‌টাও সেই হিসাবে নিতে হয়। তাই শাস্ত্রে অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে তত্ত্বসিদ্ধান্ত আলোচনা উপদিষ্ট হয়েছে। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের চতুঃশ্লোকের মধ্যে দেখতে পাই এই বিচার। অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে তত্ত্বসিদ্ধান্ত আলোচনা করতে হবে।

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।।

অন্বয়-ব্যতিরেক মানে Positive, negative। অন্বয়-ব্যতিরেক মানে অভিধাবৃত্তি ও লক্ষণাবৃত্তি। দুটো বিচার পাশাপাশি রাখতে হবে, তবে আলোচনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবে, যথার্থ হবে।

আজ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি পরিচালিত শ্রীধামনবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের সপ্তাহব্যাপী মহোৎসবের প্রথম দিবস। আপনারা আজ কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিযাজনস্থলী শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে প্রথমে সুরভিকুঞ্জে গেছেন। পরে আপনারা দর্শন করেছেন স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ এবং জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি-মন্দির। তারপরে শ্রীহরিহরক্ষেত্র, সুবর্ণবিহার গেছেন। তারপর আপনারা শ্রীনৃসিংহপল্লীতে শ্রীনৃসিংহদেবের স্থানে গেছেন।

শ্রীনৃসিংহদেব সম্বন্ধে বহু কথাই আছে শাস্ত্রে—ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থে প্রহ্লাদের উপাখ্যান, নৃসিংহেদেবের উপাখ্যান আছে। যে কোন জিনিষ আলোচনা করতে গেলে তার বিভিন্ন দিক্ নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের যত প্রকার অবতারের কথা বর্ণিত হয়েছে, দেখতে পাই কোন জায়গায় ২৪ অবতারের কথা, কোন জায়গায় আরও কিছু বেশী। এ সব অবতারের মধ্যে কিছু বেছে

বেছে নিয়ে কবি শ্রীজয়দেব গোস্বামী 'দশাবতার-স্তোত্র' রচনা করলেন। তাঁর রচনায় একটা সুন্দর বিচার এবং ভঙ্গী আছে। সেই জিনিষটা প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করবার ইচ্ছা।

তিনি প্রথমেই মৎস্যাবতার ভগবানের স্তুতি গান করেছেন। তারপর কূর্ম্মাবতার, তারপর বরাহাবতার, তারপর নৃসিংহাবতার, তারপর বামনাবতার ইত্যাদি করে দশাবতার-স্তোত্র তিনি লিখেছেন। বিশেষ বক্তব্য বিষয় হচ্ছে—এই ভগবান্ প্রথমে জলজ প্রাণীরূপে আবির্ভূত হলেন। তারপরে দেখা যাচ্ছে সেই ভগবান্ তিনি জলচর ও স্থলচর (উভচর) প্রাণীর মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন কূর্ম্মমূর্ত্তিতে। তারপর সেই ভগবান্ স্থলচর প্রাণীরূপে বরাহমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হলেন। চতুর্থাবতারে তিনি নৃসিংহ—নরহরি—নরসিংহ মূর্ত্তিতে এসেছেন। এখানে কি মূর্ত্তি দেখাচ্ছেন তিনি?—অর্দ্ধেক মনুষ্য এবং অর্দ্ধেক সিংহমূর্ত্তি—Half man and half beast. তারপরে যে অবতার আসছেন তাঁর নাম দেওয়া হল বামনদেব। তাঁর মনুষ্য শরীর বটে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নয়। তারপরে এসেছেন পরশুরাম। তাঁর মনুষ্য শরীর, নীতি-আদর্শ মানেন, কিন্তু ভয়ঙ্কর ক্রোধী। চতুর্ব্বিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেছেন এই পৃথিবীকে। তারপরে এসেছেন মর্য্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র। যিনি নীতি-আদর্শ প্রচার করবার জন্য বিশেষভাবে এলেন। তারপর এসেছেন বলদেব অবতার। তারপর বুদ্ধাবতার। তিনি বললেন,—যে বেদের মধ্যে হিংসা আছে, সে বেদকে আমি মানি না। তারপর এলেন কল্কি অবতার। সুতরাং এ সবগুলোর মধ্যে কিছু তত্ত্বদর্শন শিক্ষা আছে। সেই অনুসারে কবি জয়দেব দশাবতার-স্তোত্র রচনা করেছেন।

"কেশবধৃত মীন-শরীর জয় জগদীশ হরে।" "কেশবধৃত কূর্ম্ম-শরীর জয় জগদীশ হরে।" "কেশবধৃত নৃসিংহ-রূপ জয় জগদীশ হরে।" এখানে তিনি মূল যে মালিক—সর্ব্বাবতারী যে কৃষ্ণ, তাঁকে গ্রহণ করতে কিন্তু ভোলেন নি। দশাবতার-স্তোত্রের শেষে আবার একটা শ্লোক রচনা করে দশজনকেই প্রণাম করেছেন। তার সঙ্গে তাঁদের সকলের উপরওয়ালা যিনি তাঁকেও প্রণাম করেছেন তিনি।—

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে।
দৈত্যান্ দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে।
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।।

সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। ঠিক এইভাবে আমাদের লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁর শ্রীগোবিন্দ-স্তবে জানিয়েছেন,—

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

সেই কথা আরও স্পষ্ট করে শ্রীমদ্ভাগবত জানিয়েছেন,—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" সুতরাং সেখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মূলতত্ত্ব, অবতারী তত্ত্ব।

ভগবান্ নৃসিংহদেবের ভিতরে যে রসের বিচার করেছেন সেখানে বাৎসল্যভাব আছে—এটা শ্রীমন্মহাপ্রভু জানিয়েছেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তিনি পূর্ণ পঞ্চরস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এবং সপ্ত গৌণরস—হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, অদ্ভুত, ভয়ানক ও বীভৎস—এই দ্বাদশ রসের অধিদেবতা। আবার যে-সব অবতার আছেন, তার মধ্যে কিছু কিছু মিশ্র রসের অধিদেবতা। তন্মধ্যে বিশেষভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিচারে আমরা দেখতে পাই, নৃসিংহদেবের স্থান, বামনদেবের স্থান সবথেকে উচ্চে। কিন্তু এর ভিতরে বাদ দিতে হবে বলদেব প্রভুকে। বলদেব নৃসিংহদেব নন। বিভিন্ন অবতারের বিশেষ মহিমা দেখান হয়েছে। শাস্ত্র আলোচনা করলে এ সব তত্ত্বদর্শনগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি।

নৃসিংহদেবকে আমরা সাধারণভাবে মনে করছি, তিনি খুব উগ্র। কিন্তু উগ্র হলেও নৃসিংহদেবের যে মন্ত্র জপ করা হচ্ছে তার মধ্যে উগ্র, অনুগ্র—দুই কথা লেখা আছে। আপনারা যাঁরা এটা আলোচনা করেন তাঁরা দেখবেন মন্ত্রের মধ্যে কি আছে।

উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যু-মৃত্যুং নমাম্যহম্।।

'ভীষণং ভদ্রং'—তিনি ভীষণ, আবার ভদ্রও—সেকথা বলা হয়েছে। কিভাবে এটা ব্যাখ্যা করা যায়? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার ব্যাখ্যা করেছেন,—

"উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ।।"

"স্বভক্তানাম্"—সেই নৃসিংহদেবের স্বভক্তের প্রতি সন্তানবাৎসল্য অধিক। উদাহরণ দিচ্ছেন 'কেশরীব স্বপোতানামন্যেষা-মুগ্রবিক্রমঃ'—কেশরী অর্থাৎ সিংহীর যেমন সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতা, এই নৃসিংহ ভগবানেরও তাঁর ভক্তের প্রতি অধিক মমতা, অধিক প্রীতি, অধিক বাৎসল্য। তিনি অত্যন্ত উগ্র, আবার ভীষণ দয়ালু, কৃপালু হয়ে গেলেন। যে-সময় তাঁর উগ্রমূর্ত্তি ছিল সে-সময়ে তাঁর সামনে কেউ যেতে পারছিল না। কোন দেবদেবীও যেতে পারছিলেন না। এমনকি 'শ্রী' অর্থাৎ লক্ষ্মীবৌও যেতে পারছেন না। তখন সবাই মিলে স্থির করেছেন—যাঁর জন্য ভগবানের এই অবতার, তাঁকে পাঠানো হোক। তখন বাছা প্রহ্লাদ, 'তুমি তোমার প্রভুকে সন্তুষ্ট কর।' নির্ব্বিকার তিনি, বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর কাছে গিয়ে যখন সাষ্টাঙ্গ প্রণত হয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন করছেন, চুম্বন করছেন। কি ব্যাপার! সেখানে কাঁদতে লাগলেন নৃসিংহদেব স্নেহ-বাৎসল্যে। ভক্তবৎসল যে নৃসিংহদেব তিনি সাধন-ভজনপথে যত বাধাবিপত্তি সমস্ত দূরীভূত করেন।

নৃসিংহদেব প্রহ্লাদ মহারাজকে বর দিতে চাইছেন, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ বর নিচ্ছেন না কেন? তিনি বলছেন,—আমি কি বণিক হয়ে এসেছি, যে তোমার কাছ থেকে বর নেব?

আশাসানো ন বৈ ভৃত্যঃ স্বামিন্যাশিষ আত্মনঃ।
ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ।।

প্রভুর সেবার বিনিময়ে যে সেবক কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাকে সেবক বলে মানি না। আবার সেবকের সেবার বিনিময়ে যে প্রভু কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাকে প্রভু বলে মানি না। (ক্রমশঃ)

শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠের
নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে
শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজানুকম্পিত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও সভাপতিত্বে এবং সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ, কঙ্খল, হরিদ্বারে (উঃ প্রঃ) নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে গত ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৬ (ইং ২৫।১১।১৯৯৯), বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইলেন।

এতদুপলক্ষে ৭ই অগ্রহায়ণ, বুধবার (ইং ২৪।১১।৯৯) অধিবাস-দিবসের শুভসূচনায় কার্ষ্ণগণ পরমোল্লাসে প্রাতঃকাল হইতেই বিভিন্ন রঙ্গিন কাগজ, বস্ত্রাদিনির্ম্মিত পতাকা, আম্রপল্লব, পূর্ণকুম্ভসহ কদলীবৃক্ষ, পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা শ্রীমন্দিরসহ উৎসব-প্রাঙ্গন ও প্রবেশদ্বার সুসজ্জিত করিতে থাকেন। অপরদিকে বৈষ্ণব-পুরোহিতগণ পরমোৎসাহে শ্রীবিগ্রহের সেবাপীঠ সংস্থাপন করেন।

বৈকাল ৩-৩০ ঘটিকায় এক বিশাল বর্ণাঢ্য নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা হরিদ্বারের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করেন। ঝাঁঝর-কাঁসর, খোল-করতাল, শঙ্খধ্বনি ও ব্যাণ্ডসহযোগে মহামন্ত্রের উচ্চনিনাদে সমগ্র শহর ও শহরবাসিগণ উচ্ছ্বসিত হইতে থাকেন।

পরদিবস অর্থাৎ ৮ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার প্রভাতে মঙ্গলারতির সহিত মাঙ্গল্য-ক্রিয়ার শুভ সূচনা হয়। প্রাতঃ ৭ঘটিকায় সঙ্কীর্ত্তনযোগে মহিলাগণ গঙ্গা হইতে ১০৮ কলস পবিত্রোদক লইয়া আসেন। তৎপরে পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পৌরহিত্যে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক ক্রমানুযায়ী শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা কার্য্য আরম্ভ হয়। পুরুষসূক্তাদি বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ ও নামাবতারের সঙ্কীর্ত্তনার্চ্চন-সহযোগে পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, গঙ্গা-যমুনা এবং বিভিন্ন তীর্থের জলদ্বারা অর্চ্চাবতারের অভিষেকক্রিয়া সমাপনান্তে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণব-হোমাদি ক্রিয়া সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়। তদনন্তর শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, পূজা, পুষ্পাঞ্জলি,

ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি ক্রমান্বয়ে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইলে সমাগত প্রায় দ্বিসহস্রাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দান করা হয়।



সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীল নারায়ণ মহারাজের সভাপতিত্বে আয়োজিত ধর্ম্মসভায় "মঠ-মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা ও শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব" সম্পর্কে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজের বক্তৃতার পর শ্রীল সভাপতি মহারাজ মায়াবাদ-নিরাসপর শাস্ত্রীয় তত্ত্বসিদ্ধান্ত ও সুযুক্তিপূর্ণ দার্শনিক বক্তৃতা প্রদান করেন।

পরিশেষে এই শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীসমিতির তথা শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের সেবাপ্রচেষ্টা, আনুকূল্যকারী সুধী ভক্তবৃন্দ ও স্থানীয় প্রশাসন বিভাগের সহযোগিতা বিশেষ প্রশংসার্হ। তাঁহাদের এইরূপ সহযোগিতার জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ ১৪০৬ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
☎ ৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, পিন্-৭৪১৩০২
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।।"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে নবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ ; ৯ই ফাল্গুন, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ (ইং ২২/২/২০০০) মঙ্গলবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ-আবির্ভাব মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথি** হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী** ৫ই গোবিন্দ, ১১ই ফাল্গুন (ইং ২৪।২।২০০০) বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরুপঞ্চক, তত্ত্বপঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। ইতি ৩০শে পৌষ, ১৪০৬

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—৯ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীগুরুমহিমাসূচক বন্দনাদি, মহাজনগীতি-কীর্ত্তন ; পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলিপ্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ ; অপরাহ্ণে বিশেষ সভা, কীর্ত্তন এবং শ্রীগুরুমহিমাসূচক ভক্ত্যঞ্জলিরূপ প্রবন্ধাদি পাঠ ও শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বক্তৃতা।

১০ই ফাল্গুন, বুধবার—পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাসতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বৈষ্ণবীয় দয়া ও অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা।

১১ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলিপ্রদান ; অপরাহ্ণে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্পর্কে ভাষণ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

卐 স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। 卐

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৫১শ বর্ষ | ২৩ মাধব, বাসুদেব, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ
২৯ মাঘ, রবিবার, ১৪০৬, ইং ১৩/২/২০০০ | ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীধ্রুব-কৃতঃ শ্রীশ্রীভগবৎ-স্তবঃ

[শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে নবমেঽধ্যায়ে—৬-১৭]

(দয়াময় হরি কৃপাপরবশে বেদাত্মক শঙ্খের দ্বারা ধ্রুবের গণ্ডদেশ স্পর্শ করিবামাত্র ভগবদ্বিষয়িণী বাক্‌শক্তি সমুৎপন্না হওয়ায় তিনি প্রেমাপ্লুতচিত্তে, বিপুলকীর্ত্তি শ্রীভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন,—)

শ্রীধ্রুব উবাচ,—

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিল-শক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্ত-চরণ-শ্রবণ-ত্বগাদীন্
প্রাণান্ নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্।। ১।।

শ্রীধ্রুব কহিলেন,—যে পুরুষ চক্ষুরাদি-নিখিল জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি ধারণ করেন, অর্থাৎ যিনি আমার অন্তঃকরণমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমার প্রসুপ্ত বাক্‌শক্তি এবং হস্ত, পদ, কর্ণ, ত্বক্ প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রামকে সঞ্জীবিত করিতেছেন, আপনি সেই ভগবান্ অন্তর্যামী পুরুষ, আপনাকে নমস্কার।। ১।।

একস্ত্বমেব ভগবন্নিদমাত্মশক্ত্যা
মায়াখ্যয়োরুগুণয়া মহদাদ্যশেষম্।
সৃষ্ট্বানুবিশ্য পুরুষস্তদসদ্‌গুণেষু
নানেব দারুষু বিভাবসুবদ্বিভাসি।। ২।।

হে ভগবন্! একমাত্র আপনিই আপনার বিচিত্রগুণশালিনী মায়ার দ্বারা এই মহদাদি বিশ্বসৃষ্টি করিয়া উহার অভ্যন্তরে অন্তর্যামিরূপে প্রবেশ করিয়াছেন এবং যেরূপ একই অগ্নি বহুবিধ কাষ্ঠ আশ্রয় করিয়া নানারূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ আপনিও উন্মুখ ও বিমুখ জীবের ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়া বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হন।। ২।।

ত্বদ্দত্তয়া বয়ুনয়েদমচষ্ট বিশ্বং
সুপ্ত-প্রবুদ্ধ ইব নাথ ভবৎপ্রপন্নঃ।
তস্যাপবর্গ্যশরণং তব পাদমূলং
বিস্মর্য্যতে কৃতবিদা কথমার্ত্তবন্ধো।। ৩।।

হে আর্ত্তবন্ধো! ব্রহ্মা আপানার শরণাগত হইলে আপনি তাঁহাকে যে জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা যেন তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় এই বিশ্ব দর্শন করিয়াছিলেন। হে নাথ! আপনার পাদপদ্ম মুক্তকুলেরও আশ্রয়, সুতরাং যাঁহারা আপনার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে উপকৃত, সেইসকল মুক্তপুরুষ কি-প্রকারেই বা আপনার পাদপদ্ম বিস্মৃত হইবেন? ৩।।

নূনং বিমুষ্টমতয়স্তব মায়য়া তে
যে ত্বাং ভবাপ্যয়-বিমোক্ষণমন্যোহেতোঃ।
অর্চ্চন্তি কল্পতরুং কুণপোপভোগ্য-
মিচ্ছন্তি যৎ স্পর্শজং নরকেঽপি নৃণাম্।। ৪।।

আপনি জীবকুলকে জন্ম-মরণমালা হইতে মুক্ত করিয়া আপনার নিত্যসেবা প্রদান করিয়া থাকেন। আপনি বাঞ্ছাকল্পতরু, যাঁহারা এতাদৃশ আপনাকে আপনার নিত্যসেবা লাভ ব্যতীত অন্য কিছু কামনার উদ্দেশ্যে আরাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই মায়া-বঞ্চিতচিত্ত ; কারণ তাঁহারা শবতুল্য শরীরভোগ্য বিষয়ের উপভোগার্থ লালায়িত। ঐরূপ বিষয়ভোগজনিত সুখ প্রাণিগণের নরকেও লাভ হইয়া থাকে।। ৪।।

যা নির্ব্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথা-শ্রবণেন বা স্যাৎ।

সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ
কিম্বন্তকাসি লুলিতাং পততাং বিমানাৎ।। ৫।।

হে নাথ! ভবদীয় চরণকমল ধ্যান এবং আপনার নিজজনের সহিত আপনার চরিত্র-কথা শ্রবণ করিয়া যে আনন্দ লাভ হয়, ব্রহ্মানন্দেও সেই সুখ অনুভূত হয় না। অতএব দেবতা-পদ ত' অতি তুচ্ছ! কারণ, কালরূপ খড়্গদ্বারা স্বর্গারোহণ-যান খণ্ডিত হইলে দেবতাগণও মর্ত্ত্যলোকে পতিত হইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের কথা আর কি বলিব? ।। ৫।।

ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্ত-মহতামমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্‌গুণ-কথামৃত-পানমত্তঃ।। ৬।।

হে অনন্ত! যে-সকল শুদ্ধাত্মপুরুষ নিরন্তর আপনাতেই ভক্তি করিয়া থাকেন, সেই সকল সাধু-মহাত্মার সহিত আমার প্রকৃষ্ট সঙ্গলাভ হউক। এবম্ভূত মহৎসঙ্গ-বলে আমি ভবদীয় গুণকথামৃত-পানোন্মত্ত হইয়া অতিশয় দুঃখপরিপূর্ণ এই ভীষণ ভব-সমুদ্র অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারিব।। ৬।।

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যং
যে চান্বদঃ-সুতঃ-সুহৃদ্-গৃহ-বিত্ত-দারাঃ।
যে ত্বজ্জনাভ ভবদীয়-পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্য-লুব্ধ হৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ।। ৭।।

হে ঈশ! হে পদ্মনাভ! যাঁহারা ভবদীয় পদারবিন্দ-সৌগন্ধে লুব্ধ-হৃদয় মহাত্মগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ লাভ করেন, তাঁহারা নিরতিশয় প্রিয় এই দেহকে এবং তৎসম্বন্ধি পুত্র, সুহৃৎ, গৃহ, বিত্ত এবং কলত্র—ইহাদের কিছুই চিন্তা করেন না।। ৭।।

তির্য্যঙ্‌নগ-দ্বিজ-সরীসৃপ-দেব-দৈত্য-
মর্ত্ত্যাদিভিঃ পরিচিতং সদসদ্বিশেষম্।
রূপং স্থবিষ্ঠমজ তে মহদাদ্যনেকং
নাতঃ পরং পরম বেদ্মি ন যত্র বাদঃ।। ৮।।

হে অজ! হে পরমেশ! আপনার এই বিরাট্ রূপ—পশু, পক্ষী, নগ, সরীসৃপ, দেবতা, দৈত্য ও মনুষ্যাদিদ্বারা পরিব্যাপ্ত। ইহাতে স্থূল-সূক্ষ্মাদি, সৎ এবং অসৎ পদার্থ পরস্পর পৃথক্‌রূপে প্রকাশমান। ইহার মহদাদি অনেক কারণও বর্ত্তমান। আমি আপনার এবম্ভূত রূপই অবগত আছি। কিন্তু এতদ্ভিন্ন আপনার যে ঈশ্বর-স্বরূপ ও শব্দাদিব্যাপারশূন্য ব্রহ্ম-স্বরূপ আছে, তাহা আমি অবগত নই।। ৮।।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ ১৪০৬ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০০

কল্পান্ত এতদখিলং জঠরেণ গৃহ্ণন্
শেতে পুমান্ স্বদৃগনন্তসখস্তদঙ্কে।
যন্নাভি-সিন্ধুরুহ-কাঞ্চনলোকপদ্ম-গর্ভে
দ্যুমান্ ভগবতে প্রণতোঽস্মি তস্মৈ।। ৯।।

প্রলয়কালে যে পুরুষ স্বীয় উদরমধ্যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সন্নিবিষ্ট করিয়া যোগনিদ্রা অবলম্বনপূর্ব্বক শেষশায়ী হইয়াছিলেন এবং তৎকালে যাঁহার নাভি সমুদ্রোৎপন্ন কাঞ্চনময় লোকপদ্মের কর্ণিকামধ্যে অতি-তেজস্বী ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করি।। ৯।।

ত্বং নিত্যমুক্ত পরিশুদ্ধ-বিবুদ্ধ আত্মা
কূটস্থ আদিপুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ।
যদ্বুদ্ধ্যবস্থিতিমখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা দ্রষ্টা
স্থিতাবধিমখো ব্যতিরিক্ত আস্সে।। ১০।।

হে দেব! আপনি নিত্যমুক্ত, জীব আপনার প্রসাদেই জড়বন্ধনমুক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে। আপনি পরিশুদ্ধ, জীব মলিন ; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, পরন্তু জীব অল্পজ্ঞ ; আপনি মায়াধীশ, জীব মায়াবশযোগ্য ; আপনি নির্ব্বিকার, জীব মায়াসংস্পর্শে বিস্মৃতস্বরূপ ; আপনি (জন্মরহিত) আদিপুরুষ, জীব আদিমান (জন্মযুক্ত) ; আপনি পূর্ণৈশ্বর্য্যশালী, জীব স্বরূপাবস্থিতিতেও স্বল্পৈশ্বর্য্যযুক্ত ; আপনি ত্রিগুণের অধীশ্বর স্বতন্ত্র পুরুষ, জীব গুণদ্বারা অভিভাব্য। আপনি স্বীয় অখণ্ডিত চিন্ময় দৃষ্টিদ্বারা বুদ্ধির সমস্ত অবস্থাকেই দর্শন করিয়া থাকেন। আপনি বিশ্বের পালনের নিমিত্ত যজ্ঞাধিষ্ঠাতা শ্রীবিষ্ণুরূপে বর্ত্তমান আছেন,—সুতরাং আপনি জীব হইতে সম্পূর্ণই বিলক্ষণ।। ১০।।

যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি
বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্ব্যা।
তদ্ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্য-
মানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে।। ১১।।

পরস্পর-বিরুদ্ধ স্বভাবশালিনী বিদ্যা এবং অবিদ্যাদি বিবিধ শক্তিসমূহ যাঁহা হইতে নিরন্তর উদ্ভূত হইতেছে, সেই বিশ্বের কারণভূত অখণ্ড, অনন্ত, অনাদি, আনন্দমাত্র, অবিকার পরব্রহ্ম শ্রীভগবচ্চরণে শরণ গ্রহণ করিলাম।। ১১।।

সত্যাশিষো হি ভগবংস্তব পাদপদ্ম-
মাসীস্তথানুভজতঃ পুরুষার্থমূর্ত্তেঃ।
অপ্যেবমর্য্য ভগবান্ পরিপাতি দীনান্
বাশ্রেব বৎসকমনুগ্রহকাতরোঽস্মান্।। ১২।।

হে ভগবন্! যাঁহারা আপনাকে একমাত্র পুরুষার্থ-জ্ঞানে পরমানন্দ-স্বরূপ আপনার ভজনা করেন, তাঁহাদের নিকট আপনার পাদপদ্মই রাজ্যাদি অপেক্ষা পরমার্থ-ফলস্বরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু হে স্বামিন্! ধেনু যেরূপ স্নেহবিহ্বলা হইয়া নবপ্রসূত বৎসকে দুগ্ধ পান করায় এবং (বৃকাদির ভয় হইতে) রক্ষণাবেক্ষণ করে, তদ্রূপ ঐশ্বর্য্যশালী আপনিও অনুগ্রহপরবশ হইয়া মাদৃশ সকাম ব্যক্তিদিগকে (সংসার-ভয় হইতে) রক্ষা করিয়া থাকেন।। ১২।।

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪০৮ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা

১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার গুরুত্ব কতদূর? তদুপদিষ্ট তত্ত্বসকল কি উপায়ে শিক্ষণীয়?

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাগুলি—গূঢ় ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, একটু বিশেষ করিয়া মনোযোগ করিয়া না পড়িলে বোধগম্য হয় না। আজকাল অনেকেই আহারাদির পর শয়ন করিয়া উপন্যাস-গ্রন্থ পাঠ করেন। এইসকল প্রবন্ধ সেইরূপ পাঠ করিলে হইবে না। এই সকল শিক্ষাই বেদ-বেদান্ত-শাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব ;—শ্রদ্ধাসহকারে বিশেষ মনঃসংযোগপূর্ব্বক, অন্যান্য সাধুগণের সহিত সমালোচনাপূর্ব্বক ধীরে ধীরে পাঠ করিলেই এইসকল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১ম পঃ

২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-সার কি কি আকারে ব্যক্ত হইয়াছে?

"শ্রীগৌরচন্দ্রের সাক্ষাৎ উপদেশ এই যে, বেদশাস্ত্র প্রমাণস্বরূপ হইয়া জীবগণকে নয়টী প্রমেয় শিক্ষা দিয়াছেন। সেই প্রমেয়গুলি এইরূপ,—(১) এই বিশ্বে শ্রীহরি একমাত্র পরমতত্ত্ব, (২) তিনি সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট, (৩) তিনি রসসমুদ্র, (৪) তাঁহার বিভিন্নাংশ জীবগণ, (৫) কতকগুলি জীব প্রকৃতি-কবলিত, (৬) কতকগুলি জীব ভাব-বলে প্রকৃতি হইতে মুক্ত, (৭) এই চিদচিদ্ বিশ্ব সমস্তই শ্রীহরির ভেদাভেদ-প্রকাশ, (৮) শুদ্ধভক্তিই সাধন ও (৯) শ্রীহরিপ্রেমই সাধ্যবস্তু।"

—গৌঃ স্মঃ স্তোঃ ৭৫

৩। ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাভাসকে শ্রীমন্মহাপ্রভু গর্হণ করিয়াছেন কেন?

"অচিন্ত্যভেদাভেদই ভক্তিসিদ্ধান্ত ইহার বিরুদ্ধ যাহা, তাহাই—(১) ভক্তি-সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ এবং (২) রসাভাস অর্থাৎ রসের ন্যায় প্রতীত হইতেছে, কিন্তু রস নয়। এই দুইপ্রকার বস্তু হইতে বৈষ্ণবদিগের দূরে থাকা কর্ত্তব্য ; কেননা, মায়াবাদাদি ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বাক্য শুনিতে শুনিতে জীবের পতন হয় ; রসাভাস আলোচনা করিতে করিতে

সহজিয়া, বাউল ও জড়রসাসক্ত হইয়া পড়ে। এই দোষে যাঁহারা দূষিত তাঁহাদের সঙ্গ নিষেধ করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাভাসকে দূরে রাখিবার প্রথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ১০।১১৩

৪। মহাপ্রভু কি কোনরূপ দুর্নীতিকে অনুমোদন করেন?

"Mahaprabhu tells us that a man should earn money in a right way and sincere dealings with others and their masters ; but should not immorally gain it. When Gopinath Patnaik, one of the brothers of Ramananda Rai was being punished by the Raja of Orissa for immoral gains, Shri Chaitanya warned all who attended upon him to be moral in their worldly dealings."

—*Chaitanya Mahaprabhu's Life and Precepts*

৫। মহাপ্রভু স্বীয় আচরণদ্বারা গৃহস্থের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কি শিক্ষা দিয়াছেন?

"In His own early life He has taught the *grihasthas* to give all sorts of help to the needy and the helpless, and has shown that it is necessary, for one who has power to do it, to help the education of the people specially the Brahmins who are expected to study the higher subjects of human knowledge."

— —*Chaitanya Mahaprabhu's Life and Precepts*

৬। শ্রীচৈতন্যদেবের আচার-প্রচার ও শিক্ষায় কোন ত্রুটি আছে কি?

"Shri Chaitanya as a teacher has taught man both by precepts and by His holy life. There is scarcely a spot in His life which may be made the subject of criticism. His *Sannyas,* his severity to junior-Haridas and such like other acts have been questioned as wrong by certain persons, but as far as we understand, we think, as all other independent man would think, that those men have been led by a hasty conclusion or partyspirit."

—*Chaitanya Mahaprabhu's Life and Precepts*

৭। শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন্‌টিকে বেদান্ত-ভাষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং কি তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন?

"মহাপ্রভু বলেন,—একমাত্র প্রণবই মহাবাক্য ; তাহাতে যে অর্থ, তাহা উপনিষদ্-গুলিতে জাজ্বল্যমান আছে। উপনিষৎ যাহা শিক্ষা দেন, তাহা ব্যাসসূত্রে সম্পূর্ণ অনুমোদিত। ব্যাসসূত্রের ভাষ্যই শ্রীমদ্ভাগবত। ব্যাসসূত্রের প্রথমেই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে পরিণামবাদই সত্য বলিয়া শিক্ষা দেওয়া গিয়াছে ; "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—এই বেদমন্ত্রে তাহাই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং ভাগবতেও সেই অর্থই প্রতিপন্ন হইয়াছে। 'পরিণামবাদে ব্রহ্ম বিকারী হইয়া পড়েন'—এই আশঙ্কা করিয়া শঙ্করস্বামী বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মবিবর্ত্তই সকল দোষের মূল এবং পরিণামবাদই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত বিশুদ্ধ সত্যতত্ত্ব।"

—চৈঃ শিঃ ১।৫

৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার মূল জ্ঞাতব্য তত্ত্ব কি?

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামূল এই যে, কৃষ্ণপ্রেমই জীবের নিত্যধর্ম্মধন। সেই ধর্ম্মধন হইতে জীব কখনই নিত্য বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। কিন্তু কৃষ্ণবিস্মৃতিক্রমে মায়ামোহিত হইয়া অন্য বিষয়ে অনুরাগ হওয়ায় ক্রমশঃ সেই ধর্ম্ম গুপ্তপ্রায় হইয়া জীবাত্মার অন্তঃকোষে লুক্কায়িত হইয়াছে ; তাহাতেই জীবের সংসার-দুঃখ। পুনরায় সৌভাগ্য-ঘটনাক্রমে জীব যদি 'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস'—এই কথাটি স্মরণ করেন, তবে উক্ত ধর্ম্ম পুনরুদিত হইয়া জীবের স্বাস্থ্য বিধান অবশ্যই করিবে।"

—চৈঃ শিঃ ১।২

৯। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরম শিক্ষা কি?

"শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন যে, যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রজরস বর্ণন করেন বা শ্রবণ করেন, তাঁহারাই অচিরে পরভক্তিরূপ প্রেম লাভ ও জড়োদিত হৃদ্‌রোগ হইতে মুক্তি লাভ করেন—ইহাই মহাপ্রভুর চরম শিক্ষা।"

—চৈঃ শিঃ ১।৩

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্কোঽথপতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমষ্য কিং কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ।।"

অনেকে বলেন,—'হরিভজন কর্‌তে কর্‌তে পতিত হ'লে একূল ওকূল দুকূলই গেল। হরিভজনে অনুরাগ বৃদ্ধি না হ'লে স্বধর্ম্মে থাক্‌লে ভাল ছিল।'—একথাগুলো বিবেচক যাঁ'রা, তাঁ'রা কখনও বলবেন না। ভজন না ক'রে ধর্ম্মে থাক্‌লে সংসারভয়, পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণের যাতনা থেকে নিস্তার হ'ল কোথায়? শ্রীনারদ বল্‌ছেন,—ভগবৎসেবনে প্রবৃত্ত হ'লে নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ কর্‌বার জন্য কোন অনর্থ তাকে কখনও গ্রাস

কর্‌তে পারে না। যদি সে একটু পথভ্রষ্ট হয় বা ম'রে যায়, তা'হলেও তার অনিষ্টাশঙ্কা নাই। কারণ ভক্তিরসিকের কর্ম্মে অধিকার থাকে না। যদিই বা কর্ম্মদোষে নীচযোনি প্রভৃতিতে থাকা ঘটে, তথাপি ভক্তিবাসনা থাকার জন্য তার কর্ম্মিগণের মত কোনপ্রকার অমঙ্গল হ'তে পারে না। যা'রা ভজন কর্‌ল না, কেবল ধর্ম্ম আচরণ নিয়ে থাক্‌ল, তারাই বা কি পেল? শ্রীকরভাজন মহাশয়ও বলেছেন,—

"স্বপাদমূলং ভজতাং প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।।"

যাঁ'রা ভজন পরিপাক লাভ ক'রেছেন, তাঁ'দের ত' পতন হয়ই না। তা'তে অমঙ্গলের আশঙ্কা হ'বে কোথা থেকে? যাঁ'রা অন্য ভাব অর্থাৎ দেহাদিতে মমতা বা অন্য দেবতা প্রভৃতিতে নিষ্ঠা ত্যাগ ক'রে একমাত্র পরমেশ্বর হরির পাদপদ্ম আশ্রয় ক'রেছেন, তাঁ'দের বিকর্ম্মে প্রবৃত্তিই হয় না। যদি অসাবধানতায় কদাপি বিকর্ম্ম এসে প'ড়ে তা'ও শ্রীহরি ঝেড়ে ফেলে দেন। যম ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলদাতা হ'লেও তিনি প্রভুর কাজে বাধা দিতে পারেন না। কারণ ভক্ত পুত্র প্রভৃতির মত তাঁর প্রিয়। তাঁর হৃদয়ে তিনি সর্ব্বদা বাস কর্‌ছেন। অতএব প্রমাদবশতঃ অকর্ত্তব্য আচরণেও ভক্তের কখনও অন্য প্রায়শ্চিত্তের অপেক্ষা নাই।

"এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ।।"
"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু।।"

বিষয়ী ও বিষয়ের সঙ্গ কর্‌তে নিষেধ। যদি হরিভজনই বিচার্য্য হয় তবে অকিঞ্চন হওয়াই প্রয়োজনীয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অভিমান ত্যাগ ক'রে নিষ্কিঞ্চন না হ'তে পার্‌লে হরিভজন হ'ল কি ক'রে?

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
যোষিৎসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর।।"

গৃহব্রত হ'লে অমঙ্গল। গৃহস্থ হ'য়ে কৃষ্ণের সংসার কর্‌লে মঙ্গল।

"জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ।।
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্।।
প্রোক্তেন্ ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে।।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।।"

সৎকর্ম্মও ত্যাগ ক'রে ভগবানের কথায় নিবিষ্ট হওয়া দরকার।

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।।"

কর্ম্ম করার আগ্রহ, ভোগ বা ত্যাগ-প্রবৃত্তি যতকাল থাকে ততকাল কর্ম্ম করা দরকার। ব্রহ্মজ্ঞানাদি লাভ কর্‌তে হ'লে ষট্‌ক সাধনদ্বারা শম-দম-তিতিক্ষা প্রভৃতি অভ্যাস ক'রে যোগাদিবলে ইন্দ্রিয় জয় কর্‌তে হ'বে। ভগবানে ভক্তিযোগ উপস্থিত হ'লে এ সমস্ত ত্যাগ কর্‌বার যোগ্যতা আপনিই হ'য়ে উঠে।

"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যায় জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ।।"

মধুপুষ্পিত বেদবাক্যে মোহিত হ'য়ে মায়াদেবীর মোহিনীশক্তিতে তাঁদের বুদ্ধি জড়ভাব ধারণ করায় তাঁ'রা ভগবৎসেবার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পারেন না, সেজন্য যজ্ঞ প্রভৃতি বৈদিককর্ম্মের বিধান ক'রে গে'ছেন। ভক্তিতে প্রবেশ কর্‌লে এগুলি নিরর্থক জ্ঞান হ'য়ে উঠবে।

গীতা ব'লেছেন,—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।।"

প্রকৃতির গুণেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হয়, কেবল 'আমি কর্ত্তা' ব'লে অভিমান কর্‌তে গিয়ে নিজের অমঙ্গলটা টেনে আনা হয়। সংসারের ব্যাপারে নির্ব্বেদ এলে (ভগবানের) কথা শুন্‌তে শ্রদ্ধা আসে। তখন বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ় হ'লে সমস্ত কাজ ছেড়ে দিতে যোগ্যতা হয়। আমাদের জড়কথায় সর্ব্বদা দৃঢ়শ্রদ্ধা আছে। সর্ব্বদা ভোগের প্রতি অভিনিবিষ্ট থাকায় তাতে ইঁদুরের মত জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছি। ফলাকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম আবাহন ক'রে বিপদে প'ড়ে যাচ্ছি। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—এই ত্রিতাপে সর্ব্বদা দগ্ধ হচ্ছি। স্বজনাখ্য দস্যুদের প্রতি মমতা ক'রে সমূহ অসুবিধায় পড়ে যাচ্ছি। জগতের শুভ বা অশুভ কর্ম্মে লিপ্ত হওয়াটাই অজ্ঞান। সচ্চিদানন্দ বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা জন্মালেই মঙ্গল আগমন কর্‌বে। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে যে-সকল বস্তুর সহিত বর্ত্তমানে সংশ্লিষ্ট হ'চ্ছি, তা'তেই শ্রদ্ধা হ'য়ে যাচ্ছে। এই আধ্যক্ষিকজ্ঞানের দ্বারা জড়জগতের সঙ্গে আসক্ত হ'য়ে গেলে আমাদের সমস্ত অসুবিধা হ'য়ে যায়। নিত্যানিত্য বিবেকের অভাব হ'লে আমরা দুর্ব্বুদ্ধি হ'য়ে যাই। অনেক শাস্ত্রে অভক্তির কথাও আছে, তাতে নিবিষ্ট হ'লেও সুবিধা হ'তে পার্‌বে না।

---

২ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ ১৪০৬ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০০

"কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চাদমঙ্গলম।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ।।"

কর্ম্ম কর্‌লে তার ফল নষ্ট হ'য়ে যায়। ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই নশ্বর হওয়ায় আমাদের অমঙ্গলই জন্মে।

সাধারণ জ্ঞানীর সহিত হরিসেবকগণের পার্থক্য আছে। জ্ঞানীরা নিজের বিচার-দৌর্ব্বল্যে স্ফীতিবশতঃ ভগবদ্ভক্তকে ক্ষুদ্র দর্শন করে। ভজনের কথায় ভজনীয় বস্তুর প্রতি দৃঢ়শ্রদ্ধা না জন্মিলে আমরা অসুবিধায় পড়ি। নারদ-জননী ভগবদ্ভক্তগণের উচ্ছিষ্ট-মার্জ্জনকালে তাঁহাদের মুখবিগলিত হরিকথামৃত পান কর্‌বার সৌভাগ্য পে'য়েছিলেন। নারদও শৈশবে পরিচর্য্যার সুযোগে অজ্ঞান সত্ত্বেও শ্রীহরিতে শ্রদ্ধান্বিত হ'তে পে'রেছিলেন। তাতেই তিনি সুবিধা কর্‌তে পার্‌লেন। ভগবদ্দর্শন হ'ল। তাঁ'কে দেখা দিয়ে বহুগুণে অনুসন্ধানের আশা বাড়িয়ে দিলেন। ভগবদ্বস্তু অজিত হ'লেও তাঁ'তে ভক্তি অবলম্বন কর্‌লে—যদি আমরা সাধুমুখে তাঁর মাহাত্ম্য শ্রবণ ক'রে কীর্ত্তন কর্‌তে পারি এবং কায়মনোবাক্যে সেবা গ্রহণ করি তবে তিনি সদয় হ'বেন।

কর্ম্মিগণের প্রার্থনীয় পদার্থ—ভোগ ; মুমুক্ষুর কাম্য—বন্ধন হ'তে মোচন। ভক্তের নিকট সেগুলি কৃতাঞ্জলিপুটে সেবা কর্‌বার জন্য অবস্থান করে।

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্য-কিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ।।"

হে ভগবন্! তোমাতে যদি আমাদের দৃঢ় ভক্তির উদয় হয়, তবে তোমার কিশোরমূর্ত্তি স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে উদয় লাভ কর্‌বেন। তখন জ্ঞানীদের প্রার্থনীয় মুক্তি দাসীর মত হাতজোড় ক'রে আমাদের সেবা কর্‌তে থাকবে। আর ত্রিবর্গ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম তোমার চরণ সেবার জন্য কেবল আমাদের আদেশ প্রতীক্ষা কর্‌তে থাক্‌বে। সেবাদ্বারা তদীয় প্রীতিসংগ্রহের চেষ্টা থাক্‌লে হরিসেবা লাভ হয়। ভজনদ্বারাই মায়িক জগতের ভোগ ও ত্যাগের পিপাসা আমাদিগকে ত্যাগ কর্‌বে এবং ক্রমে প্রেমলাভের যোগ্যতা দান কর্‌বে। বিরজা ও ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত কোন ভজনীয় পদার্থ নাই। তদুপরি কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষ। ভজনপ্রভাবে ততদূর উপস্থিত হওয়া যায়।

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।।
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তবৈরাগ্যমুচ্যতে।।
ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়ম্।।

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতং চাভিপদ্যতে।।
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্।।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা।।
সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে।।"

আমাদের এই শ্লোকগুলির বিষয় প্রতিমুহূর্ত্তে আলোচ্য হউক। আমাদের এই দেহে ত' ভজন করা চলবে না। তাঁ'তে শ্রদ্ধা অচলা হ'লে যে দেহ পা'ব, তা' দ্বারা তিনি কৃপা ক'রে আমাদের সেবা গ্রহণ কর্‌বেন। আমরা সর্ব্বদা ভেবে থাকি—"আমি যদিও ভক্তিপথে প্রবেশের চেষ্টা ক'রেছিলাম কিন্তু 'তৃণাদপি' শ্লোকে আমার বুদ্ধি ভ্রান্ত হ'য়ে গেল।" সম্পূর্ণ শরণাগতি যতদিন না হয় ততদিন বুদ্ধি ভ্রান্ত হ'বার কথা ; কিন্তু শরণাগত ঐকান্তিকগণ দেখ্‌তে পান যে, সেবাটাই সহজ নির্ম্মল আত্মার একমাত্র ধর্ম্ম।

ইন্দ্রিয়জ বস্তুকে ঈশ্বরজ্ঞান কর্‌লে পৌত্তলিকতা হ'য়ে যায়। পঞ্চোপাসক বা নিরাকারবাদীকে বেদে, ভাগবতে অত্যন্ত গর্হণ ক'রেছেন। অধোক্ষজে ভক্তি হ'লেই সুবিধা। কৃষ্ণ বিশ্বের অন্তর্গত পদার্থবিশেষ নহেন। বিষ্ণুর নিন্দক শ্রীবিগ্রহকে কাঠ-পাথর প্রভৃতি মনে করে। Henotheist পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায়ের কথা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়। ভগবান্ দয়া কর্‌লে স্বয়ং জীবের দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হ'বেন, কিন্তু আমরা এই চর্ম্মময় নেত্রে দে'খ্‌তে গেলে মায়াবাদী হ'য়ে যাব—নরক লাভ কর্‌ব। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে পরমহংস-আশ্রমে অবস্থান কর্‌তে পার্‌লে সম্পূর্ণ সুবিধা হ'য়ে যাবে।

—দৈনিক নদীয়া প্রকাশ ১০ম বর্ষ, ২২৩ সংখ্যা

জীবের কৃত্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৬৮ পৃষ্ঠার পর]

"কৃষ্ণ সূর্য্যসম—মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ—তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার।।" (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৩১)

অতএব, যেখানে কৃষ্ণ সেখানে মায়া নাই বা মায়ার স্থান নাই ; আর যেখানে মায়া, সেখানে কৃষ্ণ থাকেন না। অজ্ঞান-অন্ধকাররূপ মায়ার গুণের দ্বারা অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ সম্যক্‌রূপে লক্ষিত হন না। যদি প্রশ্ন হয়, ব্রহ্ম অথবা জীবের মধ্যে মায়া কাকে বিমোহিত করে অজ্ঞানে লিপ্ত করে? তদুত্তর এই যে, মায়াদেবী ভগবদ্দাসীসূত্রে ভগবৎসেবায় পরাঙ্মুখ ও উদাসীন জনগণকে বিপথগামী করিয়ে ভগবদিতর বিষয়ে অনুরাগ প্রদান করে ও নানাভাবে দুঃখ দিয়া পরিশেষে তাদিগকে গৌণভাবে কৃষ্ণোৎকণ্ঠার উপযোগিতা

প্রদান করে। কিন্তু মায়াদেবী তাঁর প্রভুকে অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ভগবানকে প্রতারিত বা মোহিত করেন না বা করতে সমর্থ হন না। প্রসঙ্গতঃ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতের ২।৫।১৯ শ্লোকের টীকা লক্ষণীয়,—"অতএব গুণাঃ পুরুষং জীবং ভগবত-তটস্থ-শক্তিবৃত্তিরূপং বধ্নন্তি। মায়িনং মায়াসঙ্গসহিতম্। পূর্ব্বোক্তযুক্ত্যা ভগবতঃ পৃষ্ঠদেশ-স্থানাং জীবানাং পৃষ্ঠদেশস্থয়া মায়য়া স্বতএব সঙ্গসম্ভবাদিতি ভাবঃ।"

অর্থাৎ—"অতএব মায়ার সত্ত্ব-রজঃ ও তমোগুণসকল ভগবানের তটস্থা শক্তির বৃত্তিরূপ পুরুষকে অর্থাৎ জীবকে বন্ধন করে। 'মায়িনং'—মায়ার সঙ্গ-যুক্ত জীব। (এখানে মায়া-শব্দে মায়াকৃত মোহ বলা হয়েছে এবং অনাদিকাল হতেই পরমেশ্বরের বিমুখ বলে জীবের মায়া-পারবশ্যই—ক্রমসন্দর্ভ)। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে শ্রীভগবানের পৃষ্ঠদেশস্থিত জীবসমূহের পৃষ্ঠদেশস্থিতা মায়ার সহিত স্বাভাবিক কারণেই (একত্র স্থিতিহেতু) সঙ্গ হওয়া সম্ভব, এই ভাব।"

উপরিউক্ত কারণে মায়াতীত ও অধোক্ষজ ব্রহ্মের মায়াধীনতা সম্ভবপর নয়। ব্রহ্ম কখনই মায়িক বিকারযুক্ত হয়ে অজ্ঞানবশতঃ দেহে আত্মাভিমান করত বিষয়বাসনাযুক্ত কর্ম্মফলবাধ্য জীব হন না। ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জানলে কোন জানাই অবশিষ্ট থাকে না অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়। শ্রুতি-প্রমাণ, যথা—"(যদ্) বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি" (মুণ্ডক ১।৩) অর্থাৎ—যাঁকে বিশেষভাবে জানলে সমস্তই জানা হয়ে যায়—তিনিই ব্রহ্ম। এমন সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের কি অজ্ঞতা থাকা সম্ভব?

জীব ভগবানের বিভিন্নাংশ হওয়ায় ভগবানের অন্য এক শক্তি তথা মায়াশক্তি সেই জীবকে পরাভূত করে বশে আনতে পারে। অব্যক্তরূপা প্রকৃতি বা মায়াশক্তি বদ্ধজীবের পক্ষে দুরত্যয়া বলে জীবাত্মা অপেক্ষা শক্তিশালিনী। জীব-মায়া জীবের মধ্যে বাসনা সৃষ্টি করে জীবের স্বরূপ-জ্ঞানকে আবৃত করে। এইভাবে মায়ার দ্বারা জীবের জ্ঞান আচ্ছাদিত হয়। কিন্তু ব্রহ্ম বা ভগবান্ পূর্ণজ্ঞান বস্তু তিনি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দঘন বস্তু এবং নিত্যকাল অবস্থিত। তাঁর দাসী মায়া কোনভাবেই তাঁর বিরুদ্ধে কার্য্য করতে পারে না এবং তাঁর জ্ঞান আবরণ করা ত' দূরের কথা, তাঁর সন্নিকটস্থ হতে পারে না, কারণ তাঁর সম্মুখে আসতেই লজ্জাবোধ করে। জীবগণের জ্ঞান স্ব-স্ব-কর্ম্মানুসারে ঐ মায়াশক্তি-প্রভাবেই বিলুপ্ত হয়। শ্রীভাগবতে (১১।২২।২৮) পাওয়া যায়,—"তত্তো জ্ঞানং হি জীবানাং প্রমোষস্তেঽত্র শক্তিতঃ।" অর্থাৎ—"আপনার প্রসাদেই জীবগণের জ্ঞানলাভ হয় এবং আপনার মায়াশক্তি-প্রভাবেই সেই জ্ঞান ভ্রংশ হয়ে থাকে।

"আমি ভগবান্ কৃষ্ণের নিত্য সেবক"—এই কথা ভুলেই জীবের মায়াবন্ধন হয়েছে। 'কৃষ্ণই আমার একমাত্র প্রভু এবং আমি কৃষ্ণের নিত্যসেবক'—এই সম্বন্ধজ্ঞান মায়াবদ্ধ জীবের হৃদয়ে উদিত না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ কৃষ্ণসেবোন্মুখ না হওয়া পর্য্যন্ত বিষয়ভোগ-বাসনারূপা মায়াকর্ত্তৃক জীব ফলভোগকামী হয়ে কৃষ্ণেতর অনিত্য বস্তুকে বহুমানন করে অজ্ঞান-তমের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়।

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭)

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা হতে জীবের মায়াবন্ধন হয় অর্থাৎ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়ে পতন হয়। মায়িক কাল গণনার পূর্ব্বেই জীবের বহির্ম্মুখতা হওয়ায় জীবকে অনাদি বলা হয়েছে। 'জীব-গতি' প্রসঙ্গে গৌরপার্ষদ শ্রীজগদানন্দ প্রভু তাঁর 'শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত'-গ্রন্থে লিখেছেন,—

"চিৎকণ—জীব, কৃষ্ণ—চিন্ময় ভাস্কর।
নিত্য কৃষ্ণ দেখি—কৃষ্ণে করেন আদর।।
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে।।
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে-ভাব উদয়।।
'আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস'—এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে।।
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র।।
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু।।
এইরূপ সংসার ভ্রমিতে কোন জন।
সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হন।।
নিজতত্ত্ব জানি আর সংসার না চায়।
কেন বা ভজিনু মায়া, করে হায় হায়।।
কেঁদে বলে,—'ওহে কৃষ্ণ, আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি' হৈল সর্ব্বনাশ।।'
কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে ডাকে একবার।
কৃপা করি' কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার।
মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ-পানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম পায়।।
কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল।।"

শাস্ত্র ও মহাজন-বাণীতে জানা যায় যে, জীব কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাক্রমে মায়াচ্ছন্ন অবস্থায় মায়ার নফর বা ভৃত্য হয়ে পড়ে। কিন্তু যে ব্রহ্ম বা ভগবান্ মায়াকে নিবারণ করতে পারেন, যিনি মায়ার প্রভু—মায়ার অধীশ্বর,—তিনি কি মায়ার নফর হয়ে তাঁরই বিভিন্নাংশ—তাঁর শক্তির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতম অংশ জীবরূপে পরিণত হতে পারেন? জীব তাঁর প্রভু ব্রহ্মকে ভুলেই মায়ার বশীভূত ভৃত্য হয়, কিন্তু সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বর ব্রহ্ম

কাকে ভুলে মায়ার ভৃত্য জীব হবে? শ্রীগীতায় যে ভগবান্ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ প্রদান করেছেন অর্থাৎ যা হতে আর কোন গুহ্য কোথাও নাই, কোথাও হতে নাই, কোনভাবেই নাই—যাহা অখণ্ড, পরিপূর্ণ জ্ঞান,—সেই পূর্ণজ্ঞানবান্ ভগবানের জ্ঞান কি কখনও হ্রাস পেতে পারে অথবা লুপ্ত হতে পারে? সুতরাং ব্রহ্ম বা ভগবান্ কোন অবস্থাতেই জ্ঞান-শূন্য বা অজ্ঞান হন না এবং তাঁর অজ্ঞানতা নিবন্ধন জীবত্ব প্রাপ্তিও সম্ভব নয় ; পরন্তু জীবই মায়ার কুহকে পড়ে অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত হয়।

'ব্রহ্ম'-শব্দের অভিধেয় অর্থ—ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যযুক্ত ভগবান্। ছয়টী ঐশ্বর্য্য-তত্ত্বেই ভগবত্তার প্রকাশ। 'ভগবান্'-শব্দের সংজ্ঞায় বিষ্ণুপুরাণ (৬।৫।৭৪) বলেছেন,—

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা।।"

"সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী (সৌন্দর্য্য), সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টী অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট তত্ত্বস্বরূপ ভগবান্।" উক্ত অচিন্ত্যগুণগুলি পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে বিন্যস্ত। উক্ত অচিন্ত্যগুণসমূহ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণে অসমোর্দ্ধরূপে নিত্যকাল প্রকাশিত। ভগবানের অন্য এক নাম 'অচ্যুত'। তাই তিনি তাঁর কোন গুণ থেকে কখনও চ্যুত হন না। তাঁর রূপ কখনও বিকৃত হয় না, তাঁর ঐশ্বর্য্য কখনও বিনষ্ট হয় না, তাঁর বীর্য্য কখনও ক্ষয় হয় না, তাঁর যশ কখনও লুপ্ত হয় না, তাঁর জ্ঞান কখনও কিছুমাত্র হ্রাস হয় না ও লোপ পায় না, তাঁর বৈরাগ্য কখনও নষ্ট হয় না। যে অচ্যুত অবিনাশী ভগবান্ সমগ্র জ্ঞানের আধার, সেই ভগবানের কি অজ্ঞানবশে জীবত্ব-প্রাপ্তি সম্ভব? শ্রীগীতায় ১৮।৭২ শ্লোকে শ্রীভগবান্ স্বীয় সখা অর্জ্জুনের নিকট জানতে চাইলেন,—তোমার অজ্ঞান-জনিত মোহ বিদূরিত হয়েছে কি?—"কচ্চিদজ্ঞান সম্মোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয়।" তদুত্তরে অর্জ্জুন বললেন,—

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।। (গীতা ১৮।৭৩)

অর্থাৎ—"হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমার মোহ বা অজ্ঞান দূর হয়েছে, আমি স্বরূপস্মৃতি লাভ করেছি। আমার সংশয় দূর হয়েছে ও যথাজ্ঞানে অবস্থিত হয়েছি ; এক্ষণে তোমার আদেশ পালন করব।"

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার উক্ত বাণীতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ভগবানের অহৈতুকী কৃপাতেই জীবের অজ্ঞান বা মোহ বিদূরিত হয়। তখন জীব অজ্ঞানপুষ্ট নানা মতবাদ বা বিচার উপেক্ষা করত স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণদাস্যময় স্বরূপজ্ঞান লাভ করে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হয়। যে ভগবানের বা ব্রহ্মের কৃপায় জীবের অজ্ঞান বিদূরিত হয়, সেই ভগবানের বা ব্রহ্মের অজ্ঞানজনিত মোহপ্রাপ্তি কি সম্ভব? যদি ভগবানের বা ব্রহ্মের অজ্ঞান না হয়, তবে 'ব্রহ্ম অজ্ঞানতাবশতঃ জীব'—এরূপ প্রচলিত মায়াবাদী-মত যে ভ্রমাত্মক, তাতে সন্দেহ নাই।

ব্রহ্ম ভ্রমবশতঃ জীব হলে ব্রহ্মের স্মৃতি নাশ স্বীকার করতে হয়। শ্রীগীতায় (২।৬৩) উক্ত হয়েছে,—"..... সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।।" সম্মোহন (কার্য্যাকার্য্য-বিবেকাভাব) হতে স্মৃতি নাশ হয়, স্মৃতিভ্রংশ হতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হতে সর্ব্বনাশ হয় বা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ভ্রম কখন হয়? যখন স্মরণশক্তি আর স্মরণ করতে পারে না, তখন ভ্রম হয়। শ্রীভগবান্ বলেছেন,—

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।।" (গীতা ৪।৫)

অর্থাৎ—"হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার অনেক জন্ম বিগত হয়েছে, আমি সে-সকল অবগত আছি, কিন্তু তুমি তাহা জান না।" ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বজ্ঞ বলে অর্জ্জুনের অতীত ইতিহাস তথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মাদির বিবরণ সবই ভগবানের জ্ঞাত; কিন্তু অর্জ্জুনের স্মৃতিশক্তি ভগবৎকর্ত্তৃক আবৃত থাকে, তাই অর্জ্জুন তাঁর পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত জানে না—ইহাই উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য। অতীতকালের সমস্ত বিষয় ভগবৎ-স্মৃতিতে বিরাজমান।

শ্রীভগবান্ স্বীয় সখা অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করলেন এবং তজ্জন্য অর্জ্জুনকে জানালেন যে, অর্জ্জুন যুদ্ধ না করলেও বিপক্ষীয় সৈন্যগণ ও শত্রুগণ ভগবান্কর্ত্তৃক পূর্ব্ব হতেই নিহত হয়ে আছে, অর্জ্জুন তাদের না মারলেও তারা কেউই বাঁচবে না। কাজেই অর্জ্জুনের ঐ লোকনাশের নিমিত্তমাত্র যুদ্ধ করাই যুক্তিযুক্ত ও ইহাই তাঁর নির্দ্দেশ। অর্জ্জুনের প্রতি ভগবদাজ্ঞা,—

"দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্।।" (গীতা ১১।৩৪)

"আমাকর্ত্তৃক পূর্ব্বেই বিনাশপ্রাপ্ত দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ তথা অন্যান্য যোদ্ধবীরগণকেও তুমি (পুনরায়) বধ কর, ব্যথিত হয়ো না। যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করতে পারবে, অতএব যুদ্ধ কর।"

অর্জ্জুনের যুদ্ধে জয়-পরাজয় সম্পর্কে ভগবান্ সমস্তই জানেন। তাঁর স্মৃতি কি কোনকালে লোপ হয়? ভগবান্ই হর্ত্তা, কর্ত্তা ও পালয়িতা। অর্জ্জুনের শত্রুগণ যুদ্ধের পূর্ব্বেই কালরূপী ভগবৎকর্ত্তৃক নিহতপ্রায় হয়ে আছে। অর্জ্জুন কেবল উপলক্ষণ মাত্র। যুদ্ধে শত্রুদিগকে বধ করবার জন্য অর্জ্জুনের বাণ-নিক্ষেপ কখনও ব্যর্থ হবে না এবং যুদ্ধে অর্জ্জুন নিশ্চিতই জয়লাভ করবে—এই ভরসায় অর্জ্জুন ভগবদ্বাক্যে বিশ্বাস করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। যুদ্ধের পূর্ব্বেই যিনি যুদ্ধের ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্পর্কে বিশেষভাবে জানেন এবং যুদ্ধের ভাবী ফলাফল যিনি বিশ্বরূপ প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্জ্জুনকে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন, তাঁর কি স্মৃতি-ভ্রম হতে পারে? (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের ৭৯তম শুভাবির্ভাব-তিথি-বাসরে

কৃপা-প্রার্থনা

গুরুদেব! তুঁহু বড় দয়ার সাগর।
অধম পতিত জনে, অহৈতুকী কৃপাদানে,
বিকশিত করহ অন্তর।। ১।।

নিজ অনুগত-জনে, রাখ প্রভু শ্রীচরণে,
তুমি তার সর্ব্ব আর্ত্তিধর।
অজ্ঞান তিমির নাশি', শুদ্ধ জ্ঞান পরকাশি',
হৃদে স্থাপ' যুগলকিশোর।। ২।।

তোমার করুণারাশি, ত্রিভুবনে পরকাশি',
সর্ব্বশাস্ত্র গায় গুণগান।
সর্ব্বাশ্রয় ভক্তিদাতা, ত্রিভুবনে লোকত্রাতা,
তুমি ত' আশ্রয় ভগবান্।। ৩।।

ওহে প্রভু দয়াময়! এ দাসে যা' যোগ্য হয়,
কৃপা করি' করহ শোধন।
নাহি জানি ভাল-মন্দ, ঘুচাও অন্তরদ্বন্দ্ব,
শ্রীচরণে লইনু শরণ।। ৪।।

সর্ব্বতঃ যোগ্যতাহীন, নিম্নগামী অর্ব্বাচীন,
তুমি ছাড়া কেহ নাহি মোর।
অবোধ সন্তান গণি', সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমি',
মোরে প্রভু কর অনুচর।। ৫।।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবাকাঙ্ক্ষী—

—শ্রীনিত্যপদ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৮ পৃষ্ঠার পর]

"যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্"—প্রভুর সেবার বিনিময়ে যে-সেবক কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাকে সেবক বলে মানি না। নৃসিংহদেব তাঁকে কিছুতেই রাজী করাতে পারছেন না। তখন নৃসিংহদেব বললেন,—দেখ! আমি বরদ ভগবান্। আমি যাকে দর্শন দেই, সে ধন্য হয়, তার জীবন কৃতকৃতার্থ হয়। কিন্তু আমার ত' একটা কর্ত্তব্য আছে। আমি ভক্তকে কিছু বর দিতে চাই—এটা আমার স্নেহ-মমতার পরিচয়। তুমি বর নেবে না? যদি তুমি বর না নাও, তাহলে আমার এই 'বরদ ভগবান্' নামটা মুছে যাবে। তখন প্রহ্লাদ মহারাজ কেঁদে ফেলেছেন, আমার জন্য তোমার 'বরদ' নামটা চলে কেন যাবে? দাও, তুমি বর দাও। নৃসিংহদেব বললেন,—তুমি বর চাও। তখন প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন,—এমন বর দাও যেন এই বর চাওয়ার প্রবৃত্তি আমার না আসে।

এ কি ব্যাপার! তিনি বর চাইলেন আমার বর চাইবার প্রবৃত্তি যেন না হয়। অর্থাৎ দুনিয়াদারীর কিছু চাইছেন না তিনি। অপার্থিব শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রার্থনা করছেন নৃসিংহদেবের কাছে। সেখানে নৃসিংহদেব বলছেন,—বৎস! আমার জন্য তোমার এত কষ্ট করতে হয়েছে। অতঃপর তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমি আশীর্ব্বাদ করছি—'অতঃপর তোমার বংশে কারও আর আমার হাতে মৃত্যু হবে না।'

তত্ত্বদর্শনের ভিতরে বহু শিক্ষা আছে। সে-সব শিক্ষাগুলো আমাদের সংগ্রহ করে নিতে হবে। গুরু-বৈষ্ণবের হরিকথার মধ্যে কেউ Positive side নিয়ে কিছু আলোচনা করেন, আবার কেউ Negative নিয়ে কিছু আলোচনা করেন। কিন্তু তত্ত্বদর্শন হচ্ছে—খারাপটাকে না ছাড়লে পরে ভালর অবস্থিতি কোথায়?

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যখন পুরীতে ছিলেন সেই সময় গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন করে এক অনুষ্ঠান করেছিলেন ভক্তগণকে দিয়ে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী গুণ্ডিচা-মার্জ্জনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেখানে হৃদয়-গুণ্ডিচা মার্জ্জনের কথা আলোচিত হয়েছে। হৃদয় যদি পঙ্কিল থাকে, হৃদয় যদি আবর্জ্জনায় ভর্ত্তি থাকে, তাহলে সেই হৃদয়-সিংহাসনে ভগবানের বসবার আসন কোথায়? তজ্জন্য হৃদয়কে আগেই মার্জ্জন করা দরকার, পবিত্র করা দরকার। তবে ত' ভগবানের বসবার স্থান হবে।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য—যিনি বৃহস্পতির অবতার, তিনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন মহাপ্রভুকে। মহাপ্রভু প্রসাদ পাচ্ছেন যখন সেইসময় সার্ব্বভৌম-জামাতা অমোঘ জানালার ফাঁক দিয়ে দেখে বলছে, ওরে বাবা! সন্ন্যাসী এত খায়! কিছুক্ষণ পরে অমোঘ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হল। বিসূচিকা অর্থাৎ কলেরা—যার থেকে বাঁচবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। খবর চলে গেল মহাপ্রভুর কাছে। মহাপ্রভু ফিরে এলেন। অমোঘের শয্যাপাশে বসে তার বুকে-পিঠে হাত বুলাতে লাগলেন, আর বললেন,—

সহজে নির্ম্মল এই 'ব্রাহ্মণ'-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থান হয়।।
'মাৎসর্য্য'-চণ্ডাল কেনে ইহাঁ বসাইলে।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে।।

এতে ভগবান্ আমাদের কি শিক্ষা দিচ্ছেন? সহজ-সরল ভাব শিক্ষা দিচ্ছেন। এই সহজ-সরল ভাব নিয়ে চলতে হবে আমাদের।

সাধুগণের কথা প্রথমে আমাদের খুব কঠোর বলে মনে হয়, গালাগালি বলে মনে হয় ; কিন্তু সে কথার ভিতরে ভীষণ স্নেহ-মমতাযুক্ত আছে। পরক্ষণে বুঝতে পারা যায় যে তত্ত্বদর্শনটা কি এর পিছনে। সেজন্য খুব কষ্ট হলেও, শুনতে ভাল না লাগলেও শুনবার চেষ্টা করতে হবে, যত্নাগ্রহ রাখতে হবে। আমরা শুধু কেবল আত্মপ্রশংসা শুনব, তাতে কখনও কল্যাণ হয় না। বিশেষতঃ গুরু-বৈষ্ণবগণের কাছ থেকে প্রশংসাসূচক বাক্য কখনও শুনতে নেই, এতে স্নেহার্থী ব্যক্তিগণের অকল্যাণ ছাড়া কল্যাণ কখনও হয় না। সেটাই ত' শাস্ত্রের নির্দ্দেশ।

"সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য, এ তিনে করিয়া ঐক্য, আর না করিহ মনে আশা।" তিনজনেই ত' একই কথা বলেছেন। আমাদের মঙ্গলের কথা—আত্মমঙ্গলের কথা বলতে গিয়ে খারাপটাকে ছাড় আর ভালটাকে গ্রহণ কর—একথা ত' বলতেই হবে। আমরা সৎটাকে গ্রহণ করবার জন্য যেন আগ্রহবিশিষ্ট হই। শাস্ত্রবাক্য অর্থাৎ শাসনবাক্য। কার শাসনবাক্য?—যাঁর শাসনবাক্য ত্রিভুবন মান্য করে তাঁর।

বেদ কি বলছেন? বেদ হল পরোক্ষবাদ—Indirect speech। এটা করা ভাল, ওটা করা ভাল নয়। আর গীতা-ভাগবত কি বলছেন? গীতা-ভাগবত হল—Direct speech, সোজাসুজি বলছেন এটা কর, এ কাজটা করলে তোমার কল্যাণ হবে, আর ও কাজটা করলে তোমার অকল্যাণ হবে। ঠিক সেইভাবে ত' বুঝানো আছে। 'ষড়্‌বিধ শরণাগতি'র কথা যেখানে এসেছে সেখানেও এই কথাগুলো আছে। সেখানে বলছেন,—

"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ।।"
দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ।
'অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ',—বিশ্বাস-পালন।।
ভক্তি-অনুকূলমাত্র কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তি-প্রতিকূল-ভাব বর্জ্জনাঙ্গীকার।।
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার।।

সেখানে দুটো কথা পাশাপাশি আছে—অনুকূল সঙ্কল্প আর প্রতিকূল বিবর্জ্জন।

প্রতিকূল বিবর্জ্জন না হলে অনুকূল-শব্দ সম্ভবপর নয়। গীতা-ভাগবতের শ্লোকেও আছে,—"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।" সুতরাং সবসময় যদি আমরা মিষ্টি কথাগুলো শুনব, শাসনবাক্য শুনব না, তা হবে না। শাসনবাক্য শুনতেই হবে, মানতেই হবে। শাস্ত্রের গালাগালি, শাস্ত্রের সমালোচনা শুনতেই হবে। গুরু-বৈষ্ণবগণ যে-কথা বলছেন, সেটাত' মিথ্যা কথা নয়—শাস্ত্রেরই কথা।

স্বয়ং ভগবান্‌ই সর্ব্বোপরি Guardian আমাদের। তিনিই আমাদের শাসন করছেন, তিনিই আমাদের পথপ্রদর্শন করছেন, ভাল-মন্দের বিচার দেখাচ্ছেন। বিধি-নিষেধাত্মক শাস্ত্র, সুতরাং বিধি-নিষেধ আমাদের মেনে চলতে হবে।

আমরা শ্রীধাম দর্শন ও পরিক্রমাদির জন্য এসেছি। সাধু-গুরু-বৈষ্ণবসঙ্গে এবং তাঁদের আনুগত্যে এই ধামদর্শন যথা তথা লাভ হয়। নিজেরা ইচ্ছা করে গেলাম, ইচ্ছা করে চললাম, এতে ঠিক ধামদর্শন হয় না, পরিক্রমা ঠিক হয় না। সেজন্য শাস্ত্র বলেছেন,—আগে কানের দ্বারা শোন, পরে দর্শন কর।

রহূগণ রাজা তীর্থভ্রমণে গিয়েছেন। সেখানে জড়ভরতের সঙ্গে তাঁর যে দেখা হয়েছিল, সেক্ষেত্রে জড়ভরত তাঁকে কি উপদেশ শুনিয়েছিলেন? জড়ভরত ত' কথা বলছিলেন না। তিনি কানে শুনতেও পান না, আর কথাও যেন বলতে পারেন না। কিন্তু এমনই একটা ক্ষেত্র উপস্থিত হল, সেই রহূগণ রাজার প্রতি তাঁর দয়া হল, তিনি মুখ খুললেন,—

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্।।

তুমি যে এই তীর্থদর্শন করতে যাচ্ছ রাজা, তীর্থযাত্রার এ নহে পরিপাটী। এমন করে তীর্থদর্শন হয় না। পূজা ইত্যাদির দ্বারা হয় না, দানধর্ম্মের দ্বারা হয় না। 'নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা'—সংসার ছেড়ে চলে গেলেও হয় না। সুতরাং সবটার মধ্যেই তত্ত্বদর্শন আছে।

এক গুরু তিনি গিয়েছিলেন শিষ্যের কাছে। তিনি শিষ্যকে বললেন,—দেখ, দেহ কিছু নয়, মন কিছু নয়, আত্মাই সব ; কর্ম্ম কিছু নয়, জ্ঞান কিছু নয়, ভক্তিই সব। এ সংসারে থাকলে তোমার সাধন-ভজন কিছুই হবে না। তোমাকে সব ছেড়ে দিতে হবে।

গুরুদেব চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিষ্য মহাশয়ও কয়েকদিন পরে সংসার ছেড়ে চলে গেলেন। 'লোটা কম্বল চিমটে সম্বল, মাগ্‌নে খানেবালা।' গিয়ে বনে বাস করতে লাগলেন। বনে ত' বাঘ, সিংহ ইত্যাদি হিংস্র জন্তু আছে, কাঁকড়া বিছে প্রভৃতি সবরকম ধরণের পোকামাকড় আছে। পর্ণকুটির নির্ম্মাণ করেছেন সেখানে। একখানা গীতা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন সেখানে। গীতাখানা ইঁদুরে কেটে দিচ্ছিল। তা দেখে তিনি একটা বিড়াল পুষলেন। বিড়াল সবসময় মেও মেও করে, দুধ না হলে হবে না তার। একটা গরু পুষলেন। গরু কে দেখবে? একটা ঝি-চাকরাণী রাখলেন। তারপর অনেক ছেলেপিলে হয়ে গেল। এক সংসার ছেড়ে আর এক সংসারে এসে পড়লেন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ ১৪০৬ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০০

বহুদিন পরে সাধুবাবা (গুরুদেব) শিষ্যটীকে দেখতে এসেছেন। রাস্তায় শিষ্যের সঙ্গে দেখা হল, সেই ছেলেপিলেদের নিয়ে স্নান করে ফিরছেন শিষ্য। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—'বেটা! এ কেয়া হুয়া?' তখন বলছেন শিষ্য মহাশয়,—'গুরুজী! এ গীতাকা সংসার হো গিয়া!' সুতরাং—

'ভয়ং প্রমত্তস্য বনেঽপি স্যাদ্‌যতঃ স আস্তে সহ ষট্‌সপত্নঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতের্বুধস্য গৃহাশ্রমঃ কিং নু করোত্যবদ্যম্।।

'ষট্‌সপত্নঃ'—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—এই ছয় সপত্নী যার নিজের কাছে আছে অর্থাৎ ষড়্‌রিপুর বশীভূত যারা, তাদের ত' বনে গেলেও রেহাই নেই। 'জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতের্বুধস্য গৃহাশ্রমঃ কিং নু করোত্যবদ্যম্'—অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যে তার ত' বনে গিয়েও রেহাই নেই।

জিহ্বৈকতোঽমুমপকর্ষতি কর্হি তর্ষা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি।।

(গৃহস্থের অনেক স্ত্রী থাকলে তারা যেরূপ প্রত্যেকেই স্বামীকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করে, সেরূপ জিহ্বা, পিপাসা, উপস্থ, ত্বক্, উদর, কর্ণ, নাসিকা, চঞ্চল-দৃষ্টি এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল এই দেহাভিমানী পুরুষকে নিজ নিজ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে থাকে।) এসব কথা শাস্ত্রে রয়েছে, আলোচনার বিষয় আমাদের।

প্রহ্লাদ মহারাজের একটা উক্তি থেকে আমরা জানতে পারি,—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে।।

হে ভগবান্! তুমি আমায় আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর। আমি অনেকের অনেক কথাই শুনলাম, অনেক দাসত্ব করলাম, অনেক পরিশ্রম করলাম, কিন্তু কেউ আমার চিন্তা-ভাবনা করল না। শেষকালে ভগবানের শরণাপন্ন হচ্ছেন।

এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক-শরণ।।

শাস্ত্র আলোচনা করে সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্যের তাৎপর্য্য অনুধাবন করে সংসারে থেকেই আমাদের সাধন-ভজন করতে হবে। কোনটাতেই দোষ নেই, কিন্তু সাধন-ভজন ত' আমাদের করতেই হবে। যেখানেই থাকি না কেন, যেভাবেই থাকি না কেন, আমাদের সাধন-ভজন ছাড়া কোন গতি নেই।

ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা।
(ছাড়িয়া ভগবৎসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা।)

সব জিনিষটা আমাদের বুঝবার বিষয়। আমরা যেখানেই থাকি, যে পরিবেশেই থাকি, সেখানে সেবানুকূল পরিবেশ আমাদের নিশ্চয় তৈরী করতে হবে। তা না হলে আমাদের কল্যাণ নেই।

প্রার্থনা

গুরুদেব এই নিবেদন।
শ্রীচরণে তব　　অব কছু কহোঁ
দেহ তঁহি শরবণ।। ১।।
সংসার-সাগরে　　স্বকরম-স্রোতে
কাল বায়ে ভাসি' যাই।
কাম-ক্রোধাদিক　　কুম্ভীর-কবলে
পড়িয়া সোয়াথ নাই।। ২।।
তুহু যব কৃপা　　করবি গোসাঞি
তব সো উপায় হোয়।
মায়া সুদারুণ　　দাম গলে বাঁধি
অব মারি ডারে মোয়।। ৩।।
প্রতিষ্ঠা আশায়ে　　নাশল সকল
আসলে পড়ল বাজ।
"প্রতিষ্ঠা বাঘিনী"　　তুয়া মুখবাণী
না শুনি খোয়ালুঁ কাজ।। ৪।।
অসত চেষ্টায়ে　　সতত ঘুরিনু
বসতি অসত-পাশ।
তনু-মন-ধন　　সকল সঁপিয়া
ভৈগেলুঁ মায়াকি দাস।। ৫।।
কাজর কুঠুরি　　যো কোই পৈঠব
কৈছন সিয়ান হোই।

নিচয় তা দেহে রেখৈক লাগব
ঐছন এ মায়া মোই ।। ৬ ।।
দেখিয়া শুনিয়া ঠেকিয়া শিখলুঁ
চিত দড়াইতে নারি।
সংসার-কণ্টক পল্লব ভখিয়া
চর্ব্বিত চর্ব্বণ করি।। ৭ ।।
এ অধম দাস শ্রীচরণ পাশ
স্বরূপ কহত বাণী।
তুয়া পদে ভক্তি দান দেহ মোহে
যাহে সব নাশ শুনি।। ৮ ।।

শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

"ভগবান্ ব্যাসঃ কৃপণবৎসলঃ (ভাঃ ১।৪।২৪)—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসরূপে ভগবৎপরাঙ্মুখ জীবগণের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া যাবৎ শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং অপরদিকে গুরুরূপে সেই সকল শাস্ত্রবাণী কৃপণগণের নিকট প্রচার করেন। এইজন্য শ্রীব্যাস ও শ্রীগুরু উভয়ই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ—মায়ামুগ্ধ জীবের অজ্ঞানতমঃ বিনাশের সূর্য্যস্বরূপ। পূর্ণ ব্যাসানুগত্য ভিন্ন গুরুত্বের উদয় হয় না। তজ্জন্যই শ্রীগুরুদেবকে ব্যাসাভিন্ন বলিয়া বলা হয়। কর্ম্মিগণ কেবল তাহাদের নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের অনুকূলে যে বেদানুশীলন করিয়া থাকেন, তাহা অপরা-বিদ্যারই অন্তর্গত—তাঁহারা শ্রীব্যাসদেবের আনুগত্য করিতে অক্ষম। জ্ঞানিগণ নিবৃত্তিমার্গ অনুসরণ করিলেও ব্রহ্মেরও আশ্রয়স্বরূপ ভগবত্তত্ত্ব-অনুধাবনে অসমর্থবিধায় তাঁহারাও শ্রীব্যাসের পূর্ণ-আনুগত্যে অসমর্থ। অপরদিকে কেবলাদ্বৈতবাদিগণ শ্রীব্যাসদেবকে ভ্রান্ত বলিয়া বস্তুতঃ তাঁহার আনুগত্যই পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের কাহারও গুরুপূজা ব্যাসপূজা নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীব্যাসপূজার আয়োজন করিয়া শ্রীগুরুপূজাই যে শ্রীব্যাসপূজা, তাহা ঘোষণা করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা জগদ্‌গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের "আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ"—এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া যিনি শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত, বাল্যকালেই জড়মুগ্ধতা স্বতঃই পরিবর্জ্জন করিয়া যিনি ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর পদ-নখ-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার স্বাভাবিক গুরুত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি সারস্বত-বর শ্রীবিনোদবিহারী

কৃতিরত্ন প্রভুর নিকট আবাল্য সর্ব্বতোভাবে লালিত-পালিত, এবং উক্ত 'কৃতিরত্ন' প্রভু সন্ন্যাস বরণ করিয়া জগদ্‌গুরুরূপে আত্মপ্রকাশের পূর্ব্বেই সর্ব্বপ্রথম মন্ত্ররূপ অনুগ্রহদ্বারা নিজের সহিত নিত্যসম্বন্ধ বুঝাইয়াছেন, সেই "কেশব-ধৃত বামন-রূপঃ"—শ্রীকেশবাভিন্ন



ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের ৭৯তম শুভাবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীসমিতির সেবকগণ স্বতঃই অনুপ্রাণিত হইয়া সমিতির মূলমঠ শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিপুল সমারোহে শ্রীব্যাসপূজার আয়োজন করেন। পৌষের শৈত্য উপেক্ষা করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার আশ্রিতজন ও গুণমুগ্ধগণের জোয়ারে সমগ্র মঠপ্রাঙ্গন প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। বলাবাহুল্য, এইপ্রকার জনসমাবেশ শ্রীপূজার আয়োজকগণ ধারণা করিতে পারেন নাই। এই শ্রীব্যাসপূজার অনুষ্ঠান-সূচী বহুল প্রচারিত 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'বর্ত্তমান' ও 'আজকাল' পত্রিকাতেও প্রকাশিত হইয়াছিল। "সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ"—তাঁহার জগদ্‌গুরুত্বের আলোকে কত সহস্র জন যে উদ্ভাসিত হইয়াছেন, তাহা তখন লক্ষ্য করা গিয়াছিল। কোনরূপ লব্ধপ্রতিষ্ঠ

মন্ত্রী, নায়ক, ক্রীড়ক, নর্ত্তকের আকর্ষণে নহে—ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের আকর্ষণে বিজ্ঞাপনের অপেক্ষা না করিয়াই এই বিপুল জনজোয়ার।

শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবের অধিবাস-দিবস ১৪ই পৌষ, বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে সমিতির সেবকগণ, আশ্রিতগণ, আহূত, অনাহূত, রবাহূত সকলে মিলিয়া সঙ্কীর্ত্তন ধ্বনিতে সমগ্র নগর নিনাদিত করিয়া ধামবাসিগণকে মহোৎসব-সন্দেশ বিতরণ করেন। পরদিবস ১৫ই পৌষ, শুক্রবার (ইং ৩১।১২।১৯৯৯) প্রাতঃকাল হইতেই সঙ্কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত উপাস্য-পঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরুপঞ্চক, তত্ত্বপঞ্চকের পূজা ও যজ্ঞের ধূম্র-ঘ্রাণ, স্বাহা-রবে সর্ব্বদিক মুখরিত হইতে থাকে। যজ্ঞাবসানে সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে তাঁহার ভজন-কুটীর হইতে আবাহন করিয়া নাট্যমন্দিরে আনয়ন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারী ও শ্রীকোলদ্বীপেশ্বর শ্রীলক্ষ্মীবরাহদেবকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া শ্রীব্যাসাসনে অধিষ্ঠিত হইলে পর ভক্তগণ পরমোল্লাসে তাঁহার পূজা আরম্ভ করিলেন। পূজান্তে আবালবৃদ্ধবনিতা সকল ভক্তগণ একে একে তাঁহাদের পরমারাধ্যতমের শ্রীচরণপ্রান্তিকে কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিতে পারিয়া পরম কৃতার্থ বোধ করিতে থাকেন।

অতঃপর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীঅন্তর্দ্বীপ মায়াপুরের বিভিন্ন মঠ হইতে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীবৃন্দও যেরূপে পরমোৎসাহে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া সার্থকমণ্ডিত করিয়া তুলেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রতি যথার্থভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার ভাষাও অপ্রতুল বোধ হইতেছে। প্রধান অতিথি শ্রীমন্ নয়নানন্দ দাস বাবাজী মহারাজের সদয় উপস্থিতিতে ও পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের সভাপতিত্বে উপস্থিত সন্ন্যাসীবৃন্দ 'শ্রীগুরু ও শ্রীব্যাসতত্ত্বে'র শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাদ্বারা সকলকে পরিপ্লুত করিয়া দেন। শ্রীমদ্ভক্তিচকোর শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিচার ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিচার বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিঅমল পরমহংস মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিচার পরিব্রাজক মহারাজ প্রমুখ বিভিন্ন গৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসিগণ তাঁহাদের অমূল্য বক্তব্য রাখিয়া বিশেষ প্রশংসাভাজন হন।

সভা সমাপনান্তে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীর মাধ্যাহ্নিক ভোগারাত্রিক অনুষ্ঠিত হইলে পর সকলকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। জনসমাগম ধারণাতীত হইলেও কেহই শ্রীমহাপ্রসাদ হইতে বঞ্চিত হন নাই।

সন্ধ্যায় স্বয়ং শ্রীল গুরু-মহারাজের উপস্থিতিতে সভাকার্য্য আরম্ভ হয়। সর্ব্বপ্রথমেই তিনি সকল ভক্তগণের হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া হরিকথা পরিবেশন করেন। অতঃপর একে একে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ প্রমুখ বক্তৃবৃন্দ শ্রীল গুরু-মহারাজের সম্বন্ধে স্ব-স্ব অনুভূতি তত্ত্ব-সহযোগে বর্ণনা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের শ্রুতি সার্থক করেন।

"কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্"—জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণের জগদ্‌গুরুত্ব কৃষ্ণভক্তে স্বাভাবিক-রূপেই সঞ্চারিত হয়—"কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে।" জগদ্‌গুরু বলিতে সাধারণ বুদ্ধিতে যিনি সমগ্র জগতের গুরু এবং সমগ্র জগদ্বাসীকেই তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য বলিয়া যে ধারণা হয়, তাহা নহে। "কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস"—কাহারও মানা বা না মানার উপর কৃষ্ণের জগদ্‌গুরুত্ব নির্ভর করে না। তদ্রূপ কৃষ্ণভক্তেরও জগদ্‌গুরুত্ব কাহারও স্বীকার-অস্বীকারের অপেক্ষা রাখে না। তৃণ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, বায়ু, অগ্নি, জল, শিশু, বনিতা প্রভৃতি সকল বস্তুতেই যিনি তাঁহার পরমারাধ্যতম আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের প্রতিফলন দর্শনহেতু সমগ্র জগৎকে তাঁহার কৃষ্ণভজনের অন্বয়-ব্যতিরেক গুরুরূপে উপলব্ধি করেন—তিনিই জগদ্‌গুরু। ভগবান্ যদ্রূপ ভক্তের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া বস্তুতঃ তাহাকে জয় করিয়া ল'ন, তদ্রূপ তিনি সর্ব্বজগৎকে গুরুরূপে বরণ করিয়া প্রকারান্তরে শিষ্যত্বেই স্বীকার করেন। শ্রীকৃষ্ণের জগদ্‌গুরুত্ব এবং মহান্তগুরুর জগদ্‌গুরুত্ব উভয়ই ভক্তসাধকের নিকট প্রয়োজনীয় হইলেও মহান্তগুরুর জগদ্‌গুরুত্বই অধিক মহিমাময়। তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা অপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগবতের অধিক উৎকর্ষতা। কারণ, দেখা যায়,—গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ নিজকে যে-প্রকার প্রকাশ করিয়াছেন, তদপেক্ষা ভাগবতে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে কোটিগুণ অধিক প্রকাশ করিয়াছেন। পরিশেষে মহান্তগুরুর অধিক মহিমার ছোট একটী উদাহরণদ্বারা এই ব্যাসপূজা-সংবাদ শেষ করিতেছি,—

ভগবান্ শ্রীবামনদেব তাঁহার শরণাগত শ্রীবলি মহারাজকে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত 'সুতল'-লোকে স্থান প্রদান করিয়া স্বর্গাদি অপেক্ষাও অধিক উপভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন, অপরদিকে মহান্তগুরু শ্রীবামনদেব তাঁহার শরণাগতকে ব্রহ্মাণ্ডের অতীত ও সর্ব্বলোকোপরি শ্রীগোলোক-বৃন্দাবন-শ্বেতদ্বীপে শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীর নিত্যসেবায় নিযুক্ত করেন। জয় জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ কি জয়! তদীয় শুভাবির্ভাব-তিথিবরা কি জয়!! শ্রীব্যাসপূজা-মহামহোৎসব কি জয়!!!

—নিজস্ব সংবাদ

বিশেষ নিবেদন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকগণকে জানানো যাইতেছে যে, যাঁহারা এখনও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ৫১শ বর্ষের গ্রাহক-মূল্য প্রেরণ করেন নাই, তাঁহারা অনতিবিলম্বে উক্ত গ্রাহক-মূল্য এবং আগামী ৫২শ বর্ষের গ্রাহকমূল্য একসঙ্গে পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবায় সহযোগিতা ও উৎসাহিত করিবেন।

গ্রাহক-মূল্য (M.O.) পাঠাইবার সময় বা কোনরূপ পত্রাদির দ্বারা যোগাযোগ করিলে **অবশ্যই গ্রাহক সংখ্যা** (Sl. No.) উল্লেখ করিবেন।

পাশ্চাত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম-প্রচার

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদানুকম্পিত প্রিয়পার্ষদপ্রবর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজানুগৃহীত শ্রীসমিতির সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক তথা মদীয় শিক্ষাগুরু ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ অষ্টমবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারার্থে শুভযাত্রা করিয়া সিঙ্গাপুর, হংকং প্রচার সমাপ্ত করিয়া ফিলিপাইন্সের রাজধানী মানিলাতে পৌঁছাইয়াছেন। পরমার্থ সাধনভূমি ভারতবর্ষের মুম্বই মহানগরী হইতে শ্রীল মহারাজ বিগত ৬।১২।৯৯ তারিখে যাত্রা করেন। বিদেশ যাত্রার প্রাগ্‌দিবস অর্থাৎ ৫।১২।৯৯ তারিখে শ্রীল মহারাজ মুম্বই মহানগরীর সুপ্রসিদ্ধ মেরিন্ ড্রাইভস্থ তারাবাই হলে "শ্রীরাধাতত্ত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীরাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীল মহারাজ বলেন,—"বেদ, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণাদি শ্রীকৃষ্ণের মহিমা-প্রকাশক গ্রন্থ হইলেও পুরাণসম্রাট্ প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণীর মহিমামণ্ডিত গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি স্কন্ধে, প্রতি অধ্যায়ে, প্রতি শ্লোকে শ্রীশুকদেব গোস্বামীর আরাধ্যাদেবীর নাম অন্বয়-ব্যতিরেক যে-কোনপ্রকারে অবশ্যই রহিয়াছে।

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।।" (ভাঃ ১।১।১)

এই শ্লোকে শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীর নাম সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান্। এই শ্লোকের রহস্য জানিবার জন্য আমাদিগকে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শরণাগত হইতে হইবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রঘুপতি উপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে দেখা যায়,—শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রশ্ন করিতেছেন এবং রঘুপতি উপাধ্যায় উত্তর প্রদান করিতেছেন,—

প্রভু কহে,—উপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ মান' কায়?
'শ্যামমেব পরং রূপং'—কহে উপাধ্যায়।।
শ্যাম-রূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান' কায়?
'পুরী মধুপুরী বরা'—কহে উপাধ্যায়।।
বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরে শ্রেষ্ঠ মান' কায়?
'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং'—কহে উপাধ্যায়।।
রসগণ মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান' কায়?
'আদ্য এব পরো রসঃ'—কহে উপাধ্যায়।।

রঘুপতি উপাধ্যায় ও মহাপ্রভু-সংবাদে ভগবত্তত্ত্বের রূপ, ধাম, বয়স এবং রস-সম্বন্ধীয় তত্ত্বদর্শনের সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চ মুখ্যরস ও পঞ্চ গৌণরস বিদ্যমান থাকিতে আদ্য (শৃঙ্গার) রসই যে শ্রেষ্ঠ, তা আমরা কিভাবে বুঝিব? দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্য রস-সম্বন্ধীয় লীলা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, সর্ব্বক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ নরবালকের ন্যায় লীলা করিতেছেন। যাহা দেখিয়া স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রও ভুল করিয়া বসিলেন। অন্যান্য দেবতা ও সাধারণ মনুষ্যের কথাই বা কি? মনুষ্যের মধ্যে শিশুপাল, কালযবন ও জরাসন্ধের ন্যায় রাজগণ ভুল করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে সাধারণ মানুষ মনে করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে আর একটী বিষয় বুঝাইয়া না দিলে তত্ত্বদর্শন সম্বন্ধে ভুল ধারণা থাকিয়া যাইবে।

ব্রহ্মমোহন-লীলা শ্রবণ করিয়া অধিকাংশই মনে করিতে পারেন, ব্রহ্মাও ত' ইন্দ্রের ন্যায় ভুল করিয়া বসিয়াছেন। ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ তাহা নহে। ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আদিগুরু লোকপিতামহ ব্রহ্মার ইহাতে বিন্দুমাত্রও ভুল নাই। তিনি আমাদের ন্যায় ভুল করিতে পারেন না। যিনি এত উপাদেয় গ্রন্থ 'ব্রহ্মসংহিতা' রচনা করিয়াছেন এবং যে গ্রন্থকে শ্রীমন্মহাপ্রভু এত আদর করিয়াছেন, তিনি যদি ইন্দ্রের ন্যায় ভুল করিয়া থাকেন তাহা হইলে ত' আমাদের সম্প্রদায়ে সর্ব্বক্ষেত্রে ভুল থাকিয়া যাইবে। তত্ত্বদর্শনটী আরও পরিষ্কার করিয়া দিতেছি।—

আপনারা জানেন,—"এক কার্য্যে করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত।" অর্থাৎ ভগবান্ যখন একটা লীলা করেন তখন আনুসঙ্গিকভাবে আরও কয়েকটী স্বাভাবিকভাবেই হইয়া যায়। ব্রজের প্রতিটি মাতৃস্থানীয়া গোপীগণ মনে মনে চিন্তা করিলেন, অহো! কৃষ্ণ আমার পুত্র হইলে যশোদার ন্যায় সর্ব্বক্ষণ স্নেহ করিতাম, লালন-পালন করিতাম। ব্রজের প্রতিটি গাভী ভাবিলেন, অহো! কৃষ্ণ যদি আমাদের বৎস হইত, তাহলে আমরা কৃষ্ণকে প্রাণভরে স্তন্যদুগ্ধ পান করাইতাম, স্নেহভরে লেহন করিতাম। ব্রজের কিশোরীগণ প্রত্যেকেই মনে মনে এক চিন্তা করিলেন, অহো! শ্যামসুন্দর আমাদের পতি হইলে জীবন আমাদের সার্থক হইয়া যাইত। অন্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ত' বাঞ্ছাকল্পতরু, তিনি সকলের মনোবাসনা পূরণ করিয়া থাকেন। যেখানে ব্রজবাসিগণ ইচ্ছা করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাহাদের ইচ্ছা যশোদানন্দন কি অপূর্ণ রাখিতে পারেন? না, না, কখনই না। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা জানিয়া লীলাশক্তি যোগমায়াদেবী উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মমোহন-লীলা সম্পাদন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদিগের ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য ব্রহ্মাকেই বা স্থির করিলেন কেন? ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, পবন, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণের দ্বারাও সম্পাদন করাইতে পারিতেন। কোন কঠিন কার্য্য ভগবান্ নিজজনের দ্বারাই করান। পূর্ব্বোক্ত দেবতাগণকে উপযুক্ত মনে না করিয়া ব্রহ্মাকেই যোগ্যপাত্র হিসাবে স্থির করিলেন। মায়াবাদ প্রচারার্থ যদ্রূপ ভগবান্ শিবকেই বিবেচনা করিয়াছিলেন, ব্রজবাসিগণের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য ঠিক তদ্রূপ ব্রহ্মাকেই বিবেচনা করিলেন। আমাদের সম্প্রদায়ের আদিগুরু ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের

বা তাঁহার পরিকরগণের সেবার জন্য যোগ্য হবেন না বা কেন? শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে নিজেই শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র ও বংশীর মাধ্যমে কামগায়ত্রী প্রদান করিয়াছেন, তিনি ব্যতীত কে-ই বা শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পরিকরগণের সেবার উপযুক্ত পাত্র হইতে পারেন? শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অন্য কাহাকেও মন্ত্র প্রদান করেন নাই। তজ্জন্য যোগমায়ার দ্বারা ব্রহ্মাকে আকর্ষণ করাইয়া সখাগণকে ও গোবৎসগণকে চুরি করাইলেন। ব্রহ্মা ইন্দ্রের ন্যায় ভগবানকে বুঝিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা পরীক্ষার জন্য চুরি করিলেন—এরূপ নহে, ইহা যোগমায়ার দ্বারাই সম্পাদিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়া-প্রভাবে নিজ ভগবত্তা ভুলিয়া সাধারণ বালকের ন্যায় সখাগণ ও গোবৎসগণকে খুঁজিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, অহো! আমি একেলা ব্রজে ফিরিয়া গেলে মাতাগণ ও ব্রজবাসিগণ কি ভাবিবেন? কৃষ্ণের এরূপ চিন্তা হইলে বাকী কাজ যোগমায়াদেবী করিয়া দিলেন। এই লীলা আমার আলোচ্য বিষয় নহে বলিয়া আর বিস্তৃত আলোচনায় যাইতেছি না। এই লীলায় অন্যান্য লীলার ন্যায় মনোহারিত্ব বর্ত্তমান থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ নিজের মনের উপর পূর্ণ আধিপত্য রাখিয়াছেন।

এখন মধুর লীলার একটী উদাহরণ দিতেছি—যেখানে শ্রীকৃষ্ণ নিজের মনের প্রতি আধিপত্য বজায় রাখিতে পারেন নাই। এই লীলা হল 'রাসলীলা'। মনের প্রতি আধিপত্য না রাখিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন,—

সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাতা মনোহরা।
নাহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ।।

শ্রীকৃষ্ণের এই মন্তব্য হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে,—পঞ্চ মুখ্যরস ও সপ্ত গৌণরস বর্ত্তমান থাকিলেও আদ্য বা মধুর রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আদ্য (মধুর) রসের এই লীলায় শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীর প্রাধান্য সর্ব্বাধিক। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত গোপীর প্রতি সমব্যবহার দেখিয়া রাধিকা রাস হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন, রাসও ভঙ্গ হইয়া গেল। গোপীগণ, বিশেষতঃ রাধিকা ব্যতীত কৃষ্ণের উপস্থিতিতে মধুর রস হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোক—যাহা আমি পূর্ব্বে উত্থাপন করিয়াছিলাম, আদ্যরস যে শ্রীমতী রাধারাণীর উপস্থিতিতে উৎপত্তি হয়, সেই শ্লোকে শ্রীরাধা নামের স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

আর একটী প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া শ্রীল মহারাজ বলেন,—"শ্রীমদ্ভাগবতকে গায়ত্রীর ভাষ্য বলা হইয়াছে। 'গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ।' অনেকের ধারণা গায়ত্রী মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হলেন সূর্য্যদেব। কিন্তু আমাদের তত্ত্বদর্শন তা বলেন না। গায়ত্রী যদি রাধারাণীর মন্ত্র না হইবে তবে গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত কিভাবে রাধিকার মহিমাসূচক হইতে পারে? অতএব গায়ত্রী অবশ্যই রাধারাণীর মহিমামণ্ডিত হইবে।

গায়ত্রী যে রাধারাণীর মহিমাসূচক ইহা বুঝিতে বিন্দুমাত্রও অসুবিধা নাই। গায়ত্রী-শব্দের মধ্যেই এর তাৎপর্য্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। 'গায়ত্রী'-শব্দ স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ। গায়ত্রী-শব্দ স্ত্রীলিঙ্গবাচক হওয়ার জন্য এই মন্ত্রের অধিষ্ঠাতা সূর্য্য (পুংলিঙ্গবাচক শব্দ) কিভাবে

হইতে পারে? ইহা কখনও সম্ভব নহে। অতএব এই মন্ত্রের অধিষ্ঠাতা কোন দেব না হইয়া নিশ্চিতরূপেই কোন দেবী হইবেন। কে এই দেবী?—এই প্রশ্নের উত্তরে বৃহদ্‌গৌতমীয় তন্ত্র বলিতেছেন,—"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।" উক্ত দেবী হইলেন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দরের অন্তরঙ্গা শক্তি বা হ্লাদিনী শক্তি, গৌড়ীয়গণের উপাস্যা শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী। যদিও আজকের সভার আলোচ্য বিষয় "রাধা-মহিমা-বিবেচন" রাখিয়াছেন, তথাপি সাধারণ সভাতে এতদপেক্ষা অধিক বলা সম্ভবপর নহে। ইহাতে অনেক সাম্প্রদায়িক রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। কতিপয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মধ্যে ইষ্টগোষ্ঠীরূপে কিছু আলোচনা সম্ভব হইলেও প্রকাশ্য সাধারণ সভাতে ইহা আলোচ্য নহে।

বক্তৃতার শেষে জনৈক শ্রোতা প্রশ্ন করেন,—স্বামিজী! আপনি কি মহাপ্রভু বলিতে বল্লভাচার্য্যকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন?

শ্রীল মহারাজ—আমি বল্লভাচার্য্যের কথা আমার বক্তৃতার প্রারম্ভে বলি নাই। মহাপ্রভু বলিতে আমি শ্রীশচীনন্দন গৌরহরিকেই উল্লেখ করিয়াছি।

শ্রোতা—এই গৌরহরির কথা কি শ্রীমদ্ভাগবতে আছে? আর ইনি বাস্তবিকপক্ষে কে?

শ্রীল মহারাজ—হ্যাঁ, শ্রীমদ্ভাগবতে গৌড়ীয়ের প্রাণেশ্বর শ্রীগৌরহরির নামোল্লেখ আছে। উনি হইলেন সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।

শ্রোতা—বিস্ময় নেত্রে, উনি শ্রীকৃষ্ণ? তবে শ্যামবর্ণ নন কেন?

শ্রীল মহারাজ—স্মিতহাস্যে—আপনারা ত' জানেন যে,—ব্রজে প্রসিদ্ধ মাখনচোর, অনেক জন্মের পাপচোর, গোপীগণের দুকূল চোর রাধাকান্ত একরস হইয়াও বহুরস আস্বাদনার্থ নিজকান্তা শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব ও অঙ্গকান্তি চুরি করিয়া শ্যামবর্ণ শ্রীশ্যামসুন্দরই শ্রীগৌরসুন্দররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অপর শ্রোতা—স্বামিজী! এখানে ত' অনেক খ্যাতনামা ভাগবত পাঠক আসেন, তাঁহারা কেহই শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির কথা বলেন না কেন?

শ্রীল মহারাজ—স্বভাবসুলভ গম্ভীরভাবে জানান, তাঁহারা জানেন না, তাই বলেন না। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্ব শ্রোতা—স্বামিজী! আমরা শুনিয়াছি যে, আপনি আগামীকাল বিদেশ প্রচারার্থ রওনা হইতেছেন। প্রচারসূচী ত' আর পরিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিতে পারি না। তবে আমাদের একান্ত অনুরোধ আপনি ভবিষ্যতে যখন বোম্বে আসিবেন, তখন কৃপাপূর্ব্বক শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির কথা অবশ্যই শুনাইবেন।

শ্রীল মহারাজ—হ্যাঁ, আমি কথা দিতেছি যখনই আমি বোম্বে আসিব, অতি অবশ্যই আপনাদিগকে পরমকারুণিক শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির কথা শুনাইব।

পরদিবস ৬।২।৯৯ অরিখে শ্রীল মহারাজের সহিত শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী,

শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীব্রজনাথ দাসাধিকারী, শ্রীমতী বৃন্দাদেবী ও শ্রীমতী তুঙ্গবিদ্যাদেবী সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সিঙ্গাপুরের প্রথম পর্য্যায়ের প্রচারে শ্রীল মহারাজ প্রধানতঃ শ্রোতাগণের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। শ্রীল মহারাজ সিঙ্গাপুর হইতে হংকং-এ প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া ফিলিপাইন্সের রাজধানী মানিলাতে পৌঁছান। হংকংস্থ ফিলিপস্ কোম্পানীর East Asia Regional Marketing Manager HEC & F & B মিঃ আর. রমেশ এবং তৎপত্নী শ্রীমতী চারুদেবী শ্রীল মহারাজের হংকং-এ প্রচারের ব্যবস্থা করেন। হংকং বর্ত্তমানে চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হইলেও তথায় যাইবার জন্য কোনপ্রকার ভিসার প্রয়োজন নাই।

হংকং-এ প্রচারে শ্রীল মহারাজ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া বলেন,—সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ, প্রচুর সম্পদ্ এবং সর্ব্বোপরি জাগতিক প্রতিষ্ঠা থাকিলে হরিভজন করিবার প্রয়োজনীয়তা কি? প্রহ্লাদ মহারাজের প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করিয়া সমস্তপ্রকার জাগতিক সুখ-স্বচ্ছন্দ থাকিলেও হরিভজন না করিলে হিরণ্যকশিপুর ন্যায় নৃসিংহের দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। হিরণ্যকশিপুর যে-পরিমাণ জাগতিক সুখ-স্বচ্ছন্দ ছিল, বর্ত্তমানে কোন মনুষ্যের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। স্বর্গের দেবতাগণ পর্য্যন্ত তাহার কথায় উঠিত বসিত। ভজন না করায় এবং ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের বিরোধিতা করায় শ্রীনৃসিংহদেবের নখাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভজন না করিলে আমাদিগকেও দুর্গতি অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। অতএব প্রত্যেক মনুষ্যের হরিভজন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ফিলিপাইন্সে শ্রীল মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির একটী শাখামঠ উদ্‌ঘাটন করেন। উক্ত মঠ-উদ্‌ঘাটন সমারোহে 'মঠের প্রয়োজনীয়তা ও মঠবাসীর কর্ত্তব্য' সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। ফিলিপাইন্সে প্রচার সমাপ্ত করিয়া অষ্ট্রেলিয়া, ফিজি, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর প্রচার করিয়া আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারী শ্রীল মহারাজ ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

—শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, বিদ্যালঙ্কার

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের তিরোধান

বিশ্ব-বিশ্রুতকীর্ত্তি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত প্রিয়তম সেবক পরিব্রাজকাচার্য্য **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ** গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, ইং ২১।১১।১৯৯৯, রবিবার গৌর-ত্রয়োদশী-তিথিতে রাত্রি ২-১০ মিনিটে পুরীধামস্থ চক্রতীর্থ রোডস্থিত স্বীয় শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে আমাদিগকে গভীর বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া ভৌমলীলা-সম্বরণপূর্ব্বক নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

তাঁহার নির্যাণ-সংবাদ প্রাপ্তির পর ২২।১১।১৯৯৯ তারিখে প্রাতে শ্রীসমিতির সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের অধ্যক্ষতায়

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ প্রচারকেন্দ্র শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠে এক বিরহ-সভা আয়োজিত হয়। উক্ত সভায় পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ এবং শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রহ্মচারী শ্রীল মহারাজের অপ্রাকৃত জীবন-চরিত ও তাঁহার সহিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সুসম্পর্কের কথা আলোচনামুখে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন।



শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিভাশালী শিষ্যগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) যশোহর জেলার গঙ্গানন্দপুর গ্রামে এক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল শ্রীতারিণীচরণ চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম ছিল শ্রীমতী রামরঙ্গিনী দেবী। বাল্যকালে তিনি শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী নামে পরিচিত ছিলেন।

যশোহর জেলায় স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর তিনি কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজে ভর্ত্তি হন। তথা হইতে রসায়ন বিদ্যায় Honours ডিগ্রী লাভ করেন। তৎপরে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথা শ্রবণপূর্ব্বক মনে মনে তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করেন। তদবধি তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য আসা-যাওয়া করিতেন। ১৯২৩

খৃষ্টাব্দে শ্রীজন্মাষ্টমী-তিথিতে তিনি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট হইতে শ্রীনাম ও দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী নামে পরিচিত হন।

মঠ-জীবনের প্রারম্ভে তিনি প্রবল উৎসাহের সহিত একনিষ্ঠভাবে বিভিন্ন সেবাকার্য্যে রত ছিলেন। তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহার তাঁহার সতীর্থগণকে, এমন কি তাঁহার পরিচিত যে কোন ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিত। তিনি শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত দৈনিক "শ্রীনদীয়া-প্রকাশ", "সাপ্তাহিক গৌড়ীয়" এবং শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ-প্রবর্ত্তিত "শ্রীচৈতন্যবাণী" প্রভৃতি পারমার্থিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"তেও তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সেবা সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে "মহোপদেশক প্রত্নবিদ্যালঙ্কার" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাবপূর্ণ কীর্ত্তন ও হরিকথা শ্রবণ করিয়া সকল লোক মুগ্ধ হইয়া যাইতেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের পর তদনুকম্পিত বিদগ্ধ পণ্ডিত শিরোমণি পরম পূজনীয় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে সাত্বত-বিধানানুযায়ী ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক ***ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ***-রূপে পরিচিত হন।

সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর তিনি মায়াপুরের যোগপীঠ মন্দিরের প্রধান পূজারী ও মঠরক্ষক হিসাবে প্রায় পাঁচ বৎসরকাল সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তদনন্তর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সহিত একত্রে বহুদিন ছিলেন। শ্রীসমিতির পারমার্থিক মাসিক মুখপত্র "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"য় তাঁহার লিখিত বহু প্রবন্ধের অন্যতম "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-প্রশস্তি" পাঠে তাঁহার সহিত শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজের বিশেষ সৌহার্দ্দ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত প্রবন্ধটী পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

পরবর্ত্তিকালে শ্রীনবদ্বীপধামের নিকট অম্বিকা কালনাতে স্বীয় ভজন-কুটীর নির্ম্মাণ করত শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথজীউর সেবায় নিয়োজিত হন। অতঃপর শ্রীধাম মায়াপুরে, পুরীধামে, শ্রীধাম বৃন্দাবনে, কলিকাতায় ও মেদিনীপুরে শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করেন।

শ্রীল মহারাজ আমাদিগকে স্বীয় ধাম হইতে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন্—যাহাতে আমরা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার আদর্শ অনুসরণপূর্ব্বক তাঁহার সেবাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সত্যসত্যই আত্মমঙ্গল লাভান্তে নিজ ভজনময় জীবন পরিচালিত করিতে পারি।

"কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা, কৈল সঙ্গভঙ্গ।।"

—জনৈক বিরহী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
এস. টি. ডি.ঃ ০৩৪৭২ ☎ ৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, পিন্-৭৪১৩০২
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা** (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শুভাশীর্ব্বাদে ও সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** সেবানুগত্যে উপরিউক্ত ঠিকানায় আগামী ১লা চৈত্র, ১৪০৬ (ইং ১৫।৩।২০০০) বুধবার হইতে ৭ই চৈত্র, ১৪০৬ (ইং ২১।৩।২০০০) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপী বিরাট্ **মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, **মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি** বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে **শ্রীনবদ্বীপধামের** অন্তর্গত নয়টী (৯টী) দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থান মাহাত্ম্যকীর্ত্তন এবং নগর-সঙ্কীর্ত্তনমুখে **ষোলক্রোশ শ্রীধাম-পরিক্রমা** হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং **শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমাপঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল**। ইতি—১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৬

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

---

*দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে উক্ত সমিতির **"সভাপতি-আচার্য্য"** অথবা **"সাধারণ-সম্পাদক"**-এঁর নিকট উপরিউক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।*

শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ১লা চৈত্র (ইং ১৫।৩।২০০০), বুধবার ;—(১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গাস্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** ; এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ২রা চৈত্র (ইং ১৬।৩।২০০০), বৃহস্পতিবার ;—(৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী ; এবং (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর। ***শ্রীএকাদশী-ব্রতোপবাস।***

৩। ৩রা চৈত্র (ইং ১৭।৩।২০০০), শুক্রবার ;—(৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) ; এবং (৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)। ***পূর্ব্বাহ্ণ ৯/৪৬ মধ্যে একাদশীর পারণ।***

৪। ৪ঠা চৈত্র (ইং ১৮।৩।২০০০), শনিবার ;—(৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা ; এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চড়, বেলপুকুর ; অতঃপর শহর নবদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা (প্রৌঢ়া-মায়াস্থান)।

৫। ৫ই চৈত্র (ইং ১৯।৩।২০০০), রবিবার ;—(৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন ও শ্রীমুরারীগুপ্তের পাট, চাঁদকাজীর সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৬। ৬ই চৈত্র (ইং ২০।৩।২০০০), সোমবার ;—**শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তীর উপবাস ও সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব।**

৭। ৭ই চৈত্র (ইং ২১।৩।২০০০), মঙ্গলবার ;—**সাধারণ-মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)। পূর্ব্বাহ্ণ ৯/৪৪ মধ্যে শ্রীগৌর-জয়ন্তী-ব্রতোপবাসের পারণ।**

জ্ঞাতব্য ঃ—পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু যাত্রিগণ হাল্কা থালা ও ঘটি এবং মশারীসহ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন। ৩০শে ফাল্গুন (ইং ১৪।৩।২০০০) মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠে উপস্থিত হইবেন ; এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবসের পূর্ব্বেই কেহ আসিলে থাকা ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। পরিক্রমা ১লা চৈত্র (ইং ১৫।৩।২০০০), বুধবার প্রাতঃ ৫টা হইতে আরম্ভ হইবে।

卐 **"শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট"** এর অনুকূলে প্রদত্ত যাবতীয় দান আয়কর-মুক্ত।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন।

২। সাধারণ ডাকযোগে "শ্রীপত্রিকা" গ্রহণ করিতে আগ্রহী হইলে বার্ষিক ভিক্ষা ৩০·০০ টাকা ও ষাণ্মাসিক ১৭·০০ টাকা এবং আজীবন সদস্যপক্ষে ১০০১·০০ টাকা অগ্রিম প্রেরিতব্য। ভারত ও বিদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রা দেয়। ভি. পি. তে লইতে হইলে অতিরিক্ত খরচ গ্রাহকগণের স্বীকার্য্য।

৩। যে কোনও সময়ে "শ্রীপত্রিকা"র গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হয়।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। **সর্ব্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড বাঞ্ছনীয়।**

৫। **"শ্রীপত্রিকা"র কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।**

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি "শ্রীপত্রিকা"য় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-আলোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়া।

৭। কোন কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে 'কার্য্যাধ্যক্ষ' অথবা '**প্রকাশক**' **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়**, শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ; ২৮, হালদার বাগান লেন; কলিকাতা-৭০০ ০০৪ ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য-পীঠকম্), ৩। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক, ৪। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ, ৫। মায়াবাদের জীবনী, ৬। শরণাগতি, ৭। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী-চরিত, ৮। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ও পরিক্রমা-গ্রন্থাবলী, ৯। জৈবধর্ম্ম (বাংলা ও হিন্দী), ১০। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা, ১১। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, ১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ১৩। বিজ্ঞপ্তিম ও সন্ন্যাসী, ১৪। শ্রীদামোদরাষ্টকম্, ১৫। অর্চ্চন-দীপিকা, ১৬। শ্রীগৌরাঙ্গ, ১৭। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা, ১৮। শ্রীএকাদশী-ব্রতকথা, ১৯। শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, ২০। উদ্ধারের পথ, ২১। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ, ২২। শ্রীমনঃশিক্ষা, ২৩। শ্রীউপদেশামৃতম্, ২৪। তত্ত্বমুক্তাবলী (যুক্তিমল্লিকাসহ), ২৫। শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, ২৬। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য, ২৭। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-কণ্ঠহার, ২৮। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব, ২৯। প্রেম-প্রদীপ, ৩০। শ্রীগৌড়ীয়-স্তোত্ররত্নমালা, ৩১। মাধুর্য্য-কাদম্বিনী, ৩২। Shri Chaitanya Mahaprabhu, ৩৩। The Bhagavat, ৩৪। Nam-Bhajan, ৩৫। Life Story of Impersonalism (Mayabad) or Victory of Vaishnavism (Vaishnava Vijaya), ৩৬। The Vedanta, ৩৭। Vaishnavism, ৩৮। Rai Ramananda, ৩৯। Relative World, ৪০। A Few Words on Vedanta।

CENTRAL REGD. NO. R.N. 5111/57
POSTAL REGD. NO. WB/NC-281

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্রসমূহ

১। **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ** — তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
২। **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ** — চৌমাথা, পোঃ চুচুঁড়া (হুগলী)।
৩। **শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ** — কংসটীলা, পোঃ মথুরা (মথুরা) ইউ.পি.।
৪। **শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ** — দানগলি, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা) ইউ.পি.।
৫। **শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠ** — রাণাপতঘাট, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা) ইউ.পি.।
৬। **শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ** — সন্ন্যাস রোড, পোঃ কঙ্খল (হরিদ্বার) ইউ.পি.।
৭। **শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ** — গৌরবাটসাহি, পোঃ পুরী (পুরী) উড়িষ্যা।
৮। **শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ** — ২৮, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৪।
৯। **শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ** — পোঃ গোলোকগঞ্জ (ধুবড়ী) আসাম।
১০। **শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ** — পশ্চিম খাগড়াবাড়ী, পোঃ কোচবিহার (কোচবিহার)।
১১। **শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র** — পোঃ রান্দিয়াহাট (বালেশ্বর) উড়িষ্যা।
১২। **শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ** — শক্তিগড়, পোঃ শিলিগুড়ি (জলপাইগুড়ি)।
১৩। **শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ** — পোঃ আশুতিয়াবাড় (মেদিনীপুর)।
১৪। **শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ** — সিধাবাড়ী, পোঃ রূপনারায়ণপুর (বর্দ্ধমান)।
১৫। **শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ** — পোঃ বাসুগাঁও (কাকড়াঝাড়) আসাম।
১৬। **শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ** — পোঃ তুরা (ওয়েষ্ট গারো হিলস্) মেঘালয়।
১৭। **শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ** — মিলনপল্লী, পোঃ শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)।
১৮। **শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠ** — পোঃ মাথাভাঙ্গা (কোচবিহার)।
১৯। **শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠ** — শ্রীচৈতন্য এভিনিউ, দুর্গাপুর-৫ (বর্দ্ধমান)।
২০। **শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠ** — রংপুর, শিলচর-৯ (কাছাড়) আসাম।
২১। **শ্রীদুর্ব্বাসাঋষি গৌড়ীয় আশ্রম** — ঈশাপুর, পোঃ মাঠবন (মথুরা) ইউ.পি.।
২২। **শ্রীমাধবজীউ গৌড়ীয় মঠ** — ১/১, কালীতলা লেন, পোঃ বৈদ্যবাটী (হুগলী)।
২৩। **শ্রীনিমানন্দ গৌড়ীয় মঠ** — গাড়ীখানা রোড, পোঃ বিদ্যাপাড়া (ধুবড়ী) আসাম।
২৪। **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী** — মণিপুর, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
২৫। **শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম** — গদখালি, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
২৬। **শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়** — দেয়ারাপাড়া রোড, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

BOOK POST

To

SL. NO.

From :—

SHRI GOUDIYA-PATRIKA OFFICE
SHRI BINODE BEHARI GOUDIYA MATH
28, HALDER BAGAN LANE.
CALCUTTA-700 004
Ph.: 555-8973